গৌড়ীয়-গৌরব-গ্রন্থগুচ্ছ :—৫৬

শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জীবন

অর্থাৎ

শ্রীমন্ মহাপ্রভু হইতে শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ পর্য্যন্ত প্রায় তিন
শত বৎসরের পার্ষদ, কবি এবং প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ
মহাজনগণের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত
(প্রথম খণ্ড)

শ্রীহরিদাস দাস কর্তৃক সঙ্কলিত ও প্রকাশিত
শ্রীধাম নবদ্বীপ, শ্রীহরিবোল কুটীর

প্রথম সংস্করণ
৪৬৫ শ্রীগৌরাব্দ

দ্বিতীয় সংস্করণ
৫০১ শ্রীগৌরাব্দ

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীহরিদাস দাস
শ্রীহরিবোল কুটীর
শ্রীধাম নবদ্বীপ

সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার
৩৮ বিধান সরণী
কলিকাতা—৬

প্রকাশক—
শ্রীইন্দুভূষণ সাহা
হরিবোল কুটীর
পোড়াঘাট।

মুদ্রাকর—সাহা প্রেস

বাঁধাই:— শ্রীসুব্রত রায়।
বৌবাজার, নবদ্বীপ।

মূল্য— ২০ টাকা মাত্র

অবতরণিকা

অথর্ব সংহিতা[১] (১৫।৬।১১-১২), শতপথ ব্রাহ্মণ[২] (১৪।৫।৪।১০) এবং ছান্দোগ্য উপনিষৎ[৩] (৭।১।১) প্রভৃতিতে ইতিহাসের উল্লেখ পাওয়া যায়। মহাভারতে উক্ত আছে যে 'যাহাতে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের উপদেশ এবং পুরাবৃত্ত কথা আছে, তাহাই ইতিহাস'[৪]। আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্রে[৫] (৪।৬।৬) এবং মনুসংহিতায়[৬] (৩।২৩২) উক্ত আছে যে শ্রাদ্ধাদি পিতৃকার্য্যে ইতিহাস ও পুরাণ ব্রাহ্মণগণকে শুনাইতে হয়। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে ইতিহাস পঞ্চম বেদ বলিয়া নির্দিষ্ট। চাণক্যমতে—পুরাণ, ইতিবৃত্ত, আখ্যায়িকা, উদাহরণ, ধর্মশাস্ত্র এবং অর্থশাস্ত্র—এইগুলির সমাবেশই ইতিহাস রচিত হয়[৭]। শ্রীধরস্বামিপাদ শ্রীবিষ্ণুপুরাণের টীকায় (৩।৪।১০) বলিয়াছেন—'ঋষি সম্বন্ধীয় বহুবিধ আখ্যান, দেবর্ষি-চরিত এবং ভবিষ্যত অদ্ভুত ধর্মকর্মাদি যাহাতে থাকে, তাহাকেই ইতিহাস বলে'[৮]। শঙ্করাচার্য্যও ইতিহাসের প্রামাণ্য স্বীকার করিয়াছেন[৯]। (ব্রহ্মসূত্রভাষ্য ১।৩।৩৩)—'ইতিহাস-পুরাণাদিও মন্ত্রার্থবাদমূলক বলিয়া দেবতা-বিগ্রহাদির প্রমাণ-নির্ণয়ে সমর্থ। ঐগুলি প্রত্যক্ষ-মূলকও হইতে পারে। আমাদের অপ্রত্যক্ষ হইলেও কিন্তু প্রাচীন মহাজনদের প্রত্যক্ষ হইয়াছিল। এই কারণেই স্মৃতিতে উক্ত হয় যে ব্যাসাদি মহর্ষিগণ দেবতাগণের সহিত প্রত্যক্ষভাবে ব্যবহার করেন।' শঙ্করাচার্য্যের এই উক্তিদ্বারা ইহাই সপ্রমাণ হয় যে ভারতীয় ইতিহাস মৌলিক ও প্রামাণিক—ইহাতে স্বকপোল-কল্পিতত্বের অবকাশ নাই। দুঃখের বিষয়—পুরাকালে বিবিধ রাষ্ট্রবিপ্লব, সমাজবিপ্লব ও ধর্মবিপ্লবে প্রাচীন ইতিহাস ও পুরাণগুলির অধিকাংশই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। পুরাণ-সমূহে শ্লোক-সংখ্যা নির্দিষ্ট থাকিলেও অধুনাতন মুদ্রিত গ্রন্থসমূহে বহু শ্লোকই পাওয়া যাইতেছে না; অথচ ঐ ঐ লুপ্ত অংশসমূহের বহুত্র উদ্ধার দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপে বলিতে পারি যে বায়ুপুরাণের বোম্বাই, কলিকাতা এসিয়াটিক্ সোসাইটি ও বঙ্গবাসী সংস্করণে সমগ্র শ্লোক মুদ্রিত হয় নাই। বায়ুপুরাণের শ্লোকসংখ্যা তেইশ হাজার, অথচ প্রচলিত সকল সংস্করণের এগার কি বার হাজার শ্লোক। ইহাতে স্পষ্ট অনুমিত হয় যে বাকী অংশগুলি লুপ্ত হইয়াছে। *

১। অমিতিহাসশ্চ পুরাণঞ্চ গাথাশ্চ···ইতিহাসস্য চ বৈ···

২। অস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতদ্ যদৃগবেদো যজুর্বেদঃ সামবেদঽথর্বাঙ্গিরস ইতিহাসঃ···।

৩। ইতিহাস-পুরাণং পঞ্চম বেদানাম্।

৪। ধর্মার্থকামমোক্ষাণামুপদেশ-সমন্বিতম্। পূর্ববৃত্ত-কথাযুক্তমিতিহাসং প্রচক্ষতে॥

৫। আয়ুষ্মতাং কথাঃ কীর্ত্তয়ন্তো মাঙ্গল্যানীতিহাসপুরাণানীত্যাখ্যাপয়মানাঃ।

৬। স্বাধ্যায়ং শ্রাবয়েৎ পিত্রে ধর্মশাস্ত্রাণি চৈব হি। আখ্যানানীতিহাসাংশ্চ পুরাণানি খিলানি চ॥

৭। পুরাণমিতিবৃত্তমাখ্যায়িকোদাহরণং ধর্মশাস্ত্রমর্থশাস্ত্রঞ্চেতীতিহাসঃ (কৌটিলীয়ে অর্থশাস্ত্রে দশমপত্রে)।

৮। আর্যাদি-বহুধাখ্যানং দেবর্ষিচরিতাশ্রয়ম্। ইতিহাসমিতি প্রোক্তং ভবিষ্যাদ্ভুত-ধর্ম্মযুক্॥

৯। ইতিহাস-পুরাণমপি ব্যাখ্যাতেন মার্গেণ সম্ভবন্মন্ত্রার্থমূলত্বাৎ প্রভবতি দেবতা-বিগ্রহাদি প্রপঞ্চয়িতুম্। প্রত্যক্ষ-মূলমপি সম্ভবতি। ভবতি হ্যস্মাকমপ্রত্যক্ষমপি চিরন্তনানাং প্রত্যক্ষম্। তথা চ ব্যাসাদয়ো দেবতাভিঃ প্রত্যক্ষং ব্যবহরন্তীতি স্মর্যতে।

* বায়ুপুরাণের অপূর্ণতা-সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহোদয়ও উঁহার দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকায় বলিয়াছেন—

'An attempt is sometimes made to explain the discrepancy by saying that in its entirety the work is made up of many appendices or mahatmyas, of which the texts are lost and if these could be put together, the traditional extent would be completed.'

ইতিহাসের ব্যপকতা অতিবিশাল ও মহামহনীয়। স্থাবর-জঙ্গম, জীব-অজীব, মূর্ত্ত-অমূর্ত্ত প্রতি পদার্থেরই ইতিহাসে আছে—ক্রমবিকাশ আছে। সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, শিল্পকলা প্রভৃতি সকল বিষয়েরই ইতিহাস আছে। *

ইতিহাস বলিতে সাধারণতঃ রাজকীয় ইতিহাস + বুঝাইলেও সামাজিক ইতিহাস বা কুলশাস্ত্রও × তদন্তর্গত বলিতে হইবে। কুলগ্রন্থসমূহে যথাযথ তথ্য পাওয়া যায় না ; লেখকগণ ভ্রান্তধারণা, অতিশয়োক্তি অথবা ভ্রমাত্মক কিম্বদন্তীর অনুসরণ করিয়া কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ লিখিলেও কিন্তু যেখানে সেখানে বংশ ও দোষগুণের পরিচয় দিয়াছেন, সেখানে ততটা ভ্রম প্রমাদের অবসর থাকিতে পারে না—ইহাই ঐতিহাসিকদের মত। দুঃখের বিষয় প্রাকৃতিক বা রাষ্ট্রীয় বিপ্লবে বঙ্গের সামাজিক ইতিহাসের প্রধান উপাদান সহস্র সহস্র কুলগ্রন্থ লুপ্ত হইয়াছে।

বৈদিক যুগ হইতে এ দেশে বিবিধ সভ্যজাতির বাস ছিল। ধর্ম্মপ্রাণ উর্বর মস্তিষ্কের উদ্ভাবনী শক্তির প্রভাবে এদেশে যে সকল ধর্ম্মমত ও সম্প্রদায়ের উৎপত্তি ঘটিয়াছে—তাহাদের আচার-ব্যবহার, রীতি নীতি প্রভৃতি বিশেষভাবে বুঝিবার চেষ্টা করা আবশ্যক। জৈন, বৌদ্ধ, বৈষ্ণব প্রভৃতি সম্প্রদায় সম্বন্ধে গবেষণা করিলে বুঝা যায় যে ঐ সকল সম্প্রদায় বহুকাল হইতে স্বস্ব বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন—তাঁহাদের মধ্যে নানা অবান্তর শাখাপ্রশাখার উদ্ভব হইয়াছে এবং তাহাদের ধর্ম্মসম্বন্ধীয় ইতিহাস যাহা আছে—তাহাও নিতান্ত অল্প নহে। উপযুক্ত আলোচনা ও অনুসন্ধান চলিলে অনেক গৌরবজনক অজ্ঞাতপূর্ব তত্ত্ব জানিতে পারিব—বাঙ্গালীর ইতিহাসের একটা ধারাবাহিক সূত্র বাহির করিতে পারিব। বঙ্গদেশে আবির্ভূত সম্প্রদায়ের অনুগত ধর্ম্মাচার্য্য বা মহাপুরুষগণের আবির্ভাব, প্রভাব ও তিরোভাবের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এখনও যাহা পাওয়া যাইতেছে—সেগুলি একত্র সঙ্কলিত হইলে বাঙ্গালীর ইতিহাসের একটা অমূল্য উপকরণ সংগৃহীত হইবে বলিয়া এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করার আবশ্যকতা।

ভারতের নানাস্থানে—কেবল তীর্থস্থান বা সিদ্ধ পীঠ বলিয়া নহে—দুর্গম অরণ্যানীর মধ্যে অতীত কীর্ত্তির মহাশ্মশান বহু প্রাচীন ধ্বংসাবশেষের গর্ভেও (যথা—রাজসাহীর পাহাড়পুর স্তূপে, মহেঞ্জোদারো, হরপ্পা প্রভৃতীতে) অদ্বিতীয় শিল্পকীর্ত্তির পরিচায়ক অপূর্ব ভাস্কর্যের নিদর্শন—শত শত দেবমূর্ত্তি বিরাজিত রহিয়াছে। দেশের অতীত শিল্পের—অতীত ভাস্কর-স্থাপত্যের ইতিহাস গড়িবার সেইগুলি অনন্যসাধারণ উপকরণ। সেইসব দেবমূর্ত্তি যাহাতে ধ্বংসের ও লোপের হস্ত হইতে উদ্ধার হয়—তদুপযুক্ত স্থানে রক্ষিত হওয়ার ব্যবস্থা হয়, তজ্জন্য সমস্ত দেশবাসীরই আনুকূল্য ও উৎসাহ একান্ত আবশ্যক। এ কার্যটি গুরুতর, কষ্টসাধ্য ও ব্যয়সাপেক্ষ। নির্বাক দেবমূর্ত্তিগুলি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের অতীত ইতিহাসের সাক্ষী। দেবমূর্ত্তির পরিচয়লাভের জন্য শিল্পশাস্ত্রের সহিত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের পুরাণ তন্ত্রাদির আলোচনা করিতে হয়, প্রতি দেবমূর্ত্তির উপযুক্ত ও নিখুঁত চিত্র সংগ্রহ করত তাহার সাধন বা মূর্ত্তি-পরিচায়ক ধ্যান বাহির করিতে পারিলে কোন্ সম্প্রদায় কোন্ দেবতার উপাসক ছিলেন বা সেই দেবতা কোন্ ধর্ম্মসম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠিত তাহা ঠিক ঠিক বুঝা হয়। এ বিষয়ে প্রত্নতত্ত্ববিৎ ও ঐতিহাসিকগণের সহযোগিতা আবশ্যক ☛। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রাচীন ও আধুনিক গাথা, দোহা, প্রশস্তি ও মঙ্গলগান প্রভৃতি, যাহাতে সম্প্রদায়ের মনের কথা, প্রাণের স্পন্দনাদি দেদীপ্যমান—তাহাও আলোচনা করিতে হয়। তাম্রশাসন ও শিলালিপি প্রভৃতিও এ বিষয়ে দৃশ্য ও আলোচ্য।

---

* 'History in the wider sense is all that has happenned, not merely all the phenomena of human life, but those of the natural world as well. It includes everything that undergoes change and as modern science has shown that there is nothing absolutely static, therefore the whole universe and every part of it has its history"

—Encyclopaedia Britannica 11th Edition 1911, Vol. XIII p 527—

+ ক্ষেমেন্দ্র ভদ্র-প্রণীত ইতিহাস, ইন্দ্রদত্ত-প্রণীত বুদ্ধপুরাণ এবং আগরতলা হইতে প্রকাশিত 'রাজমালা' প্রভৃতি।

× বৈদ্যকুলপঞ্জিকা, চন্দ্রপ্রভা প্রভৃতি।

☛ বিশ্বকর্ম্মশিল্প, ময়শিল্প, মানসার, রাজবল্লভমণ্ডন ইত্যাদি শিল্পশাস্ত্র এ প্রসঙ্গে আলোচ্য।

এরূপভাবে বিরচিত ইতিহাসই আমাদের মোহান্ধকার দূর করিবে, আমাদের জ্ঞাননেত্রের উন্মীলন করিবে—আমাদের পূর্ব পুরুষগণ কি ছিলেন, আর আমরা কি হইয়াছি, বুঝিতে পারিব আর তৎসঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিগত জীবনের উন্নয়নেও চেষ্টা করিতে পারিব। মহাভারত (১।১।৮৩) বলিয়াছেন—

"ইতিহাস-প্রদীপেন মোহাবরণঘাতিনা।
লোকগর্ভগৃহং কৃৎস্নং যথাবৎ সংপ্রকাশিতম্ ॥"

বহুদিন হইতে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য গবেষকগণ বিষ্ণুপূজা ও বৈষ্ণবধর্মকে বিকৃতভাবে দেখিয়া বহুবিধ মতবাদের সৃষ্টি করিয়াছেন। এদেশে আজীবকগণ, জৈনগণ ও বৌদ্ধগণ ঘটজাতকে এবং পাশ্চাত্যদেশে খৃষ্টধর্মাবলম্বীগণ স্বস্বধর্মমত হইতে বাসুদেব-পূজাদি বৈষ্ণবগণ ধার করিয়া বৈষ্ণবধর্মের প্রবর্ত্তন করিয়াছেন বলিয়া প্রমাণ করিতে সচেষ্ট ছিলেন * ; কিন্তু কয়েক বৎসর যাবৎ আবিষ্কৃত শিলালিপি, তাম্রশাসনাদি তাঁহাদের স্বকপোলকল্পিত মতবাদের মূলোচ্ছেদ করিয়া দিয়াছে। কোন কোন বৌদ্ধগ্রন্থে বিষ্ণুর (কেস্নুরে) উল্লেখ আছে। জৈনসূত্রভূমিকায় (S. B. E. Vol. 22) বিষ্ণুর অবতার-সম্বন্ধে আলোচনা আছে। (৫৩৭-সংখ্যক জাতক) সুতসোম-জাতকে অমোঘসিদ্ধি ও বিষ্ণুকে অভিন্ন বলা হইয়াছে। সুতসোম=গৌতম। নবদ্বীপবাসিরা বলে—বুদ্ধ=ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও ঈশ্বর আর সুতসোম=বুদ্ধাবতার। ব্যাঙ্‌ককে বিষ্ণুমূর্ত্তি পূজিত হয়। ঐস্থানে রাজকীয় মন্দীরে রামায়ণের বহু মূর্ত্তি ও চিত্র আছে। বলিদ্বীপে বিষ্ণু বৌদ্ধমূর্ত্তি আছে। এস্থানের 'কমহাযানিকন্' নামক একাদশ শতকের মহাযানিক গ্রন্থেও বিষ্ণুবুদ্ধের উল্লেখ আছে। চম্পার লোকেরা শৈব হইলেও তথায় বিষ্ণুপূজার প্রভাব ছিল। ৮১১ খৃঃ শিলালিপিতে (Corpus II pp 229—30) শঙ্কর-নারায়ণ উল্লিখিত আছে। এখানে গোবর্দ্ধনধারী নারায়ণের মূর্ত্তি আছে। ১১৫৭ খৃঃ লিপিতে রাম ও কৃষ্ণের নাম আছে। ইহাতে খোদিত আছে যে প্রথম জয়হরি বর্ম্মরাজ বিষ্ণুর অবতার (B. E. F. E. O, 1904, pp 959-60)। গরুড়বাহন বিষ্ণুমূর্ত্তি এখানে অত্যল্প (B. E. F. E. O. 1901, p 18).

সিংহলের বৌদ্ধমন্দিরেও হিন্দু দেবতা আছে। মন্দিরের দক্ষিণ শ্রেণীতে প্রায়ই বুদ্ধমূর্ত্তি থাকে এবং বামদিকের শ্রেণীতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, কার্ত্তিকেয় ও মহাসামনের মূর্ত্তি। বিষ্ণুমূর্ত্তির কিন্তু বিশেষ পূজা ও সম্মান হয়। এখানকার বৌদ্ধদের বিশ্বাস এই যে বিষ্ণু বুদ্ধের সম্মান করে (Cylon Ant. July 1916)। অনগারিক ধর্ম্মপাল-প্রতিষ্ঠিত বৌদ্ধবিহারেও বিষ্ণুমূর্ত্তি আছে। তিব্বতে হয়গ্রীবকে বিষ্ণুর অভিন্ন কল্পনা হয় (Journal Buddhist text society Vol. 11 part 11 Appendix 11 p 6, 1904)—(সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকা ১৩২৮।৩)।

Dictionary of Pali Proper Names গ্রন্থে নিম্নলিখিত বৃত্তান্ত দৃষ্ট হয়—

Cundavan—A forest in Madhura, Maha Kaccana stayed there and was visited by Avantiputta, King of Madhura, to whom he preached the Madhura Sutta +, and by the Brahmin Kandarayana. × The full name of the forest seems to have been Kanhagundavana O v. l. Kundavan.

---

* Vide 'Early History of Vaisnava Sect' (pp 71—73) by H. C. Ray choudhury, Calcutta University.

\+ Majjhima Nikaya II. 83f

× Anguttara I. 67f

O Papancha Sudim, Majjhima Commentary II. 738. (J. R. A. S.)

বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচারে পূর্বেও যে বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রসারে ছিল, তৎসম্বন্ধে—

অদো যদ্দারু প্লবতে সিন্ধোঃ পারে অপূরুষম্ ।

তদা রভস্ব দুর্হ্ণো তেন গচ্ছ পরস্তরম্ ॥ (ঋগ্বেদ ১০।১৫৫।৩)

সায়নাচার্য্যকৃত-ভাষ্যম্—অদো বিপ্রকৃষ্টদেশে বর্তমানমপুরুষং নির্মাত্রা পুরুষেণ রহিতং যদ্দারু দারুময়ং পুরুষোত্তমাখ্যং দেবতাশরীরং সিন্ধোঃ পারে সমুদ্রতীরে প্লবতে জলস্যোপরি বর্ত্ততে তদ্দারু হে দুর্হণো দুঃখেন হননীয় কেনাপি হন্তুমশক্য হে স্তোতরারভস্ব আলম্বস্ব উপাস্স্বেত্যর্থঃ। তেন দারুময়েন দেবেনোপাস্যমানেন পরস্তরমতিশয়েন তরণীয়মুৎকৃষ্টং বৈষ্ণবং লোকং গচ্ছ। অর্থাৎ অনাদিকাল হইতে সুদূর দেশে যে অপৌরুষের দারুময় পুরুষোত্তমদেব সমুদ্রতটে বিরাজমান্ আছেন, তাঁহার উপাসনা হইতেই সর্বোৎকৃষ্ট বৈষ্ণবধামে গতি হয়। এই মন্ত্রটি স্পষ্টতঃই জানাইতেছে যে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের উপাসনাদি অনাদিকাল হইতেই প্রাপ্ত। এস্থলে প্রসঙ্গক্রমে অতি সংক্ষেপে প্রাচীনতম ঋক্মন্ত্রে কিরূপে বৈদিক ঋষিগণ বিষ্ণুর উপাসনা করিতেন তাহাই দেখান হইতেছে—

ঋগ্বেদ ১।২২।১৬—২১ মন্ত্রে শ্রীবিষ্ণুর আরাধনার প্রভাব, প্রসার ও প্রতিপত্তি বর্ণিত হইয়াছে। ঐ ১।১৫৪।৫-৬ মন্ত্রে বিষ্ণুর বলবিক্রমের কথা সূচিত হইয়াছে—তিনি উরুক্রম, উরুগায়। এই দুই ঋক্ 'বর্হাস্ফুরিতরুচি গোপবেশ' বিষ্ণুর মাধুর্যমণ্ডিত গোলোক বৃন্দাবনের পরিচায়ক। বিষ্ণুসূক্ত, পুরুষ সূক্ত প্রভৃতি ঋক্মন্ত্রে বিষ্ণুর উপাসনা দৃষ্ট হয়। মন্ত্র-ভাগবতে ২৫০টি মন্ত্রে শ্রীরামকৃষ্ণলীলার ভিত্তি দেবমন্ত্রে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

ঋগ্বেদ ৫।৫২।১৭ মন্ত্রে 'যমুনা' শব্দের উল্লেখসহ গোচারণের ইঙ্গিত দেখা যায়—

সপ্ত মে সপ্ত শাকিন একমেকা শতা দদুঃ।

যমুনায়ামধি শ্রুতমুদ্রাধো গব্যং মৃজে নি রাধো অশ্ব্যং মৃজে ॥

তৈত্তিরীয় আরণ্যক দশম প্রাপাঠকে 'নারায়ণায় বিদ্মহে বাসুদেবায় ধীমহি, তন্নো বিষ্ণুঃ প্রচোদয়াৎ', ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (১৫) 'অগ্নিশ্চ হ বৈ বিষ্ণুশ্চ বেদানাং দীক্ষাপালৌ'। শতপথ-ব্রাহ্মণে (১৪।১।১।৫), 'বিষ্ণুর্দেবতানাং শ্রেষ্ঠঃ' ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (১।৩।৪) 'বৈষ্ণবো ভবতি বিষ্ণুর্বৈ যজ্ঞঃ'; পাণিনি (৪।২।২৪) 'সাস্য দেবতা' সূত্রে বৈষ্ণব-শব্দের ব্যুৎপত্তি সাধন করিয়াছেন। উপনিষদ্ গ্রন্থসমূহের বিষ্ণুর ভূরি মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে [বৃহদারণ্যক ৩।৪।২১, তৈত্তিরীয় (১।১।১), কঠ (৩।১।২), মৈত্রী (৬।২৬), মহানারায়ণ (৩।৬), ছান্দোগ্য (৩।১৭।৬), আত্মপ্রবোধ (১), নারায়ণোপ⁰ (৪), কৈবল্য, নৃসিংহ, ব্রহ্মবিন্দু প্রভৃতি দ্রষ্টব্য]।

পৌরাণিক যুগে মহাভারতে (শান্তিপর্ব ৩৩৫ অধ্যায়ে) ও শ্রীমদ্ভাগবতে (১।৩।৮) পাঞ্চরাত্র মত ও সাত্বত তন্ত্রের ইঙ্গিত আছে। শাস্ত্রাধ্যয়ন-বিমুখজন ঐসব প্রমাণাবলি না দেখিয়া অথবা বেদ বা তৎপ্রসূত পুরাণাদিকে অগ্রাহ্য করিয়াই স্বমতের প্রাধান্য বজায় রাখিলে আর চলিবে কেন ?

শ্রীবিষ্ণু-পূজার প্রাচীনত্বের প্রমাণ :—

প্রাচীন শিলালিপিতে বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রাচীনত্বের নিদর্শন আছে। সাত্বত-সম্প্রদায়ের প্রাচীনতম উল্লেখ দেখা যায়—'আর্য্যসাত্বতযোগাচার্য্য' [Vide Tusham Rock Inscription, Corpus Inscription. Indic Vol. 111 p 270]. লুডার্স (Luders) প্রমুখ পণ্ডিতগণ প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন যে নানাঘাট ও ঘোসুণ্ডির শিলালিপি খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক পর্য্যন্ত ভাগবত ধর্ম্মের অস্তিত্ব ঘোষণা করিতেছে। ঘোসুণ্ডির শিলালিপিতে পাওয়া যায় যে ভগবান্ সঙ্কর্ষণ ও বাসুদেবের পূজার জন্য "শিলাপ্রকার" নির্ম্মিত হইয়াছিল। খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতকের নানাঘাট লিপি হইতে সঙ্কর্ষণ ও বাসুদেবের পূজার বিষয় জানা যায় [Luder's list of Brahmi Inscriptions, no 6 and 1112]। বেসনগরে একখানি খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতকের প্রথম পাদের স্তম্ভ আবিষ্কৃত হইয়াছে। জানা যায়, তক্ষশিলাবাসী গ্রীক Heliodoros আপনাকে ভাগবত বলিয়া পরিচয় দিতেন। তিনিই এই গরুড় মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। [Indian Antiquary 1918, p. 84]।

ঐতিহাসিক প্রমাণ—খৃঃ পূঃ ১৫০ অব্দে পতঞ্জলির মহাভাষ্যে উপাস্য বাসুদেবের কথা আছে। Buhler (Sacred Books of the East Vol. XIV) দেখাইয়াছেন যে, বৌধায়ন-ধর্ম্মসূত্রের পূর্ব্বেও দামোদর ও গোবিন্দের উপাসনা সাধারণের মধ্যে প্রচলিত ছিল এবং ত্রিবিক্রম বামন বিষ্ণু বাসুদেব বলিয়া পূজিত হইতেন (২-৫।১।১০)। ৭০০—৬০০ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দেরও পূর্ব্বে যে বৈষ্ণব-ধর্ম্মের অস্তিত্ব ছিল, তাহার প্রমাণ আছে। এই সময় ত্রিবিক্রম বিষ্ণুর পূজা প্রচলিত ছিল। আর ইঁহার উপাসনায় লোকে বিষ্ণুপাদেরই পূজা করিত। বুদ্ধের পদচিহ্নের পূজার পূর্বে গয়াধামে বিষ্ণুপাদেরই পূজা হইত। যাস্কোদ্ধৃত ঊর্ণবাভের 'সমারোহণে বিষ্ণুপদে গয়শিরসীত্যৌর্ণবাভঃ বচন হইতে পণ্ডিত কাশীপ্রসাদ জয়স্বাল তাহা প্রমাণিত করিয়াছেন।

"এই ভারতবর্ষে এক সময়ে গান্ধার হইতে ব্রহ্মদেশ এবং হিমালয় হইতে রামেশ্বর—এমন কি সিংহল, জাভা, বালি ও সুমাত্রা পর্য্যন্ত বৃহৎ জনপদে একই সংস্কৃত ভাষায় অধিকার ছিল, এজন্য সংস্কৃতভাষা এরূপ অপূর্ব বৈভবশালিনী হইয়াছে।...বঙ্গদেশের শিক্ষাদীক্ষার মূলপ্রস্রবণ—এই গঙ্গার আদি-উৎস হরিদ্বার-স্বরূপ—মগধ-কেন্দ্রস্থলে বিরাজিত ছিল; মগধের উচ্চশিক্ষা, মগধের শিল্পকলা সমস্তই উত্তরকালে পূর্ব্বদিক্ আশ্রয় করিয়া গৌড়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল, মগধকে বাদ দিয়া বাঙ্গলার ইতিহাস করা চলে না।...যদি ভারতীয় মানচিত্রের পূর্ব-সীমানায় কতকটা অংশের প্রতি আমরা দৃষ্টিপাত করি, তবে উত্তর সীমান্তে দার্জিলিং, কালিম্পং প্রভৃতির নিকটে নেপাল উপত্যকায় গোরক্ষপুরের অতিসান্নিধ্যে কপিলাবাস্তু ও লুম্বিনীবনের সাক্ষাৎ পাই, তারপর সমেৎশেখরে (বর্ত্তমান মানভূম জেলায়) অবতরণ করুন, আরও দক্ষিণে **নবদ্বীপ** এবং তৎপূর্বোত্তরে রঙ্গপুর, বিক্রমপুর ও প্রাগজ্যোতিষপুর চিহ্নিত করুন; একটু পশ্চিমে ভাগলপুর ও মগধ।...এই বিভাগে আমরা **বুদ্ধকে** পাইয়াছি, তাহার অর্থ মানবজাতির এক তৃতীয়াংশের আধ্যাত্মিক রাজ্যের সম্রাট্ এই বিভাগের লোক। যিনি জগতের রাজন্যকুলের শিরোভূষণ—সেই **অশোক** এই বিভাগের নিবাসী। এই বিভাগে **নালন্দা, বিক্রমশীলা, ওদন্তপুর, জগদ্দল, সুবর্ণবিহার** প্রভৃতি জগতের আদর্শ শিক্ষাকেন্দ্রগুলিকে পাইয়াছি। এই বিভাগে **ধীমান্ ও বিতপাল** চিত্রকলার সম্রাট্—তাঁহারা যে রীতির প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাহা নেপাল ও তিব্বত অতিক্রম করিয়া চীন-জাপানে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। এই বিভাগে **শ্রীজ্ঞান দীপঙ্কর** সমস্ত মাধ্যমিক মহাযান বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের উপাস্য দেবতা, বুদ্ধের নীচেই তাঁহার স্থান। বিক্রমপুরের **শান্তরক্ষিত ও শীলভদ্র** এক সময়ে সমস্ত বৌদ্ধ জগতের শিক্ষাকেন্দ্রের গুরু ছিলেন। সুবিখ্যাত জৈনগুরু ২৩শ তীর্থঙ্কর **পার্শ্বনাথ** দীর্ঘকাল রাঢ়, পুণ্ড্র ও তাম্রলিপ্তদেশে তাঁহার চাতুর্যাম ধর্ম্মপ্রচার করিয়া ৭৭৭ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে মানভূমে সমাধি লাভ করেন; এই মানভূম জেলায় আরও অনেক তীর্থঙ্করের সমাধিস্থান রহিয়াছে। রঙ্গপুর অঞ্চলে এবং ত্রিপুরদেশে বঙ্গাধিক **রাজা গোবিন্দচন্দ্র** মাতৃ-আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া দ্বিতীয় রামচন্দ্রের ন্যায় দ্বাদশ বৎসরের জন্য সন্ন্যাসগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার কীর্ত্তিকথা আসাম হইতে পাঞ্জাব এবং কলিঙ্গ হইতে বোম্বে প্রেসিডেন্সী পর্যন্ত সর্ব্বত্র এখনও গীত হইয়া থাকে। উত্তরকালে সাঙ্গোপাঙ্গ সহকারে মূর্ত্তিমান্ হরিনাম-স্বরূপ যিনি সমস্ত জগৎকে পবিত্র করিতে আসিয়াছিলেন—তিনি এই দেশের ইতিহাসে একা। তিনি প্রেমভক্তি...গগণের পূর্ণচন্দ্র। এদেশকে **গঙ্গা** যে উর্ব্বরতা ও শ্যামলশ্রী দান করিয়াছেন, **মহাপ্রভুও** বঙ্গের আধ্যাত্মিক রাজ্যে তদ্রূপ সম্পদ্ ও ঐশ্বর্য্য দিয়া গিয়াছেন।...বসোরা যেরূপ গোলাপের জন্মভূমি, এই সীমানির্দ্দিষ্ট গণ্ডী তেমনই ধর্মবীর ও সাধকগণের লীলাক্ষেত্র। এই পূর্বভারত পবিত্র হইতেও পবিত্র। বাঙ্গলাদেশ বৌদ্ধ, জৈন, বৈষ্ণব, শাক্ত হিন্দুধর্ম্মের এই কয়েকটি শাখা-প্রশাখার প্রধান কেন্দ্রভূমি। · আসামের শঙ্কর, বঙ্গদেশের শ্রীরূপসনাতন, শ্রীঅদ্বৈত, শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীনিবাস, শ্রীনরোত্তম, শ্রীশ্যামানন্দ-বৈষ্ণব জগতের গুরুকুলের প্রথম পঙ্‌ক্তিতে আসীন।" *

বঙ্গদেশের শিল্পকলা-সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত দীনেশ সেন বলিয়াছেন (বৃহৎবঙ্গের ভূমিকায় ৮০—৮।০)—শুধু মহেঞ্জোদারো

* বৃহৎবঙ্গ ১৮—২০ পৃষ্ঠা

ও হরপ্পা নহে, প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানবের চিত্রাঙ্কন-প্রচেষ্টা, যাহা সিঙ্গানপুর প্রভৃতি স্থানে পাওয়া যাইতেছে, তাহার সঙ্গেও বাঙ্গলার কুটীর-শিল্পের আশ্চর্য্য ঐক্য দৃষ্ট হয়। পাহাড়পুরে দেশীয় স্থাপত্য ও ভাস্কর্যশিল্পের যে সকল নিদর্শন আছে, তাহাতে মনে হয় বাঙ্গালার কলালক্ষ্মী যেন অতল জলধিতল হইতে তাঁহার প্রথম নিক্রামণের পদচিহ্ন সেখানে রাখিয়া গিয়াছেন। অজন্তার চিত্রগুলি বাঙ্গালী চিত্রকরের করস্পর্শে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।··· বঙ্গপল্লীতে আর্য্য সভ্যতার শেষ রেণুকণা আমরা যে পরিমাণে কুড়াইয়া পাইয়াছি, আর্যাবর্ত্তের অন্যত্র তাহা সুলভ নহে। এদেশের কুটির-শিল্পে আমরা মহেঞ্জোদারো, অজন্তা, অমরাবতী প্রভৃতি শিল্পকেন্দ্রের তীর্থরেণু প্রচুররূপে পাইতেছি। পাষাণের গায়ে, কাষ্ঠে, বস্ত্রে, তুলট কাগজে, তিরুট ও তালপত্রের পুঁথির মলাটে, উপাধানের আচ্ছাদনে, কাঁথা-শিকা আলপনা-মেঠাই দেয়াল-চিত্রে, ঘটীতে, বাটীতে, পালঙ্কে, পানের ডিবিতে, দেব-বিগ্রহে, কাঠের রথে, সিংহাসনে, মন্দিরের পোড়া ইটে, মাদুর ও পাটীতে, হস্তিদন্তের ও ধাতব তৈজসপত্রে, এমন কি বিছানা বাঁধিবার দড়ি, পুঁতির লাঠি, নারিকেলের মালায় রচিত নরমুণ্ড, অস্ত্রের বাঁট, থলে, আসন প্রভৃতি শত শত নিত্য ব্যবহৃত দ্রব্যাদিতে চারুকলার নিদর্শন পাইতেছি।

এই বঙ্গদেশ ত্যাগের দেশ, তপস্যার দেশ। বাঙ্গালী সেই বুদ্ধদেবের সময় হইতে নিবৃত্তিমূলক ত্যাগের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছে। শ্রীরূপ সনাতন ও তাঁহাদের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীজীব অতুলনীয় রাজবৈভব পরিত্যাগ করিয়া কঠোর ব্রহ্মচর্য্যের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। সপ্তগ্রামের ধনকুবের ও রাজ্যের একমাত্র উত্তরাধিকারী শ্রীরঘুনাথ দাস বার লক্ষ টাকার জমিদারী ও অপ্সরাসম স্ত্রী ছাড়িয়া শ্রীরাধাকুণ্ডবাসী হইয়া এমন বৈরাগ্য করিয়াছেন, যাহা শুনিল 'কাষ্ঠপাষাণও' বিদীর্ণ হয়। রাজা কৃষ্ণানন্দের একমাত্র পুত্র রাজ-সন্ন্যাসী শ্রীনরোত্তম ঠাকুর অল্প বয়সেই সন্তোষ দত্তকে রাজত্ব দিয়া কঠোর ব্রহ্মচর্য্য ও সুদুশ্চর তপশ্চর্য্যায় রত ছিলেন। বনবিষ্ণুপুরের দস্যুরাজ বীরহাম্বীর শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্যের চরণতলে লুটাইয়া সপরিকর রাজত্ব ভোগবাসনা ত্যাগ করেন। রাজা চাঁদরায় প্রথমতঃ দস্যুবৃত্তি করিলেও শ্রীঠাকুর মহাশয়ের কৃপাশ্রয়ে গৃহস্থ সন্ন্যাসীর ব্রত যাপন করিয়াছেন। হিজলী মণ্ডলের অধিকারী রাজা অচ্যুতানন্দের পুত্র শ্রীরসিকমুরারি শ্রীশ্রীশ্যামানন্দপ্রভুর কৃপাশ্রয়ে উদ্বুদ্ধ হইয়া যথাসর্বস্ব ত্যাগ করিয়া সমগ্র উড়িষ্যাদেশে শ্রীচৈতন্যধর্ম প্রচার করিয়াছেন। কান্দীর সুপ্রসিদ্ধ জমীদার শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র সিংহ (লালাবাবু) সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া দারুণ কঠোর ভক্তিজীবন যাপন করিয়া সিদ্ধ হইয়াছিলেন। পুঁটিয়ার রাজা রবীন্দ্রনারায়ণ শ্রীআচার্য্য প্রভুর সন্তানগণের আশ্রয়ে রাজগৌরব ত্যাগ করিয়া ভাগবত হইয়াছিলেন। শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর পরিকরগণের আদর্শে ও করুণায় অনুপ্রেরিত বহু বহু রাজা, জমিদার, ধনাঢ্য মহাজন যে ত্যাগ-বৈরাগ্যের আদর্শ দেখাইছেন, তাহা ইসিহাসের পৃষ্ঠায় স্বর্ণাক্ষরে লিখিত আছে। এই গৌড়ীয়-বৈষ্ণব মহাজনগণেরই পূত চরিতাবলীর দিগ্‌দর্শন করিবার উদ্দেশ্যে এই পুস্তিকা প্রণয়ন করা হইল। সঙ্কলয়িতা এ পথে নিতান্ত শিশু, সুতরাং ইহাতে ত্রুটি, বিচ্যুতি, ভ্রম, প্রমাদ যথেষ্ট থাকিবে; কৃতী পাঠক ও গবেষকগণ ইচ্ছা করিলে ইহাতে অমার্জনীয় দোষ ধরিতে পারিবেন। প্রমাণপঞ্জীতে উল্লিখিত গ্রন্থরাজির বিশেষভাবে সহায়তা লইয়া এ পুস্তিকা লিখিত হইয়াছে—আদর্শ ও প্রেরণা আসিয়াছে পাণিহাটীর অক্লান্ত-কর্ম্মবীর শ্রীযুক্ত অমূল্যধন রায় ভট্ট মহাশয় হইতে। কলিকাতা বাগবাজার গৌড়ীয়মিশনের সেবকগণ পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত-বিষয়ে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। সর্বপ্রকার প্রাতিকূল্য বরণ করিয়া এ দুর্দিনে যথাকথঞ্চিৎ সম্পাদনা হইল বটে; কিন্তু প্রাণের পিপাসা মিটিল না! কাজেই সম-ভাবাপন্ন সুকৃতি মহাজনদিগের চরণে আমার কায়মনোবাক্যে এই নিবেদন—তাঁহারা যেন এ শিশুর এতাদৃশ কার্য্যের যথেষ্ট নিন্দা ও সুতীব্র প্রতিবাদ (সমালোচনা) করিয়া অতি সুন্দররূপে, সুস্পষ্ট ভাষায়, বিস্তারিতভাবে ও দার্শনিক ভিত্তিতে এ বিশাল ও গুরুত্বপূর্ণ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সাহিত্যের সেবা করেন।

মহাকার্যে কৃতোদ্যোগো বিঘ্নৈরাহত-মানসঃ।
সচ্চরিতাব্ধি-বিপ্রুষমস্পৃষ্টা লজ্জতে ভৃশম্॥
গললগ্নীকৃতবাসা যাচতেঽয়ং জীবাধমঃ।
সর্বং শুধ্যন্তু মহান্তঃ ক্ষাম্যন্তু প্রসীদন্তু চ॥

সাঙ্কেতিক চিহ্নাদি

অনু…	অনুরাগবল্লী (বহরমপুর-সংস্করণ)
কর্ণা…	কর্ণানন্দ (ঐ)
গৌ০ গ০…	শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকা (ঐ)
গৌ০ প০ ত০…	শ্রীগৌরপদতরঙ্গিণী (মৃণালকান্তি ঘোষ-সম্পাদিত)
চৈ০ চ০…	শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (গৌড়ীয় মিশন-সংস্করণ)
চৈ০ ভা০…	শ্রীচৈতন্যভাগবত (গৌড়ীয় মিশন-সংস্করণ)
চৈ০ ম০…	শ্রীচৈতন্যমঙ্গল (গৌড়ীয় মিশন-সংস্করণ)
নরো…	শ্রীনরোত্তম-বিলাস (বহরমপুর-সংস্করণ)
নামা…	নামামৃত সমুদ্র (শ্রীহরিদাস দাস-সম্পাদিত)
পা০ প০…	শ্রীপাটপর্য্যটন
প্রেম…	শ্রীপ্রেমবিলাস—(বহরমপুর সংস্করণ)
ব০ ভা০ সা০…	বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (ডাঃ দীনেশ সেন)
ভক্তি, ভ০ র০…	শ্রীভক্তিরত্নাকর (গৌড়ীয় মিশন-সংস্করণ)
ভা০…	শ্রীমদ্ভাগবত (শ্রীপুরীদাসজি সম্পাদিত)
র০ ম০…	রসিকমঙ্গল (শ্রীগোপালগোবিন্দানন্দ গোস্বামী সম্পাদিত)
শা০ নি০…	শাখানির্ণয়ামৃত (পুঁথি)।

বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য প্রমাণ-পঞ্জী

অনুরাগবল্লী, অভিরাম লীলামৃত, অভিরাম-শাখানির্ণয়, কর্ণানন্দ, কানুতত্ত্বনির্ণয়, গৌড়ীয়, গৌড়ের ইতিহাস (রজনী চক্রবর্ত্তী), গৌরগণোদ্দেশদীপিকা, গৌরপদতরঙ্গিণী (মৃণালকান্তি ঘোষ), গৌরাঙ্গ-মাধুরী, গৌরাঙ্গ-সেবক, চন্দ্রপ্রভা (মহামহোপাধ্যায় ভরত মল্লিক), শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্যমঙ্গল, দ্বাদশ গোপাল (শ্রীঅমূল্য রায় ভট্ট), নদীয়া-কাহিনী (কুমুদনাথ মল্লিক), নবদ্বীপ-মহিমা (কান্তিচন্দ্র রাঢ়ী), শ্রীনরোত্তমবিলাস, নামামৃত-সমুদ্র (শ্রীনরহরি চক্রবর্ত্তী), পদকল্পতরু, পদকল্পতরুর ভূমিকা (সতীশচন্দ্র রায়), প্রেমবিলাস, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (ডাঃ দীনেশ সেন), বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ পত্রিকা, বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী, বঙ্গের মহিলা কবি (যোগেন্দ্র গুপ্ত), বর্দ্ধমানের ইতিকথা (নগেন্দ্রনাথ বসু), বাঁকুড়া জেলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ (রামানুজ কর), শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরাঙ্গ (শ্রীহরিদাস গোস্বামী), বীরভূম বিবরণ (মহিমনিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী), বীরভূমের ইতিহাস (গৌরীহর মিত্র) বৃন্দাবন-লীলামৃত (শ্রীনন্দকিশোর দাস), বৈষ্ণব ইতিহাস (হরিলাল চট্টোপাধ্যায়), বৈষ্ণবাচার-দর্পণ (শ্রীনবদ্বীপ-চন্দ্র গোস্বামী), ব্রজদর্পণ (শ্রীব্রজমোহন দাস), বৈষ্ণবদিগ্‌দর্শনী (মুরারিলাল অধিকারী), ভক্তমাল (নাভাজী ও কৃষ্ণদাস), ভক্তিরত্নাকর, শ্রীমদ্‌ভাগবত ও তোষণীটীকা, মাধুকরী, মুর্শিদাবাদ কথা (শ্রীশ চট্টোপাধ্যায়), মুর্শিদাবাদ-কাহিনী (নিখিলনাথ রায়), মুর্শিদাবাদের ইতিহাস (শ্যামধন মুখোপাধ্যায়), মেদিনীপুরের ইতিহাস (ত্রৈলোক্য পাল, যোগেশ বসু), যশোহর খুলনার ইতিহাস, রসিকমঙ্গল, শাখানির্ণয়ামৃত (শ্রীযদুনন্দন দাস), শ্রীক্ষেত্র (শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ), শ্রীবৈষ্ণবচরিত অভিধান (অ—চ, শ্রীঅমূল্যধন রায় ভট্ট) এবং শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত (শ্রীঅচ্যুতচরণ তত্ত্বনিধি)।

শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-গৌরব-গ্রন্থগুচ্ছঃ—৫৬

শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জীবন

প্রথম খণ্ড

(অ)

অকিঞ্চন কৃষ্ণদাস—শ্রীচৈতন্যশাখা।

অকিঞ্চন প্রভুর ভৃত্য কৃষ্ণদাস নাম। (চৈঃ চঃ আদি ১০ ৬৬) রথযাত্রাকালে ইনি অন্যান্য ভক্ত সঙ্গে পুরী গিয়াছিলেন। (চৈঃ চঃ অন্ত্য ১০।৯)

অকিঞ্চন দাস—শ্রীগৌরভক্ত।

অকিঞ্চন দাস! কৃপা করহ অশেষ।
দেখি যেন শ্রীগৌরচন্দ্রের ভাবাবেশ॥ (নামা ১৫৯)

অক্রূর—শ্রীগদাধর পণ্ডিতের উপশাখা।

ভুবনানন্দদং বন্দে শ্রীমদক্রূরঠক্কুরম্।
গদাধরপ্রেমকন্দং গৌরপ্রেমবিলাসকম্॥
(শাঃ নিঃ ৫১)

২—শ্রীশ্যামানন্দপ্রভুর শিষ্য। শ্রীপাট—গোপীবল্লভপুর।

"উদ্ধব, অক্রূর, মধুসূদন, গোবিন্দ॥"—(প্রেম ২০, ভক্তি ১৫।৬৪)

৩-৭ শ্রীরসিকানন্দপ্রভুর শিষ্য পাঁচজন। (রঃ মঃ পশ্চিম ১৪।১১১, ১৩১, ১৫১, ১৫২, ১৫৮)

অচ্যুত—শ্রীরসিকানন্দপ্রভুর শিষ্য, দুইজন (রঃ মঃ পশ্চিম ১৪।১০৮,১২৩)

অচ্যুত পণ্ডিত—শ্রীঅভিরামদাসের "পাটপর্যটন" মতে ইনি শ্রীঅভিরাম গোস্বামীর শিষ্য। শ্রীপাট—কোটরা

"কোটরাতে বাস—অচ্যুত পণ্ডিত আখ্যান॥"

অচ্যুতানন্দ—শ্রীচৈতন্যশাখা। শ্রীশ্রীঅদ্বৈত-প্রভুর জ্যেষ্ঠ পুত্র। শ্রীপাট—শান্তিপুর। সীতাদেবীর গর্ভে ১৪৪১ শকে জন্ম। ইনি শৈশব হইতেই মহাপ্রভুর ঈশ্বরত্বে বিশ্বাস করিতেন। পুরীধামে মহাপ্রভুর নিকট বহুদিন যাপন করিয়াছিলেন। বৈষ্ণবজগতে অচ্যুতের মতই গ্রাহ্য।

"অচ্যুতের যেই মত সেই মত সারে॥"
(চৈঃ চঃ আদি ১২।১০)

মহারসামৃতানন্দমচ্যুতানন্দ-নামকম্।
গদাধর-প্রিয়তমং শ্রীমদদ্বৈত-নন্দনম্॥ (শাঃ নিঃ ১৪)

শ্রীগৌরগণোদ্দেশমতে (৮৭-৮৮) ইনি শ্রীমৎ পণ্ডিত গোস্বামীর শিষ্য। পূর্বলীলায় কার্ত্তিকেয় ও অচ্যুতা গোপী। ইনি খেতরি-মহোৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন।

অচ্যুতানন্দ রাজা—শ্রীশ্যামানন্দ-প্রভুর শিষ্য। প্রসিদ্ধ রসিকমুরারীর পিতাঠাকুর (ভক্তি ১৫।২৬-২৭)। সুবর্ণরেখা নদীতীরে রয়ণীতে ইঁহার শ্রীপাট। ইনি উক্ত অঞ্চলের অধিপতি ছিলেন।

সুবর্ণরেখা নদীতীরে হয় সেই গ্রাম।
তথি আছয়ে রাজা অচ্যুতানন্দ নাম॥ (প্রেম ২৪)।

শ্রীশ্রীঅদ্বৈত (আচার্য্য-প্রভু)—পঞ্চতত্ত্বের একতম। শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য। পূর্বলীলায় দেবাদিদেব মহাদেব। শ্রীহট্ট লাউড়গ্রামে ১৩৫৫ শকে মাঘ মাসের শুক্লাসপ্তমীতে

বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ-বংশে অবতীর্ণ হন। ('বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' মতে ১৪৩৪ খৃঃ অব্দে শ্রীঅদ্বৈত-প্রভুর জন্ম। ১৪৫৮ খৃঃ অব্দে বিদ্যাপতির সহিত সাক্ষাৎ)। পিতার নাম—শ্রীকুবের পণ্ডিত। মাতার নাম—শ্রীমতী নাভা দেবী। ইঁহার পূর্বনাম কমলাক্ষ (কমলাকান্ত) বেদপঞ্চানন। অদ্বৈত প্রভুর দুই পত্নী :—শ্রীসীতা দেবী ও শ্রীদেবী। সীতাদেবীর গর্ভে অচ্যুতানন্দ (১৪১৪ শকে) এবং কৃষ্ণদাস, গোপাল, বলরাম, স্বরূপ ও জগদীশ মিশ্রের জন্ম হয় এবং শ্রীদেবীর গর্ভে (ছোট) শ্যামদাস জন্মগ্রহণ করেন (প্রেম ২৪)। অদ্বৈত-প্রভু লাউড় হইতে নবহট্ট গ্রামে, তথা হইতে শান্তি-পুরে আগমন করেন, নবদ্বীপেও ইঁহার গৃহ ছিল। ১৪৮০ শকে ১২৫ বৎসর বয়ঃক্রমকালে অর্থাৎ মহাপ্রভুর অপ্রকটের ২৫ বৎসর পরে ইনি অপ্রকট হন।

সওয়া শত বর্ষ প্রভু রহি ধরাধামে।
অনন্ত অর্বুদ লীলা কৈলা যথাক্রমে ॥ [অ, বি,]

প্রেমবিলাস-মতে (২৪) শান্তিপুরে ইঁহার জন্ম। শান্তিপুরের নিকট 'ফুল্লবাটী' গ্রামে শ্রীল শান্তাচার্য্য নামক জনৈক পণ্ডিতের নিকট ইনি বেদাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন ও আচার্য্য-উপাধি প্রাপ্ত হন। আরও—"হরিসহ অভেদ হেতু নাম হইল অদ্বৈত॥"—(ঐ) প্রেমবিলাসে (২৪) শ্রীআচার্য্য-প্রভুর বংশাবলী লিখিত আছে। অদ্বৈতমঙ্গল, অদ্বৈতবিলাস, সীতাচরিত্র প্রভৃতি বহু গ্রন্থে ইঁহার বিবরণ দৃষ্ট হয়।

বিদ্যাপতি ও অদ্বৈত-প্রভুর সাক্ষাৎকার—

অদ্বৈত-প্রভু তীর্থ-ভ্রমন করিতে করিতে মিথিলায় উপস্থিত হন। পথিমধ্যে বটবৃক্ষমূলে একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে কিন্নর-কণ্ঠে কৃষ্ণগুণ গান করিতে শুনিয়া তিনি মোহিত হইয়া পড়েন। এমন সুন্দর কবিত্ব, সুন্দর ভাব, এবং ভক্তি-প্রবণতা তিনি কখনও দর্শন বা শ্রবণ করেন নাই। সঙ্গীত-শ্রবণে অদ্বৈত-প্রভু বাণবিদ্ধ হরিণের ন্যায় স্তম্ভিত হইলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হে মহাভাগ, আপনি কে?' ব্রাহ্মণ দৈন্য করিয়া উত্তর দিলেন,—

বিপ্র কহে মোর নাম দ্বিজ বিদ্যাপতি।
রাজান্ন-ভোজনে মোর বিষয়েতে মতি॥
বাতুলতা করি মুঞি রচিনু এ গীত।
সাধুগ্রাহী, সাধু তুহুঁ তেঁই ইথে প্রীত॥
তোমা আকর্ষিতে শক্তি ধরে কোন্ জনে।
নিজ গুণে হইল মোর উদ্ধার-সাধনে॥ [অ, বি,]

অদ্বৈত প্রভু কহিলেন ;—

অদ্ভুত তোমার রচিত এই গীতামৃত।
জীব কোন্ ছার কৃষ্ণ হয় আকর্ষিত॥
ভাগ্যে মোর প্রতি কৃষ্ণ দয়া প্রকাশিল।
তেঁই পদকর্ত্তা বিদ্যাপতির সঙ্গ হইল॥ [অ, বি,]

১৩৩০ শকে বিদ্যাপতি শিবসিংহ রাজার নিকট হইতে বিসফী গ্রাম প্রাপ্ত হন। বিদ্যাপতি আনুমানিক ১৩০৭ শকে জন্মগ্রহণ করেন।

চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির সম-সাময়িক। চণ্ডীদাস ১৩২৫ শকে গীত রচনা করেন। তাঁহার পদেই আছে—

বিধুর নিকটে বসি নেত্র-পঙ্গ বাণ।
নবহু নবহু রস গীত-পরমাণ॥

বিদ্যাপতির স্বহস্ত-লিখিত একখানি ভাগবত আছে; তাহাতে প্রতিলিপির তারিখ ১৩৭৯ শক লেখা আছে। বিদ্যাপতির ১৪০১ শকাব্দ পর্য্যন্ত বিদ্যমানতার প্রমাণ পাওয়া যায়। অদ্বৈত-প্রভু ১৪০৭ শকে ৫২ বৎসর বয়সে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের জন্ম দেখিতে সূতিকাগৃহে আসিয়াছিলেন। ইহার বহু পূর্বে তিনি তীর্থভ্রমণে গমন করিয়াছিলেন। এজন্য বিদ্যাপতির সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ সত্য ঘটনা।

অনঙ্গ ভীমদেব—(তৃতীয়)—উড়িষ্যার চোল বংশীয় পঞ্চম রাজা। ১১৭৪ খৃঃ ইনি সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইনি এই বংশের প্রথম রাজা অনন্তবর্ম্মা কর্ত্তৃক আরব্ধ শ্রীজগন্নাথ-মন্দির নির্মান সম্পূর্ণ করিয়াছিলেন।

অনন্ত—পদকর্ত্তা, পরিচয় ঠিক হয় নাই। অনন্ত আচার্য্য, অনন্তদাস বা অনন্ত পণ্ডিত?

অনন্ত আচার্য্য—শ্রীঅদ্বৈত-শাখা।

"চক্রপাণি আচার্য্য, আর অনন্ত আচার্য্য॥"
(চৈঃ চঃ আদি ১২।৫৮)

অনন্ত আচার্য্য—শ্রীগদাধর শাখা।

অনন্ত আচার্য্য, কবিদত্ত, মিশ্র নয়ন॥
(চৈঃ চঃ আদি ১২।৮০)।

ইনি শ্রীবৃন্দাবনের শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবের সেবাধিকারী।

গদাধর পণ্ডিত গোস্বাঞির শিষ্যবর্য্য।
গোবিন্দের অধিকারী শ্রীঅনন্তাচার্য্য ॥
(ভক্তি ১৩)।

ইনি বৃন্দাবনবাসী। ইঁহার গুরুপ্রণালী এইরূপ—শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধি, শ্রীগদাধর পণ্ডিত, অনন্ত আচার্য্য, হরিদাস পণ্ডিত, রাধাকৃষ্ণ দাস। শ্রীল বীরভদ্রপ্রভু শ্রীবৃন্দাবনে গমন করিলে ভক্তবৃন্দের সহিত ইঁহাকেও তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য গমন করিতে দেখা যায়। (ভক্তি ১৩-৩১৩-৩১৪)।

শ্রীযদুনাথ দাস-কৃত শ্রীমৎপণ্ডিত গোস্বামী শাখানির্ণয়ামৃতে তিনজন অনন্ত আচার্য্যের নাম আছে।

বন্দেঽনন্তাদ্ভুতরসমনন্তাচার্য্য-সজ্ঞকম্।
নানানন্তাদ্ভুতময়ং গৌরপ্রেম্ণো হি ভাজনম ॥ (শাঃ নিঃ ৮)
শ্রীলশ্রীগোবিন্দদেবস্য সেবাসুখবিলাসিনম্।
দয়ালুং প্রেমদং স্বচ্ছং নিত্যমানন্দবিগ্রহম্ ॥
বন্দেঽনন্তাচার্য্যবর্যং মহাভাব-কদম্বকম্।
আপাদমস্তকং যস্য পুলকেনোজ্জ্বলীকৃতম্ ॥ (ঐ ৩৯)
বিদ্যানন্তাচার্যবর্যং গঙ্গাতীর-নিবাসিনম্।
বন্দে যেনাকারি পূজা গৌরস্য ফলমূলকৈঃ (ঐ ৪১)

অনন্তদাস—শ্রীঅদ্বৈত-শাখা।

"অনন্তদাস, কানুপণ্ডিত, দাস নারায়ণ ॥"
(চৈঃ চঃ আদি ১২।৬১)।

অনন্ত পণ্ডিত—আঁটিসারা-গ্রামবাসী—শ্রীমন্মহাপ্রভু তথায় গমন করিলে ইনি তাঁহার আতিথ্যবিধান করিয়াছিলেন। (চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ২।৫০—৫৬)

অনন্তপুরী—শ্রীঅভিরামদাসের "পাটপর্য্যটনে" ইঁহার নাম আছে; শ্রীপাট—বড়বেলুন (বর্দ্ধমান)।

বেলুনে অনন্তপুরী মহিমা প্রচুর ॥ (পাঃ পঃ)

শ্রীশ্রীগোপীনাথ জীউর সেবা—শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্বেই ইনি এই সেবা প্রচলিত করেন। অগ্রহায়ণী শুক্লাষ্টমীতে ইঁহার তিরোভাব। ইঁহার অপ্রকটের পরেও তৎপ্রবর্ত্তিত দেবসেবা, অতিথিসেবা ও মহোৎসবাদি কিছুদিন চলে, পরে রাজা মানসিংহের সুপারিশে দিল্লীর বাদশাহ ৪০৯ বিঘা জমির সনন্দ পাঞ্জা প্রদান করেন। বর্দ্ধমানের রাজা কৃষ্ণরাম রায়ও দুই শত বিঘা নাখেরাজ জমি দান করেন এবং তত্রত্য রাজা তেজশ্চন্দ্র বার্ষিক ১৬৩৲ বৃত্তি দিতেন। বড় বেলুনের অগ্নিকোণস্থ বাঁকুড়া গ্রামের রাধাবল্লভ রায়কে শ্রীঅনন্তপুরী স্বপ্নাদেশ দিয়া শ্রীগোপীনাথের বামে শ্রীরাধামূর্ত্তি প্রতিষ্ঠাপিত করেন। বর্দ্ধমান জেলার ভাটাকুলের ডাকাতের সর্দ্দার রাজা রামচন্দ্র রায় এই শ্রীপাটের অলঙ্কারাদি চুরি করিতে আসিয়া শ্রীবিগ্রহের মায়ায় তৎপরিবর্ত্তে ভাটাকুল ও বড় বেলুনের মধ্যস্থানে একশত বিঘা নাখেরাজ জমি দানপত্র করিয়া শ্রীমন্দির হইতে পলায়ন করেন বলিয়া প্রবাদ (গৌঃ গঃ ৯৬—৯৭)। ইনি অণিমাসিদ্ধি।

অনুকূল চক্রবর্ত্তী—শ্রীরসিকানন্দের অধ্যাপক।
(রঃ মঃ পূর্ব ৯।৬)

অনুপম—(বল্লভ)—শ্রীমহাপ্রভুর শাখা। প্রসিদ্ধ শ্রীরূপসনাতন গোস্বামীর কনিষ্ঠভ্রাতা। পিতার নাম—কুমারদেব। শ্রীবৃন্দাবনের শ্রীজীব গোস্বামী ইঁহার পুত্র।

শ্রীরূপের অনুজ বল্লভ বিজ্ঞবর।
'অনুপম' নাম থুইল শ্রীগৌরসুন্দর ॥
রঘুনাথ বিনে যেঁহো অন্য নাহি মানে।
সদামত্ত রঘুনাথ বিগ্রহ-সেবনে ॥
সাক্ষাৎ শ্রীরঘুনাথ চৈতন্য গোঁসাঞি।
আপনা মানয়ে ধন্য, ঐছে প্রভু পাই ॥
(ভক্তি ১।৬৬৫—৭)

শ্রীসনাতন গোস্বামী পুরীধামে মহাপ্রভু নিকট ইঁহার ইষ্ট নিষ্ঠার কাহিনী বলিয়াছিলেন, অনুপম বাল্যকাল হইতে শ্রীশ্রীরঘুনাথকে প্রাণমন সমর্পন করিয়া ভজনা করিতেন। এক দিবস সনাতন বলিলেন—"অনুপম! রঘুনাথ ভজন ছাড়িয়া দাও, তিন ভাই মিলিয়া শ্রীকৃষ্ণ ভজন করিব।" অগ্রজের আজ্ঞায় অনুপম প্রথমতঃ স্বীকৃত হইলেন, কিন্তু রাত্রিকালে তাঁহার প্রাণ অস্থির হইল। রঘুনাথকে ভুলিতে চেষ্টা করিলেই তাঁহার প্রাণের মধ্যে অরুন্তুদ ব্যথা হইতে থাকে। এদিকে জ্যেষ্ঠের আজ্ঞা অবহেলা, কি করিবেন; নিরুপায় হইয়া সারারাত্রি ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। অনুপমের মনোভাব বুঝিয়া শ্রীগোস্বামী বলিলেন,—

"সাধু, দৃঢ় ভক্তি তোমার কহি' প্রশংসিল ॥" (চৈঃ চঃ

অন্ত্য ৪।৪৩)। শ্রীরূপ এবং অনুপম দুইজনে গৌড়ে গমন করিবার সময় গঙ্গাতীরে অনুপম লীলাসংবরণ করেন।

"শ্রীরূপ বল্লভে লৈয়া আইলা গৌড়দেশ।
শ্রীবল্লভ অপ্রকট হৈলা গঙ্গাতীরে ॥
নীলাচলে গেলা রূপ কিছুদিন পরে ॥"
(ভক্তি ১।৬৬৮-৬৯)

অনুভবানন্দ - শ্রীগৌরপার্ষদ সন্ন্যাসী (বৈষ্ণব বন্দনা)

অনুভবানন্দ ! কৃপা করহ আপুনি।
গাই যেন গৌর অবতার শিরোমণি (নামা ১৬৩)

অভয়াদেবী - "শ্রীচৈতন্যমঙ্গল"-রচয়িতা শ্রীলোচনদাস ঠাকুরের মাতামহী ('লোচনদাস' দেখ)।

অভিমন্যু সামন্ত সিঙ্গার মহাপাত্র - ১৬৭৯ শকে কটকে বালিয়াগ্রামে জন্ম। 'বিদগ্ধচিন্তামণি'-নামক ওড়ু ভাষায় উৎকৃষ্ট কাব্য-প্রণেতা। ইহাতে ৯৬টি ছন্দে শ্রীকৃষ্ণের বিবিধ লীলা বর্ণিত হইয়াছে।

অভিরাম গোস্বামী - শ্রীমহাপ্রভুর শাখা; দ্বাদশ গোপালের অন্যতম। শ্রীনিত্যানন্দ-পারিষদ। 'রামদাস', 'রাম', 'অভিরাম ঠাকুর' ইত্যাদি নামে খ্যাত। (কৃষ্ণলীলায় ইনি শ্রীদাম-সখা ও রামলীলায় ইনি ভরত ছিলেন)। হুগলী জেলার অন্তর্গত খানাকুল কৃষ্ণনগরে ইঁহার শ্রীপাট। পত্নীর নাম মালিনীদেবী। ষোল জন লোকের [ভক্তি (৪।১২৩)-মতে একশত জনের] বাহ্য একখানি বৃহৎ কাষ্ঠকে ইনি প্রেমোন্মত্ত অবস্থায় উত্তোলন করিয়া বংশীর ন্যায় ধারণ করিয়াছিলেন।

শুনা যায়, ইনি এমনই তেজস্বী ছিলেন যে শ্রীবিগ্রহ ও শালগ্রামকে প্রণাম করিলে, তাহা ফাটিয়া যাইত। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর সাতটী পুত্রকে প্রণাম করিয়া ইনি নষ্ট করেন। পরে শ্রীবীরভদ্র গোস্বামী জন্মগ্রহণ করিলে, ইঁহার প্রণাম সহ্য করেন। তখন অভিরাম সানন্দে তাঁহাকে শ্রীগৌরাঙ্গের দ্বিতীয় কলেবর বলিয়া স্বীকার করেন। **'জয়মঙ্গল'** নামে একগাছি চাবুক ইঁহার নিকট থাকিত। যে ভাগ্যবানে ইহা স্পৃষ্ট হইত, তিনিই প্রেমধন লাভ করিতেন। শ্রীনিবাস আচার্য্যকেও ইনি এই "জয়মঙ্গল" চাবুক মারিয়াছিলেন। বহু পাষণ্ডকে ইনি উদ্ধার করিয়াছিলেন।

অভিরাম গোস্বামীর প্রতাপ প্রচণ্ড।
যারে দেখি কাঁপে সদা দুর্জ্জয় পাষণ্ড ॥
অভিরাম পূর্ব্বে সুদাম খানাকুলে স্থিতি।
খানাকুল কৃষ্ণনগর গ্রাম নাম স্থিতি ॥ (পাঃ পঃ)

প্রবাদ আছে—শ্রীকৃষ্ণলীলার পর ইনি আর জন্মগ্রহণ করেন নাই, একেবারে শ্রীদাম-সখারূপে ভ্রমণ করিতেছিলেন। পরে নিত্যানন্দ প্রভুর সহিত শ্রীবৃন্দাবনে সাক্ষাৎ হয়। কিন্তু—

"জীব উদ্ধারিতে অবতীর্ণ বিপ্রঘরে।
সর্ব্বশাস্ত্রে পণ্ডিত পরম মনোরম
নৃত্যগীতবাদ্যে বিশারদ অনুপম ॥
প্রভু নিত্যানন্দ-বলরামের ইচ্ছাতে।
করিল বিবাহ বিজ্ঞ বিপ্রের গৃহেতে ॥
শ্রীঅভিরামের পত্নী নাম শ্রীমালিনী।
তাঁহার প্রভাব কত কহিতে না জানি ॥"
(ভক্তি ৪।১০৫-১০৮)

বৈষ্ণবগ্রন্থে প্রায় সর্ব্ব স্থানেই অভিরাম ও রামদাসকে একই বলিয়া উক্ত আছে। কিন্তু স্বর্গীয় জগবন্ধু ভদ্র মহাশয় বলেন; "৺জগদীশ্বর গুপ্ত রামদাসকে অভিরামের নামান্তর বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন; ফলতঃ তাহা নহে। "অভিরামলীলামৃত" গ্রন্থে দৃষ্ট হয় যে, শ্রীগৌরাঙ্গদেব এই অভিরাম গোপালকে শ্রীবৃন্দাবন হইতে নবদ্বীপে আনয়নের জন্য অনুরোধ করিলে, তিনি তখন মহাপ্রভুর সঙ্গে স্বয়ং আগমন না করিয়া, শক্তিসঞ্চার দ্বারা রামদাস মূর্ত্তি প্রকাশপূর্ব্বক নবদ্বীপে প্রভুর সঙ্গে গমন করিয়া নৃত্যকীর্ত্তনে জগৎ মোহিত ও পাষণ্ডদলন করিয়াছিলেন। অভিরামের স্বরূপ রামদাস—শ্রীনিত্যানন্দ-শাখা এবং স্বয়ং অভিরাম —শ্রীচৈতন্যশাখা" (গৌরপদতরঙ্গিণী—২১ পৃঃ)।

ভক্তিরত্নাকরে জানা যায়, অভিরাম খানাকুল কৃষ্ণনগরে স্বপ্নাদেশে শ্রীশ্রীগোপীনাথ বিগ্রহকে মৃত্তিকামধ্য হইতে উত্তোলনপূর্ব্বক প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। যেস্থান হইতে উহাকে উত্তোলন করেন, তাহা 'রামকুণ্ড' নামে খ্যাত (ভক্তি ৪।১১৮)।

অভিরাম দাস ইনি "পাটপর্য্যটন" ও "অভিরাম ঠাকুরের শাখানির্ণয়"—নামক ক্ষুদ্র গ্রন্থ রচনা করেন।

গ্রন্থ মধ্যে নিজের পরিচয় কিছুই নাই, কেবল এই আছে—

শ্রীরত্নেশর-পাদপদ্ম করি ধ্যান।
সংক্ষেপে রচনা কৈল দাস অভিরাম॥

ইনি "পাট-নির্ণয়" নামক গ্রন্থ হইতে চুম্বক সংগ্রহ করিয়া 'পাটপর্য্যটন' লিখিয়াছেন ;—

পাটনির্ণয় গ্রন্থে আছয়ে বিস্তার।
তা দেখি এই চুম্বক হইল নির্দ্ধার॥
পাটপর্য্যটন এই সমাপ্ত হইল।
অভিরাম দাস ইহা গ্রথিল করিল।

"পাটনির্ণয়" গ্রন্থ এখনও অপ্রকাশিত। উহার প্রচার হইলে বহু শ্রীপাটের ও ভক্তের বিবরণ জানিতে পারা যাইবে। শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী মহাশয় "সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায়" "পাটপর্য্যটন" গ্রন্থখানি প্রকাশ করেন।

অমোঘ পণ্ডিত—শ্রীশ্রীগদাধর পণ্ডিতের শাখা।

"অমোঘ পণ্ডিত, হস্তিগোপাল, চৈতন্যবল্লভ॥" (চৈঃ চঃ আঃ ১২।৮৬)। সার্বভৌম ভট্টাচার্য্যের জামাতা। ইনি মহাপ্রভুর অত্যধিক ভোজন-বিষয়ক নিন্দা করিয়া বিসূচিকা রোগে মৃত্যুমুখে পতিত হইলে প্রভু পুনরুজ্জীবিত করেন (চৈঃ চঃ মধ্য ১৫।২৪৫-৩০০)।

অমোঘ-পণ্ডিতং বন্দে শ্রীগৌরেণাত্মসাৎকৃতম্।
প্রেমগদ্গদসান্দ্রাঙ্গং পুলকাকুল বিগ্রহম্॥
(শাঃ নিঃ ৩১)।

অর্জ্জুন বিশ্বাস—শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য। শ্রীগুরুসেবায় ইনি বিশেষ দক্ষ ছিলেন—

"মনোহর ঘোষ, অর্জ্জুন বিশ্বাস অতি শুদ্ধাচার॥"
(প্রেম ২০)।

অপিচ,—জয় জয় অর্জ্জুন বিশ্বাস বলবান্।
প্রভু-পরিচর্য্যাতে পরম সাবধান॥ (নরো ১২)

অষ্ট কবিরাজ—(১) শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ। (২) শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ। (৩) শ্রীকর্ণপূর কবিরাজ। (৪) শ্রীনৃসিংহ কবিরাজ। (৫) শ্রীভগবান কবিরাজ। (৬) শ্রীবল্লবী কবিরাজ। (৭) শ্রীগোপীরমণ কবিরাজ ও (৮) শ্রীগোকুল কবিরাজ।

অষ্টগোস্বামী—শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন, শ্রীরঘুনাথ ভট্ট, শ্রীজীব, শ্রীগোপাল ভট্ট, শ্রীরঘুনাথ দাস, শ্রীলোকনাথ ও শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী।

অষ্ট প্রধান মোহান্ত—শ্রীস্বরূপ দামোদর, শ্রীরায়-রামানন্দ, শ্রীগোবিন্দানন্দ, শ্রীবসু রামানন্দ, শ্রীসেন শিবানন্দ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীমাধব ও শ্রীবাসুদেব ঘোষ।

(আ)

আউল মনোহর দাস—এই মহাত্মা শ্রীচৈতন্যদেবের বহু পরবর্ত্তী। ইনি দীর্ঘজীবী ছিলেন। ১৬৫৭ শকে ১০ই পৌষ বদনগঞ্জ হইতে শ্রীবৃন্দাবনে গমন করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। ইঁহার তিরোভাবোপলক্ষে বদনগঞ্জে মকর-সংক্রান্তিতে মহোৎসব হইয়া থাকে। ইনি অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন ছিলেন। হুগলী জেলার আরামবাগ সাব-ডিভিসনের গোঘাট থানার অন্তর্গত বদনগঞ্জে, বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুরের তিন ক্রোশ দূরে জয়পুর গ্রামের সংলগ্ন গোকুলনগর গ্রামে, এবং ঐ জেলার সোনামুখী গ্রামে, এই তিন স্থানেই বাবা মনোহর দাসের সমাধি আছে। ইঁহার বহু শিষ্য ছিল। ইনি দেশের পাঠশালসমূহে নিত্য গমন করিয়া বালকগণকে ধর্ম্ম শিক্ষা দিতেন। ইনি কাঁদবার জ্ঞানদাসের আবাল্য বন্ধু ছিলেন এবং জ্ঞানদাসের জীবিত-কাল পর্য্যন্ত কাঁদরাতেই ছিলেন। ইনি মা জাহ্নবার মন্ত্র-শিষ্য বলিয়া জানা যায়। **'পদ-সমুদ্র'** ইহার সঙ্কলিত গ্রন্থ কিনা এ বিষয়ে ঠিক বলা যায় না। বিপ্র পরশুরামকে ইনি বেশাশ্রয় করান।

আই—শ্রীশচীমাতা, আর্য্যাশব্দের অপভ্রংশ (চৈঃ ভাঃ আদি ৪।২২)।

আকবরশাহ, মুসলমান বৈষ্ণব কবি। (গৌর-পদতরঙ্গিণী ৪।২২৯)।

আগট—(?) শ্রীরসিকানন্দ-শিষ্য। আগট মোহনাদি ভৃত্য-পরমাণ (রঃ মঃ পশ্চিম ১৪।১৪৮)।

আগরওয়ালি—উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের জনৈক মুসলমান (?) বৈষ্ণব কবি। ব্রজভাষায় পদাবলি-রচয়িতা। পদকল্পতরু ২৮৩৪ সংখ্যক পদটি ইঁহার রচনা—

'দেখ দেখ প্রীতম প্যারিক সোহাগে' ইত্যাদি।

আগল পাগল ইনি পূর্ব্বে শ্রীঅদ্বৈত-প্রভুর শিষ্য ছিলেন। শ্রীগুরুর আজ্ঞা লঙ্ঘনের জন্য বৈষ্ণব সমাজ হইতে বিতাড়িত হন (প্রেম ২৪)। (কামদেব নাগর দেখ)।

আচার্য্যচন্দ্র—শ্রীনিত্যানন্দ-পার্ষদ।

"মহান্ত আচার্য্যচন্দ্র নিত্যানন্দ-গতি ॥"

(চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৫।৭৪৯)।

আচার্য্যপ্রভু—শ্রীশ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর আজ্ঞা। (অদ্বৈত আচার্য্য দেখ)। ২ উত্তরকালে শ্রীনিবাস আচার্য্যকেও এই আখ্যায় অভিহিত করা হইয়াছে।

আচার্য্যরত্ন—শ্রীমন্মহাপ্রভুর মাতৃস্বসার স্বামী চন্দ্রশেখর। (চন্দ্রশেখর আচার্য্য দেখ)।

আচার্য্যরত্নের নাম শ্রীচন্দ্রশেখর।

যাঁর ঘরে দেবীভাবে নাচিলা ঈশ্বর ॥"

ইঁহার গৃহে মহাপ্রভু দেবীভাবে নৃত্য করেন। (চৈঃ চঃ আঃ ১০।১৩) (গৌঃ গঃ ১০২) পূর্ব্বের শঙ্খনিধি।

আচার্য্যশেখর—'চন্দ্রশেখর' দেখ। (চৈঃ মঃ ১৫৮ পৃঃ)

আত্মারাম দাস—শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর ভক্ত। মহাপ্রভুর সমসাময়িক। ইঁহার স্ত্রীর নাম—সৌদামিনী। জাতি বৈদ্য। বর্দ্ধমানের অন্তর্গত শ্রীখণ্ড গ্রামে শ্রীপাট। প্রেমবিলাস-রচয়িতা শ্রীবলরাম দাস বা নিত্যানন্দ দাস ইঁহারই পুত্র। (বলরাম দাস দেখ)। (গৌরপদতরঙ্গিণী, ৫১ পৃঃ)। ইনি একজন পদকর্ত্তা ও প্রসিদ্ধ কীর্ত্তনীয়া। ২ শ্রীনিবাস আচার্য্যপ্রভুর শিষ্য। আচার্য্যপ্রভুর অপর ভক্ত শ্রীশ্যামদাস চট্টের স্বগ্রামবাসী।

তথায় শ্রীআত্মারাম প্রভুর প্রিয় দাস।

সদা হরি নাম জপে সংসারে উদাস ॥

(কর্ণা—১)

২—শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্য। উপরোক্ত আত্মারাম দাস হইতে ইনি ভিন্ন ভক্ত। আত্মারাম দাস, শ্যামসুন্দর দাস ও মথুরাদাস এই তিন জনে মথুরা ধামে বাস করিয়া ভজন-সাধন করিতেন। তিনজনেই আচার্য্যপ্রভুর শিষ্য।

শ্রীআত্মারাম প্রতি প্রভু দয়া কৈল।

একত্র নিবাসী তিনে মহাপ্রীতি পাইল ॥

(কর্ণা—১ম)।

আনন্দচাঁদ—পদকর্ত্তা। পদকল্পতরুর ২৪৫৫ সংখ্যক পদটি ইহার রচনা। ২৮৭২ সংখ্যক পদটি আনন্দ দাসের ভণিতায়। উভয়ে একই ব্যক্তি কিনা অনিশ্চিত। (সতীশ বাবু)।

আনন্দ দাস—শ্রীজগদীশ পণ্ডিতের পঞ্চম অধস্তন। ইনি ঐ পণ্ডিতের অনুশিষ্য শ্রীভাগবতানন্দের স্বপ্নাদেশে ১৬৪০-৫০ শাকে **শ্রীজগদীশচরিত্র** গ্রন্থ রচনা করেন।

আনন্দপুরী—শ্রীগৌর ভক্ত।

শ্রীআনন্দপুরী ! প্রাণনাথ হৌক্ সে।

নিরন্তর বৃন্দাবনে বিলসয়ে যে ॥

(নামা ১৯৮)

আনন্দানন্দ—শ্রীশ্যামানন্দপ্রভুর শিষ্য—বালেশ্বর জেলায় ভোগরাই গ্রামে বাস।

আনন্দী—শ্রীপাদপ্রবোধানন্দ সরস্বতী কর্ত্তৃক বিরচিত শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতের টীকাকার। ইঁহার ব্যাখ্যানকৌশল অতি প্রশংসনীয়। ১৬৪০ শকাব্দায় ইনি **'শীঘ্রবোধ'**-নামে ব্যাকরণ রচনা করেন এবং এই গ্রন্থ 'নীলাদ্রৌ' 'বটসাগরে' শেষ হয়। সুতরাং প্রমাণিত হয় যে সপ্তদশ শকশতাব্দীতেও শ্রীসরস্বতীপাদের গ্রন্থের পঠন পাঠন যথেষ্টই ছিল। শীঘ্রবোধ ব্যাকরণের উদাহরণগুলি প্রায়শঃই শ্রীগৌর পক্ষে দেওয়ায় বুঝা যায় যে ইনি নৈষ্ঠিক গৌরভক্ত ছিলেন। চন্দ্রামৃত-টীকাতেও শ্রীগৌরমন্ত্রের সমাবেশাদি দৃষ্ট হয়।

আবদুর রহিম খান্ মুসলমান বৈষ্ণব কবি ('হিন্দীকে মুসলমান কবি' দ্রষ্টব্য)।

আলম—মুসলমান বৈষ্ণব কবি (গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সাহিত্য ২।৬৮ পৃঃ পদ দ্রষ্টব্য)

আশ্রমী উপেন্দ্র—শ্রীগৌরভক্ত (বৈষ্ণববন্দনা)

আহম্মদ বেগ- উৎকলদেশীয় সুবাদার, বাণপুরে বাস, মহাতুষ্ট যবন। মত্তহস্তীর দলন দেখিয়া শ্রীরসিকানন্দের শরণ গ্রহণ করিয়াছিল। (রঃ মঃ পশ্চিম ৭।২৭— ৮।৫)

(ই)

ইচ্ছাময়ী দেবী- (ইচ্ছা) শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর শাখা। শ্রীশ্যামানন্দের বিখ্যাত ভক্ত রসিকমুরারীর পত্নী।

"মুরারির ভার্য্যা ইচ্ছাদেই গুণবতী।"

(ভক্তি ১৫।৩০)।

ইন্দুমুখী দেবী—শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্যা। বিষ্ণুপুরের রাজসভাপণ্ডিত শ্রীনিবাস-শিষ্য শ্রীল ব্যাসাচার্য্যের পত্নী। পুত্রের নাম শ্যামদাস আচার্য্য।

তারপর শ্রীব্যাস আচার্য্য ঘরণী।
তাঁহাকে করিলা দয়া প্রভু গুণমণী॥
নাম তাঁর হয় ইন্দুমুখী ঠাকুরাণী।
তাঁহার পরমার্থ রীত কি বলিতে জানি॥

(কর্ণা ১ম)।

ইন্দ্রিয়ানন্দ কবিচন্দ্র—ভক্ত, কিন্তু কাহার শাখা, তাহা জানা যায় না, শ্রীচৈতন্যমঙ্গলকার (২য় গ্রন্থ) জয়ানন্দের আত্মীয় ছিলেন।

(ঈ)

ঈশান—শ্রীমহাপ্রভুর শাখা এবং গৃহভৃত্য।

শ্রীনাথ মিশ্র, শুভানন্দ, শ্রীরাম, ঈশান॥

(চৈঃ চঃ আদি ১০।১১০)

ঈশানের মহিমা বৈষ্ণব গ্রন্থমাত্রেই দৃষ্ট হয়—

বন্দিব ঈশানদাস কর জোড় করি।
শচীঠাকুরাণী যাঁরে স্নেহ কৈল বড়ি॥

(বৈষ্ণববন্দনা)।

সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞাতা তিহোঁ সর্ব্বত্র বিদিত।
শ্রীশচী দেবীরে যে সেবিলা যথোচিত॥

(ভক্তি ১২।৯১)

সেবিলেন সর্ব্বকাল আইরে ঈশান।
চতুর্দ্দশ-লোকমধ্যে মহাভাগ্যবান্॥

(চৈঃ ভাঃ মঃ ৮।৭৪)

এই মহাভাগ্যবান্ মহাপ্রভুকে বাল্যকালে সর্ব্বদা ক্রোড়ে করিয়া বেড়াইতেন এবং নিমাইচাঁদ যত কিছু আব্দার করিতেন, তৎসমুদয় পূর্ণ করিতেন। প্রভুও ঈশানকে ছাড়া হইয়া একদণ্ড থাকিতে পারিতেন না।

নিমাইচাঁদের অতি প্রিয় যে ঈশান॥
ঈশানের প্রাণ শচীনন্দন নিমাই।
ঈশান বিহনে না যায়েন কুন ঠাঁই॥
বাল্যকালে নিমাই চঞ্চল অতিশয়।
যে আখুঁটি করে তা ঈশান সমাধয়॥

(ভক্তি ১২।৯৫-৯৭)

ঈশান অতীব দীর্ঘজীবী ছিলেন। বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী এবং নবদ্বীপের প্রভুর যাবতীয় ভক্তের অদর্শন হইলে পর ইনি দেহ ত্যাগ করেন। শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু এবং শ্রীনরোত্তম ঠাকুরকে ইনি অতীব জরাজীর্ণ অবস্থায় নবদ্বীপধামে প্রভুর লীলা স্থানগুলি দর্শন করাইয়াছিলেন।

প্রায় নবদ্বীপে গুপ্ত হইল সকলে।
প্রভুর ঈশান মাত্র আছেন একলে॥

(ভক্তি ১১।৭২১)

২—শ্রীসনাতন গোস্বামীর ভৃত্য। শ্রীগোস্বামী যখন হোসেনসার কারাগার হইতে পলায়ন করত শ্রীবৃন্দাবনের গমন করিতেছিলেন, তখন ইনি সঙ্গে ছিলেন। পাতড়া পর্বত পার হইলে শ্রীপাদ ইহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

(চৈঃ চঃ মধ্য ২০)

৩—শ্রীবৃন্দাবনবাসী। সম্ভবতঃ গৌড়দেশীয়। বিশেষ পরিচয় কিছুমাত্র পাওয়া যায় না। তবে বৃন্দাবনে বিঠ্ঠলেশ্বরের গৃহে যখন শ্রীশ্রীগোপালজীউকে ম্লেচ্ছের উপদ্রবের ভয়ে একমাসকাল লুকাইয়া রাখা হইয়াছিল, তখন শ্রীরূপ গোস্বামী বহু ভক্ত সঙ্গে ঐ স্থানে আগমন করতঃ পাঁচমাসকাল শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিয়াছিলেন। উক্ত ভক্তবৃন্দের সহিত ইঁহারও নাম পাওয়া যায়। যথা,—

"পুণ্ডরীকাক্ষ, ঈশান, আর লঘু হরিদাস।

(চৈঃ চঃ মধ্য ১৮।৫২)।

শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও শ্যামানন্দপ্রভু যখন বৃন্দাবন হইতে গ্রন্থের বাড়ী লইয়া গৌড়ে আগমন করিতেছিলেন, তখন অন্যান্য ভক্তবৃন্দের সহিত ইনিও উঁহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিতে আগমন করিয়াছিলেন।

"পুণ্ডরীকাক্ষ গোঁসাঞি, গোবিন্দ, ঈশান॥"

(ভক্তি ৬।৫১৩)।

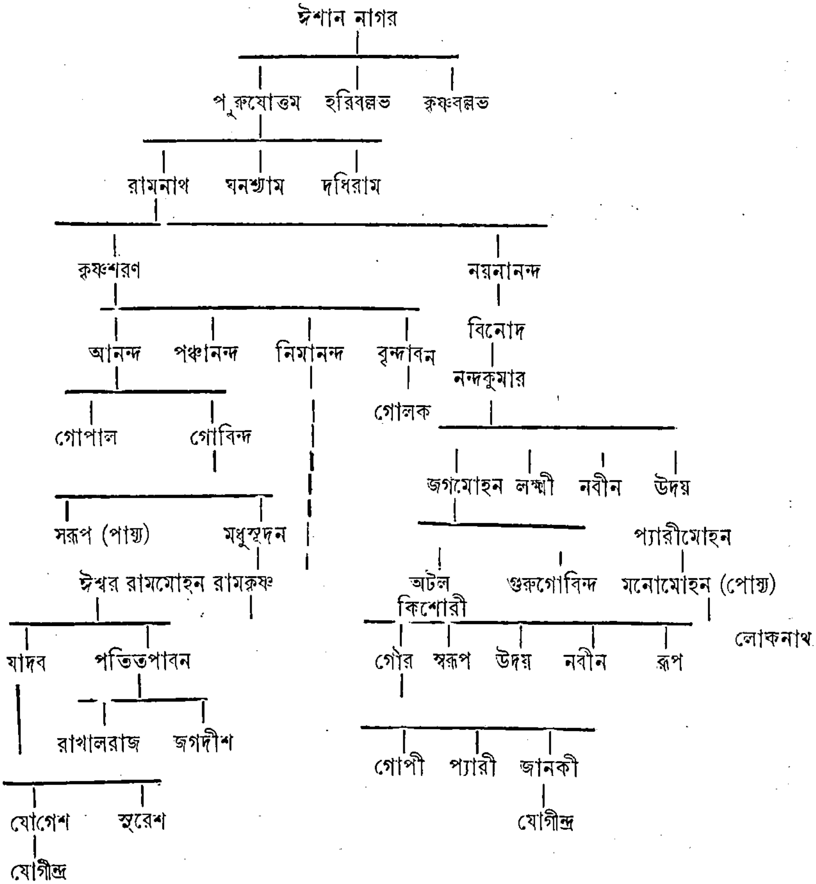
ঈশান আচার্য্য—(গৌঃ গঃ ১৯৫) ইনি মৌনমঞ্জরী।

ঈশান নাগর—অদ্বৈতপ্রভুর শাখা, ব্রাহ্মণবংশে ১৪১৪ শকে জন্ম। আদি নিবাস—শ্রীহট্ট জেলার লাউড় পরগণান্তর্গত নবগ্রাম। পাঁচ বৎসর বয়ঃক্রমকালে ইহার

বিধবা মাতা ঈশানকে লইয়া অদ্বৈত-প্রভুর গৃহে আশ্রয় লন। ঈশানের শিক্ষার ব্যবস্থা অদ্বৈত-প্রভুই করেন। অদ্বৈত-পত্নী সীতাদেবীর আজ্ঞায় ৭০ বৎসর বয়ঃক্রমকালে ইনি সংসারী হইয়া বিবাহ করিয়াছিলেন।

ঈশান অতীব তেজস্বী ছিলেন। এক দিবস মহাপ্রভুর পদধৌত করিবার জন্য অগ্রসর হইলে—মহাপ্রভুর ঈশানের উপবীত দৃষ্টে তাঁহাকে ব্রাহ্মণ জানিয়া নিষেধ করিলে ঈশান তদ্দণ্ডেই উপবীত ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। কেহ

বংশাবলী



কেহ বলেন, ইনি পদ্মাতীরস্থ তেওতাগ্রামে বিবাহ করিয়াছিলেন। ঈশানের পুরুষোত্তম নাগর, হরিবল্লভ নাগর ও কৃষ্ণবল্লভ নাগর নামে তিন পুত্র জন্মে। বংশধরগণ গোয়ালন্দ, তেওতাগ্রামে নিকট ঝাঁকপাল গ্রামে বাস করেন। তেওয়ার রাজ-পরিবারগণ ও বাগছি মহাশয়গণ এই নাগরবংশীয়গণের শিষ্য।

ঈশান নাগর ৪৯০ শকে **"অদ্বৈতপ্রকাশ"** নামক গ্রন্থ রচনা করেন।

চৌদ্দশত নবতি শকাব্দ পরিমাণে।
লীলাগ্রন্থ সাঙ্গ কৈনু শ্রীলাউড় গ্রামে॥
(অদ্বৈত-প্রকাশ)।

ঈশ্বরদাস—ওড় ভাষায় শ্রীচৈতন্যভাগবত-প্রণেতা।

শ্রীশ্রীঈশ্বরপুরী—শ্রীমন্মহাপ্রভুর দীক্ষাগুরু। কুমারহট্ট বা বর্তমান হালিসহর নামক গ্রামে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণবংশে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম—শ্রীল শ্যামসুন্দর আচার্য্য। ঈশ্বরপুরীর সংসারাশ্রমের নাম জানা যায় না।

"ঈশ্বরপুরী নাম হৈল সন্ন্যাস আশ্রমে ॥" (প্রেম ২৩)

ইনি শ্রীশ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর প্রিয় শিষ্য ছিলেন।

রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ শ্যামসুন্দর আচার্য্য।
কুমারহট্টবাসী বিপ্র সর্বগুণে বর্য্য ॥
তাঁর পুত্র ঈশ্বরপুরী বুদ্ধ্যে বৃহস্পতি।
বেদ-বেদান্তাদি শাস্ত্রে তাঁর মতি গতি ॥
পরম পণ্ডিত ঈশ্বর ছাড়ি গৃহবাস।
মাধবেন্দ্র-শিষ্য হৈঞা করিলা সন্ন্যাস ॥ (প্রেম ২৩)

ইনি নবদ্বীপধামে শ্রীল গোপীনাথ আচার্য্যের (সার্ব্বভৌমের ভগিনীপতির) গৃহে বসিয়া **"শ্রীকৃষ্ণলীলামৃত"** গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। পদ্যাবলীতে (১৬, ৭২ ও ৭৫) তিনটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে (ভক্তি ১২।২২০৬-৯)।

ঈশ্বরী দেবী— শ্রীনিবাস-প্রভুর প্রথমা পত্নী এবং শিষ্যা। ইনি বর্দ্ধমান জেলার যাজিগ্রাম নিবাসী ভৌমিক (জমিদার) শ্রীল গোপাল চক্রবর্ত্তীর কন্যা। ঈশ্বরীদেবীর দুই ভ্রাতা, শ্যামদাস ও রামচরণ চক্রবর্ত্তী।

ঈশ্বরী দেবীর পূর্বে দ্রৌপদীদেবী নাম ছিল। শ্রীনিবাস প্রভু দীক্ষা প্রদানান্তর ইঁহার ঐ নামকরণ করেন।

পূর্বে কন্যা-নাম সবে দ্রৌপদী কহয়।
ইঁহার ঈশ্বরী নাম বিভার সময় ॥ (ভক্তি ৮।৪৯৫)।

কর্ণানন্দ, প্রেমবিলাস, ভক্তিরত্নাকর প্রভৃতি গ্রন্থে ইঁহার বিবরণ আছে।

[উ]

উড়িয়া বিপ্রদাস উৎকলীয় গোরভক্ত। (বৈষ্ণব-বন্দনা)।

উড়িয়া রমণী—

উড়িয়া এক স্ত্রী ভিড়ে দর্শন না পাঞা।
গরুড়ে চড়ি দেখে প্রভুর কান্ধে পদ দিয়া ॥
[চৈঃ চঃ অন্ত্য ১৪।২৪]

মহাপ্রভু পুরীধামে নিত্য গরুড়-স্তম্ভের নিকট দণ্ডায়মান হইয়া শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের দর্শন করিতেন, এক দিবস ঐরূপভাবে প্রভু দর্শন করিতেছেন, এমন সময়ে উপরোক্ত স্ত্রীলোকটী ভগবান্ দর্শন জন্য আগমন করেন। কিন্তু লোকের ভিড় বশতঃ দর্শন করিতে না পাইয়া, গরুড়-স্তম্ভোপরি আরোহণ করেন, অধিকন্তু এমত বাহ্যজ্ঞান-রহিত হয়েন যে, তলদেশে মহাপ্রভুর স্কন্ধের উপরে পদভর দিয়া বিভোরভাবে ভগবানের দর্শন করিতে থাকেন। প্রভুর ভৃত্য গোবিন্দ এইরূপ দেখিবামাত্র স্ত্রীলোকটিকে বিশেষভাবে ভর্ৎসনা করিতে উদ্যত হইলে, মহাপ্রভু সহাস্যে গোবিন্দকে কহিলেন—

আদিবশ্যা এই স্ত্রীকে না কর বর্জন।
করুক যথেষ্ট জগন্নাথ দরশন ॥ (চৈঃ চঃ অন্ত্য ১৪।২৬)

(তামিল ভাষায় অত্যন্ত প্রিয় ব্যক্তিকে আদিবশ্যা কহে)।

আরও স্ত্রীলোকটীর শ্রীভগবান্ দর্শনের আর্ত্তি দেখিয়া দৈন্যাবতার প্রভু বলিতে লাগিলেন ;—

তার আর্ত্তি দেখি প্রভু কহিতে লাগিলা।
এত আর্ত্তি জগন্নাথ মোরে নাহি দিলা ॥
জগন্নাথে আবিষ্ট ইহার তনু মন প্রাণে।
মোর স্কন্ধে পদ দিঞাছে, তাহা নাহি জানে ॥
অহো! ভাগ্যবতী এই—বন্দি ইহার পায়।
ইহার প্রসাদে ঐছে আর্ত্তি আমার বা হয় ॥
[চৈঃ চঃ অ ১৪।২৮-৩০]

উত্তম দাস— শ্রীপাদ রাঘবপণ্ডিত গোস্বামি-প্রণীত **'শ্রীকৃষ্ণভক্তিরত্নপ্রকাশ'** গ্রন্থের পয়ারে অনুবাদক। প্রসিদ্ধ বনবিষ্ণুপুরের রাজা গোপাল সিংহের সময়ে ১৬৬১ শকে ইনি এই অনুবাদ শেষ করেন বলিয়া অন্তিমবাক্যে প্রকাশ।

উদাসীন—শ্রীরসিকানন্দপ্রভুর শিষ্য (রঃ মঃ পশ্চিম ১৪।১২৮)।

উদ্দণ্ড রায়— নৃসিংহপুরের ভূঞা, শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর শিষ্য (রঃ মঃ দক্ষিণ ১৬।৪৩-৬৬)।

উদ্ধব শ্রীশ্যামানন্দপ্রভুর শিষ্য। শ্রীপাট—কাশিয়াড়ী।

"উদ্ধব, অক্রুর, মধুসূদন, গোবিন্দ ॥" (প্রেম—২০)।

২—শ্রীরসিকানন্দ-শিষ্য [রঃ মঃ পশ্চিম ১৪ ১৩৭] ঐ [ঐ ১৪।১৪২]।

উদ্ধবদাস—শ্রীগদাধর পণ্ডিতের শাখা। শ্রীবৃন্দাবনে বাস করিতেন। [গোঃ গঃ ১১২—চন্দ্রের আবেশ]

"শ্রীনাথ চক্রবর্ত্তী আর উদ্ধবদাস।"

(চৈঃ চঃ আদি ১২।৮৩)।

শ্রীনিবাস আচার্য্য ও রাঘব গোস্বামী প্রভৃতি বৃন্দাবন পরিক্রমার সময়ে ইঁহার আশ্রমে উপনীত হইলে ইনি পরমাদরে তাঁহাদের গ্রহণ করিয়াছিলেন।

শ্রীউদ্ধবদাস মাধবাদি যে যে ছিলা।
পরস্পর মিলি সবে মহাহর্ষ হৈলা॥

(ভক্তি ৫।১৩৩৩)।

শ্রীবৃন্দাবনে বিঠ্ঠলনাথের গৃহে যখন শ্রীশ্রীগোপালদেবকে যবনভয়ে লুকাইয়া রাখা হয়, তখন শ্রীরূপ গোস্বামী যে যে ভক্ত সঙ্গে মাসাবধি ঐস্থানে থাকিয়া শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিয়াছিলেন—তন্মধ্যে এই উদ্ধবদাসকেও দেখা যায়।

"শ্রীউদ্ধবদাস আর মাধব দুই জন॥"

(চৈঃ চঃ মধ্য ১৮।৫১)।

অতিদীনজনে পূর্ণপ্রেমবিত্ত-প্রদায়কম্।
শ্রীমদুদ্ধবদাসাখ্যং বন্দেঽহং গুণশালিনম্॥

(শাঃ নিঃ ২০)।

২—মুর্শিদাবাদ জেলায় টেঁয়াগ্রামে খৃঃ ১৮শ শতাব্দীর প্রারম্ভে জন্ম হয়। ইঁহার প্রকৃত নাম—কৃষ্ণকান্ত মজুমদার। ইনি মালীহাটীর আচার্য-বংশীয় প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা শ্রীরাধামোহন ঠাকুরের মন্ত্রশিষ্য ও পদকল্পতরু-সঙ্কলয়িতা গোকুলানন্দ সেনের বন্ধু ছিলেন।

উদ্ধারণ দত্ত—(দত্ত ঠাকুর)। শ্রীনিত্যানন্দশাখা। —দ্বাদশগোপালের অন্যতম, সুবাহু গোপাল।

মহাভাগবত শ্রেষ্ঠ দত্ত উদ্ধারণ।
সর্ব্বভাবে সেবে নিত্যানন্দের চরণ॥

(চৈঃ চঃ আদি ১১।৪১)।

১৪০৩ শকাব্দে সমৃদ্ধিশালী সপ্তগ্রাম নগরীতে ধনী সুবর্ণবণিক্‌কুলে উদ্ধারণ ঠাকুর জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম শ্রীকর দত্ত, মাতার নাম ভদ্রাবতী। পুত্রের নাম শ্রীনিবাস। উদ্ধারণ—প্রভু নিত্যানন্দের পারিষদ ছিলেন। বিপুল ঐশ্বর্য্য এবং পুত্র-কলত্র পরিত্যাগ করত শ্রীনিত্যানন্দের কিঙ্কর হইয়া ইনি সঙ্গে সঙ্গে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন।

অজর খাঁ মল্লিক | (কন্যা) (স্বামীর নাম অজ্ঞাত)
লক্ষ্মণচন্দ্র

পতিরাজ দে | শ্রীনীলাম্বর দে
(অজ্ঞাত) | অমরচাঁদ দত্ত (ইনি সপ্তগ্রামে বাণিজ্য করেন)
শ্রীকান্ত দে (হুগলী মুটিয়াবাজারে বাস করেন)
আনন্দ দত্ত
ভবেশ দত্ত
কৃষ্ণ দত্ত
শ্রীকর দত্ত
শ্রীউদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর
শ্রীনিবাস

ইনি শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর এত প্রিয়পাত্র ছিলেন যে, একদা সূর্যদাস-পণ্ডিতগৃহে ব্রাহ্মণ ভট্টাচার্যগণ শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুকে যখন জিজ্ঞাসা করেন,—"শ্রীপাদ! আপনার সেবার জন্য রন্ধন কে করেন?" উত্তরে তখন প্রভু বলিয়াছিলেন,—"কখন আমি করি, না পারিলে, উদ্ধারণ রন্ধন করে।"

৯৭৫ শকে উদ্ধারণ দত্তের আদিপুরুষ ভবেশ দত্ত অযোধ্যা হইতে সুবর্ণগ্রামে বাণিজ্যার্থ আগমন করেন এবং তত্রস্থ কাঞ্জিলাল ধরের ভগিনী শ্রীমতী ভাগ্যবতীকে বিবাহ করেন। কাঞ্জিলাল ধরের পুত্রের নাম 'উমাপতি ধর'। ইনি মহারাজ লক্ষ্মণসেনের সভায় কবি জয়দেব ও পণ্ডিত গোবর্দ্ধনাচার্য্যের সহিত থাকিতেন। ভবেশ দত্তের পুত্র কৃষ্ণদত্তও তৎকালে পণ্ডিত ছিলেন। তৎপুত্র শ্রীকর দত্ত।

উদ্ধারণ দত্ত কাটোয়ার দেড় ক্রোশ উত্তরে নবহট্ট বা নৈহাটীর **'নৈরাজা'**-নামক জনৈক রাজার দেওয়ান ছিলেন। তৎকালে দত্তঠাকুর উক্ত স্থানের উত্তরে উদ্ধারণপুর গ্রামে বাস করিতেন। কথিত আছে—তাঁহার নামানুসারেই **উদ্ধারণপুর** গ্রামের নাম হয়। শেষ বয়সেও সপ্তগ্রামের আবাস পরিত্যাগ করত এই স্থানেই তিনি বাস

করিয়াছিলেন। উদ্ধারণপুরে অদ্যাপি তাঁহার প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীনিতাই-গৌরাঙ্গের শ্রীমূর্ত্তি বিরাজ করিতেছে। মন্দিরের পশ্চিমে দত্তঠাকুরের সমাধি।

উদ্ধারণ দত্তের বাস কৃষ্ণপুরে কয়।
হুগলীর নিকট হয় কৃষ্ণপুর গ্রাম।
উদ্ধারণ স্ববাহু জানিবা পূর্ব্বনাম॥ [পাঃ পঃ]

উদ্ধারণপুরে গঙ্গাতীরে যে পাকাঘাট আছে, তাহা দত্তঠাকুরের নির্ম্মিত বলিয়া প্রবাদ আছে। পূর্ব্বোক্ত নৈহাটীর নৈরাজার অট্টালিকাদির চিহ্ন বর্ত্তমানে পাতাইহাট গ্রামে দৃষ্ট হয়।

দত্তঠাকুরের জন্মভূমি সপ্তগ্রামে একটী প্রাচীন মাধবীলতা বৃক্ষ দৃষ্ট হয়। প্রবাদ—শ্রীশ্রীনিত্যানন্দপ্রভু উহা স্বহস্তে রোপণ করিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে সুবর্ণবণিক্‌গণ উক্ত শ্রীপাটবাটী সংস্কৃত করিয়াছেন। এই স্থান ই, আই, আর, রেলের ত্রিশবিঘা-নামক ষ্টেশন হইতে অর্দ্ধমাইল পশ্চিমে গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোডের উত্তর পার্শ্বে। হুগলী বালীনিবাসী জগমোহন দত্তের দেবমন্দিরে প্রাচীনকালের খোদিত দত্ত মহাশয়ের একটী প্রতিমূর্ত্তি দৃষ্ট হয়। প্রতিদিন উহার পূজা হয়। উদ্ধারণ দত্তঠাকুরের সেবিত শ্রীশালগ্রাম শিলা উক্ত স্থানের শ্রীনাথ দত্তের গৃহে সেবিত হইতেছেন।

৬০ বৎসর বয়ঃক্রমকালে (১৪৬৩ শকাব্দে) অগ্রহায়ণ কৃষ্ণা ত্রয়োদশীতে দত্তঠাকুর লীলা সম্বরণ করেন। ইঁহার বংশধরগণ হুগলী, কলিকাতা প্রভৃতি বহুস্থানে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছেন।

উপেন্দ্র মিশ্র—শ্রীমহাপ্রভুর পিতামহ, শ্রীহট্টে বড়গঙ্গা-নামক স্থানে শ্রীপাট। পত্নীর নাম—কলাবতী দেবী। ইঁহাদের ৭ পুত্র; তন্মধ্যে প্রভুর পিতা শ্রীজগন্নাথ মিশ্র পঞ্চম।

উপেন্দ্র মিশ্র

কংসারি | পরমানন্দ | পদ্মনাভ | সর্ব্বেশ্বর | শ্রীশ্রীজগন্নাথ মিশ্র | জনার্দ্দন | ত্রৈলোক্যনাথ

শ্রীশ্রীজগন্নাথ মিশ্র →

শ্রীশ্রীবিশ্বরূপ | শ্রীশ্রীবিশ্বম্ভর বা শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু

মহাপ্রভু সংসার আশ্রমে যখন ছিলেন, তখন একবার বড়গঙ্গায় পিতামহের আলয়ে গমন করিয়াছিলেন। ঐ সময়ে তিনি পদ্মাতীর দিয়া ফরিদপুর, বিক্রমপুর, বদরপুর, এগারসিন্দুর, বৈতালগ্রাম, ভিটাদিয়া-প্রভৃতি স্থানগুলিতে পদধূলি দিয়া, বড়গঙ্গায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। প্রেমবিলাসে জানা যায়, প্রভুর পিতামহ—উপেন্দ্র মিশ্র তালপত্র সংগ্রহ করত ৮চণ্ডীপুথি লিখিতে উদ্যোগ করিতেছিলেন, এমন সময় প্রভু তথায় উপস্থিত হইলে মিশ্রবর মহানন্দে স্বীয় পত্নীকে নিমাইয়ের আগমনবার্ত্তা প্রদান করিতে গমন করেন। পরে গৃহাভ্যন্তর হইতে বহির্ব্বাটীতে আগমন করিয়া দেখেন ;—

এত বলি' উপেন্দ্র মিশ্র বহির্ব্বাটীতে গেল।
সম্পূর্ণ লিখিত চণ্ডী দেখিতে পাইল॥
জগন্নাথসুত গৌর সাক্ষাৎ ঈশ্বর।
নৈলে ক্ষণকালে চণ্ডী লেখে সাধ্য কার॥ (প্রেম ২৪)

উক্ত গ্রন্থে আরও জানা যায়, পিতামহী কলাবতী দেবী মহাপ্রভুকে একটী কাঁঠাল খাইতে দিয়াছিলেন।

পিতামহী তাঁরে এক কাঁঠাল দিল মিষ্ট।
প্রভু খাইয়া বড় হইলা সন্তুষ্ট॥—(ঐ)।

ঐ সময়ে প্রভু সমস্ত বঙ্গদেশকে বৈষ্ণব করিয়াছিলেন।

[এ]

একচক্রাবাসী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ—শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-পত্নী শ্রীজাহ্নবাদেবী যখন ভক্ত-সঙ্গে প্রভুর জন্মভূমি একচক্রা-নগরী দর্শন করিতে গমন করেন, তখন পথিমধ্যে উক্ত ব্রাহ্মণের সহিত সাক্ষাৎ হয়।

একচক্রাপথে দেখে বিপ্র একজন।
অতি বৃদ্ধ, করেতে লগুড়, মন্দগতি॥
দেখি বৃদ্ধ বিপ্রে প্রণমি বিজ্ঞজন।
সুমধুর বাক্যে জিজ্ঞাসেন বিপ্রপ্রতি॥
—(ভক্তি ১১।৪০৮)

বিপ্র বলিতে লাগিলেন ;—

"এই একচক্রাধামের বহু প্রাচীনকাল হইতে বিবরণ পাওয়া যায়। পাণ্ডবগণ বনবাসকালে এই স্থানে আগমন করত বক-নামক দুর্ব্বৃত্তকে বিনাশ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে এই গ্রাম বড়ই সমৃদ্ধিশালী ছিল। কিছু পূর্ব্বে আমি যাহা দেখিয়াছি, বর্ত্তমানে তাহার সামান্যমাত্রও নাই। নদী কতই বিস্তৃত ছিল, দুই পার্শ্বে বহু দেবমন্দির এবং অসংখ্য লোকের বাস। বৃক্ষলতা ও নানাজাতি বিহঙ্গ-কলরবে গ্রামটী অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করিয়া থাকিত। এখানে **'একচক্রেশ্বর'** নামক শিবপার্ব্বতীসহ ছিলেন।"

ইহার পরে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর পিতৃ-পরিচয়, নিত্যানন্দ-জন্মকথা, বাল্যলীলা-প্রভৃতি বলিয়া প্রভুর সংসারত্যাগের কাহিনী বলিতে বলিতে আর বলিতে পারিলেন না। জাহ্নবাদেবীর সহিত ভক্তবৃন্দ ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

পরে বলিলেন,—"প্রভুর সংসারত্যাগের পর হইতেই গ্রাম শ্রীহীন হইয়া গেল।"

নদীর পরপারে জনৈক ধনী যবন ছিলেন। একচক্রার শ্রীহীন অবস্থা দেখিয়া তিনি স্বীয় নামে ঐ স্থানে এক নগর স্থাপন করায় ক্রমে ক্রমে একচক্রাবাসিগণ ঐ স্থানে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন ; ক্রমে একচক্রা মনুষ্যশূন্য হইতে চলিল। যাঁহারা শ্রীনিত্যানন্দের বাল্যসঙ্গী ছিলেন, তাঁহারাও উদাসীন হইয়া চলিয়া গেলেন। আমি অধম, নিতাইয়ের গুণ ভুলিতে পারি নাই ; তাই এখনও এস্থানে পড়িয়া আছি ;—

মনে ছিল যদি বিধি রাখিল আমারে।
অবশ্য দিবেন সুখ কিছুদিন পরে ॥
জন্মভূমি সোঙরিয়া নিতাই আমার।
একচক্রা আসিবে দেখিব পুনর্ব্বার ॥

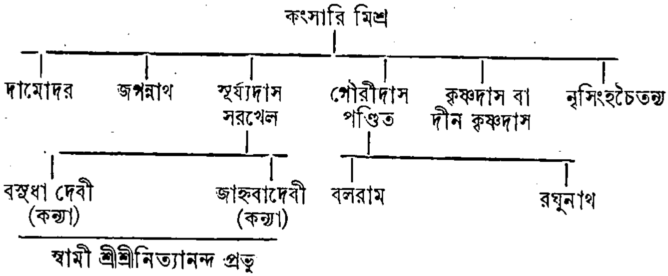
—(ভক্তি ১১।৬০৭৮)

এই বলিয়া উক্ত ব্রাহ্মণ "হা নিতাই, হা নিতাই" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

[ক]

কংসারি ঘোষ—শ্রীমহাপ্রভুর ভক্ত। ইনি উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থ। বাসুদেব ঘোষের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। ইনি গৃহী ছিলেন। ইঁহার বংশধরগণ দিনাজপুরের রাজবংশ —(বাসুদেব ঘোষ দেখ)। ২ কুলাই গ্রামবাসী, ইনি শ্রীমন্ নরহরি সরকারের শাখা। শ্রীমহাপ্রভুর তিনটি শ্রীবিগ্রহ প্রস্তুত করাইয়া ইনি শ্রীসরকার ঠাকুরকে সমর্পণ করিয়াছেন। ছোট ঠাকুর শ্রীখণ্ডে, মধ্যমটি গঙ্গানগর (ভাগ্‌কোলায়) এবং বড় ঠাকুরটি কাটোয়ায় বিরাজমান (শ্রীনরহরির শাখানির্ণয় দেখ)।

কংসারি মিশ্র—শালিগ্রাম নিবাসী। প্রসিদ্ধ গৌরীদাস পণ্ডিতাদির পিতাঠাকুর। পত্নীর নাম—কমলাদেবী। দামোদর, জগন্নাথ, সূর্য্যদাস সরখেল, গৌরীদাস পণ্ডিত কৃষ্ণদাস ও নৃসিংহচৈতন্য নামক ছয় পুত্র।



কংসারি মিশ্র—উপেন্দ্র মিশ্রের পুত্র ও শ্রীগৌরাঙ্গের জ্যেষ্ঠতাত। শ্রীহট্ট ঢাকাদক্ষিণ—শ্রীপাট।

কংসারি সেন—শ্রীনিত্যানন্দ-শাখা। জাতি বৈদ্য।

কংসারি সেন, রাম সেন, রামচন্দ্র কবিরাজ ॥

[চৈঃ চঃ আদি ১১।৫১]

ইনি প্রসিদ্ধ সদাশিব কবিরাজের পিতা। কুলপঞ্জিমতে ইঁহার নামান্তর—শম্বরারি।

কণ্ঠাভরণ—শ্রীগদাধর-শাখা।

গঙ্গামন্ত্রী, মামূঠাকুর, শ্রীকণ্ঠাভরণ ॥

[চৈঃ চঃ আদি ১৩।৫০]

শ্রীকণ্ঠাণোপাধিরনন্তশ্চট্টবংশজঃ।

লীলাকলাপ-সংযুক্তং রাধাকৃষ্ণরসাত্মকম্।

শ্রীকণ্ঠাভরণং বন্দে তয়োঃ কণ্ঠাবতারকম্ ॥

[শাঃ নি। ১৩]

[গৌঃ গঃ ১৯৬, ২০৬] ইঁহার নাম—অনন্ত চট্টরাজ, পূর্বলীলায়—গোপালী।

কনকপ্রিয়া দেবী—বিষ্ণুপুরের ব্যাসাচার্য্যের কন্যা এবং কৃষ্ণবল্লভ আচার্য্যের ভগিনী। ইনি শ্রীনিবাস আচার্য্যের পুত্র শ্রীগতিগোবিন্দের শিষ্যা।

শ্রীব্যাসকন্যার নাম শ্রীকনকপ্রিয়া।

তাঁহারে করিলা দয়া সদয় হইয়া ॥ (কর্ণা ২)।

২ রাজা চাঁদরায়ের স্ত্রী। স্বামী-স্ত্রী দুই জনেই শ্রীল নরোত্তমঠাকুরের শিষ্য ছিলেন। (চাঁদরায় দেখ)।

"চাঁদরায়ের ঘরণী কনকপ্রিয়া নাম ॥"

(প্রেম ২০)

কনকলতিকা দেবী—শ্রীনরোত্তমঠাকুরের শাখা। শ্রীরামকৃষ্ণ আচার্য্যের বা চক্রবর্ত্তীর ভার্য্যা ও তদীয় শিষ্যা। ইঁহার গর্ভে আচার্য্যের দুই পুত্র জন্মে; ১ম রাধাকৃষ্ণ, ২য় কৃষ্ণরাম চক্রবর্ত্তী।

আচার্য্যের ভার্য্যা নাম কনকলতিকা।

ভক্তি মূর্ত্তিমতী পতিব্রতা গুণাধিকা ॥ (নরো ১২)।

কন্দর্পরায়—শ্রীলগতিগোবিন্দ-প্রভুর শিষ্য।

শ্রীকন্দর্পরায় চট্ট গতিপ্রভুর দাস।

তার কীর্ত্তি-গুণগান জগতে প্রকাশ ॥ (কর্ণা ২)

কবি কর্ণপূর—শ্রীচৈতন্যশাখা—ইঁহার প্রকৃত নাম পরমানন্দ সেন। মহাপ্রভু-দত্ত নাম—কর্ণপূর। পিতার নাম—শ্রীশিবানন্দ সেন।

চৈতন্যদাস, রামদাস আর কর্ণপূর।

শিবানন্দের তিন পুত্র প্রভুর ভক্তশূর ॥

(চৈঃ চঃ আদি ১০।৬২)।

জন্মকাল—১৫২৪ খৃঃ। কাঞ্চনপল্লী বা কাঁচড়াপাড়ায়—শ্রীপাট। ১৪৯৪ শকে ইনি "শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়" নাটক সংস্কৃত-ভাষায় রচনা করেন। তাহার চারি বৎসর পরে "শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকা" রচনা করেন। ইহা ব্যতীত আনন্দবৃন্দাবনচম্পূ, শ্রীচৈতন্যচরিত-মহাকাব্য, আর্য্যাশতক, কৃষ্ণাহ্নিককৌমুদী, অলঙ্কার-কৌস্তুভ প্রভৃতি বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। কর্ণপূর বা পরমানন্দ সেনের যখন বয়ঃক্রম ৭ বৎসর তখন সস্ত্রীক শিবানন্দ সেন তাঁহাকে লইয়া নীলাচলে গমন করেন এবং প্রভুকে পুত্রটী দেখান। শিশু শ্রীচৈতন্যের পদপ্রান্তে শয়ন করিয়া খেলিতে খেলিতে মহাপ্রভুর সুন্দর পদাঙ্গুষ্ঠ স্বীয় মুখে অর্পণ করিয়া লেহন করিতে লাগিল। সেই চরণ-সরোজের মকরন্দের এমনই গুণ যে নিরক্ষর শিশুর মুখে শ্লোক বহির্গত হইল,—

শ্রবসোঃ কুবলয়মক্ষোরঞ্জনমুরসো মহেন্দ্রমণিদাম।

বৃন্দাবনরমণীনাং মণ্ডনমখিলং হরির্জয়তি ॥

আরও—

আর দিন প্রভু কহেন 'পড় পুরীদাস'।

এক শ্লোক করি' তিঁহো করিলা প্রকাশ ॥

সাত বৎসরের শিশু, নাহি অধ্যয়ন।

ঐছে শ্লোক করে লোকে চমৎকৃত হন ॥

[চৈঃ চঃ অন্ত্য ১৬।৭৩, ৭৫]

বৈষ্ণবাচারদর্পণে আছে—

গুণচূড়া সখী হন কবি কর্ণপূর।

কাঁচড়াপাড়ায় বাস, চৈতন্যশাখাশূর ॥

বৃদ্ধ-পদাঙ্গুষ্ঠ প্রভু যাঁর মুখে দিলা।

'পুরীদাস' নাম বলি শক্তি সঞ্চারিলা ॥

এই পরমানন্দসেনের জন্মবিষয়ে মহাপ্রভুর ভবিষ্যদ্বাণী ছিল।

একবার রথযাত্রাসময়ে শিবানন্দ সেন মহাপ্রভুকে দর্শন করিলে প্রভু বলিয়াছিলেন,—"এবার তোমার একটি আশ্চর্য্য পুত্র জন্মিবে। ঐ পুত্রের নাম—পরমানন্দ রাখিবে।" ইহার ছয় বৎসর পরে শিবানন্দ সেন পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া শত শত ভক্তের সহিত যখন প্রভুকে দর্শন করিবার নিমিত্ত নীলাচলে উপস্থিত হইলেন, ঐসময়ে পরমানন্দ পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বাবা! শ্রীগৌরাঙ্গ-

দেব কে ? আমাকে দেখাইয়া দিন।" শিবানন্দ সেন তখন এই বলিয়া দেখাইয়া দিলেন,—

বিদ্যুদ্দামদ্যুতিরতিশয়োৎকণ্ঠকণ্ঠিরবেন্দ্র-
ক্রীড়াগামী কনকপরিঘদ্রাঘিমোদ্দাম বাহুঃ।
সিংহগ্রীবো নবদিনকরদ্যোতবিদ্যোতিবাসাঃ
শ্রীগৌরাঙ্গঃ স্ফুরতি পুরতো বন্দ্যতাং বন্দ্যতাং ভোঃ॥
(চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক)

অর্থাৎ বিদ্যুদ্দামকান্তি, উৎকণ্ঠিত মৃগেন্দ্রগতি, স্বর্ণ-পরিঘসম দীর্ঘোন্নত বাহু, সিংহগ্রীব, অরুণকান্তিবাসা ঐ গৌরাঙ্গদেব সম্মুখে রহিয়াছেন, তোমরা প্রণাম কর, প্রণাম কর।

কবিচন্দ্র—শ্রীচৈতন্য শাখা—

কবিচন্দ্র, আর কীর্ত্তনীয়া ষষ্ঠীবর॥
(চৈঃ চঃ আদি ১০।১০৯)

'কবিচন্দ্র' ইঁহার উপাধি ; এই উপাধি বহু ভক্তের দৃষ্ট হয় যথা ;—কবিচন্দ্র যদুনাথ, মুকুন্দ বনমালী, ইন্দ্রিয়ানন্দ। ভগীরথ বন্ধু-প্রণীত প্রাচীন "চৈতন্য-সঙ্গীতা"-গ্রন্থে * এই কবিচন্দ্রকে ভট্ট বা ভাটব্রাহ্মণ বলিয়া লিখিত আছে।

৬৪ মহান্ত উল্লেখে লিখিত আছে ;—

গুণচূড়া প্রবোধানন্দ সরস্বতী।
বরাঙ্গনা কবিচন্দ্র ভাট্ মহামতি॥ [ঐ—১৬ পৃঃ]

কবিচন্দ্র-কৃত চারিটি পদ্য (১৬২, ১৬৬ ১৮৮ ও ১৮৯) পদ্যাবলীতে উদ্ধৃত হইয়াছে। কোন্ কবিচন্দ্র জানিবার উপায় নাই।

কবিচন্দ্র—শ্রীরসিকানন্দের বাল্যশিক্ষক। [রঃ মঃ পূর্ব ১।২৬]

কবিদত্ত—শ্রীগদাধর-শাখা। নাম ভিন্ন আর কোনও পরিচয় নাই। [গৌঃ গঃ ১৯৭, ২০৭] ইনি ব্রজের কলকণ্ঠি।

কুলিয়া, পাহাড়পুর দুইত নির্দ্ধার।
বংশীবদন, কবিদত্ত, সারঙ্গ ঠাকুর॥
এই দুই গ্রামে তিনে সতত আদর।
কুলিয়া পাহাড়পুর নাম খ্যাতি হয়॥ (পাঃ পঃ)
অনন্ত আচার্য্য, কবিদত্ত, মিশ্র নয়ন।
[চৈঃ চঃ আদি ১২।৮০]

মহাভাব চমৎকাররূপান্বিত-স্বতাবজম্।
রাধাকৃষ্ণৌ যস্য হৃদি বন্দে তং কবিদত্তকম্॥
[শাঃ নিঃ ৯]

কবিবল্লভ—শ্রীনিবাসাচার্য প্রভুর শিষ্য। ইঁহার হস্তাক্ষর অতীব সুন্দর ছিল, এজন্য ইনি "আঁখরিয়া" নামেও পরিচিত ছিলেন। শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুকে অনেক গ্রন্থ লিখিয়া দিয়াছিলেন।

শ্রীকবিবল্লভ হয় প্রভুর নিজ দাস।
প্রেমে রাধাকৃষ্ণনাম গান মহোল্লাস॥
অনেক পুস্তক প্রভুকে দিয়াছে লিখিয়া।
যেন মুক্তাপাঁতি লেখা মহা আঁখরিয়া॥ (কর্ণা ২)

কবিবল্লভ দাস—পিতা রাজবল্লভ, মাতা বৈষ্ণবী। গুরু—উদ্ধব দাস। গুরু শ্রীসরকার ঠাকুরের শিষ্য ; মুকুট-গ্রন্থ নামক ব্রাহ্মণের অনুরোধে ১৫২০ শকে **"রসকদম্ব"** গ্রন্থ রচনা করেন। বাসস্থান "করোত জাতির মহাস্থানের সমীপবর্ত্তী আসবাড়া গ্রামে।" (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ৮ পৃঃ)।

কবিরঞ্জন—শ্রীখণ্ডবাসী ও শ্রীল রঘুনন্দন ঠাকুরের শাখা। প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা।

কবিরত্ন মিশ্র—এড়ুয়াগ্রামী, শ্রীসরকার ঠাকুরের শাখা।

কবিরাজ মিশ্র! কবি বর্ণিবেক যাহা।
পুনঃ পুনঃ জন্ম লৈয়া শুনি যেন তাহা॥
[নামা ২২শ্র]

কবিশেখর (রায়শেখর) শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুরের শিষ্য। ব্রজবুলি-কবিতার প্রসিদ্ধ লেখক। ইহার **'দণ্ডাত্মিকা'** ও বৈষ্ণবসমাজে চিরসমাদৃত।

কমলনয়ন—মহাপ্রভুর শাখা, ব্রজের গন্ধোন্মাদা (গৌঃ গঃ ২০৫, ১৯৬)।

সুবুদ্ধি মিশ্র, হৃদয়ানন্দ, কমল নয়ন।
(চৈঃ চঃ আদি ১০।১১১)

কমল সেন—শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য।

আর শাখা কমল সেন, যাদব কবিরাজ।
মনোহর বিশ্বাস শাখা, কৃষ্ণ কবিরাজ॥ (প্রেম ২০)

* ১৩১৮ সালে ৩৩৭ নং গরাণহাটা হইতে সীতানাথরায় দ্বারা প্রকাশিত "চৈতন্য-সঙ্গীতা"।

কমলাকর (কান্ত) বা দ্বিজ কমলাকর (কান্ত)—শ্রীচৈতন্যশাখা; শ্রীপরমানন্দপুরী নবদ্বীপে আগমন করিয়া যখন শ্রবণ করিলেন—মহাপ্রভু দক্ষিণদেশ ভ্রমণ করিয়া পুরীধামে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন, তখন তিনি এই কমলাকরকে সঙ্গে লইয়া সত্বর পুরীতে প্রভুর দর্শনে গমন করেন।

প্রভুর এক ভক্ত, দ্বিজ কমলাকর (কান্ত) নাম।
তাঁরে লঞা নীলাচলে করিলা প্রয়াণ॥

[চৈঃ চঃ মধ্য ১০।১৪]

কমলাকর দাস—বৈদ্য। প্রসিদ্ধ শ্রীচৈতন্যমঙ্গল-প্রণেতা শ্রীলোচনদাসের পিতাঠাকুর (লোচনদাস দেখ)।

২ "ঠাকুর" উপাধি। সম্ভবতঃ ব্রাহ্মণ। "বৈষ্ণব-বন্দনায় কমলাকর পিপ্‌লায়ের পরেই ইঁহার নাম পাওয়া যায়।

তবে বন্দ ঠাকুর কমলাকর দাস।
কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনে যাঁর পরম উল্লাস॥ (বৈষ্ণব বন্দনা)
"গৌরাঙ্গপুরেতে স্থিতি কমলাকর দাস আখ্যান॥"

(পাঃ পঃ)

এই গ্রন্থমতে ইনি শ্রীঅভিরাম গোস্বামীর শিষ্য।

কমলাকর পিপ্‌লাই—শ্রীচৈতন্যভাগবতে ইনি কমলাকান্ত পিপ্‌লাই নামে অভিহিত, শ্রীনিত্যানন্দশাখা ও পার্ষদ। দ্বাদশ গোপালের অন্যতম শ্রীমহাবল গোপাল।

কমলাকর পিপ্‌লাই অলৌকিক রীত।
অলৌকিক প্রেম তার ভুবনবিদিত॥

[চৈঃ চঃ আদি ১১।২৪]

আক্‌না মাহেশে জন্ম, জাগেশ্বরে স্থিতি।
কমলাকর পিপ্‌লাই এই সে লিখিত॥
কমলাকর মহাবল পূর্ব্বনাম হয়॥ [পাঃ পঃ]

শ্রীপাট—মাহেশ। হুগলী জেলার শ্রীরামপুর হইতে এক ক্রোশ দক্ষিণে; গঙ্গাতীরে। বৈষ্ণবাচারদর্পণে;—

"মহাবল গোপাল যে ছিল বৃন্দাবনে।
কমলাকর পিপ্‌লাই সেই-সে এখানে॥
দিবারাত্র করে রাধাকৃষ্ণ-গুণগান।
নিত্যানন্দপ্রভু-শাখা বৈষ্ণবের প্রাণ॥
গঙ্গার পশ্চিম তীরে মাহেশে রহিল।
জগন্নাথ-প্রতিমূর্ত্তি করি' সেবা কৈল॥"

১৪৩৯ শকাব্দে পাণিহাটীর দণ্ডমহোৎসবে এবং ১৫০৪ শকাব্দে খেতুরির বিখ্যাত উৎসবে ইনি উপস্থিত ছিলেন। কাটোয়ার দাস গদাধরের তিরোভাব উৎসবেও ইনি ছিলেন। জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে জানা যায়;—

কমলাকর পিপ্‌লাই বড় ভাবের উদ্দাম।
নিত্যানন্দ দিলা যাঁরে পাণিহাটী গ্রাম॥

(বিজয়খণ্ড)

আবার শ্রীচৈতন্যভাগবতে (অন্ত্য ৫।৭২৯) জানা যায়;—

পণ্ডিত কমলাকান্ত পরম উদ্দাম।
যাঁহারে দিলেন নিত্যানন্দ সপ্তগ্রাম॥

এই গ্রাম-প্রদান অর্থে প্রেম-প্রচারের সীমা নির্দ্দেশ। আর দুইখানি গ্রন্থের মত বিভিন্নতার মীমাংসা এরূপও হইতে পারে—সপ্তগ্রাম অর্থে সাতগাঁ না হইয়া বোধ হয় সাতখানি গ্রাম দিয়াছিলেন।

পিপ্‌লাই মহাশয় শেষে বিবাহাদি করিয়া সংসারী হয়েন। ইঁহার এক কন্যারত্ন ছিলেন—তাঁহার নাম **বিদ্যুন্মালা দেবী**। 'শ্রীনিত্যানন্দবংশ-বিস্তার'-গ্রন্থে জানা যায়, পিপ্‌লাই মহাশয়ের কন্যার সহিত মাহেশ-নিবাসী সুধাময় চট্টোপাধ্যায়ের বিবাহ হয়। কন্যা-জামাতা পুরীধামে গমন করত তাঁহারাও এক কন্যা প্রাপ্ত হয়েন, তাঁহার নাম **নারায়ণী দেবী**। ইঁহার সহিত প্রভু বীরভদ্রের বিবাহ হয়।

"মাহেশনিবাসী এক বিপ্র শুদ্ধচিত্ত।
বিষ্ণু-বৈষ্ণব-পূজা তাঁর নিত্যকৃত্য॥
সুধাময় নাম পিপ্‌লায়ের জামাতা।
বিদ্যুন্মালা নাম হয় তাহার বণিতা॥"

—(ঐ ৩য় স্তবক, ১৬ পৃঃ)

কিন্তু এ বিষয়ে বহু মতভেদ আছে। বৈষ্ণবাচার-দর্পণ মতে পিপ্‌লায়ের জামাতা—যদুনন্দন। যথা—

শ্রীযদুনন্দন, শুদ্ধচিত্ত হন, নানাবিধ গুণালয়।
ভার্য্যা বিদ্যুন্মালা, লক্ষ্মীসম লীলা, পিতা যাঁর পিপ্‌লাই।
মাহেশে নিবাস, জগন্নাথে আশ, অন্য আশ কিছু নাই।
শ্রীকমলাকর যাহার শ্বশুর, জামাতা যদুনন্দন॥

—(ঐ ১০ পৃঃ)

আবার মাহেশের কমলাকর বংশীয় অধিকারী মহাশয়গণ বলেন—কমলাকরের কন্যার নাম রাধারাণী এবং তাঁহার ভ্রাতৃকন্যার নাম রমা দেবী। দুই ভ্রাতার দুই কন্যাকে খড়দহের প্রসিদ্ধ কামদেব পণ্ডিত ও যোগেশ্বর পণ্ডিত বিবাহ করিয়াছিলেন। কমলাকর পিপ্‌লাই মহাশয়ের অধস্তন ১৪শ পুরুষ, মাহেশনিবাসী শ্রীশ্রীজগন্নাথ-দেবের সেবক শ্রীযুক্ত প্রসাদদাস অধিকারী মহাশয় তাঁহাদের বংশপরম্পরায় শ্রুত এবং দেবালয়ে রক্ষিত পুরাতন কাগজপত্র হইতে যে বিবরণ পাঠাইয়াছিলেন তাহা হইতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি জানা যায়,—

সুন্দরবনের নিকট 'খালিজুলি'-নামক গ্রামে ১৪১৪ শকাব্দে বাঙ্গালা ৮৯৯ সালে কমলাকরের জন্ম হয়। ইনি শুদ্ধ শ্রোত্রিয় রাঢ়ীশ্রেণীর ব্রাহ্মণ, বাৎস্যগোত্র। ইহার পিতা ধনী জমিদার ছিলেন। কমলাকরের কনিষ্ঠ ভ্রাতার নাম—নিধিপতি।

"বৈষ্ণবআচারদর্পণে" কমলাকর পিপ্‌লাই মাহেশের শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া উক্ত আছে; কিন্তু ইঁহারা বলেন, ধ্রুবানন্দ ব্রহ্মচারী নামক জনৈক ভক্ত উক্ত শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়া কমলাকরকে সেবাভার দিয়া যান। কমলাকর স্বপ্নাদেশে মাহেশে আসিয়া শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের সেবাভার গ্রহণ করেন এবং স্বীয় জন্মভূমি খালিজুলী হইতে স্ত্রী-পুত্র পরিজনবর্গকে এবং স্বীয় কুলপুরোহিত চণ্ডীবর ঠাকুরকে মাহেশে লইয়া আসিয়া বসবাস করিতে থাকেন। মাহেশ পূর্বে বন-জঙ্গলে পরিবৃত ছিল। তাঁহার আগমনে সুন্দর গ্রামে পরিণত হয়।

কমলাকরের পুত্রের নাম **চতুর্ভুজ**। কন্যার নাম **রাধারাণী**। পূর্বেই বলা হইয়াছে—(ইঁহাদের মতে) খড়দহের কামদেব পণ্ডিতের সহিত কন্যার বিবাহ প্রদান করেন। বৈষ্ণব-আচারদর্পণমতে ইনি কন্যার বিবাহ দিয়া শ্রীবৃন্দাবনে গমন করেন এবং তথায় দেহরক্ষা করেন। অধিকারীদের মতে ১৪৮৫শকে বা ৯৭০ সালে ৭১ বৎসর বয়ঃক্রমকালে ইনি দেহরক্ষা করিয়াছিলেন; কোথায় এবং কিরূপে, তাহা কিছু লেখা নাই। পিপ্‌লাই মহাশয়ের মাহেশে, কোন সমাধি নাই। এজন্য শ্রীবৃন্দাবনেই দেহরক্ষা হইতে পারে। অধিকারী মহাশয়দিগের সকল কথা গ্রন্থের সহিত মিলে না। অধিকন্তু তাঁহাদের বিবরণে পিপ্‌লাই মহাশয়ের সহিত শ্রীনিত্যানন্দের মিলনের বা তৎসংক্রান্ত কোন কথাই দেখা যায় না।

কমলাকরের পুত্র চতুর্ভুজের দুই পুত্র—নারায়ণ ও জগন্নাথ। নারায়ণের পুত্র জগদানন্দ। জগদানন্দের পুত্র রাজীবলোচন। রাজীবলোচনের সময় দেবসেবার বড়ই দুরবস্থা হয়, কিন্তু ঐসময়ে কোন কারণে ঢাকার নবাব বাহাদুর জগন্নাথদেবকে (১০৬০ সনে) ১১৮৫ বিঘা জমি দান করেন। জগন্নাথদেবের নামানুসারে উক্ত মৌজার নাম **জগন্নাথপুর** হয়। উহা মাহেশের দেড়ক্রোশ দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। কিছুকাল পরে উক্ত মৌজার কর লইয়া গোলমাল হইলে নবাবসাহেবের দেওয়ান পাণিহাটি-নিবাসী ৺গৌরীচরণ রায়চৌধুরী মহাশয় চুনাখালি পরগণার উপর জগন্নাথপুরের করভার চাপাইয়া দিয়া উহাকে ভার্জ্জাই দেবোত্তর করিয়া দেন।

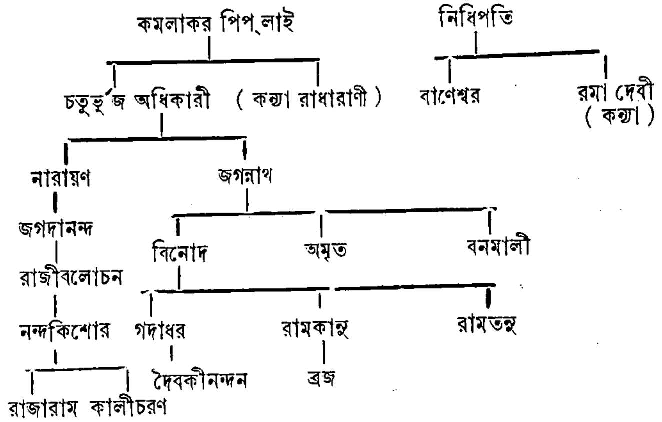
বর্ত্তমানে যেখানে সুন্দর দেবমন্দিরাদি আছে, পূর্ব্বে তথায় ছিল না, গঙ্গার উপর ছিল। এজন্য গঙ্গার ভাঙ্গনে পুরাতন মন্দির নষ্ট হইয়া গেলে কলিকাতা পাথুরিয়াঘাটা-নিবাসী স্বর্গীয় নয়ানচাঁদমল্লিক মহাশয় ১১৬২ সালে নব মন্দিরাদি নির্ম্মাণ করিয়া দেন।

বর্ত্তমানে জগন্নাথদেবের একখানি অতীব সুন্দর লৌহনির্ম্মিত রথ আছে। ১২৯২ সালে পুরাতন কাষ্ঠ-রথ ভস্মীভূত হইলে কৃষ্ণচন্দ্র বাবু মহাশয় বিশ হাজার মুদ্রাব্যয়ে উহা নির্ম্মাণ করিয়া দেন। সর্ব্বপ্রথমে দেওয়ান কৃষ্ণরাম বসু (কলিকাতা শ্যামবাজারনিবাসী) রথ প্রস্তুত করিয়া দেন, পরে উহা জীর্ণ হইলে তৎপুত্র দেওয়ান গুরুচরণ বসু নির্ম্মাণ করিয়া দেন। ১২৬০ সালে উহা ভস্মীভূত হয়। এজন্য গুরুচরণ বসুর-পুত্র কালাচাঁদ বসু রায়বাহাদুর পুনরায় নির্ম্মাণ করেন। তাহার পর প্রথমোক্ত লৌহনির্ম্মিত রথ অদ্যাবধি চলিয়া আসিতেছে।

শ্রীজগন্নাথদেবের গুঞ্জা-বাটী ১২৬৪ সালে মল্লিক-বংশীয়া রঙ্গময়ী দাসী কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়।

পিপ্‌লাই মহাশয়ের বংশধরগণ বর্ত্তমানে অধিকারী নামে খ্যাত। উঁহাদের বিস্তৃত বংশতালিকা প্রদত্ত হইল।

(কমলাকর পিপ্‌লাইর বংশতালিকা)



কমলাকান্ত—শ্রীচৈতন্যশাখায় কেবল নাম আছে।

মাধবাচার্য্য, কমলাকান্ত, শ্রীযদুনন্দন ॥

(চৈঃ চঃ আদি ১০।১১৯)

২—কেহ কেহ বলেন, ইনি মহাপ্রভুর সহপাঠি ছিলেন। প্রভু বিদ্যাবিলাস কালে কমলাকান্ত, মুরারী গুপ্ত, কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ, রঘুনাথ শিরোমণি ও রঘুনন্দন প্রভৃতি (ভবিষ্যতের মহামহাপণ্ডিতগণকে) ন্যায়ের ফাঁকি জিজ্ঞাসা করিয়া পরাজিত করিতেন।

শ্রীমুরারীগুপ্ত, শ্রীকমলাকান্ত নাম।
কৃষ্ণানন্দ আদি যত গোষ্ঠীর প্রধান ॥

(চৈঃ ভাঃ আদি ৮।৩৮)

কৃষ্ণানন্দ, শ্রীকমলকান্ত, মুরারীগুপ্তে।
এথা ফাঁকি জিজ্ঞাসয়ে প্রভু হর্ষচিত্তে ॥

(ভক্তি ১২।২১৮৭)

কমলাকান্ত আচার্য্য—শ্রীগদাধর পণ্ডিতের শাখা।

আচার্য্যং কমলাকান্তং মহাস্বভগ-বিগ্রহম্।
পরমানন্দ-সন্দোহং বন্দে রূপ নিষেবিণম্ ॥

(শাঃ নিঃ ৫৪)

কমলাকান্ত কর—শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য।

বিষ্ণু চক্রবর্ত্তী আর কমলাকান্ত কর।

(প্রেম ২০)

কমলাকান্ত দাস—১২২৩ বঙ্গাব্দে **'পদরত্নাকর'**-নামক গ্রন্থ সঙ্কলন করিয়াছেন—ইহাতে ৪৩ তরঙ্গে ৩৫৮ পদ সমাহৃত হইয়াছে।

কমলাকান্ত পণ্ডিত—শ্রীনিত্যানন্দ-পার্ষদ।

(কমলাকান্ত দেখুন) [চৈ ভাঃ অন্ত্য ৫।৭২৯]

কমলাকান্ত বিশ্বাস—শ্রীঅদ্বৈত-শাখা।

"কমলাকান্ত বিশ্বাস নাম অদ্বৈত-কিঙ্কর ॥"

[চৈঃ চঃ আদি ১২।২৮]

ইনি অদ্বৈত প্রভুর গৃহে হিসাবপত্র লিখিতেন। একদা পুরীর রাজা প্রতাপরুদ্রদেবকে ইনি একখানি পত্র লিখেন। পত্রের বিষয়—অদ্বৈত-প্রভু স্বয়ং ভগবান্, ইহা নানাবিধ প্রমাণদ্বারা লিপিবদ্ধ করেন এবং পরিশেষে তাঁহার তিনশত টাকা ঋণ হইয়াছে, এজন্য অর্থের প্রার্থনা করেন। দৈবক্রমে মহাপ্রভুর হস্তে এই পত্রিকাখানি আসে। ইহাতে মহাপ্রভু কমলাকান্তের ব্যবহারে অতিশয় ব্যথিত হইয়া তাঁহাকে নিকটে আসিতে বারণ করিয়া দেন। অদ্বৈত প্রভু বৃত্তান্ত অবগত হইয়া মহাপ্রভুর চরণে নিবেদন করিলে প্রভু কমলাকান্তকে বলিলেন—

"প্রতিগ্রহ কভু না করিবে রাজধন।
বিষয়ীর অন্ন খাইলে দুষ্ট হয় মন ॥
মন দুষ্ট হৈলে নহে কৃষ্ণের স্মরণ।
কৃষ্ণস্মৃতি বিনা হয় নিস্ফল জীবন ॥

লোকলজ্জা হয়, ধর্মকীর্ত্তি হয় হানি।
ঐছে কর্ম না করিহ কভু ইহা জানি॥
(চৈঃ চঃ আদি ১২।৫০-৫২)

কমলাক্ষ—শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর পূর্বনাম [চৈঃ চঃ আদি ৬।৩০]।

কমলাদেবী—শ্রীকংসারি মিশ্রের বনিতা। শ্রীসূর্য-দাস ও গৌরীদাস পণ্ডিত প্রভৃতির মাতাঠাকুরাণী। শ্রীবসুধা ও শ্রীজাহ্নবাদেবীর পিতামহী।

কমলানন্দ—শ্রীচৈতন্যশাখা। পূর্ব্বে ইঁহার গোড়ে শ্রীপাট ছিল। তথা হইতে পুরীধামে প্রভুর নিকট বাস করিয়াছিলেন।

গৌড়ে পূর্বভৃত্য প্রভুর প্রিয় কমলানন্দ॥
[চঃ চঃ আদি ১০।১৪৯]

করুণাদাস মজুমদার—করণকুলোদ্ভব আচার্যপ্রভুর শিষ্য জানকীরাম দাসের পিতা, আচার্য্যের পত্র লিখিয়া ইঁহারা 'বিশ্বাস' উপাধি পাইয়াছেন (প্রেম ২০)।

কর্ণপুর—পদ্যাবলিতে ইঁহার রচিত (৩০৫) একটি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

কর্ণপুর কবিরাজ—শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর শিষ্য, শ্রীপাট—বাহাদুরপুর (প্রেম ২০)।

কর্ণপূর কবিরাজে প্রভু দয়া কৈল।
প্রভু শাখা-বর্ণনাতে যিঁহো ধন্য হইল॥
অপার ভজন যাঁর না পারি কহিতে।
সদা মগ্ন রহে যিঁহো মানস-সেবাতে॥ (কর্ণা ১)

ইঁহার রচিত শ্রীনিবাস আচার্য্যের জীবনীর বিষয় বহু গ্রন্থে জানা যায়।

কর্ণপূর কবিরাজ পরম সুধীর।
শুনি তাঁর কাব্য কেহো হইতে নারে স্থির॥
(ভক্তি—১০।১৭৭)

খেতুরীর উৎসবে ইনি উপস্থিত ছিলেন এবং রঘুনাথ আচার্য্যাদির বাসাগৃহের তত্ত্বাবধান করিয়াছিলেন।

রঘুনাথ আচার্য্যাদির বাসা ঘরে।
করিলা নিযুক্ত কবিরাজ কর্ণপূরে॥ (নরো ৬)

ইনি 'গুণলেশসূচক' বা 'শ্রীনিবাস-গুণলেশসূচক' নামে গ্রন্থ প্রণয়ন করেন [নরো ২]।

কলানিধি আচার্য্য—শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্য।

বঙ্গদেশে স্থিতি হয়, নাম কলানিধি।
বিপ্রকুলে জন্ম তাঁর আচার্য্য উপাধি॥
তাঁরে কৃপা কৈল প্রভু হঞা কৃপাবান॥ [কর্ণা ১]

কলানিধি চট্ট—শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্য। শ্রীপাট —কাঞ্চনগড়িয়া।

তবে সেই কলানিধি চট্টরাজ নাম।
সদা হরি নাম জপে—এই তার কাম॥
প্রভু কহে—তুমি চৈতন্যের প্রিয়তম।
লক্ষ নাম জপ তুমি করিয়া নিয়ম॥ [কর্ণা ১]

কেহ কেহ কুমুদ চট্টকেই 'কলানিধি বলিয়া থাকেন।

কলানিধি নরসুন্দর মহাপ্রভুর সন্ন্যাসের সময় ইনি ক্ষৌরকর্ম করিয়াছিলেন।

গোবিন্দদাসের করচায় ভিন্ন নাম দেখা যায় ;—

দেবা নামে নাপিতেরে ডাকিয়া আনিল।
বিল্ববৃক্ষতলে আসি নাপিত বসিল॥
(গোবিন্দ-কড়চা, ২৪ পৃঃ)

আবার মতান্তরে এই নাপিতের নাম **মধুশীল** বলিয়া উক্ত আছে।

কলানিধি রায়—শ্রীচৈতন্যশাখা। প্রসিদ্ধ রামানন্দ রায়ের ভ্রাতা। পিতার নাম ভবানন্দ রায়।

রামানন্দ রায়, পট্টনায়ক গোপীনাথ।
কলানিধি, সুধানিধি, নায়ক বাণীনাথ॥
[চৈঃ চঃ আদি ১০।১৩৩]

কলাবতী—উপেন্দ্র মিশ্রের পত্নী।

কাজী—মৌলানা সিরাজুদ্দিন বা চাঁদ কাজী। ইনি নবদ্বীপে কীর্ত্তন বাধা করিয়া মহাপ্রভুর কৃপা লাভ করেন। [চৈঃ ভাঃ মধ্য ২৩]

কাজি সাহেব—এঁড়িয়াদহ-নিবাসী, দাসগদাধর ইঁহা দ্বারা হরিনাম উচ্চারণ করাইয়াছিলেন [চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৫।৩৯৫-৪১৫]।

কাঞ্চনলতিকা দেবী—শ্রীনিবাস আচার্য্য-প্রভুর কনিষ্ঠা কন্যা ও শিষ্যা। কাঞ্চন ঠাকুরঝি এবং যমুনাঠাকুরঝি নামেও খ্যাত।

শ্রীকাঞ্চন ঠাকুরঝি ঠাকুরঝি যমুনা অভিধান (অনু ৭)।

আর কন্যা কাঞ্চন-লতিকা যাঁর নাম।
তাঁরে নিজ-পদাশ্রয় দিলা দয়াবান্॥ (কর্ণা. ১)

ইঁহার স্বামীর নাম বা বিবাহের সংবাদ পাওয়া যায় না।

কানাই খুঁটিয়া—শ্রীমহাপ্রভুর ভক্ত। উড়িষ্যাদেশ-বাসী—শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের সেবক! জন্মাষ্টমী দিনে মহাপ্রভু নন্দোৎসব করিলে ইনি নন্দ মহারাজের বেশ ধারণ করত নৃত্য করিয়াছিলেন।

কানাই খুঁটিয়া আছেন নন্দবেশ ধরি'।
জগন্নাথ মাহাতি হইয়াছেন ব্রজেশ্বরী॥
[চৈঃ চঃ মধ্য ১৫।২৯]।

কানাই গোপ—শ্রীশ্যামানন্দ-প্রভুর শিষ্য। শ্রীপাট—ধারেন্দা।

নিমু গোপ, কানাই গোপ, হরি গোপ আর।
ধারেন্দা গ্রামেতে বাস হয় এ সবার॥ (প্রেম ২০)

কানাই ঠাকুর—'কানু পণ্ডিত' নামেও খ্যাত। শ্রীরঘুনন্দনের পুত্র। শ্রীখণ্ডে শ্রীপাট, বৈদ্য।

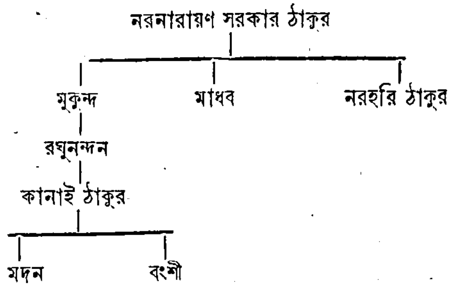
রঘুনন্দনের পুত্র, নাম শ্রীকানাই।
অল্প বয়সে সে সৌন্দর্য্যের সীমা নাই॥
শ্রীগৌরচন্দ্রের গুণে সদাই বিহ্বল।
ধরিতে নারয়ে অঙ্গ করে টলমল॥
[ভক্তি ১১।৭৩-৭৪]

শ্রীজাহ্নবা দেবী ও ভক্তবৃন্দ শ্রীখণ্ডে রঘুনন্দন বা নরহরি সরকার ঠাকুরের গৃহে পদার্পণ করিলে ইঁহার পিতা রঘুনন্দন সর্ব্বভক্তের সহিত পরিচয় করাইয়া দিয়াছিলেন। কানাই ভক্তিভরে—

প্রণমিতে সবে তুলি' লইলেন কোলে।
শ্রীঈশ্বরী করিলেন বাৎসল্যাতিশয়॥

ইনি কাটোয়ার দাস গদাধরের বিখ্যাত উৎসবে উপস্থিত ছিলেন। পিতা রঘুনন্দনের তিরোভাব-উপলক্ষে তৎ-কালের সমস্ত মহান্তগণকে নিমন্ত্রণ করত মহোৎসব করিয়াছিলেন। শ্রীনিবাস আচার্য্য উক্ত উৎসবে অধ্যক্ষতা করিয়াছিলেন।

শ্রীরঘুনন্দন-পুত্র ঠাকুর কানাই।
কৈল মহোৎসব আয়োজন অন্ত নাই॥
হৈল মহোৎসব যৈছে না যায় বর্ণন।
সকল মহান্ত খণ্ডে করিলা গমন॥
(ভক্তি ১৩।১৮৫-৮৭)



ঠাকুর কানাই শ্রীখণ্ডে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন, অদ্যাপি তাহা সেবিত হইতেছেন। শ্রীপাট বোরাকুলিতে শ্রীগোবিন্দ চক্রবর্ত্তীর গৃহে শ্রীরাধাবিনোদ-প্রতিষ্ঠাকালে শ্রীনিবাসাচার্য্যের ইঙ্গিতে ইনি অধিবাসের **মাল্যচন্দন** দিয়াছেন। ইঁহার পুত্র মদন পূর্বাবতারের মদনমঞ্জরী, কীর্ত্তনাদিকালে তাঁহার এক অঙ্গে পুলক ও এক চক্ষে অশ্রু হইত।

২ ঠাকুর কানাই 'শিশু কৃষ্ণদাস' নামেও খ্যাত। সদাশিব কবিরাজের পুত্র—পুরুষোত্তম, পুরুষোত্তমের পুত্রই কানু ঠাকুর। এই বংশীয়গণ পুরুষোত্তম ঠাকুরকে 'নাগর পুরুষোত্তম' হইতে পৃথক্ ব্যক্তি বলেন। তাঁহাদের মতে দাস পুরুষোত্তম বলিয়া যিনি গৌরগণোদ্দেশে উক্ত হইয়াছেন এবং যিনি ব্রজলীলায় স্তোককৃষ্ণ তিনিই কানু ঠাকুরের পিতা। গঙ্গাতীরে সুখসাগরে পুরুষোত্তম ঠাকুর বাস করিতেন—ইঁহার পত্নী জাহ্নবা ১৪৫৩ শকে রথদ্বিতীয়ায় ঠাকুর কানাইর আবির্ভাবের বার দিন পরেই অপ্রকট হন। শ্রীনিত্যানন্দ এই ঘটনা জানিয়া দ্বাদশ দিনের শিশু কানু ঠাকুরকে স্বগৃহে লইয়া মা জাহ্নবার ক্রোড়ে সমর্পণ করেন। মা জাহ্নবা ইঁহাকে অপত্য-নির্বিশেষে লালন পালন করেন। শ্রীবসুধার গর্ভে বীরভদ্রপ্রভুর আবির্ভাবের পরেও ইনি খড়দহেই ছিলেন। শিশু কৃষ্ণদাস মা জাহ্নবার সহিত শ্রীবৃন্দাবনে গিয়াছিলেন (প্রেম ১৬)। শ্রীজীবগোস্বামী প্রভৃতি তাঁহার অপূর্ব্ব ভাবাবেশ ও বেণুবাদনাদি দর্শন করত তাঁহাকে 'ঠাকুর কানাই'-নাম দেন। প্রবাদ—

শ্রীমদনমোহন-প্রাঙ্গণে ইনি যখন কীর্ত্তনানন্দে বিভোর হইয়া নৃত্য করিতেছিলেন, তখন তাঁহার দক্ষিণ চরণ হইতে নুপুর চ্যুত হইয়া যশোহরের অন্তর্গত বোধখানায় পতিত হয়। ঠাকুর কানাই তৎপরে খড়দহে আসিয়া তথা হইতে বোধখানায় চলিয়া যান। পুরুষোত্তম ঠাকুরের পূর্ব্বপুরুষ-সেবিত 'শ্রীপ্রাণবল্লভ-বিগ্রহ' সুখসাগর গঙ্গাগত হইলে চান্দুড়ে নীত হন। মহামহোপাধ্যায় ভরত মল্লিক তৎকৃত চন্দ্রপ্রভায় (৭৪ পৃঃ) সদাশিব কবিরাজ হইতে ইঁহাদের নাম সগৌরবে উল্লেখ করিয়াছেন। 'সদাশিব কবিরাজ' দ্রষ্টব্য। প্রেম-বিলাস-মতে কানু ঠাকুর খেতরির উৎসবে মা জাহ্নবা ও বীরভদ্র প্রভুর সহিত উপস্থিত ছিলেন। ইনি ব্রজলীলায় 'উজ্জ্বল গোপাল।' পদাবলী সাহিত্যে ইঁহার যথেষ্ট দান আছে।

ঠাকুর কানাই শেষ জীবনে বোধখানা হইতে গড়বেতায় (মেদিনীপুরে) ৬৭টি শালগ্রাম সহিত উপস্থিত হইয়া একটি ভজন-কুটীরে অবস্থানপূর্ব্বক বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করিতেন। তত্রত্য শীলাবতী নদীতে স্নান করিবার সময় তাঁহার পদতলে একটি ব্রাহ্মণকুমারের শবদেহ লাগিয়াছিল—তাহাকে উঠাইয়া মন্ত্রদান করিতেই তিনি জীবিত হইয়া আত্ম-পরিচয় প্রসঙ্গে বলিলেন—'আমি কাশ্যপগোত্রীয় সিমলগাঁই কৌথুমী শাখার ব্রাহ্মণ—শ্রীরাম।' শ্রীরাম দার পরিগ্রহ করিয়াছিলেন এবং তাহার বংশধরা অদ্যাপি ঐ দেশে বিরাজমান আছে। এই গ্রামে কয়েক বৎসর অবস্থানের পর ঠাকুর কানাই একটি দধিচিঁড়ার মহোৎসব করেন। ব্রাহ্মণগণ অকালে আম্র ও পনস পাইতে ইচ্ছা করিলে ইনি শ্রীরামকে সঙ্গে নিয়া শীলাবতীর অপর তীরে আম্রকাননে গেলেন এবং সুপক্ক আম্র ও পনসের ভারে অবনত্য বৃক্ষ সমূহ দর্শন করিয়া প্রচুর ফল লইয়া আসিয়া ব্রাহ্মণগণকে পরিতোষপূর্ব্বক খাওয়াছিলেন। মহোৎসবের পরে তিনি সমাধিতে উপবিষ্ট হইলেন—পর দিবসও তাঁহাকে তদবস্থই দেখা গেল; কিন্তু দেহে স্পন্দন নাই। সেইদিন অতি-প্রত্যুষে শীলাবতীর অপর তীরস্থ ধাদ্‌কিয়া গ্রামে বটবৃক্ষতলে জনৈক গোপ তাহাকে উপবিষ্ট দেখেন এবং তিনি তাঁহার নিকট হইতে দধি লইয়া ভোজন করত বলিলেন—'তুমি আমার ভজন কুটিরে গিয়া শিষ্যদের নিকট হইতে মূল্য লইবে এবং বলিবে যে আমি সমাধি লাভ করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে চলিতেছি। আমাকে যেন সেই স্থানেই সমাহিত করা হয়।' সেই গোপ গড়বেতায় আসিয়া ঘটনাটি বলিলে সকলে বিস্ময়সহকারে আদেশানুসারে তাঁহাকে সমাহিত করিলেন। [কানুতত্ত্ব নির্ণয় ৭৫-৭৬ পৃষ্ঠা]

ঠাকুর কানাইর চতুর্থ অধস্তন শ্রীবংশীবদন গোস্বামী-পাদের বংশধরগণ যশোহর জেলার বোধখানা ও বোলোড় গ্রাম হইতে ভাজনঘাটে অসিয়া (বঙ্গে বর্গীর হাঙ্গামার দশ-বার বৎসর পরে) বসতি স্থাপন করেন। এইস্থানে শ্রীনন্দরাম গোস্বামী কর্ত্তৃক শ্রীশ্রীরাধাবল্লভ, শ্রীগোপাল-বল্লভ-কর্ত্তৃক শ্রীশ্রীরাধামোহন এবং শ্রীরাধারমণ গোস্বামী-কর্ত্তৃক শ্রীশ্রীরাধাবৃন্দাবনচন্দ্র স্থাপিত হন।

কানাই দাস - 'শ্রীহরিভক্তিবিলাসলেশ' ও 'বৃহদ্-ভাগবতামৃতকণা নামক (অনুবাদ) গ্রন্থদ্বয়ের প্রণেতা। রচনা সরল, পাণ্ডিত্য প্রকাশের চেষ্টাশূন্য।

কানাইয়া বা কানাইয়া বিপ্র ব্রজবাসী।

কানাইয়া নামেতে এক বিপ্র ব্রজবাসী।
কৃষ্ণে আরাধয়ে সেই বৃক্ষতলে বসি ॥
(ভক্তি ৬।৩৭৩)

ইনি ব্রজধামের বৈষ্ণবগণের অতীব প্রিয়পাত্র ছিলেন, শ্রীসনাতন গোস্বামীর নিকটে সর্বদাই থাকিতেন।

কানাইয়ে কেহ না ছারয়ে তিলমাত্র।
সনাতনরূপের পরম প্রিয়পাত্র ॥ (ঐ ৩৮৬)।

কানাইয়ার মাতা শ্রীরূপসনাতন গোস্বামীকে অতীব বাৎসল্যভাবে স্নেহ করিতেন। মধ্যে মধ্যে তাঁহাদিগকে স্বগৃহে আনায়ন করত ভিক্ষা করাইতেন এবং ভোগের জন্য ফুল চন্দনাদি গোস্বামীর কুটিরে প্রদান করিতেন। প্রবাদ আছে, এক দিবস সনাতন প্রভু কানাইয়ার মাতার নিকট ভিক্ষা করিতে আগমন করিলে ঐ সময়ে কেহই গৃহে ছিলেন না। শ্রীভগবান্ কানাই-মূর্ত্তিতে আগমন করত সনাতনের ভিক্ষা নির্ব্বাহ করাইয়াছিলেন। শ্রীরূপ ও সনাতন প্রভুর তিরোভাব হইলে কানাই শোকে দেহত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন।

সনাতন রূপগোস্বামীর অদর্শনে।
ছাড়িব জীবন এই দঢ়াইলা মনে ॥ (ঐ ৩৮৭)

শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু গ্রন্থ লইয়া গৌড়ে আগমন-কালে ইনি আচার্য্য প্রভুকে ক্রোড়ে লইয়া ক্রন্দন করিয়াছিলেন।

কানু—শ্রীরসিকানন্দ-শিষ্য [রঃ মঃ পশ্চিম ১৪।১৪৮]
২ (ঐ ১৪।১৫৯)

কানুদাস—"রসিকমঙ্গল"-গ্রন্থমতে ইনি শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর প্রশিষ্য অর্থাৎ রসিকের শিষ্য। মেদিনীপুর জেলায় ধারেন্দাবাসী ছিলেন। পদাবলী রচনা করিয়াছেন।

কানু পণ্ডিত—শ্রীঅদ্বৈত-শাখা। বৈদ্য ; শ্রীপাট—শান্তিপুর।

অনন্তদাস, কানু পণ্ডিত, দাস নারায়ণ।
[চৈঃ চঃ আদি ১২।৬১]

কাটোয়ার দাস গদাধরের তিরোভাব-উৎসবে ও খেতুরির উৎসবে ইনি গমন করিয়াছিলেন।

কানুরাম চক্রবর্ত্তী—শ্রীনিবাস আচার্য্যের কন্যা। শ্রীমতী হেমলতা দেবীর শিষ্য।

কানুরাম চক্রবর্ত্তী সেবক তাঁহার॥
(কর্ণা ২)

কানুরাম দাস—বৈদ্যবংশ্য সদাশিব কবিরাজের পুত্র পুরুষোত্তম দাসের ঔরসে জাহ্নবা দেবীর গর্ভে ইঁহার জন্ম হয়। কথিত আছে, দ্বাদশ দিনের শিশুসন্তান রাখিয়া জাহ্নবা নিত্য লীলায় প্রবেশ করিলে শ্রীমন্নিত্যানন্দ পত্নী জাহ্নবা দেবী ইঁহাকে লালন করেন। পুরুষোত্তমের পত্নীর সহিত শ্রীনিত্যানন্দ-ভার্য্যা জাহ্নবার সখীভাব ছিল। 'সুখসাগর' নামক স্থানে ইহাদের আদি বাসস্থান ছিল, পরে যশোহরে বোধখানা, নদীয়ার ভাজনঘাট প্রভৃতি স্থানে ইহার বংশধরগণ বসতি স্থাপন করেন। পদাবলী রচনাতে ইঁহার কৃতিত্ব আছে, কিন্তু তাহা কোন্ কানুদাস-রচিত সঠিক বলা যায় না।

কামদেব নাগর—পূর্ব্বে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর শিষ্য ছিলেন। শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু পূর্ব্বে যখন (কপটভাবে) জ্ঞান যোগ শিক্ষা দিতেন, তখন তাঁহার শিষ্যমধ্যে কয়েকজন উক্ত বাক্যকেই শিরোধার্য্য করিয়া লইয়াছিলেন। পরে তিনি ভক্তিযোগই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া যখন প্রচার করিতে লাগিলেন, তখন উঁহারা সে বাক্য গ্রহণ করিলেন না; জ্ঞানমার্গকেই ধরিয়া রহিলেন। শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর পুনঃ পুনঃ নিষেধসত্ত্বেও ইহারা পূর্ব্বমত ত্যাগ না করাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজ হইতে বিতাড়িত হয়েন। বিতাড়িত গণের মধ্যে কামদেব নাগর, আগল পাগল ও শঙ্করের নাম শুনা যায়।

সর্বশিষ্যে অদ্বৈত ভক্তিবাদ প্রচারিল।
জ্ঞানবাদ ছাড়ি সবে ভক্তি আচরিল॥
কামদেব নাগর আর আগল পাগল।
না ছাড়িল জ্ঞানবাদ আর শঙ্কর॥
শঙ্কর বোলে মোরা হই জ্ঞানবাদী।
জ্ঞানবাদ বিনে কেহ না পাইবে সিদ্ধি॥
অদ্বৈত বোলে—তোমরা জ্ঞানবাদ ছাড়।
শঙ্কর বোলে—বিচারে পরাজিত কর॥
অদ্বৈত বোলে—শঙ্কর তুমি হইলে বাউল।
তোর মত লোক সব হইবে আউল॥
ক্রোধ করি অদ্বৈত তাদের ত্যাগ কৈল।
ত্যাগী হইয়া তারা দেশান্তরে গেল॥
নিতাই চৈতন্যাদ্বৈত আর ভক্তগণ।
যাদের ত্যজিল তারা ত্যাগীতে গণন॥
(প্রেম—২৪)।

অদ্বৈতপ্রকাশেও (২০।১৭ পৃষ্ঠায়) এই প্রসঙ্গ আছে।

কামদেব পণ্ডিত—শ্রীঅদ্বৈতশিষ্য। ভক্তিরত্নাকরে (১০।৪০৩) জানা যায়, কাটোয়ায় শ্রীলগদাধর দাসের তিরোভাব উৎসবে, শান্তিপুর হইতে শ্রীঅদ্বৈতপুত্র শ্রীঅচ্যুতের সঙ্গে কামদেব-নামক জনৈক ভক্ত গমন করিয়াছিলেন। পণ্ডিত কামদেব রাঢ়ীশ্রেণীর নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ—খরদহ মেলের শ্রেষ্ঠ কুলীন ও খড়দহবাসী। ইহার প্রপৌত্র চাঁদশর্ম্মা খড়দহে শ্রীশ্রীরাধাকান্ত বিগ্রহ স্থাপন করেন। কামদেবের স্ত্রীর নাম—রাধারাণী এবং ইহার পিতা কমলাকর পিপলাইর বিশেষ চেষ্টায় শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু খড়দহে বাস করেন।

কামদেব মণ্ডল—শ্রীনিবাস আচার্য্যপ্রভুর শিষ্য।

তবে প্রভু কামদেব মণ্ডলে কৃপা কৈল।
নিগূঢ় তাঁহার ভাব কে কহিতে পারে।
রাধাকৃষ্ণ লীলা স্ফুরে যাহার অন্তরে॥ (কর্ণা ১)

ইঁহার দুই পুত্র—রাধাবল্লভদাস ও রমণদাস, দুই জনই ভক্ত।

"শ্রীরাধাবল্লভদাস, রমণদাস মহাশয়।
কামদেব মণ্ডলের যুগল তনয় ॥"

(অনু ৭)

কামাভট্ট—শ্রীচৈতন্য-শাখা। নাম ভিন্ন কোনও পরিচয় নাই।

সিঙাভট্ট, কামাভট্ট, দন্তর শিবানন্দ ॥

[চৈঃ চঃ আদি ১০।১৪১]

ইঁহারা যে প্রভুর গৌড়দেশীয় ভক্ত নহেন, তাহা নাম দেখিয়া বুঝা যায়।

কালন্দী—শ্রীরসিকানন্দ-শিষ্য [রঃ মঃ পশ্চিম ১৪।১১৩]

কালন্দী দাস—শ্রীরসিকানন্দ প্রভুর শিষ্য। এই নামে দুইজন আছে।

আদ্য শিষ্য ব্রাহ্মণ কালন্দী ভক্তদাস।
রসিকের চরণ যাঁহার নিজ বাস ॥

[রঃ মঃ পশ্চিম ১৪।৬৬]

রাধাবিনোদ দাস, কালন্দী ভগবান্।

[ঐ ১৪।১০৭]

কালন্দী (দ্বিজ)—শ্রীরসিকানন্দ প্রভুর শিষ্য।

রসিকের শিষ্য কালন্দী দ্বিজবর।
রসিকের চরণ যাঁহার নিজ ঘর ॥

[রঃ মঃ পশ্চিম ১৪।১১০]

কালাকৃষ্ণ দাস—দ্বাদশ গোপালের অন্যতম। শ্রীনিত্যানন্দ-শাখা। (মহাপ্রভুর শাখা বলিয়াও উক্ত)।

রাঢ়দেশে জন্ম কৃষ্ণদাস দ্বিজবর।
শ্রীনিত্যানন্দের তেঁহো পরম কিঙ্কর ॥
কালা কৃষ্ণদাস বড় বৈষ্ণবপ্রধান।
নিত্যানন্দচন্দ্র বিনা নাহি জানে আন ॥

[চৈঃ চঃ আদি ১১।৩৬-৩৭]

প্রসিদ্ধ কালিয়া কৃষ্ণদাস ত্রিভুবনে।
গৌরচন্দ্র লভ্য হয় যাহার স্মরণে ॥

[চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৫।৭৪০]

কাটোয়ার নিকটে **আকাইহাট গ্রামে** ইনি শুদ্ধ কুলীন ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। *

কৃষ্ণদাস নাম শুদ্ধ কুলীন ব্রাহ্মণ।
যারে সঙ্গে লৈয়া কৈল দক্ষিণ ভ্রমণ ॥

[চৈঃ চঃ আদি ১০।৪৫]

মহাপ্রভু যখন দক্ষিণ দেশে ভ্রমণ করিতে যান, তখন সার্ব্বভৌম ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু মহাপ্রভুর সঙ্গে কালা কৃষ্ণদাসকে দিয়াছিলেন।

কৃষ্ণদাস নাম এই সরল ব্রাহ্মণ।
ইহা সঙ্গে করি লহ, ধর নিবেদন ॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ৭।৩৯)

কালা কৃষ্ণদাস প্রকৃতই অতীব সরল ছিলেন। একদা দক্ষিণে মল্লার দেশে বেতাপনি নামক স্থানে মহাপ্রভু ভ্রমণ করিতে করিতে উপনীত হইয়া শ্রীরঘুনাথজীকে দর্শন করত রাত্রি যাপন করিতেছিলেন। ঐ স্থানে "ভট্টথারি" নামক বামাচারী সন্ন্যাসিসম্প্রদায় (স্ত্রী মদ্য প্রভৃতি লইয়া ইহারা তান্ত্রিকমতে সাধনশীল) থাকিত। তাহারা কৃষ্ণদাসকে সরল বুঝিয়া প্রলোভনদ্বারা মোহিত করত নিজেদের আশ্রমে লইয়া যায়।

স্ত্রীধন দেখাঞা তার লোভ জন্মাইল।
আর্য্য সরল বিপ্রের বুদ্ধিনাশ কৈল ॥

(ঐ, মধ্য ৯।২২৭)

নিদ্রাভঙ্গে মহাপ্রভু কৃষ্ণদাসকে দেখিতে না পাইয়া ঘটনা বুঝিতে পারিলেন। এজন্য ভট্টথারিগণের গৃহে গমন করত কৃষ্ণদাসকে প্রার্থনা করিলে তাহারা 'মার মার' শব্দে প্রভুকে মারিবার জন্য উদ্যত হইলে—

"খণ্ড খণ্ড হৈল ভট্টথারি পলায় চারি ভিতে।
ভট্টথারি-গৃহে উঠিল মহা ক্রন্দনের রোল ॥"

প্রভু কালা কৃষ্ণদাসকে কেশে ধরিয়া গৃহ হইতে আনিয়া তথা হইতে পয়স্বিনীতীরে আদিকেশব-মন্দিরে গমন করিলেন। পরে প্রভু যখন পুরীধামে প্রত্যাগমন করেন, তখন সার্ব্বভৌমকে ডাকিয়া কৃষ্ণদাসের আচরণের কথা বলিতে লাগিলেন :—

* শ্রীযুক্ত অমূল্যধন রায়ভট্ট-প্রণীত 'দ্বাদশগোপাল' দ্রষ্টব্য।

তবে প্রভু কালা কৃষ্ণদাসে বোলাইল ॥
প্রভু কহে—ভট্টাচার্য্য শুন ইহার চরিত ।
দক্ষিণ গিয়াছিল ইঁহ আমার সহিত
ভট্টথারি কাছে গেলা আমারে ছাড়িয়া ।
ভট্টথারি হৈতে ইঁহারে আনিলু ধরিয়া ॥
এবে আমি ইহাঁ আনি করিলাঙ বিদায় ।
যাঁহা ইচ্ছা যাহ, আমা-সনে নাহি আর দায় ॥
[চৈঃ চঃ মধ্য ১০।৬৩-৬৫]

কালা কৃষ্ণদাস প্রভুর পদতলে পড়িয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন । পরে নবদ্বীপ ধামে শচীমাতাকে ও ভক্তবৃন্দকে প্রভুর দাক্ষিণাত্য হইতে প্রত্যাগমন-সংবাদ প্রদান করিবার জন্য কালা কৃষ্ণদাসকে পাঠাইয়া দেওয়া হয় ।

কালা কৃষ্ণদাসের তিরোভাব—চৈত্রী কৃষ্ণা দ্বাদশীতে ; আকাইহাটে ইঁহার সমাধি আছে । এখনও তথায় শ্রীশ্রীরাধাবল্লভজীর সেবা হয় ও তিরোভাব উৎসব হইয়া থাকে । সমাধির পশ্চিমে একটী পুষ্করিণী আছে । তাহার নাম—'নুপুরকুণ্ড' । একদা শ্রীল রঘুনন্দন ঠাকুর (বড় ডাঙ্গাতে) নৃত্য করিতে করিতে তাঁহার পদের নুপুর স্খলিত হইয়া ঐস্থানে পতিত হয় । শুনা যায়, উক্ত নুপুর কুড়ুই-গ্রামের মহান্ত বাটীতে অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে ।

শ্রীগদাধর দাসের তিরোভাব উৎসবে ইনি কাটোয়ায় উপস্থিত ছিলেন ।

আকাইহাটের কৃষ্ণদাসাদি-সহিত ।
কন্টকনগরে সবে হইলা উপনীত ॥ (ভক্তি ১০।৪০৯)
আকাইহাটে কালা কৃষ্ণদাসের বসতি ।
পূর্ব্বেতে লবঙ্গ সখা যাঁর নাম খ্যাতি ॥ [পা´´ পঃ]

কালা কৃষ্ণদাস আকাইহাট হইতে হরিনাম প্রচার করিতে করিতে পাবনা জেলায় সোনাতলা গ্রামে গিয়া আশ্রম করিয়াছিলেন । ইনি কালিদাস ঠাকুরের পুত্র এবং বারেন্দ্রশ্রেণীর ভরদ্বাজ গোত্রীয় ভাদড়গ্রামী ব্রাহ্মণ । ভাদুটি মথুরাপুর—সোনাতলার প্রাচীন নাম । তিনি এই দেশে বিবাহ করিলে মোহনদাস নামে এক পুত্র জন্মে । তাঁহাকে সোনাতলায় রাখিয়া এবং বিশয়াদি দিয়া সস্ত্রীক শ্রীবৃন্দাবনে গমন করেন । শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীগৌরাঙ্গ দাস নামে দ্বিতীয় পুত্র হয়, শ্রীবৃন্দাবন দাস তাহার দ্বিতীয় নাম । এই পুত্রকে তিনি কালক্রমে মোহনদাসের নিকট পাঠাইয়া ছয় আনি সম্পত্তি লইতে আদেশ করিলেন । শ্রীকালাকৃষ্ণ দাস শ্রীগোবিন্দজীউর অনুরূপ এক মূর্ত্তী শ্রীকাঁলাচাঁদ বিগ্রহ শ্রীগৌরাঙ্গদাসের সহিত সোনাতলায় পাঠাইয়াছিলেন । গৌরাঙ্গদাস মথুরাপুরে (সোনাতলায়) আসিয়া জ্যেষ্ঠ্য-ভ্রাতার সহিত সেবা করিতে থাকেন । সোনাতলার আশ্রম বাটীর ভিটা, মন্দিরের ইট ও পুষ্করিণীর ঘাট এখনও দেখা যায় । পূর্ব্বে শ্রীশ্রীকালাচাঁদ-জীউ পালাক্রমে বংশধরদের বাড়ীতে দুই মাস করিয়া অবস্থিতি করিতেন, এক্ষনে সোনাতলাতেই থাকেন । এখানেও কালাকৃষ্ণ দাসের তিরোভাবোৎসব হয়, তাহা কিন্তু অগ্রহায়ণী কৃষ্ণ-দ্বাদশীতে ।

কালিদাস—মহাপ্রভুর ভক্ত, কায়স্থ । শ্রীলরঘুনাথ দাস গোস্বামীও জ্ঞাতিখুড়া ।

রঘুনাথদাসের তিঁহো হয় জ্ঞাতিখুড়া ।
বৈষ্ণবোচ্ছিষ্ট খাইতে তিহেঁা হৈলা বুড়া ॥
[চৈঃ চঃ অন্ত, ১৬।৮]

কালিদাসের মুখে অহরহঃ "হরেকৃষ্ণ" নাম ছিল । ক্ষণ-মাত্রও তিনি শ্রীনাম ছাড়া থাকিতেন না । এমন কি, কৌতুকবশতঃ কখন পাশাক্রীড়া করিলে তখনও হরেকৃষ্ণ বলিয়া পাশা চালনা করিতেন । উচ্চ নীচ যে কোন জাতি হউক না কেন, তিনি তাহা লক্ষ্য না করিয়া বৈষ্ণবমাত্রেরই প্রসাদ ভোজন করিতেন ।

গৌড়দেশে যত হয় বৈষ্ণবের গণ ।
সভার উচ্ছিষ্ট তিঁহো করিয়াছে ভক্ষণ ॥ (ঐ)

কালিদাস ভক্তগৃহে নানাবিধ নামগ্রী উপহার লইয়া গমন করিতেন এবং শ্রীভগবানে নিবেদন করিয়া ভক্তগণ প্রসাদ পাইলে পর তিনি ভক্তগণের নিকট হইতে অবশেষ গ্রহণ করিতেন । একদিবস ঝড়ু নামক জনৈক ভক্তগৃহে কালিদাস কতকগুলি আম্র লইয়া উপস্থিত হইলেন । ঝড়ু জাতিতে ভূঁইমালী (নীচজাতী) ছিলেন ।

আম্রফল ভেট দিয়া তার চরণ বন্দিল ।
তাহার পত্নীকে তবে নমস্কার কৈল ॥ (ঐ)

ঝড়ু ও আস্তেব্যস্তে ভূমি লুণ্ঠন পূর্ব্বক প্রণামাদি করিয়া আসন প্রদানান্তর কহিলেন—আমি নীচ জাতি ।

ঝড়ু ঠাকুর কালিদাস প্রদত্ত আম্রফলগুলি মানসে ভগবানে অর্পণ করতঃ প্রসাদ পাইলেন এবং উচ্ছিষ্টগুলি বাহিরের গর্ত্তে নিক্ষেপ করিলেন। তখন কালিদাস সন্তর্পণে বাহির হইয়া অলক্ষিতে—

সেই খোলা আঁটি চোকলা চুষে কালিদাস।
চুষিতে চুষিতে হয় প্রেমের উল্লাস॥ (ঐ)

এইরূপ বৈষ্ণবোচ্ছিষ্টে মহাভক্তির জন্যই ইনি একদিন ব্রহ্মার দুর্ল্লভ শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীচরণামৃত ও অধরামৃত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পুরীধামে সিংহদ্বারের উত্তরে, কপাটের আড়ে বাইশপাহাচার তলাতে যে গর্ত্ত আছে, তাহাতে মহাপ্রভু নিত্য পাদপ্রক্ষালন করিয়া শ্রীজগন্নাথ দর্শন করিতে গমন করিতেন। কিন্তু প্রভুর আজ্ঞা ছিল—

মোর পাদজল যেন না লয় কোন জন।
প্রাণীমাত্র নিতে না পায় সেই পদজল॥ ঐ

কিন্তু "কালিদাস আসি তলে পাতিলেন হাত।
এক অঞ্জলি, দুই অঞ্জলি, তিন অঞ্জলি পিল॥"

তিন অঞ্জলি পান করিবার পরে—

তবে মহাপ্রভু তারে নিষেধ করিল॥
অতঃপর আর না করিহ বারবার।
এতাবতা বাঞ্ছাপূর্ণ করিলুঁ তোমার॥ ঐ

কেননা,—সর্ব্বজ্ঞ-শিরোমণি চৈতন্য ঈশ্বর।

বৈষ্ণবে তাঁহার বিশ্বাস জানেন অন্তর॥
সেই গুণ লঞা প্রভু তাঁরে তুষ্ট হৈলা।
অন্যের দুর্ল্লভ প্রসাদ তাঁহারে করিলা॥ ঐ

ইহার পরে মহাপ্রভু কালিদাসকে স্বীয় অধরামৃত প্রদান করিয়াছিলেন।

বৈষ্ণবের শেষ ভক্ষণের এতেক মহিমা।
কালিদাসে পাওয়াইল প্রভুর কৃপাসীমা॥ ঐ

কালিদাস চট্ট—শ্রীনরোত্তমঠাকুরের শিষ্য, পূর্ব্বে চাঁদ রায়ের দলে দস্যুবৃত্তি করিতেন।

কালিদাস চট্ট দস্যু অতিদুরাচার।
পূর্বে তারা চাঁদরায়ের সৈন্য যে আছিল।
চাঁদরায়ের সনে বহু দস্যুবৃত্তি কৈল॥
(প্রেম ১৯)

পতিতপাবন শ্রীল নরোত্তমঠাকুরের কৃপায় মহাবৈষ্ণব হন।

ঠাকুর মহাশয়ের প্রভাব জানি তাঁর মর্ম্ম।
সবে হইলেন শিষ্য, ছাড়ি' পূর্ব্ব কর্ম্ম॥ ঐ

কালিদাস মিশ্র—পিতার নাম দুর্গাদাস মিশ্র এবং পত্নীর নাম—বিধুমুখী দেবী। ইহাদের পুত্রের নাম মাধব আচার্য্য—কৃষ্ণমঙ্গল রচয়িতা। কালিদাস শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর খুল্লতাত ছিলেন। (প্রেম—১৯)

দুর্গাদাস মিশ্র
- সনাতন
  - শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী
  - যাদব
- কালিদাস
  - মাধব

কাশীনাথ—শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর শিষ্য। শ্রীপাট—গোপীবল্লভপুর।

হরিরায়, কাশীনাথ, শ্রীকৃষ্ণকিশোর।
শ্যামানন্দ-শাখা, বাস গোপীবল্লভপুর॥
(প্রেম ২০)।

কাশীনাথ আচার্য্য—মহাপ্রভুর সন্ন্যাসগুরু শ্রীশ্রী-কেশবভারতীর পূর্বাশ্রমের নাম (কেশবভারতী দেখ)।

কাশীনাথ তর্কভূষণ—মতান্তরে কাশীনাথ তর্কভূষণ, শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য। ইনি পূর্ব্বে ঠাকুর মহাশয়ের ও বৈষ্ণবগণের বড়ই নিন্দা করিতেন। পরিশেষে শ্রীনরোত্তম-চরণে আত্মবিক্রয় করেন—(রূপনারায়ণ দেখ)

যদুনাথ বিদ্যাভূষণ, কাশীনাথ আর।
তর্কভূষণ উপাধি তার সর্বত্র প্রচার॥ (প্রেম ১৯)

ইনি পূর্বে নরসিংহ রায়ের সভাপণ্ডিত ছিলেন (প্রেম, ২০)।

কাশীনাথ দাস শ্রীরসিকানন্দ প্রভুর জেষ্ঠ্য ভ্রাতা। [রঃ মঃ দক্ষিণ ৩।৪১]।

কাশীনাথ নন্দন—শ্রীরসিকানন্দ প্রভুর শিষ্য।

কাশীনাথ নন্দন সে জগদ বিখ্যাতা।
বড় বাগ্মী, বুদ্ধিমান—যে কহে উচিতা॥
(রঃ মঃ পশ্চিম ১৪।৬৮)

কাশীনাথ পণ্ডিত—নবদ্বীপবাসী। শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর সহিত মহাপ্রভুর শুভ বিবাহের ঘটকতা করিয়াছিলেন [চৈঃ ভাঃ আদি ১৫।৫১-৬৬]।

কাশীনাথ পণ্ডিত শ্রীশচীর অজ্ঞাতে।
বিবাহ-ঘটনা যত্নে কৈল তার সাথে॥
[ভক্তি ১২।১৩৮১]।

পূর্বলীলায় ইনি সনক ছিলেন [গৌ গঃ ১০৭]।

২ কাশীশ্বর নামও স্থানে স্থানে দেখা যায়। শ্রীচৈতন্য-দেবের উপশাখা অর্থাৎ শঙ্করারণ্য পণ্ডিত আচার্য্যের শাখা।

শঙ্করারণ্য আচার্য্যের এক শাখা।
মুকুন্দ, কাশীনাথ, রুদ্র উপশাখা লেখা॥
[চৈঃ চঃ আদি ১০।১০৬]

ইঁহার স্বরূপ-নির্ণয়ে দুইটি মত দেখা যায়। প্রথমতঃ বৈষ্ণবাচারদর্পণে—

রসবতী সখী যে কাশীশ্বর ঠাকুর।
চৈতন্যের শাখা, বাস বল্লভপুর॥

দ্বিতীয় চৈতন্যসঙ্গীতায়—
কিঙ্কিণী মহাশয় চাতরায় উপনীত।
কাশীশ্বর ঠাকুর বলি জগতে বিদিত॥

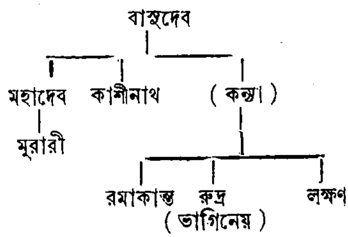
[কাশীনাথ চৈতন্যগণমধ্য উপমহান্ত বলিয়া গণ্য]

ইঁহার শ্রীপাট—বল্লভপুর নহে, বল্লভপুর হইতে ২।৩ মাইল উত্তরে চাতরা নামক গ্রামে। হুগলী জেলায় শ্রীরামপুর ষ্টেশনের (ই, আই, আর,) যৎসামান্য উত্তর-পূর্ব কোণে চাতরা গ্রাম। কাশীনাথ পণ্ডিতের ভ্রাতৃবংশ বাস করিতেছেন। ইঁহাদের উপাধি—চৌধুরী।

যশোহর জেলার ব্রাহ্মণডাঙ্গা-নামক গ্রামে ১৪১০ শকাব্দে কাশীনাথ জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম - বাসুদেব ভট্টাচার্য্য। ইনি কাঞ্জিলাল কানুর বংশোদ্ভব বাৎস্যগোত্র। বাসুদেব ধনী এবং অতীব হরিপরায়ণ ছিলেন। মাতার নাম—জাহ্নবী দেবী। বাসুদেবের দুই পুত্র ও এক কন্যা। জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম মহাদেব ভট্টাচার্য্য। ভগিনীর গর্ভে তিন পুত্র জন্মে—রামনাথ, রুদ্র ও লক্ষণ। এই রুদ্রপণ্ডিতের নাম শ্রীচৈতন্য উপশাখামধ্যে দেখা যায়। অধিকন্তু রুদ্রপণ্ডিত ও লক্ষণ পণ্ডিত বল্লভপুরে ও সাঁই-বোনায় শ্রীশ্রীনন্দদুলাল প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। (রুদ্র পণ্ডিত দেখ)।

কাশীশ্বর বাল্যকাল হইতেই শ্রীগৌরাঙ্গে অনুরক্ত হয়েন। বিদ্যাশিক্ষার সহিত ধর্মশিক্ষাও প্রাপ্ত হন। ইনি বিবাহ করেন নাই। ১৪৩১ শকাব্দে অন্যের অজ্ঞাতসারে পুরীধামে গমন করত মহাপ্রভুর শ্রীচরণ আশ্রয় করেন। কয়েক বৎসর পর মাতা জাহ্নবী দেবী পুত্রকে বহুকষ্টে দেশে আনয়ন করিলেও তিনি আর সংসারী হইলেন না। চাতরা গ্রামে আসিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ-নিতাই-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করত সেবা করিতে লাগিলেন। (১৪৫৪ শকাব্দ)। ক্রমে মাতা, ভ্রাতা ও অন্যান্য আত্মীয় স্বজন চাতরাতে আসিয়া বাস করিতে থাকেন। কাশীনাথের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাও পরম ধার্মিক ছিলেন, মুরারী নামে তাঁহার এক পুত্র জন্মে (১৪৬৮ শকে)। কাশীনাথ ইহাকে দীক্ষাপ্রদানন্তর শ্রীমহাপ্রভুর সেবাভার প্রদান করেন। ১৪৬৬ শকে ইঁহার মাতৃদেবী পরলোক গমন করেন। ইনি শ্রীবৃন্দাবনে গমন করত তথায় ১৪৮৬ শকে চৈত্রী-বারুণী দিবসে দেহ রক্ষা করেন। প্রতিবৎসর চাতরায় ঐ দিবসে উৎসব হইয়া থাকে। কাশীনাথের সঙ্গগুণেই ভাগিনেয় পরম ধার্মিক হইয়াছিলেন। কাশীনাথকে তাৎকালীন যবন অধিকারী ১০৮৲ টাকা কর-ধার্য্যে বহু জমিজমা প্রদান করিয়াছিলেন। মৌজার মধ্যে যে স্থানে শ্রীগৌরাঙ্গ বিগ্রহ স্থাপন হয়, তাহাকে 'গৌরাঙ্গ-পুর' এবং কতক ইহার পিতৃনামানুসারে 'বাসুদেবপুর' নামকরণ করেন।

মহাপ্রভুর মন্দিরটি যেন বৌদ্ধমঠের অনুকরণে নির্মিত। মন্দিরের সম্মুখ দরজার উপরেই নাসিকাহীন একটি গণেশমূর্ত্তি দৃষ্ট হয়—প্রবাদ আছে যে মুসলমানেরা উহা ভাঙ্গিয়া দিয়াছিল। পূর্ব্বে দুইটি দোলমঞ্চ ছিল; এক্ষণে একটি আছে। মন্দিরটি প্রস্তর নির্মিত, এজন্য বহু



দিনের হইলেও নূতনের মত দেখায়। মন্দিরের মধ্যে একটি কুণ্ড আছে এবং একটি সুড়ঙ্গ পথ আছে। সর্পাদির ভয়ে কেহ তাহাতে নামিতে পারে না। প্রবাদ—

পূর্বে মন্দিরের নিকট দিয়া গঙ্গাদেবী প্রবাহিত হইতেন, কিন্তু বর্ত্তমানে গঙ্গাদেবী বহু পূর্ব্বদিকে। কাশীনাথ কাটোয়ার দাস গদাধরের তিরোভাব উৎসবে গমন করিয়াছিলেন (ভক্তি ১০৪।১৬)।

কাশীনাথ ভাদুড়ী—শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য।

কাশীনাথ ভাদুড়ী, রামজয় মিত্র আর।
যদুনাথ, রমানাথ, ভক্তিরত্নাকর ॥

(প্রেম ২০)

কাশীনাথ মাহিতী—নীলাচলবাসী গৌড়ভক্ত।

কাশীনাথ মাহিতী, জুড়াই মোর আঁখি।
যাঁহা যাঁহা দৃষ্টি যায় গৌরময় দেখি ॥

(নামা ১৭২)

কাশীমিশ্র—শ্রীচৈতন্য শাখা, উড়িষ্যাবাসী।

"কাশীমিশ্র, প্রদ্যুম্ন মিশ্র, রায় ভবানন্দ ॥"

(চৈঃ চঃ আদি ১০।১৩১)

ইনি জগন্নাথদেবের প্রধান সেবক এবং উড়িষ্যার স্বাধীন রাজা প্রতাপরুদ্রের গুরুদেব ছিলেন। ইহারই গৃহে গম্ভীরামধ্যে মহাপ্রভুর আবাস ছিল। ইনি পূর্ব লীলায় সৈরিন্ধ্রী ছিলেন (গৌঃ গঃ ১৯৩)।

কাশীশ্বর ব্রহ্মচারী (গোস্বামী)—শ্রীচৈতন্যশাখা। শ্রীশ্রীঈশ্বরপুরীর শিষ্য।

ঈশ্বরপুরীর শিষ্য ব্রহ্মচারী কাশীশ্বর ॥

[চৈঃ চঃ আদি ১০।১৩৮]

ইনি এবং গোবিন্দ দুইজনে ঈশ্বরপুরীর সেবা করিতেন। তাঁহার দেহরক্ষা সময়ে দুই জনকেই পুরীধামে মহাপ্রভুর সেবা করিতে আজ্ঞা দিয়া যান। প্রথমতঃ গোবিন্দ মহাপ্রভুর নিকট আগমন করত পুরীগোস্বামীর কথা বিবৃত করিয়া বলেন—

কাশীশ্বর আসিতেন তীর্থ দেখিয়া।
প্রভু-আজ্ঞায় তোমার পদে আইনু ধাইয়া ॥

পরে— কাশীশ্বর গোসাঞি আইলা আর দিনে।
সম্মান করিয়া প্রভু রাখিলা আপনে ॥

প্রথমতঃ মহাপ্রভু ইঁহাদের সেবা গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হয়েন নাই—কারণ উহারা দুই জনেই গুরুর ভৃত্য; কিন্তু সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য যখন বলিলেন—"আজ্ঞা গুরূণাং হ্যবিচারণীয়া" তখন প্রভু ইঁহাদিগকে অঙ্গীকার করিলেন। গোবিন্দ মহাপ্রভুর শ্রীঅঙ্গ সেবা করিতেন। কাশীশ্বর—

প্রভুরে করান লঞা ঈশর দরশন।
আগে লোক ভির সব করে নিবারণ ॥

ইনি পূর্ব লীলায় ভৃঙ্গার ও শশিরেখা ছিলেন [গৌঃ গঃ ১৩৭, ১৬৬]।

কাশীবাসী বৈষ্ণব— চন্দ্রশেখর বৈদ্যের শিষ্য। চন্দ্রশেখর প্রভৃতি কাশীবাসী ভক্তগণ স্বধাম গমন করিলে ইনি স্বীয় গুরুর আজ্ঞায় উক্ত স্থানের রক্ষক হইয়া সেবাকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। ইঁহার প্রসঙ্গে কাশীধামের চন্দ্রশেখর বৈদ্যের গৃহ অর্থাৎ মহাপ্রভু যথায় পদধূলি দিয়াছিলেন এবং সনাতন গোস্বামীর সঙ্গে তত্ত্বকথা কহিয়াছিলেন—সেই স্থানগুলির নির্দ্দেশ বুঝিতে পারি।

শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু ও শ্রীনরোত্তমঠাকুর বৃন্দাবন গমন করিবার সময় কাশীধামে এই স্থানে উপনীত হইলে উক্ত বৈষ্ণবপ্রবর প্রভুর পদচিহ্নের স্থানগুলি দর্শন করাইয়াছিলেন। নরোত্তম—

পার হইয়া গেলা আগে যাঁহা রাজঘাট।
বিশ্বেশ্বর যে ঘাটে ধরিলেন বাট ॥
ঘাটের বামে আছে বাড়ী অতি মনোহর।
নয়নে দেখিয়া মনে আনন্দ অপার ॥
পূর্ব্বমুখে দ্বার বাড়ী তুলসী বেদী বামে।
সনাতন-স্থানে দেখি করয়ে প্রণামে ॥ (প্রেম ১০)

এই স্থান মণিকর্ণিকা ঘাটের বামদিকে, একটি বাড়ী পূর্ব্বদ্বারী, দ্বারের বামদিকে তুলসীবেদী। মহাপ্রভুর নিকট শ্রীসনাতন গোস্বামী আসিয়া যেস্থানে বসিয়া কথাবার্ত্তা কহিয়াছেন, ঠিক সেই স্থানেই চন্দ্রশেখর উক্ত তুলসীবেদী নির্ম্মাণ করত স্মৃতিরক্ষা করিয়াছিলেন।

কাশীবাসী ব্রাহ্মণ—নাম পাওয়া যায় না। ইঁহারই গৃহে ভারতবর্ষের সর্ব্বপ্রধান পণ্ডিত কাশীবাসী প্রকাশানন্দ স্বরস্বতীর উদ্ধার হয়। মহাপ্রভু বৃন্দাবন হইতে কাশীধামে যখন পুনরায় আগমন করেন, তখন ভাগ্যবান্ ব্রাহ্মণ কাশীর সকল সন্ন্যাসীকে স্বীয় গৃহে নিমন্ত্রণ করেন। ঐ সঙ্গে বহু মিনতি করিয়া মহাপ্রভুকেও আহ্বান করিয়াছিলেন। মহাপ্রভু ইঁহার গৃহে উপস্থিত হইলে মহাপ্রভুর দৈন্য-

দর্শনেই সন্ন্যাসীগণের মন পরিবর্ত্তন হইয়া যায়। (চৈঃ চঃ আদি ৭)। (প্রকাশানন্দ সরস্বতী দেখ)

কাশীশ্বর পণ্ডিত—মহাপ্রভুর ভক্ত। প্রভুর আজ্ঞায় শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীগৌরগোবিন্দ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করত বাস করিতেন।

কাশীশ্বর-মহিমা কহিতে কেবা জানে।
শ্রীগৌরগোবিন্দ যে আনিল বৃন্দাবনে॥
প্রভুপ্রিয় কাশীশ্বর বিদিত ভুবনে।
শ্রীরূপ সনাতন মগ্ন যাঁর গুণে॥

[ভক্তি ৬।৪৪৪, ৪৪৯]

তথাহি সাধনদীপিকায়াম্—(২।৪১ পৃঃ)

শ্রীমৎ কাশীশ্বরং বন্দে যৎপ্রীতিবতঃ স্বয়ং।
চৈতন্যদেবঃ কৃপয়া পশ্চিমং দেশমাগতঃ॥

পুরীধামে মহাপ্রভু কাশীশ্বরকে শ্রীবৃন্দাবনে গমন করিতে আজ্ঞা করিলে কাশীশ্বর বলিলেন,—"প্রভু আপনাকে ছাড়িয়া আমি থাকিতে পারিব না।" তখন অন্তর্যামী প্রভু—

কাশীশ্বর-অন্তর বুঝিয়া গৌরহরি।
দিল নিজ-স্বরূপ-বিগ্রহ যত্ন করি॥
প্রভু সে বিগ্রহসহ অন্নাদি ভুঞ্জিল।
দেখি' কাশীশ্বরের পরমানন্দ হইল॥
'শ্রীগৌরগোবিন্দ '-নাম প্রভু জানাইলা।
তারে লইয়া কাশীশ্বর বৃন্দাবনে আইলা॥
শ্রীগোবিন্দ দক্ষিণে প্রভুকে বসাইয়া।
করয়ে অদ্ভুত সেবা প্রেমাবিষ্ট হইয়া॥

[ভক্তি ২।৪৪০ ৪৪৪]

চাতরা বল্লভপুরে সেবা অনুপাম।
ভক্তগণ যে যে ছিলা কহি তাঁর নাম॥
কাশীশ্বর, শঙ্করারণ্য, শ্রীনাথ আর।
শ্রীরুদ্র পণ্ডিত আদি বাস সবাকার॥ পাঃ পঃ]

কিশোর—শ্যামানন্দ প্রভুর শিষ্য—মেদিনীপুর জেলায় কাশিয়াড়ীতে বাস।

২ শ্রীরসিকানন্দ-শিষ্য [রঃ মঃ পশ্চিম ১৪ ১৬১]

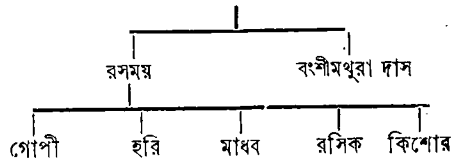
কিশোরী চক্রবর্ত্তী—শ্রীনিবাস আচার্য-প্রভুর জেষ্ঠ্য পুত্রবধূ সত্যভামা দেবীর আত্মীয় ও শিষ্য।

রাধাবিনোদ চক্রবর্ত্তী, কিশোরী দাস আর॥

(কর্ণা ২)

কিশোরী দাস - শ্রীশ্যামানন্দ-প্রভুর শিষ্য। মতান্তরে শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর শিষ্য রসিকানন্দের শিষ্য। পিতার নাম—রসময়। খুল্লতাতের নাম—বংশীমথুরা দাস। "রসিক মঙ্গল" প্রণেতা গোপীবল্লভ দাস কিশোরী দাসের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। (গোপীবল্লভদাস দেখ)

কিশোরী দাস শাখা ভক্তিরসময়।
তাঁরে কৃপা কৈল শ্যামানন্দ মহাশয়॥ [প্রেম ২০]



রাধাবল্লভ

কীর্ত্তিচন্দ্র—শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর ভ্রাতা। কুবের পণ্ডিতের ষষ্ঠ পুত্র। (প্রেম ২৪, কুবের পণ্ডিত দেখ)।

কুতুবুদ্দিন (যবন দস্যু)—শ্রীজাহ্নবাদেবীর কৃপাপাত্র। শ্রীনিত্যানন্দ-গৃহিণী জাহ্নবা দেবী যখন শ্রীবৃন্দাবন গমন করিতেছিলেন, তখন পথিমধ্যে এই দস্যুদলপতি স্বদলবলে দেবীর দ্রব্যাদি লুণ্ঠন করিতে আসিয়াছিল; কিন্তু দেবীর মহিমায় দস্যুগণ সারারাত্রি ধরিয়া ঘুড়িয়া বেড়ায়, কোন ক্রমে দেবীর নিকট পৌছিতে পারে না। প্রাতে তাহাদের চৈতন্য হয় এবং দেবীর মহিমা উপলব্ধি করিতে পারে। তখন সকলেই অস্ত্র ফেলিয়া দেবীর পদতলে পড়িয়া ক্রন্দন করিতে থাকে। দেবীর কৃপায় কুতুবুদ্দিন স্বদলসহ বৈষ্ণব হইয়া যান।

শুনি' ঠাকুরাণী মহা হরিষ অন্তরে।
অনুগ্রহ করিলেন সর্ব যবনেরে॥
হেনকালে হরিধ্বনি উঠিল তথায়।
সকল যবন নাচে কৃষ্ণগুণ গায়॥ (প্রেম ১৯)।

কুবের—শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর পূর্ব নাম।

কুবের পণ্ডিত—শ্রীশ্রীঅদ্বৈত প্রভুর পিতা। ইনি 'দত্তকচন্দ্রিকা নামক গ্রন্থ রচনা করেন এবং রাজা দিব্য-সিংহের মন্ত্রী ছিলেন। শ্রীহট্ট লাউড় দেশে বাস। (অদ্বৈত

দেখ) ভরদ্বাজ-বংশজ, অগ্নিহোত্র যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ। ইনি নবগ্রামের নাড়িয়াল বংশজ মহানন্দ বিপ্রের কন্যা শ্রীমতী নাভাকে বিবাহ করিয়াছিলেন।

নাভাদেবীর ছয় পুত্র, এক কন্যা হইল।
শ্রীকান্ত, লক্ষীকান্ত, হরিহরানন্দ।
সদাশিব, কুশলদাস আর কীর্ত্তিচন্দ্র॥ (ঐ)

বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া সকল পুত্রই তীর্থ পর্যটনে যাত্রা করেন। তন্মধ্যে তীর্থক্ষেত্রে দুইজনের দেহ রক্ষা হয়। চারিজন স্বদেশে আগমন করত পিতৃ-আজ্ঞায় সংসারী হন। পুত্রদ্বয়ের লোকান্তরে কুবের দম্পতি বড়ই শোকপ্রাপ্ত হয়েন। পরে লাউড় হইতে শান্তিপুর ধামে আসিয়া বাস করেন (প্রেম—২৪)। তৎপরে অদ্বৈতপ্রভুর আবির্ভাব হয়।

কুমারদেব—শ্রীরূপ সনাতন পিতাঠাকুর। ভরদ্বাজ গোবিন্দ যজুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণ। (শ্রীরূপ-সনাতন দেখ)।

কুমারদেব
শ্রীসনাতন — শ্রীরূপ — শ্রীঅনুপম বা বল্লভ
শ্রীসনাতন → রাজেন্দ্র ?
শ্রীঅনুপম বা বল্লভ → শ্রীজীব

কুমুদ (মুকুন্দ) কবিরাজ—শ্রীনিত্যানন্দ শাখায় নাম পাওয়া যায়। [মতান্তরে মুকুন্দ কবিরাজ '

গোবিন্দ, শ্রীরঙ্গ, কুমুদ—তিন কবিরাজ॥
[চৈঃ চঃ আ ১১।৫১]

কুমুদ চট্টরাজ- শ্রীআচার্য্য প্রভুর শিষ্য। ইঁহার ভ্রাতার নাম—রামকৃষ্ণ চট্টরাজ।

দ্বিজশ্রেষ্ঠ রামকৃষ্ণ, কুমুদ এ'দ্বয়।
এ দুই ভ্রাতার গুণ কহনে না যায়॥
[ভক্তি ১০।১৪০]

কুমুদ চট্টরাজের পুত্রের নাম চৈতন্য। শ্রীনিবাস আচার্য্যের মধ্যমা কন্যা শ্রীমতী কৃষ্ণপ্রিয়া দেবীর সহিত চৈতন্যের বিবাহ হইয়াছিল।

শ্রীকুমুদ চট্টরাজ প্রভুর প্রিয় ভৃত্য।
প্রভুপদ বিনে যাঁর নাহি আর কৃত্য॥
তাঁর পুত্র চৈতন্য নাম চট্টরাজ।
প্রভুর কৃপাপাত্র যিঁহো মহাভক্তরাজ॥ [কর্ণা ১]

কুমুদানন্দ চক্রবর্ত্তী * —শ্রীবৃন্দাবনবাসী ভক্ত। শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীকে ইনিও শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত রচনা করিতে আজ্ঞা করিয়াছিলেন।

কুমুদানন্দ চক্রবর্ত্তী, প্রেমী কৃষ্ণদাস॥
আর যত বৃন্দাবনবাসী ভক্তগণ।
শেষ লীলা শুনিতে সবার হৈল মন॥
[চৈঃ চঃ আদি ৮।৬৯]

আচার্য্যপ্রভুর শিষ্য হইতে ইনি ভিন্ন ভক্ত।

কুমুদানন্দ ঠাকুর—শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্য।

কুমুদানন্দ ঠাকুরে প্রভু দয়া কৈল।
প্রভু কৃপা পাইয়া যিঁহো কৃতার্থ হৈল॥
(কর্ণা ১)

কুমুদানন্দ পণ্ডিত—(গৌঃ গঃ ১৩৬) পূর্ব্বলীলার গন্ধর্ব গোপ।

কুলশেখর—শ্রীবৈষ্ণব, রাজন্যবর্গ-মুকুটমণি ; ইনি ভক্তিরসোদ্দীপক 'শ্রীমুকুন্দমালাস্তোত্র' রচনা করেন। [চৈঃ চঃ মধ্য ১৩।৭৮ এবং ভক্তিরসামৃতে ২।৫।২৯ গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ এই গ্রন্থ হইতে উদ্ধার করিয়াছেন।

কুশলদাস—শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভ্রাতা। কুবের পণ্ডিতের পঞ্চমপুত্র। (কুবের পণ্ডিত দেখ, প্রেম ২৪)।

কূর্ম্মবিপ্র—বৈদিক ব্রাহ্মন। দাক্ষিণাত্যে ৺কূর্ম্মদেবের মন্দিরের নিকট ইঁহার শ্রীপাট ছিল।

কূর্ম্মনামে সেই বিপ্র বৈদিক ব্রাহ্মন।
বহুশ্রদ্ধাভক্ত্যে কৈল প্রভুরে নিমন্ত্রণ॥
ঘরে আনি প্রভুর কৈল পদ প্রক্ষালন।
সেই জল বংশ-সহিত করিল ভক্ষণ॥

পরে মহাপ্রভু কূর্ম্মবিপ্রে শক্তি সঞ্চার করত আজ্ঞা দিলেন—

যারে দেখ, তারে কহ 'কৃষ্ণ-উপদেশ।
আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার' এই দেশ॥
[চৈঃ চঃ মধ্য ৭।১২৮]।

---

* গৌড়ীয়-সংস্করণে 'মুকুন্দানন্দ' পাঠ আছে।

কৃষ্ণ—শ্রীরসিকানন্দ-শিষ্য [রঃ মঃ পশ্চিম ১৪।১৫২]

কৃষ্ণ আচার্য—বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ। শ্রীপাট—গোপালপুর; শ্রীনরোত্তমঠাকুরের শিষ্য।

কৃষ্ণ আচার্য্য শাখা পরম উদার।
বারেন্দ্র ব্রাহ্মন, গোপালপুরে বাস যাঁর॥
[প্রেম ২০]

জয় শ্রীআচার্য্য জয় কৃষ্ণ বিজ্ঞবর।
প্রভু-পাদপদ্মে যেঁহ মত্ত মধুকর॥
(নরোঃ ১২)

২—শ্রীল রামচন্দ্র কবিরাজের শিষ্য (কর্ণা ২)

কৃষ্ণকবিরাজ—শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য।

আর শাখা কমলসেন, যাদব কবিরাজ।
মনোহর বিশ্বাস শাখা কৃষ্ণ কবিরাজ॥
[প্রেম ২০]

কৃষ্ণকান্ত—উদ্ধবদাস পদকর্ত্তার প্রকৃত নাম। টিঞাবৈদ্যপুরবাসী ও পদকল্পতরুকার বৈষ্ণবদাসের বন্ধু। ইনি সুললিত ব্রজবুলি পদরচনায় সুপটু ছিলেন।

কৃষ্ণকিঙ্করদাস— (বৈষ্ণব)—রূপপুর-বাসী। শ্রীসরকার ঠাকুরের শাখা। ইনি শ্রীগোবিন্দরায়ের সেবা প্রকাশ করেন।

কৃষ্ণকিশোর—শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর শিষ্য। শ্রীপাট—গোপীবল্লভপুর।

হরিরায়, কালীনাথ, শ্রীকৃষ্ণকিশোর।
শ্যামানন্দ-শাখা, বাস গোপীবল্লভপুর॥
[প্রেম ২০]

কৃষ্ণগতি—শ্রীরসিকানন্দপ্রভুর দ্বিতীয় পুত্র ও শিষ্য।

কৃষ্ণগতি মতিকথা অতি অনুপাম।
[রঃ মঃ পশ্চিম ১৪।২৭]

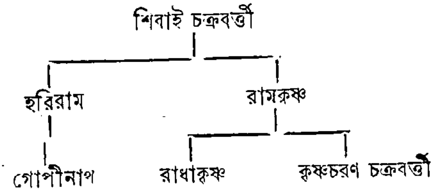
ইনি শ্যামসুন্দরপুরে গিয়া তথায় শ্রীরাধাবৃন্দাবনচন্দ্রের সেবা করিতেন। তিনি শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর প্রধান দ্বাদশ শাখার অন্যতম মহান্ত শ্রীকিশোরদেবের শিষ্য ছিলেন। সুপণ্ডিত ও সুগায়ক ছিলেন। ইনি অগ্রহায়ণী কৃষ্ণা পঞ্চমীতে অন্তর্ধান করিয়াছেন। ইঁহার বংশধরগণ অদ্যাপি শ্যামসুন্দরপুরে বাস করিতেছেন।

কৃষ্ণচরণ—শ্রীরসিকানন্দ প্রভুর শিষ্য।

কৃষ্ণচরণ, দ্বিজ অচ্যুত শ্রীচরণ।
(রঃ মঃ পশ্চিম ১৪।১০৮)

কৃষ্ণচরণ চক্রবর্ত্তী—শ্রীনরোত্তম-শাখা। শ্রীরামকৃষ্ণ আচার্য্যের কনিষ্ঠ পুত্র। মাতার নাম—কনকলতিকা দেবী। রামকৃষ্ণ আচার্য্যের সহিত গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তীর মহাপ্রীতি ছিল, গঙ্গানারায়ণ অপুত্রক বিধায় বন্ধু রামকৃষ্ণের এই পুত্র কৃষ্ণচরণকে পোষ্যপুত্ররূপে গ্রহণ করিয়া দীক্ষা প্রদান করেন।

শ্রীকৃষ্ণচরণ চক্রবর্ত্তী দয়াময়।
রামকৃষ্ণ আচার্য্যের কনিষ্ঠ তনয়॥
শ্রীঠাকুর চক্রবর্ত্তী (গঙ্গানারায়ণ) সন্তান রহিত।
কে বুঝিতে পারে তাঁর অকথ্য চরিত॥
আচার্য্য (রামকৃষ্ণ) জানিয়া মনোবৃত্তি হর্ষমনে।
অল্পকালে দিলা পুত্র গঙ্গানারায়ণে॥
শ্রীকৃষ্ণচরণ ভক্তিরস-আস্বাদনে।
তার্কিকাদি পাষণ্ডগণেরে নাহি গণে॥ (নরো ১২)



কৃষ্ণচরণ দাস—শ্রীরসিকানন্দ-প্রভুর প্রপৌত্র ও শ্রীশ্যামানন্দ-প্রভুর প্রশিষ্যের প্রশিষ্য। '**শ্রীশ্যামানন্দ-প্রকাশ**' গ্রন্থ-রচয়িতা।

কৃষ্ণদাস—শ্রীনিত্যানন্দ শাখা। ইহারা চারি ভ্রাতা।

নারায়ণ, কৃষ্ণদাস আর মনোহর।
দেবানন্দ—চারি ভাই নিতাই-কিঙ্কর॥
[চৈঃ চঃ আদি ১১।৩৬]

২ শ্রীগদাধর পণ্ডিতের উপশাখা।

বন্দে শ্রীকৃষ্ণদাসাখং প্রেমমত্ত-কলেবরম্।
সদা প্রেমাশ্রুরোমাঞ্চপুলকাঞ্চিত বিগ্রহম্॥
[শাঃ নিঃ ৪০]

৩ শ্রীআচার্য প্রভুর পঞ্চম অধস্তন, নামান্তর—লালদাস। নাভাজীকৃত হিন্দী ভক্তমাল গ্রন্থের বঙ্গভাষায় অনুবাদক।

৪-৬ শ্রীরসিকানন্দ শিষ্যদ্বয় [রঃ মঃ পশ্চিম ১৪।১৫৯-১৬০] এবং রসিকানন্দ প্রভুর প্রপৌত্র, শ্রীনয়নানন্দ-প্রভুর প্রশিষ্য। ইনি '**শ্রীশ্যামানন্দ-প্রকাশ**' ও '**শ্রীশ্যামানন্দ-রসার্ণব**' নামক গ্রন্থ-প্রণেতা। দ্বিতীয় পুঁথিখানি শ্রীপাট গোপীবল্লভপুরে রক্ষিত আছে।

৭ পূজারী ঠাকুরের শিষ্য। গৌড় হইতে বৃন্দাবনে গিয়া বাস করেন।

পূজারী ঠাকুরের শিষ্য কৃষ্ণদাস নাম।
অত্যন্ত বিরক্ত সেই মহাগুণবান্॥ [প্রেম ১৭]

এই কৃষ্ণদাস এবং ভূগর্ভ ঠাকুরের শিষ্য রামদাস, দুই জনে শ্রীবৃন্দাবন হইতে পুরী-দর্শনে যাইবার সময় শ্রীজীব গোস্বামী এবং শ্রীল লোকনাথ প্রভু প্রভৃতি শ্রীনরোত্তম ঠাকুর, শ্রীনিবাস আচার্য্য ও শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর সংবাদ পাইবার জন্য খেতুরি, যাজিগ্রাম ও গোপীবল্লভপুর হইয়া গমন করিতে ইঁহাদিগকে আজ্ঞা করিয়াছিলেন। আর উহাদের বৈষ্ণবের প্রতি কিরূপ শ্রদ্ধা—তাহাও জানিবার জন্য বলিয়া দিয়াছিলেন :—

যাইয়া চাহিবা শীঘ্র ভোজন করিতে।
অপরাধ বলি ভয় না করিহ চিতে॥ (প্রেম ১৭)

৮ শ্রীবৃন্দাবনের শ্রীহরিবংশ গোস্বামীর প্রথম পুত্র। শ্রীহরিবংশ শ্রীলগোপাল ভট্টের শিষ্য ছিলেন, পরে গুরুর আজ্ঞা লঙ্ঘন করার জন্য বিতাড়িত হন। কৃষ্ণদাস শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীশ্রীরাধাবল্লভজীর সেবা করিতেন। ইহার ভ্রাতার নাম ছিল—সূর্যদাস। (হরিবংশ দেখ)।

পূর্বে হরিবংশের দুই পুত্র হয়।
কৃষ্ণদাস, সূর্যদাস যাঁর নাম রাখয়॥ (প্রেম ১৮)

৯ উড়িষ্যাদেশবাসী। শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের বেত্রধারী সেবক। ইনি শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের অগ্রে অগ্রে স্বর্ণবেত্র ধারণ করত গমন করিতেন। মহাপ্রভু যখন দক্ষিণ দেশ হইতে পুরীতে প্রত্যাগমন করেন, তখন সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য ইহার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন।

কৃষ্ণদাস নাম এই স্বর্ণবেত্রধারী॥
[চৈঃ চঃ মধ্য ১০।৪২]

কৃষ্ণদাস অধিকারী—শ্রীজীব-গোস্বামীর ছাত্র। শ্রীরাধাকৃষ্ণার্চন দীপিকার '**প্রভা**' নামক বৃত্তিকার।

শ্রীজীবের শিষ্য কৃষ্ণদাস অধিকারী।
তিঁহো নিজ গ্রন্থে ইহা কহিল বিস্তারী॥
[ভক্তি ১।৮০৫]

কেহ কেহ ইহাকে মন্ত্রশিষ্য বলিলেও সাধন দীপিকায় কিন্তু ইহাকে শ্রীজীবের অধ্যয়নের শিষ্য বলিয়াছেন ; যথা (৯ শেষ) "শ্রীকৃষ্ণদাসনামা ব্রাহ্মণো গৌড়িয়ঃ শ্রীমজ্জীব-বিদ্যাধ্যয়নে শিষ্যঃ ; ন তু মন্ত্রশিষ্যঃ।"

কৃষ্ণদাস বা রামকৃষ্ণ দাস সুবর্ণ বণিক। পূর্বদাস—অম্বিকানগর। হাঁসপুকুরের উত্তর। পিতামহ মদন-মোহন, পিতা—তারাচাঁদ। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামনারায়ণ। ইনি ভেক লয়েন। মধ্যম ভ্রাতা রঘুনাথ স্বর্গীয় হন। ইনি সন ১০৯৯ সালে নারদ পুরাণ রচনা করেন (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য ৬ পৃঃ)।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী—পূর্বলীলায় ইনি রত্নরেখা। পিতার নাম ভগীরথ ; মাতার নাম সুনন্দা। ভ্রাতার নাম শ্যামদাস। (১৪২৮ ?) ১৪২৮ শকাব্দে কাটোয়ার নিকটে ঝামটপুর গ্রামে বৈদ্যকুলে জন্মগ্রহন করেন। পিতা চিকিৎসা ব্যবসায় করিতেন। কৃষ্ণদাসের ছয় বৎসর বয়ঃক্রমকালে তিনি দেহ রক্ষা করেন। এজন্য দুই ভ্রাতা পিতৃস্বসার গৃহে প্রতিপালিত হন। বাল্যকাল হইতেই ইঁহার প্রবল বৈরাগ্যের উদয় হয়। এজন্য বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া ভ্রাতার হস্তে সমুদয় বিষয় অর্পন করত হরিনামে উন্মত্ত হয়েন। পরে একদিবস শ্রীনিত্যানন্দের স্বপ্নাদেশে শ্রীবৃন্দাবনে গমন করেন এবং তথায় শেষ পর্য্যন্ত অতিবাহিত করেন। প্রেমবিলাসে জানা যায়—শ্রীল রঘুনাথ দাস ইহার গুরু ছিলেন। সংস্কৃত শাস্ত্রে কবিরাজ গোস্বামীর যে প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি ছিল, তাহা শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি গ্রন্থদ্বারাই প্রমাণিত হয়। শ্রীচরিতামৃত—বৈষ্ণবের জীবনসর্ব্বস্ব। ১৬১৫ খৃঃ অব্দে উক্ত গ্রন্থ সম্পূর্ণ হয়। নিরভিমান গোস্বামী মহোদয় স্বীয় গ্রন্থে নিজের কথা কিছুমাত্র উল্লেখ করেন নাই।

শ্রীবৃন্দাবনে ১৫০৪ শকে চান্দ্র আশ্বিন শুক্লা দ্বাদশীতে ইনি নিত্যলীলায় প্রবেশ করেন। শ্রীরাধাকুণ্ডে সমাধি আছে।

বর্ত্তমানে ঝামটপুরে মহাপ্রভুর শ্রীমূর্ত্তি এবং কবিরাজ

গোস্বামীর পাদুকা ও ভজনস্থান আছে। ইনি ব্রজের কস্তূরী-মঞ্জরী (মতান্তরে)।

কৃষ্ণদাস চট্ট—শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর শিষ্য। নদীয়া জেলার ফরিদপুর গ্রামে শ্রীপাট।

প্রভুর কৃপাপাত্র এক চট্ট কৃষ্ণদাস।
লক্ষ হরি নাম জপে, নামেই বিশ্বাস॥
তাঁহার সেবক যত নাহি তার অন্ত।
সবে হরিনাম রত, সবে গুণবন্ত॥ (কর্ণা ১)

কৃষ্ণদাস ঠাকুর—শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য।

কৃষ্ণদাস ঠাকুর আর মদন বিশ্বাস।
মদন রায় আর রতু চৈতন্য দাস॥ (প্রেম ২০)
জয় মহাবিজ্ঞ শ্রীঠাকুর কৃষ্ণদাস।
বৈষ্ণবের প্রতি যার পরম বিশ্বাস॥ (নরো ১২)

২ অভিরাম দাসের "পাট পর্য্যটন মতে ইনি শ্রীঅভিরাম গোস্বামীর শাখা শ্রীপাট খানাকুল হুগলী জেলায়।

অভিরামচন্দ্র স্থানে শিষ্য হইল যত।
তা সবার বাস-গ্রাম লিখিয়ে নিশ্চিত॥
খানাকুলে কৃষ্ণদাস ঠাকুরের বাস। (পাঃ পঃ)

কৃষ্ণদাস দাস—শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর শিষ্য বলিয়া পরিচিত বৈষ্ণব কবি। ইনি চমৎকার-চন্দ্রিকা, মাধুর্য্য-কাদম্বিনী, রাগবর্ত্মচন্দ্রিকা, ভাগবতামৃতকণা, ভক্তিরসামৃত-সিন্ধুবিন্দু ও উজ্জ্বলনীলমণির পয়ারানুবাদ করিয়াছেন। 'শ্রীগৌরাঙ্গলীলামৃত'-নামক 'স্মরণমঙ্গলের' অনুবাদটিও ইঁহারই রচনা বলিয়া মনে হয়।

২—মহাভারতের অনুবাদক কাশীরামদাসের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, বৈষ্ণব। শ্রীগোপাল দাস নামক বৈষ্ণবের শিষ্য হইয়া শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর নামে ভণিতা দিয়া 'শ্রীকৃষ্ণবিলাস' রচনা করিয়াছেন।

কৃষ্ণদাস পণ্ডিত—শ্রীনিত্যানন্দ পার্ষদ। শ্রীমহাপ্রভুর আদেশে শ্রীনিত্যানন্দের গৌড়দেশে নাম প্রেমপ্রচারার্থ যাত্রাকালে ইনি সঙ্গী ছিলেন এবং পথিমধ্যে ইঁহার গোপালভাব প্রকাশ পায়।

[চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৫।২৩২,২৪০]

কৃষ্ণদাস পাঞ্জাবী (কপূর) মূলতান নিবাসী; পরে শ্রীবৃন্দাবনে বাস করেন। ইহার বহু শিষ্য। তন্মধ্যে এই পাঁচজন বিখ্যাত—গোপাল ক্ষত্রিয়, বিষ্ণুদাস, রাধাকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী, গোবিন্দ অধিকারী ও মুকুন্দ গোস্বামী।

শ্রীসনাতন গোস্বামী শ্রীশ্রীমদনগোহন প্রাপ্ত হয়েন। তাঁহাকে শুষ্ক রুটি ও শাক ভোগ দিতে মনে মনে কুণ্ঠিত হইতেন। এজন্য শ্রীমদনমোহন ঠাকুর—

সনাতন মন জানি মদনগোপাল।
নিজ সেবা বৃদ্ধি-ইচ্ছা হইল তৎকাল॥
হেন কালে মূলতান দেশীয় একজন।
অতিশয় ধনাঢ্য, সর্বাংশে বিচক্ষণ॥
দুর্জ্জয় ক্ষত্রিয় শ্রেষ্ঠ নাম কৃষ্ণদাস।
নৌকা হইতে নামি আইলা গোস্বামীর পাশ॥
গোস্বামীর চরণে পড়িল লোটাইয়া।
কৈল কত দৈন্য নেত্র-জলে সিক্ত হইয়া॥
সনাতন তারে বহু অনুগ্রহ কৈল।
শ্রীমদনমোহন-চরণে সমর্পিল॥

(ভক্তিঃ ২।৪৬৪-৭১)

কৃষ্ণদাস মদনমোহনের শ্রীমন্দির নির্ম্মাণ আরম্ভ করিলেন এবং বিবিধ রত্নাঙ্কারে শ্রীবিগ্রহকে সুশোভিত করত রাজভোগের আয়োজন করিয়াছিলেন।

কৃষ্ণদাস পুরোহিত—গৌড়দেশবাসী, শ্রীআচার্য্য প্রভুর শাখা। (প্রেম ২০)

কৃষ্ণদাস (**প্রেমী**)—শ্রীভূগর্ভ গোস্বামীর শিষ্য শ্রীবৃন্দাবনবাসী—শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীকে শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত রচনা করিতে ইনিও আজ্ঞা দিয়াছিলেন।

কুমুদানন্দ চক্রবর্ত্তী, প্রেমী কৃষ্ণদাস।

[চৈঃ চঃ আদি ৮।৬৯]

কৃষ্ণদাস বাণী বা বাণী কৃষ্ণদাস—শ্রীবৃন্দাবনবাসী। ব্রজধামে শ্রীবল্লভাচার্য্য পুত্র বিটঠলেশ্বর গৃহে শ্রীশ্রীগোপাল দেবকে যবনভয়ে সেবাধিকারিগণ লুকাইয়া রাখিলে শ্রীরূপ গোস্বামী যে সমুদয় বৃন্দাবনবাসী ভক্তসহ একমাস কাল দর্শন করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে ইঁহার নাম আছে।

গোবিন্দ ভকত আর কবি কৃষ্ণদাস॥

[চৈঃ চঃ মধ্য ১৮।৫২]

বাণীস্থানে কেহ কেহ বিপ্রও বলিয়া থাকেন

কৃষ্ণদাস বিপ্র—প্রভুর ভক্ত। খেতুরী গ্রামে শ্রীপাট। ইহার মুখে শ্রীনরোত্তম ঠাকুর বাল্যে মহাপ্রভুর কাহিনী শ্রবণ করত শ্রীগৌরাঙ্গ দৃঢ় অনুরাগী হয়েন। কেহ কেহ বলেন—ইনি তাঁহার বিদ্যাগুরু।

শ্রীখেতুরীর গ্রামে এক প্রবীণ ব্রাহ্মণ।
নাম তার কৃষ্ণদাস কৃষ্ণ-পরায়ণ॥
চৈতন্যের আদি মধ্য অন্ত্য লীলা যত।
ক্রমে শুনাইল কিছু হৈয়া সাবহিত॥

(নরোঃ ১১৬পৃঃ)

কৃষ্ণদাস বেহারী—বা বিহারদেশীয় কৃষ্ণদাস। শ্রীনিত্যানন্দ শাখা। ইনি নিত্যানন্দগত প্রাণ ছিলেন।

বেহারী কৃষ্ণদাস নিত্যানন্দ প্রভু প্রাণ।
শ্রীনিত্যানন্দ-পদ বিনা নাহি জানে আন॥

[চৈঃ চঃ আদি ১১।৪৭]

গৌড়ীয় মঠের শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে কিন্তু 'হোড় কৃষ্ণদাস' বলিয়া উল্লিখিত আছে।

কৃষ্ণদাস বৈদ্য—শ্রীচৈতন্য-শাখা।

কৃষ্ণদাস বৈদ্য আর পণ্ডিত শেখর।

[চৈঃ চঃ আ ১০।১০৯]

ওহে বৈদ্য কৃষ্ণদাস! করুণা-নিধান।
পরনিন্দা-রত মুঞি, মোরে কর ত্রাণ॥ [নাম।২৭২]

কৃষ্ণদাস বৈরাগী—শ্রীনরোত্তমঠাকুরের শিষ্য।

কৃষ্ণচরণ-শাখা শিবরাম দাস।
কৃষ্ণদাস বৈরাগী আর চাটুয়া রামদাস॥ (প্রেম ২০
জয় জয় কৃষ্ণদাস বৈরাগী ঠাকুর।
যার অনুগ্রহে সব দুঃখ যায় দূর॥ (নরো)

কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী—শ্রীগদাধর শাখা। শ্রীবৃন্দাবন-বাসী।

কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী, পুষ্প-গোপাল॥

[চৈঃ চঃ আদি ১২৮৪]

শ্রীনিবাস আচার্য্য শ্রীবৃন্দাবন পরিক্রমার সময়ে ইহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন।

কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী আদি যত জন।
সবে প্রেমাবশে দিল দৃঢ় আলিঙ্গন॥

(ভক্তি ৪।৩৬৮)

শ্রীমদনগোপালের সেবা-অধিকারী।
গদাধর-শিষ্য কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী॥ (ভক্তি ১৩।৩১৭)

ইনি ব্রজের ইন্দুলেখা ছিলেন (গৌঃ গঃ ১৬৪)।

ব্রহ্মচারিণমীড়ে তং কৃষ্ণদাস-মহাশয়ম্।
উজ্জ্বলাক্রধিয়ং শান্তং বৃন্দাকাননবাসিনম্॥

[শাঃ নিঃ ৪৬]

কৃষ্ণদাস ভুঞা শ্রীরসিকানন্দ-শিষ্য [রঃ মঃ পশ্চিম ১৪।১৩৩]

কৃষ্ণদাস মিশ্র—শ্রীঅদ্বৈত-শাখা। শ্রীশ্রীঅদ্বৈত-পুত্র।

কৃষ্ণ মিশ্র নাম আর অদ্বৈত-তনয়।
চৈতন্য গোসাঞি বৈসে যাঁহার হৃদয়॥

[চৈঃ চঃ আদি ১২।১৮]

কৃষ্ণদাস রাজপুত—যমুনাপুলিনে অক্রুর স্থানের নিকট ইনি থাকিতেন। শ্রীবৃন্দাবনের নিষিদ্ধ আমলি বৃক্ষ (তেঁতুলগাছ) তলে ইনি মহাপ্রভুর কৃপাপাত্র হইয়াছিলেন।

এ আমলি-তলে মহা কৌতুক হইল।
কৃষ্ণদাস রাজপুতে অতি কৃপা কৈল॥

[ভক্তি ৫।২২৩৪]

কৃষ্ণলীলাকালের সেই বৃক্ষ পুরাতন।
তার তলে পিঁড়ি বাঁধা পরম চিক্কণ॥
নিকটে যমুনা বহে শীতল সমীর।
বৃন্দাবন শোভা দেখে যমুনার নীর॥
(প্রভু) তেঁতুলতলাতে বসি করে নাম সংকীর্ত্তন।
মধ্যাহ্ন করিয়া করে অক্রূরে ভোজন॥
হেনকালে আইলা বৈষ্ণব কৃষ্ণদাস নাম।
রাজপুত গৃহস্থ, যমুনা-পারে গ্রাম॥
কেশিস্নান করি তিঁহো কালিদহ হইতে।
আমলি-তলায় গোসাঞি দেখে আচম্বিতে॥

[চৈঃ চঃ মধ্য ১৮।৭৭—৮৩]

কৃষ্ণদাস প্রভুর দর্শনমাত্রে চমৎকৃত হইয়া পদতলে পড়িয়াছিলেন। প্রভু কৃষ্ণদাসকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কে তুমি, কোথায় তোমার ঘর"—তখন কৃষ্ণদাস পরিচয় প্রদান করত কহিলেন—'রাত্রিকালে আমি যাহা স্বপ্নে দেখিয়াছি, আপনাকে দেখিয়া আমার সেই সমুদয়

অতীব সত্য বলিয়া বিশ্বাস হইল। আমাকে কৃপা করুন' এই বলিয়া বহু দৈন্য করিতে লাগিলেন। প্রভু কৃষ্ণদাসের ভক্তিতে—

প্রভু তারে কৃপা কৈল আলিঙ্গন করি'।
প্রেমে মত্ত নাচে সেই বলে হরি হরি॥
[চৈঃ চঃ মধ্য ১৮।৮৮]

কৃষ্ণদাস মহাপ্রভুর সঙ্গে অনেক স্থানে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। প্রয়াগ হইতে প্রভু তাহাকে বিদায় দিয়াছিলেন।

একদা নীলাচল-পথে প্রভু প্রেমে মূর্চ্ছিত হইলে রামদাস পাঠান ও বিজুলি খাঁন প্রভৃতি ভদ্র পাঠানগণ প্রভুর সঙ্গী উক্ত কৃষ্ণদাস রাজপুত প্রভৃতিকে দস্যু মনে করিয়া যখন প্রতিবিধান করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, তখন কৃষ্ণদাস তাঁহাদের নিকট যে স্বীয় পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাতে ইহাকে বিশেষ ধনাঢ্য ব্যক্তি বলিয়াই জানা যায়।

কৃষ্ণদাস কহে—আমার ঘর এই গ্রামে।
শতেক তুড়্কি আছে, দুই শত কামানে॥
এখনি আসিবে সব আমি যদি ফুকারী।
ঘোড়া পিড়া লুটি লবে তোমা সবে মারি॥
(চৈঃ চঃ মধ্য ১৮।১৭৩)

(রামদাস পাঠান দেখ)

কৃষ্ণদাস লাউড়িয়া—ইনি 'ব্রহ্মচারী' বলিয়া খ্যাত। শ্রীঅদ্বৈত শাখা। ইহার পূর্ব্ব নাম—রাজা দিব্যসিংহ।

শক্তিমন্ত্র ছাড়ি গোপালমন্ত্রে দীক্ষা নিল।
কৃষ্ণদাস নাম তার অদ্বৈত রাখিল॥
বৃন্দাবনে চলিলেন হইয়া ভিখারী॥
কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী বৃন্দাবনে খ্যাতি॥
(দিব্যসিংহ দেখ, প্রেম ২৪)

ইনি **"বিষ্ণুভক্তিরত্নাবলী"** নামক বিষ্ণুপুরী-রচিত গ্রন্থের পয়ারে অনুবাদ করিয়াছেন। পূর্ব্বকালে ইঁহার মন্ত্রী কুবের পণ্ডিত **'দত্তকচন্দ্রিকা'** প্রণয়ন করেন।

কৃষ্ণদাস সরখেল—শালিগ্রামবাসী সূর্য্যদাস পণ্ডিতের ভ্রাতা, শ্রীনিত্যানন্দ-শাখা (চৈঃ চঃ আদি ১১।২৫)।

কৃষ্ণদাস হোড়—শ্রীনিত্যানন্দ-পারিষদ। পিতার নাম—হরিহোড়।

বড়গাছি গ্রামে হরি হোড়ের সন্তান।
কৃষ্ণদাস নাম তাঁর, তিঁহো ভাগ্যবান॥
নিত্যানন্দ পদে তাঁর সুদৃঢ় ভকতি।
করাইতে বিবাহ তাঁহার আর্ত্তি অতি॥
(ভক্তি ১২।৩৮৭২-৭৩)

প্রেমবিলাসে ভ্রমক্রমে দোগাছিয়া লিখিত হইয়াছে।

পণ্ডিত কৃষ্ণদাস হোড় আনন্দিত হঞা।
নিত্যানন্দে আনে নিজ বাড়ী দোগাছিয়া॥
(প্রেম ২৪)

কৃষ্ণদাস হোড় শ্রীসূর্য্যদাস পণ্ডিতের কন্যা শ্রীবসুধা জাহ্নবার সহিত শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর বিবাহের সম্বন্ধ করিয়াছিলেন। হরি হোড় অনেক স্থানে রাজা বলিয়া উক্ত আছেন।

কৃষ্ণদাসী—শ্রীহরিদাস ঠাকুরের ধর্ম্ম নষ্ট করিবার জন্য রামচন্দ্র খান যে বেশ্যাকে তাঁহার নিকট প্রেরণ করেন, উক্ত বেশ্যা ঠাকুরের কৃপায় পরম বৈষ্ণবী হয়েন, তাঁহারই বৈষ্ণব নাম—কৃষ্ণদাসী (হরিদাস ঠাকুর দেখ)।

কৃষ্ণদেব সার্ব্বভৌম—"বেদান্তবাগীশ" নামেও পরিচিত। ১৬২৮ শকাব্দায় জয়পুরে 'গলিতা' নামক পর্বত-সঙ্কুল প্রদেশে গৌড়িয় বৈষ্ণবদের আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য যখন শ্রীচক্রবর্ত্তীপাদ-কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ যাত্রা করেন, তখন ইনিই তাঁহার সহচর ছিলেন। ইনিই শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃত, শ্রীবিদগ্ধমাধব ও প্রমেয়রত্নাবলীর টীকাকার।

কৃষ্ণপণ্ডিত—শ্রীচৈতন্যের পরিকর, শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবের অধিকারী। বৃন্দাবনবাসী।

শ্রীকৃষ্ণপণ্ডিত—শ্রীচৈতন্য পরিকর।
শ্রীনিবাসে দেখি তার আনন্দ অন্তর॥
এক মুখে তার গুণ কহন না যায়।
তেঁহ গোবিন্দের অধিকারী সে সময়॥
শ্রীনিবাসে শ্রীমহাপ্রসাদ ভুঞ্জাইয়া।
প্রসাদি তাম্বূলমালা দিল যত্ন পাঞা॥
(ভক্তি ৪।২৭২-৭৪)

অন্যত্র—কাশীশ্বর গোসাঞির হইলে সঙ্গোপন।
শ্রীকৃষ্ণ পণ্ডিত সেবে গোবিন্দ চরণ॥ (নরো ২)

অন্যত্র—কাশীশ্বর গোসাঞি সে সর্বত্র বিদিত।
শ্রীকৃষ্ণ পণ্ডিতসহ যাঁর অতিপ্রীত॥ (ভক্তি ১৩।৩২২)

কৃষ্ণপুরোহিত—শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্য। গৌড়-দেশবাসী।

গৌড়দেশবাসী শ্রীকৃষ্ণ পুরোহিত।
তাঁহারে করিলা দয়া হৈয়া কৃপান্বিত॥ (কর্ণা ১)

কৃষ্ণপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী—শ্রীলগতিগোবিন্দপ্রভুর শিষ্য (কর্ণা ২)

কৃষ্ণপ্রসাদ ঠাকুর—শ্রীলগতিগোবিন্দ প্রভুর পুত্র ও শিষ্য। শ্রীজগদানন্দ ঠাকুরের পিতা, পদকর্ত্তা।

শ্রীগতিপ্রভুর শিষ্য প্রধান তনয়।
শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ঠাকুর গম্ভীর হৃদয়॥
শ্রীসুন্দরানন্দ আর শ্রীহরি ঠাকুর।
তিন পুত্র শিষ্য তাঁর, তিন ভক্তশূর॥ কর্ণা ২)

কৃষ্ণপ্রিয়া—শ্রীগঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তীর কন্যা বিষ্ণু-প্রিয়ার দুহিতা। শ্রীমুকুন্দ দাস ইহাকে শ্রীদাসগোস্বামীর সেবিত শ্রীগোবর্দ্ধন-শিলা প্রদান করেন। রূপ কবিরাজ ইঁহার শিষ্য হইয়াও শ্রীগুরুতে হেয় বুদ্ধি করত অধঃপতিত হন এবং বৃন্দাবন বা গৌড়মণ্ডলে স্থান না পাইয়া উৎকলে খুরিয়া-নামক গ্রামে কুষ্ঠব্যাধিতে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েন। (নরো ১৩)।

কৃষ্ণপ্রিয়া দেবী—শ্রীনিবাস আচার্য্যপ্রভুর মধ্যম কন্যা এবং শিষ্যা।

আর কন্যা কৃষ্ণপ্রিয়া নাম ঠাকুরাণী।
তারে নিজ আশ্রয় দিলা গুণমণি॥ (কর্ণা ১)

কুমুদ চট্টরাজের পুত্র শ্রীলচৈতন্যের সহিত ইঁহার বিবাহ হয়।

কৃষ্ণবল্লভ ঠাকুর—কৃষ্ণচক্রবর্ত্তী ও বল্লভ ঠাকুর নামেও খ্যাত। শ্রীনিবাস আচার্য্যের সর্ব্বপ্রথম শিষ্য। শ্রীপাট—বনবিষ্ণুপুরের নিকট দেউলি নামক গ্রামে।

দেউলি গ্রামেতে স্থিতি শ্রীবল্লভ ঠাকুর।
তাহারে করিলা দয়া করিয়া প্রচুর॥
যার মুখে শুনিলেন গ্রন্থপ্রাপ্তি বাণী।
হৃত গ্রন্থ পাই প্রভুর জুড়াইল পরাণি॥ (কর্ণা ১)

ঐ অন্যত্র,—আর শিষ্য প্রভুর কৃষ্ণবল্লভ চক্রবর্ত্তী।
প্রভু কৃপা পাইয়া যেঁহো হৈলা মহামতি॥

অপিচ,—শ্রীকৃষ্ণবল্লভনামে ব্রাহ্মণতনয়।
আচার্য্য দর্শনে তার হইল প্রেমোদয়॥
তেঁহো দেউলিতে নিজগৃহে লৈয়া গেলা।
আচার্য্যের পাদপদ্মে আত্ম সমর্পিলা॥
(ভক্তি ৭।১৩৩)

কৃষ্ণবল্লভ ঠাকুর বা চক্রবর্ত্তী—পিতার নাম গোকুলদাস বা গোকুলানন্দ। পিতামহের নাম হরিদাসা-চার্য্য (শ্রীবৃন্দাবনের)। শ্রীপাট—কাঞ্চনগড়িয়া, শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্য।

গোকুলানন্দ, কৃষ্ণবল্লভ চক্রবর্ত্তী॥ (অনু ৭)

কর্ণানন্দে—

তার পুত্র (গোকুলের) শ্রীকৃষ্ণবল্লভ ঠাকুর।
সুন্দর দেখিয়া কৃপা করিলা প্রচুর॥
বালক-কালেতে কৃপা তাঁহারে হৈল।
তিহোঁ মহাভাগবত শিষ্য বহু কৈল॥

হরিদাসাচার্য্য
├── গোকুলদাস
│   └── কৃষ্ণবল্লভঠাকুর
└── শ্রীদাস

কৃষ্ণভক্ত দাস—শ্রীরসিকানন্দপ্রভুর শিষ্য [রঃ মঃ পশ্চিম ১৪।১১২]

কৃষ্ণভারতী—শ্রীবিশ্বরূপের সন্ন্যাস গুরু, কাশীবাসী বৈষ্ণব। [শ্রীচৈতন্যমহাভাগবত ২।৪।১২]।

কৃষ্ণমণ্ডল—শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর পিতাঠাকুর। (শ্যামানন্দ দেখ)।

কৃষ্ণমিশ্র—শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর পুত্র। ইনি পূর্ব্বলীলায় কার্ত্তিক ছিলেন।

কৃষ্ণরাম—শ্রীরসিকানন্দ প্রভুর শিষ্য।

পরমানন্দ, মনোহর, কানু, কৃষ্ণরাম।
[রঃ মঃ পশ্চিম ১৪।১০৭]

কৃষ্ণ রায় শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য।

আর শাখা গন্ধর্ব্বরায়, গঙ্গাদাস রায়।
ব্রজরায়, রাধাকৃষ্ণ দাস, কৃষ্ণরায়॥ (প্রেম ২০)

অন্যত্র—জয় কৃষ্ণরায় কৃষ্ণ প্রেমেতে বিহ্বল।
নিরন্তর যাঁর দুই নেত্রে বহে জল ॥ (নরো ১২)

কৃষ্ণশরণ—'শ্রীকৃষ্ণবিরুদমালী'-নামক বিরুদ কাব্যের রচয়িতা (?)। শ্রীমহাপ্রভুর বন্দনায় এবং ১২২-তম শ্লোকে 'সত্তমরূপানুসারিণী বাণী' প্রভৃতি বাক্যে ইনি যে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ছিলেন, তাহা প্রমাণিত হইতেছে। গ্রন্থমধ্যে কবির নাম, ধাম বা অন্য পরিচয় নাই।

কৃষ্ণসিংহ—শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য।
কৃষ্ণসিংহ বিনোদ রায়, ফাগুচৌধুরী।
সংকীর্ত্তনে নাচে যেঁহো বলি' হরি হরি ॥ (প্রেম ২০)

অন্যত্র—জয় কৃষ্ণসিংহ বিক্রম জগতে বিদিত।
নিরন্তর প্রেমে মত্ত সঙ্গীতে পণ্ডিত ॥
(নরো ১২)

কৃষ্ণহরিদাস—শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর শিষ্য। শ্রীপাট—নৃসিংহপুর।
ধ্রুবকানন্দ, পুরুষোত্তম, কৃষ্ণ হরিদাস।
শ্যামানন্দের প্রিয়—নৃসিংহপুর বাদ ॥ (প্রেম, ২০)

কৃষ্ণানন্দ—ব্রাহ্মণ, শ্রীনিত্যানন্দ পারিষদ। রত্নগর্ভাচার্য্যের জ্যেষ্ঠপুত্র। জীবপণ্ডিত ও যদুনাথ কবিচন্দ্র—ইঁহার অপর ভ্রাতৃদ্বয়।
তিন পুত্র তাঁহার কৃষ্ণপদ-মকরন্দ।
কৃষ্ণানন্দ, জীব, যদুনাথ কবিচন্দ্র ॥
[চৈঃ ভাঃ মধ্য ১।২৯৭]

২ শ্রীনিত্যানন্দ-শাখা।
বিষ্ণাই হাজরা, কৃষ্ণানন্দ, সুলোচন।
[চৈঃ চঃ আদি ১১।৫০]

৩ শ্রীনিত্যানন্দের অনুজ (ভ্রাতা) [প্রেম ২৪]

৪—৬ শ্রীরসিকানন্দের শিষ্য তিনজন। রঃ মঃ পশ্চিম ১৪।১৩২।, ১৪৪, ১৫২]

কৃষ্ণানন্দ অবধূত—অভিরামদাসের 'পাটপর্য্যটন-গ্রন্থে জানা যায়—ইনি দ্বীপাগ্রামে থাকিতেন।
দ্বীপাগ্রামে স্থিতি কৃষ্ণানন্দ অবধূত ॥
ঐ গ্রন্থ মতে ইনি শ্রীঅভিরাম গোস্বামীর শাখা।

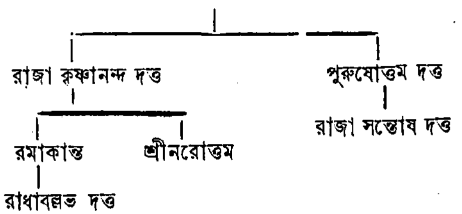
কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ—মহেশ্বর গৌড়াচার্য্যের পুত্র। 'তন্ত্রসার'-গ্রন্থ প্রণেতা। অনেকে বলেন—ইনি মহাপ্রভুর সহপাঠি ছিলেন। প্রভু বাল্যকালে ইঁহাকে ন্যায়ের ফাঁকি জিজ্ঞাসা করিতেন।
কৃষ্ণানন্দ, শ্রীকমলাকান্ত, মুরারী গুপ্তে।
এথা রহি ফাঁকি জিজ্ঞাসয়ে হর্ষচিত্তে ॥
[ভক্তিঃ ১২।২১৮৭]

কথিত আছে যে ইনিই তান্ত্রিকমতে দেবীমূর্ত্তি-সমূহের সাকার পূজা প্রচলন করেন। শ্যামাপূজার পদ্ধতির প্রবর্ত্তনও ইনিই করেন। ইঁহার পৌত্র গোপাল—'তন্ত্র-দীপিকার' রচয়িতা।

কৃষ্ণানন্দ ওড্র—শ্রীচৈতন্যশাখা। উড়িষ্যাদেশীয় ভক্ত।
প্রতাপরুদ্র রাজা আর ওড্র কৃষ্ণানন্দ ॥
(চৈঃ চঃ আদি ১০।১৩৫)।

কৃষ্ণানন্দ দত্ত—খেতুরীর রাজা, শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের পিতা।
শ্রীপুরুষোত্তমাগ্রজ কৃষ্ণানন্দ দত্ত।
তার পুত্র নরোত্তম সর্ব্বত্র বিদিত ॥ (নরো ১)

ভ্রাতার নাম পুরুষোত্তম দত্ত, ভ্রাতুষ্পুত্রের নাম সন্তোষ দত্ত। কৃষ্ণানন্দের জ্যেষ্ঠপুত্রের নাম রমাকান্ত। প্রেমবিলাসমতে কৃষ্ণানন্দ কনিষ্ঠ এবং পুরুষোত্তম জ্যেষ্ঠ; কিন্তু নরোত্তমবিলাস-মতে কৃষ্ণানন্দ জ্যেষ্ঠ ও পুরুষোত্তম কনিষ্ঠ। রাজা কৃষ্ণানন্দের পিতা শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের জন্মসময়ে জীবিত ছিলেন।
শ্রীকৃষ্ণানন্দের পিতা পরম মহান্।
পৌত্রের কল্যাণে দেন বহু অর্থদান ॥
গায়ক মাগধ সূত বন্দীরে।
যৈছে তুষ্ট কৈল তাহা কে বর্ণিতে পারে ॥
(নরো ২)



কৃষ্ণানন্দ পুরী—শ্রীগৌরাঙ্গ-পার্ষদ সন্ন্যাসী, মহিমাসিদ্ধি [গৌঃ গঃ ৯৬]।

বিষ্ণুপুরী কৃষ্ণানন্দ, পুরী মহাধীর।
কৃপাকরি শোধ মোর এ পাপ শরীর ॥

[নামা ২৩৪]

কৃষ্ণানন্দ বৈদ্য—গৌরভক্ত। পদকর্ত্তা জগদানন্দের তৃতীয় সহোদর। ইনিও পদকর্ত্তা [বঙ্গভাষা ও সাহিত্য]।

কৃষ্ণানন্দ ভুঞা—শ্রীরসিকানন্দ শিষ্য।

কৃষ্ণানন্দ ভুঞা অতি বড় শুদ্ধমতি।
রসিক চরণ যাঁর কুল শীল জাতি ॥

[রঃ মঃ পশ্চিম ১৪।১৪৩]

কেশব—শ্রীরসিকানন্দ শিষ্য [রঃ মঃ পশ্চিম ১৪।১৪৯]

কেশব কাশ্মীরী বা দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত—ইনি শ্রীনিম্বার্ক বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ী ছিলেন। কাশ্মীর দেশে নিবাস ছিল। (গুরুপ্রণালী) ভক্তিরত্নাকরে—

১। শ্রীনারায়ণ, ২। হংস, ৩। সনকাদিচতুঃসন ৪। শ্রীনারদ, ৫। নিম্বাদিত্য, ৬। শ্রীনিবাস, ৭। বিশ্বাচার্য্য, ৮। পুরুষোত্তম, ৯। বিলাস আচার্য্য, ১০। স্বরূপ আচার্য্য, ১১। মাধব আচার্য্য, ১২। বলভদ্রাচার্য্য, ১৩। পদ্মাচার্য্য, ১৪। শ্যামাচার্য্য, ১৫। গোপালাচার্য্য, ১৬। কৃপাচার্য্য, ১৭। দেবাচার্য্য, ১৮। সুন্দর ভট্ট, ১৯। পদ্মনাভ ভট্ট, ২০। উপেন্দ্র ভট্ট, ২১। রামচন্দ্র ভট্ট, ২২। বামন ভট্ট; ২৩। কৃষ্ণ ভট্ট, ২৪। পদ্মাকর ভট্ট, ২৫। শ্রীশ্রবণ ভট্ট, ২৬। ভূরী ভট্ট, ২৭। মাধব ভট্ট, ২৮। শ্যাম ভট্ট, ২৯। গোপাল ভট্ট, ৩০। বলভদ্র ভট্ট, ৩১। গোপীনাথ ভট্ট, ৩২। কেশব ভট্ট, ৩৩। গোকুল ভট্ট. ৩৪। কেশব কাশ্মীরী।

গোকুলভট্টের—

তাঁর অতিপ্রিয় শিষ্য কেশব কাশ্মীর।
সরস্বতী দেবীর করিয়া মন্ত্রজপ।
হৈল সর্ব্ববিদ্যা-স্ফূর্ত্তি, বাড়িল প্রতাপ ॥
সর্বদেশ জয় করি 'দিগ্বিজয়ী' খ্যাতি ॥
কাশ্মীরদেশস্থ অতিশিষ্ট বিপ্রজাতি ॥
বিদ্যাবলে দিগ্বিজয়ী কাহুকে না গণে।
হস্তী অশ্ব দোলা বহু লোক তাঁর সনে ॥

(ভক্তি ১২।২২৭১-৭৩, ২২৪৩)

ইনি নবদ্বীপে আগমন করত মহাপ্রভুর সহিত বিচার করিতে গিয়া পরাজিত হন ও প্রভুপদে আত্মসমর্পণ করেন। ইঁহার কৃত **"লঘুকেশব"** নামক গ্রন্থে আছে।

কেশব কাশ্মীরী দিগ্বিজয়ী লজ্জা ইথে ॥
বর্ণি লীলাভোগ **'লঘুকেশব'** নামেতে ॥

ইঁহার রচনা—বেদান্তভাষ্য ও ভূচক্রদিগ্‌বিজয়ী।

কেশবখান—হুসেন শাহের কর্ম্মচারী। শ্রীমন্‌ মহাপ্রভু যখন গৌড়দেশে শ্রীরূপসনাতনের উদ্ধারার্থ গিয়াছিলেন; তখন ইহাকে রাজা হুসেনশাহ মহাপ্রভুর সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞাসা করিলে ইনি মহাপ্রভুর মহিমা গোপন করিয়া উত্তর দিয়াছিলেন [চেঃ ভাঃ অন্ত্য ৪।৪৮।৫২]

কেশবছত্রী—রাজপুত। মহাপ্রভুর ভক্ত। হোসেন-শাহ বাদশাহের সেনানায়ক ছিলেন। মহাপ্রভূ যখন রামকেলীতে গমন করেন, তখন প্রভুকে দর্শন করিবার জন্য বহু জনতা হয়। নগরের কোতোয়াল ইহা দেখিয়া বিদ্রোহ আশঙ্কা করত বাদশাহকে সংবাদ প্রদান করিলে, কেশবছত্রী হুসেনশাহকে অন্যভাবে বুঝাইয়া দেন এবং প্রভুকে রামকেলি হইতে চর দ্বারা সংবাদ দেন। পরে গোপনে মহাপ্রভুকে দর্শন করত কৃতার্থ হয়েন।

কেশবছত্রী আদি যত বিজ্ঞ জন।
হইন কৃতার্থ পাই প্রভূর দর্শন ॥ (ভক্তি ১।৬৩৭)

কেশব ছত্রীর একটি শ্লোক (১৫৩) পদ্যাবলিতে উদ্ধৃত হইয়াছে।

কেশবদাস—ব্রাহ্মণ। বংশীবদন ঠাকুরের পৌত্র এবং শচীনন্দন ঠাকুরের পুত্র। (বংশীবদন দেখ)

কেশবপুরী—শ্রীচৈতন্য প্রেমকল্পতরুর যে শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী প্রভৃতি নয়জন মূল ছিলেন, তন্মধ্যে ইনিও একজন।

[চৈঃ চঃ আ, ৯।১৪]

ইনি (গৌঃ গঃ ৯৬—৯৭) ঈশিত্বসিদ্ধি।

কেশব ভট্ট—'কেশব কাশ্মীরী' দেখুন। ইহার বৃত্তান্ত নাভাজিকৃত হিন্দী ভক্তমালে (৩৩৩—৩৩৭) দ্রষ্টব্য।

কেশব ভারতী—বারেন্দ্রশ্রেণীর ব্রাহ্মণ। শ্রীপাট—কুলিয়া। পূর্ব্বাশ্রম নাম—কালীনাথ আচার্য্য। ইনিই শ্রীশ্রীমহাপ্রভূর সন্ন্যাসের গুরুদেব। ভারতী মহাশয়ও শ্রীলমাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য।

বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ ছিল কালীনাথ আচার্য্য।
কুলিয়াবাসী বিপ্র সর্ব্বগুণে বর্য্য ॥
মাধবেন্দ্র শিষ্য হঞা করিলা সন্ন্যাস।
'কেশব ভারতী'-নামে জগতে প্রকাশ ॥

[প্রেম ২৩]

ইঁহার ভ্রাতার নাম—বলভদ্র। কেহ কেহ বলেন—মহামহোপাধ্যায় শূলপাণির বংশে কেশব ভারতীর জন্ম হয়। অন্য মতে ইনি উমাপতি ধরের বংশধর।

চুঁচুড়াবাসী "চুঁচুড়ার ব্রহ্মচারীগণ" কেশব ভারতীর বংশীয় বলিয়া পরিচয় দেন। মন্তেশ্বর থানার অন্তর্গত দেন্দুড়ে 'ভারতীর পুষ্করিণী আছে। দেন্দুড়ের ব্রহ্মচারী গোষ্ঠিবর্গ কহেন—তাঁহারা ডিংশাই সতের সন্তান কেশব ভারতীর ধারা। মামযোয়ানীর ও কৃষ্ণনগরাদির শিমলায়ীগণ কুলগ্রন্থে কেশবভারতীর সন্তান বলিয়া পরিচয় দেন।

নদীয়ার কালাবাড়ী, গোপালপুর ও মুর্শিদাবাদ বাগপুরের শিমলায়ীগণ, মেদিনীপুর শ্রীবরার ভট্টাচার্য্যগণ, গুপ্তিপাড়ার ভট্টাচার্য্যগণ, মামযোঁয়ানীর ও কৃষ্ণনগরের সরকার গোষ্ঠীগণ কেশবভারতীর বংশীয় সন্তান বলিয়া পরিচয় দেন।

কেশোবনাই (?) শ্রীরসিকানন্দ-শিষ্য [রঃ মঃ পশ্চিম ১৪।১৪৪]

ক্রোধী বিপ্র—নাম অজ্ঞাত। ইনি যজ্ঞসূত্র ছিঁড়িয়া মহাপ্রভুকে শাপ দিয়াছিলেন। মহাপ্রভু শ্রীবাস-অঙ্গনে যখন কীর্ত্তন করিতেন, তখন নিজজন ভিন্ন অন্যের প্রবেশ নিষেধ ছিল। কীর্ত্তনের সময় দরজা বন্ধ থাকিত। কীর্ত্তনের সময় বাহির হইতে কেহ ডাকাডাকি করিলেও কাহারও কর্ণে প্রবেশ করিত না। এক দিবস উক্ত ব্রাহ্মণ কীর্ত্তন দেখিবার জন্য আগমন করেন, কিন্তু প্রবেশ করিতে পারেন নাই। এজন্য ক্রোধভরে পৈতা ছিঁড়িয়া প্রভুকে এই বলিয়া অভিশাপ করিলেন—

যজ্ঞসূত্র ছিঁড়িয়া কহয়ে বার বার।
সংসারের সুখ নাশ হউক তোমার ॥

[ভক্তি ১২।৩৪১৩]

ক্ষীরু চৌধুরী- শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের শিষ্য। (প্রেম ২০)

ক্ষেত্রনাথ তর্কবাগীশ—বর্দ্ধমানের নিকটবর্ত্তী রায়ণ-গ্রামবাসী দ্বিজ। ইনি শ্রীহরিভক্তিবিলাসের আধারে বঙ্গভাষায় **'বৈষ্ণবব্রতবিধান'** -নামে এক সংক্ষিপ্ত পদ্যানুবাদ করিয়াছেন।

[খ]

খাড়ঙ্গা দীনবন্ধু দাস—শ্রীমদ্‌ভাগবতের সমগ্র দ্বাদশ স্কন্ধের ওড্র ভাষায় নবাক্ষরে অনুবাদক। বৈতরণী-তীরবর্ত্তী মুকুন্দপুর-গ্রামবাসী। শ্রীনিত্যানন্দ পরিবারের জনৈক বৃন্দাবন দাসের প্রশিষ্য।

"বৈষ্ণব বৃন্দাবন দাস, শ্রীকৃষ্ণভক্তিরে লালস।
শ্রীনিত্যানন্দ পরিবার, অটন্তি অতিশুদ্ধাচার।
যে অটে তাহাঙ্কর শিষ্য, বৈষ্ণব জয়রাম দাস।
তাঙ্ক প্রীতিরে বশ হেলি, ভাগবতকু গীতকলি" ॥

খোলাবেচা—'শ্রীধর' দেখুন।

[গ]

গঙ্গা—শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-সুতা। (গঙ্গাদেবী দেখ)।

গঙ্গাদাস—শ্রীনিত্যানন্দ-পারিষদ। রাঢ়দেশী চতুর্ভুজ পণ্ডিতের পুত্র [চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৫।৭৪৫]।

নিত্যানন্দ-প্রিয় পণ্ডিত গঙ্গাদাস।
পূর্ব্বে যার ঘরে নিত্যানন্দের বিলাস ॥ [জঃ চৈঃ মঃ]

ইঁহারা তিন ভ্রাতা—

বিষ্ণুদাস, নন্দন, গঙ্গাদাস তিন ভাই।
পূর্ব্বে যার ঘরে ছিলা নিত্যানন্দ গোসাঞি ॥

(চৈঃ চঃ আদি ১১।৪৩)

২-৩ শ্রীরসিকানন্দ শিষ্যদ্বয়—

রসিকের শিষ্য গঙ্গাদাস মহাশয়।
অতি প্রেমময় মূর্ত্তি শ্রীধর-তনয় ॥

(রঃ মঃ পশ্চিম ১৪।১১৮ ও ১৪৯)

গঙ্গাদাস দত্ত—শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য।

গোপাল দত্ত, রামদেব দত্ত, গঙ্গাদাস দত্ত আর।
মনোহর মোক্ষ, অর্জ্জুন বিশ্বাস, অতিশুদ্ধাচার ॥

(প্রেম ২০)

জয় শ্রীগঙ্গাদাস দত্ত দুঃখীর জীবন ।
নিরন্তর কহে যেঁহ নাম-সংকীর্ত্তন ॥ (নরো ২২)

গঙ্গাদাস পণ্ডিত—পূর্ব্বলীলায় সান্দীপনি। মহাপ্রভুর শাখা। শ্রীধাম নবদ্বীপ। প্রভুর বিদ্যাগুরু।

প্রভুর অত্যন্ত প্রিয় পণ্ডিত গঙ্গাদাস।
যাঁহার স্মরণে হয় ভববন্ধ-নাশ ॥
(চৈঃ চঃ আদি ১০।২৯)
গঙ্গাদাস পণ্ডিত স্থানে পড়ে ব্যাকরণ ।
শ্রবণমাত্রে কণ্ঠে কৈল সূত্রবৃত্তিগণ ॥
[চৈঃ চঃ আদি ১৫।৫]

গঙ্গাদাস রায়—শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য।

আর শাখা গন্ধর্ব রায়, গঙ্গাদাস রায়। (প্রেম ২০)
জয় গঙ্গাদাস রায় স্নেহের মূরতি।
অতি অলৌকিক যার প্রেমভক্তি-রীতি ॥
(নরো ১২)

গঙ্গাদেবী—শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধির মাতা ঠাকুরাণী। শ্রীবাণেশ্বর ব্রহ্মচারীর গৃহিণী। (পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি দেখ)।

২ শ্রীশ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর কন্যা।

জীরাটে মাধবাচার্য্য আর গঙ্গাদেবী ॥

ইনি সাক্ষাৎ ভাগীরথী বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। মাধব চট্টোপাধ্যায়ের পত্নী। ইঁহার পুত্র—গোপীবল্লভ। ইঁহারা জীরাটে গঙ্গাবংশীয় গোস্বামী বলিয়া পরিচিত।

গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য—শ্রীচৈতন্যদাসের পূর্ব্বনাম। ইনি শ্রীনিবাস আচার্য্যের পিতাঠাকুর। (চৈতন্যদাস ভট্টাচার্য্য দেখ)।

গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী—বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ। শ্রীলনরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য। ইনি "ঠাকুর চক্রবর্ত্তী" নামেও খ্যাত। শ্রীপাট—সুরধনীতীরে গাম্ভিলাগ্রামে।

আর শাখা গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী।
গঙ্গাতীরে গাম্ভিলা গ্রামে যাঁর স্থিতি ॥
ঠাকুর চক্রবর্ত্তী বলি তাঁরে সবে কন ॥
(প্রেম ২০)

ইনি বিশেষ পণ্ডিত এবং সমাজে খুবই গণ্যমান্য ছিলেন। নিত্য পাঁচ শত ছাত্রকে অন্নদান ও বিদ্যাদান করিতেন।

বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ তিঁহো পণ্ডিত প্রধান।
পাঁচ শত পড়ুয়ার নিত্য অন্ন করে দান ॥ ঐ

গঙ্গানারায়ণ
কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়া — কৃষ্ণচরণ চক্রবর্ত্তী (পোষ্যপুত্র)

ইঁহার পত্নীর নাম নারায়ণী দেবী এবং কন্যার নাম—বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী। গঙ্গানারায়ণ স্ত্রী এবং কন্যাকেও দীক্ষা দিয়াছিলেন। ইঁহারাও বিশেষ ভক্তিমতী। গঙ্গানারায়ণের পুত্র ছিল না; এজন্য স্বীয় গুরুভ্রাতা রামকৃষ্ণ আচার্য্য বা চক্রবর্ত্তীর কনিষ্ঠ পুত্র কৃষ্ণচরণকে পোষ্যরূপে গ্রহণ করিয়া দীক্ষা দেন। ইনি শ্রীবৃন্দাবনে ভজন-সাধন গুণে ভক্তবৃন্দের অতীব প্রিয় হইয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় ইঁহার ছাত্র ছিলেন।

গাম্ভিলাগ্রাম বর্ত্তমানে 'গামলা' নামে খ্যাত। ইহা মুর্শিদাবাদ—বালুচরের অন্তর্গত। ভক্তিরত্নাকর, প্রেমবিলাস, নরোত্তমবিলাস প্রভৃতি গ্রন্থে ইঁহার বিবরণ পাওয়া যায়। ইনি পূর্ব্বে বিদ্যার অহঙ্কারে মত্ত হইয়া শ্রীলঠাকুর মহাশয়কে অবজ্ঞা করিতেন। শ্রীঠাকুর মহাশয়ের প্রসিদ্ধ অপর শিষ্য হরিরাম আচার্য্যের সঙ্গগুণে ইনি তাঁহার প্রভাব বিশেষরূপে বুঝিতে পারেন ও পরে তাঁহার কৃপাপ্রাপ্ত হয়েন।

মুঞি বিপ্রাধম, তুচ্ছ বিদ্যা অহঙ্কারে।
না বুঝিয়া অবজ্ঞা কৈনু সে মহাশয়েরে ॥
ঐছে মনে বিচারিয়া গঙ্গানারায়ণ।
আপনা মানিয়া দীন করয়ে ক্রন্দন ॥
করিতে ক্রন্দন হইল ভক্তির উদয়।
(নরো ১০)

গঙ্গানারায়ণ দীক্ষাপ্রার্থী হইলে শ্রীনরোত্তম ঠাকুর তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—"আপনি ব্রাহ্মণ, এরূপ আচরণ করিলে দেশস্থ ব্রাহ্মণগণ আপনাকে কি বলিবে?" তাহাতে গঙ্গানারায়ণ বলিয়াছিলেন ;—

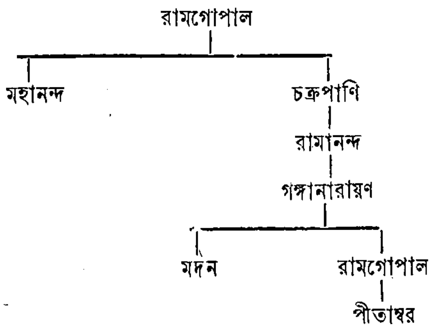
চক্রবর্ত্তী কহে—প্রভু! কৃপা কর যারে।
সে কি হেন ভক্তিহীন বিপ্রে ভয় করে ॥ ঐ

শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের কৃপায়—

সর্ব্বশাস্ত্র বিশারদ গঙ্গানারায়ণ।
গোস্বামীগণের গ্রন্থ কৈলা অধ্যয়ন॥
নিরবধি সংকীর্ত্তন-সুখের পাথারে।
গঙ্গানারায়ণ মহা আনন্দে সাঁতারে॥ ঐ

গঙ্গানারায়ণের বহু শিষ্য ছিল। তিনি ব্রাহ্মণ হইয়া কায়স্থের শিষ্য হইয়াছেন—এজন্য বিস্তর ব্রাহ্মণ পণ্ডিত তাঁহাকে নির্য্যাতন ও নিন্দাবাদ করিতেন। কালে ঠাকুর মহাশয়ের প্রভাবে সেই সমুদয় ব্রাহ্মণগন ও গঙ্গানারায়ণের শ্রীচরণে পতিত হইয়া দীক্ষা গ্রহণ করেন। (নরোত্তম ঠাকুর দেখ)।

গঙ্গানারায়ণ চৌধুরী—শ্রীঅদ্বৈত-শাখার চক্রপাণি (চৌধুরীর) পৌত্র। রামানন্দের পুত্র। (চক্রপাণি দেখ) গঙ্গানারায়ণের দুই পুত্র—মদন ও রামগোপাল। রামগোপালের পুত্র রসমঞ্জরী-প্রণেতা পীতাম্বর। — (বঃ ভাঃ সাঃ)। মদন—গোবিন্দলীলামৃতের অনুবাদক। রামগোপাল—রসকল্পবল্লী-প্রণেতা।



গঙ্গামন্ত্রী—শ্রীগদাধর শাখা। উড়িষ্যাবাসী।

গঙ্গামন্ত্রী, মামুঠাকুর, কণ্ঠাভরণ॥ [চৈঃ চঃ আ ১২।৮]
গঙ্গামন্ত্রিণমীড়েঽহং সেবাসৌখ্য-বিলাসিনম্।
নামপ্রেম প্রকাশার্থং স্বর্ধুন্যা যঃ সুমন্ত্রিতঃ॥
[শাঃ নিঃ ১১]

ইনি পূর্বলীলায় চন্দ্রিকা [গৌঃ গঃ ১৯৬,২০৫]

গঙ্গাহরিদাস—শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য।

গঙ্গাহরিদাস শাখা সর্বাংশে উত্তম। (প্রেম ২০)
জয় গঙ্গাহরি দাস গঙ্গাতীরে স্থিতি।
লোকে চমৎকার দেখি যার ভক্তি রীতি॥ (নরো ১২)

গজপতি প্রতাপরুদ্রদেব—উড়িষ্যার স্বাধীন নরপতি। মহাপ্রভুর শাখা। (প্রতাপরুদ্রদেব দেখ)। শাখানির্ণয়ামৃতে ইঁহাকে শ্রীপণ্ডিত গদাধরের শাখায় অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। পূর্বলীলার ইনি ইন্দ্রদ্যুম্ন ছিলেন।

গজেন্দ্র মথুরা দাস—শ্রীরসিকানন্দ-শিষ্য। [দুই নাম কি ?]

গজেন্দ্র মথুরা দাস বড় শুদ্ধমতি।
রসিকেন্দ্র বিনা তার আন নাহি গতি॥
(রঃ মঃ পশ্চিম ১৪।১৩৪)

গণেশ চৌধুরী—শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য।

চন্দ্রশেখর, গনেশ চৌধুরী, শ্রীগনেশ রায়।
(প্রেম ২০)
জয় জয় গণেশ চৌধুরী মগ্ন গানে।
দিবানিশি যায় কৈছে কিছু নাহি জানে॥
(নরো ১২)

গনেশ রায়—শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য।

চন্দ্রশেখর, গনেশ চৌধুরী, শ্রীগণেশ রায়॥
(প্রেম ২০)

গতিগোবিন্দ—শ্রীনিবাস আচার্য প্রভুর কনিষ্ঠ পুত্র ও শিষ্য। নামান্তর—গোবিন্দগতি। ইনি বীরচন্দ্র-চরিতাবলম্বনে **'বীররত্নাবলী'** রচনা করেন। পদাবলী-সাহিত্যেও ইঁহার দান আছে। [ক্ষণদা ১৫।২, ২০।২]

গদাধর—বরহামপুরবাসী ভক্ত। ইঁহার প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীলালবিহারী বিগ্রহের কথা ভক্তমালগ্রন্থে দৃষ্ট হয়।

২ শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর শিষ্য। শ্রীপাট—গোপীবল্লভপুর।

উদ্ধব, অক্রুর, মধুসূদন, গোবিন্দ।
জগন্নাথ, গদাধর আর সুন্দরানন্দ॥
(প্রেম ২০)

গদাধর দাস বা দাস গদাধর—শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-পারিষদ। ইঁহার শ্রীপাট—কলিকাতার চারিক্রোশ উত্তরে ভাগীরথী তীরে এড়িয়াদহ গ্রামে। প্রথমে ইনি মহাপ্রভুর নিকট পুরীধামে থাকিতেন, পরে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে যখন মহাপ্রভু গৌড়ে প্রেম প্রচারের জন্য প্রেরণ করেন, তখন এই গদাধর ও রামদাস প্রভৃতি ভক্তকে সঙ্গে দিয়াছিলেন। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু গদাধর দাসের গৃহে দানলীলা করিয়া-

ছিলেন। গদাদর দাস বড়ই তেজস্বী ভক্ত ছিলেন। এক দিন স্বগ্রামের মুসলমান কাজীর নিকট গমন করত তাহাকে হরিনাম গ্রহণ করিবার জন্য আজ্ঞা করেন এবং গদাধরের কৃপাতেই উক্ত কাজী হরিপরায়ণ হন। অদ্যাপি দাস গদাধরের দেবালয়, দানলীলা-ক্ষেত্র গদাধরঅঙ্গন ও গদাধরের সমাধিবেদী এড়িয়াদহে বর্ত্তমান আছে।

কলিকাতার বলাইচাঁদ মল্লিক মহাশয় উক্ত দেবালয়ের বর্ত্তমান স্বত্বাধিকারী। তিনি বহু অর্থব্যয়ে প্রাচীন স্থানগুলি সুসংস্কৃত করিয়া দিয়াছেন। তিরোভাব-উৎসব—কার্ত্তিকী কৃষ্টাষ্টমীতে। শ্রীগদাধর দাস পাণিহাটির দণ্ড মহোৎসবে উপস্থিত ছিলেন। শ্রীপাট কাটোয়াতেও ইঁহার বাস ছিল। ইনি শ্রীনিবাস আচার্য্য অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন। প্রথমতঃ শ্রীধাম নবদ্বীপে অবস্থানকালে শ্রীশ্রীশচীমাতার এবং শ্রীশ্রী বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন। উঁহাদের অন্তর্ধানে কাটোয়াতে গমন করত শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। বর্ত্তমানে কাটোয়ার শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর বাটীই গদাধর দাসের দেবালয়। শ্রীল যদুনন্দন চক্রবর্ত্তী নামক ইঁহার একজন ব্রাহ্মণ-শিষ্য ছিলেন।

শ্রীযদুনন্দন চক্রবর্ত্তী বিজ্ঞবর।
যাঁর ইষ্টদেব প্রভু দাস গদাধর ॥

[ভক্তি ৯।৩৬৭ [

কি বলিব কার্ত্তিকের কৃষ্ণাষ্টমী দিনে।
মোর প্রভু অদর্শন হৈলা এইখানে ॥

[ভক্তি ৯।৩৬২]

শ্রীদাস গদাধরের তিরোভাব উৎসবে শ্রীনিবাস প্রভু অধ্যক্ষ হইয়াছিলেন এবং বহু স্থানের মহান্তবৃন্দ আগমন করিয়াছিলেন। উক্ত উৎসবও খেতুরীর উৎসবের ন্যায় বৈষ্ণব সমাজের প্রসিদ্ধ ঘটনা।

কাটোয়ার বর্ত্তমান মহাপ্রভুর বাটীতে কেশবভারতীয় সমাধির নিকটে ইহাঁর সমাধি দৃষ্ট হয়।

৩ শ্রীবৃন্দাবনবাসী।

সম্ভ্রমে বন্দিব আর গদাধর দাস।
বৃন্দাবনে অতিশয় যাঁহার প্রকাশ ॥

[বৈষ্ণব বন্দনা]

৪ ইনি মহাভারতের অনুবাদক কাশীরাম দাসের কনিষ্ঠ সহোদর। পিতার নাম কমলাকান্ত দাস। গদাধরের অপর ভ্রাতার নাম **কৃষ্ণদাস**। কমলাকান্ত দাস পুরীধামে বাস করিয়াছিলেন। গদাধর দাসও ঐস্থানে থাকিতেন। (১৭৭০ শকাব্দায়) পুরী জেলার মাথনপুর গ্রামে "পুরুষোত্তম মাহাত্ম্য" (পরে ঐস্থানের নাম **'জগৎমঙ্গল'** হয়) রচনা করেন। গ্রন্থের সর্ব্বপ্রথমেই তিনি শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ দেবের বন্দনা করিয়াছেন।

কাশীরাম দাসের ভ্রাতা গদাধর দাস গৌরভক্ত ছিলেন। ইহার নিবাস অগ্রদ্বীপের সমীপে ইন্দ্রাণী গ্রামের নিকট গণিসিংহ গ্রামে। যথা—

ভাগীরথী-তটেবাড়ী ইন্দ্রায়ণী নাম।
তার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত গণিসিংহ গ্রাম ॥
অগ্রদ্বীপে গোপীনাথ রায় পদতলে।
নিবাস আমার সেই চরণকমলে ॥

জগৎমঙ্গলের প্রথমেই গৌর-অবতারের পৌরাণিক প্রমাণ সংগ্রহ ও তাহার অনুবাদ করিয়া জগতের মঙ্গল করিয়াছিলেন। শেষে আছে—

শ্রীচৈতন্য অবতার কথা পুরাতন।
ভক্তিভাব করি' ইহা শুনে যেই জন ॥
কোটি কোটি জন্ম পাপ ততক্ষণে দহে।
অভক্ত যত তারা নিকটে না রহে।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য তাঁরে দেন প্রেমদান।
তুলনায় নাহিক দিতে তাঁহার সমান ॥
সাদরে শুনহ নর হেলা না করিহ।
ভবসিন্ধু তরিবারে তরণী বান্ধহ ॥
বায়ুপুরাণের কথা শুনহ শ্রবণে।
চৈতন্যচরিত দীন গদাধর ভণে ॥

গদাধর পণ্ডিত—'পণ্ডিত প্রভু' "গদাই" ইত্যাদি নামেও খ্যাত। পঞ্চতত্ত্বের একতম। (পূর্ব্বলীলায় শ্রীমতী রাধিকা।) বারেন্দ্রশ্রেণীর ব্রাহ্মণ, কাশ্যপগোত্র, পিতার নাম—শ্রীলমাধব মিশ্র। মাতার নাম—শ্রীমতী রত্নাবতী দেবী। ইহার কনিষ্ঠ ভ্রাতার নাম—বাণীনাথ। ১৪০৮ শকাব্দে বৈশাখী অমাবস্যা তিথিতে গদাধরের জন্ম হয়। ১২ বৎসর পর্য্যন্ত ইনি বেলিটী গ্রামে বাস করেন। ১৩ বৎসরে ইনি নবদ্বীপে মাতুলালয়ে আগমন করেন।

কেহ বলেন—কান্দিপুরের ধনাঢ্য ব্যক্তি সুররাজ গদাধরকে বেলিটি হইতে ভরতপুরে আনয়ন করেন। গদাধর পণ্ডিত আকুমার ছিলেন। ইহার গুরুর নাম—**পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি**।

গদাধর মহাপ্রভুর চিরসঙ্গী। প্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে তিনিও মহাপ্রভুর সঙ্গে নীলাচলে গমন করিয়াছিলেন। ইনি প্রভুকে ভাগবত শ্রবণ করাইতেন। ১৪৫৬ শকে ৪৭ বৎসর বয়ঃক্রমকালে (মহাপ্রভুর অপ্রকটের ১১ মাস পরে) ইনিও পুরীধামে জ্যৈষ্ঠী অমাবস্যায় অপ্রকট হন।

গদাধরের গীতাগ্রন্থের মধ্যে মহাপ্রভু স্বহস্তে একটি শ্লোক লিখিয়া দিয়াছিলেন।

গদাধর ভট্ট—পূর্ব্বলীলায় রঙ্গদেবী (গৌঃ গঃ ১৬৫)। তৈলঙ্গ দেশে হনুমানপুরে শ্রীপাট।

২ শ্রীরঘুনাথভট্টের শিষ্য। **'মোহিনীবাণী'** নামক পদাবলীর রচয়িতা। ইহার রচনা রসাল ও ভাবগম্ভীর। কথিত আছে যে ইঁহার একটি পদ্য আস্বাদন করিয়াই শ্রীপাদ শ্রীজীব আনন্দে অধীর হইয়া ইহাকে শ্রীবৃন্দাবনে আনয়ন করিবার জন্য একটি শ্লোক লিখিয়া দুই জন বৈষ্ণবকে ইঁহার দেশে পাঠাইয়াছিলেন।

(ভক্তমাল ২৩শ দ্রষ্টব্য)

শ্রীজীবগোস্বামী প্রিয় ভট্ট গদাধর।
স্ফুরাহ শ্রীভাগবত অর্থ মনোহর॥ (নামা ২৭১)

গদাধর ভাস্কর—শ্রীপাট দাঁইহাট।

'ভাস্কর ঠাকুর বন্দ বিশ্বকর্ম্মানুভব' (বৈষ্ণব-বন্দনা) ইহার বংশধরগণ অদ্যাপি দাঁইহাটে বর্ত্তমান আছেন। ইহাদের দ্বারা নির্ম্মিত প্রস্তরের শ্রীবিগ্রহ সকল অতীব সুন্দর; ইহারা বৈষ্ণব-পরিবার।

গন্ধর্ব্ব কুমুদানন্দ—বর্দ্ধমান জেলায় দাঁইহাট গ্রামে শ্রীপাট। কোন কোন গ্রন্থে ইনি ১০ম গোপাল এবং কোন কোন গ্রন্থে উপগোপাল রূপে বর্ণিত আছেন। আবার কুমুদানন্দ-স্থানে 'মুকুন্দানন্দ' পাঠও আছে।

ইঁহার আদি বাসস্থান—চট্টগ্রামে। দাঁইহাটে বর্ত্তমানে কোন চিহ্ন নাই। পাটবাড়ীর স্থানটী বর্ত্তমানে একজন গৃহস্থের বাটির মধ্যে আছে। ইঁহার প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীরসিকরাজ বিগ্রহ বর্ত্তমানে দাঁইহাট গ্রামের রামচরণ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের বংশীয় গোস্বামিগণদ্বারা সেবিত হন।

গন্ধর্ব্বর খাঁ—প্রকৃত নাম গোবিন্দ বসু। গৌরভক্ত, হুগলী জেলার শেয়াখালাতে নিবাস ছিল। ইনি হোসেন সা বাদশাহের উচ্চ রাজকর্ম্মচারী ছিলেন। হোসেনসার উজীর পুরন্দর খাঁ ইঁহার ভ্রাতা। (হোসেন সা দেখ)।

গন্ধর্ব্ব রায়—শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য।

তাঁর শাখা গন্ধর্ব্ব রায়, গঙ্গাদাস রায়। (প্রেম ২০)
জয় শ্রীগন্ধর্ব্ব রায় গানে বিচক্ষণ।
যার গানে লজ্জা পান গন্ধর্ব্বের গণ॥ (নরো ১২)

ইহার পুত্রের নাম—মদন রায়।

গরুড়—শ্রীগৌরপার্ষদ। বৈকুণ্ঠ-পার্ষদ কুমুদ (গৌঃ গঃ ১১৬)।

গরুড় অবধূত—শ্রীগৌরপার্ষদ সন্ন্যাসী, মহাভাগবত ও কুমুদনিধি (গৌঃ গঃ ৯৮-১০১)।

গরুড় পণ্ডিত—'গরুড়' ও 'গরুড়াই' নামেও খ্যাত। শ্রীচৈতন্য-শাখা। ইনি নামের বলে সর্পবিষ পরিপাক করিয়াছিলেন।

গরুড় পণ্ডিত লয় শ্রীনাম মঙ্গল।
নাম-বলে বিষ যাঁরে না করিল বল॥

[চৈঃ চঃ আদি ১০।৭৫]

পূর্ব্বলীলায় ইনি 'গরুড়' ছিলেন [গঃ গঃ ১১৭]।

গালীম—শ্রীচৈতন্য শাখায় উল্লিখিত, কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না। (চৈঃ চঃ আদি ১০।১১২, ইহা উপাধি কি ?)

প্রহে শ্রীপুরুষোত্তম গালীম! বিখ্যাত।
মো অধমে বারেক করহ দৃষ্টিপাত॥ (নামা ২৭০)

গিরিধর দাস—শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের শিষ্য। ইনি **"পরকীয়ারস-স্থাপন-সিদ্ধান্ত-সংগ্রহ"** নামে গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

২—১৬৫৮ শাকে ইনি 'শ্রীগীতগোবিন্দের' বঙ্গানুবাদ রচনা শেষ করেন।

গীতাপাঠী ব্রাহ্মণ—(নাম অজ্ঞাত) মহাপ্রভু দক্ষিণে শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে, ব্যেঙ্কটাচার্য্যের গৃহে যখন চাতুর্ম্মাস্য ব্রত পালন করিতেছিলেন, তখন—

সেই ক্ষেত্রে রহে এক বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ
দেবালয়ে বসি করে গীতা আবর্ত্তন ॥
(চৈ চঃ মধ্য ৯।৯৩)

ব্রাহ্মণের বিদ্যা কিছুই ছিল না—গীতাপাঠ করিতে করিতে কতই অশুদ্ধ উচ্চারণ করিতেন এবং লোকে উপহাস করিত, কিন্তু সেদিকে তাঁহার লক্ষ্য ছিল না—অবিরত গীতাপাঠ লইয়াই থাকিতেন এবং প্রেমভরে মত্ত হইতেন। বিপ্রবরের এই প্রকার সাত্ত্বিক বিকারাদির দর্শনে মহাপ্রভু একদিবস তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

মহাপ্রভু পুছিলা তারে—শুন মহাশয়।
কোন অর্থ জানি তোমার এত সুখ হয় ॥ ঐ ৯৭

ইহাতে—বিপ্র কহে 'মূর্খ আমি, শব্দার্থ না জানি।
শুদ্ধাশুদ্ধ গীতা পড়ি, গুরু আজ্ঞা মানি' ॥ (ঐ)

আরও বলিলেন,—আমি যতক্ষণ গীতা পড়িতে থাকি, ততক্ষণ দেখি—আমার সম্মুখে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পার্থসারথি-বেশে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। তাঁহার রূপ ও সৌন্দর্য্য দর্শন করত আমি আর স্থির থাকিতে পারি না। এই জন্যই অশুদ্ধ উচ্চারণ হইলেও আমি গীতাপাঠ হইতে নিরস্ত হইতে পারি না।

প্রভু কহে—গীতাপাঠে তোমারই অধিকার।
তুমি সে জানহ এই গীতার অর্থ সার ॥

এই বলিয়া বিপ্রকে প্রেমভরে আলিঙ্গন করিলেন। বিপ্রবর গীতার কর্ত্তাকে আজ চিনিতে পারিলেন। তাই তাঁহার শ্রীচরণে পড়িয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। মহাপ্রভু বিপ্রকে উঠাইয়া গুপ্ত মহারত্ন প্রদান করত কহিলেন—

এই বাত কাঁহা না করিবে প্রকাশন ॥ ঐ ১০৬

বিপ্র প্রভুর মহাভক্ত হইলেন এবং চারিমাস প্রভু-সঙ্গে কৃষ্ণকথায় যাপন করিলেন।

গুণনিধি—ইনি 'মুকুন্দনিধি' বলিয়া উক্ত হইয়াছেন (গৌঃ গঃ ১০৩—৩)।

গুণরাজ খান—শ্রীমালাধর বসু; ইনি ১৩৯৫ হইতে আরম্ভ করত ১৪০২ শকে 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' গ্রন্থ রচনা শেষ করেন। 'গুণরাজ' খাঁ নাম নহে, ইহা জনৈক গৌড়াধিপতি প্রদত্ত উপাধি। ইঁহার পিতা—ভগীরথ বসু এবং মাতা—ইন্দুমতী। কান্যকুব্জ হইতে আদিশূর-কর্তৃক আনীত দশরথ বসুর ত্রয়োদশ অধস্তন। কুলীনগ্রাম ইঁহাদের বাসস্থান। শ্রীকৃষ্ণবিজয়-সম্বন্ধে স্বয়ং মহাপ্রভুর উক্তি—

গুণরাজ খান কৈল 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়'।
তাঁহা একবাক্য তাঁর আছে প্রেমময় ॥
'নন্দনন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ।'
এই বাক্যে বিকাইনু তাঁর বংশের হাত ॥
[চৈঃ চঃ মধ্য ১৫।৯৯ ১০০]

গুণার্ণব মিশ্র—সম্ভবতঃ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর জন্মভূমি ঝামটপুরে ইঁহার নিবাস ছিল। শ্রীকবিরাজ গোস্বামি-গৃহে যখন অহোরাত্র হরিনাম সংকীর্ত্তন-যজ্ঞ হইতেছিল, তখন ইনি শ্রীবিগ্রহাদির সেবাকার্য্য করিয়াছিলেন—

গুণার্ণব মিশ্র নামে এক বিপ্র আর্য্য।
শ্রীমূর্ত্তি নিকটে তেঁহো করে সেবাকার্য্য ॥

উক্ত উৎসবক্ষেত্রে শ্রীনিত্যানন্দ প্রেমে মাতোয়ারা শ্রীল রামদাস মীনকেতন নামক প্রভুর জনৈক পরিষদ শুভাগমন করিয়াছিলেন। তাঁহার আগমনে সকল ভক্ত মহাভক্তি-সহকারে তাঁহাকে আরাধন করিলেন, কিন্তু এই গুণার্ণব মিশ্র পাণ্ডিত্যগর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া রামদাস মীনকেতনকে প্রণামাদি কিছুই করিলেন না। এ জন্য রামদাস মীনকেতন গুণার্ণবকে দ্বিতীয় "সূত রোমহর্ষণ" বলিয়া অভিহিত করিলেন।

অঙ্গনে বসিয়া তিঁহো না কৈল সম্ভাষ।
তাহা দেখি ক্রুদ্ধ হঞা বলে রামদাস ॥
এই তো দ্বিতীয় সূত রোমহর্ষণ।
বলদেবে দেখি যে না কৈল প্রত্যুদ্গম ॥
[চৈঃ চঃ আদি ৫।১৬৮-৭০]

গুপ্ত বৈদ্য। মুরারি গুপ্ত দেখুন [চৈঃ মঃ সূত্র ২৭]

গুফ্ফ নারায়ণ—অভিরাম দাসের "পাটপর্য্যটন" মতে ইনি অভিরাম গোস্বামীর শিষ্য। শ্রীপাট – পাকমাল্যাটি।

"পাকামাল্যাটিতে বাস গুফ্ফনারায়ণ ॥" [পা প]

গুরুচরণ দাস—শ্রীনিবাস আচার্য প্রভুর কনিষ্ঠা পত্নীর শিষ্য এবং তাঁহারই আদেশে ইনি 'প্রেমামৃত-' নামক গ্রন্থ রচনা করেন। প্রেমবিলাসই ইহার আধার।

গুরুদাস ভট্টাচার্য্য—বৈদিক ব্রাহ্মণ। শ্রীনরোত্তম

ঠাকুরের শিষ্য। শ্রীপাট—গোপালপুর। ইহার একটি টোল ছিল, তাহাতে বহু ছাত্রকে বিদ্যাশিক্ষা দিতেন। ঐ সময়ে শ্রীঠাকুরের মহিমা বিস্তৃত হইতে থাকে। ব্রাহ্মণাদি বর্ণ তাঁহার চরণে আত্ম-সমর্পণ করিতে থাকায় গুরুদাস ভট্টাচার্য্য অতীব ক্রোধান্বিত হয়েন এবং নরোত্তমের উদ্দেশে বহু নিন্দাবাদ করিতে থাকেন। দৈবক্রমে—

নিন্দিতে নিন্দিতে তার কুষ্ঠব্যাধি হৈল।
স্বস্ত্যয়ন চিকিৎসাতে ব্যাধি নাহি গেল॥ (প্রেম ১৯)

পরে এক দিবস স্বপ্ন দেখিলেন—ভবানীদেবী উগ্রমূর্ত্তিতে তাঁহাকে বলিতেছেন—

নরোত্তম সদা তুমি শূদ্র বুদ্ধি কর।
সেই অপরাধ দুঃখ পাইয়াছ বড়॥
নরোত্তম শ্রীচৈতন্যের হয় প্রেমমূর্ত্তি।
ভক্তিতে দেখিলে তাঁরে ধায় মনের আর্ত্তি॥ ঐ

তখন গুরুচরণ ভীতভাবে শ্রীঠাকুর মহাশয়ের নিকট গিয়া তাঁহার চরণে পতিত হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। শ্রীনরোত্তম ঠাকুর তাঁহার কিছুমাত্র দোষ গ্রহণ না করিয়া নিজ সেবক করিয়া লইলেন—

শুনি' কৃপায় নরোত্তম পদ মাথে দিলা।
হৈল রোগমুক্ত সবে দেখিতে পাইলা॥
ঠাকুর মহাশয় হয় দয়ার সাগর।
করুণা করিয়া তারে করিলা কিঙ্কর॥ ঐ

গুরুপ্রসাদ সেনগুপ্ত—(শ্রীপ্রসাদ দাস) রজনীকান্ত সেনের পিতা। **'পদচিন্তামণিমালা'** নামক পদাবলীর সঙ্কলয়িতা। ইহার অধিকাংশ কবিতাই ব্রজবুলিতে রচিত। ১২৮৩ বঙ্গাব্দে প্রথমতঃ এই গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ভূমিকাতে ইনি ব্রজবুলি ভাষার স্বরবিষয়ে ও ব্যাকরণ-সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন।

গোকুল চক্রবর্ত্তী—শ্রীনিবাস আচার্য্যের কন্যা শ্রীমতী হেমলতা দেবীর শিষ্য।

শ্রীগোকুল চক্রবর্ত্তী সেবক তাঁহার।
মহাদাতা, প্রেমময়, গম্ভীর আশয়॥ (কর্ণা ২)

গোকুল দাস—শ্রীনিত্যানন্দ-শাখা।

শ্রীমন্ত, গোকুলদাস, হরিহরানন্দ॥
[চৈঃ চঃ আদি ১১।৪৯]

২ শ্রীরসিকানন্দ প্রভুর শিষ্য।

রসিকের বাল্য শিষ্য শ্রীগোকুল দাস।
কেন্দুঝুরী দেশে ভক্তি করিল প্রকাশ॥
বনভূমে বহুশিষ্য কৈল মহাশয়।
রসিকেন্দ্র বিনা তারা কিছু না জানয়॥
[রঃ মঃ পশ্চিম ১৪৯০—৯১]

ইনি গোপীবল্লভপুরে রাসোৎসবে গোপীবেশে সজ্জিত অষ্ট শিশুর একতম। [রঃ মঃ পশ্চিম ২।৪৫]

৩ যাজিগ্রাম নিবাসী প্রসিদ্ধ কীর্ত্তনীয়া। শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য।

জয় গোকুল ভক্তি রসের মূরতী।
যাঁর গানে নাই বৈষ্ণবের দেহস্মৃতি॥ (নরো ১২)

সঙ্গীতের বিষয়গুলি ইনি হস্তমুখাদির ভঙ্গিতে অতীব সুন্দরভাবে প্রাণে অঙ্কিত করিয়া দিতে পারিতেন। সঙ্গীত-শাস্ত্রে অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। কণ্ঠস্বরে ত্রিভুবন মোহিত হইয়া যাইত।

শ্রীগোকুল দাস বর্ণ বিন্যাসে মধুর।
হস্তাদি-ভঙ্গিতে ভাব প্রকাশে প্রচুর॥ ঐ

ইনি খেতুরীর উৎসবে উপস্থিত ছিলেন এবং সংকীর্ত্তন করিয়াছিলেন—

তালবদ্ধ গীত গোকুলাদি আলাপয়॥ ঐ
তালবদ্ধ গীতে বর্ণন্যাস স্বরালাপ।
আলাপে গোকুল কণ্ঠধ্বনি নাশে তাপ॥
আলাপে গমক মধ্য তার-স্বরে।
সে আলাপ শুনিতে কেবা ধৈর্য্য ধরে॥
[ভক্তি ১০।৫৩১—৩২]

শ্রীশ্রীবীরভদ্র গোস্বামী ইঁহার গীত শ্রবণে মোহিত হইয়া বলিয়াছিলেন—

গাও গাও ওহে গোকুল! প্রাণ জুড়াও আমার।
শুনিয়া গোকুল গায় হৈয়া উল্লসিত। - (নরো ১১)
গোকুল, শ্রীগোবিন্দ কবিরাজকৃত সেই অপূর্ব্ব গীত—
(জয় জগতারণ কারণ ধাম।
আনন্দকন্দ শ্রীনিত্যানন্দ নাম॥)

ইত্যাদি গান করিলে প্রভু বীরভদ্র—

গোকুলের বদনে শ্রীহস্ত বুলাইয়া।
কহিলা যতেক তারে অধৈর্য্য হইয়া॥ (নরো ১১)

৪ [গোকুলানন্দ] শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্য। শ্রীপাট—কাঞ্চনগড়িয়া। ইঁহারা দুই ভ্রাতা। গোকুল দাস ও শ্রীদাস। বৃন্দাবনের প্রসিদ্ধ হরিদাসাচার্য্য ইঁহাদের পিতৃদেব।

তথায় তাঁহার জ্যেষ্ঠ শ্রীগোকুল দাস।
ঠাকুর করিলা কৃপা পরম উল্লাস॥
মস্তকে বহিয়া জল কৃষ্ণসেবা করে।
তাঁর প্রেম-চেষ্টা কেহ বুঝিতে না পারে॥ (কর্ণা ১)

অন্যত্র—"জ্যেষ্ঠ গোকুলানন্দ কনিষ্ঠ শ্রীদাসে"।

শ্রীদাস, গোকুলানন্দ সবে প্রশংসয়।
দোঁহার চরিত্র যৈছে কহন না যায়॥ (ভক্তি ১০)

শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু বৃন্দাবন হইতে যখন গ্রন্থ লইয়া গৌড়ে আগমন করেন, তখন শ্রীল হরিদাস আচার্য্য তাঁহার দুই পুত্রকে দীক্ষা দিবার জন্য আচার্য্য প্রভুকে আজ্ঞা দিয়াছিলেন। ইহার পরে হরিদাসাচার্য্য শ্রীধাম-বৃন্দাবনে দেহরক্ষা করিলে শ্রীদাস ও গোকুলানন্দ তাঁহার তিরোভাব-উপলক্ষে মাঘ মাসের কৃষ্ণা একাদশীতে মহোৎসব করেন। তাহাতে শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভৃতি বহু ভক্তের সমাগম হয় এবং ঐ দিবস আচার্য্য প্রভু গোকুলদাস ও শ্রীদাসকে দীক্ষা দান করিয়াছিলেন। (ভক্তি ১০।৮৯—৯২)

গোকুলদাস বৈরাগী—শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য।

বিহারী দাস বৈরাগী, আর বৈরাগী গোকুল দাস॥
(প্রেম ২০)

জয় শ্রীগোকুলদাস বৈরাগী প্রবল।
নবদ্বীপ-বৃন্দাবন বাসে যে প্রবল॥ (নরো ১২)

গোকুলদাস মহান্ত—শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর শিষ্য। রাজা বীরহাম্বিরের সমসাময়িক, বিষ্ণুপুরে শ্রীপাট।

গোকুলানন্দ—ইনি "বারশত নেড়া ও তেরশত নেড়ী" দলের মধ্যে একজন। যোষিৎ-সঙ্গভয়ে দলস্থ রমানাথ প্রভৃতি চারিজনের সঙ্গে পলায়ন করেন ও ২৪ পরগণার বেলে বসিরহাটে গিয়া বাস করেন। ইঁহাদের বিষয়ে প্রবাদ এইরূপ —

কোন সময়ে শ্রীলবীরভদ্র গোস্বামী ১২ শত কয়েদীকে মুক্ত করিয়া তাহাদিগকে বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষা প্রদান করেন। পরে জাহ্নবা মাতার নিকটে উঁহাদিগকে লইয়া আসিয়া উঁহাদের জন্য ভোজ্য প্রার্থনা করিলে জাহ্নবাদেবী উক্ত কয়েদিগণ প্রকৃতই বৈষ্ণবধর্ম্মগ্রহণের উপযোগী কিনা পরীক্ষা করিবার জন্য ১৩ শত নেড়ী বা স্ত্রীলোক সৃজন করত প্রত্যেক কয়েদিকে এক জন এক নেড়ী প্রদান করিতে থাকিলে সকলেই স্ত্রীলোক গ্রহণ করিলেন; কেবল উক্ত গোকুলানন্দ ও আরও তিনজন স্ত্রীসঙ্গভয়ে ভীত হইয়া তথা হইতে পলায়ন করিলেন।

কয়েদিগণকে কারামুক্ত করিয়া তাহাদের দীক্ষাকালে মস্তক মুণ্ডিত করা হইয়াছিল। এইজন্যই তাহারা "নেড়া" নামে অভিহিত হইয়াছিল। সেই হইতেই "নেড়া নেড়ীর দল" বলিয়া প্রবাদ চলিয়া আসিতেছে।

২ শ্রীরসিকানন্দ প্রভুর শিষ্য। [রঃ মঃ পশ্চিম ১৪।১০৮]

গোকুলানন্দ দাস বা গোকুল কবীন্দ্র—শ্রীনিবাস প্রভুর শিষ্য। ভক্তিরত্নাকরমতে ইঁহার পূর্ব্ব নিবাস কড়ুইগ্রামে, পরে পঞ্চকোটের অন্তর্গত সেরগড়ে হয়।

আর এক সেবক শ্রীগোকুলানন্দ দাস।
সদা হরিনাম জপে নামেতে বিশ্বাস॥ (কর্ণা ১)
পঞ্চকোটে—সেরগড়বাসী শ্রীগোকুল।
পূর্ব্ববাস কড়ুই, কবীন্দ্র ভক্ত্যতুল॥ (ভক্তি ১০।৩৩৯)

গোকুলানন্দ দাস চক্রবর্ত্তী—শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্য।

গোকুলানন্দ দাস চক্রবর্ত্তী মহাশয়।
প্রভু কৃপা কৈলা তাঁরে সদয়-হৃদয়॥ (কর্ণা ১)

গোকুলানন্দ সেন—প্রসিদ্ধ পদকল্পতরুকার শ্রীবৈষ্ণব দাসের পুর্ব নাম। 'বৈষ্ণব দাস' দ্রষ্টব্য।

গোপাল—শ্রীনিত্যানন্দ শাখা।

বসন্ত, নবীন হোড়, গোপাল, সনাতন॥
[চৈঃ চঃ আদি ১১।৫০]

২ শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর শিষ্য।

শিখিধ্বজ, গোপাল শাখা ভজন প্রবল।
সঙ্কীর্ত্তনে নাচে, কহে হরি হরি বোল॥ [প্রেম ২০]

৩-৪ শ্রীরসিকানন্দ শিষ্যদ্বয় [রঃ মঃ পশ্চিম ১৪।১১১—১৪৪]।

গোপাল আচার্য্য · শ্রীচৈতন্য শাখা।

গোপাল আচার্য্য আর বিপ্র বাণীনাথ ॥

[চৈঃ চঃ আদি ১০।১১৪]

শ্রীগোপালাচার্য ! এই গাই অনিবার।

কাজির দমন আর কীর্ত্তন-বিহার ॥ [নামা ১৩৫]

২ শ্রীনরোত্তম বিলাসে নাম পাওয়া যায়।

'শুভানন্দ, শ্রীগোপাল আচার্য্য উদার।' [নরো]

৩ শ্রীরসিকানন্দ প্রভুর শিষ্য [রঃ মঃ পশ্চিম ১৪।১৩৩]

গোপালকৃষ্ণ পট্টনায়ক—ওড়্রদেশীয় কবি। গৌরভক্ত—ইনি স্বরচিত 'গোপালকৃষ্ণ পদ্যাবলীর' মনঃশিক্ষায় শ্রীগৌরের অন্তর্নিহিত শ্রীরাধাকৃষ্ণের উল্লেখ করিয়াছেন। এই গ্রন্থে ৯৪ পৃষ্ঠায় যে সংস্কৃত ভাষায় শ্রীগৌরবন্দনা লিখিয়াছেন, তাহাও অতিসুন্দর।

গোপাল (ক্ষত্রিয়)—মূলতানবাসী, গৌরভক্ত। পাঞ্জাবী কৃষ্ণদাসের শিষ্য। (কৃষ্ণদাস পাঞ্জাবী দেখ)।

গোপাল গুরু—শ্রীল বক্রেশ্বর পণ্ডিতের শিষ্য।

চন্দ্রশেখর, শঙ্করারণ্য আচার্য্য এই দুই জন।

গোবিন্দানন্দ, দেবানন্দ, নাহিক কথন ॥

গোপালগুরু গোস্বামীর গুণের নাহি লেখা।

বক্রেশ্বর পণ্ডিতের এই পঞ্চ শাখা ॥

[বক্রেশ্বর-চরিত, ম, ১১৬ পৃঃ]

৮পুরীধামে কাশীমিশ্রের আলয়ে মহাপ্রভুর অপ্রকটের পরে প্রভু যে গৃহে (গম্ভীরায়) অবস্থান করিতেন—সেই গম্ভীরার সেবাধিকার শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিত প্রাপ্ত হয়েন। তৎপরে তাঁহার শিষ্য গোপালগুরু গম্ভীরার সেবা করিতে থাকেন। ঐ স্থানে শ্রীশ্রীরাধাকান্তের সেবা আছে।

তাঁর পাট নীলাচলে রাধাকান্তের সেবা।

অতি মনোহর তাহা বর্ণিবেক কেবা ॥

শ্রীনরোত্তম ঠাকুর নীলাচলে গমন করিয়া গোপাল গুরুকে দর্শন করিয়াছিলেন—

শ্রীগোপাল গুরু অতি অধৈর্য্য হিয়ায়।

নরোত্তমে কোলে করি কান্দে উভরায় ॥

(ভক্তি ৮।৩৮৯)

কার্ত্তিকী শুক্লা নবমীতে শ্রীগোপালগুরুর তিরোধান হয়। ইঁহার রচনা—শ্রীগৌরগোবিন্দার্চন পদ্ধতি।

গোপাল চক্রবর্ত্তী—শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্য এবং শ্বশুর। শ্রীপাট—যাজিগ্রাম। গোপাল চক্রবর্ত্তীর ভ্রাতার নাম—বৃন্দাবন চক্রবর্ত্তী। গোপালের দুই পুত্র—শ্যামদাস (শ্যামানন্দ) ও রামচরণ (রামচন্দ্র) এবং এক কন্যা—শ্রীমতী দ্রৌপদী।

প্রভুর শ্বশুর দুই অতি বিচক্ষণ।

দোহার চরিত্র কিছু না যায় বর্ণন ॥

শ্রীগোপাল চক্রবর্ত্তী প্রভুর প্রিয় ভৃত্য।

অবিশ্রাম ঝরে আঁখি, কীর্ত্তনে করে নৃত্য ॥

[কর্ণা ১]

অন্যত্র—যাজিগ্রামে বৈসে শ্রীগোপাল চক্রবর্ত্তী।

আচার্য্যেরে কন্যা দিতে তার মহা আর্ত্তি ॥

বৈশাখের শুভ কৃষ্ণা তৃতীয়া দিবসে।

কন্যাদান করয়ে আচার্য্য শ্রীনিবাসে ॥

[ভক্তি ৮।৪১০-১৪]

উক্ত শ্রীমতী দ্রৌপদী দেবীর সহিত শ্রীনিবাস প্রভুর বিবাহ হইয়াছিল। শ্রীখণ্ডের শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুর এ বিবাহের ঘটক ছিলেন।

২ শ্রীনরোত্তর ঠাকুরের প্রশিষ্য অর্থাৎ রামকৃষ্ণ আচার্যের শিষ্য। কোমরপুরে শ্রীপাট।

কোমরপুরেতে শ্রীগোপাল চক্রবর্ত্তী।

সকল লোকেতে যাঁর গায় গুণকীর্ত্তি ॥

[নরো ১২]

৩ সপ্তগ্রামের প্রসিদ্ধ হিরণ্যদাস ও গোবর্দ্ধন দাস মজুমদার-গৃহে (শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর গৃহে) কর্ম্মচারী ছিলেন।

গোপাল চক্রবর্ত্তী নাম এক ব্রাহ্মণ।

মজুমদারের ঘরে সেই আরিন্দা ব্রাহ্মণ ॥

গৌড়ে রহে, পাতসাহ আগে আরিন্দাগিরি করে।

বার লক্ষ মুদ্রা সেই পাতসাহেরে ভরে ॥

পরম সুন্দর পণ্ডিত, নবীন যৌবন।

নামাভাসে 'মুক্তি' শুনি না হৈল সহন ॥

(চৈঃ চঃ অন্ত্য ৩।১৮৮-৯০)

আরিন্দাস্থলে অনেক গ্রন্থে 'কারিন্দা' পাঠ আছে— আরিন্দা অর্থে রসুইয়া ব্রাহ্মণ, আর কারিন্দা অর্থে (যাবনিক ভাষা) কর্ম্মচারী অর্থাৎ গোবর্দ্ধন দাসাদির রাজকর ইনি বাদশাহ আগে বুঝাইয়া দিতেন। এক দিবস সপ্তগ্রামে হিরণ্য দাস ও গোবর্দ্ধন দাসের সভাতে ইঁহাদের পুরোহিত বলরাম ঠাকুর শ্রীমৎ হরিদাস ঠাকুরকে লইয়া উপস্থিত হইলেন, ঠাকুর শ্রীভগবানের নামমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলে গোপাল চক্রবর্ত্তীর সহ্য হইল না, তিনি হরিদাস ঠাকুরের উপর বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া ঠাকুরকে অপমান করিলে হরিদাস ঠাকুর হাস্য করত সভা ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। বলরাম পুরোহিত গোপালকে বলিয়া গেলেন—

হরিদাস ঠাকুরের তুই কৈলি অপমান।
সর্ব্বনাশ হবে তোর না হবে কল্যাণ॥ ঐ

গোবর্দ্ধনদাস গোপালকে দূর করিয়া দিলেন। অক্রোধ পরমানন্দ হরিদাস ঠাকুর গোপালকে কোন অপরাধ গ্রহণ না করিলেও পরে—

তিন দিন রহি' সেই বিপ্রের কুষ্ঠ হৈল।
অতি উচ্চ নাসা তার গলিয়া পড়িল॥
চম্পক কলিকা সম হস্ত-পদাঙ্গুলী।
কোঁকড় হইল সব কুষ্ঠে গেল গলি॥ (ঐ)

কেহ কেহ বলেন, ইনিই চাপাল গোপাল।

গোপাল ঠাকুর—উপগোপাল। শ্রীপাট গৌরাঙ্গপুর (হুগলী জেলার থানাকুল কৃষ্ণনগরের নিকট)। ব্রজের কোকিল গোপাল।

গোপাল দত্ত—শ্রীনরত্তম ঠাকুরের শিষ্য।

গোপাল দত্ত, রামদেব দত্ত, গঙ্গাদাস দত্ত আর।
মনোহর ঘোষ, অর্জ্জুন বিশ্বাস, অতিশুদ্ধাচার॥
(প্রেম ২০)

গোপাল দাস—শ্রীচৈতন্য-শাখায় নাম পাওয়া যায়।

রামদাস কবিচন্দ্র, শ্রীগোপাল দাস।
(চৈঃ চঃ আদি ১০।১১৩)

শ্রীবৃন্দাবনে বিট্‌ঠলেশ্বরের গৃহে শ্রীগোপালদেবকে যবনভয়ে লুক্কায়িত রাখিলে শ্রীরূপ গোস্বামিপাদ ভক্তবৃন্দ-সঙ্গে তাঁহাকে দর্শন করিতে গমন করিয়াছিলেন। উক্ত ভক্তবৃন্দ মধ্যে যে গোপালদাসের নাম পাওয়া যায়, ইনিই তিনি হইবেন। ব্রজলীলার পালী (গৌঃ গঃ ১৫৮)

শ্রীগোপালদাস আর দাস নারায়ণ॥
(চৈঃ চঃ মধ্য ১৮।৫১)

২—অভিরামদাসের "পাটপর্য্যটন" মতে ইনি শ্রীঅভিরাম গোস্বামীপাদের শিষ্য। শ্রীপাট—মহেশ।

"মহেশ গ্রামেতে বাস গোপালদাস নাম॥" (পা প)।

৩—শ্রীশ্রীজীবগোস্বামিপাদের প্রিয় শিষ্য। বৈশ্যজাতি; ইঁহারই প্রার্থনাবশতঃ শ্রীজীবপ্রভু স্বকীয়ামতে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সাধনদীপিকায় (৯, শেষ)—"গোপালদাসনামা কোঽপি বৈশ্যঃ শ্রীজীবগোস্বামিপাদানাং প্রিয়শিষ্যঃ। তৎ-প্রার্থনাপরবশেন তেন স্বকীয়াত্বাং সিদ্ধান্তিতম্॥" ইত্যাদি

৪—শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর শিষ্য। শ্রীপাট—বুধুই-পাড়া।

গোপালদাস প্রভুর এক শাখা।
প্রভুর পরম প্রিয় গুণের নাই লেখা॥
বুধুইপাড়াতে বাড়ী কৃষ্ণকীর্ত্তনীয়া।
যাহার কীর্ত্তনে যায় পাষাণ গলিয়া॥ (কর্ণা ১)

ইনি ১৫১২ শাকে শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীমুকুন্দদাস গোস্বামির উপদেশে 'শ্রীরাধাকৃষ্ণরসকল্পলতা' প্রণয়ন করেন।

অন্যত্র—শ্রীআচার্য্য প্রভুর শিষ্য—বৃন্দাবনবাসী (ঐ)

৫—শ্রীনিবাস প্রভুর শিষ্য। শ্রীবৃন্দাবনে বাস করিয়া ভজন করিতেন। গোপালদাস, গোবিন্দরাম বৃন্দাবন দাস, তিন জনই আচার্য্যের শিষ্য। তিন জনই একত্র শ্রীরাধা-কুণ্ডে বাস করিয়াছেন।

তারপর কৃপা হৈল শ্রীগোপালদাসে।
এক স্থানে স্থিতি তিনে মহানন্দে ভাসে॥
শ্রীকুণ্ডনিবাসী তিন মহাভক্ত ধীর।
প্রভু-কৃপা কৈল তিনে হইয়া সুস্থির॥ (কর্ণা ১)

৬—শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর শিষ্য। শ্রীপাট—কাঞ্চন গড়িয়া।

কাঞ্চনগড়িয়াবাসী শ্রীগোপাল দাস॥
(ভক্তি ১০।১৪২)

তথা বর্ণবিপ্র প্রতি অতি শুদ্ধ দয়া।
তাঁহারে করিলা দয়া সদয় হইয়া॥

নাম শ্রীগোপালদাস, তাঁরে কৃপা কৈল।
নীচ জাতি উদ্ধারিতে তাঁরে আজ্ঞা দিল ॥
(কর্ণা ১)

এই গোপালদাসের প্রভাবে, তাঁহার গ্রামস্থ ভক্তগণ হরিনাম-গ্রহণে এরূপ তৎপর ছিলেন যে রাত্রিকালে নাম জপের সময় নিদ্রা তাড়াইবার শিখায় দড়ি দিয়া চালে বান্ধিতেন। নিত্য লক্ষ হরিনামের কম কেহ করিতেন না।

৭ শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্য। ইহাঁর পুত্রের নাম—বনমালী দাস। পিতাপুত্রে আচার্য্যপ্রভুর শিষ্য ছিলেন।

বনমালী দাসের পিতা শ্রীগোপাল দাস।
প্রভুর সেবক হয় অতি শুদ্ধাভাষ ॥ [কর্ণা ১]

৮ শ্রীনিবাসপ্রভুর শিষ্য। বনবিষ্ণুপুরের বল্লবী কবিপতি বা বল্লব কবিরাজের মধ্যম ভ্রাতা। কনিষ্ঠ সহোদরের নাম—রামদাস।

৯ শ্রীরসিকানন্দ-শিষ্য [রঃ মঃ পশ্চিম ১৪।১৫২]

১০ ইনি (১৫৯০ খৃঃ অব্দে) "ভক্তিরত্নাকর" নামক গ্রন্থ রচনা করেন। (ঘনশ্যাম বা নরহরিকৃত ভক্তিরত্নাকর হইতে ভিন্ন গ্রন্থ।)

গোপালদাস অধিকারী—(গোপাল গোসাঞি)—শ্রীবৃন্দাবনবাসী। শ্রীগদাধর পণ্ডিতের শিষ্য।

বন্দে গোপালদাসাখ্যং প্রেমভক্তিরসাশ্রয়ম্।
শ্রীমন্মদনগোপালাঙ্ঘ্রি কঞ্জদ্বন্দ্ব-সেবিনম্ ॥
[শাঃ নিঃ ৩৩]

গদাধর পণ্ডিত গোঁসাঞির শিষ্য আর।
গোসাঞি গোপাল দাসাধিক অধিকার ॥
(ভক্তি ১৩।৩১৮)

শ্রীল বীরভদ্র গোস্বামীকে শ্রীবৃন্দাবনে ভক্তগণ যখন আগুবাড়াইয়া লইয়া যান, তৎসঙ্গে ইনিও ছিলেন।

গোপালদাস ঠাকুর—শ্রীল আচার্য্যপ্রভুর শিষ্য।

বুধুই পাড়াতে বাড়ী গোপালদাস ঠাকুর।
আচার্য্যের শিষ্য কৃষ্ণ-কীর্ত্তনেতে শূর ॥ (প্রেম ২০)
তবে শ্রীগোপালদাস ঠাকুরে কৃপা কৈল।
প্রভু কৃপা পাইয়া তেঁহো অতিধন্য হৈল ॥ (কর্ণা ১)

গোপালদাস বাহাদুর—বিষ্ণুপুরের রাজা বীর-হাম্বীরের পুত্র। পূর্ব্বনাম ধাড়ীহাম্বীর। "ধাড়ীহাম্বির" বলিয়াও খ্যাত ছিলেন। শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্য। পিতামাতা প্রভৃতি সকলেই আচার্য্যের শিষ্য। শ্রীজীব গোস্বামী ধীর হাম্বিরের নাম 'গোপাল দাস' রাখেন। তিনি এই রাজকুমারকে বড়ই স্নেহচক্ষে দেখিতেন। শ্রীবৃন্দাবন হইতে গৌড়ে পত্রাদি প্রেরণ করিলে ইহার কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইতেন।

বীর হাম্বীরের পুত্র শ্রীগোপাল দাস।
শ্রীজীব গোস্বামীদত্ত এ নাম প্রকাশ ॥
শ্রীধাড়ী হাম্বীর নাম সর্ব্বত্র প্রচার।
শ্রীজীব গোস্বামী শুভ চিন্তে এ সভার ॥
(ভক্তি ১৪।২৫—২৬)

গোপাল বাহাদুর পিতার ন্যায় পরম ধার্মিক হইয়াছিলেন। এমন কি, তাঁহার রাজত্বকালে ঘোষণা করিয়া দেন, "যে ব্যক্তি হরিনাম গ্রহণ না করত জল গ্রহন করিবে, তাহার গুরুদণ্ড হইবে"। এই জন্যই প্রাচীন পদে আছে;

গোপালের কালে, রাজার মহলে,
কুক্কুটেও হরিনাম করে ॥

আমাদের দেশে "গোপালের ব্যাগার" বলিয়া যে প্রবাদবাক্য আছে, তাহা ঐ সময় হইতেই চলিত হয়। (বীর হাম্বীর দেখ)।

ইঁহার অধস্তন বংশধর রাজা চৈতন্যসিংহের ২৭১ বৎসর পূর্ব্বে প্রদত্ত ব্রহ্মোত্তর জমির ছাড়পত্র একখানি পাওয়া গিয়াছে। তাহাতে লিখিত আছে—

(বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুরের ৫।৬ ক্রোশ উত্তরে দামোদরবাটী গ্রামে প্রাপ্ত)

শ্রীশ্রীহরি শরণং
(সংস্কৃতে নামসহি—শ্রীচৈতন্য সিংহ)

স্বস্তি মল্লাবনীনাথ মহারাজাধিরাজ শ্রীশ্রীচৈতন্য সিংহ দেবমহো * * শ্রীরতনরায় সুচরিতেষু ভট্টোত্তরপট্টকমিদং কার্য্যঞ্চাগে তোমার ভট্টোত্তরের নির্ব্বন্ধ জমি ৪৫ গরল—মঞ্জুর ইহার শোদ (উঃ) সিংহজারী মৌঃ পুষ্কা বাগানগড়া সুনা—৪৫ এবং পয়তাল্লিস ওন তোমাকে ভট্টোত্তর দেওয়া গেল ও আশীর্ব্বাদ করিয়া পুত্রপৌত্রাদিক্রমে পরমসুখে ভোগ করহ পঞ্চান নিগর বেক্তকে ইতি সন ১০৮৬ সাল

২১ অগ্রহায়ণ। (দলিলের পশ্চাৎদিকে শ্রীতিলকরাম রায় সহি আছে।)

গোপালভঞ্জ রায়—শ্রীরসিকানন্দ শিষ্য [রঃ মঃ পশ্চিম ১৪।১৬১]

গোপাল ভট্ট—ছয় গোস্বামির অন্যতম। শ্রীরঙ্গমের নিকট কাবেরী তীরে বেলগুণ্ডি গ্রামে বাস।

ব্যেঙ্কট ভট্টের পুত্র শ্রীগোপাল ভট্ট। জন্ম ১৪২২ শক (১৫০০ খৃঃ)। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর শ্রীল গোপাল ভট্টকে স্বীয় ডোর, কৌপিন ও একখানি আসন দিয়া পাঠান। ঐ আসনখানি কৃষ্ণবর্ণের কাষ্ঠের পিঁড়া। উহা শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরাধারমণ-মন্দিরে পূজিত হইতেছেন।

শ্রীগোপাল ভট্ট উত্তরদেশে তীর্থভ্রমণ সময়ে গণ্ডকী নদীতীরে একটি শালগ্রাম শিলা প্রাপ্ত হয়েন। ভক্ত-বাসনায় উহাই পরে শ্রীরাধারমণ শ্রীবিগ্রহরূপে পরিণত হয়েন।

[মতান্তরে 'অনুরাগবল্লী' গ্রন্থে (১৪ পৃঃ) শ্রীরূপগোস্বামী কর্তৃক শ্রীরাধারমণ বিগ্রহের নির্মাণ-প্রসঙ্গ আছে।]

বৈশাখী পূর্ণিমাতে শ্রীরাধারমণের অভিষেক হয়। এই বিগ্রহ শ্রীবৃন্দাবন ধামে পূর্বহইতেই বিরাজিত আছেন। আরঙ্গজেবের ভয়ে স্থানান্তরিত করা হয় নাই। শ্রীবৃন্দাবনেই লুক্কায়িত রাখা হইয়াছিল। শ্রীবিগ্রহের বামে শ্রীমতী নাই। তৎপরিবর্ত্তে সিংহাসনের বাম ভাগে একটি রৌপ্য মুকুট রাখা হয়। উঁহাকে শ্রীমতীর প্রতিভূ বলা হয়। প্রাচীন মন্দির নাই। বর্ত্তমানের মন্দির লক্ষ্ণৌ-নিবাসী সাহ কুন্দন-নামক জনৈক বণিক্ ও তাঁহার ভ্রাতা-দ্বারা নির্মিত। ১৫০৭ শকের আষাঢ়ী শুক্লা পঞ্চমীতে শ্রীল গোপাল ভট্টের তিরোভাব তিথি। শ্রীরাধারমণের শ্রীমন্দিরের পশ্চাতে উঁহার সমাধি আছে।

'শ্রীহরিভক্তিবিলাস'-নামক বৈষ্ণব স্মৃতি ইঁহার রচনা বলিয়া কেহ কেহ বলেন, কিন্তু ভক্তিরত্নাকরে (১।১১-১৮) প্রকাশ যে শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী ভট্টের নামেই উহা প্রচার করেন।

করিতে বৈষ্ণবস্মৃতি কৈল ভট্ট মনে।
সনাতন গোস্বামী জানিলা সেইক্ষণে॥
গোপালের নামে শ্রীগোস্বামী সনাতন।
করিল শ্রীহরিভক্তিবিলাস বর্ণন॥

পদাবলি সাহিত্যেও ইঁহার দান আছে। পদকল্পতরুর ১০১১, ২৮২৪ ও ২০৬৭ সংখ্যক পদগুলি ইঁহার রচিত। এতদ্ব্যতীত ইনি শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতের উপর 'শ্রীকৃষ্ণবল্লভা' নাম্নী টীকা করিয়াছেন। ভক্তিরত্নাকর ১।২২৮, অনুরাগবল্লী, বিশেষতঃ সাধনদীপিকা নবম কক্ষায় (২৫৭ পৃঃ) এই টীকাটি ইঁহারই রচিত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। পদ্যাবলীতে ইঁহার একটি শ্লোক (৩৮) উদ্ধৃত হইয়াছে।

গোপাল ভট্টাচার্য—শতানন্দখানের পুত্র। খণ্ড ভগবান্ আচার্য্যের ভ্রাতা।

গোপাল ভট্টাচার্য্য নাম তাঁর ছোট ভাই।
কাশীতে বেদান্ত পড়ি গেলা তাঁর ঠাঁই॥
[চৈঃ চঃ অন্ত্য ২।৮১]

গোপাল কাশীতে অনেকদিন বেদান্ত পড়িয়া নীলাচলে ভ্রাতার নিকট গমন করেন—ভগবান্ আচার্য্য সাগ্রহে তাঁহাকে মহাপ্রভুর নিকট লইয়া গেলেন। গোপালের অন্তরে বিদ্যার গর্ব্ব ছিল। এজন্য অন্তর্য্যামী প্রভু বাহ্যে গোপালকে প্রীতিভাব দেখাইলেন।

একদিবস ভগবান্ আচার্য্য শ্রীস্বরূপ দামোদরকে বলিলেন, "গোপাল কাশী হইতে কিরূপ বেদান্ত পড়িয়া আসিয়াছে, একদিন সকলে শ্রবণ করুন। স্বরূপ গোস্বামী ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন—

বুদ্ধিভ্রষ্ট হইল তোমার গোপালের সঙ্গে।
মায়াবাদ শুনিবারে উপজিল রঙ্গে॥
বৈষ্ণব হইয়া সেবা শারীরক ভাষ্য শুনে।
সেব্য-সেবক ভাব ছাড়ি আপনাকে ঈশ্বর মানে॥
[ঐ ৯৪-৯৫]

ভগবান্ আচার্য্য পরদিন গোপালকে দেশে পাঠাইয়া দিলেন।

গোপাল ভুঞা—শ্রীরসিকানন্দ প্রভুর শিষ্য [রঃ মঃ পশ্চিম ১৪।১৪৪]

গোপাল মণ্ডল—শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্য।

তবে প্রভু কৃপা কৈল গোপাল মণ্ডলে।
প্রভুপদে নিষ্ঠা যার অতিনিরমলে॥ (কর্ণা ১)।

গোপাল মিশ্র—শ্রীঅদ্বৈত-শাখা। শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর পুত্র।

শ্রীগোপাল নামে আর আচার্য্যের সুত।

[চৈঃ চঃ আদি ১২।১৯]

একদা পুরীধামে গুণ্ডিচামার্জ্জনের সময় গোপাল হঠাৎ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন। অদ্বৈতপ্রভু বহু তন্ত্রমন্ত্র উচ্চারণ করিয়াও সংজ্ঞা আনাইতে পারিলেন না। শেষে মহাপ্রভু আচার্য্যের রোদন দেখিয়া আর থাকিতে পারিলেন না—গোপালের হস্ত ধারণ করত "উঠহ গোপাল" বলিবামাত্র গোপাল উঠিয়া বসিলেন।

২ ইনি শ্রীলসনাতন গোস্বামীর পুরোহিতের পুত্র এবং শ্রীসনাতনের শিষ্য ছিলেন। শ্রীবৃন্দাবনে নন্দীশ্বরে পাবন সরোবরের নিকটে ভজন করিতেন।

তথা বিপ্র শ্রীগোপাল মিশ্র সুচরিত্র।
সনাতন গোস্বামীর পুরোহিত-পুত্র॥
শ্রীসনাতনের শিষ্য সর্ব্বাংশে সুন্দর।

[ভক্তি ৫।১৩৩১-৩২]।

অদ্যাপি মাড়গ্রামে তাঁহার সন্তান।
প্রভু সনাতন বিনে না জানয়ে আন॥

(ভক্তি ১।৮২)

শ্রীনিবাস আচার্য্য রাঘব গোস্বামীর সঙ্গে শ্রীবৃন্দাবন পরিভ্রমণ করিতে করিতে ইঁহার নিকট উপস্থিত হইলে ইনি এবং উদ্ধবদাস, মাধব প্রভৃতি ভক্তগণ শ্রীনিবাসকে মহাসমাদর করিয়াছিলেন।

গোপাল হোড়—শ্রীগৌরভক্ত।

শ্রীহোড় গোপাল মোর প্রভু হউক্ সে।
শঙ্খচূড়-অরিষ্ট-কেশিরে বধে' যে॥

[নামা ১১২]

গোপীকান্ত—মহাপ্রভুর শাখায় ইঁহার নামমাত্র পাওয়া যায়—

শ্রীনিধি, শ্রীগোপীকান্ত, মিশ্র ভগবান্।

(চৈঃ চঃ আদি ১০।১১০)

গোপীকান্ত আচার্য্য—পিতার নাম—হরিরাম আচার্য্য, পিতার নিকটেই দীক্ষা লন। শ্রীহরিরামাচার্য্য শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজের শিষ্য ছিলেন। এজন্য ইঁহারা শ্রীনিবাস আচার্য্য-শাখা। ইনি পদকর্ত্তা ছিলেন। পদকল্পতরুর ২৩৮২ সংখ্যক পদ দ্রষ্টব্য।

গোপীকান্ত মিশ্র—শ্রীগৌরভক্ত।

ওহে গোপীকান্ত মিশ্র! বলিয়ে তোমায়।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণলীলা স্ফুরাহ আমায়॥ (নামা ৮৭)

গোপীজনবল্লভ—শ্রীবীরচন্দ্রপ্রভুর জ্যেষ্ঠ পুত্র (প্রেম ২৪)

২ শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্য এবং জামাতা। পিতার নাম—রামকৃষ্ণ চট্টরাজ। শ্রীপাট—বুধুইপাড়া। আচার্য্যের জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী হেমলতাদেবীর সহিত ইঁহার বিবাহ হয়।

তাঁরে কৃপা করি, প্রভু করি প্রসন্নতা।
যাঁরে সমর্পিলা কন্যা শ্রীল হেমলতা॥ (কর্ণা ১)

৩ "কর্ণানন্দে" এই নামে আর একজন শ্রীনিবাস প্রভুর শিষ্যের নাম পাওয়া যায়।

গোপীজনবল্লভ প্রতি প্রভু দয়া কৈল।
মহাভাগবত তেঁহো জগৎ ব্যাপিল॥
যাঁহার ভজন কথা কহনে না যায়।
মহামগ্ন রহে যিঁহো মানস-সেবায়॥ (কর্ণা ১)

গোপীজনবল্লভ দাস—গোপজাতি, শ্রীশ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর শাখা অর্থাৎ রসিকানন্দের শিষ্য। পিতার নাম—রসময়। খুল্লতাতের নাম—বংশী ও মথুরা দাস। রসময়ের পাঁচ পুত্র—গোপীবল্লভ, হরিচরণদাস, মাধব, রসিকানন্দ ও কিশোরদাস। ইঁহারা সকলেই শ্যামানন্দ-পরিবার, রসিকের শিষ্য। গোপীজনবল্লভ "রসিকমঙ্গল"-গ্রন্থে স্বীয় গুরুদেবের জীবনী লিখিয়াছিলেন। ইনি মেদিনীপুর জেলার ধারেন্দাগ্রামবাসী ছিলেন। শ্রীপাট গোপীবল্লভপুরে রাসোৎসবে গোপীবেশে সজ্জিত অষ্ট শিশুর একজন [রঃ মঃ পশ্চিম ২।৪৫]

গোপীজীবন—শ্রীপাট গোপীবল্লভপুরে রাসোৎসবে গোপীবেশে সজ্জিত অষ্ট শিশুর অন্যতম। [রঃ মঃ পশ্চিম ২।৪৬]

গোপীনাথ—ইনি শ্রীচৈতন্যভাগবতকার শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন দাসের সখা ছিলেন। শ্রীপাদ কেশব ভারতীর ভ্রাতা বলভদ্রের কনিষ্ঠ পুত্র গোপালের কুলোজ্জ্বলকারী গোপীনাথই দেহুড় গ্রামের বিখ্যাত ব্রহ্মচারী বংশের আদিপুরুষ।

গোপীনাথ আচার্য্য—শ্রীচৈতন্য-শাখা, শ্রেষ্ঠকুলীন বাসুদেব সার্ব্বভৌমের ভগ্নীপতি।

বড় শাখা এক সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য।
তাঁর ভগ্নিপতি—শ্রীগোপীনাথ আচার্য্য॥

[চৈঃ চঃ আদি ১০।১৩০]

মহাপ্রভুর বাল্যকালে ইনি নদীয়ায় ছিলেন। পরে পুরীধামে সার্ব্বভৌমের নিকটে বাস করেন। গোপীনাথ শ্রীগৌরাঙ্গের পরম ভক্ত ছিলেন। পুরীধামে সর্ব্বপ্রথমে ইনিই মহাপ্রভুকে শ্রীভগবানের অবতার বলিয়া প্রচার করেন এবং সার্বভৌমের নিকট উপহাসপ্রাপ্ত হয়েন। পুরীধামে মহাপ্রভুর সংবাদ পাইবামাত্র—

হেনকালে আইলা তাঁহা গোপীনাথ আচার্য্য।
নদীয়া-নিবাসী বিশারদের জামাতা।

[চৈঃ চঃ মধ্য ৬।১৮]

এই মহেশ্বরে বিশারদের আলয়।
বাসুদেব সার্বভৌম তাঁহার তনয়॥
প্রভুর ইচ্ছায় তাঁর নীলাচলে স্থিতি।
গোপীনাথ আচার্য্য যাঁর হন ভগ্নীপতি॥
গোপীনাথ প্রভু লীলা দেখে নদীয়ায়।
নীলাচলে গেলা অগ্রে প্রভুর ইচ্ছায়॥

(ভক্তি ১২।২৮১-৮৩)

শ্রীনরোত্তমঠাকুর পুরীধামে গমন করিয়া বলিতেছেন—

গোপীনাথ আচার্য্য আদি পরমবৈষ্ণব।
দেখিলাম অতিজীর্ণ হইয়াছেন সব॥ (নরো ৪)

গৌরগণোদ্দেশে (৭৫) ইনি ব্রহ্মা ও (১৭৮) চন্দ্রাবলী বলিয়া উক্ত হইয়াছেন।

গোপীনাথ ঠাকুর—শ্রীপ্রভুর স্তুতিপাঠক।

শ্রীগোপীনাথ ঠাকুর বন্দো জগৎবিখ্যাত।
প্রভুর স্তুতিপাঠে যেই ব্রহ্মা সাক্ষাত॥

(বৈষ্ণববন্দনা)

গোপীনাথ দাস পট্টনায়ক—শ্রীরসিকানন্দ প্রভুর শিষ্য।

রসিকের ভৃত্য মঙ্গরাজ হরিচন্দন।
গোপীনাথ দাস পট্টনায়ক মহাজন॥

[রঃ মঃ পশ্চিম ১৪।১০৬]

গোপীনাথ পট্টনায়ক—শ্রীচৈতন্য-শাখা। পিতার নাম ভবানন্দরায়। প্রসিদ্ধ রামানন্দ রায়ের ভ্রাতা।

রামানন্দ রায়, পট্টনায়ক গোপীনাথ।
কলানিধি, সুধানিধি, নায়ক বাণীনাথ॥

[চৈঃ চঃ আদি ১০।১৩৩]

ইনি রাজা প্রতাপরুদ্রের উচ্চ কর্ম্মচারী ছিলেন।

মালজ্যাঠা দণ্ডপাটে তার অধিকার।

রাজার নিকট দুই লক্ষ কাহন বাকী পড়ার দরুণ বড় জানার আদেশে চাঙে চাপাইয়া ইঁহাকে বহু কদর্থনা করা হয়। মহাপ্রভুর নিকট তিনবার লোক পাঠাইয়া নিবেদন করে—ইনি রাজদণ্ড হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া পুনঃ সম্মান লাভ করেন। [চৈঃ চঃ অন্ত্য ৯।১৩ ১৫২]

গোপীনাথ পূজারী—শ্রীগোপালভট্টের শিষ্য। প্রেমবিলাস মতে (১৮) শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীলগোপালভট্ট স্থাপিত শ্রীশ্রীরাধারমণ বিগ্রহের সেবাভার ইনি প্রাপ্ত হয়েন। বর্ত্তমানে ইঁহারই বংশধরগণের হস্তে সেবা আছে।

গোপীনাথ সিংহ—শ্রীচৈতন্যশাখা। মহাপ্রভু ইঁহাকে 'অক্রূর' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন।

গোপীনাথ সিংহ এক চৈতন্যের দাস।
অক্রূর বলি' প্রভু যারে কৈলা পরিহাস॥

[চৈঃ চঃ আদি ১০।৭৬]

গোপীমোহন—শ্রীরসিকানন্দ প্রভুর শিষ্য। [রঃ মঃ পশ্চিম ১৪।১৫৮]

গোপীমোহন দাস—শ্রীনিবাস আচার্য্যের পরিবার অর্থাৎ গোপালদাস ঠাকুরের শিষ্য। শ্রীপাট—মির্জ্জাপুর।

গোপালদাস ঠাকুরের শিষ্য মহাশয়।
গোপীমোহন দাস মির্জ্জাপুরালয়॥
তিহোঁ মহাভাগবত কি তার কথন।
যাঁর শিষ্য শ্যামদাস খড়গ্রাম-ভবন॥ (কর্ণা ১)।

গোপীরমণ—পদকর্ত্তা, পদকল্পতরু ১৮সংখ্যক পদ দ্রষ্টব্য।

গোপীরমণ কবিরাজ—শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুর পরিবার (অনু ৭)।

গোপীরমণ চক্রবর্ত্তি—শ্রীলনরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য।

আর শাখা গোপীরমণ চক্রবর্ত্তী
নামসংকীর্ত্তনে যাঁর অতিশয় প্রীতি ॥ [প্রেম ২০]
জয় জয় চক্রবর্ত্তী শ্রীগোপীরমণ।
গণসহ গৌরচন্দ্র যাঁর প্রাণধন ॥ (নরো ১২)

খেতুরীর বিখ্যাত উৎসবে ইনি উপস্থিত থাকিয়া বৈষ্ণবগণের বাসার তত্ত্বাবধান করিয়াছিলেন।

আর যে যে বৈষ্ণবগণের বাসা যথা।
সমর্পিলা গোপীরমণ আদি তথা ॥ (নরো ৬)

শ্রীলনরোত্তম ঠাকুরের তিরোভাব-উৎসবে ইনিও উপস্থিত ছিলেন।

২ শ্রীপাট বুধুরী। রসিকমঙ্গলমতে ইনি গোবর্দ্ধন দাস দামোদরের শিষ্য।

৩ শ্রীহৃদয়ানন্দের শিষ্য। বোরাকুলি গ্রামে গোবিন্দ বা ভাবকচক্রবর্ত্তীর গৃহে শ্রীরাধাবিনোদের প্রতিষ্ঠা-উপলক্ষে ইনি গিয়াছিলেন।

শ্রীহৃদয়ানন্দের শিষ্য শ্রীগোপীরমণ।
অম্বিকা হইতে তিঁহো করিলা গমন ॥
(ভক্তি ১৪।৯৭)

গোপীরমন দাস বৈদ্য—শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্য। শ্রীপাট গোয়াস।

গোপীরমণ দাস বৈদ্য মহাশয়।
তাঁহারে প্রভুর কৃপা হৈল অতিশয় ॥
গোয়াসে তাঁহার বাড়ী, বড়ই রসিক।
সদা কৃষ্ণরসকথা যাতে প্রেমাধিক ॥ (কর্ণা ১৪ পৃঃ)

গোপেন্দ্র আশ্রম—শ্রীগৌরপার্ষদ সন্ন্যাসী। মহা-যোগীন্দ্র [গৌঃ গঃ ৯৮, ১০১]

গোরাই কাজি-চাঁদ কাজীর জনৈক কর্ম্মচারী, ইনি হিন্দুদিগের প্রতি অত্যাচার করিয়া প্রসিদ্ধ হন।

গোবর্দ্ধন দাস—রসিকমঙ্গলগ্রন্থে ইঁহাকে শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর পরিবার বলা হইয়াছে। ইনি দামোদরের শিষ্য। মেদিনীপুর জিলায় কেশীয়াড়ীতে জন্মস্থান (ভারতবর্ষ ১৩২৩ বৈশাখ ৭৫২ পৃঃ)। পদাবলী-সাহিত্যে ইঁহার দান আছে। (মেদিনীপুরের ইতিহাস ৬০৪ পৃঃ)

২ গৌড়ীয় বৈষ্ণব। জয়পুরের শ্রীশ্রীগোকুলচন্দ্রের প্রধান কীর্ত্তনীয়া। পদকর্ত্তা, ১৭০০শকে তিরোভাব।

৩ মজুমদার খ্যাতি কায়স্থ, সপ্তগ্রামের জমিদার। প্রসিদ্ধ শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর পিতা। ভ্রাতার নাম—হিরণ্যদাস।

হিরণ্য, গোবর্দ্ধন দাস—দুই সহোদর।
সপ্তগ্রামে বার লক্ষ মুদ্রার ঈশ্বর ॥
মহৈশ্বর্য্যযুক্ত দোঁহে, বদান্য ব্রহ্মণ্য।
সদাচার, সৎকুলীন, ধার্ম্মিক অগ্রগণ্য ॥
নদীয়ানিবাসী ব্রাহ্মণের উপজীব্যপ্রায়।
অর্থ, ভূমি গ্রাম দিয়া করেন সহায় ॥
(চৈঃ চঃ মধ্য ১৬।২১৭-১৯)

শ্রীমন্মহাপ্রভুর মাতামহ শ্রীনীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর সহিত দুই ভাইর সৌহার্দ্দ ছিল।

সেই গোবর্দ্ধনের পুত্র রঘুনাথ দাস।
বাল্যকাল হৈতে তিঁহো বিষয়ে উদাস ॥
(চৈঃ চঃ মধ্য ১৬।২২২)

গোবর্দ্ধন দাসের দানশীলতা সম্বন্ধে কিম্বদন্তী—
পাতালে বাসুকী বক্তা স্বর্গে বক্তা বৃহস্পতিঃ।
গৌড়ে গোবর্দ্ধনো দাতা খণ্ডে দামোদরঃ কবিঃ।
সঙ্গীতমাধব-নাটকে]

গোবর্দ্ধন ভট্ট—শ্রীগদাধর ভট্টের অন্বয়ী গৌড়ীয় বৈষ্ণব। ইনি আনুমানিক সপ্তদশ শকশতাব্দীতে **"মধুকেলিবল্লী"** রচনা করেন। ইহাতে হোরিকালীলাই প্রধানতঃ বর্ণিত হইয়াছে। ইনি **'শ্রীরূপসনাতন-স্তোত্র'** নামে যে ৪৩ শ্লোকে স্তোত্র রচনা করিয়াছেন, তাহাতে শ্রীরূপসনাতনের জীবনীই আলোচ্যবিষয়—অতি উপাদেয় কাব্যই বটে।

গোবর্দ্ধন ভাণ্ডারী—শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য।

গোবর্দ্ধন ভাণ্ডারী শাখা সর্ব্বত্র বিদিত।
মহাশয় করে তাঁরে অতিশয় প্রীতি ॥ [প্রেম ২০]
জয় শ্রীভাণ্ডারী গোবর্দ্ধন ভাগ্যবান্।
যেঁহ সর্বমতে কার্য্য করে সমাধান ॥
[নরো ১২]

ইনি কবি ছিলেন। পদসাহিত্যে ইঁহার দান আছে। পদকল্পতরু ১৪৫৪, ১৫৭৩, ১৪৭৯ পদগুলি আস্বাদ্য।

গোবিন্দ—শ্রীগৌরাঙ্গপার্ষদ। বৈকুণ্ঠ-পার্ষদ পুণ্ডরীকাক্ষ [গৌঃ গঃ ১১৬]

২ (কায়স্থ) শ্রীচৈতন্য-শাখা। মহাপ্রভুর প্রিয়ভৃত্য। ইনি এবং কাশীশ্বর ব্রহ্মচারী দুইজনে শ্রীশ্রীঈশ্বরপুরীর শিষ্য ছিলেন এবং তাঁহারই সেবাকার্য্যে অবিরত নিযুক্ত থাকিতেন। পরে ঈশ্বর পুরী স্বধাম-গমনসময়ে এই দুই জনকে মহাপ্রভুর সেবা করিতে আজ্ঞা দিয়া যান। গোবিন্দ অগ্রে নীলাচলে মহাপ্রভুর নিকট আগমন করত ঈশ্বরপুরীর আজ্ঞা প্রভুকে জ্ঞাপন করিলে—প্রথমতঃ তিনি গুরুর ভৃত্যকে স্বীয় সেবাকার্য্যে নিযুক্ত করিতে রাজী হয়েন নাই, পরে সার্বভৌম প্রভুকে বলেন, গুরুর আজ্ঞাই বলবান্।' এই বাক্যে প্রভু তাঁহাদিগকে স্বীয় সেবাধিকার প্রদান করেন। তদবধি গোবিন্দ মহাপ্রভুর নিকট অবস্থান করত সেবা করিতেন। মহাপ্রভু দক্ষিণদেশ হইতে প্রত্যাগমন করিলে পর গোবিন্দের আগমন হয়।

মহাপ্রভুর ভোজনের পর নিত্য গোবিন্দ পদসেবাদ্বারা প্রভুকে নিদ্রিত করণান্তর তবে নিজে ভোজন করিতে যান। এক দিবস নৈমিত্তিক কার্য্য করিতে আসিয়া দেখেন—

সব দ্বার যুড়ি প্রভু করিয়াছেন শয়ন।

গৃহমধ্যে গোবিন্দ প্রবেশ করিতে না পাইয়া বলিলেন—"প্রভু, একটু পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করুন, আমি ভিতরে যাইব।" চতুরচূড়ামণি প্রভু বলিলেন—

প্রভু কহে—শক্তি নাই অঙ্গ চালাইতে।

গোবিন্দ বলিলেন,—'আমি আপনার পদসেবা করিব।' প্রভু বলিলেন,—'কর বা না কর, আমি সরিতে পারিতেছি না।' বারংবার বলতেও প্রভু যখন সরিলেন না, তখন গোবিন্দ নিজের বহির্ব্বাসখানি মহাপ্রভুর গাত্রের উপর ফেলিয়া তাহার উপর দিয়া প্রভুকে লঙ্ঘন করত ভিতরে গমন করিলেন ও প্রভুর পদসেবা করিতে লাগিলেন। প্রভু নিদ্রা গেলেন। দুই দণ্ড পরে প্রভুর নিদ্রাভঙ্গে গোবিন্দ দাসকে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া প্রভু বলিলেন—গোবিন্দ! আহার করিতে এখনও যাও নাই কেন? গোবিন্দ বলিলেন—কি করিয়া যাইব। আপনি যে দ্বারের উপর শুইয়া আছেন। প্রভু—যেমন করিয়া লঙ্ঘন করিয়া আসিয়াছিলে, তেমনি গমন করিলে না কেন?

তখন—গোবিন্দ কহয়ে আমার সেবা সে নিয়ম।
অপরাধ হউক কিম্বা নরকে গমন॥
সেবা লাগি কোটি অপরাধ নাহি গণি।
স্বনিমিত্ত অপরাধভাসে ভয় মানি॥

[চৈঃ চঃ অন্ত্য ১০।৯৪-৯৫]

মহাপ্রভুর অপ্রকটের পর শ্রীনিবাস আচার্য্য পুরীধামে গমন করিয়া গোবিন্দ দাসকে দেখিতেছেন—

গৌরাঙ্গ-বিরহে শুষ্ক বাতাসে হালয়ে।
দোঁহে শ্রীনিবাসে তুলি করিলেন কোলে॥

[ভক্তি ৩।১৮৯ ৯০]

৩ শ্রীবৃন্দাবনবাসী—গৌড়ীয় বৈষ্ণব।

শ্রীগোবিন্দ, বাণীকৃষ্ণদাস অত্যুদার। [ভক্তি ৬।৫১৩]

শ্রীনিবাস আচার্য্য গ্রন্থ লইয়া গৌড়ে আগমন-কালে ইনিও ভক্তবৃন্দের সহিত তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন।

৪ শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর শিষ্য। শ্রীপাট—গোপীবল্লভপুর।

উদ্ধব, অক্রুর, মধুসূদন, গোবিন্দ॥ (প্রেম ২০)

৫ শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্য।

তবে প্রভু কৃপা কৈল শ্রীগোবিন্দ নামে।
শ্রীগৌরাঙ্গ বলিতেই হয় প্রেমোন্মাদে॥ (কর্ণা ১)

৬ শ্রীরসিকানন্দপ্রভুর শিষ্য [রঃ মঃ পশ্চিম ১৪।১০৮]

৭ ঐ [ঐ ১৪।১৫০]

গোবিন্দ অধিকারী—মুলতানবাসী প্রসিদ্ধ কৃষ্ণদাস পাঞ্জাবী শিষ্য। (কৃষ্ণদাস পাঞ্জাবী দেখ)।

গোবিন্দ আচার্য্য—শ্রীগদাধর পণ্ডিতের উপশাখা। মল্লদেশবাসী।

বন্দে গোবিন্দমাচার্য্যং কৃষ্ণপ্রেমসুধাময়ম্।
গোবিন্দোল্লাস রসিকং মল্লদেশ-নিবাসিনম্॥

[শাঃ নিঃ ৫০]

২ বৈষ্ণব-বন্দনায় ও গৌরগণোদ্দেশে উক্ত সঙ্গীত-পণ্ডিত। গোবিন্দদাসদ্বয়ের পদাবলীর সহিত ইহার রচনা মিশিয়া গিয়াছে বলিয়া কোন্‌টি কাহার বলিবার উপায় নাই।

গোবিন্দ আচার্য্য বন্দো সর্ব্বগুণশালী।
যে করিল রাধাকৃষ্ণের বিচিত্র ধামালী॥

[বৈষ্ণব বন্দনা]

৩—ব্রজের পৌর্ণমাসী [গৌঃ গঃ ৫১]

গোবিন্দ কবিরাজ— শ্রীনিত্যানন্দ-শাখা।

গোবিন্দ, শ্রীরঙ্গ, কুমুদ তিন কবিরাজ।
[চৈঃ চঃ আদি ১১।৫১]

শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্য হইতে ইনি ভিন্ন ভক্ত। কারণ- চরিতামৃতে শ্রীনিবাস, নরোত্তম কিম্বা শ্যামানন্দের নাম নাই।

২—ইনি প্রধানতঃ 'গোবিন্দ দাস' বা 'দাস গোবিন্দ' নামে খ্যাত। শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্য। শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজের কনিষ্ঠ সহোদর। পিতার নাম—শ্রীরামচন্দ্র সেন। মাতার নাম—সুনন্দা দেবী। জাতি বৈদ্য। শ্রীপাট—তিলিয়াবুধুরী। পত্নীর নাম—মহামায়া দেবী এবং পুত্রের নাম—দিব্যসিংহ। গোবিন্দের মাতামহের নাম—দামোদর কবি।

চিরঞ্জীব সেন
রামচন্দ্র কবিরাজ — গোবিন্দ কবিরাজ
গোবিন্দ কবিরাজ
দিব্যসিংহ
ঘনশ্যাম
স্বরূপনাথ
হরিদাস

গোবিন্দ দাস বিখ্যাত পদকর্ত্তা। শ্রীল বীরভদ্র গোস্বামী একবার—

শ্রীগোবিন্দ কবিরাজের দুটী করে ধরি।
বলে তুয়া কাব্যের বালাই লঞা মরি॥

এতদ্ব্যতীত তিনি **'সঙ্গীতমাধব-নাটক', 'শ্রীরাম-চরিত্র-গীত'** এবং **'একাত্মপদ'** রচনা করিয়াছেন। শ্রীল জীব গোস্বামী ইঁহার পদাবলী পাঠ করিবার জন্য শ্রীবৃন্দাবন হইতে আগ্রহ-সহকারে পত্রাদি দিতেন।

গোবিন্দ ১৪৫১ শকে (কাহারও মতে ১৪৪৭ শকে) জন্মগ্রহণ করেন। ইনি প্রথমে শাক্ত ছিলেন- পরে ৪০ বৎসর বয়ঃক্রমের কিছু পূর্ব্বে গ্রহণীরোগগ্রস্ত হইয়া মরণাপন্ন হন। তৎপরে দেবীর আজ্ঞায় শ্রীকৃষ্ণ-ভজন করিতে রত হয়েন এবং শ্রীনিবাস আচার্য্যের নিকট দীক্ষা লয়েন। তিলিয়াবুধুরীর পশ্চিমপাড়ায় ইঁহার বাস ছিল।

বুধুরীপশ্চিমে পশ্চিমপাড়া নাম। (৯।১৭৬)

বর্ত্তমান পদ্মানদীর তীরে উক্ত গ্রামকে লোকে 'বুধোড়' বলে। ইনি শ্রীবৃন্দাবন হইতে প্রত্যাগমন সময়ে সিনিলার অন্তর্গত বিসকী গ্রামে কবিশ্রেষ্ঠ জয়দেবের শ্রীপাট দর্শন করেন ও বহুপদ উদ্ধার করিয়া আনেন।

ইনি বুধুরীতে অবস্থান-সময়ে পক্কপল্লীর রাজা নরসিংহের এবং যশোহরের প্রসিদ্ধ মহারাজা প্রতাপাদিত্যের রাজ সভায় গমন করিতেন। প্রতাপাদিত্যের খুল্লতাত বসন্ত রায়ের সহিত ইঁহার বিশেষ সৌহার্দ্দ ছিল।

১৫৩৪ শকে অশ্বিনী কৃষ্ণা প্রতিপৎ তিথিতে ইনি দেহ রক্ষা করেন। গোবিন্দ দাসের স্থাপিত শ্রীগোপাল বিগ্রহ এবং ইঁহার বংশধরগণ অদ্যাপি বর্ত্তমান আছেন।

গোবিন্দগতি বা গতিগোবিন্দ ঠাকুর—শ্রীনিবাস আচার্য্যের কনিষ্ঠ পুত্র এবং শিষ্য। যাজিগ্রামে নিবাস।

গোবিন্দগতি নাম কনিষ্ঠ তনয়।
তাঁরে কৃপা কৈল প্রভু সদয়-হৃদয়॥ (কর্ণা ১)

ইনি যাজিগ্রামেই বাস করিতেন। (ইঁহার পুত্রের নাম—কৃষ্ণপ্রসাদ। কৃষ্ণদাসের পৌত্র রাধামোহন ঠাকুর)। ইনি **'বীররত্নাবলী'** নামে গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

আচার্য্যের তিন পুত্র, কন্যা তিনজন॥
জ্যেষ্ঠ বৃন্দাবন, মধ্যম রাধাকৃষ্ণাচার্য্য।
কনিষ্ঠ গতিগোবিন্দ সর্ব্বগুণে বর্য্য॥ [প্রেম]

গোবিন্দ গোঁসাঞি—শ্রীশ্রীবৃন্দাবনধামে কাশীশ্বর গোস্বামীর শিষ্য ছিলেন এবং শ্রীবৃন্দাবনে অবস্থিতি করিয়া শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবের সেবা করিতেন।

কাশীশ্বর গোঁসাঞির শিষ্য গোবিন্দ গোঁসাঞি।
গোবিন্দের প্রিয় সেবক তাঁর সম নাই॥
[চৈঃ চঃ আদি ৮।৬৬]

শ্রীরূপ গোস্বামী সঙ্গে বিট্ঠলনাথের গৃহে শ্রীশ্রীগোপালজীকে দর্শন করিতে ইনিও গিয়াছিলেন।

শ্রীযাদবাচার্য্য আর গোবিন্দ গোঁসাঞি॥ [চৈঃ চঃ মধ্য ১৮।৫২]। গ্রন্থ লইয়া শ্রীনিবাস আচার্য্যের গৌড়ে আগমন সময়েও ইনি উপস্থিত ছিলেন [ভক্তি ৬।৫১৩]।

ভক্তিরত্নাকরে জানা যায়—শ্রীবীরভদ্র গোস্বামী শ্রীবৃন্দাবনে গমন করিলে বৃন্দাবনের ভক্তবৃন্দ যখন তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতে গমন করেন, তখন ইনিও তৎসঙ্গে ছিলেন।

গোবিন্দ যাদবাচার্য্য আদি যত জন।
পরম আনন্দে হৈল সবার গমন॥
প্রভু বীরচন্দ্রে লৈয়া আইলা সর্ব্বজনে।
ব্রজবাসিগণ হর্ষ প্রভুর দর্শনে॥

[ভক্তি ১৩।৩২৪ ২৫]

গোবিন্দ ঘোষ—উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থ। শ্রীপাট—অগ্রদ্বীপ। ইনি প্রসিদ্ধ শ্রীবাসুদেব ঘোষ ভ্রাতা। 'ঘোষ ঠাকুর' নামে খ্যাত। ইনি অগ্রদ্বীপের শ্রীশ্রীগোপীনাথ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। শ্রীচৈতন্য-শাখা।

গোবিন্দ, মাধব, বাসুদেব তিন ভাই।
যা সবার কীর্ত্তনে নাচে চৈতন্য গোসাঞি॥

[চৈঃ চঃ আদি ১০।১১৫]

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু যখন গৌড়ে প্রেম প্রচার করিতে আসেন, তখন তাঁহার সঙ্গে বাসুদেব ঘোষ ও মাধব ঘোষ আগমন করেন। গোবিন্দ ঘোষ নীলাচলে প্রভুর নিকট থাকেন।

প্রভু সঙ্গে গোবিন্দ রহে পাইয়া সন্তোষ॥ (ঐ ১১৮)

বৈষ্ণব-আচার-দর্পণে—

শ্রীগোবিন্দ ঘোষ বলি যাঁহার খেয়াতি॥
গৌরাঙ্গের শাখা অগ্রদ্বীপেতে নিবাস।
শ্রীগোপীনাথ ঠাকুর যাঁহার প্রকাশ॥

শ্রীচৈতন্যভাগবতে (অন্ত্য ৮।১৬) যে গোবিন্দানন্দ নাম আছে, তাহা ইঁহারই হইবে। বাসুদেব তমলুকে, মাধব ঘোষ দাঁইহাটে এবং গোবিন্দ ঘোষ অগ্রদ্বীপে শ্রীপাট করেন। বিশ্বকোষকার বলেন—অগ্রদ্বীপের অনতিদূরবর্ত্তী কাশীপুর বিষ্ণুতলায় ঘোষ ঠাকুরের বাস ছিল। কাহারও মতে বৈষ্ণবতলায় ইঁহার জন্মস্থান। এখনও ঐস্থানে ঘোষ উপাধিধারী কয়েক ঘর কায়স্থের বাস আছে। মহাপ্রভু যখন নীলাচল হইতে ভক্তসঙ্গে শ্রীবৃন্দাবনে যাত্রা করেন, তখন গোবিন্দ তাঁহার সঙ্গে যাইতেছিলেন।

এখানে শ্রীঅচ্যুতচরণ চৌধুরী মহাশয় লিখিয়াছেন—একদিন আহারান্তে হরীতকীর জন্য প্রভু হাত বাড়াইলেন, গোবিন্দ ঘোষ দৌড়িয়া গিয়া গ্রাম হইতে হরীতকী আনিয়া প্রভুকে দেন। পরদিনও প্রভু হাত বাড়াইলে গোবিন্দ পূর্ব্বদিবসে আনীত যে হরীতকী কয়েকটি রাখিয়াছিলেন, তাহা হইতে একটি প্রভুকে দিলেন। হরীতকী তৎক্ষণাৎ প্রাপ্ত হইয়া প্রভু গোবিন্দের প্রতি চাহিলেন এবং যখন জানিলেন যে গোবিন্দ হরীতকী সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছিলেন, তখন বলিলেন, 'গোবিন্দ! তোমার সঞ্চয়-বুদ্ধি যায় নাই, তুমি এই স্থানেই থাক এবং গোপীনাথের সেবা প্রকাশ কর।' গোবিন্দ সেই আদেশেই অগ্রদ্বীপে থাকিয়া যান।

গোবিন্দ মহাপ্রভুকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হওয়াতে অত্যন্ত বিষাদিত হইলেন কিন্তু প্রভু তাঁহাকে আশ্বাস দিলেন, কিছুদিন পরে ঘোষ ঠাকুর গঙ্গাস্নান করিতেছেন, এমন সময়ে একটি জিনিষ আসিয়া তাঁহার পৃষ্ঠে ঠেকিল। তিনি তুলিয়া দেখিলেন, কাঠের মত; কিন্তু খুব ভারী। পরে রাত্রে স্বপ্নে দেখিলেন,—"গোবিন্দ ঐ কাঠখানি যত্নে রাখিও, প্রভু আগমন করিলে তাঁহাকে দিও" গোবিন্দ সেই রাত্রে কাঠখানি গৃহে আনিতে গিয়া দেখিলেন, উহা কৃষ্ণশিলা। পরদিন প্রাতে প্রভু তাঁহার গৃহে আগমন করিয়া বলিলেন, "গোবিন্দ! তোমার আর চিন্তা নাই, কল্য এক ভাস্কর আসিয়া ঐ শিলা হইতে বিগ্রহ নির্ম্মাণ করিবে, তুমি প্রতিষ্ঠা করিবে।" এইরূপে শ্রীগোপাল বিগ্রহ স্থাপিত হইলেন।

গোবিন্দ পরে প্রভুর আজ্ঞায় বিবাহ করিয়া সস্ত্রীক গোপীনাথের সেবা করিতে লাগিলেন। তাঁহার একটি পুত্রও জন্মে; কিন্তু প্রথমে পত্নী ও পরে পুত্র স্বধামে গমন করিলে গোবিন্দ অতিশয় কাতর হইলেন। এমন কি গোপীনাথের সেবা বন্ধ করিয়া দিলেন। তখন গোবিন্দ স্বপ্নে দেখিলেন, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে বলিতেছেন—"গোবিন্দ! যাহার এক পুত্র মরে, সে কি অনাহারে অপর পুত্রকেও মারে?" তখন গোবিন্দ উত্তর করিলেন "আমার পুত্রদ্বারা আমার ও আমার পিতৃপুরুষের জল-পিণ্ডের আশা ছিল। তোমার সেবা করিয়া আমার কি লাভ হইবে?"

তখন শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—"আমি প্রতিজ্ঞা করিলাম, চিরদিন আমি তোমার মৃত্যুতিথিতে শ্রাদ্ধ করিব। এখন আমাকে খাইতে দাও।" তখন গোবিন্দ আনন্দে গোপীনাথের সেবা করিতে লাগিলেন।

গোবিন্দের দেহান্ত হইতে গোপীনাথজীউ হস্তে কুশ বাঁধিয়া অদ্যাবধি শ্রাদ্ধ করিয়া আসিতেছেন। গোবিন্দ শেষ সময়ে বলিয়াছিলেন, "আমার দেহ দাহ করিও না। দোলপ্রাঙ্গণের পার্শ্বে সমাধি দিও।"

গোবিন্দ চক্রবর্ত্তি—ইনি "ভাবক চক্রবর্ত্তী" নামে খ্যাত। শ্রীনিবাস প্রভুর শিষ্য। শ্রীপাট—বোরাকুলি গ্রামে। পূর্ব্বাবাস—বহরমপুরের নিকটবর্ত্তী মহুলাগ্রামে ছিল। ইঁহার স্ত্রীও পরম ধার্মিকা ছিলেন। শ্রীনিবাস প্রভুর পত্নী শ্রীমতী ঈশ্বরী দেবীর নিকট তিনি দীক্ষা লয়েন। ইঁহাদের তিন পুত্র—রাজবল্লভ, রাধাবিনোদ ও কিশোরী দাস। সকলই পরম বৈষ্ণব। গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী পদকর্ত্তাও ছিলেন।

প্রভু কৃপা হৈল গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী নাম।
বাল্যকালেতে যিঁহো ভজন অনুরাগ ॥
প্রেমমূর্ত্তি কলেবর বিখ্যাত যাঁর নাম।
'ভাবক চক্রবর্ত্তী' খ্যাতি বোরাকুলি গ্রাম ॥
তাহার ঘরণী সুচরিতা বুদ্ধিমন্তা।
শ্রীঈশ্বরী-কৃপাপাত্রী অতি সুচরিতা ॥
লক্ষ হরিনামে যিঁহো করেন গ্রহণ।
ক্ষণে ক্ষণে মহাপ্রভুর চরিত্র কথন ॥ (কর্ণা ১)

সঙ্গীত-শাস্ত্রে গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী বিশেষ দক্ষ ছিলেন। শ্রীশ্রীরাধাবিনোদ নামে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। ঐ উপলক্ষে মহামহোৎসব হইয়াছিল। স্বয়ং শ্রীনিবাস আচার্য্য সশিষ্যে বুধুরী হইতে বোরাকুলি গ্রামে আগমন করত উৎসব কার্য্য সমাধা করিয়াছিলেন। গোবিন্দের প্রেমের বাহুল্য 'ভাবক চক্রবর্ত্তী' খ্যাতি হয়।

চক্রবর্ত্তী গোবিন্দের দেখি ভাবাবেশ।
শ্রীভাবক চক্রবর্ত্তী হৈল তাঁর খ্যাতি ॥
[ভক্তি ১৪।১৪৪—৪৫]

গোবিন্দ দত্ত--শ্রীচৈতন্য-শাখা। মহাপ্রভুর কীর্ত্তনীয়া। ইনিও পদকর্ত্তা ছিলেন।

প্রভুর কীর্ত্তনীয়া আদি শ্রীগোবিন্দ দত্ত ॥
[চৈঃ চঃ আদি ১০।৬৪]

বৈষ্ণবাচারদর্পণে জানা যায় ইঁহার শ্রীপাট সুখচর গ্রামে ছিল। (জিলা ২৪ পরগণার অন্তর্গত প্রসিদ্ধ খড়দহ এবং পাণিহাটীর মধ্যস্থানে গঙ্গাতীরে সুখচর গ্রাম)। সুখচর গ্রামে শ্রীশ্রীনিতাই গৌরাঙ্গমূর্ত্তি শ্রীগোবিন্দ দত্তের স্থাপিত। বর্ত্তমানে উক্ত শ্রীবিগ্রহ ও মন্দিরাদি সুখচর-নিবাসী মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের দেবালয়ের সীমার মধ্যে পড়িয়াছে। মহেন্দ্রবাবু দেবসেবার ও মন্দিরাদির জন্য বিস্তর অর্থব্যয় করিয়াছেন। গোবিন্দদত্ত-কৃত একটি পদে 'গিরীশ্বর' দত্ত বলিয়া দৃষ্ট হয়। "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য"-কার বলেন—উহা গোবিন্দ দত্তের পিতার নাম। গোবিন্দ শেষ জীবনে শ্রীবৃন্দাবনে বাস করিয়াছেন।

গোবিন্দ দাস—শ্রীরসিকানন্দ প্রভুর শিষ্য। ঘাটশিলাবাসী।

মহাধীর প্রেমমূর্ত্তি শ্রীগোবিন্দ দাস।
রসিকের শিষ্য—ঘণ্টশিলাতে নিবাস ॥
বহু শিষ্য করিলেন ভঞ্জভুঁই দেশে।
কৃষ্ণপ্রেমে ঢলাঢলি করিল বিশেষে ॥
[রঃ মঃ পশ্চিম ১৪।১১৬-১৭]

গোবিন্দ দাসী—শ্রীরসিকানন্দ প্রভুর শিষ্যা ও কাশীনাথ নন্দনের মাতা। [রঃ মঃ পশ্চিম ১৪।৬৯]

গোবিন্দ দেব কবি—উৎকল-দেশীয় বৈষ্ণব, শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিত প্রভুর পরিবারভুক্ত। ইনি অষ্টাদশসর্গযুক্ত '**শ্রীগৌরকৃষ্ণোদয়**' মহাকাব্য রচনা করিয়া চিরযশস্বী হইয়াছেন।

গোবিন্দ পুরী—শ্রীগৌরপার্ষদ সন্ন্যাসী। প্রাপ্তি সিদ্ধি [গৌঃ গঃ ৯৬ ৯৭]

গোবিন্দ বাড়ুরী বা ভাদুড়ী—শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য। ইনি পূর্ব্বে রাজা চাঁদরায়ের দলে দস্যুবৃত্তি করিতেন। চাঁদরায় শ্রীল ঠাকুরের শিষ্য হইলে তাঁহার দলবল সকলেই ঠাকুর মহাশয়ের পদে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ঐ সঙ্গে গোবিন্দ বাড়ুয্যে মহাশয়ও ঠাকুরের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করত মহাবৈষ্ণব হইলেন।

গোবিন্দ বাড়ুয্যে আর ললিত ঘোষাল।
কালিদাস চট্ট দস্যু অতিদুরাচার ॥
ঠাকুর মহাশয়-প্রভাব জানি তার মর্ম্ম।
সবে হইলেন শিষ্য ছাড়ি পূর্ব্ব কর্ম্ম ॥
(প্রেম ১৯)

গোবিন্দ ভকত—শ্রীবৃন্দাবনবাসী, মহাপ্রভুর ভক্ত। শ্রীরূপ গোস্বামী ভক্তগণসহ যখন বিট্‌ঠলেশ্বরের গৃহে শ্রীশ্রীগোপাল দর্শন করিতে গিয়াছিলেন, তখন ইনিও তাঁহার সঙ্গে গিয়াছিলেন।

গোবিন্দ ভকত আর বাণী কৃষ্ণদাস ॥
[চৈঃ চঃ মধ্য ১৮।৫২]

গোবিন্দ ভঞ্জ—শ্রীরসিকানন্দ-শিষ্য [রঃ মঃ পশ্চিম ১৪।১৬০]

গোবিন্দরাম—শ্রীবৃন্দাবনবাসী। শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্য।

তবেত করিল দয়া গোবিন্দরাম প্রতি।
আত্মসাৎ কৈলা প্রভু দেখি মহাআর্ত্তি ॥
(কর্ণা ১)

গোবিন্দরাম রাজা—শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য।

রাজা গোবিন্দরাম আর বসন্ত রায়। (প্রেম ২০)
জয় মহাবিজ্ঞ রাজা শ্রীগোবিন্দরাম।
নিরন্তর যাঁর জিহ্বা জপে হরিনাম ॥ (নরো ১২)

যখন শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রামচন্দ্র কবিরাজের অপ্রকট সংবাদ জানিয়া তাঁহার জন্য অধৈর্য্য হয়েন, সেই সময় রাজা গোবিন্দরাম ঠাকুর মহাশয়ের শুশ্রূষা করিয়াছিলেন।

তথা রাজা নরসিংহ, রূপনারায়ণ।
কৃষ্ণসিংহ, নন্দরায়, শ্রীগোপীরমণ ॥
শ্রীগোবিন্দ রাজা, সন্তোষাদি প্রিয়গণ।
সবে শীঘ্র কৈলা মহোৎসব-আয়োজন ॥ (নরো ১)

গোবিন্দ রায়—শ্রীআচার্য্য প্রভুর পরিবার (অনু ৭)।

১ শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য।

চন্দ্রশেখর, গণেশ চৌধুরী, শ্রীগোবিন্দ রায়।
(প্রেম ২০)
জয় শ্রীগোবিন্দ রায় গুণের নিধান।
কৃষ্ণনাম লয় যে তাহারে দেয় প্রাণ ॥ (নরো ১২)

গোবিন্দানন্দ—নবদ্বীপবাসী ও মহাপ্রভুর লীলাসঙ্গী। (চৈঃ ভাঃ মধ্য ৮।১১৪, ১৩।৩৩৮, ২৩।১৫১)

গৌরগণোদ্দেশ (৯১) মতে ইনি ত্রেতাযুগের সুগ্রীব। বৈষ্ণব বন্দনায়—বন্দিব সুগ্রীব মিশ্র শ্রীগোবিন্দানন্দ।

প্রভু লাগি মানসিক যাঁর সেতুবন্ধ ॥

গোবিন্দানন্দ চক্রবর্ত্তী—শ্রীচৈতন্য-শাখা। কীর্ত্তনীয়া, ইনি রথাগ্রে কীর্ত্তন করিয়াছেন।

প্রভুপ্রিয় গোবিন্দানন্দ মহাভাগবত।
[চৈঃ চঃ আদি ১০।৬৪, মধ্য ১৩।৩৭,৭৩]

গোবিন্দানন্দ ঠাকুর—পূর্ব্বলীলায় ইন্দুরেখা সখী। অভিরামদাসের পাটপর্যটনে ইঁহার নাম ও ধাম আছে।

কোঙরহট্টে গোবিন্দানন্দ ঠাকুরের বাস।
ইন্দুরেখা সখী পূর্ব্বে জানিবা নির্য্যাস ॥ (পাঃ পঃ)

গোয়ীদেবী—শ্রীখণ্ডের শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুরের মাতাঠাকুরাণী। স্বামীর নাম শ্রীনারায়ণ সরকার। ইঁহার তিন পুত্র—মুকুন্দ, মাধব ও নরহরি। (নরহরি দেখ)।

গোঁসাই দাস শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য।

গোঁসাঞিদাস, মুরারীদাস, শ্রীবসন্ত দত্ত।
শ্যামদাস, ঠাকুরশাখা সংকীর্ত্তনে মত্ত ॥ (প্রেম ২০)
জয় শ্রীগোঁসাইদাস অদ্ভুত-আশয়।
যারে প্রশংসয়ে শ্রীঠাকুর মহাশয় ॥

গোঁসাইদাস পূজারী শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীশ্রীমদনমোহনের সেবক। শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী—শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত রচনা করিবার পূর্ব্বে শ্রীশ্রীমদনমোহনের আজ্ঞা মাগিতে গেলে শ্রীবিগ্রহের গলদেশ হইতে মালা খসিয়া গেল। তখন এই গোঁসাঞিদাস পূজারী ঐ মালা কবিরাজ গোস্বামির গলদেশে পরাইয়া দিয়াছিলেন। ইহাতে বহু ভক্ত আনন্দে হরিধ্বনি করিয়া উঠিয়াছিলেন।

মদনগোপালে গেলুঁ আজ্ঞা মাগিবারে ॥
দরশন করি কৈলুঁ চরণ-বন্দন।
গোঁসাইদাস পূজারী করেন চরণ সেবন ॥
প্রভুর চরণে যদি আজ্ঞা মাগিল।
প্রভু কণ্ঠ হইতে মালা খসিয়া পড়িল ॥

সর্ব্ব বৈষ্ণবগণ হরিধ্বনি দিল।
গোসাঞিদাস আনি মালা মোর গলে দিল ॥
[চৈঃ চঃ আদি ৮।৭৪-৭৬]

গৌরগণদাস—শ্রীসনাতন গোস্বামিপাদের শিষ্য। ব্রজভাষায় '**শ্রীগৌরাঙ্গভুষণমঞ্জাবলী**' নামে এক অপূর্ব গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। প্রথম প্রকরণে—শ্রীগুরুদেব-স্বরূপ বর্ণন, দ্বিতীয়ে—মহাপ্রভুর শৃঙ্গার বর্ণন, তৃতীয়ে—প্রার্থনা, চতুর্থে দ্বিবিধ শৃঙ্গার-মঞ্জাবলি এবং পঞ্চমে সিদ্ধান্ত-সম্পুটিত সপার্ষদ মহাপ্রভুর সাম্রাজ্য-চক্রবর্ত্তিত্ব-বর্ণন।

গৌরগোপাল—শ্রীরসিকানন্দ প্রভুর শিষ্য। গোপী বল্লভপুরে রাসোৎসবে সখীবেশে সজ্জিত অষ্ট শিশুর এক জন।

দ্বিজকুলে জনমিলা গৌউর গোপাল।
রসিকেন্দ্র বিনা কিছু না জানয়ে আর ॥
[রঃ মঃ পশ্চিম ১৪।৮৫]

গৌরদাস, গৌরমোহন—পদকর্ত্তা, কর্ণানন্দ-প্রণেতা যদুনন্দন দাসের ভক্ত (পদকল্পতরুর ৩৭৭ পদের ভণিতা) ইনি ব্রজবুলিপদ রচনা করিয়াছেন।

গৌরসুন্দর দাস—পদকর্ত্তা, রচনা—'**কীর্ত্তনানন্দ**' ইহাতে প্রায় ৬০ জন কবির ৬৫০টি পদ সমাহৃত। ইহার অনেক পদই পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হইয়াছে, সুতরাং এই কবি বৈষ্ণবদাসের পূর্ববর্ত্তী না হইলেও সমসাময়িক হইবেনই।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ—বা শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, শ্রীচৈতন্যদেব, বিশ্বম্ভর, নিমাই, গোরা, গৌর, শচীনন্দন ইত্যাদি নামে অভিহিত। কলিপাবনাবতার। ইঁহার বিস্তৃত ইতিবৃত্ত শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (সংস্কৃত ও বাঙ্গালা,) শ্রীচৈতন্যমঙ্গল প্রভৃতি গ্রন্থে দ্রষ্টব্য। সর্ববতারাবতারী স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ হইয়াও ভক্তভাবে লীলাবিনোদী এবং প্রেমপুরুষোত্তম।

ইঁহার জন্মকালে **গ্রহ-সমাবেশ** যথা—*

লগ্নে শনি, গুরু, কুজ, রবি ও রাহুর পূর্ণদৃষ্টি ও শুক্রের অর্দ্ধদৃষ্টি; দ্বিতীয়ে তদধিপতি বুধের পূর্ণদৃষ্টি; তৃতীয়ে তদধিপতি শুক্র ও রাহুর পূর্ণদৃষ্টি; ষষ্ঠে তদধিপতি শনির পূর্ণদৃষ্টি; সপ্তমে চন্দ্রের পূর্ণদৃষ্টি ও তদধিপতি শনির ত্রিপাদ দৃষ্টি; অষ্টমে তদধিপতি বৃহস্পতির ত্রিপাদ দৃষ্টি; নবমে তদধিপতি মঙ্গল ও পঞ্চমাধিপতি বৃহস্পতির পূর্ণদৃষ্টি। দশমে শনির পূর্ণদৃষ্টি, একাদশে বৃহস্পতির পূর্ণদৃষ্টি এবং দ্বাদশে মঙ্গলের পূর্ণদৃষ্টি। উক্ত কোষ্ঠিতে মঙ্গল উচ্চস্থ, বৃহস্পতি স্বক্ষেত্রস্থ, বুধ নীচস্থ, রাহু ও কেতু মূলত্রিকোণস্থ; রবি, চন্দ্র, শনি ও কেতু সমগৃহে। মঙ্গল, বুধ ও শুক্র মিত্রক্ষেত্রে এবং রাহু অধিমিত্র ক্ষেত্রে বিদ্যমান। চন্দ্র, কেতু, শনি, রবি ও রাহু কেন্দ্রস্থ এবং বৃহস্পতি ও শুক্র ত্রিকোণস্থ।

শ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাবকাল:—

সম্বৎ ১৫৪২, শকাব্দা ১৪০৭, বঙ্গাব্দ ৮৯২, ২৩শে ফাল্গুন, ফসলী ৮৯৩, বগড়ী ৮৯৩, মগী ৮৪৮, ত্রিপুরাব্দ ৮৯৫ হিজরী ৮৯১, ১৩ই সফর, খৃষ্টাব্দ ১৪৮৬, জুলিয়ান্ কেলেণ্ডার মতে ১৮ই ফেব্রুয়ারী শনিবার এবং গ্রেগ্‌রিয়ান কেলেণ্ডার মতে ২৭শে ফেব্রুয়ারী পূর্ণিমা চন্দ্রগ্রহণ সন্ধ্যাকাল।

শ্রীগৌরাঙ্গদেবের প্রাকট্য সময়ে ভারতের রাজন্যবর্গ**

আবির্ভাব ১৪০৭ শক এবং তিরোধান ১৪৫৫ শক (৪৮ বৎসর বয়ঃক্রমে) ইংরেজী ১৫৩৪ খ্রীঃ অঃ। ইং ১৪৮৬ হইতে ১৫৩৪ খ্রীষ্টাব্দ মধ্য—

(ক) দিল্লীর সিংহাসনে

১।	বাহ্‌লোল লোদী	১৪৫১—১৪৮৮	খৃঃ অঃ
২।	সিকন্দর লোদী	১৪৮৮—১৫১৭	,,
৩।	ইব্রাহিম লোদী	১৫১৭—১৫২৬	,,
৪।	জহরউদ্দিন বাবর (আকবরের ঠাকুরদাদা)	১৫২৬—১৫৩০	,,
৫।	নাসিরুদ্দিন হুমায়ুন (আকবরের পিতা)	১৫৩০—১৫৩৯	,,

* নবদ্বীপবাসী শ্রীযুক্ত ফণীভূষণ দত্ত-কর্ত্তৃক গণিত (শ্রীচৈতন্যজাতক)।

** শ্রীগৌরাঙ্গসেবক (১৪।৩-৪, পৃঃ ১০৮-৯) শ্রীযুক্ত অমূল্যধন রায় ভট্ট-লিখিত।

(খ) বঙ্গের সিংহাসনে

১। সুলতান শাহজাদা বারবাক　১৪৮৬ খৃঃ অঃ
২। সৈফউদ্দিন ফিরোজশাহ　১৪৮৬—১৪৮৯ „
৩। নাসিরউদ্দিন মহমুৎ শাহ　১৪৮২ – ২৪৯০ „
৪। সামসউদ্দিন মজঃফর শাহ　১৪৯০ - ১৪৯৩ „
৫। আলাউদ্দিন হোসেন শাহ　১৪৯৩ - ১৫১৯ „
৬। নাসিরউদ্দিন নসরত শাহ　১৫১৯—১৫৩২ „
৭। আলাউদ্দিন ফিরোজ শাহ　১৫৩২— „
৮। গিয়াসউদ্দিন মহমুদ শাহ　১৫৩২—১৫৩৮ „

(গ) উড়িষ্যার সিংহাসনে

১। পুরুষোত্তম দেব　১৪৬৯—১৪৯৭ „
২। প্রতাপরুদ্র দেব　১৪৯৭—১৫৪০ „

(ঘ) ত্রিপুরার সিংহাসনে

১। প্রতাপ মাণিক্য　১৪৯০ — „
২। ধন মাণিক্য　১৪৯০—১৫২২ „
৩। ধ্বজ মাণিক্য　১৫২২— „
৪। দেব মাণিক্য　১৫২২—১৫৩৫ „

(ঙ) নেপাল-সিংহাসনে

১। রায়মল্ল　১৪৯৫—১৪৯৬ „
২। ভুবনমল্ল　?
৩। জিতমল্ল　১৫২৫—১৫৩৩ „
৪। প্রাণমল্ল

(চ) কোচবিহার-সিংহাসনে

১। বিশ্বসিংহ　১৫১৫ - ১৫৪০ „

(ছ) আসামের সিংহাসনে

১। সুফেন ফা　১৪৩৯ – ১৪৮৮ „
২। সুহেন ফা　১৪৮৮—১৪৯৩ „
৩। সুপিম ফা　১৪৯৩—১৪৯৭ „
৪। সুসঙ্গ মুঙ্গ　১৪৯৭—১৫৯৯ „

(জ) কাছাড়ের সিংহাসনে

১। খুন করা　১৫২৯—রাজত্ব „
২। দেশাঙ্গ　১৫৩৬—মৃত্যু „

(ঝ) জয়ন্তিয়ার সিংহাসনে

১। মহারাজ পর্বত রায়　১৫০০—১৫১৬ „
২। মহারাজ মাঝ গোঁসাই　১৫১৬—১৫৩২ খৃঃ অঃ
৩। „ বুড়া পার্বতী রায়　১৫৩২—১৫৪৮ „

(ঞ) কাশ্মীরে

১। সাহমীর বা সমসুদ্দীনের বংশ ১৫৫৯ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন।

(ট) গুজরাটে

১। সুলতানগণমধ্যে প্রভুর প্রকটকালে বাহাদুর শাহ ১৫২৬—১৫৩৬ খৃঃ অঃ।

(ঠ) পাণ্ড্যদেশে নায়কবংশীয় রাজা

১। নরস নায়ক　১৪৯১—২৫০০ খৃঃ
২। বেন্ন নায়ক　১৫০০—১৫১৪ „
৩। নরস পিন্নৈ　১৫১৫—১৫১৯ „
৪। কুরুকুরু তিম্মপ নায়কণ　১৫১৯ – ১৫২৪ „
৫। কীর্ত্তিয়ম কামৈয় নায়কণ　১৫২৪—১৫২৬ „
৬। বিন্নক নায়কণ　১৫২৬ ১৫৩০ „
৭। আর্য্যকারৈ বের্য্যক নায়কণ　১৫৩০—১৫৩৪ „

(ড) বিজাপুরে (অ দিলশাহ রাজগণ)

১। য়ুসফ নাদিল শাহ　১৪৮৯—১৫১০ খৃঃ
২। ইস্মাইল „　১৫১০—১৫৩৪ „
৩। মল্লু „　১৫৩৪—০ „

(ঢ) কোচিনে

প্রভুর সময়ে—চেরুমল পেরুমল-বংশীয় রাজগণ রাজত্ব করিতেন।

প্রভুর সময়েই—পর্ত্তুগীজগণ কালিকটের জামোরিণের সহিত বন্দোবস্ত করেন—১৫০০ খৃঃ অঃ ২৪শে ডিসেম্বর।

ভাস্কডাগামার আগমন প্রভুর সময়ে ১৫০২ খৃঃ অব্দে।

(ণ) গোলকুণ্ডায়

১। বাহমীনরাজ ২য় মহম্মদ　১৪৭৮ খৃঃ অঃ
২। সুলতান কুতুবশাহ　„

(ত) ইংলণ্ডের সিংহাসনে (ইয়র্ক বংশীয়গণ)

১। পঞ্চম এডওয়ার্ড ১৪৮৩ খ্রীঃ অঃ।

২। তৃতীয় রিচার্ড ১৪৮৩—১৪৮৫ খ্রীঃ অঃ (ঐ টীউড রাজবংশ)।

৩। সপ্তম হেন্‌রী ১৪৮৫—১৫০৯ খ্রীঃ অঃ

৪। অষ্টম হেন্‌রী ১৫০৯ ১৫৪৭ খ্রীঃ অঃ

শ্রীগৌরাঙ্গের অবতারের পূর্ব ও পশ্চাদ্‌বর্ত্তীকালে নবদ্বীপে বিবিধ শাস্ত্রের গবেষণা *

১। **বাসুদেব সার্ব্বভৌম**—মহেশ্বর বিশারদের পুত্র, ইনি অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন ছিলেন বলিয়া মিথিলার পক্ষধর মিশ্রের চতুষ্পাঠীতে গঙ্গেশোপাধ্যায়-কৃত চারিখণ্ড 'চিন্তামণি' মুখস্থ করা হইলে কুসুমাঞ্জলিও মুখস্থ করিতে থাকিলেন। সহপাঠীগণ ধরিয়া ফেলিলেন যে ইনি ন্যায়শাস্ত্র কণ্ঠস্থ করিয়া স্বদেশের গৌরব বৃদ্ধি করিতে উদ্যুক্ত হইয়াছেন। পক্ষধর মিশ্র শলাকা পরীক্ষা করিয়া ইঁহাকে 'সার্বভৌম' উপাধি দিয়াছিলেন। স্বদেশ-প্রত্যাবর্ত্তনচ্ছলে তিনি কাশীতে গিয়া বেদান্ত অধ্যয়ন করেন এবং তৎপরে নবদ্বীপে আসিয়া সর্ব্বাগ্রে সমগ্র ন্যায়শাস্ত্র লিপিবদ্ধ করিলেন। ইনি বিদ্যানগরে টোল খুলিয়া অধ্যাপনা করিতে লাগিলেন; পরে পুরী হইতে রাজা প্রতাপরুদ্রের সাদরাহ্বান পাইয়া সপরিবারে পুরীবাসী হইয়াছিলেন।

২। **রত্নাকর বিদ্যাবাচস্পতি**—বাসুদেবের অনুজ; ইনিও পণ্ডিত ছিলেন।

৩। **রঘুনাথ শিরোমণি**—বাসুদেবের ছাত্র। (ঐ শব্দ দ্রষ্টব্য)।

৪। **হরিদাস ন্যায়ালঙ্কার**—বাসুদেবের ছাত্র। কুসুমাঞ্জলিকারিকা ব্যাখ্যা, চিন্তামণির আলোক নামক পুস্তকের টীকা প্রভৃতি গ্রন্থ।

৫। **জানকীনাথ তর্কচূড়ামণি**—রঘুনাথ শিরোমণির ছাত্র। ন্যায়সিদ্ধান্ত-মঞ্জরী নামক গ্রন্থ-রচয়িতা।

৬। **মথুরানাথ তর্কবাগীশ**—শ্রীরাম তর্কালঙ্কারের পুত্র এবং শিরোমণির ছাত্র। ইনি গঙ্গেশোপাধ্যায়ের প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ এই চারিখণ্ড চিন্তামণির টীকা এবং পক্ষধরমিশ্রের মণ্যালোক, বর্দ্ধমান উপাধ্যায়ের গুণকিরণাবলী ও বল্লভাচার্য্যের ন্যায়লীলাবতী প্রকাশের ভাষ্য করেন। এতদ্ব্যতীত লীলাবতীর টীকা, দীধিতির টীকা, বৌদ্ধাধিকারের টীকা, দ্রব্যরহস্য, গুণরহস্য ও বিধি-মীমাংসার টীকা রচনা করিয়াছেন। এই সব টীকা 'মাথুরী'-নামে প্রসিদ্ধ এবং ইহাদের নাম—'রহস্য'।

৭। **রামভদ্র সার্ব্বভৌম**—রঘুনাথের ছাত্র (পুত্র) সমগ্র কুসুমঞ্জেলির টীকা, পদার্থখণ্ডনের 'পদার্থতত্ত্ব-বিবেচনপ্রকাশ', গুণকিরণাবলীর 'গুণকিরণাবলীরহস্য' তর্কদীপিকাপ্রকাশ, চিন্তামণির 'ভাষ্য' এবং 'সমাসবাদ' প্রভৃতি ইঁহার রচিত গ্রন্থ।

৮। **ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশ**—মথুরানাথের ছাত্র। মণ্যালোকের 'সারমঞ্জরী', 'কারকচক্র', লটার্থবাদ, কারণ-তার্থবাদবিচার, শব্দার্থসারমঞ্জরী, দীধিতির ভাষ্য, মণি-দীধিতিগূঢ়ার্থপ্রকাশিকা প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

৯। **মধুসূদন বাচস্পতি**—ভবানন্দের পুত্র। ইনি মিথিলায় গিয়া ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করত অসাধারণ পাণ্ডিত্য লাভে নবদ্বীপে আসিলে—

মিথিলাতঃ সমায়াতে বাক্‌পতৌ মধুসূদনে।
চকম্পে ন্যায়গাগীঃ কাতরোঽভূদ্ গদাধরঃ॥

ইনি অকালে কালকবলিত হইয়াছিলেন বলিয়া কোনও গ্রন্থ রচনা করেন নাই।

১০। **রুদ্ররাম তর্কবাগীশ**—ভবানন্দের পৌত্র। ভবানন্দ-কৃত কারকচক্রের টিপ্পনী, পদার্থ নিরূপণ, অধিকরণ-চন্দ্রিকা, কারক ব্যূহ, বাদ পরিচ্ছেদ এবং চিত্ররূপ পদার্থ প্রভৃতি রচনা করেন।

১১। **দ্বিতীয় বাসুদেব সার্ব্বভৌম**—১৫৫১ শকে লক্ষ্মীধর-বিরচিত-'অদ্বৈতমকরন্দ'-নামক বেদান্তগ্রন্থের টীকা রচনা করেন।

১২। **দুর্গাদাস বিদ্যাবাগীশ**—দ্বিতীয় বাসুদেবের পুত্র। মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ ও কবিকল্পদ্রুমের টীকাকার।

১৩। **হরিরাম তর্কবাগীশ**—রঘুনাথের বংশধর। অনুমিতি বিচার, সপ্তপদার্থ নিরূপণের ব্যাখ্যা, রত্নকোষ-ব্যাখ্যা, আচার্য্যমতরহস্য, নব্যমত-রহস্য, মঙ্গলবাদ, বিষয়তাবাদ, নবীনমত বিচার, অনুমিতি পরামর্শ-বাদবুদ্ধি, প্রতিবন্ধকতা বিচার, বিশিষ্টবৈশিষ্ট্যবোধ-বিচার, নব্য-

* শ্রীকান্তিচন্দ্র রাঢ়ী-কর্ত্তৃক সঙ্কলিত 'নবদ্বীপ মহিমা' গ্রন্থের ছায়া

ধর্ম্মিতাবচ্ছেদকতা, প্রত্যাসত্তিবিচার প্রভৃতি বহু ন্যায় গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

১৪। **বিদ্যানিবাস**—কুলপঞ্জী-মতে ইনি রত্নাকর বিদ্যাবাচস্পতির পুত্র, নাম কাশীশ্বর, মুগ্ধবোধের টীকা-কৃৎ। কৃত্যকল্পতরুর 'দানকাণ্ড' পুস্তকের শেষে লিখিত আছে—

সর্বেষাং মৌলিরত্নানাং ভট্টাচার্য্যমহাত্মনাম্।
এতদ্বিদ্যানিবাসানাং দানকাণ্ডাখ্য-পুস্তকম্॥
ব্যোমেন্দুশরশীতাংশুমিত-শাকে বিশেষতঃ।
শূদ্রেণ কবিচন্দ্রেণ বিলিখ্য পরিশোধিতম্॥

১৫। **রুদ্রনাথ ন্যায়বাচস্পতি**—বিদ্যানিবাসের পুত্র। গুণপ্রকাশদীধিতির 'ভাবপ্রকাশিকা' মণিদীধিতির 'ভাষ্য', কুসুমাঞ্জলির ব্যাখ্যা ও সিদ্ধান্ত-মুক্তাবলীর ভাষ্য এবং ভ্রমরদূত-নামে খণ্ডকাব্য রচনা করিয়াছেন। প্রত্যক্ষ-মণিদীধিতির ব্যাখ্যায় তিনি পরিচয় দিয়াছেন—

বিদ্যানিবাস পুত্রস্য ন্যায়বাচস্পতেরিয়ম্।
নির্মিতিনির্ম্মল-ধিয়ামানন্দয়তু মানসম্॥

১৬। **বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন**—কাশীশ্বর বিদ্যা-নিবাসের পুত্র (J. A. S. B. Vol. VI, New) Series No. 7, 1910)। ইনি 'ভাষাপরিচ্ছেদ' ও তাহার টীকা 'সিদ্ধান্তমুক্তাবলী' রচনা করিয়া ন্যায়শাস্ত্রে সার-গ্রাহিতা ও বিলক্ষণ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেখাইয়াছেন। গৌতম-প্রণীত ন্যায়সূত্রের 'বৃত্তি' এবং শিরোমণি কৃত পদার্থতত্ত্বের 'অবলোক'-নামে ভাষ্যও ইঁহার রচনা। এতদ্ব্যতীত পিঙ্গল-কৃত ছন্দঃসূত্রের পিঙ্গল-প্রকাশিকা নামে এক টীকাও ইনি নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

১৭। **জগদীশ তর্কালঙ্কার**—শ্রীসনাতন মিশ্রের চতুর্থ অধস্তন। নৈয়ায়িক পণ্ডিত যাদবচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের ইনি তৃতীয় পুত্র। ইঁহার রচনা - কাব্যপ্রকাশরহস্য প্রকাশ, রঘুনাথ শিরোমণি-কৃত বহুগ্রন্থের টিপ্পনী, গঙ্গেশোপাধ্যায়-কৃত অনুমানময়ূখের ভাষ্য, প্রশস্তপাদ-কৃত দ্রব্যভাষ্যের টিপ্পনী, লীলাবতীদীধিতির টীকা, শঙ্করাচার্য্য-কৃত আনন্দলহরীস্তোত্রের টীকা এবং '**শব্দশক্তিপ্রকাশিকা**' ও তর্কামৃত। এতদ্ব্যতীত 'মুক্তিবিচার'নামে একখানি পুঁথিও তদীয় বংশধর যতীন্দ্রনাথ তর্কতীর্থের নিকটে আছে। তদীয় গ্রন্থসকল 'জাগদীশী' নামে প্রসিদ্ধ। জগদীশের দুই পুত্র—রঘুনাথ ও রুদ্রেশ্বর; রঘুনাথ 'সাংখ্যতত্ত্ববিলাস' ও অনুমানচিন্তামণির উপর 'পরামর্শ' টীকা লিখেন।

১৮। **রামভদ্র সিদ্ধান্তবাগীশ**—রামরাম ন্যায় পঞ্চাননের পুত্র ও জগদীশের ছাত্র। ইনি শব্দশক্তি প্রকাশিকার 'সুবোধিনী' টীকা করেন।

১৯। **গদাধর ভট্টাচার্য্য**—বারেন্দ্রশ্রেণীর ব্রাহ্মণ, জীবদেবাচার্য্যের পুত্র। আদি নিবাস - বগুড়া জেলার লক্ষী চাপড় গ্রামে। বাল্যকালে নবদ্বীপে ন্যায়শাস্ত্র পড়িতে আসিয়া নবদ্বীপেই বসবাস করেন। ইনিও জগদীশের ন্যায় বহু টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন তাঁহার টীকাগুলি সাধারণতঃ 'গাদাধরী' বলিয়া কথিত হয়। বাদার্থ-বিষয়ে তিনি ৬৪ খানা পুস্তক রচনা করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত চণ্ডীর টীকাও করিয়াছেন।

২০। **গোবিন্দ ন্যায়বাগীশ**—প্রসিদ্ধ বাসুদেব সার্বভৌম-বংশ। ইনি পদার্থ-খণ্ডনের টীকা, ন্যায়রহস্য ও তাহার ব্যাখ্যা রচনা করেন। মহারাজ রাঘব রায় ১০৬৭ সালে ১১ই ফাল্গুন তারিখে গোবিন্দকে আড়বান্দী গ্রামে ১০০ বিঘা ব্রহ্মোত্তর জমি দান করিয়াছেন।

২১। **রঘুদেব ন্যায়ালঙ্কার**—গদাধরের পৌত্র। ইনি শিরোমণি-কৃত নঞ্‌বাদের উপর 'নঞ্‌বাদবিবেচন' নামে এক টীকা করেন। এতদ্ব্যতীত চিন্তামণির গূঢ়ার্থ তত্ত্বদীপিকা, বৈশেষিক-সূত্রব্যাখ্যা, পদার্থতত্ত্ব ব্যাখ্যা প্রভৃতি বহু টীকা গ্রন্থ রচনা করেন।

২২। **শ্রীকৃষ্ণ ন্যায়ালঙ্কার**—গোবিন্দের পুত্র। ইনি জানকীনাথ তর্কচূড়ামণি-প্রণীত ন্যায়সিদ্ধান্তমঞ্জরীর 'ভাবদীপিকা' নামে উৎকৃষ্ট টীকা করেন।

২৩ **জয়রাম ন্যায়পঞ্চানন**—প্রসিদ্ধ অধ্যাপক। ইনি মণিদীধিতির 'ব্যাখ্যাসুধা', নানার্থবাদের 'বিবৃতি' সামান্যলক্ষণাদীধিতির 'টিপ্পনী', পদার্থতত্ত্বের 'পদার্থমণি-

১৭। 'জগদীশস্য সর্ব্বস্বং শব্দশক্তিপ্রকাশিকা।'

মাহাভাষ্য', গুণপ্রকাশদীধিতি ও হেত্বাভাস-দীধিতির টিপ্পনী, মণ্যালোকের 'আলোক বিবেক' এবং কারক-ব্যূহের ব্যাখ্যা প্রণয়ন করেন। ন্যায়সূত্রের উপরে 'ন্যায়সিদ্ধান্তমালা'-নামে এক ভাষ্যও তাঁহার রচনা।

২৪। **জয়রাম তর্কালঙ্কার**—গদাধরের ছাত্র এবং তৎপ্রণীত শক্তিবাদের টীকা রচনা করিয়া যশস্বী হন।

২৫। **শিবরাম বাচস্পতি**—ষড়্ দর্শনবেত্তা বিখ্যাত পণ্ডিত। গদাধর প্রণীত মুক্তিবাদের টীকা রচনা (১৬৬৪ শকে) করেন।

২৬। **রঘুনন্দন স্মার্ত্তভট্টাচার্য্য**—'অষ্টবিংশতিতত্ত্ব' নামক স্মৃতিগ্রন্থের সঙ্কলয়িতা। এতদ্ব্যতীত 'রাসযাত্রা পদ্ধতি', 'সঙ্কল্পচন্দ্রিকা', 'ত্রিপুকরাশান্তিতত্ত্ব', 'দ্বাদশযাত্রা প্রমাণতত্ত্ব' ও 'হরিস্মৃতি-সুধাকর'-নামে স্মৃতিশাস্ত্র রচনা করেন। অষ্টাবিংশতিতত্ত্বের উপর কালীরাম বাচস্পতি ও শান্তিপুরবাসী রাধামোহন গোস্বামী দুইখানি টীকা করিয়াছেন।

২৭। **রামভদ্র ন্যায়ালঙ্কার**—শ্রীনাথ আচার্য্যচূড়ামণির পুত্র। 'দায়ভাগটীকা' ও 'সিদ্ধান্তকুমুদচন্দ্রিকা' রচনা করেন। এতদ্ব্যতীত ইনি রঘুবংশের 'বিদ্বন্মোদিনী' ও শকুন্তলার 'শকুন্তলা-বিবৃতি'-নামে টীকা নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ইঁহার দ্বিতীয় পুত্র রামেশ্বর তান্ত্রিক দীক্ষা-হোমাদি-বিষয়ে 'তন্ত্রপ্রমোদন' এবং ষষ্ঠ পুত্র রঘুমণি 'আগমসার' ও দত্তকচন্দ্রিকা' প্রণয়ন করত স্ববংশ গৌরব রক্ষা করেন।

২৮। **শ্রীকৃষ্ণ সার্ব্বভৌম**—শান্তিপুরবাসী। ১৬৩৩ শাকে 'কৃষ্ণপদামৃত' এবং ১৬৪৫ শাকে 'পদাঙ্কদূত' রচনা করিয়া কাব্যে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করেন।

২৯। **চন্দ্রশেখর বাচস্পতি** 'স্মৃতিপ্রদীপ', স্মৃতি সার-সংগ্রহ', 'সঙ্কল্প দুর্গভঞ্জন' ও 'ধর্মবিবেক' নামে চারিখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

৩০। **শ্রীকৃষ্ণতর্কালঙ্কার**—দায়ভাগের 'টীকা' ও 'দায়ক্রমসংগ্রহ'-নামক স্মৃতিগ্রন্থ এবং সাহিত্যের লক্ষণ ও অর্থাদি-বিষয়ে 'সাহিত্যের-নামে এক ন্যায়গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

৩১। **পূর্ণানন্দ গিরি পরমহংস**—বেদ বেদান্ত, আগম ও তন্ত্রশাস্ত্রে বিখ্যাত পণ্ডিত। তন্ত্রোক্ত-সাধনে সিদ্ধপুরুষ। তৎপ্রণীত 'ষট্চক্রভেদ' 'বামকেশ্বর তন্ত্র', 'শ্যামারহস্য তন্ত্র', শাক্তক্রমতন্ত্র, ও 'শাক্তানন্দনন্দ-তরঙ্গিণী' প্রভৃতি তন্ত্রশাস্ত্র, 'তত্ত্বচিন্তামণি'-নামক বৈদান্তিক গ্রন্থ।

৩২। **কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ**—মহেশ্বর গৌড়াচার্য্যের পুত্র—শ্রীচৈতন্যদেবের সমসাময়িক। সুপ্রসিদ্ধ 'তন্ত্রসার' গ্রন্থই ইঁহার রচনা। নবদ্বীপে শ্যামাপূজার পদ্ধতি ইঁহারই আবিষ্কৃত।

৩৪। **গোপাল ভট্টাচার্য্য**—আগমবাগীশের পৌত্র; ইনি'তন্ত্রদীপিকা'-নামে ১১৭১৫ শ্লোকে এক বিরাট 'তন্ত্রগ্রন্থ সঙ্কলন করেন।

৩৩। **মাধবানন্দ সহস্রাক্ষ**—কৃষ্ণানন্দের ভ্রাতা। ইনি শ্রীগোপালের উপাসক ছিলেন। শ্রীরাধাবল্লভ-বিগ্রহ স্থাপন করায় ইঁহার বংশধরেরা 'রাধাবল্লভভট্টাচার্য' নামে প্রসিদ্ধ। মহামহোপাধ্যায় অজিতনাথ ন্যায়রত্ন এই বংশেরই পণ্ডিত ছিলেন।

গৌরাঙ্গদাস— শ্রীনিত্যানন্দ-শাখা।

নর্ত্তক গোপাল, রামচন্দ্র গৌরাঙ্গদাস।
[চৈঃ চঃ আদি ১১।৫৩]

২ শ্রীনিবাস আচার্য্যপ্রভুর শিষ্য।

তার পর কৃপা কৈল গৌরাঙ্গদাসেরে।
তাঁহার অনন্ত গুণ কে বর্ণিতে পারে॥
গোবিন্দ বলিতে যিঁহো ভাবাবিষ্ট মনে।
নিজপ্রভু-পাদপদ্ম সদা চিন্তে মনে॥ (কর্ণা ১)

৩ শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য। ইনি মৃদঙ্গবাদ্যে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন।

নারায়ণ মুখ্যশাখা গৌরাঙ্গ দাস। (প্রেম ২০)
জয় গৌরাঙ্গদাস বায়ন ঠাকুর।
যাহার মৃদঙ্গ-বাদ্যে তাপ যায় দূর॥ (নরো ১২)

খেতুরির বিখ্যাত শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা উৎসবে ইনি করতাল-বাদ্যদ্বারা ভক্তগণকে আনন্দ প্রদান করিয়াছিলেন।

শ্রীগৌরাঙ্গ দাসাদিক মনের উল্লাসে।
বায় কাংস্য-তালাদি প্রভেদ পরকাশে॥
(ভক্তি ১০।৫৩০)

গৌরাঙ্গদাস ঘোষাল—শ্রীখণ্ডবাসী ও শ্রীসরকার ঠাকুরের শাখা।

গৌরাঙ্গদাস বৈরাগী—শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য।

বালকদাস বৈরাগী, বৈরাগী গৌরাঙ্গদাস। (প্রেম ২০)

জয় শ্রীগৌরাঙ্গদাস বৈরাগী প্রবীণ।
সদা আপনাকে যেঁহো মানে অতিদীন॥ (নরো ১২)

গৌরাঙ্গপ্রিয়া—শ্রীনিবাস আচার্য্যপ্রভুর দ্বিতীয়া পত্নী এবং শিষ্যা। ইনি পশ্চিম গোপালপুর-নিবাসী রঘুনাথ চক্রবর্ত্তীর কন্যা। (শ্রীনিবাস দেখ)।

গৌরাঙ্গবল্লভ—শ্রীআচার্য্যপ্রভুর পরিবার (অনু ৭)

গৌরীদাস—শ্রীশ্যামানন্দ-শিষ্য।

গৌরীদাস নাম শাখা সর্ব্বগুণাকর॥ (প্রেম ২০)

গৌরীদাস কীর্ত্তনীয়া—শ্রীনিত্যানন্দ-অনুগত। পদকর্ত্তা ছিলেন। বৈষ্ণব-বন্দনায় লিখিত আছে—

গৌরীদাস কীর্ত্তনীয়ার কেশেতে ধরিয়া।
নিত্যানন্দ স্তব করাইলা শক্তি দিয়া॥

গৌরীদাস পণ্ডিত—দ্বাদশ গোপালের অন্যতম। শ্রীনিত্যানন্দ-শাখা। (পূর্ব্বলীলায় সুবলসখা, গৌরগণোদ্দেশ—১২৮)। বর্দ্ধমান জেলায় কালনার সংলগ্ন অম্বিকানগরে শ্রীপাট। পূর্ব্বনিবাস—শালিগ্রামে ছিল।

কংসারি মিশ্র
- দামোদর
- জগন্নাথ
- সূর্য্যদাস
  - শ্রীমতী বসুধা দেবী
  - শ্রীমতী জাহ্নবা দেবী
- গৌরীদাস (পত্নী বিমলা)
  - বলরাম
  - রঘুনাথ
- কৃষ্ণদাস
- নৃসিংহচৈতন্য

দেবাদিদেব গৌরচন্দ্র গৌরীদাস-মন্দিরে।
গৌরীদাস-মন্দিরেত প্রভু অম্বিকাতে বিহরে॥
প্রাচীন-পদ।

সরখেল সূর্য্যদাস পণ্ডিত উদার।
তাঁর ভ্রাতা গৌরীদাস পণ্ডিত প্রচার॥
শালিগ্রাম হইতে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতায় কহিয়া।
গঙ্গাতীরে কৈল বাস অম্বিকা আসিয়া॥
(ভক্তি ৭।৩৩০-৩১)

ইঁহাদের পিতার নাম—কংসারি মিশ্র। মাতার নাম—কমলা দেবী। ইঁহারা ছয় ভ্রাতা। গৌরীদাসের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার কন্যা শ্রীমতী বসুধা ও জাহ্নবা দেবীর সহিতই শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর বিবাহ হইয়াছিল। গৌরীদাসের পত্নীর নাম—বিমলা দেবী। ইঁহাদের দুই পুত্র—প্রথম বলরাম ও দ্বিতীয় রঘুনাথ।

একদা শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু ও শ্রীমন্ মহাপ্রভু হরীনদী গ্রাম হইতে নিজেরাই নৌকার বৈঠা বাহিয়া বাহিয়া গৌরীদাস পণ্ডিতের ভবনে উপনীত হইয়া বাহিরের একটী তেঁতুল বৃক্ষতলে উপবেশন করেন। বহুদিনে প্রভুকে পাইয়া গৌরীদাস আর ছাড়িলেন না। চিরদিনের তরে স্বীয় আলয়ে রাখিবার জন্য বহু কাকুতি মিনতি করিতে লাগিলেন। মহাপ্রভু তত্রত্য নিম্ববৃক্ষ হইতে শ্রীনিত্যানন্দ ও তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া গৌরীদাসকে প্রদান করিলেন। গৌরীদাসের অচলা ভক্তিতে শ্রীবিগ্রহযুগল ভোগের দ্রব্যাদি ভোজন করিলেন।

কালনায় অদ্যাপি উক্ত তেঁতুলবৃক্ষ দৃষ্ট হয় এবং শুনা যায়—মহাপ্রভু যে বৈঠা বাহিয়া আসিয়াছিলেন, তাহাও অদ্যাপি দেবমন্দিরে আছে মহাপ্রভু গৌরীদাসকে উক্ত বৈঠা দিয়া বলিয়াছিলেন—

এই লেহ বৈঠা, এবে দিলাম তোমারে।
ভবনদী হৈতে পরে করহ জীবেরে॥
(ভক্তি ৭।৩৩৬)

মহাপ্রভু দত্ত একখানি গীতাও ঐ স্থানে আছে—

প্রভুদত্ত গীতা বৈঠা প্রভু-সন্নিধানে।
অদ্যাপিহ অম্বিকায় দেখে ভাগ্যবানে॥

[ভক্তি ৭।৩৪১

গৌরীমোহন দাস—পদাবলী-সঙ্কলয়িতা, ১৮২৯ খৃঃ ইঁহার '**পদকল্পলতিকা**' প্রকাশিত হয়; পদসংখ্যা—৩৫১। ইনি বৈষ্ণবদাস, এমন কি শশিশেখর চন্দ্রশেখরেরও পরবর্ত্তী।

[ঘ]

ঘনরাম চক্রবর্ত্তী—বর্দ্ধমান জেলায় কৃষ্ণপুর গ্রামবাসী গৌরীকান্ত চক্রবর্ত্তীর পুত্র। ১৬৩৩ শাকে ইনি 'ধর্ম্মমঙ্গল' কাব্য রচনা শেষ করেন। ইনি পদকর্ত্তাও ছিলেন। বাৎসল্যরস ও গোষ্ঠলীলায় সখ্যরসের বর্ণনায় ইনি কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন।

ঘনশ্যাম—জাতি বৈদ্য। শ্রীনিবাস আচার্য্যের পুত্র গতিগোবিন্দ ঠাকুরের শিষ্য। পিতার নাম—দিব্যসিংহ, পিতামহ বিখ্যাত শ্রীগোবিন্দ দাস কবিরাজ। ঘনশ্যামের জন্মভূমি—শ্রীখণ্ডে। ঘনশ্যাম যখন গর্ভে, তখন দিব্যসিংহ পত্নী-সহ বুধুরী হইতে শ্রীখণ্ডে শ্বশুরালয়ে আগমন করেন। ইঁহারা বুধুরী ত্যাগ করিয়া গেলে, গোবিন্দ কবিরাজের বা দিব সিংহের যে ভূমিবিত্তাদি ছিল তৎসমুদয় নবাব সরকারে বাজেয়াপ্ত হয়। পরে ঘনশ্যাম বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে নবাব বাহাদুর তাঁহার মধুর পদাবলি শ্রবণ করত হৃষ্টচিত্তে তাঁহাকে ৬০ বিঘা ভূমি দান করত বুধুরীতে বাস করিতে আজ্ঞা করেন। ঘনশ্যামের পুত্রের নাম—স্বরূপনাথ। তৎপুত্র হরিদাস। এই হরিদাসের স্থাপিত শ্রীশ্রীনিতাই গৌরাঙ্গ বিগ্রহ অদ্যাপি দৃষ্ট হয়। উক্ত শ্রীপাটে বিস্তর প্রাচীন পুঁথি আছে। গোবিন্দ কবিরাজ শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুকে দিয়া যে দুইটি পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা করাইয়াছিলেন—অদ্যাপি সেই রাধাকুণ্ড ও শ্যামকুণ্ড দৃষ্ট হয়, কিন্তু জঙ্গলাকীর্ণ। বুধুরী ভগবানগোলা ষ্টেশনের একমাইল দূরে। ইঁহার রচনা—'**শ্রীগোবিন্দরতিমঞ্জরী**' সর্বজন-সমাদৃত গ্রন্থ।

২—'**ভক্তিসিদ্ধান্তরত্ন**'-নামক গ্রন্থপ্রণেতা [গৌড়ীয়-বৈষ্ণবসাহিত্য ১০৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য]

৩ শ্রীরসিকানন্দ-শিষ্য [রঃ মঃ পশ্চিম ১৪।১৫৮]

ঘনশ্যাম চক্রবর্ত্তী—(নরহরি দাস) জগন্নাথের পুত্র ও শ্রীনৃসিংহ চক্রবর্ত্তীর শিষ্য (নরো—১৩)। ইনি মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত জঙ্গিপুরের সন্নিহিত রেঞাপুরে বাস করিতেন।

নিজ পরিচয় দিতে লজ্জা হয় মনে।
পূর্ব্ববাস গঙ্গাতীরে জানে সর্ব্বজনে॥
বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী সর্ব্বত্র বিখ্যাত।
তাঁর শিষ্য মোর পিতা—বিপ্র জগন্নাথ॥
না জানি কি হেতু হৈল মোর দুই নাম।
নরহরি দাস, আর দাস ঘনশ্যাম॥
গৃহাশ্রম হইতে হইনু উদাসীন।
মহাপাপ বিষয়ে মজিনু রাত্রি দিন॥

ইনি 'ভক্তিরত্নাকর' ও 'নরোত্তম বিলাস' নামক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। উক্ত গ্রন্থ এক্ষণে প্রচারিত আছে। ইহা ব্যতিরেকে শ্রীনিবাসচরিত্র' নামক আর একখানি গ্রন্থও রচনা করিয়াছিলেন। ভক্তিরত্নাকরে বলিতেছেন—

শিষ্যগণ-নাম হেথা বর্ণিতে নারিনু।
শ্রীনিবাসচরিত্র গ্রন্থেতে বিস্তারিনু॥ ঐ

ইঁহার কৃত পদাবলী মধুর। এতদ্ব্যতীত ছন্দঃসমুদ্র, গীতচন্দ্রোদয়, গৌরচরিত-চিন্তামণি, পদ্ধতি প্রভৃতি বহুগ্রন্থ ইঁহার রচিত এক্ষণে পাওয়া যাইতেছে।

ঘনশ্যাম দাস—শ্রীনিবাস আচার্য্যের পুত্র শ্রীগতিগোবিন্দের শিষ্য। পিতার নাম—তুলসীরাম দাস'

তুলসীরাম দাসের পুত্র শ্রীঘনশ্যাম।
তাহারে করিলা দয়া হইয়া কৃপাবান্॥ (কর্ণা ২)

২—শ্রীরসিকানন্দ প্রভুর শিষ্য [রঃ মঃ পশ্চিম ১৪। ১২৫]

[চ]

চক্রপাণি আচার্য্য—শ্রীঅদ্বৈত শাখা।

চক্রপাণি আচার্য্য, আর অনন্ত আচার্য্য॥

[চৈঃ চঃ আ, ১২।৫৮]

চক্রপাণি আচার্য্য! সে পদে দেহ' রতি।
যেঁহো সে পূতনা বধি' দিল মাতৃগতি ॥ [নামা ১৭৫]

চক্রপাণি চৌধুরী—শ্রীরঘুনন্দনের শিষ্য। ভ্রাতার নাম—মহানন্দ। নীলাচলে প্রভুর নিকটে দুই ভ্রাতা রঘুনন্দনের শিষ্য বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলেন (বঃ ভাঃ সাঃ)।

চণ্ডীদাস—শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য।

ধরু চৌধুরী আর শাখা চণ্ডীদাস। [প্রেম ২০]

জয় চণ্ডীদাস যে পণ্ডিত সর্ব্বগুণে।
পাষণ্ডী-খণ্ডনে দক্ষ, দয়া অতিদীনে ॥ [নরো ১২]

চণ্ডী সিংহ—শ্রীল আচার্যপ্রভুর কন্যা শ্রীহেমলতা ঠাকুরাণীর শিষ্য।

দর্পনারায়ণ, চণ্ডীসিংহ—দুই ভৃত্য তাঁর ॥ (কর্ণা ২)

চতুর্ভুজ—ব্রাহ্মণ। প্রসিদ্ধ কমলাকর পিপ্‌লায়ের পুত্র। শ্রীপাট—মাহেশ। চতুর্ভুজের দুই পুত্র - নারায়ণ ও জগন্নাথ। ইঁহাদের বংশধরগণই বর্ত্তমানে মাহেশের অধিকারী (কমলাকর পিপলাই দেখ)।

চতুর্ভুজ পণ্ডিত - শ্রীনিত্যানন্দ-পার্ষদ [চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৫।৭৪৫]।

ইঁহার তিন পুত্র—নন্দন, গঙ্গাদাস ও বিষ্ণুদাস—ইঁহার গৃহ শ্রীনিত্যানন্দ-বিলাসস্থান।

চন্দনেশ্বর—মহাপ্রভুর পরিবার। সার্বভৌমের পুত্র। মহাপ্রভু ও ভক্তবৃন্দকে শ্রীশ্রীজগন্নাথদর্শন করাইতে সর্বভৌম নিজপুত্র চন্দনেশ্বরকে সঙ্গে দিয়া পাঠাইয়াছিলেন।

সার্ব্বভৌম পাঠাইলা সবা দর্শন করিতে।
চন্দনেশ্বর নিজপুত্র দিয়া সবার সাথে ॥
[চৈঃ চঃ মধ্য ৬।৩৩]

মহেশ্বর বিশারদ
বাসুদেব সার্বভৌম — বিদ্যাবাচস্পতি — কন্যা (স্বামী গোপীনাথাচার্য্য)
বাসুদেব সার্বভৌম: চন্দনেশ্বর — (কন্যা)
(ষাটী বা ষষ্ঠীঠাকুরাণী, স্বামী অমোঘ পণ্ডিত)

দক্ষিণদেশ হইতে মহাপ্রভু পুরীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে—উড়িষ্যাবাসী ভক্তগণের সহিত সার্বভৌম ইঁহারও পরিচয় দিয়াছিলেন।

চন্দনেশ্বর, সিংহেশ্বর, মুরারি ব্রাহ্মণ।
বিষ্ণুদাস, ইঁহো ধ্যায় তোমার চরণ ॥
[ঐ মধ্য ১০।৪৫]

চন্দ্রকলা দেবী - উড়িষ্যার মহারাজা প্রতাপরুদ্রের পত্নী। মহাপ্রভুর অনুগতা।

চন্দ্রকান্ত ন্যায়পঞ্চানন—শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য। পূর্বে ঠাকুরের নিন্দাবাদ করিয়া বেড়াইতেন। পরে তাঁহার কৃপায় মহাভক্ত হয়েন।

হরিদাস শিরোমণি, চন্দ্রকান্ত আর।
ন্যায়পঞ্চানন উপাধিতে সর্বত্র প্রচার ॥
(রূপনারায়ণ দেখ; প্রেম ১৯)

চন্দ্রভানু—শ্রীরসিকানন্দ-শিষ্য। চন্দ্র ও ভানু দুই কি এক বুঝিবার উপায় নাই [রঃ মঃ পশ্চিম ১৪।১২৬]

চন্দ্রমুখী দেবী—শ্রীনিবাস আচার্য্যের মধ্যম পুত্র শ্রীরাধাকৃষ্ণ আচার্য্যের পত্নী। শ্রীমতী ঈশ্বরী দেবীর নিকট ইনি দীক্ষা প্রাপ্ত হয়েন।

আর পুত্রবধূ চন্দ্রমুখী নানা গুণমণি ॥ (কর্ণা ১)

চন্দ্রশেখর—শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য।

চন্দ্রশেখর, গণেশ চৌধুরী, শ্রীগোবিন্দ রায়।
[প্রেম ২০]

জয় ভক্তিরত্ন-দাতা শ্রীচন্দ্রশেখর।
প্রভু-পাদপদ্মে যেঁহো মত্ত মধুকর ॥ (নরো ১২)

২—শ্রীরসিকানন্দ-শিষ্য [রঃ মঃ পশ্চিম ১৪।১৪৯]

চন্দ্রশেখর আচার্য্য— শ্রীচৈতন্য-শাখা। "আচার্য্যরত্ন নামে খ্যাত।

আচার্য্যরত্নের নাম শ্রীচন্দ্রশেখর।
যাঁর ঘরে দেবীভাবে নাচেন ঈশ্বর ॥
[চৈঃ চঃ আদি ১০।১৩]

ইনি মহাপ্রভুর মেসোমহাশয় অর্থাৎ শচীদেবীর ভগিনী শ্রীমতী সর্বজয়া দেবীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। মহাপ্রভু নবদ্বীপ-বিহারের সময় একদিবস সগণ আচার্য্য ভবনে শ্রীকৃষ্ণলীলা অভিনয় করিয়াছিলেন।

পৌর্ণমাসী-পৃথুপ্রেমপাত্রং শ্রীচন্দ্রশেখরম্।
অপারকরুণাপূর পৌর্ণমসৌতিসংজ্ঞকম্ ॥
[শাঃ নিঃ৩৫]

চন্দ্রশেখর কবি—সুপ্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা, শশিশেখরের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। পিতার নাম—শ্রীগোবিন্দানন্দ ঠাকুর, জন্মস্থান—কাঁদরা। মঙ্গল ঠাকুরের বংশে জন্ম। [বিশেষ কথা 'শশিশেখরে' দ্রষ্টব্য]। **'নায়িকারত্নমালা'** গ্রন্থ ইঁহাদের কীর্ত্তি।

চন্দ্রশেখর দাস—বৈদ্য, শ্রীচৈতন্য-শাখা। (চন্দ্রশেখর দাস, চন্দ্রশেখর বৈদ্য ও চন্দ্রশেখর শূদ্র একই ব্যক্তি)।

শ্রীচন্দ্রশেখর বৈদ্য, দ্বিজ হরিদাস।
(চৈঃ চঃ আদি ১০।১১২)

ইনি কাশীবাসী ছিলেন। তপন মিশ্রের সহিত ইঁহার বড়ই সখ্য ছিল।

বারাণসীমধ্যে প্রভুর ভক্ত তিন জন।
চন্দ্রশেখর বৈদ্য আর মিশ্র তপন॥ (ঐ১০।১৫২)

মহাপ্রভু ইহার ভবনে অবস্থিতি করিয়াছিলেন।

কাশীতে লেখক শূদ্র চন্দ্রশেখর।
তাঁর ঘরে রহিলা প্রভু স্বতন্ত্র ঈশ্বর॥
তপন মিশ্রের ঘরে ভিক্ষা নির্ব্বাহন।
সন্ন্যাসীর সঙ্গে নাহি মানে নিমন্ত্রণ॥ [ঐ৭।৪৫-৪৬]

কাশীতে মায়াবাদী সন্ন্যাসীগণ এবং তাঁহাদের 'গুরু প্রকাশানন্দ সরস্বতী মহাপ্রভুকে উপহাস করিতেন। ভক্তগণের ইহা সহ্য হইত না। মহাপ্রভু শ্রীবৃন্দাবন হইতে প্রত্যাগমন করিলে চন্দ্রশেখর, তপন মিশ্র প্রভৃতি ভক্তগণ প্রভুকে বলিলেন—"যদি ঐ সকল পাষণ্ড পতিতকে উদ্ধার করা না হয়—তবে আমরা আত্মহত্যা করিব।"

কতেক শুনিব প্রভু তোমার নিন্দন।
না পারি সহিতে এবে ছাড়িব জীবন॥ (ঐ৭।৫০)

প্রভু হাস্য করিলেন। সেইদিন একজন বিপ্র আসিয়া প্রভুর চরণ ধরিয়া দৈন্য-প্রকাশে বলিলেন,"প্রভু, কাশীবাসী সমুদয় সন্ন্যাসীকে নিমন্ত্রণ করিয়াছি। আপনাকেও কৃপা করিয়া নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে হইবে।" প্রভু অস্বীকার করিলেন না। ঐ বিপ্রগৃহে প্রকাশানন্দ সরস্বতী এবং মায়াবাদিগণের উদ্ধার সাধন করেন।

এই চন্দ্রশেখর গৃহে প্রভুর অবস্থানকালে শ্রীসনাতন গোস্বামী দরবেশ-বেশে আগমন করিয়াছিলেন। (চন্দ্রশেখরের গৃহপরিচয়—কাশীবাসী বৈষ্ণব-শব্দে দেখ।)

চম্পতিরায়—দাক্ষিণাত্য-নিবাসী। ইঁহার পদাবলী-সাহিত্যে দান আছে। ইঁহার রচনা প্রায়ই ব্রজবুলিতে। শ্রীরাধামোহন ঠাকুর পদামৃত সমুদ্রের সংস্কৃত টীকায় ইহার নামোল্লেখ করিয়াছেন ' (বঃ ভাঃ সাঃ)।

চাঁদ কাজি—হোসেন শাহের গুরু। নবদ্বীপের শাসনকর্ত্তা। ইনিই নবদ্বীপে কীর্ত্তন নিষেধ করেন ও খোল ভাঙ্গেন। ইহায় মুখ্য কর্ম্মচারী গোরাই হিন্দুদের প্রতি অত্যাচার করিয়া প্রসিদ্ধ হয়।

চাঁদ হালদার—শ্রীখেতরীর মহোৎসবে সমাগত ভক্ত।

শ্রীচাঁদ হালদার মিতু হালদার, সকলে। (নরোঃ ৮)

চাটুয়া রামদাস—শ্রীঠাকুর মহাশয়ের শিষ্য।

জয় শ্রীচাটুয়া রামদাস ভক্তিপাত্র।
বৈষ্ণবের পত্র-অবশেষে ভুঞ্জে মাত্র॥ (নরোঃ ১২)

চান্দরায় বা রাজা চান্দরায়—শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য। পিতার নাম—রামচন্দ্র রায়, ভ্রাতার নাম সন্তোষ রায়। ইনি পূর্ব্বে বড়ই দুর্দ্ধর্ষ জমিদার ছিলেন। ৮৪ হাজার টাকা আয়ের জমিদারী ছিল। হাজার অশ্বারোহী ও বিস্তর পদাতিক সৈন্য ছিল। রাজমহল পর্য্যন্ত ইহার অধিকারে ছিল। বাদশাহকে এক পয়সাও কর না দিয়া লুঠতরাজ করিয়া অর্থ উপার্জন করিতেন। ইঁহার মত অত্যাচারী জমিদার তখন আর কেহই ছিল না।

তাহার পাপের কথা লেখা নাহি যায়।
কাণে হাত দিয়া লোক ছাড়িয়া পালায়॥
(প্রেম ১৮)

দুই ভ্রাতা প্রতি বৎসর খুব ধূমধামে দুর্গাপূজা করিতেন, তাহাতে এত জীববলি দিতেন যে রক্তে নদী বহিয়া যাইত।

যত জন্তু বধ করে নাহি তার সীমা॥
* * * *
জয় চাঁদ রায় চারু-চরিত্র বিদিত।
বৈষ্ণব-সেবায় যার পরম পীরিত॥ (নরো ১২)

অত্যাচারী চাঁদরায়কে এক সময় এক ব্রহ্মদৈত্য ধরিয়া বসে। কত তন্ত্র মন্ত্র বৈদ্য হইল, কিছুতেই দৈত্য বিদূরিত হইল না। পিতা এবং ভ্রাতা কাঁদিয়া আকুল। শেষে স্বপ্নাদেশ পাইলেন—শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের কৃপা হইলে

দৈত্য পলাইয়া যাইবে।" পরে শ্রীলঠাকুরের আগমনে চাঁদরায়ের ভবব্যাধি পর্য্যন্ত দূর হইয়া তিনি সপরিজনে ঠাকুরের নিকট দীক্ষা লইয়া পরম বৈষ্ণব হইয়া গেলেন।

ভক্ত হইলেই তাহার উপর পরীক্ষা আসে। চাঁদ রায়ের পরীক্ষা আরম্ভ হইল। একদা চাঁদ রায় চারি শত আশোয়ার সঙ্গে লইয়া গঙ্গাস্নানে যাইতেছেন, এমন সময়ে ক্রুদ্ধ নবাব বহু সহস্র সিপাই দ্বারা তাহাকে বন্দী করিয়া ফেলিলেন। চাঁদরায়কে ধরিবার জন্য নবাব পূর্ব্বে কত চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু পারেন নাই। বৈষ্ণব হওয়া অবধি তিনি অন্য প্রকৃতির হইয়াছিলেন। এজন্য স্বেচ্ছায় নবাবের হস্তে বন্দী হইলেন। নবাব চাঁদ-রায়কে ভয়ানক যন্ত্রণা দিবার জন্য তলঘরে বন্দী করিয়া রাখিলেন। চাঁদরায়ের পিতা পুত্রের উদ্ধারের জন্য অনেক চেষ্টা করিলেন কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইলেন না। শেষে একজন তান্ত্রিক আসিয়া বলিল—আমি উদ্ধার করিয়া দিব। কিন্তু তোমার পুত্রকে শক্তিমন্ত্র লইতে হইবে। তান্ত্রিক ঠাকুর কৌশলে বন্দীশালে প্রবেশ করত চাঁদরায়কে বলিলেন—

মা কালীর মন্ত্র এক আছে মোর স্থানে।
আড়াই অক্ষর মন্ত্র কহিব তোমার কানে॥
সেই বলে যাবে তুমি ভয় নাহি আর।
তৎকাল চলহ আর না করি বিচার॥

কিন্তু চাঁদরায় স্বীকৃত হইলেন না। তিনি বলিলেন—"আমি বন্দীশালে খুবই আনন্দে আছি। পূর্ব্বে যেমন পাপ করিয়াছি, তাহার ফলভোগ ত করিতেই হইবে। অধিকন্তু যে কর্ণে পবিত্র গৌরনাম প্রবেশ করিয়াছে, সে কর্ণে আর কিছু প্রবেশ করিতেই পারে না। আমি গৃহে যাইব না. গৌর নাম করিতে করিতে এইখানে দেহ ক্ষয় করিব।" শাক্ত ঠাকুর বিরক্ত হইয়া চলিয়া গেলেন।

পরে নবাব বাহাদুর চাঁদরায়কে নির্য্যাতন করিবার জন্য মত্ত হস্তীর পদতলে নিক্ষেপ করিলেন। হস্তিবর প্রথমতঃ চাঁদরায়কে শুণ্ডে তুলিয়া দূরে নিক্ষেপ করিয়া পুনরায় তাঁহাকে মারিতে উদ্যত হইলে চাঁদরায় শ্রীনরোত্তম ঠাকুরকে স্মরণ করত হস্তীর শুণ্ড ধরিয়া এমন টানিলেন যে তাহাতেই হস্তী পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। নবাব চাঁদরায়ের বিক্রম দেখিয়া অবাক হইয়া গেলেন। তাঁহার ক্রোধ দূর হইল। শেষে চাঁদকে আলিঙ্গন করত শিরোপা দিয়া ও নির্ব্বিবাদে তাঁহার হৃত অধিকার ভোগ করিবার জন্য স্বীয় পাঞ্জাযুক্ত দলিল প্রদান করিলেন। চাঁদরায় তদবধি স্বরাজ্যে আসিয়া হরিনামে উন্মত্ত হইয়া রহিলেন (প্রেম ১৮)।

চাপাল গোপাল—নবদ্বীপবাসী দুর্বৃত্ত ব্রাহ্মণ।

চাপাল গোপাল নামে পাষণ্ড ব্রাহ্মণ।
শ্রীবাসের দুঃখ যাতে এই কর্ম্ম তান॥
মদ্যভাণ্ড সিন্দুরাদি রাখি এই দ্বারে।
মনের আনন্দে তেঁহো গেলা নিজ ঘরে॥
প্রভাতে শ্রীবাস তা' দেখায় শিষ্টগণে।
সেস্থান সংস্কার করাইলা সেইক্ষণে॥
শ্রীবাসের স্থানে তিঁহো অপরাধ কৈল।
দিন দুই তিন মধ্যে কুষ্ঠ ব্যাধি হৈল॥
চাপাল গোপাল কুষ্ঠে মহাদুঃখ পায়।
কতোদিনে ভাল হৈল শ্রীবাস-কৃপায়॥

(ভক্তি ১২।৩৪০৫—৯)

চিত্রসেন—শ্রীরসিকানন্দ প্রভুর শিষ্য। [রঃ মঃ পশ্চিম ১৪।১১১]

চিত্রেশ্বর—ঐ [ঐ ১৪।১৩৬]

চিন্তামণি—শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর শিষ্য। বড়গ্রামে নিবাস।

চিন্তামণি দাস শ্রীরসিকানন্দ শিষ্য ও সঙ্গীত-বিশারদ। [রঃ মঃ পশ্চিম ১৪।১৫৪]

চিন্তামণি বিহারী—শ্রীরসিকানন্দ প্রভুর শিষ্য।

চিন্তামণি বিহারী বড়ই ভাগ্যবান্।
রসিকেন্দ্র চূড়ামণি জাতি ধন প্রাণ॥

[রঃ মঃ পশ্চিম ১৪।১২২]

চিদানন্দ—শ্রীগৌর-পার্ষদ সন্ন্যাসী [বৈষ্ণব-বন্দনা] নবযোগীন্দ্রের একতম [গৌঃ গঃ ৯৮-১০০]।

চিরঞ্জীব—ইনি মহাপ্রভুর শাখার শ্রীখণ্ডবাসী চিরঞ্জীব সেন হইতে ভিন্ন ভক্ত। চরিতামৃতে গৌরভক্তগণনায় ইঁহার নাম আছে।

ভাগবতাচার্য্য, চিরঞ্জীব, শ্রীরঘুনন্দন॥

(চৈঃ চঃ আদি ১০।১১৯)

চিরঞ্জীব সেন— শ্রীচৈতন্য শাখা ; পূর্বলীলায় চন্দ্রিকা (রূপকণ্ঠী) সখী। মহাপ্রভুর ভক্ত, জাতি বৈদ্য। আদি, নিবাস—ভাগীরথীতীরে কুমারনগর। পরে শ্রীখণ্ডের প্রসিদ্ধ দামোদর পণ্ডিতের কন্যা সুনন্দাদেবীকে বিবাহ করিয়া শ্রীখণ্ডেই বসবাস করেন। ইনি শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের শিষ্য। শ্রীগুরু সেবাতেই সর্ব্বদা রত থাকিতেন।

ইঁহার দুই পুত্রের নাম প্রসিদ্ধ রামচন্দ্র কবিরাজ ও পদকর্ত্তা গোবিন্দ দাস।

খণ্ডবাসী মুকুন্দদাস, শ্রীরঘুনন্দন।
নরহরি দাস, চিরঞ্জীব, সুলোচন॥
[চৈঃ চঃ আদি ১০।৭৮]

সেইগ্রামে চিরঞ্জীব সেনের বসতি।
বিবাহ করিয়া খণ্ডে করিলেন স্থিতি॥
শ্রীচৈতন্য প্রভুর পার্ষদ বিজ্ঞবর।
নিরন্তর সঙ্কীর্ত্তনে উন্মত্ত অন্তর॥
[ভক্তি ১।২৫০, ২৫২]

পদ্যাবলিতে একটি শ্লোক (১৫৭) চিরঞ্জীবকৃত দৃষ্ট হয়।

চূড়ামণি দাস পদকর্ত্তা, পদকল্পতরু ১১৪২ সংখ্যক পদ দ্রষ্টব্য।

চৈতন্য চট্টরাজ—শ্রীনিবাস প্রভুর মধ্যম জামাতা এবং শিষ্য। কৃষ্ণপ্রিয়া দেবীর স্বামী ইঁহার পিতার নাম—কুমুদ চট্টরাজ।

তাঁহারে করিলা দয়া সদয় হইয়া।
যারে সমর্পিল কন্যা শ্রীল কৃষ্ণপ্রিয়া॥ (কর্ণা ১)

চৈতন্য দাস—ইনি "আউলিয়া চৈতন্য দাস" নামে পরিচিত ছিলেন। শ্রীমতী জাহ্নবা দেবীর শিষ্য। শ্রীনিত্যা-দাস বলেন—

মোর ঠাকুরাণীর শিষ্য শ্রীচৈতন্য দাস।
'আউলিয়া' বলি তাঁকে সর্বত্র প্রকাশ॥ (প্রেম ১)

বাঁকুড়া জেলার নববিষ্ণুপুর নগর হইতে ১২ ক্রোশ দূরে কোন এক গ্রামে ইঁহার নিবাস ছিল।

২ শিবানন্দ সেনের পুত্র। শ্রীচৈতন্য-শাখা।
চৈতন্যদাস, রামদাস, আর কর্ণপুর।
তিন পুত্র শিবানন্দের প্রভুর ভক্তশূর॥
(চৈঃ চঃ আঃ ১০।৬২)

একদা রথযাত্রা-কালে শিবানন্দ সেন শ্রীচৈতন্য দাসকে সঙ্গে লইয়া পুরীধামে গমন করিলে, মহাপ্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন—শিবানন্দ, তোমার এ পুত্রের নাম কি রাখিয়াছ? শিবানন্দ কহিলেন-'শ্রীচৈতন্য দাস'। ইহাতে মহাপ্রভু হাস্য করিয়া কহিলেন 'ছি! ছি! ও কি নাম রাখিয়াছ?' ঐ সময়ে শিবানন্দ মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করিয়া নানাবিধ প্রসাদ দ্বারা সেবা করিলেন ; কিন্তু চৈতন্য দাস ইহার পরে একদিবস দধি, নেবু, আদা, ফুলবড়ি ও নানাবিধ ব্যঞ্জন সংগ্রহ করিয়া মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করাইয়া ভোজন করাইলে। প্রভু বড়ই সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন—'এই বালক চৈতন্য দাস আমার মনের কথা জানে'।

আর দিন চৈতন্য দাস কৈল নিমন্ত্রণ।
প্রভুর 'অভীষ্ট' বুঝি আনিলা ব্যঞ্জন॥
দধি, নেবু, আদা, আর ফুলবড়ী, লবণ।
সামগ্রী দেখিয়া প্রভুর প্রসন্ন হৈল মন॥
প্রভু কহে—এ বালক মোর মন জানে।
সন্তুষ্ট হইলাম আমি ইহার নিমন্ত্রণে॥
এত বলি দধি ভাত করেন ভোজন।
চৈতন্যদাসেরে দিল উচ্ছিষ্ট ভাজন॥
(চৈঃ চঃ অঃ ১০-১৪৮-১৫১)

৩ শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর শাখা।
নন্দিনী আর কামদেব, চৈতন্য দাস॥
(চৈঃ চঃ আঃ ১২।৫৯)

৪ (নামান্তর—পূজারী গোঁসাই) ইনি শ্রীল গদাধর পণ্ডিতের প্রশিষ্য ও ভূগর্ভ গোস্বামীর শিষ্য ছিলেন। শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীগোবিন্দ-দেবের পূজা কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতেন, এজন্য পূজারী গোঁসাই আখ্যা হয়।

পণ্ডিত গোঁসাইয়ের শিষ্য ভূগর্ভ গোঁসাই।
গৌরকথা বিনা আর মুখে অন্য নাই॥
তাঁর শিষ্য গোবিন্দ-পূজক চৈতন্য দাস॥
[চৈঃ চঃ আদি ৮।৬৯]

ইনি শ্রীগীতগোবিন্দের '**বালবোধিনী**' টীকা করিয়া-ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতের '**সুবোধিনী**' টীকাটিও বোধ হয় ইঁহারই রচিত।

৫ বাবা আউল মনোহর দাসের নামান্তর। (আউল মনোহর দাস দেখ)

৬ শ্রীনিবাস আচার্য্য ঠাকুরের পিতা গঙ্গাধর ভট্টাচর্য্যের নামান্তর। (গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য দেখ)

বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত কাটোয়া নগরের ৩।৪ ক্রোশ পূর্ব্বদিকে চাখুন্দীগ্রামে চৈতন্যদাসের বা গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্যের নিবাস ছিল। ইনি রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। ২৫ বৎসর বয়ঃক্রমকালে মহাপ্রভু যখন কাটোয়াতে কেশব ভারতীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করেন ও মধুশীল নাপিত প্রভুর মস্তক মুণ্ডন করেন, তখন গঙ্গাধরের বয়ঃক্রম ৪৬।৪৭ হইবে। তিনি প্রভুর সন্ন্যাস দেখিতে গিয়া একেবারে শোকে অধীর হইয়া "হা চৈতন্য, হা চৈতন্য" বলিতে বলিতে উন্মত্তের ন্যায় ভ্রমণ করিতে থাকেন। পরে মহাপ্রভুর বরে তাঁহার পুত্র হয়। ঐ পুত্রই বৈষ্ণবসমাজের মুখোজ্জ্বলকারী—**শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু**।

৭ শ্রীবংশীবদন ঠাকুরের পুত্র।

শ্রীবংশীবদন-পুত্র শ্রীচৈতন্যদাস (নরো)

ভক্তিরত্নাকরেও ইহার নাম আছে—

সর্বত্র বিদিত সর্বমতে যোগ্য যেঁহো।
গৌরপ্রিয় শ্রীবংশীদাসের পুত্র তেঁহো॥
(ভক্তি ১০।৩৮৬)

খেতুরীর বিখ্যাত উৎসবে ইনি উপস্থিত ছিলেন॥

৮ শ্রীনিবাস প্রভুর জনৈক শিষ্যের নাম।

তবে প্রভু কৃপা কৈলা শ্রীচৈতন্য দাসে।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বলিলেই প্রেমে ভাসে॥ (কর্ণা ১)

৯ বিষ্ণুপুরের রাজা বীর হাম্বীরের বৈষ্ণব নাম। শ্রীলজীবগোস্বামীরপ্রভু রাজার ভক্তিতে আকৃষ্ট হইয়া ঐ নাম প্রদান করিয়াছিলেন। শ্রীনিবাস আচার্য্য-ঠাকুর রাজাকে বলিতেছেন—(ভক্তি ৯।২৬৫-৬৬)

শ্রীজীবগোস্বামী হৈলা প্রসন্ন তোমারে।
শ্রীচৈতন্যদাস নাম থুইলা তোমার॥
(বীরহাম্বীর দেখ)।

চৈতন্যদাস চট্টরাজ—শ্রীনিবাসচার্য্য-পরিবার
(অনু ৭)

চৈতন্যদাস পণ্ডিত—ইনি প্রেমোন্মত্ত অবস্থায় ব্যাঘ্রকেও ভয় করিতেন না; তাহার উপর আরোহণ করিতেন—

বাহ্য নাহি চৈতন্যদাসের শরীরে।
ব্যাঘ্র তাড়াইয়া যায় বনের ভিতরে॥
কখন চড়েন সেই ব্যাঘ্রের উপরে।
কৃষ্ণের প্রাসাদে ব্যাঘ্র লঙ্ঘিতে না পারে॥
(চৈঃ ভাঃ অঃ ৫।৪২৬-২৭)

চৈতন্যবল্লভ শ্রীল গদাধর পণ্ডিতের শাখা।

অমোঘ পণ্ডিত, হস্তিগোপাল, চৈতন্যবল্লভ।
(চৈঃ চঃ আঃ ১২।৮৬)

চৈতন্যবল্লভং নাম বন্দে প্রেমরসালয়ম্।
গদাধরস্য গৌরস্য গুণগানাভিলাষিণম্॥
(শা নিঃ ৫৮)

চৈতন্যানন্দ—শ্রীলস্বরূপ দামোদরের গুরু, বেদ-বেদান্তাদির অধ্যাপক—কাশীবাসী।

চৌষট্টি মোহান্ত :—

*১ষ্ট প্রধান মোহান্ত – শ্রীস্বরূপ দামোদর (ললিতা), রায় রামানন্দ (বিশাখা), গোবিন্দানন্দ ঠাকুর (সুচিত্রা), বসু রামানন্দ (ইন্দুরেখা), সেন শিবানন্দ (চম্পকলতা), গোবিন্দ ঘোষ (রঙ্গদেবী) বক্রেশ্বর (তুঙ্গবিদ্যা) বাসুদেব ঘোষ (সুদেবী)।

ব্রজলীলায় অষ্ট সখীর প্রত্যেকের অনুগতা আটজন করিয়া চৌষট্টি জন সখী আছেন। নবদ্বীপ-লীলায়ও অষ্ট-প্রধান মহান্তের প্রত্যেকের অনুগত আট জন করিয়া সর্বসমেত চৌষট্টি মোহান্ত হইতেছেন। [বৃহদ্ভক্তিতত্ত্বসার ৬৬৪-৬৬৬ পৃঃ]

১। **শ্রীস্বরূপদামোদরের অনুগত**—আচার্য্যরত্ন (রত্নপ্রভা), রত্নগর্ভ ঠাকুর (রতিকলা), চন্দ্রশেখর আচার্য্য (সুভদ্রা), ভূগর্ভ ঠাকুর (ভদ্ররেখিকা), রাঘব গোস্বামী

* শ্রীল গোপাল গুরু গোস্বামী পাদের পদ্ধতি-মতে। মতান্তরে মাধব ঘোষ (তুঙ্গবিদ্যা)। বন্ধনীমধ্যে পূর্বলীলর নাম লিখিত হইয়াছে।

(সুতুখী), দামোদর পণ্ডিত (ধনিষ্ঠা), কৃষ্ণদাস ঠাকুর (কলহংসী) ও কৃষ্ণানন্দ ঠাকুর (কলাপিনী)।

২। **শ্রীরামানন্দ রায়ের অনুগত** - মাধবসঞ্জয় (মাধবী), নীলাম্বর ঠাকুর (মালতী), রামচন্দ্র দত্ত (চন্দ্ররেখিকা), বাসুদেব দত্ত (কুঞ্জরী), নন্দন আচার্য্য (হরিণী), শঙ্কর ঠাকুর (চপলা), সুদর্শন ঠাকুর (সুরভী) এবং সুবুদ্ধি মিশ্র (শুভাননা)।

৩। **শ্রীগোবিন্দানন্দ ঠাকুরের অনুগত**—শ্রীমান্ পণ্ডিত (রসালিকা) ঠাকুর জগন্নাথ দাস (তিলকিনী), জগদীশ ঠাকুর (শৌরসেনী), সদাশিব ঠাকুর (সুগন্ধিকা), রায় মুকুন্দ (রমিলা), মুকুন্দানন্দ (কামনগরী), পুরন্দর আচার্য্য (নাগরী) এবং নারায়ণ বাচস্পতি (নাগবেলিকা)।

৪। **শ্রীবসু রামানন্দের অনুগত**—পরমানন্দ ঠাকুর (তুঙ্গভদ্রা), বল্লভ ঠাকুর (রসতুঙ্গা), জগদীশ ঠাকুর (রঙ্গবাটী), বনমালী দাস (সুমঙ্গলা), শ্রীকর পণ্ডিত (চিত্রলেখা), শ্রীনাথ মিশ্র (বিচিত্রাঙ্গী) লক্ষ্মণ আচার্য্য (মেদিনী) ও পুরুষোত্তম পণ্ডিত (মদনালসা)।

৫। **শ্রীসেন শিবানন্দের অনুগত** মকরধ্বজ দত্ত (কুরঙ্গাক্ষী) রঘুনাথ দত্ত (সুচরিতা , মধু পণ্ডিত (মণ্ডলী), বিষ্ণুদাস আচার্য্য (মণিকুণ্ডলা), পুরন্দর মিশ্র (চন্দ্রিকা), গোবিন্দ ঠাকুর (চন্দ্রলতিকা), পরমানন্দ গুপ্ত (কন্দুকাক্ষী , এবং বলরাম দাস (সুমন্দিরা)।

৬। **শ্রীগোবিন্দ ঘোষের অনুগত** কাশী মিশ্র (কলকণ্ঠী), শিখি মাহাতি (শশিকলা), শ্রীরাম পণ্ডিত (কমলা), বড় হরিদাস (মধুর), কবিচন্দ্র (ইন্দিরা), হিরণ্যগর্ভ (কন্দর্পসুন্দরী), জগন্নাথ সেন (কামলতিকা), এবং দ্বিজ পিতাম্বর (প্রেমমঞ্জরী)।

৭। **শ্রীমাধব ঘোষের অনুগত**—মকরধ্বজ সেন (মঞ্জুমেধা), বিদ্যাবাচস্পতি (সুমধুরা), ঠাকুর গোবিন্দ (সমধ্যা) মহেশ ঠাকুর (মধুরেক্ষণা), শ্রীকান্ত (তনুমধ্যা), মাধব পণ্ডিত (মধুস্যন্দা), প্রবোধানন্দ সরস্বতী (গুণচূড়া) এবং বলভদ্র ভট্টাচার্য্য (বরাঙ্গদা)।

৮ **শ্রীবাসুদেব ঘোষের অনুগত**—রাঘব পণ্ডিত (কাবেরী), মুরারী চৈতন্যদাস (চারুকবরা), মকরধ্বজ পণ্ডিত (সুকেশী), কংসারী সেন (মঞ্জুকেশিকা), শ্রীজীব পণ্ডিত (হারহীরা), মুকুন্দ কবিরাজ মহাহীরা), ছোট হরিদাস (হারকণ্ঠী) এবং কবিচন্দ্রগুপ্ত (মনোহরা)।

[ছ]

ছকড়ি চট্টোপাধ্যায়—পূর্বনিবাস—পাটুলি, মহাপ্রভুর আদেশে নবদ্বীপের অন্তর্গত কুলিয়াপাহাড়পুরে বাস করেন। ইঁহারই পুত্র প্রসিদ্ধ বংশীবদন ঠাকুর।

ছয় চক্রবর্ত্তী—১। শ্রীদাস চক্রবর্ত্তী ২। শ্রীগোকুলানন্দ চক্রবর্ত্তী ৩। শ্রীশ্যামদাস চক্রবর্ত্তী ৪। শ্রীব্যাস চক্রবর্ত্তী ৫। শ্রীগোবিন্দ চক্রবর্ত্তী ৬। শ্রীরামচরণ চক্রবর্ত্তী—সকলেই শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর শিষ্য।

ছোট রায়—শ্রীরসিকানন্দ প্রভুর শিষ্য। রাজগড়বাসী।

ছোট রায়, রাউত্রা সে বড় শুদ্ধমতি।
রসিকেন্দ্র বিনা যার আর নাহি গতি॥
বড়ই প্রতাপী দোঁহে প্রেমময় মূর্ত্তি।
যাহার করণী দেখি' সবে পাইলা ভক্তি॥

[রঃ মঃ পশ্চিম ১৪।৯৬—৯৭]

ছোট হরিদাস - শ্রীচৈতন্যশাখা।

বড় হরিদাস, আর ছোট হরিদাস।
দুই কীর্ত্তনীয়া রহে মহাপ্রভুর পাশ॥

[চৈঃ চঃ আদি ১০।১৪৭]

ইনি মহাপ্রভুকে কীর্ত্তন শ্রবণ করাইতেন। অতীব সুকণ্ঠ ছিলেন।

ছোট হরিদাস নাম প্রভুর কীর্ত্তনীয়া।

[চৈঃ চঃ অন্ত্য ২।১০২]

একদিবস পুরী-প্রবাসী শ্রীল ভগবান্ আচার্য্য নামক মহাপ্রভুর একভক্ত মহাপ্রভুকে স্বগৃহে নিমন্ত্রণ করেন, কিন্তু তাহার গৃহে সূক্ষ্ম চাউল না থাকায় শিখি মাইতি ভগিনী পরমা বৈষ্ণবী, বৃদ্ধা শ্রীমতী মাধবী দাসী যিনি মহাপ্রভুর সাড়ে তিনজন মর্ম্মী ভক্তের অর্দ্ধন - তাঁহার নিকট হইতে উত্তম সরু চাউল ১ মান্ (প্রায় চারি সের) আনিবার জন্য উক্ত ছোট হরিদাসকে প্রেরণ করেন এবং উক্ত চাউলের অন্ন প্রস্তুত করিয়া মহাপ্রভুকে ভোগ প্রদান করেন।

মহাপ্রভু ভোজনে বসিয়া অতীব উত্তম শাল্যন্ন-দর্শনে বড়ই সন্তোষ লাভ করিয়া কহিলেন—"আচার্য্য! এরূপ সুন্দর চাউল কোথায় পাইলে?" ভগবান্ আচার্য্য আনন্দ ভরে কহিলেন—"মাধবী দাসীর গৃহ হইতে ইহা প্রাপ্ত হইয়াছি।" প্রভু কহিলেন "কে উহা আনয়ন করিয়াছিল?" ভগবান্ কহিলেন—"ছোট হরিদাস।"

তৎপরে মহাপ্রভু অন্নের বহুতর প্রশংসা করিয়া ভোজন সমাপনপূর্ব্বক স্বীয় বাসাতে চলিয়া গিয়া ভৃত্য গোবিন্দকে আজ্ঞা করিলেন—"আজি হইতে ছোট হরিদাসের এখানে দ্বাররুদ্ধ হইল।

ছোট হরিদাস একথা শ্রবণ করিয়া দুঃখসাগরে পতিত হইলেন ও অনাহারে পড়িয়া রহিলেন। ভক্তগণের মধ্যে এই সংবাদ প্রচারিত হইয়া গেল। তখন স্বরূপ দামোদর মহাপ্রভুকে কহিলেন—"প্রভু! ছোট হরিদাসের দ্বার মানা কেন? তাহার কি অপরাধ?" ইহাতে –

প্রভু কহে—বৈরাগী করে প্রকৃতি-সম্ভাষণ।
দেখিতে না পারি আমি তাহার বদন॥
দুর্ব্বার ইন্দ্রিয় করে বিষয়—গ্রহণ।
দারু-প্রকৃতি হয়ে মুনেরপি মন॥
ক্ষুদ্র জীবসব মর্কট-বৈরাগ্য করিয়া।
ইন্দ্রিয় চরাঞা বুলে প্রকৃতি' সম্ভাষিয়া॥

(চৈঃ চঃ অন্ত্য ২।১১৭ ১২০)

এই বলিয়া মহাপ্রভু গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। হরিদাসের দুঃখে ভক্তগণ দুঃখিত হইয়া অপর একদিন প্রভু-সকাশে আগমন করিয়া তাঁহাকে মিনতি করিয়া কহিতে লাগিলেন—"প্রভু, হরিদাসের দোষ অল্প. এবার উহাকে ক্ষমা করুন, ইহাতেই শিক্ষা হইবে"। ভক্তগণের বাক্যে –

প্রভু কহে—"মোর বশ নহে মোর মন।
প্রকৃতি সম্ভাষী বৈরাগী না করি দর্শন॥
নিজ-কার্য্যে যাহ সবে, ছাড় বৃথা কথা।
কহ যদি পুনঃ আমা না দেখিবে এথা॥

(ঐ ১২৪ ২৫)

ভক্তগণ বিফল-মনোরথ হইয়া চলিয়া গেলেন।

মহাপ্রভুর চরিত্র একদিকে কুসুমের মত কোমল, অন্য দিকে আবার বজ্রের মত কঠিন।

পরে হরিদাসের অনাহার ও দুঃখ দেখিয়া মহাপ্রভুর গুরুস্থানীয় শ্রীল পরমানন্দ পুরী মহাপ্রভুর নিকট গমন করিয়া হরিদাসের প্রতি প্রসন্ন হইবার জন্য অনুরোধ করিলে মহাপ্রভু একেবারে গাত্রোত্থান করিয়া কহিলেন,— "আমি গোবিন্দকে লইয়া আলালনাথে চলিলাম আপনারা এখানে থাকুন।" এই বলিয়া মহাপ্রভু গমনোদ্যত হইলে পরমানন্দপুরী বহুকষ্টে প্রভুকে ফিরাইয়া আনিলেন। তখন স্বরূপ গোস্বামী ছোট হরিদাসের নিকট গিয়া কহিলেন— 'হরিদাস, তুমি অনাহারে থাকিও না। স্নান-ভোজন কর। এখন প্রভুকে অনুনয় করিয়া কিছুই হইবে না। তিনি দয়াময়, এক সময়ে অবশ্যই তোমার প্রতি দয়া হইবেই।" স্বরূপ গোস্বামীর বাক্যে হরিদাস স্নান ভোজন করিলেন এবং দূর হইতে মহাপ্রভুকে দর্শন করিতে লাগিলেন।

প্রভু যদি যান জগন্নাথ-দরশনে।
দূর হৈতে হরিদাস করে নিরীক্ষণে॥ (ঐ ১৪২)

এইরূপে এক বৎসর অতিবাহিত হইল, কিন্তু তথাপি প্রভুর মন প্রসন্ন হইল না। বৎসরান্তে একদিন শেষরাত্রে হরিদাস কাহাকেও কিছু না বলিয়া মহাপ্রভুর উদ্দেশ্যে বার বার দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া প্রয়াগধামে চলিয়া গেলেন এবং ত্রিবেণী-সঙ্গমে স্বীয় প্রাণ বিসর্জ্জন দিলেন।

প্রভুপাদ-প্রাপ্তি লাগি' সঙ্কল্প করিল।
ত্রিবেণী প্রবেশ করি প্রাণ ছাড়িল॥ (ঐ১৪৭)

দয়াময় শ্রীগৌরাঙ্গহরি ভৃত্যকে ত্যাগ করিয়া কতদিন ভুলিয়া থাকিতে পারিবেন? তাই একদিন ভক্তগণকে কহিলেন—

"হরিদাস কাঁহা, তারে আনহ এথানে॥" ১৫০

হরিদাসের প্রয়াগ-গমন ও দেহত্যাগের বিষয় কেহই জানিতেন না। এজন্য তাঁহারা কহিলেন—'প্রভু! হরিদাস এক বৎসর পরে কাহাকেও না বলিয়া এখান হইতে কোথায় চলিয়া গিয়াছেন।"

ভক্তগণের বাক্যে মহাপ্রভু ঈষৎ হাস্য করিলেন। এ হাস্যের মর্ম্ম কেহই বুঝিতে পারিলেন না। তৎপরে একদিন জগদানন্দ পণ্ডিত, স্বরূপ দামোদর, গোবিন্দ. কাশীশ্বর, দামোদর. শঙ্কর, মুকুন্দ প্রভৃতি ভক্তগণ সমুদ্রে স্নান করিতে গিয়া সমুদ্র মধ্য হইতে হরিদাসের কণ্ঠানুরূপ মধুর সঙ্গীত

শ্রবণ করিলেন। ইহাতে গোবিন্দ অনুমান করিলেন—ছোট হরিদাস বোধ হয় মনের দুঃখে বিষাদি পান করিয়া আত্মহত্যা করিয়াছেন এবং ব্রহ্মরাক্ষসরূপে জন্ম লইয়া ঐরূপ গান করিতেছেন। ইহাতে ধীমান্ স্বরূপ দামোদর কহিলেন—

আজন্ম কৃষ্ণ-কীর্ত্তন প্রভুর সেবন।
প্রভুকৃপাপাত্র, আর ক্ষেত্রের মরণ॥
দুর্গতি না হয় তার সদ্গতি যে হয়।
মহাপ্রভুর ভঙ্গী পাছে জানিবে নিশ্চয়॥"
(ঐ ১৫৮-৫৯)

ইহার পরে প্রয়াগ হইতে জনৈক বৈষ্ণব নবদ্বীপে আগমন করিয়া শ্রীবাস পণ্ডিত প্রভৃতিকে ছোট হরিদাসের ত্রিবেণী-মধ্যে দেহত্যাগের বিবরণ জ্ঞাত করান। বর্ষান্তরে রথযাত্রার সময়ে গৌড় হইতে শ্রীবাসাদি ভক্তগণ পুরীধামে গমন করিয়া ছোট হরিহাসের কথা প্রভুকে জিজ্ঞাসা করিলে প্রভু কহিলেন—

"স্বকর্ম্মফলভুক্ পুমান্—প্রভু উত্তর দিল।" ঐ ১৬৩

পরে শ্রীবাস পণ্ডিত—হরিদাসের প্রয়াগধামে দেহত্যাগের কথা জ্ঞাপন করিলে, প্রভু কহিলেন,—

"প্রকৃতি দর্শন কৈলে এই প্রায়শ্চিত্ত।" (ঐ১৬৫)

জীব শিক্ষার জন্য মহাপ্রভু হরিদাসকে বর্জ্জন করিলেও স্বীয় ভক্তকে,তিনি ত্যাগ করেন নাই, ত্যাগ করিতে পারেন না। হরিদাস ত্রিবেণীতে দেহত্যাগমাত্রই -

সেইক্ষণে প্রভুস্থানে দিব্য দেহে আইলা।
প্রভু কৃপা পাইয়া অন্তর্দ্ধানেতে রহিলা॥
গন্ধর্ব্ব-দেহে গান করেন অন্তর্ধানে।
রাত্রে প্রভুরে গীত শুনায়, অন্যে নাহি জানে॥
(ঐ ১৪৮—৪৯)

মহাপ্রভু ধর্ম্মসংস্থাপক—তাঁহার প্রাণের প্রাণ পারিষদের উপর দণ্ডবিধান করত জগৎকে শিক্ষাদান করিয়াছিলেন। নতুবা কে তার শাসন সহ্য করিবে ?

"মহাপ্রভু কৃপাসিন্ধু, কে পারে বুঝিতে ?
নিজ ভক্তে দণ্ড করে, ধর্ম্ম বুঝাইতে॥ ১৪৩

এই হরিদাসের নির্যাতনদ্বারা—

দেখি ত্রাস উপজিল সব ভক্তগণে।
স্বপ্নেহ ছাড়িল সবে স্ত্রী-সম্ভাষণে॥ ঐ ১৪৪

গৌরপ্রিয় দণ্ড-অধিকারী হরিদাস।
মোরে দণ্ড করি কর অপরাধ নাশ॥ (নামা ৬৩)

[জ]

জগজ্জীবন মিশ্র—শ্রীপাট—শ্রীহট্টের ঢাকা দক্ষিণ গ্রামে। ইনি মহাপ্রভুর পিতৃদেব শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পরমানন্দ মিশ্র হইতে ৮ম পর্য্যায়। ইনি শ্রীপ্রদ্যুম্ন মিশ্র-বিরচিত 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যোদয়াবলী'র **'মনঃসন্তোষণী'** নামে অনুবাদ করিয়াছেন। রচনাটি—সরল, পাণ্ডিত্য-প্রকাশের চেষ্টা নাই।

জগৎরায়—শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য।

আর শাখা জগৎরায়, হরিদাস ঠাকুর।
জয় জগৎরায় পরম পণ্ডিত।
পাষণ্ডী অশুরে দণ্ড দেন যে উচিত॥ (নরো ১২)

জগতেশ্বর—শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর শিষ্য—মেদিনীপুর জেলায় হরিপুরে বাস।

জগদানন্দ ঠাকুর—বৈদ্য, পদকর্ত্তা; মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ শ্রীখণ্ডবাসী শ্রীমুকুন্দ সরকারের বংশে ১৬২০ হইতে ১৬৩০ শকের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। পিতার নাম নিত্যানন্দ, পিতামহের নান পরমানন্দ। জগদানন্দেরা চারি সহোদর জগদানন্দ, সর্ব্বানন্দ, কৃষ্ণানন্দ, ও সচ্চিদানন্দ। জগদানন্দের পৈত্রিক বাস—শ্রীখণ্ডে। ইনি তথা হইতে আগরডিহি দক্ষিণখণ্ডে বাস করেন। জগদানন্দ পরে বীরভূমের অন্তর্গত দুবরাজপুর থানার এলাকাধীন জোফলাই গ্রামে বাস করিয়াছিলেন। ১৭০৪ শকের ৫ই আশ্বিন কমল দ্বাদশীতে ইঁহার তিরোভাব হয়। ঐস্থানে এখন ইঁহার জন্য প্রতি বৎসর দিবসত্রয়ব্যাপী উৎসব হইয়া থাকে।
(গৌঃ পঃ তঃ ৮৮ পৃঃ)

সর্বানন্দ ঠাকুর শ্রীভাগবতের টীকা ও পদ রচনা করিয়াছিলেন। দুই ভ্রাতায়ই বাস কিশোরীমোহন গোস্বামীর মতে বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত চৌকি রাণীগঞ্জের পূর্বাংশে দক্ষিণখণ্ড-নামক গ্রামে ছিল, কিন্তু গৌরীদাস পণ্ডিতের মতে বীরভূম জেলার অজয় নদীর তীরবর্ত্তী দুবরাজপুরের সন্নিকটে জোফলাই গ্রামে।

জগদানন্দ জোফলাই গ্রামে শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। প্রাচীন শ্লোক আছে—

শ্রীলশ্রীজগদানন্দো জগদানন্দ-দায়কঃ।
গীতপদ্যকরঃ খ্যাতো ভক্তিশাস্ত্রবিশারদঃ॥

শ্রীযুক্ত কালিদাস নাথ মহাশয় **'জগদানন্দের পদাবলী'** গ্রন্থাকারে মুদ্রিত করিয়াছেন। ইঁহার **ভাষাশব্দার্ণব** অদ্ভুত কবিত্বের পরিচায়ক।

প্রবাদ আছে—জগদানন্দের গৃহে নিত্য অতিথি সেবা ছিল। একদিন কয়েকটি সাধু আসিয়া অতিথি হন। ইহারা পশ্চিমদেশীয় কূপোদক ভিন্ন অন্য জল পান করিতেন না; কিন্তু জোফলাই গ্রামে কূপ ছিল না। জগদানন্দ মহাপ্রভুর নাম স্মরণ করিয়া ভূমিতে একটি লৌহখণ্ড দ্বারা আঘাত করিলে তৎক্ষণাৎ তথা হইতে জল উত্থিত হইল। পরে ঐ স্থানে একটি পুষ্করিণী হয়, জোফলাই গ্রামে উহা এখনও বর্ত্তমান আছে। লোকে উহাকে **"গৌরাঙ্গ-সায়ের"** বলিয়া থাকেন।

জগদানন্দ পঞ্চকোট রাজ্যের অধীন আমলালা সুন্দুরী গ্রামে উপস্থিত হয়েন ও তথায় একটি সরোবরের মধ্যস্থলে দ্বীপের ন্যায় স্থানে পাদুকা পায়ে দিয়া জলরাশি অতিক্রম পূর্ব্বক গমন করিয়া হরিনাম করিতেন। পঞ্চকোটের রাজা পাত্রমিত্রসহ জগদানন্দের এই অলৌকিক ক্ষমতা দেখিয়া ভক্তিসহকারে তাঁহাকে আমলালা সুন্দুরী গ্রাম অর্পণ করেন। জগদানন্দ ঐস্থানে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। সেবাইতগণ এখনও ঐ গ্রাম ভোগ করিতেছেন। পূর্বোক্ত সরোবর "ঠাকুরবাঁধ" নামে সুপ্রসিদ্ধ। জগদানন্দের বহু ব্রাহ্মণ শিষ্য ছিলেন।

(গৌঃ পঃ তঃ-১০)

ইহার রচিত পদাবলী শ্রুতিরসায়ন। ছন্দোবিন্যাসে ও শ্রুতিমধুর পদকদম্ব-লিখনে ইনি অদ্বিতীয়। **ভাষাশব্দার্ণবে** ইনি ককারাদিক্রমে অনুপ্রাসযুক্ত কাব্য রচনা করিয়াছেন। ইহার চিত্রপদরচনাও অতিসুন্দর।

২—বীরভূম জেলায় মঙ্গলডিহি গ্রামের পানুয়া গোপালের চতুর্থ অধস্তন। ইনি বঙ্গভাষায় ত্রিপদী ছন্দে **শ্রীশ্যামচন্দ্রোদয়** ও বহু কীর্ত্তন পদ রচনা করিয়া **মঙ্গলডিহির** ঠাকুর বংশকে উজ্জ্বল করিয়াছেন।

৩—শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহাদের ছয় পুত্র—যাদবেন্দু, রাধামোহন, ভুবনমোহন, গৌরমোহন, শ্যামসুন্দর ও মদনমোহন।

জগদানন্দ পণ্ডিত—শ্রীচৈতন্য শাখা। মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ ভক্ত। প্রভু ভিন্ন ইনি আর কিছুই জানিতেন না। পূর্বলীলায় ইনি সত্যভামা ছিলেন। পুরীধামে প্রভুর সেবা করিতেন।

পণ্ডিত জগদানন্দ প্রভুর প্রাণরূপ।
লোকে খ্যাত যিহোঁ সত্যভামার স্বরূপ॥

[চৈঃ চঃ আঃ ১০।২১]

একবার পণ্ডিতজী গৌড়ে গিয়া শিবানন্দ সেনের নিকট হইতে সুগন্ধি চন্দনাদি তৈল এক কলস প্রস্তুত করাইয়া পুরীধামে লইয়া গেলেন এবং মহাপ্রভুর ভৃত্য গোবিন্দের হস্তে দিলেন। কারণ—

তাঁর ইচ্ছা প্রভু অল্প মস্তকে লাগায়।
পিত্ত-বায়ু ব্যাধি-প্রকোপ শান্তি হঞা যায়॥

[চৈঃ চঃ অঃ ১২·১০৬]

কিন্তু প্রভু তৈল দেখিয়া কহিলেন—সন্ন্যাসীর তৈল-মর্দ্দনে অধিকার নাই। গোবিন্দের নিকট সংবাদ শুনিয়া জগদানন্দ অভিমানভরে চুপ করিয়া রহিলেন, কিন্তু ভুলিলেন না। কয়েকদিন পরে পুনরায় গোবিন্দদ্বারা বলাইলেন "প্রভু যেন তৈল মর্দ্দন করেন।" এবারে প্রভু শুনিয়া ক্রোধান্বিত হইয়া বলিলেন—কেবল তৈল কেন? একজন মর্দ্দনিয়া রাখ। সে আমাকে নিত্য তৈল মাখাইবে। এইসব সুখের জন্যই আমি সন্ন্যাসী হইয়াছি। তোমাদের কি—আমার সর্বনাশ হয়। আর তোমরা পরিহাস করিবে।"

পথে যাইতে তৈলগন্ধ মোর যে পাইবে।
দারী সন্ন্যাসী করি আমারে কহিবে॥

পরদিন জগদানন্দ প্রভুর নিকট আসিলে প্রভু কহিলেন—

প্রভু কহে পণ্ডিত! তৈল আনিলা গৌড় হইতে।
আমিত সন্ন্যাসী তৈল নারিব লইতে।
জগন্নাথে দেহ লঞা দীপ যেন জ্বলে।
তোমার সকল শ্রম হইবে সফল॥

(চৈঃ চঃ অঃ ১২।১১৬ – ১১৭)

জগদানন্দ কয়দিন অভিমানভরে চুপ করিয়াছিলেন—আজ তাঁহার বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি বলিলেন—

…………কে তোমারে কহে মিথ্যাবাণী।
আমি গৌড় হইতে তৈল কভু নাহি আনি॥ ঐ ১১৮

এই বলিয়া দ্রুতবেগে গৃহমধ্য হইতে তৈল কলস আনিয়া প্রভুর সম্মুখে ভাঙ্গিয়া দিয়া চলিয়া গেলেন।

তৈল ভাঙ্গি সেই পথে নিজ ঘর গিয়া।
শুইয়া রহিল ঘরে কপাট মারিয়া॥ ঐ ১২০

জগদানন্দ উপবাসে ঘরে কপাট দিয়া তিন দিন পড়িয়া রহিলেন। ইহাতে প্রেমবশ্য প্রভু কি আর স্থির থাকিতে পারেন? কিন্তু জগদানন্দকে অন্যভাবে সান্ত্বনা দিলে তিনি বুঝিবেন না, তাই চতুর প্রভু জগদানন্দের দ্বারে গিয়া বলিলেন–'জগদানন্দ আমি স্নান করিতে যাইতেছি, তোমার গৃহে আজ ভোজন করিব। শীঘ্র শীঘ্র রন্ধন কর, আমি আসিতেছি।' এই বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

প্রভু ভোজন করিবেন বলিয়াছেন, অভিমান ছাড়িয়া রন্ধন না করিলে প্রভুর ভোজন হইবে না, তাই পতিব্রতা স্ত্রীর মত জগদানন্দ উঠিয়া রন্ধনের আয়োজন করিতে লাগিলেন। পরে প্রভুর আগমন হইলে ভোগ বাড়িয়া প্রভুর অগ্রে ধরিলে প্রভু কহিলেন,—তোমার ভোজ্যও প্রস্তুত কর। আজ দুই জনে একসঙ্গে ভোজন করিব।"

এই বলিয়া প্রভু ভোজনপাত্র হইতে হাত তুলিয়া বসিলেন। প্রভুর সেবা হইতেছে না দেখিয়া জগদানন্দ কথা না কহিয়া থাকিতে পারিলেন না। তাই বলিলেন— "প্রভু আপনি অগ্রে সেবা করুন; পশ্চাৎ আমি খাইব।" প্রভু বলিলেন "দেখিও যেন মিথ্যা না হয়।" পণ্ডিত কহিলেন—না, তাহা হইবে না। তোমার কথা আমি কি ঠেলিতে পারি?" জগদানন্দের আজ মহানন্দ হইল। রামাই ও রঘুকে দিয়া তিনি প্রভুর জন্য নানাবিধ ব্যঞ্জন রন্ধন করাইয়াছেন। প্রভু অল্প ভোজন করেন, কিন্তু আজ জগদানন্দের ভয়ে জগদানন্দ যাহা যাহা পাতে দিতেছেন, তাহাই বাধ্য হইয়া খাইতেছেন—কিছু বলিবার যো নাই। প্রভু ভোজন করিয়া চলিয়া গেলেন, কিন্তু ভৃত্য গোবিন্দকে বলিয়া গেলেন—"জগদানন্দের প্রসাদ পাওয়া হইলে তুমি আমাকে সংবাদ দিবে।"

মহাপ্রভু সন্ন্যাস লইয়া কঠোরতা করেন, জগদানন্দ তাহা সহ্য করিতে পারেন না। তাঁহার প্রাণ ফাটিয়া যায়। তাই প্রভুকে কিসে সুখে রাখিবেন তাহারই চেষ্টা অবিরত করিতে থাকেন। প্রভু কঠিন শয্যায় শয়ন করেন, জগদানন্দ তাহা দেখিতে পারেন না। তাই এক দিবস শিমূল তুলার একটি শয্যা করিয়া দিলেন। ইহা দেখিয়া প্রভু বলিলেন "কে এ কার্য্য করিয়াছে?" গোবিন্দ বলিল "পণ্ডিত জগদানন্দ"। জগদানন্দের নাম শুনিয়া প্রভু ভয়ে আর কিছু বলিলেন না। শয্যাটাকে বাহিরে ফেলিয়া দিলেন। তারপর স্বরূপ গোস্বামী জগদানন্দের পক্ষ লইয়া প্রভুকে কিছু বলিলে প্রভু কহিলেন—

প্রভু কহে—খাট এক আনহ পাড়িতে।
জগদানন্দের ইচ্ছা আমায় বিষয় ভুঞ্জাইতে॥
সন্ন্যাসী মানুষ আমার ভূমিতে শয়ন।
আমার খাট তুলি বালিশ মস্তকমুণ্ডন!!

[চৈঃ চঃ অন্ত্য ১৩।১৪ ১৫]

এবারে জগদানন্দ প্রভুর সহিত আর ঝগড়া করিলেন না। মুখ নত করিয়া বলিলেন, "আমি বৃন্দাবনে যাইতেছি।" প্রভু বুঝিলেন—জগদানন্দে অভিমান। তাই তিনি বলিলেন—

প্রভু বোলে মথুরা যাবে আমায় ক্রোধ করি।
আমায় দোষ লাগাইয়া হইবে ভিখারী॥

[ঐ ২৩]

পরে জগদানন্দ কলার বাসনা চিরিয়া পুরাতন বহির্বাসের মধ্যে পুরিয়া প্রভুকে তদুপরি শয়ন করাইয়াছিলেন। ইহার পরে প্রভু যখন বুঝিলেন জগদানন্দের আর অভিমান নাই, তখন তাঁহাকে শ্রীবৃন্দাবন-গমনের অনুমতি দিয়াছিলেন।

বৃন্দাবনে জগদানন্দ এক দিবস শ্রীল সনাতন গোস্বামীকে নিমন্ত্রণ করিয়া তাঁহরে জন্য রন্ধন করিতেছেন, এমন সময়ে সনাতন একখানি লালবস্ত্র মস্তকে জড়াইয়া জগদানন্দের বাসাতে উপস্থিত হইলেন। বৃন্দাবনবাসী ভিন্ন-সম্প্রদায়ী মুকুন্দ সরস্বতী নামক জনৈক সন্ন্যাসী সনাতনকে উক্ত লালবস্ত্র উপহার প্রদান করিয়াছিলেন। সনাতন গোস্বামীর মস্তকে রক্তবস্ত্র দেখিয়া জগদানন্দ মনে করিলেন

ইহা বোধ হয় মহাপ্রভুর প্রসাদিবস্ত্র। তাই সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন "এ বস্ত্র কোথায় পাইলেন ? প্রভু পাঠাইয়া দিয়াছেন ?" সনাতন গোস্বামী বলিলেন—"না, মুকুন্দ সরস্বতীর নিকট উপহার পাইয়াছি।"

ভিন্ন সম্প্রদায়ীর বস্ত্র সনাতন গোস্বামী শিরোভূষণ করিয়াছেন দেখিয়া ক্রোধে তাহার সর্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠিল। তিনি বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া তপ্ত ভাতের হাঁড়ি লইয়া সনাতনকে মারিতে উদ্যত হইলেন। বলিলেন—

তুমি মহাপ্রভুর হও পার্ষদ-প্রধান।
তোমা সম মহাপ্রভুর প্রিয় নাহি আন ॥
অন্য সন্ন্যাসীর বস্ত্র তুমি ধর শিরে।
কোন্ ঐছে হয় ইহা পারে সহিবারে ॥ [ঐ৫৬ ৫৭]

সনাতন গোস্বামী এইবার প্রকৃত তথ্য বুঝিলেন। শ্রীচৈতন্যদেবের প্রতি জগদানন্দের কতদূর নিষ্ঠা তাহা জানিবার জন্যই আজ তিনি ঐরূপ করিয়াছিলেন। কবিরাজ গোস্বামী বলিতেছেন—

জগদানন্দের সৌভাগ্যের কে কহিবে সীমা।
জগদানন্দের সৌভাগ্যের তিঁহই উপমা ॥
[চৈঃ চঃ অ ১২।১৫৩]

জগদানন্দে প্রভুর প্রেম চলে এই মতে।
সত্যভামা-কৃষ্ণ যেন শুনি ভাগবতে ॥
[চৈঃ চঃ অ ১২।১৫২]

সনাতন গোস্বামীর গাত্রে 'কণ্ডুরসা' ব্যাধি হইয়াছিল. কিন্তু পুরীধামে প্রভুর সহিত দর্শন করিতে যখন তিনি যাইতেন প্রভু সনাতনকে দৃঢ় আলিঙ্গন না করিয়া ছাড়িতেন না। এজন্য প্রভুর গাত্রে রক্তরসা প্রভৃতি লাগিত। সনাতন ইহাতে বড়ই মর্ম্মাহত হইয়া প্রভুকে নিষেধ করিলেও প্রভু তাহা শুনিতেন না। সনাতন বড়ই দুঃখিত হইয়া একদিবস জগদানন্দ পণ্ডিতকে মনের কথা বলিয়া বলিলেন, "আমার এখন কি কর্ত্তব্য ?" ইহাতে—

পণ্ডিত কহে—'তোমার বাস যোগ্য বৃন্দাবন।
রথযাত্রা দেহি তাহা করহ গমন ॥'
[চৈঃ চঃ অ ৪।১৪১]

পরে মহাপ্রভু যখন শুনিলেন সনাতনকে জগদানন্দ বৃন্দাবন যাইবার পরামর্শ দিয়াছেন, তখন তিনি বলিলেন -

এত শুনি মহাপ্রভু সরোষ অন্তরে।
জগদানন্দে ক্রুদ্ধ হইয়া করে তিরস্কারে ॥
কালিকার পড়ুয়া জগা ঐছে গর্ব্বী হইল ।
তোমাকেও উপদেশ করিতে লাগিল ॥
[চৈঃ চঃ অ ৪।১৫৭—৫৮]

"সনাতন! তুমি তাহার গুরুতুল্য, এমন কি তুমি আমারও উপদেষ্টা. তোমাকে জগদানন্দ উপদেশ দেয়!" ইহা শুনিয়া সনাতন প্রভুকে বলিলেন, "প্রভু আজ বুঝিলাম, জগদানন্দ তোমার কত প্রিয়।"

জগদানন্দে পিয়াও আত্মীয়তা-সুধারস।
মোরে পিয়াও গৌরব-স্তুতি নিম্ব-নিসিন্দারস ॥
[চৈঃ চঃ অ ৪।১৬৩]

প্রভু কহিলেন—

মর্য্যাদা লঙ্ঘন আমি না পারি সহিতে।
[ঐ ১৬৬]

আরও বলিলেন "বৈষ্ণবের দেহ কখন প্রাকৃত নয়। আমাকে পরীক্ষার জন্যই শ্রীকৃষ্ণ তোমার অঙ্গে কণ্ডুরসা দিয়াছেন।"

আমি ঘৃণা করি আলিঙ্গন না করিতাম যবে।
কৃষ্ণঠাঞি অপরাধী হইতাম তবে ॥
পারিষদ-দেহ এই না হয় দুর্গন্ধ।
প্রথম দিনে পাইলাম চতুঃসমগন্ধ ॥
[ঐ ১৯৬—১৯৭]

জগদীশ আচার্য্য – শ্রীনিবাস আচার্য্য ঠাকুরের পত্নী শ্রীমতী ঈশ্বরীদেবীর শিষ্য।

জয়কৃষ্ণাচার্য্য আর জগদীশাচার্য্য।
* * *
আর শিষ্য ঈশ্বরীর অতি গুণবান্ ॥ (কর্ণা ২)

জগদীশ কবিরাজ—শ্রীনিবাস আচার্য্যের কন্যা শ্রীমতী হেমলতা দেবীর শিষ্য রাধাবল্লভ কবিরাজের ভ্রাতা।

জগদীশ কবিরাজ আর শিষ্য তাঁর।
রাধাবল্লভ কবিরাজ ভ্রাতা ভক্তসার ॥ (কর্ণা ২)

জগদীশ পণ্ডিত—শ্রীচৈতন্য শাখা, শ্রীধাম নবদ্বীপ-বাসী। ইঁহার ভ্রাতার নাম হিরণ্য পণ্ডিত। মহাপ্রভু

শিশুকালে একদিবস একাদশীতে এই দুই ভ্রাতার গৃহে-দেবতার উদ্দেশ্যে সজ্জিত নৈবেদ্য খাইবার জন্য রোদন করিতে সৌভাগ্যক্রমে ভ্রাতৃদ্বয় বিষ্ণুর নৈবেদ্য মহাপ্রভুর নিকট লইয়া আসিয়া বালগোপাল-জ্ঞানে তাঁহাকে ভোজন করাইয়াছিলেন। পরে ইঁহারা মহাপ্রভুর নিকটে সঙ্কীর্ত্তন-বিহারের সময় থাকিতেন, পুরীধামে গমন করিলে তথায় ইঁহারা দর্শন করিতে যাইতেন।

জগদীশ পণ্ডিত আর হিরণ্য মহাশয়।
যারে কৃপা কৈল বাল্যে প্রভু দয়াময়॥
দুই ভ্রাতার ঘরে প্রভু একাদশীর দিনে।
বিষ্ণুর নৈবেদ্য মাগি খাইলা আপনে॥

[চৈঃ চঃ আ ১০।৭০-৭১]

গৌরগণোদ্দেশ-(১৯২)-মতে ইনি পূর্বলীলায় 'যজ্ঞপত্নী'।

২—শ্রীনিত্যানন্দ-শাখা, রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ।

জগদীশ পণ্ডিত হয় পতিত-পাবন।
কৃষ্ণপ্রেমামৃত বর্ষে যেন বর্ষাসম॥

[চৈঃ চঃ আ ১১।৩০]

ইঁহার শ্রীপাট চাকদহের নিকট যশোড়া গ্রামে।

'যশোড়াতে জগদীশ নৃত্যবিনোদী॥' (পাঃ পঃ)

ভ্রাতার নাম মহেশ পণ্ডিত শ্রীপাট—মসিপুর। যশোড়া গ্রামে জগদীশ পণ্ডিতের স্থাপিত শ্রীগৌরাঙ্গ-মূর্ত্তি এবং শ্রীজগন্নাথ মূর্ত্তি অদ্যাপি বর্ত্তমান। ঐ স্থানে প্রাচীনকালের একটী শুষ্ক বকুল বৃক্ষ ছিল। 'জগদীশচরিত্র'-গ্রন্থে* অনেক বিবরণ পাওয়া যায়। উক্ত গ্রন্থ ১৩৩৭ শকে পুঁথির আকারে প্রকাশিত হইয়াছিল। এখানে পূর্বনিয়মে শ্রীবিগ্রহকে সিদ্ধতণ্ডুলের অন্ন ভোগ দেওয়া হয়। পূর্বলীলায় ইনি চন্দ্রহাস (গৌঃ গঃ ১৪৩) ছিলেন। ইঁহার বংশধরগণ ঢাকা জেলার জাফরগঞ্জের নিকট ধুবরিয়া গ্রামে বাস করেন।

জগদীশ ব্রাহ্মণ—শ্রীপাট, কাঞ্চনগড়িয়া। শ্রীনিবাস প্রভুর শিষ্য। পিতার নাম—শ্রীদাস ঠাকুর।

জগদীশ ভট্ট রায় ৬৪ মহান্তের একতম।

বঙ্গবাটী শ্রীজগদীশ্বর ভট্টরায়।
সমঙ্গলা বনমালী দাস নাম পায়॥

(ভগীরথ বন্ধুর চৈতন্যসঙ্গীতা ১৭ পৃঃ)

জগদীশ মিশ্র—শ্রীল অদ্বৈতপ্রভুর পুত্র, শ্রীঅদ্বৈত-শাখা।

আচার্য্যের আর পুত্র—শ্রীবলরাম।
আর পুত্র স্বরূপ, শাখা জগদীশ নাম॥

[চৈঃ চ' আ ১২।২৭]

কেহ কেহ বলেন জগদীশ মিশ্র অদ্বৈত প্রভুর পুত্র নহেন, পুত্রের স্বরূপ ছিলেন. কিন্তু রাধিকানাথ গোস্বামী প্রভুর সম্পাদিত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের পাদটীকাদ্বারা জানা যায় যে উনি পুত্রই ছিলেন।

জগদীশ রায়—শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য।

মথুরদাস, ভাগবত দাস. শ্রীজগদীশ রায়। [প্রেম ২০]

জয় জগদীশ রায় জগতে প্রচার।
প্রভু-সেবাযুক্ত সদা অতিশুদ্ধাচার॥ (নরো ১২)

জগদীশ্বর—শ্রীলশ্যামানন্দ প্রভুর শিষ্য; শ্রীপাট—বলরামপুর।

যদুনাথ, রামচন্দ্র, শ্রীজগদীশ্বর।
শ্যামানন্দ শিষ্য, বাস বলরামপুর॥ (প্রেম ২০)

জগন্নাথ—ব্রাহ্মণ; শ্রীনিত্যানন্দ-শাখা। কংসারি মিশ্রের মধ্যম পুত্র ও শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-পত্নী জাহ্নবা মাতার মধ্যম খুল্লতাত।

রামানন্দ বসু, জগন্নাথ, মহীধর।

[চৈঃ চঃ আ ১১।৪৮]

২ দামোদর পণ্ডিতের ভ্রাতা।

বন্দো মহানিরীহ পণ্ডিত দামোদর।
পীতাম্বর বন্দো তাঁর জ্যেষ্ঠ সহোদর॥
বন্দো শ্রীজগন্নাথ, শঙ্কর, নারায়ণ।
বড় উদাসীন এই ভাই পঞ্চজন। [বৈষ্ণববন্দনা]

৩ শ্রীশ্যামানন্দপ্রভুর শিষ্য। শ্রীপাট গোপীবল্লভপুরে।

জগন্নাথ, গদাধর আর সুন্দরানন্দ। [প্রেম ২০]

---

* জগদীশচরিত্র মতে 'হিরণ্য' জগদীশের ভ্রাতা নহেন, তাঁহার সহিত নবদ্বীপে জগদীশের মিলন হয় (৭ম অধ্যায়), তিনি জনৈক ভাগবত। জগন্নাথের আজ্ঞায় বৈকুণ্ঠস্থল হইতে জগদীশ জগন্নাথকলেবরসহ যশোড়ায় আগমন ও সেবাপ্রকাশ ইত্যাদি (৮ম অধ্যায়) করিয়াছেন। এই মতে শ্রীচৈতন্য ও শ্রীনিত্যানন্দ-শাখায় পঠিত দুই জগদীশ-নামই একই ব্যক্তির। পৌষী শুক্লা তৃতীয়ায় ইনি অন্তর্ধান করেন।

৪ শ্রীরসিকানন্দ-শিষ্য [রঃ ম পশ্চিম ১৪।১৬০]

৫ শ্রীল বিশ্বনাথচক্রবর্তিপাদের শিষ্য ও নরহরি-ঘনশ্যাম দাসের পিতা।

জগন্নাথ আচার্য্য—শ্রীচৈতন্য-শাখা, গঙ্গাতীরবাসী।

জগন্নাথ আচার্য্য প্রভুর প্রিয় দাস।
প্রভুর আজ্ঞাতে তেঁহ কৈল গঙ্গাবাস॥

[চৈঃ চঃ আঃ ১০।১০৮]

২ বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। শ্রীলনরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য। শ্রীপাট—তেলিয়াবুধুরি গ্রামে। ইনি প্রথমে ঠাকুরের উপর বড়ই বিদ্বেষ করিতেন। ঠাকুর মহাশয় জাতিতে শূদ্র হইয়া ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণকে শিষ্য করিতেন বলিয়া ইহার বড়ই ক্রোধ ছিল।

বিপ্র দীক্ষা দেখি সেই জগন্নাথ বিপ্র।
নরোত্তমের প্রতি মনে হইলেন ক্ষিপ্ত॥

পরে শ্রীঠাকুরের মহিমা বুঝিতে পারিয়া—

নরোত্তম-পদে আসি শরণ লইলা।
কৃপা করি নরোত্তম দীক্ষামন্ত্র দিলা॥ [প্রেম ১৯]
জগন্নাথ আচার্য্য শাখা পরম বিদ্বান্।
বৈদিক ব্রাহ্মণ, বাস—তেলিয়াবুধুরী গ্রাম॥ ঐ ২০

ভগবতী দেবী জগন্নাথ আচার্য্যকে স্বপ্নে আদেশ দেন যে তুমি শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের পাদপদ্ম আশ্রয় কর।

জগন্নাথ আচার্য্য নামেতে বিপ্রবর।
ভগবতী পূজাতে সে পরম তৎপর॥
তাঁরে দেবী আজ্ঞা দিল প্রসন্ন হইয়া।
নরোত্তম-পাদপদাশ্রয় কর গিয়া॥ (নরো ১০)

জগন্নাথ কর—শ্রীঅদ্বৈতশাখা, জাতি কায়স্থ।

জগন্নাথ কর আর কর ভবনাথ॥

(চৈঃ চঃ আ ১২।৬০)

এই কর জগন্নাথ কর! প্রেমরাশি।
কৃষ্ণ-জন্ম-উৎসব গাহিব সুখে ভাসি॥ [নামা ১৭৪]

জগন্নাথ ঘোষ—প্রসিদ্ধ বাসুদেব ঘোষের তৃতীয় সহোদর। ইঁহার বংশ নাই, মহাপ্রভুর ভক্ত।

জগন্নাথ তীর্থ—শ্রীচৈতন্যশাখা।

জগন্নাথ তীর্থ বিপ্র শ্রীজানকীনাথ।

(চৈঃ চঃ আ ১০।১১৪)

ইনি নবযোগীন্দ্রের একতম (গৌঃ গঃ ৯৮—১০০)

ওহে জগন্নাথ তীর্থ! তার গুণ গাই।
যে পড়ে গঙ্গায় ক্রোধে, ধরিলা নিতাই॥

[নামা ১৫৩]

জগন্নাথ থানেশ্বরী—শ্রীমন্ মহাপ্রভুর পার্ষদ। ইনি গৃহস্থাবস্থায় পূর্বজন্মের সংস্কারবশতঃ মহাভাগ্যবলে তিন দিন পর্য্যন্ত প্রাণনাথ শ্রীভগবানের প্রকাশমান রূপ দেখিয়া মহানন্দ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তৎপরে আসিয়া মহাপ্রভুর শিষ্য হন—মহাপ্রভু ইহাকে 'কৃষ্ণদাস' বলিয়া ডাকিতেন। হিন্দী ভক্তমালে (৫৯৬ পৃঃ) বর্ণনা আছে—এ স্থানকার প্রবাদ যে মহাপ্রভু কুরুক্ষেত্রে গিয়া ইহার গৃহে তিন দিন ছিলেন, অদ্যাপি কুরুক্ষেত্রে থানেশ্বরে মহাপ্রভুর গাদি আছে।

মহাপ্রভু পারষদ থানেশ্বরী জগন্নাথ,
নাথকো প্রকাশ ঘর দিনা তিন দেখ্যো হৈ।
ভয়ে শিষ্য জান, আপ কৃষ্ণদাস ধর্যো,
কৃষ্ণজু কহত সবৈ আদর বিশেখ্যো হৈ॥
সেবা 'মনমোহনজু' কূপমে জনাই দঈ
বাহর নিকাশ, করী লাড়, উর লেখ্যো হৈ।
সুত রঘুনাথজুকোঁ, স্বপ্নমে শ্লোকদান,
দয়াকৈ নিদান, পুত্র দিয়ো, প্রেম পেখ্যো হৈ॥

জগন্নাথ দাস—ওড়্র ব্রাহ্মণ, শ্রীচৈতন্যদেবের শাখা।

পুরুষোত্তম শ্রীগালিম জগন্নাথ দাস।

[চৈ চঃ আ ১০।১১২]

শ্রীনরোত্তম ঠাকুর নীলাচলে গেলে ইনি তাঁহাকে লীলাস্থান-সমূহ দর্শন করাইয়াছিলেন।

ঐছে মহাবিজ্ঞ বিপ্র **জগন্নাথ দাস**।
দেখাইলা যথা তথা প্রভুর বিলাস॥

[ভক্তি ৮।৪০৩]

২ (**কাষ্ঠকাটা জগন্নাথ**)—ব্রাহ্মণ, ইনি পূর্বলীলায় শ্রীমতী সুচিত্রা সখীর যূথের তিলকিনী সখী ছিলেন। ইনি শ্রীগদাধর পণ্ডিতের শাখা।

জিতামিত্র, কাষ্ঠকাটা জগন্নাথ দাস।

[চৈঃ চঃ আ ১২।৮৩]

লক্ষ্মণ সেনের বিক্রমপুর রাজধানীর সন্নিকটে কাষ্ঠকাটা

গ্রামে (বর্ত্তমান কাঠাদিয়া) রাজমন্ত্রী হলায়ুধ ভট্টাচার্য্যের বংশে রত্নাকর মিশ্রের জন্ম হয়। রত্নাকরের দুই পুত্র—সর্বানন্দ ও প্রকাশানন্দ। সর্বানন্দের পুত্রই জগন্নাথ। শৈশবকালে ইনি পিতৃহীন হইলে পিতৃব্য-কর্ত্তৃক বহু আদরে পালিত হন, একারণ লেখাপড়া শিখেন নাই, কিন্তু ভবিষ্যতে শ্রীচৈতন্যদেবের কৃপায় ইনি একজন অসাধারণ ধর্ম্মপ্রচারক হইয়াছিলেন। গৃহে থাকিতে ইনি স্বপ্নে দেখেন মহাপ্রভু যেন তাঁহাকে অদ্বৈত-গৃহে যাইবার জন্য আদেশ করিতেছেন। স্বপ্ন দেখিয়া তিনি পাগলের ন্যায় দিবানিশি পথ অতিক্রম করিয়া শান্তিপুরে উপনীত হন এবং মহাপ্রভুর আদেশে শ্রীগদাধরের চরণাশ্রয় করেন ; কিন্তু পরে স্নেহশীল পিতৃব্য বিস্তর অনুসন্ধান করিয়া শান্তিপুরে আগমন পূর্ব্বক মহাপ্রভুর অনুমতি লইয়া জগন্নাথকে দেশে লইয়া যান এবং বিবাহ দিয়া সংসারী করেন। অধিকন্তু তদানীন্তন নবাব-সরকারে একটি চাকরীও করিয়া দেন। জগন্নাথের গুণে নবাব সাহেব ইঁহাকে আড়িয়াল গ্রাম জায়গীর-স্বরূপ প্রদান করিলে ইনি কাষ্ঠকাটা গ্রাম ত্যাগ করিয়া ঐস্থানে বাস করেন। কাঠাদিয়া গ্রামে জগন্নাথের এখনও শ্রীপাট বর্ত্তমান। ইঁহার বংশ আছে। বংশধরগণ কাঠাদিয়া, আড়িয়াল, কামারখাড়া, পাইকপাড়া প্রভৃতি গ্রামে বাস করিতেছেন। ঠাকুর জগন্নাথের স্বপ্নাদেশে ঘাসীপুকুরে প্রাপ্ত শ্রীশ্রীযশোমাধব বিগ্রহ বর্ত্তমানে আড়িয়ালের গোস্বামীগণ সেবা করেন। সূর্যদাস সরখেল কৃত ভোগ নির্ণয়-পদ্ধতিতে ইঁহার নাম আছে। শাখানির্ণয়ামৃতে (৪৮) আছে -

'বন্দে জগন্নাথদাসং কাষ্ঠকাটেতি বিশ্রুতম্।
দত্তং যেন ত্রৈপুরে চ দেশে শ্রীনাম মঙ্গলম্॥'

আংশিক বংশধারা : –

দক্ষ (কাশ্যপগোত্র, যজুর্বেদী), জটাধর, মাধব, যাধব, বিষ্ণু, পুরুষোত্তম, পশুপতি, মহাদেব, হলায়ুধ, চন্দ্রশেখর বাচস্পতি রত্নাকর মিশ্র, সর্বানন্দ ও প্রকাশানন্দ **শ্রীশ্রীজগন্নাথ,** রামনরসিংহ, রামগোপাল রামচন্দ্র, সনাতন, মুক্তারাম, গোপীনাথ, গোলোকচন্দ্র, শ্রীপাদ হরিমোহন শিরোমণি গোস্বামি।

৩—শ্রীনিত্যানন্দ-শাখা, প্রকৃত নাম **'পাথর হাড়জ'**। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু ইহার নাম রাখেন—জগন্নাথ। পার্বত্য অধিবাসী।

৪—পদকর্ত্তা, পদকল্পতরুতে নয়টি ও 'অপ্রকাশিত পদরত্নাবলীতে আরও এগারটি পদ পাওয়া গিয়াছে। নৌকাবিলাস সুবলমিলন ইত্যাদি বিষয়ক পদই দৃষ্ট হয়।

জগন্নাথ দাস বন্দো সঙ্গীত-পণ্ডিত।
যাঁর গানরসে জগন্নাথ বিমোহিত॥

[বৈষ্ণব-বন্দনা]

৫—ব্রাহ্মণ, (অতিবড়ী জগন্নাথ দাস)। পুরী জেলার কপিলেশ্বরপুরে ভগবান্ পাণ্ডার ঔরসে ও পার্বতী দেবীর গর্ভে ভাদ্রমাসের শুক্লা অষ্টমীতে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইনি নবাক্ষর ছন্দে শ্রীমদ্ভাগবত অনুবাদ করেন, তাহা অদ্যাপি উৎকলে সপ্তাহ পারয়ণাদি হইয়া থাকে। তাহাতে ভক্তিতত্ত্ব-বিরোধি অনেক কথা থাকায় মহাপ্রভু অসন্তুষ্ট হইয়া জগন্নাথকে বলেন —'তুমি মুনিঋষি অপেক্ষাও বড়, কারণ—তাঁহাদের উপর কলম ধরিয়াছ।'

সেই অবধি সকলেই জগন্নাথকে 'অতিবড়ী' আখ্যাতে অভিহিত করিতেন ; অধিকন্তু জগন্নাথের শিষ্যগণও অতিবড়ী 'সম্প্রদায়' নামে পরিচিত হইয়া পড়েন। ৬০ বৎসর বয়ঃক্রমকালে ইনি দেহরক্ষা করেন।

ইনি ব্রহ্মাণ্ডভূগোল. প্রেমসাধন দূতীবোধ প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন বলিয়া জানা যায়।

৬—উড়িয়া জগন্নাথ দাস নামে খ্যাত। শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের কীর্ত্তনীয়া ছিলেন।

বন্দ উড়িয়া জগন্নাথ দাস মহাশয়।
জগন্নাথ বলরাম যাঁর বশ হয়॥ (বৈষ্ণব-বন্দনা)

ইহার **'রসোজ্জ্বল'** নামে একখানি গ্রন্থ আছে। দৈবকীনন্দনের বৈষ্ণব বন্দনায়—

জগন্নাথ দাস বন্দো মধুর রচিত॥

৭—মালদহ জিলার গিলাবাড়ী-গ্রামবাসী কবি; নাভাজী-কৃত হিন্দী ভক্তমালের অবলম্বনে ইনি চারি খণ্ডে **'ভক্ত-চরিতামৃত'** নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

জগন্নাথ পট্টনায়ক—শ্রীরসিকানন্দের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা

[রঃ মঃ দক্ষিণ ৬।১১]

জগন্নাথ পড়িছা—শ্রীগৌরভক্ত।

জগন্নাথ পড়িছা! এ মিনতি আমার।
ভাসি যেন গৌরলীলা-সমুদ্র-মাঝার॥
[নামা ১৬৯]

জগন্নাথ মাহাতি—শ্রীগৌরভক্ত।

জগন্নাথ মাহাতি! সে স্থানে রহু আশ।
যথা যথা গৌরভক্তগণের বিলাস॥ [নামা ১৭১]

জগন্নাথ মিশ্র—শ্রীরসিকানন্দের অধ্যাপক।

অধ্যাপক জগন্নাথ মিশ্র ভাগ্যবান্।
গীতছন্দে বাঁধিলেন ভাগবত-পুরাণ॥
[রঃ মঃ পূর্ব ৯।৪৯]

শ্রীজগন্নাথ মিশ্র পুরন্দর—মহাপ্রভুর পিতৃদেব।

প্রেমবিলাস (২৪)-তে বংশ-তালিকা :—

মধু মিশ্রের চারি পুত্র—১ম উপেন্দ্র, পত্নী রত্নাবতী; ২য় রঙ্গদ, ৩য় কীর্ত্তিদ, ৪র্থ কীর্ত্তিবাস। উপেন্দ্রের ছয় পুত্র—১ম কাংসারি, ২য় পরমানন্দ, ৩য় **জগন্নাথ মিশ্র**, ৪র্থ পদ্মনাভ, ৫ম সর্বেশ্বর, ষষ্ঠ ত্রৈলোক্যনাথ।

পরমানন্দের পুত্র—অধস্তন ৮ম পর্য্যায়ে মনঃসন্তোষিণী-প্রণেতা জগজ্জীবন মিশ্র।

জগন্নাথ মিশ্রের অষ্ট কন্যা ও দুই পুত্র। দুই পুত্রের নাম—১ম বিশ্বরূপ বা শঙ্করারণ্য পুরী, ২য় নিমাই বা শ্রীচৈতন্যদেব।

জগন্নাথ সেন—শ্রীগৌর পার্ষদ। পূর্বলীলায় কমলা।
[গৌঃ গ ১৯৪, ২০০]

জগমোহন—পদকর্ত্তা (পদকল্পতরুতে দুইটি পদ আছে)।

জগাই—প্রকৃত নাম জগন্নাথ. পূর্বলীলার 'জয়' বৈকুণ্ঠ-পার্ষদ (গৌঃ গঃ ১১৫), শ্রীচৈতন্য-শাখা. কুলীন ব্রাহ্মণ। পিতার নাম রঘুনাথ রায় খুল্লতাতের নাম জনার্দ্দন রায় এবং পিতামহের নাম শুভানন্দ রায়। খুল্লতাত ভ্রাতার নাম মাধাই। শ্রীধাম নবদ্বীপে ইঁহাদের বাড়ী ছিল। দুই ভাই নবদ্বীপের কোটাল ছিলেন। ইঁহারা বড়ই পাপী ছিলেন; মদ্য, মাংস, পরদার, চুরি ডাকাতি প্রভৃতি নিরন্তর করিতেন। মহাপ্রভুর নবদ্বীপধামে সংকীর্ত্তনলীলার সময়ে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভু হরিনাম প্রচারার্থ ইঁহাদের নিকট গমন করিলে মাধাই প্রভুকে কলসীর কাণা দ্বারা প্রহার করেন। দয়ার সাগর নিত্যানন্দ মহাঅপরাধীকে দণ্ড না দিয়া প্রেমসাগরে ভাসাইয়া দেন. তদবধি জগাই ও মাধাই মহাভক্ত হইয়া যান।

মহাকৃপাপাত্র প্রভুর জগাই, মাধাই।
পতিতপাবন নামের সাক্ষী দুই ভাই।
[চৈঃ চঃ আ ১০।১২০]

শুভানন্দ রায় নবদ্বীপের জমিদার ছিলেন।

নবদ্বীপবাসী শুভানন্দ রায়।
ব্রাহ্মণকুলেতে জন্ম কুলীন যে হয়॥
নবদ্বীপের জমিদার রাজা তাঁর খ্যাতি।
দেশে বিদেশে যার ঘোষয়ে সুকীর্ত্তি॥
পাৎসাহের সঙ্গে অতিশয় প্রীত হয়।
পরম সুন্দর তাঁর দুইত কুমার॥
জ্যেষ্ঠ রঘুনাথ, কনিষ্ঠ জনার্দ্দন দাস।
পরম পণ্ডিত সর্বগুণের নিবাস॥
রঘুনাথের পুত্রের নাম জগন্নাথ হয়।
জনার্দ্দনের পুত্রকে মাধব বলি কয়॥
জ্যেষ্ঠ জগন্নাথ তারে জগাই বলি কয়।
কনিষ্ঠ মাধব তারে মাধাই ডাকয়॥
নদীয়ার রাজা এই দুই মহাশয়।
যৌবনেতে ছিল তারা দস্যু অতিশয়॥ [প্রেম ২১]

শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, অমিয়নিমাই-চরিত প্রভৃতি গ্রন্থে জগাই মাধাইয়ের বিস্তৃত বিবরণ আছে।

জগু—শ্রীরসিকানন্দ-শিষ্য [র-ম-পশ্চিম ১৪।১২৩]

জঙ্গলীপ্রিয়া দাসী—শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর পত্নী শ্রীমতী সীতা দেবীর সেবিকা ও শিষ্যা।

সীতাদেবীর দুইদাসী জঙ্গলী, নন্দিনী।
কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষা সীতা দিলেন আপনি॥
(প্রেম ২৪)

জঙ্গলী দাসী অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন হইয়াছিলেন। একদা তিনি ব্যাঘ্র-ভল্লুক-সমাকীর্ণ গভীর অরণ্যে ভগবৎ আরাধনা করিতেছিলেন, সেই সময়ে গৌড়েশ্বর (বাদশাহ) শিকার করিতে গিয়া হঠাৎ জঙ্গলী দাসীর অপরূপ রূপলাবণ্য-দর্শনে মোহিত হইয়া তাঁহার ধর্ম্ম-বিনাশে উদ্যত হইলে

বাদশাহ দেখিতে পান যে জঙ্গলী রমণী নহেন, পুরুষ। অতীব আশ্চর্যান্বিত হইয়া তিনি জঙ্গলীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'তুমি নারী না পুরুষ?' জঙ্গলী বলিলেন,—

নারীজনে নারী দেখে, পুরুষে পুরুষ।
কিন্তু কোন কালে আমি না হই পুরুষ॥

ইহাতে বাদশাহের ভ্রম গেল না। তিনি একজন স্ত্রীলোকদ্বারা জঙ্গলী দাসীকে পরীক্ষা করিয়া জানিলেন যে ইনি নারী, কিন্তু পরক্ষণে একজন পুরুষদ্বারা পরীক্ষা করাইয়া শুনিলেন যে পুরুষ। তখন বাদশাহের চৈতন্য হইল। তিনি অতীব ভীত চিত্তে জঙ্গলী দাসীর চরণ ধারণ করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। জঙ্গলী দাসী বাদশাহকে ক্ষমা করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। গৌড়েশ্বর তদ্দণ্ডেই সেই জঙ্গলমধ্যে একটি বাড়ী নির্ম্মাণ করিবার হুকুম প্রদান করিলেন। ঐ বাড়ী **'জঙ্গলী টোটা'**-নামে সাধারণের নিকট পরিচিত।

জঙ্গলী রাজাকে কৃপা করিলেন বড়ি।
রাজা তথা করিয়া দিলেন এক পুরী॥
সে স্থানের নাম 'জঙ্গলীটোটা' সবে কন।
জঙ্গলীর ঐশ্বর্য্য আমি কৈল প্রকটন॥

(প্রেম ২৪)

কিন্তু লোকনাথের সীতাচরিত্র-গ্রন্থে জানা যায় যে জঙ্গলী নারী ছিলেন না। শান্তিপুরের নিকট হরিপুর গ্রামে যজ্ঞেশ্বর চক্রবর্ত্তী বা রাজকুমার সীতাদেবীর নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ করেন। তাহার নাম পরে জঙ্গলীপ্রিয়া হয়। জঙ্গলীপ্রিয়ার শিষ্য নন্দরাম, তিনিও 'হরিপ্রিয়া' নামে পরিচিত। এই নন্দরাম **"শ্রীকৃষ্ণমিশ্র চরিত্র"**-রচনা করেন। গৌরগণোদ্দেশ-মতে ইনি পূর্ব্বলীলায় 'বিজয়া'।

জনমেজয় মিত্র—রাজা রাজেন্দ্র লাল মিত্রের পিতা; ইনি সংকর্ষণ ভণিতায় বহু পদ রচনা করিয়াছেন। ১৮৬০খৃঃ ইনি **'সঙ্গীতরসার্ণব'**-নামক স্বরচিত পদাবলী প্রকাশ করেন। তাহাতে তৎপিতামহ পীতাম্বর মিত্রের পদাবলীও সমাহৃত হইয়াছে।

জনানন্দ চৌধুরী—শ্রীখণ্ডবাসী, শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের শাখা।

জনার্দ্দন উড়িষ্যাবাসী। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের সেবক। মহাপ্রভুর ভক্ত. প্রভু দক্ষিণ দেশ হইতে পুরীধামে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য ইঁহার পরিচয় দিয়াছিলেন।

জগন্নাথ-সেবক এই নাম—'জনার্দ্দন'।
অনবসরে করে প্রভুর শ্রীঅঙ্গ-সেবন॥

[চৈঃ চঃ মধ্য ১০।৪১]

জনার্দ্দন দাস– শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর শাখা।

যাদব দাস, বিজয় দাস, জনার্দ্দন॥

(চৈঃ চঃ আদি ১২।৬০]

জনার্দ্দন দাস রায়–কুলীন ব্রাহ্মণ, পিতার নাম —শুভানন্দ রায়। শ্রীধাম নবদ্বীপ নিবাসী। ইনি প্রসিদ্ধ ভক্ত জগাইয়ের খুল্লতাত এবং মাধাইর পিতা। ভ্রাতার নাম রঘুনাথ (জগাই মাধাই দ্রষ্টব্য)।

জনার্দ্দন মিশ্র—পুরীধামে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের সেবক।

জয়কৃষ্ণাচার্য্য– শ্রীনিবাস-পত্নী শ্রীমতী ঈশ্বরীদেবীর শিষ্য, শ্রীপাট—কাঞ্চনগড়িয়া। শ্রীদাস ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র (অনু ৭)।

জয়কৃষ্ণাচার্য্য আর জগদীশাচার্য্য।
শ্যামবল্লভাচার্য্য, এই তিন মহাআর্য্য॥
*   *   *
আর শিষ্য ঈশ্বরীর অতিগুণবান্॥ (কর্ণা ২)

জয়গোপাল—কায়স্থ, কাঁদড়া গ্রামে নিবাস। গুরুদেবের প্রসাদ লঙ্ঘন করায় শ্রীবীরভদ্র গোস্বামি-কর্ত্তৃক বৈষ্ণব-সমাজ হইতে বিতাড়িত হন।

রাঢ়দেশে কাঁদরা নামেতে গ্রাম হয়।
তথা শ্রীমঙ্গল, জ্ঞানদাসেয় আলয়॥
তথাই কায়স্থ জয়গোপালের স্থিতি।
বিদ্যা-অহংকারে তার জন্মিল দুর্ম্মতি॥
গুরু বিদ্যাহীন—ইথে হেয় অতিশয়।
জিজ্ঞাসিলে পরমগুরুকে গুরু কয়॥
প্রভু বীরভদ্র প্রকারেতে ব্যক্ত কৈল।
লঙ্ঘিল প্রসাদ তেঞি—তারে ত্যাগ দিল॥

[ভঃ রঃ ১৪।১৮০—১৮৩]

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-তনয় জয়গোপালকে বর্জ্জনের জন্য শ্রীল শ্রীনিবাসকে যে পত্র দিয়াছিলেন, তাহার নকল এই—

পত্রিকা ৫

শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দৌ জয়তঃ।

ভবদীয়াবশ্যস্মরণীয়শ্রীবীরচন্দ্রদেবঃ প্রেমালিঙ্গনপূর্বকং নিবেদয়তি—শ্রীলশ্রীনিবাসাচার্য্য! ত্বং শ্রীশ্রীমহাপ্রভোঃ শক্তিঃ। অতএব একয়া শক্ত্যা প্রভুশক্তিরূপাদি-শ্রীমদ্রূপ-গোস্বামিদ্বারা গ্রন্থঃ প্রকাশিতঃ। অপরয়া শক্ত্যা গৌড়মণ্ডলে মহাজনসংসদি গ্রন্থবিস্তারং করোতি—ইতি ভবতোঽন্তিকে মদীয়বার্ত্তাং প্রেষয়ামি। জয়গোপালদাসেন মৎপ্রসাদোল্লঙ্ঘনং কৃতং, তচ্চ জগতি বিদিতমিতীহ তেন সার্দ্ধং মদীয়জনেন কেনাপ্যালাপাদিকং ন ক্রিয়তে, ময়াপি নিষিদ্ধং; ভবতাপি তথালাপাদিকং ন কর্ত্তব্যমিতি।

প্রভু বীরভদ্র-গুণে কেবা নাহি ঝুরে।
করিলেন ত্যাগ পাপী জয়গোপালেরে॥
এসকল কথা হৈল সর্বত্র বিদিত।
আলাপাদি কেহো না করয়ে কদাচিত॥

[ভঃ রঃ ১৪।১৯০—১৯১]

প্রেমবিলাসের ১৯শ বিলাসের জয়গোপালের বিবরণ আছে।

জয়গোপাল দত্ত - শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য।

জয় জয় শ্রীজয়গোপাল দত্ত যাঁরে।
তিলার্দ্ধ বৈষ্ণবগণ ছাড়িতে না পারে॥ (নরো ১২)

জয়গোবিন্দ বসু চৌধুরী—বর্দ্ধমান জেলায় বেনাপুর গ্রামে (কুলীন গ্রাম হইতে এক মাইল দূরে) ১৭৬৪ শকে ইনি 'বৃহদ্‌ভাগবতামৃত' গ্রন্থের পয়ারাদি বিবিধ ছন্দে অনুবাদ করিয়াছেন। এই গ্রন্থের 'কানাইদাস'-কৃত পয়ারাদি অনুবাদ ও প্রকাশিত হইয়াছে।

জয়দুর্গা দেবী—শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কন্যা শ্রীমতী গঙ্গাদেবীর স্বামী মাধবাচার্য্যের পালকমাতা ছিলেন। ইঁহার স্বামীর নাম ভগীরথ আচার্য্য। জয়দুর্গাদেবীর পুত্রের নাম—শ্রীনাথ ও শ্রীপতি। বিশ্বেশ্বর আচার্য্যের পত্নী মহালক্ষ্মী দেবীর সহিত জয়দুর্গাদেবীর 'সই' পাতান ছিল (প্রেম ২১)।

জয়দেব দাস—শ্রীরসিকানন্দ প্রভুর শিষ্য।

[রঃ মঃ পশ্চিম ১৪।১৫৯]

জয়রাম চক্রবর্ত্তী—শ্রীধাম নবদ্বীপবাসী। ইনি প্রসিদ্ধ শ্রীস্বরূপ দামোদরের মাতামহ। ইঁহার কন্যাকেই পদ্মগর্ভাচার্য্য বিবাহ করিয়াছিলেন।

সে সময়ে নবদ্বীপবাসী এক বিপ্র।
জয়রাম চক্রবর্ত্তী অতি সুচরিত্র॥
এক কন্যা দিলা তারে কুলীন জানিয়া।
নিজ গৃহে রাখিলেন আগ্রহ করিয়া॥ (প্রেম ২৪)

২ (প্রেমী জয়রাম) শ্রীনিবাস প্রভুর শিষ্য। 'অনুরাগবল্লী'-(৭ম)-মতে গৌড়ের 'কানসোনা' গ্রামে ইঁহার শ্রীপাট। পূর্ববাস—কড়ই।

একত্র নিবাসী শ্রীজয়রাম চক্রবর্ত্তী।
'প্রেমী জয়রাম' বলি যাঁর হৈল খ্যাতি॥ (কর্ণা ১)

শ্যামভট্ট, কৃষ্ণ পুরোহিত ও জয়রাম চক্রবর্ত্তী তিন জনে একগ্রামে বাস করিতেন।

জয়রাম চৌধুরী—উৎকলবাসী, শ্রীআচার্য্য প্রভুর শাখা। (প্রেম ২০)।

জয়রাম দাস—শ্রীনিবাস আচার্য্যের পুত্র গতি-গোবিন্দের শিষ্য। শ্রীপাট সোণারুদ্দি গ্রামে।

আর শিষ্য প্রভুর জয়রামদাস নামে।
মধুর-চরিত্র বৈসে সোনারুদ্দি গ্রামে॥ (কর্ণা ২)

জয়ানন্দ—ব্রাহ্মণ। ডাক নাম 'গুইয়া'। শ্রীপাট—বর্দ্ধমানের নিকট আমাইপুরা গ্রামে। ইনি **'শ্রীচৈতন্য মঙ্গল'**নামে শ্রীলোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গল হইতে (ভিন্ন) মহাপ্রভুর লীলাগ্রন্থ রচনা করেন। পিতার নাম সুবুদ্ধি মিশ্র, মাতার নাম রোদনা দেবী। ১৫১১ হইতে ১৫১৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে জন্মকাল। ইঁহার পিতা ঠাকুর শ্রীচৈতন্যদেবের শাখা ছিলেন। জয়ানন্দের যে সকল আত্মীয় বৈষ্ণব বা ভক্ত ছিলেন, তাঁহাদের নাম তদ্‌গ্রন্থেই দৃষ্ট হয়। বাণী-নাথ মিশ্র, মহানন্দ বিদ্যাভূষণ ইন্দ্রিয়ানন্দ কবীন্দ্র, বৈষ্ণব মিশ্র, রামানন্দ মিশ্র—জয়ানন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন। এই গ্রন্থ বৈষ্ণবগণের অনাদরণীয়।

বন্দে চৈতন্যদাসকং জয়ানন্দ মহাশয়ম্।
প্রকাশিতো যেন যত্নাৎ শ্রীচৈতন্যবিলাসকম্॥
[শাঃ নিঃ ৩০]

জলধর পণ্ডিত—বৈদিক ব্রাহ্মণ, প্রসিদ্ধ শ্রীবাস পণ্ডিতের পিতা ঠাকুর। পূর্ব্বে শ্রীহট্টে নিবাস ছিল। তথা হইতে শ্রীধাম নবদ্বীপে আসিয়া সস্ত্রীক বাস করেন। ইহার পাঁচ পুত্র—নলিন পণ্ডিত, শ্রীবাস পণ্ডিত, শ্রীরাম পণ্ডিত, শ্রীপতি পণ্ডিত, শ্রীকান্ত পণ্ডিত। নলিন পণ্ডিতের কন্যা—নারায়ণী দেবী, ইঁহারই পুত্র—শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর, শ্রীচৈতন্যভাগবত-রচয়িতা। (প্রেম ২৪)

জানকীনাথ—শ্রীচৈতন্য-শাখা, ব্রাহ্মণ।

জগন্নাথ তীর্থ, বিপ্র শ্রীজানকীনাথ।
[চৈঃ চঃ আঃ ১০।১১৪]

ওহে শ্রীজানকীনাথ বিপ্র! দেহ বর।
ঘুচুক কুতর্ক, শঠ কপট অন্তর॥ [নামা ২৩৫]

জানকীবল্লভ চৌধুরী—শ্রীনরোত্তম শিষ্য।

জানকীবল্লভ চৌধুরী শাখা শ্রীমন্ত দত্ত।
সঙ্কীর্ত্তনে নাচে তাঁরা হৈয়া উন্মত্ত॥ (প্রেম ২০)
জয় জয় জানকীবল্লভ চৌধুরী ঠাকুর।
যাঁর চেষ্টা দেখি' বাড়ে আনন্দ প্রচুর॥ (নরো ১২)

জানকী বিশ্বাস—শ্রীল গতিগোবিন্দ প্রভুর শিষ্য।

জানকী বিশ্বাস, পুত্র হাড়গোবিন্দ।
কায়মনে সেবে দুঁহে প্রভু-পদদ্বন্দ্ব। (কর্ণা ২)

জানকীরাম দাস—উপাধি বিশ্বাস। পিতার নাম—করুণাকর দাস বা মজুমদার। করুণাদাসের দুই পুত্র—জানকীরাম ও প্রসাদদাস। জাতি করণ, নিবাস বনবিষ্ণুপুর। শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্য। দুই ভ্রাতার হস্তাক্ষর অতিসুন্দর ছিল। শ্রীনিবাস আচার্য্যের যাবতীয় লিখন-কার্য্য ইঁহারাই সম্পাদন করিতেন।

করণ-কুলেতে জন্ম অতিশুদ্ধাচার।
করুণাকর দাসের পুত্র—দুই সহোদর॥
প্রভু-গৃহে পত্র দোঁহে সদাই লেখয়।
সেই, হেতু 'বিশ্বাস' নাম দিলা মহাশয়॥
জ্যেষ্ঠ জানকীরাম দাস মহাশয়।
তাঁরে কৃপা করিলেন প্রভু দয়াময়॥ (কর্ণা ১)

জানুরায়—শ্রীঅদ্বৈতপত্নী সীতাদেবীর শিষ্য। লোকনাথ দাসের সীতাচরিত্রে ইঁহার বিষয় আছে (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য)।

জালিয়া—ধীবর বা কৈবর্ত্ত জাতি; পুরীর নিকটে সমুদ্রে মৎস্য ধরিতেন। এক দিবস মহাপ্রভু আইটোটা হইতে জ্যোৎস্না-প্লাবিত সমুদ্রের অপরূপ শোভা দেখিয়া যমুনা ভ্রমে তাহাতে ঝম্প দিয়া পড়িলেন এবং ভাসিতে ভাসিতে কোণার্কের দিকে চলিয়া গেলেন।

কোণার্কের দিকে প্রভুকে তরঙ্গে লইয়া যায়।
কভু ডুবাইয়া রাখে, কভু বা ভাসায়॥
[চৈঃ চঃ অঃ ১৮।৩১]

ভক্তগণ প্রভুকে না দেখিতে পাইয়া 'হায় হায়' করিয়া চতুর্দ্দিকে অন্বেষণ করিতে ছুটিলেন, কিন্তু কোথাও প্রভুকে পাওয়া গেল না—তখন ভক্তগণের মস্তকে যেন বজ্র পড়িল। তাঁহারা ভাবিলেন—

অন্তর্দ্ধান কৈল প্রভু নিশ্চয় করিল। (ঐ ৩৮)

কিছুক্ষণ পরে ভক্তগণ দেখিলেন,—

দেখে এক জালিয়া আইসে কান্ধে জাল করি।
হাসে, কান্দে, নাচে গায়, বলে হরি হরি॥
(ঐ ৪৪)

স্বরূপ গোস্বামী ধীবরের ঐরূপ ভাব-দর্শনে কহিলেন

কহ জালিয়া এদিকে দেখিলে একজন।
তোমার এ দশা কেন কহত কারণ॥ ঐ ৪৬

জালিয়া ভীত হইয়া বলিল—মানুষ দেখি নাই, আমাকে ভূত কিম্বা ব্রহ্মদৈত্য পাইয়াছে। আমি জাল ফেলিতে ছিলাম, খুব ভারি ঠেকাতে মনে করিলাম বড় মাছ পড়িয়াছে। তারপর জাল উঠাইয়া দেখি—অপরূপ একজন মরা মানুষ।

"জাল খসাইতে তার অঙ্গ স্পর্শ হৈল।
স্পর্শমাত্র সেই ভূত হৃদয়ে পশিল॥
ভয়ে কম্প হইল মোর, নেত্রে বহে জল।
গদ গদ বাণী, রোম উঠিল সকল॥
কিবা ব্রহ্ম দৈত্য, কিবা ভূত কহনে না যায়।
দর্শনমাত্র মনুষ্যের পৈশে সেই কায়॥

তারপর বলিতেছেন—

শরীর দীঘল তার হাত পাঁচ সাত।
এক এক হস্ত পদ তার তিন তিন হাত॥
অস্থি সন্ধি ছাড়ি চর্ম করে নড়বড়ে।
তাহা দেখি প্রাণ কার নাহি রয় ধরে॥
মড়ারূপ ধরি রহে উত্তান নয়ান।
কভু গোঁ গোঁ করে, কভু হয় অচেতন॥"

(ঐ ৫২—৫৪)

মহাশয়! আমি চিরকাল রাত্রে মাছ ধরি, কখন এমন হয় না। যদি কোন কিছু ভয় পাই, তবে "নৃসিংহ নৃসিংহ" নাম করিবামাত্র সব দূর হইয়া যায়; কিন্তু এ ভূত কি রকম, কত নাম করিলাম, কিন্তু ছাড়িতেছে না। আপনারা ওদিকে যাইবেন না, চতুর শ্রীস্বরূপ গোস্বামী জালিয়ার কথাতে ব্যাপার বুঝিয়া বলিলেন—"তোমার ভয় নাই, আমি খুব বড় বৈদ্য, এখনই ভূত ছাড়াইয়া দিতেছি" এই বলিয়া তাহার গাত্রে তিন চাপড় মারিলেন। তখন জালিয়ার ভয় দূর হইল। তখন গোস্বামী বলিতেছেন—

স্বরূপ কহে তুমি যারে কর ভূতজ্ঞান।
ভূত নহে, তিঁহো শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ভগবান্॥ ঐ ৬৪

জালিয়া বলিল—'না ঠাকুর আমিত মহাপ্রভুকে অনেকবার দেখিয়াছি। এ যে সে মূর্ত্তি নয়।' স্বরূপ কহিলেন—প্রেমের বিকারে তাঁহার ঐরূপ মূর্ত্তি হইয়াছে।

স্বরূপ কহে—তাঁর হয় প্রেমেরে বিকার।
অস্থি-সন্ধি ছাড়ি হয় অতিদীর্ঘকায়॥ ঐ ৬৯

তখন জালিয়ার সঙ্গে ভক্তগণ প্রভুকে আনিবার জন্য ছুটিলেন—

ভূমিতে পড়িয়া আছেন দীর্ঘ মহাকায়।
জলে শ্বেত তনু, বালু লাগ্যাছে গায়॥
অতিদীর্ঘ শিথিল তনু-চর্ম নট্‌কায়।
দূর পথ উঠাইয়া ঘরে আনা না যায়॥ ঐ ৭১।৭২

পরে প্রভুকে শুষ্ক কৌপীন পরাইয়া সেই স্থানে প্রভুর কর্ণে উচ্চৈঃস্বরে সকলে কৃষ্ণনাম বলিতে লাগিলে প্রভু হুঙ্কার করিয়া উঠিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে স্বরূপের গলা ধরিয়া যে কথা বলিলেন কৃপাময় পাঠক! শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের অন্ত্য ১৮শ পরিচ্ছেদের সেই কাহিনীটি একবার পাঠ করুন।

শ্রীশ্রীজাহ্নবা দেবী—শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর পত্নী। ইনি পূর্বলীলায় রেবতী ও অনঙ্গমঞ্জরী [গৌঃ গঃ ৬৫, ৬৬]

২—চাতরার কাশীনাথ পণ্ডিতের মাতা। শ্রীপুরীধামে মহাপ্রভুর নিকট গমন করিয়া কাশীনাথকে লইয়া আসিয়াছিলেন। (কাশীনাথ দেখ)

জিতামিত্র—শ্রীগদাধর পণ্ডিতের শাখা।

জিতামিত্র, কাষ্ঠকাটা জগন্নাথ দাস।

(চৈঃ চঃ আঃ ১২।৮৩)

পূর্বলীলায় শ্যামমঞ্জরী (গৌঃ গঃ ১৯৫, ২০০)।

যস্য শ্রীপুস্তকং কৃষ্ণমাধুর্য্য-প্রেমপোষকম্।
জিতামিত্রমহং বন্দে সর্বাভীষ্ট-প্রদায়কম্॥

[শাঃ নিঃ ২১]

শ্রীশ্রীজীবগোস্বামী—শ্রীচৈতন্য-শাখা। প্রসিদ্ধ ভক্তি-গ্রন্থপ্রণেতা, চিরকুমার; শ্রীল রূপগোস্বামী ও শ্রীল সনাতন গোস্বামীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীবল্লভের বা অনুপমের পুত্র। শৈশবেই ইনি পিতৃহীন হন। বাল্যকাল হইতেই শ্রীভগবানের অনুরাগী ছিলেন। বাল্যক্রীড়া না করিয়া ফুলচন্দনাদি দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ পূজাই করিতেন।

শ্রীজীব বালক-কালে বালকের সনে।
শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধ বিনা খেলা নাহি জানে॥
কৃষ্ণবলরাম মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া।
করিতেন পূজা ফুল-চন্দনাদি দিয়া॥

[ভঃ রঃ ১।৭১৯]

শ্রীরূপ ও সনাতন গোস্বামী সর্ব্বত্যাগী হইয়া বৃন্দাবনে গমন করিবার পর হইতেই শ্রীজীবের বৈরাগ্য প্রবল হয়। শ্রীরূপ সনাতন তাঁহাদের বিষয় বৈভব বিতরণ করিয়া দিলেও যাহা অবশিষ্ট ছিল, তাহাও শ্রীজীবের বিষময় বোধ হইল—

নানারত্ন ভূষা পরিধেয় সূক্ষ্ম বাস।
অপূর্ব শয়ন শয্যা ভোজন-বিলাস॥
এ সব ছাড়িল, কিছু নাহি ভায় চিতে।
রাজ্যাদি বিষয় বার্ত্তা না পারে শুনিতে॥

[ভক্তি ১।৬৮৭—৮৮]

ক্রমে তিনি গোস্বামিগণের আকর্ষণে আর গৃহবাসী হইতে পারিলেন না। এক দিবস মহাপ্রভুকে স্বপ্নে দর্শন করিয়া তিনি অস্থির হইলেন। পরিজনদিগকে বলিলেন, 'আমি নবদ্বীপে অধ্যয়ন করিতে যাইব।' এইরূপ ছল করিয়া তিনি বাক্‌লাচন্দ্রদ্বীপ হইতে নবদ্বীপে গমন করিলেন। সঙ্গের লোকজনকে পথিমধ্যে ফতেয়াবাদ নামক স্থানে বিদায় দিয়া একমাত্র ভৃত্য সঙ্গে রাখিয়া কিছু দিন পরে শ্রীধাম নবদ্বীপে শ্রীবাস-অঙ্গনে উপস্থিত হইয়া শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কৃপা লাভ করিলেন।

নিত্যানন্দ প্রভু মহা বাৎসল্য-বিহ্বল।
ধরিলা শ্রীজীব মাথে চরণযুগল॥ (ভক্তি ১।৬৭৫)

নিত্যানন্দ প্রভু কহিলেন—'শ্রীজীব! তোমার জন্যই আমি শ্রীপাট খড়দহ হইতে শ্রীধাম নবদ্বীপে আসিয়াছি। নবদ্বীপে কিছুদিন অবস্থান করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে যাও।'

কোন গ্রন্থে শ্রীজীব গোস্বামীর সহিত মহাপ্রভুর সাক্ষাতের কথা জানা যায় না। তবে "ভক্তিরত্নাকরে" জানা যায়—মহাপ্রভু যখন রামকেলি গ্রামে গমন করেন, তখন শিশু শ্রীজীব প্রভুকে দর্শন করিয়াছিলেন।

শ্রীজীব নবদ্বীপ হইতে কাশীধামে গমন করেন। তথায় মধুসূদন বাচস্পতির নিকট কিছুদিন বেদান্ত পড়িয়া তথা হইতে শ্রীবৃন্দাবনে যান ও গোস্বামিগণের চরণাশ্রয় করেন। শ্রীজীব গোস্বামীর ন্যায় পণ্ডিত তৎকালে ভারতবর্ষে কেহ ছিলেন না। বাল্যকাল হইতেই তিনি দেবী সরস্বতীর কৃপাপাত্র হয়েন। তিনি দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতকে পরাজিত করিয়াছিলেন। একদা যমুনাতীরে শ্রীরূপগোস্বামী গ্রন্থ লিখিতেছেন, নিকটে শ্রীজীব তাঁহাকে ব্যজন করিতেছিলেন, এমন সময়ে প্রসিদ্ধ বল্লভ ভট্ট (যাঁহা হইতে বল্লভী সম্প্রদায় প্রবর্তন হয়) আগমন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কোন্ গ্রন্থ রচনা হইতেছে?" শ্রীরূপ কহিলেন "ভক্তিরসামৃতসিন্ধু," বল্লভ ভট্ট বলিলেন—"বেশ! এ গ্রন্থ আমি সংশোধন করিয়া দিব।" এই বলিয়া ভট্টজী যমুনাতে স্নান করিতে গমন করিলেন। শ্রীজীব ভট্টের অহঙ্কার দেখিয়া সহ্য করিতে পারিলেন না, কিন্তু জ্যেষ্ঠতাত দৈন্যাবতার শ্রীরূপের নিকট কথা কহিবার সাধ্য নাই, তাই চুপে চুপে তিনিও যমুনাতে জল আনিবার ছলে বল্লভ ভট্টের নিকটস্থ হইয়া কহিলেন—'গ্রন্থমধ্যে কোন্ স্থানে ভ্রম দেখিলেন যে সংশোধন করিয়া দিবেন, বলিলেন।"

ক্রমে উভয়ের মধ্যে শাস্ত্রযুদ্ধ হইল। ভট্টজী বালক শ্রীজীবের পাণ্ডিত্য দেখিয়া একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেলেন।

শ্রীজীবের বাক্য ভট্ট নারে খণ্ডিবারে [ভক্তি ৫।১৬৩৫]

স্নানান্তে ভট্টজী শ্রীরূপের নিকট আগমন করিয়া কহিলেন—"তোমার নিকটে যে বালককে বসিয়া থাকিতে দেখিয়াছিলাম, সেটি কে?" ইহাতে—

শ্রীরূপ কহেন—কিবা দিব পরিচয়।
জীব নাম, শিষ্য মোর—ভ্রাতার তনয়॥
[ভক্তি ৫।১৬৩৮]

বল্লভ ভট্ট বালকের অসাধারণ পাণ্ডিত্যের প্রশংসা করিয়া স্বস্থানে গমন করিলেন। মহাবুদ্ধিমান্ শ্রীরূপ গোস্বামী শ্রীজীবের স্বভাব জানিতেন। তথাপি শোধন-জন্য ছল লইয়া যমুনা হইতে শ্রীজীব নিকটে আসিতেই বলিলেন—

মোরে কৃপা করি ভট্ট আইলা মোর পাশে।
মোর হিত লাগি গ্রন্থ শোধিব বলিলা।
এ অতি অল্প বাক্য সহিতে নারিলা॥
তাহে পূর্বদেশে শীঘ্র করহ গমন।
(ভক্তি ৫।১৬৪১—৪৩)

গোস্বামিগণের আজ্ঞা লঙ্ঘন করিবার উপায় নাই। কাজেই শ্রীজীব ক্ষুণ্ণমনে তৎক্ষণাৎ তথা হইতে পূর্বমুখে চলিয়া গেলেন এবং নন্দঘাটে পড়িয়া রহিলেন। কোনদিন উপবাস কোনদিন ব্রজবাসিগণের অত্যধিক পীড়াপীড়িতে সামান্য ফলমূল ভোজন করিয়া দিন-যাপন করিতে লাগিলেন, কিন্তু ক্রমেই তিনি জীর্ণ-শীর্ণ হইয়া পড়িলেন। পরে এক দিবস শ্রীসনাতন গোস্বামী বন ভ্রমণ করিতে করিতে ঐস্থানে আগমন করিয়া শ্রীজীবের সংবাদ পান। দয়ার সাগর জ্যেষ্ঠতাত শ্রীসনাতন গোস্বামী জীবের অবস্থা দেখিয়া বড়ই কাতর হন এবং অপরাধের ক্ষমার জন্য ভ্রাতা শ্রীরূপের অনুমতিক্রমে শ্রীজীবকে বৃন্দাবনে লইয়া যান। অগ্রজের আজ্ঞায় শ্রীরূপ শ্রীজীবকে ক্ষমা করিয়া তাহার শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন—অচিরেই শ্রীজীব আরোগ্য লাভ করিলেন।

শ্রীজীবের আরোগ্যে সবার হর্ষ মন।
দিলেন সকল ভার রূপ সনাতন॥
শ্রীরূপ-সনাতন-অনুগ্রহ হইতে।
শ্রীজীবের বিদ্যাবল ব্যাপিলা জগতে॥

[ভক্তি ৫।১৬৬৪]

গ্রন্থাবলী—ষট্‌সন্দর্ভ, সর্বসম্বাদিনী, হরিনামামৃত ব্যাকরণ' সূত্রমালিকা, ধাতুসংগ্রহ, ভক্তিরসামৃতশেষ, শ্রীমাধবমহোৎসব, শ্রীগোপালচম্পূ, (পূর্ব ও উত্তর), সংকল্পকল্পবৃক্ষ, শ্রীগোপালবিরুদাবলী, গোপালতাপনীটীকা, ব্রহ্মসংহিতাটীকা, রসামৃতটীকা, উজ্জ্বলটীকা, গায়ত্রীভাষ্য, ক্রমসন্দর্ভ, শ্রীরাধাকৃষ্ণার্চনদীপিকা, শ্রীরাধাকৃষ্ণকরপদচিহ্ন-সমাহৃতি।

জীবন—শ্রীরসিকানন্দ-শিষ্য [রঃ মঃ পশ্চিম ১৪।২৫২]

জীবন পণ্ডিত—উপমহান্ত, পূর্বলীলায় ইন্দিরা (গৌঃ গ. ১৬৯)ইনি রত্নগর্ভ আচার্য্যের পুত্র [চৈঃ ভাঃ মধ্য ১।২৯৬]

মহাভাগ্যবান্ জীব পণ্ডিত উদার।
যাঁর ঘরে নিত্যানন্দচন্দ্রের বিহার॥

[ঐ অন্ত্য ৫।৭৫১]

জ্ঞানদাস প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা, শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর শাখা। শ্রীজাহ্নবাদেবীর শিষ্য।

শঙ্কর, মুকুন্দ, জ্ঞানদাস, মনোহর।

[চৈঃ চঃ আঃ ১১।৫২]

অনুমান ১৪৫৩ শকে জ্ঞানদাস বর্দ্ধমান জেলায় কাটোয়ার নিকটবর্ত্তী কাঁদড়া গ্রামে রাঢ়ীশ্রেণীর ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। জ্ঞানদাস কৈশোরে বৈরাগ্য গ্রহণ করেন। জানা যায়—বাবা আউল মনোহর দাস ইঁহার চির সহচর ছিলেন। খেতুরী গ্রামে শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের মহোৎসবে ইনি উপস্থিত ছিলেন। কাঁদড়া গ্রামে জ্ঞানদাসের মঠ আছে। প্রতি বৎসর পৌষপূর্ণিমায় ইঁহার উৎসব হইয়া থাকে। বাঁকুড়া জেলার কুতুলপুর গ্রামে কয়েক ঘর গোস্বামী আছেন। তাঁহারা জ্ঞানদাসের বংশধর বলিয়া পরিচয় প্রদান করেন। জ্ঞানদাস বাঙ্গালা ও ব্রজবুলি ভাষায় পদাবলি রচনা করিয়াছেন। পূর্বরাগ, সখীশিক্ষা, মিলন, নৌকাখণ্ড, মুরলীশিক্ষা, গোষ্ঠবিহার, মান, মাথুর, প্রশ্নদূতিকা ইত্যাদি পদাবলী সাহিত্যের অলঙ্কার।

[ঝ]

ঝড়ু ঠাকুর—জাতি ভূঁইমালী। ভক্ত বৈষ্ণব।

ভূমিমালী জাতি বৈষ্ণব—ঝড়ু ঠাকুর নাম॥

[বৈঃ চঃ অঃ ১৬।১৪]

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর জ্ঞাতি-খুল্লতাত কালিদাস একদিন ইঁহার গৃহে আম্রফল উপহার লইয়া গমন করিয়া ইঁহার উচ্ছিষ্ট খাইয়া আসিয়াছিলেন। ইনি ও ইঁহার স্ত্রী উভয়েই মহাপ্রভুর ভক্ত। (কালিদাস দেখ) হুগলী জেলার অন্তর্গত ত্রিশবিঘার সন্নিকটস্থ 'ভূত আক্না' নামক গ্রামে শ্রীল ঝড়ু ঠাকুরের জন্ম বলিয়া কথিত আছে।

[ঠ]

ঠাকুর দাস—শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর শিষ্য, ব্রাহ্মণ।

তবে কৃপা কৈলে প্রভু ঠাকুরদাস ঠাকুরে।
তাঁহার ভজন-রীতি গম্ভীরে॥

(কর্ণা ১)

ঠাকুর প্রসাদ দাস—শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর ভ্রাতা।

কিশোর, বালক, শ্যামদাস শুদ্ধমতি।
এই তিন শিষ্য সঙ্গে, ভাই একজন।
ঠাকুর প্রসাদ দাস খ্যাত সর্বস্থান॥

[রঃ মঃ পূর্ব ১৫।৩৪—৩৫]

[ড]

ডঙ্ক - সাপুড়িয়া, নাম অজ্ঞাত। নাগরাজাবিষ্ট হইয়া ইনি শ্রীকৃষ্ণলীলা গান করিতে থাকেন, তাহাতে শ্রীহরিদাস ঠাকুরের অদ্ভুত প্রেমোদয় ও বিবিধ ভাববিকার হয়; তাহা দেখিয়া এক বিপ্রের মাৎসর্য্যবশত: তদনুকরণের স্পৃহা হইলে ইনি তাহাকে দারুণ প্রহার করিয়া দূর করিয়াছিলেন। এই ডঙ্কের মুখে শ্রীহরিদাস ঠাকুরের মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছিল। [চৈঃ ভাঃ আদি ১৬।১৯৯-২৪৮]

[ঢ]

ঢঙ্গ বিপ্র—শ্রীহরিদাস ঠাকুরের প্রেমচেষ্টার অনুকরণ করিতে গিয়া ইনি সর্পক্ষত ডঙ্ক কর্তৃক তীব্র প্রহার প্রাপ্ত হইয়া পলায়ন করিয়াছেন। [চৈঃ ভাঃ আদি ১৬।২১৩-২৯]

[ত]

তপন মিশ্র—শ্রীচৈতন্য-শাখা।

বারাণসী মধ্যে প্রভুর ভক্ত তিনজন ॥
চন্দ্রশেখর বৈদ্য আর মিশ্র তপন ॥
রঘুনাথ ভট্টাচার্য্য মিশ্রের নন্দন।

[চৈঃ চঃ আদি ১০।১৫২-৩]

সেই গ্রামে বিপ্র, নাম মিশ্র তপন।
নিশ্চয় করিতে নারে সাধ্য সাধন ॥
বহু শাস্ত্রে বহু বাক্যে চিত্তে ভ্রম হয়।
সাধ্য সাধন শ্রেষ্ঠ না হয় নিশ্চয় ॥

[চৈঃ চঃ আদি ১৬।১০-১১]

তপন মিশ্র স্বপ্নে দেখিতে পান মন্ মহাপ্রভু তাঁহাকে তাঁহার নিকট আসিবার জন্য আজ্ঞা করিতেছেন। পরে তিনি প্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করিলে মহাপ্রভু শ্রীহরিনাম বিষয়ে নানাবিধ উপদেশ-দানে তাঁহাকে বারাণসী ধামে বাস করিবার জন্য আজ্ঞা প্রদান করেন। [চঃ ভা. আদি ১৪।১১৬—৫৫]

যখন বারাণসী ধামে মহাপ্রভু শ্রীল প্রকাশানন্দ সরস্বতীকে উদ্ধার করেন, তখন এই তপন মিশ্রই সেই লীলার অনেক পুষ্টি করিয়াছিলেন। সন্ন্যাস-পরে মহাপ্রভু বারাণসীতে আসিয়া মণিকর্ণিকায় স্নান করিতে করিতে তপন মিশ্রকে দেখিতে পাইলেন, তপন মিশ্রও প্রভুকে দেখিয়া প্রথম আশ্চর্য্য হইলেন, কারণ তিনি মহাপ্রভুকে নদীয়ায় নটেন্দ্র বেশে দেখিয়াছিলেন, আজ সন্ন্যাসী-বেশ। মিশ্র সাগ্রহে প্রভুর চরণ ধারণ করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। প্রভু তপন মিশ্রকে কৃপালিঙ্গন করিলেন।

[চৈঃ চঃ মধ্য ১৭।৮৩—১০০]

এই তপন মিশ্রের পুত্রেরই নাম শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট। ইনি ষড়্‌গোস্বামীর মধ্যে একজন। [রঘুনাথ ভট্ট দেখ]

তিলকরাম দাস—শ্রীঅভিরাম গোস্বামীর শিষ্য, তাঁহারই কৃপাদেশে ইনি 'শ্রীঅভিরামলীলামৃত' নামে বিংশতি-পরিচ্ছেদাত্মক গ্রন্থ রচনা করেন। ইহাতে শ্রীঅভিরামের লীলামালাই গুম্ফিত হইয়াছে।

তুলসী দাস—শ্রীরসিকমঙ্গল প্রণেতা শ্রীগোপীজনবল্লভ দাসের সঙ্কীর্ত্তন-গুরু। রসময়ের পুত্র [রঃ মঃ দক্ষিণ ৪।৫৩ ৫৪]

বন্দো শ্রীসঙ্কীর্ত্তন-গুরু শ্রীতুলসীদাস।
আজন্ম রসিক-সঙ্গে করিল নিবাস ॥
সঙ্কীর্ত্তন-মহোৎসবে প্রথম বন্দন।
বস্ত্র আভরণ দিয়া রসিক পূজেন ॥
তুলসীতে জল দিতে না পেয়ে রসিকে।
তুলসী-চরণে দিয়া খায় মনসুখে ॥

[রঃ মঃ পূর্ব ১।৬৩—৬৬]

তুলসী দাসী—শ্রীরসিকানন্দ প্রভুর শিষ্য। [রঃ মঃ পশ্চিম ১৪।১১১]

তুলসী পড়িছা— ওড্র দেশীয় গৌর-পার্ষদ।

তুলসী পড়িছা! মগ্ন কর' সে লীলায়।
ব্রহ্মা শিব শেষ যার অন্ত নাহি পায় ॥

[নামা ১৬৭]

তুলসী মিশ্র ওড্র দেশীয়, গৌরভক্ত (বৈষ্ণব-বন্দনা, নামা ৫০)

তুলসীরাম দাস—শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্য।

তন্তুবায়-কুলোদ্ভব তুলসীরাম দাসে।
সদা প্রভুপদ চিন্তে পরম লালসে ॥ (কর্ণা ১)

তেলাই (?)—শ্রীরসিকানন্দপ্রভুর শিষ্য [রঃ মঃ পশ্চিম ১৪।১৬০]

তৈর্থিক ব্রাহ্মণ সত্যভানু উপাধ্যায়' দেখ।

এই কর গৌরপ্রিয় তৈর্থিক ব্রাহ্মণ।
নবদ্বীপে গণসহ দেখি বৃন্দাবন ॥ [নামা ২১৪]

ত্রিমল্লভট্ট—শ্রীরঙ্গক্ষেত্রবাসী, মহাপ্রভু দাক্ষিণাত্যে ভ্রমণকালে ইঁহাকে কৃপা করিয়া ভট্টদের গৃহে চাতুর্মাস্য কালযাপন করিলেন। ইঁহারই ভ্রাতা - প্রসিদ্ধ প্রবোধানন্দ সরস্বতী ও ভ্রাতুষ্পুত্র গোপাল ভট্ট।

[দ]

দনুজমর্দন - গৌড়দেশের রাজা। ইনি শ্রীরূপসনাতন প্রভুর পূর্বপুরুষ শ্রীপদ্মনাভকে শিখরদেশ হইতে আনাইয়া সৎকারপূর্বক নৈহাটিতে স্থাপন করিয়াছিলেন (ভক্তি ১।৫৭৫)।

দনুজারি ঘোষ– উত্তররাঢ়ী কায়স্থ। প্রসিদ্ধ বাসুদেব ঘোষের সপ্তম ভ্রাতা। বর্ত্তমানে ইঁহার বংশ লুপ্ত হইয়াছে। (বাসুদেব ঘোষ দেখ)।

দবিরখাস – শ্রীরূপগোস্বামিপাদের বাদশাহ-প্রদত্ত নাম। [চৈঃ ভাঃ আদি ১।১৭১]

দময়ন্তী দেবী—শ্রীচৈতন্য-শাখা। প্রসিদ্ধ রাঘব পণ্ডিতের ভগ্নী। পূর্বলীলার গুণমালা (গৌ গঃ ১৬৭)।

রাঘব পণ্ডিত প্রভুর আদ্য অনুচর।
তাঁর শাখা মুখ্য এক মকরধ্বজ কর॥
তাঁহার ভগ্নী দময়ন্তী প্রভুর প্রিয় দাসী।
প্রভুর ভোগ সামগ্রী যে করে বারমাসী॥
[চৈঃ চঃ আদি ১০।২৪—২৫]

ইঁহার শ্রীপাট পাণিহাটীতে নিবাস। ইঁহারা ভ্রাতা ভগ্নী সারা বৎসর ধরিয়া প্রভুর ভোগের জন্য নানাবিধ খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত করিয়া পুরীধামে পাঠাইয়া দিতেন।

দয়াময় চৌধুরী—ব্রাহ্মণ। শ্রীনিবাস প্রভুর শিষ্য, দয়ারাম চৌধুরী এবং উড়িয়া বিপ্র বলরাম উভয়ে এক গ্রামবাসী ছিলেন।

তবে প্রভু কৃপা কৈল দয়ারামে।
ব্রাহ্মণকুলে জন্ম দুঁহে রহে এক গ্রামে॥
দুইজনে মহাপ্রীত কহনে না যায়।
সর্ব্বস্ব সঁপিলা যিঁহো প্রভুর পায়॥ (কর্ণা ১)

দয়ারাম দাস ঠাকুর—ব্রাহ্মণ। শ্রীলনরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য।

দয়ারাম দাস ঠাকুর উদার চরিত।
ঠাকুরমহাশয়-গুণে সর্ব্বদা মোহিত॥ (প্রেম ২০)
জয় জয় ঠাকুর শ্রীদয়ারাম দাস।
তুলসী-সেবায় যার পরম উল্লাস॥ (নরো ১২)

দয়াল—শ্রীরসিকানন্দ-শিষ্য [রঃ মঃ পশ্চিম ১৪।১৫৫]

দরিয়া দামোদর—শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর শিষ্য—ধারেন্দাবাসী।

দর্জ্জি—মুসলমান। শ্রীবাস অঙ্গনে মহাপ্রভুর ঐশ্বর্য্য দেখিয়া প্রেমোন্মত্ত হইয়া যান।

শ্রীবাসের বস্ত্র সীয়ে দরজী একজন।
প্রভু তারে করাইল নিজরূপ দর্শন॥
"দেখিনু দেখিনু" করি হইল পাগল।
প্রেমে নৃত্য করে, হইল বৈষ্ণব-আগল॥
[চৈঃ চঃ আদি ১৭।২৩১—৩২)

শ্রীবাস-অঙ্গন-পাশে দর্জ্জি একজন।
শ্রীবাসের বস্ত্র সীয়ে জাতি সে যবন॥
এথা চতুর্ভুজ প্রভু দেখাইলা তারে।
"দেখিনু দেখিনু" বলিয়া সে নৃত্য করে॥
প্রেমাবেশে উন্মত্ত হইলা সে যবন।
ঐছে লীলা প্রকাশয়ে শচীর নন্দন॥
(ভক্তি ১২.৩৪৬৪—৬৬)

দর্পনারায়ণ শ্রীনিবাস আচার্য্যের কন্যা শ্রীমতী হেমলতা দেবীর শিষ্য।

দর্পনারায়ণ, চণ্ডীসিংহ, দুই ভৃত্য তাঁর॥ (কর্ণা ২)

দামোদর—শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর শিষ্য—মেদিনীপুর জিলায় কাশিয়াড়ীতে বাস।

দামোদর গোস্বামী—চাকুলিয়া-গ্রামবাসী, শ্রীশ্যামানন্দ-শিষ্য (রঃ মঃ দক্ষিণ ১।৫০)।

দামোদর ঘোষ—উত্তররাঢ়ী কায়স্থ। বাসুদেব ঘোষের চতুর্থ ভ্রাতা, ইঁহার বংশ নাই। (বাসুদেব ঘোষ দেখ)।

দামোদর চৌবে বৃন্দাবনবাসী ব্রাহ্মণ। পত্নীর নাম—শ্রীমতী বল্লভাদেবী। পুত্রের নাম মদনমোহন চৌবে। শ্রীল সনাতন গোস্বামী এই ভক্ত-দম্পতির গৃহ হইতেই শ্রীশ্রীমদনমোহন বিগ্রহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। দামোদর চৌবে বাৎসল্যভাবে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিতেন। ইঁহার পুত্রও এমত ভক্ত ছিলেন যে শ্রীকৃষ্ণ মদনমোহনের সহিত ক্রীড়া করিতেন।

দামোদর চৌবে, তাঁর পত্নী শ্রীবল্লভা।
ভক্তিভাবে করে মদনমোহনের সেবা॥
মদনগোপালে ডাকে মদনমোহন।
পুত্র-বাৎসল্যেতে করে লালন পালন॥
চৌবে-পুত্রসহ ঠাকুরের মহাসখ্য হয়।
কভু মারামারি করি' নালিশ করয়॥
একত্র খাওয়া দাওয়া একত্র শয়ন।
দুঁহে মিলি একত্রে করয়ে ভ্রমণ॥

রূপ সনাতন যবে বৃন্দাবনে গেলা।
মদনমোহন আসি স্বপনে কহিলা॥
ওহে সনাতন! চৌবের বাড়ী আছি আমি।
আমারে আনিয়া যত্নে সেবা কর তুমি॥

(প্রেম ২৩)

দামোদর দাস শ্রীনিত্যানন্দ-শাখা।

পীতাম্বর, মাধবাচার্য্য, দাস দামোদর।

[চৈঃ চঃ আদি ১১।৫২]

দামোদর দাস! সে চরণে রাখ মোরে।
যে বরাহ রূপে তত্ত্ব কহে মুরারিরে॥

[নামা ১৩৬]

দামোদর পণ্ডিত—মহাপ্রভুর পরম ভক্ত। পূর্ব-লীলার শৈব্যা সরস্বতী (গৌ গঃ ১৫৯)।

দামোদর পণ্ডিত শাখা প্রেমেতে প্রচণ্ড।
প্রভুর উপরে যেঁহো কৈল বাক্যদণ্ড॥

(চৈঃ চ. আদি ১০।৩১)

পুরীধামে মহাপ্রভুর নিকট একটী পরম সুন্দর শান্ত সুশিষ্ট উড়িয়া ব্রাহ্মণ বালক নিত্য আসিত, প্রভুও বালককে অতিশয় ভালবাসিতেন। বালক পিতৃহীন, গৃহে কেবল অল্পবয়স্কা বিধবা মাতা ছিলেন। দামোদর পণ্ডিত ঐ বালকের যাতায়াত ভাল মনে করিতেন না. এজন্য তাহাকে প্রভুর নিকট আসিতে নিষেধ করিতেন. কিন্তু বালক প্রভুকে না দেখিয়া থাকিতে পারিত না; এজন্য দামোদরের নিষেধবাক্য না শুনিয়া নিত্য আসা যাওয়া করিত।

দামোদর বারবার নিষেধ করে ব্রাহ্মণ-কুমারে।
প্রভু না দেখিলে সেই রহিতে না পারে॥

(চৈঃ চঃ অন্ত্য ৩।৫)

কারণ. বালক প্রভুর ভালবাসা পাইয়া ছাড়িতে পারে না। একদিন বালক আসিয়াছে এবং প্রভুও তাহাকে স্নেহ করিতেছেন, এদিনে দামোদরের আর সহ্য হইল না। তিনি একেবারে মুখর হইয়া বলিয়া উঠিলেন—

অন্যোপদেশে পণ্ডিত কহে গোঁসাঞির ঠাঁঞি।
গোঁসাঞি গোঁসাঞি এবে জানিব গোঁসাঞি॥
এবে গোঁসাঞির যশ সব লোকে গাবে।
এবে গোঁসাঞির খ্যাতি পুরুষোত্তমে হবে॥

প্রভু বলিলেন,—ব্যাপার কি দামোদর? তখন নিরপেক্ষ দামোদর পণ্ডিত বলিতেছেন—

"পণ্ডিত হঞা মনে কেনে বিচার না কর।
রাণ্ডী ব্রাহ্মণীর বালকে প্রীতি কেনে কর?
যদ্যপি ব্রাহ্মণী সেই তপস্বিনী সতী।
তথাপি তাহার দোষ—সুন্দরী যুবতী॥
তুমিও পরম যুবা পরম সুন্দর।
লোক-কাণাকাণি বাতে দেহ অবসর॥"
এত বলি দামোদর মৌন হইলা।
অন্তরে সন্তোষ প্রভু হাসি বিচরিলা॥

দামোদরের বাক্যে মহাপ্রভু পরম আনন্দিত হইয়া বলিলেন—

দামোদর সম মোর নাহি অন্তরঙ্গ।

(চরিতামৃত অন্ত্য ৩।১৯)

পরে মহাপ্রভু উপযুক্ত বুঝিয়া শচী মাতা ও শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দামোদরকে শ্রীনবদ্বীপধামে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।

মাতার সমীপে তুমি রহ তাহা যাঞা।
তোমার তাঁহার রক্ষক নাহি আন॥
আমাকেই যাতে তুমি কৈলে সাবধান।
তোমা সম নিরপেক্ষ নাহি মোর গণে॥
নিরপেক্ষ না হৈলে ধর্ম্ম না যায় রক্ষণে॥
মাতার গৃহে রহ যাই মাতার চরণে।
তোমার আগে নাহি কারও স্বচ্ছন্দাচরণে॥

দামোদর প্রভুর আজ্ঞায় সেই হইতে নবদ্বীপে শচীমাতার নিকট রহিলেন।

দামোদর পুরী—শ্রীগৌর পার্ষদ সন্ন্যাসী, বশিত্ব সিদ্ধি

(গৌঃ গঃ ৯৬-৯৭)

দামোদর পুরী কৃপা করহ বিদিত।
প্রভু সম প্রভুর শ্রীধামে হৌক প্রীত॥

[নামা ২১১]

দামোদর যোগী ব্রাহ্মণ। শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর শিষ্য। মেদিনীপুর জেলায় কেশিয়াড়ীতে জন্ম। ইহার শিষ্য শ্রীগোবর্দ্ধন দাস। ইনি প্রথমে বৈদান্তিক ছিলেন। শুষ্ক তর্ক করিয়া সদর্পে পরিভ্রমণ করিতেন। দৈবযোগে

শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর সহিত সাক্ষাৎ হইলে বহু বাদবিতর্ক হয় এবং পরিশেষে দামোদর পরাজিত হইয়া শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ইনি শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর জ্যোতির্ম্ময় অঙ্গে উপবীত দর্শন করিয়াছিলেন।

আর শাখা দামোদর যোগী মহাজ্ঞানী।
শ্যামানন্দ সহ বিচার করিলেন তিনি ॥
হৃদয় চিরিয়া শ্যামানন্দ পৈতা দেখাইলা।
দেখি যোগিবর তবে দীক্ষা মন্ত্র নিলা ॥

(প্রেম ২০)

দামোদর সরখেল—ব্রাহ্মণ। শ্রীকাংসারী মিশ্রের মধ্যম পুত্র। শ্রীমতী জাহ্নবা ও বসুধা মাতার খুল্লতাত।

(সূর্য্যদাস পণ্ডিত দেখ)

দামোদর সেন—বৈদ্য। শ্রীপাট—শ্রীখণ্ড গ্রামে।

দামোদর সেনের নিবাস শ্রীখণ্ডেতে।
যিঁহো মহাকবি নাম বিদিত জগতে ॥

(ভক্তি ১।২৩৯)

ইঁহার কবিত্ব-বিষয় "সঙ্গীতমাধব" নাটকে লিখিত আছে।

পাতালে বাসুকী বক্তা স্বর্গে বক্তা বৃহস্পতিঃ।
গৌড়ে গোবর্দ্ধনো দাতা খণ্ডে দামোদরঃ কবিঃ ॥

ইঁহারই কন্যা শ্রীমতী সুনন্দার সহিত চিরঞ্জীব সেনের বিবাহ হইয়াছিল। এই চিরঞ্জীবেরই পুত্র-শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ ও শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ।

দামোদর কবিরাজ সর্ব্বত্র প্রচার।
তাঁর কন্যা সুনন্দা, গোবিন্দ পুত্র যাঁর ॥

(ভক্তি ৯।১৪৪)

দামোদর একজন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতকে পরাজিত করিলে তিনি ক্রোধে "অপুত্রক হও" বলিয়া অভিশাপ দিয়াছিলেন। পরে দামোদর তাঁহার ক্রোধের শান্তি করিলে পণ্ডিত বলেন—তোমার একটি কন্যা হইবে এবং ঐ কন্যার গর্ভে কীর্ত্তিমান্ দুই পুত্র জন্মিবে। [ভক্তি ১।২৪২-৪৪]

দাস—ওড়িয়াবাসী মহাপ্রভুর ভক্ত। শ্রীজগন্নাথ দেবের 'মহাশোয়ার' বা পাচক ছিলেন। মহাপ্রভু দক্ষিণ দেশ হইতে নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে সার্বভৌম ভট্টাচার্য ইঁহাকে প্রভুর নিকট পরিচিত করিয়া দিয়াছিলেন।

জগন্নাথের মহাশোয়ার 'দাস'-নাম।

(চৈঃ চঃ মধ্য ১০।৪৩)

দাস ব্রজবাসী—শ্রীবৃন্দাবনবাসী ব্রাহ্মণ, শ্রীলরঘুনাথ গোস্বামীর যে স্থানে ভজন-কুটীর ছিল তাঁহার নিকটেই ইঁহার বাস ছিল। ইনি শ্রীদাস গোস্বামীকে বড়ই ভাল বাসিতেন।

দাস নামে এক ব্রজবাসী তথা রয়।
দাস গোস্বামীর তাঁরে অতি স্নেহ হয় ॥

(ভক্তি ৫।৫৫৪)

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী শেষ জীবনে অন্নাদি ত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র এক দোনা তক্র পান করিয়া জীবন ধারণ করিতেন। এক দিবস দাস ব্রজবাসী বৃন্দাবনের মধ্যে 'সখীস্থলী' নামক স্থানের একটি পলাশ বৃক্ষের বৃহৎ পত্র লইয়া তন্মধ্যে তক্র রক্ষা করত দাস গোস্বামীকে উপহার দিতে গমন করিলেন।

অন্নাদিক ত্যাগ কৈলা দারুণ বিরহে ॥
একদোনা তক্র পিয়ে নিয়ম তাঁহার।
ইথে কিছু অতিরিক্ত হইবে আহার ॥
ঐছে মনে করি' ঘরে আসি দোনা কৈলা।
তাহে তক্র রাখি রঘুনাথ আগে আইলা ॥

(ভক্তি ৫।৫৬৭-৬৮)

শ্রীদাস গোস্বামীর দিবারাত্রমধ্যে শ্রীলীলা-চিন্তায় বিরাম নাই। তিনি সম্মুখে দাস ব্রজবাসীকে দেখিয়া কহিলেন—"এরূপ বৃহৎ পলাশপত্র কোথায় পাইলে।" তিনি কহিলেন,—"সখীস্থলীতে।" সখীস্থলী চন্দ্রাবলী দেবীর অধিকৃত। শ্রীরঘুনাথ দাসব্রজবাসীর বাক্য শুনিয়া বলিলেন "চন্দ্রাবলীর গ্রামের বৃক্ষের পত্রে তক্র আমি গ্রহণ করিবনা।" এই বলিয়া ক্রোধভরে তক্রসমেত পত্র-দোনা ফেলিয়া দিলেন এবং ব্রজবাসীকে বলিলেন—

সে চন্দ্রাবলীর গ্রাম—না যাইবে তথি ॥

(ভক্তি ৫।৫৭২)

শ্রীনিবাস আচার্য্য ও শ্রীরাঘব গোস্বামী যখন ব্রজধাম পরিক্রমণ করিতে আসেন, তখন শ্রীদাস গোস্বামীর আলয়ে তাঁহারা উপনীত হইলে এই ব্রজবাসী পরমাদরে তাঁহাদের সেবা করিয়াছিলেন।

দিগ্‌বিজয়ী—'কেশব কাশ্মীরী' দেখ।

দিব্যসিংহ— বৈদ্য। শ্রীআচার্য্য প্রভুর শিষ্য ও প্রসিদ্ধ কবি গোবিন্দ কবিরাজের পুত্র। মাতার নাম—মহামায়া দেবী। দিব্যসিংহ শ্রীখণ্ডের ঠাকুর-বংশে বিবাহ করিয়াছিলেন। ইঁহার পুত্রের নাম—ঘনশ্যাম। পদাবলী-সাহিত্যে ইঁহার দান আছে।

(শ্রীনিবাস আচার্য ও ঘনশ্যাম দেখ)

দিব্যসিংহ রাজা— বৈষ্ণব নাম—শ্রীকৃষ্ণদাস শ্রীল অদ্বৈত প্রভুর শিষ্য। শ্রীহট্ট জেলার লাউড় গ্রাম বা নবগ্রামে ইহার রাজধানী ছিল। শেষ জীবনে ইনি বৈরাগ্য ধর্ম্ম গ্রহণ করত শ্রীবৃন্দাবনে বাস করিয়াছিলেন। শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর পিতাঠাকুর রাজা দিব্যসিংহের রাজসভায় থাকিতেন।

রাজা দিব্যসিংহের এক পুত্রকে বাল্যকালে শ্রীঅদ্বৈত প্রভু প্রাণদান করেন। দিব্যসিংহ মহাশাক্ত ছিলেন। শ্রীঅদ্বৈত প্রভু দেবীমূর্ত্তিকে দণ্ডবৎ করিলে বিগ্রহ চূর্ণ হইয়া যাইত। এই সব কারণে দিব্যসিংহের মন শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর উপর ক্রমে ক্রমে আকৃষ্ট হইতে থাকে ও শেষে তিনি শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর নিকট দীক্ষা লইয়া পরম বৈষ্ণব হন। ইনি শ্রীবৃন্দাবনে 'লাউড়িয়া কৃষ্ণদাস' ও 'কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী' নামে বিখ্যাত ছিলেন। ইঁহার সহিত শ্রীল শ্রীস্বরূপ গোস্বামী ও শ্রীল কাশীশ্বর গোস্বামীর বড়ই সৌহার্দ্দ ছিল।

ইনি শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর জীবনচরিত 'বাল্যলীলাসূত্র' নাম দিয়া রচনা করিয়াছিলেন।

অদ্বৈত আদেশে সেই দিব্যসিংহ রাজা।

* * * *

শান্তিপুরে রাজা যাই উপস্থিত হয়॥
শক্তিমন্ত্র ছাড়ে. গোপাল-মন্ত্রে দীক্ষা নিল।
কৃষ্ণদাস নাম তার অদ্বৈত রাখিল॥
অদ্বৈত-চরিত কিছু তিঁহো প্রকাশিল।
অদ্বৈতের স্থানে ভাগবত পড়িল॥
বৃন্দাবনে চলিলেন হইয়া ভিখারী॥
কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী বৃন্দাবনে খ্যাতি।
রূপ সনাতন সহ যাঁহার পিরীতি॥

(প্রেম ২৪)

দীন কৃষ্ণদাস— ব্রাহ্মণ। শালিগ্রামবাসী কংসারি মিশ্রের পঞ্চম পুত্র শ্রীগৌরদাস পণ্ডিতের ও শ্রীসূর্য্যদাস পণ্ডিতের ভ্রাতা। ইনি দীন কৃষ্ণদাস ভণিতা দিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গৌরীদাস পণ্ডিতের মহিমাসূচক অনেক পদ রচনা করিয়াছিলেন।

গৌরীদাস পণ্ডিতের অনুজ কৃষ্ণদাস॥

(বৈষ্ণব-বন্দনা)

দীন চৈতন্য (দ্বিজ চৈতন্য)—ওড়্র দেশীয় কবি, ইনি ৪৩টি অধ্যায়ে উৎকলীয় ভাষায় **'সাক্ষীগোপালমাহাত্ম্য'** বর্ণনা করিয়াছেন। ইহাতে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু-বর্ণিত ঘটনাই বিবৃত হইলেও নূতনত্ব আছে। রচনাটি প্রাঞ্জল, নবাক্ষরে গ্রথিত।

দীনবন্ধু—শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর শিষ্য। শ্রীপাট ধারেন্দা।

আর শাখা নাম দীনবন্ধু মহামতি।
ধারেন্দা গ্রামেতে তাঁর হয় অবস্থিতি॥

(প্রেম ২০)

দীনবন্ধু দাস—পদ-সঙ্কলয়িতা। ইনি **'সঙ্কীর্ত্তনামৃত'** নামে এক গ্রন্থ প্রচার করেন, তাহাতে ৪০ জন পদকর্ত্তার পদাবলির সহিত স্বকৃত ২০৭টি পদ আছে।

দীন শ্যামদাস—শ্রীরসিকানন্দ প্রভুর শিষ্য, রামদাসের পুত্র ও ইঁহার মাতা দ্রৌপদী। শ্রীজংহ-গ্রামে নিবাস।

রামদাস বলিয়া আছিলা ভাগ্যবান্।
দ্রৌপদী বলিয়া তার পত্নী পতিব্রতা।
শিষ্ট করণকুলে যার জন্ম বিখ্যাতা॥
তাহার উদরে জাত দীনশ্যাম দাস।
বাল্য হইতে তাহার হৃদে রসিক-প্রকাশ॥
অতিপ্রেমময় মূর্ত্তি, রসিকের শিষ্য।
রসিক যে আজ্ঞা করে, করেন অবশ্য॥
নিশিদিশি সদা তার রসিকেন্দ্র ধ্যান।
রসিক-চরণে সমর্পিলা জাতি প্রাণ॥
বৈষ্ণবের অতিপ্রিয় দীন শ্যামদাস।
সদাই করেন কৃষ্ণপ্রেমের বিলাস॥

ইত্যাদি [রঃ মঃ পশ্চিম ১৪।৭০-৭৮]

দুখিনী কৃষ্ণদাস—শ্রীশ্যামানন্দপ্রভুর অপর নাম। (শ্যামানন্দ দেখ)।

দুবে—শ্রীরসিকানন্দ প্রভুর শিষ্য, ব্রাহ্মণ।

রসিকের শিষ্য দুবে দ্বিজ ভাগ্যবান্।
রসিকেন্দ্র-চন্দ্র বিনা না জানয়ে আন্ ॥

[রঃ মঃ পশ্চিম ১৪।১০১]

দুরিকা দাসী—শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভুর মাতাঠাকুরাণী। (শ্যামানন্দ দেখ)

দুর্গাদাস—শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর শিষ্য।

শ্রীদুর্গাদাস নাম প্রভুর নিজ দাস।
সদা হরিনাম জপে অন্তরে উল্লাস॥ (কর্ণা ১)

দুর্গাদাস মিশ্র—শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর পিতামহ। পত্নী—বিজয়া। ইঁহার দুই পুত্র—শ্রীসনাতন মিশ্র ও শ্রীকালিদাস মিশ্র। শ্রীসনাতন মিশ্রের কন্যার নামই—শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী, শ্রীমহাপ্রভুর দ্বিতীয়া পত্নী। (বিষ্ণুপ্রিয়া দেখ)

দুর্গাদাস রায়—শ্রীনিবাস আচার্য্যের জন্মভূমি চাখুন্দি গ্রামের জমিদার। পূর্বে শাক্ত ছিলেন। শ্রীনিবাস আচার্য্যের পিতা শ্রীচৈতন্যদাস বা গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্যের কৃপায় শেষে পরম বৈষ্ণব হয়েন। শ্রীনিবাস যখন গর্ভে, তখন হইতেই চাখুন্দি গ্রামে হরিনামের স্রোত প্রবাহিত হইয়া থাকে। শাক্তধর্ম্মী কোন ব্রাহ্মণ ইহাতে বিশেষ ক্রোধান্বিত হইয়া জমিদার দুর্গাদাসকে তাহার প্রতিকারের জন্য নালিশ করিলে, দুর্গাদাস ঢেঁড়া দিয়া ঘোষণা করিয়া দিলেন—

শিব দুর্গা বিনা আর কেহ যদি বলে।
ঘর দ্বার লুটি নিব রাখে কোন বলে॥

(প্রেম ১)

ঘোষণা দিতে দিতে দুর্গাদাস রায় গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্যের গৃহে গমন করেন। গঙ্গাধর তাঁহাকে পরম যত্নে অবস্থানের জন্য বলিলে তিনি সে রাত্রি তথায় থাকেন, কিন্তু নিদ্রাকালে তাঁহার হৃদয়মধ্যে শ্রীগৌরনিতাই প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে প্রেম প্রদান করিলে তিনি আনন্দে নৃত্য করিতে থাকেন। তদবধি দুর্গাদাস শাক্তধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বৈষ্ণব হইয়া যান। শ্রীনিবাস প্রভুর জন্মদিনে ইনি বাদ্যভাণ্ড বাজাইয়া উৎসব করিয়াছিলেন। (প্রেম ১)

দুর্গাদাস বিদ্যারত্ন—শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য। শ্রীদুর্গাদাস প্রথমে শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের বড়ই নিন্দুক ছিলেন। যথায় তথায় 'ক্ষুদ্র নরোত্তম ধর্ম্ম-প্রচারক হইয়াছে' বলিয়া গালি দিয়া বেড়াইতেন। পরে প্রভুর কৃপায় তিনি শ্রীনরোত্তমের শিষ্য হইয়া পরম বৈষ্ণব হইলেন।

নিবারণ, দুর্গাদাস, এই দুইজন।
বিদ্যাবাগীশ, বিদ্যারত্ন উপাধি হন॥

(রূপনারায়ণ দেখ ; প্রেম ১৯)

দুর্গাদাস বিদ্যাবাগীশ—প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক, মহাপ্রভুর ভক্ত এবং শ্রীল সার্ব্বভৌমের পুত্র। ইনি 'মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের' ও কবিকল্পদ্রুমের টীকা করিয়াছিলেন। (বাসুদেব সার্ব্বভৌম দেখ)

দুর্গাদাস বিপ্র—ব্রাহ্মণ। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য। ইঁহার নিবাস খেতুরিতে ছিল।

বিপ্র কহে—খেতুরি গ্রামেতে মোর বাস।
মুঞি বিপ্রাধম, মোর নাম—দুর্গাদাস॥
শ্রীঠাকুর নরোত্তম দেখি এ পতিতে।
তুলিলেন বিষয়-বিষ্ঠার গর্ত্ত হইতে॥

(ভক্তি ১০।১৮৪-৮৫)

শ্রীনিবাস আচার্য্য যখন তেলিয়াবুধুরী গ্রামে শ্রীগোবিন্দ কবিরাজের গৃহে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন ইনি শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের ৺পুরীধাম হইতে প্রত্যাবর্ত্তন-সংবাদ দিবার জন্য ঐস্থানে গমন করিয়াছিলেন। অধিকন্তু শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয় বিপ্রদাস-নামক জনৈক ভক্তের ধান্যের গোলা হইতে শ্রীগৌরাঙ্গ-বিগ্রহ প্রাপ্ত হইয়াছেন, এ সংবাদ প্রদান করিলে সকলে আনন্দিত হইয়াছিলেন।

দুর্লভ বিশ্বাস—শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর শাখা।

দুর্ল্লভ বিশ্বাস আর বনমালী দাস।

[চৈঃ চঃ আদি ১২।৫৯]

দেবকী—শ্রীরসিকানন্দের কন্যা ও শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর শিষ্যা। [রঃ মঃ দক্ষিণ ১।৭]

দেবদাসী—ইঁহারা দেব মন্দিরে নৃত্যবাদ্যসহ সুমধুর সঙ্গীত করিয়া থাকেন।

একদিন প্রভু যমেশ্বর টোটায় যাইতে।
সেইকালে দেবদাসী লাগিলা গাইতে॥
গুর্জ্জরীরাগিণী লঞা সুমধুর স্বরে।
'গীতগোবিন্দ'-পদ গায় জগ-মন হরে॥

[চৈঃ চঃ অন্ত্য ১৩।৭৮-৭৯]

দূর হইতে মহাপ্রভু গীতগোবিন্দের মধুর সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া ভাবাবিষ্ট হইয়া সঙ্গীত লক্ষ্য করিয়া ছুটিলেন।

পথেতে 'সিজের বাড়ী' ফুটিয়া চলিলা।
অঙ্গে কাঁটা লাগিলা কিছুই না জানিলা॥
[ঐ ৮১—৮২]

ভৃত্য শ্রীগোবিন্দ প্রভুর অবস্থা দেখিয়া দ্রুতগতি গিয়া তাঁহাকে ধরিয়া বলিলেন—'প্রভু! কোথায় যাইতেছেন? ও যে স্ত্রীলোক গান করিতেছে!' তখন প্রভু বলিলেন—

প্রভু কহে গোবিন্দ আজি রাখিলে জীবন।
স্ত্রী-পরশ হইলে আমার হইত মরণ॥
এ ঋণ শোধিতে আমি নারিমু তোমার॥

দেবানন্দ গুপ্ত—বৈদ্য। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর শাখা। পিতার নাম—পরমানন্দ গুপ্ত।

নারায়ণ, কৃষ্ণদাস আর মনোহর।
দেবানন্দ চারি ভাই নিতাই-কিঙ্কর॥

দেবানন্দ পণ্ডিত—কুলিয়া-গ্রামবাসী শ্রীমদ্ভাগবতের অধ্যাপক। একদিন ইঁহার অধ্যাপনাকালে শ্রীবাস পণ্ডিত ক্রন্দন করিতে থাকিলে ইহার ছাত্রগণ তাঁহাকে তাড়াইয়া দেন [চৈঃ ভাঃ মধ্য ৯ ও ২১]। বহুদিন পরে মহাপ্রভু ঐ পথে আসিতে উহার প্রতি তীব্র ক্রোধ ও ভৎর্সনা করেন। শ্রীবক্রেশ্বর-কৃপাতে ইঁহার কুবুদ্ধি বিনষ্ট হইয়া মহাপ্রভুতে বিশ্বাস হইয়াছিল এবং প্রভু তাঁহাকে ভাগবতের প্রকৃত তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়া শুনাইলেন।

ভাগবতী দেবানন্দ বক্রেশ্বর-কৃপাতে।
ভাগবতের ভক্তি অর্থ পাইল প্রভু হইতে॥
[চৈঃ চঃ আদি ১০।৭৭]

দেবীদাস—শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য। প্রসিদ্ধ কীর্ত্তনীয়া ও মৃদঙ্গ-বাদক।

কীর্ত্তনীয়া দেবীদাস নানা শাস্ত্র জানে।
মহাশয় দীক্ষামন্ত্র দিলা তার কাণে॥ (প্রেম ২০)
জয় শ্রীঠাকুর দেবীদাস কীর্ত্তনীয়া।
বৈষ্ণব উন্মত্ত যাঁর কীর্ত্তন শুনিয়া॥ (নরো ১২)

খেতুরির বিখ্যাত উৎসবে—

প্রথমেই দেবীদাস মর্দ্দল বামেতে।
করে হস্তাঘাত, প্রেমময় শব্দ তাতে॥
অমৃত অক্ষরপ্রায় বাদ্য সঞ্চারয়ে।
শ্রীবল্লব দাসাদি সহিত বিস্তারয়ে॥
(ভক্তি ১০।৫২৮-২৯)

দৈত্যারি—রসিকানন্দ প্রভুর শিষ্য ও ভ্রাতুষ্পুত্র।
(রঃ মঃ পশ্চিম ১৪।১১১)

দৈত্যারি ঘোষ—কুলাইগ্রামবাসী শ্রীসরকার ঠাকুরের শিষ্য। (কংসারি দেখ)।

দৈবকী দাস—শ্রীশ্যামানন্দ-পরিবার। গোপীবল্লভপুরে রাসোৎসবে গোপীবেশে সজ্জিত অষ্ট শিশুর অন্যতম।
(রঃ মঃ পশ্চিম ২।৪৫)

দৈবকীনন্দন দাস—ব্রাহ্মণ। গুরুর নাম—শ্রীপুরুষোত্তম দাস। দৈবকীনন্দনের নিবাস—কুমারহট্ট বা হালিসহরে ছিল। ইঁহার কৃত **"বৈষ্ণব-বন্দনা"** ও সংস্কৃত **'বৈষ্ণবাভিধান'** ভক্তগণের নিকট প্রসিদ্ধ।

শ্রীনিত্যানন্দের প্রিয় পুরুষোত্তম মহাশয়।
দৈবকীনন্দন ঠাকুর তাঁর শিষ্য হয়॥
তেঁহো যে করিলা বড় বৈষ্ণব-বন্দনা॥ (অনু)

শ্রীবাস পণ্ডিতের নিকট ইনি কোন সময়ে অপরাধী হইয়া কঠিন ব্যাধিগ্রস্ত হন। পরে মহাপ্রভুর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিলে প্রভু শ্রীবাসের শরণাপন্ন হইতে আজ্ঞা করেন। শ্রীবাস পণ্ডিত দৈবকীনন্দনের দৈন্য দেখিয়া বলেন 'বৈষ্ণবগণের তুমি বন্দনা কর, তাহা হইলে তোমার অপরাধের শান্তি হইবে ও ব্যাধিমুক্ত হইবে।' আজ্ঞা পাইয়া দৈবকীনন্দন দেশে দেশে ভ্রমণপূর্ব্বক বৈষ্ণবগণের পরিচয় সংগ্রহ করিয়া "বৈষ্ণব-বন্দনা" রচনা করেন। ভক্তগণ ইহার রচিত বন্দনা নিত্য পাঠ করিয়া থাকেন। কেহ কেহ বলেন—চাপাল গোপাল বা গোপাল ঠাকুরের (যিনি শ্রীবাসের গৃহে তান্ত্রিকপূজার দ্রব্য মদ্যাদি নিক্ষেপ করিয়াছিলেন) কুষ্ঠব্যাধি হয়। পরে শ্রীবাসের কৃপায় আরোগ্য লাভ করেন। এই মতে ঐ ব্যক্তিই দৈবকীনন্দন।

২ 'ভাইয়া দৈবকীনন্দন' দ্রষ্টব্য।

দ্রোপদী—শ্রীরসিকানন্দ প্রভুর শিষ্যা, রামদাসের বনিতা ও দীন শ্যামদাসের মাতা।

রামদাস বলিয়া আছিলা ভাগ্যবান্।
দ্রোপদী বলিয়া তার পত্নী পতিব্রতা।

শিষ্ট করণকুলে যার জন্ম বিখ্যাতা ॥
তাহার উদরে জাত দীন শ্যামদাস।
বাল্য হইতে তার হৃদে রসিক-প্রকাশ ॥
[রঃ মঃ পশ্চিম ১৪।৭০—৭২]

দ্রোপদী দেবী—শ্রীনিবাস আচার্য্যপ্রভুর প্রথমা পত্নী। শ্রীমতী ঈশ্বরীদেবীর পূর্ব্ব নাম। (ঈশ্বরীদেবী দেখ)।

দ্বাদশ উপগোপাল—বৈষ্ণবাচার দর্পণ-মতে (৩৩৪পৃঃ)

	পূর্বলীলায়	শ্রীগৌরলীলায়	শ্রীপাট
১।	সুবল সখা	হলায়ুধ ঠাকুর	রামচন্দ্রপুর (নবদ্বীপ)
২।	বরূথপ	রুদ্রপণ্ডিত	বল্লভপুর
৩।	গন্ধর্ব	মুকুন্দানন্দ	নবদ্বীপ
৪।	কিঙ্কিণি	কাশীশ্বর	বল্লভপুর
৫।	অংশুমান্	ওঝা বনমালী	কুল্যাপাড়া
৬।	ভদ্রসেন	শ্রীমন্ত ঠাকুর	রুকুণপুর
৭।	বসন্ত	মুরারি মাইতি	বংশীটোটা
৮।	উজ্জ্বল	গঙ্গাদাস	নৈহাটি
৯।	কোকিল	গোপাল ঠাকুর	গৌরাঙ্গপুর
১০।	বিলাসী	শিবাই	বেলুন
১১।	পুণ্ডরীক	নন্দাই	শালিগ্রাম
১২।	কলবিঙ্ক	বিষ্ণাই	ঝামটপুর।

দ্বাদশ গোপাল—*(গৌরগণোদ্দেশ-মতে পূর্বলীলায়)

১।	অভিরাম ঠাকুর (বা রামদাস অভিরাম)	…	শ্রীদাম
২।	উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর…	…	সুবাহু
৩।	কমলাকর পিপ্‌লাই…	…	মহাবল
৪।	কালাকৃষ্ণ দাস…	…	লবঙ্গ
৫।	গৌরীদাস পণ্ডিত…	…	সুবল
৬।	ধনঞ্জয় পণ্ডিত…	…	বসুদাম
৭।	পরমেশ্বরী দাস…	…	অর্জ্জুন
৮।	পুরুষোত্তম দাস, নাগর পুরুষোত্তম…		দাম
৯।	পুরুষোত্তম দাস…	…	স্তোতকৃষ্ণ
১০।	মহেশ পণ্ডিত…	…	মহাবাহু
১১।	শ্রীধর (খোলাবেচা)…	…	মধুমঙ্গল
১২।	সুন্দরানন্দ ঠাকুর…	…	সুদাম

[১২ ক। হলায়ুধ ঠাকুর… … … প্রবল পুরুষোত্তম নাগরের পরিবর্তে মতান্তরে হলায়ুধ]।

দ্বারকানন্দ—শ্রীরসিকানন্দ-প্রভুর শিষ্য [রঃ মঃ পশ্চিম ১৪।১৩৫]

দ্বারকানাথ ঠাকুর—মঙ্গলডিহি গ্রামে (বীরভূম জেলায়) পানুয়া গোপালের বংশের ষষ্ঠ অধস্তন। ইনি **'শ্রীগোবিন্দবল্লভনাটক'** (সংস্কৃত ভাষায়) রচনা করেন। ইঁহার পিতামহ জগদানন্দ **শ্রীশ্যামচন্দ্রোদয়** রচনা করিয়াছেন। খুল্লপিতামহ নয়নানন্দ ১৬৫২ শকে **শ্রীকৃষ্ণভক্তিরসকদম্ব** ও ১৬৫৩ শকে **প্রেমোভক্তি-রসার্ণব** রচনা করেন।

দ্বিজ কৃষ্ণদাস—শ্রীনিত্যানন্দ-শাখা। রাঢ়দেশবাসী।

রাঢ়ে যার জন্ম কৃষ্ণদাস দ্বিজবর।
শ্রীনিত্যানন্দের তিঁহো পরম কিঙ্কর॥
(চৈঃ চ: আদি ১৪।৪৬)

দ্বিজ গোপাল—শ্রীরসিক-শিষ্য (রঃ মঃ ১৪।১৫৫)

দ্বিজ গোপালদাস ঠাকুর—শ্রীখণ্ডবাসী, শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরে শিষ্য—পরে তকিপুরে গিয়াছিলেন।

দ্বিজ গোপীনাথ—শ্রীরসিকানন্দ প্রভুর শিষ্য।

দ্বিজ গোপীনাথ উদাসীন মহাশয়।
নিরবধি রসিকেন্দ্র যাঁহার হৃদয়॥
কৃষ্ণপ্রেমভক্তি বিনা নাহি জানে আর।
রসিকের সঙ্গে তাঁর গেল সর্ব্বকাল॥
কৃষ্ণের ভোজন ষড়্‌রস উপহার।
রন্ধন করেন গোপীনাথ সদাচার॥
[রঃ মঃ পশ্চিম ১৪।৮৬—৮৮]

দ্বিজ গোপীমোহন—শ্রীরসিকানন্দ-শিষ্যদ্বয় [রঃ মঃ পশ্চিম ১৪।১২৭, ১৫৬]

দ্বিজগোবিন্দ দাস—শ্রীরসিকানন্দ প্রভুর শিষ্য।

দ্বিজ সে গোবিন্দ দাস রসিক কিঙ্কর।
কৃষ্ণপ্রেমে নিশি দিশি অঙ্গ জরজর॥
[রঃ মঃ পশ্চিম ১৫।১০৯, ১১২]

* অনন্ত সংহিতা, গৌরগণোদ্দেশ, চৈতন্যসঙ্গীতা, পাটপর্য্যটন ও বৈষ্ণবচার-দর্পণাদি গ্রন্থে এ সম্বন্ধে মতানৈক্য আছে। কাহারও প্রয়োজন হইলে শ্রীঅমূল্যধন রায় ভট্ট-কৃত 'দ্বাদশগোপাল' (৬—১৩ পৃঃ) দেখুন।

দ্বিজগোবিন্দ ভট্টাচার্য্য—শ্রীরসিকানন্দ প্রভুর শিষ্য।

দ্বিজ গোবিন্দ ভট্টাচার্য্য মহাশয়।
সদা রসিকেন্দ্রচন্দ্র যাহার হৃদয়॥
বঙ্গেতে করিল হরিভক্তি-পরচার।
শত শত দ্বিজ শিষ্য হইল তাহার॥

[রঃ মঃ পশ্চিম ১৪।৯৯-১০০]

দ্বিজ জীবদাস শ্রীরসিকানন্দ-শিষ্য [রঃ মঃ পশ্চিম ১৪।১৩৩]

দ্বিজ দাস—ঐ [ঐ ১৪।১৫৫]

দ্বিজ বলরামদাস ঠাকুর—শ্রীনিত্যানন্দ-শাখা। শ্রীপাট—কৃষ্ণনগরের অন্তর্গত দোগাছিয়া গ্রামে। ইনি পূর্ব লীলায় সুমন্দিরা সখী ছিলেন। সঙ্গীতশাস্ত্রে তাঁহার বিশেষ পারদর্শিতা ছিল।

জয় প্রভু-প্রিয় শ্রীবলরাম দাস।
সঙ্গীতপ্রবীণ দোগাছিয়া যাঁর বাস॥
বলরামদাস কৃষ্ণপ্রেম-রসাস্বাদী।
নিত্যানন্দ-নামে হয় পরম উন্মাদী॥

(চৈঃ চঃ আদি ১১।৩৪)

শ্রীবলরাম ঠাকুর ভরদ্বাজ-গোত্রীয় পাশ্চাত্য বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ, ইঁহার পিতার নাম-সত্যভানু উপাধ্যায়। আদিনিবাস—শ্রীহট্টের পঞ্চখণ্ড গ্রামে। ইনি শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর নিকট দীক্ষা গ্রহণের পর দোগাছিয়াতে আসিয়া বাস করেন। একদা **শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু কীর্ত্তন** করিতে করিতে আগমন করিয়া বলরামের শ্রীশ্রীগোপাল **মূর্ত্তির** সেবা প্রভৃতি দর্শনে অতীব প্রীত হইয়া স্বীয় শিরোভূষণ (পাগড়ি) বলরামকে উপহার প্রদান করেন। উক্ত শিরোবস্ত্র এখনও শ্রীপাটে পরমযত্নে রক্ষিত আছে। বলরাম শ্রীগুরুর আজ্ঞায় দার পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। নবদ্বীপের প্রভুপাদ হরিদাস গোস্বামী তাঁহার বংশধর। অগ্রহায়ণ মাসে কৃষ্ণাচতুর্থীতে বলরামের তিরোভাব-উপলক্ষে দোগাছিয়ায় বৈষ্ণব-সমাগম হয়। তখনকার **মূলা-মহোৎসব'** অতি প্রসিদ্ধ।

দ্বিজ বাণীনাথ—শ্রীগৌরভক্ত।

ওহে দ্বিজ বাণীনাথ পূর' মোর আশ।
গাঙ শিশুরূপ বিশ্বম্ভরের প্রকাশ॥ [নামা ৯৮]

দ্বিজ মুরলীদাস—শ্রীরসিকানন্দ-প্রভুর শিষ্য [রঃ মঃ পশ্চিম ১৪।১৫৫]

দ্বিজ যদুনাথ—ঐ [ঐ ১৪।১৫৭]

দ্বিজ রঘুনাথ—শ্রীগৌরভক্ত [বৈষ্ণব বন্দনা]।

দ্বিজ রাধাবল্লভ—শ্রীরসিকানন্দ-শিষ্য ও পুরুষোত্তম-সুত। [রঃ মঃ পশ্চিম ১৪।১৩৯]

দ্বিজ রাধামোহন—ঐ [১৪।১৪২]

দ্বিজ রামকৃষ্ণ দাস—শ্রীরসিকানন্দ প্রভুর শিষ্য।

দ্বিজ রামকৃষ্ণ দাস অতিশুদ্ধমতি।
রসিকেন্দ্র বিনা যাঁর আন নাহি গতি॥
ব্যাঘ্র কুম্ভীরের স্কন্ধে বৈসে কুতুহলে।
রসিক-কৃপায় কারে ভয় নাহি করে॥
কুম্ভীর-উপর চড়ি নদী পার হয়।
পতিত-তারণ রামকৃষ্ণ মহাশয়॥

[রঃ মঃ পশ্চিম ১৪।৭৯ ৮২]

দ্বিজ শঙ্কর- কবি, পরিচয় অজ্ঞাত। ইনি আদি, মধ্য, সন্ন্যাস ও শেষ খণ্ডে ২৯ অধ্যায়ে **'শ্রীগৌরলীলামৃত'** নামক সংস্কৃত ভাষায় গ্রন্থ রচনা করেন। ইহার লিপি কাল ১৭১১ শকাব্দ, সুতরাং কবি তৎপূর্ব্ববর্ত্তী। ভাষা সরল, সাধারণতঃ অনুষ্টুপ ছন্দেই রচিত।

দ্বিজ শ্যামসুন্দর--শ্রীরসিকানন্দ শিষ্য, ব্রাহ্মণ।

দ্বিজ শ্যামসুন্দর বড়ই মহাজন।
রসিকের কৃষ্ণভোগ করেন রন্ধন॥

[রঃ মঃ পশ্চিম ১৪।১৪১]

দ্বিজ সুন্দর রায়—শ্রীরসিকানন্দ প্রভুর শিষ্য।

রসিকের শিষ্য দ্বিজ সুন্দর সে রায়।
কৃষ্ণ-প্রেমভক্তি মূর্ত্তিমন্ত মহাশয়॥

[রঃ মঃ পশ্চিম ১৪।১০৩]

[ধ]

ধনঞ্জয় পণ্ডিত—ব্রজের বসুদাম সখা (গৌঃ গঃ ১২৭) দ্বাদশ গোপালের অন্যতম। শ্রীপাট-শীতল গ্রাম (বর্দ্ধমানে)। প্রবেশপথের বামে তুলসী বেদীকেই 'ধনঞ্জয় পণ্ডিতের সমাধি' বলে। বিগ্রহ-শ্রীগৌরনিতাই,

শ্রীগোপীনাথ ও শ্রীদামোদর। ইঁহার পূর্বনিবাস ছিল চট্টগ্রামের জাড়গ্রামে। পিতার নাম—শ্রীপতি বন্দ্যোপাধ্যায় ও মাতা কালিন্দী দেবী। বাল্যকালে ইনি তুলসীকে ত্রিকালীন সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিতেন। অল্প বয়সে হরি প্রিয়ার পাণিগ্রহণ করিলেও তিনি অত্যল্প দিনেই সংসার ত্যাগ করত তীর্থপর্যটনচ্ছলে বাহির হন। ধনাঢ্য পিতা পাথেয় বাবৎ বহু অর্থ দিয়াছিলেন—ইনি শ্রীমহাপ্রভুর দর্শন পাইয়া সেই সমস্ত অর্থ প্রভুকে দিয়া ভাণ্ড হাতে লইলেন। [বৈষ্ণব-বন্দনায়—]

বিলাসী বৈরাগ্য বন্দো পণ্ডিত ধনঞ্জয়।
সর্বস্ব প্রভুরে দিয়া ভাণ্ড হাতে লয়॥

শীতল গ্রামের বহু পাষণ্ড ইঁহার কৃপায় ভক্ত হইয়া ছিলেন। নবদ্বীপে মহাপ্রভুর দর্শনান্তর পুনরায় ইনি শীতল গ্রামে গিয়া শ্রীবৃন্দাবন যাত্রা করেন। পথে সাঁচড়া পাঁচড়া গ্রামেও কয়েকদিন ছিলেন বলিয়া ঐ স্থানকেও 'ধনঞ্জয়ের পাট' বলা হয়। বৃন্দাবন হইতে ফিরিয়া জলন্দি গ্রামে সেবা প্রকাশ করত আবার শীতল গ্রামে আসিয়াছিলেন, এই গ্রামেই তাঁহার সমাধি আছে। ইঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা 'সঞ্জয়' পণ্ডিত জলন্দিতে বাস করেন; তাঁহার বংশধরগণ এখনও ঐস্থানে শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবা করেন।

ধনঞ্জয় বিদ্যানিধি—মতান্তরে 'বিদ্যানিবাস' ও 'বিদ্যা-বাচস্পতি'। ইনি শ্রীনিবাস আচার্য্যের বিদ্যাশিক্ষক। কাহারও মতে শ্রীনিবাসের বিদ্যাগুরুর নাম শ্রীরাম বাচস্পতি—

"এইকালে বিদ্যানিধি পণ্ডিত উপস্থিত"। [প্রেম ৩]
পাঠান্তরে—"শ্রীরাম বাচস্পতি উপস্থিত॥"
"ধনঞ্জয় বিদ্যানিবাস কহে অপরূপ॥" ঐ
ধনঞ্জয় বিদ্যাবাচস্পতি ভাগ্যবান্।
নিজসাধ্যমতে করিলেন বিদ্যাদান॥
[ভক্তি ২।১৮৬]

সম্ভবতঃ দুই জনেই তাঁহার শিক্ষক ছিলেন বা উভয় নাম একই ব্যক্তির।

ধরণী—পদকর্তা, পদকল্পতরুতে ৬৭৬, ৮৫৮, ২৩৮১ ও ২৪৫৪ সংখ্যক পদচতুষ্টয় ইঁহার রচনা। শ্রীআচার্য্য প্রভুর পরবর্ত্তী; ইনি বাংলা ও ব্রজবুলিতে পদ রচনা করিয়াছেন।

ধরু চৌধুরী—শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য।

ধরু চৌধুরী শাখা আর চণ্ডীদাস। [প্রেম ২০]
জয় ধরু চৌধুরী যে বিদিত ধরণী।
কান্দে পশুপাখীগণ যাঁর গুণ শুনি॥ [নরো ১২]

ধর্ম্মদাস চৌধুরী—শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য।

ধর্ম্মদাস চৌধুরী আর নিত্যানন্দ দাস।
ধরু-চৌধুরী শাখা আর চণ্ডীদাস॥
[প্রেম ২০]
অতিজিতেন্দ্রিয় শ্রীচৌধুরী ধর্ম্মদাস।
অতি অলৌকিক যাঁর বৈষ্ণব বিশ্বাস॥
[নরো ১২]

ধীর হাম্বীর—[ধাড়ী হাম্বীর]। ইনি বিষ্ণুপুরের রাজা শ্রীবীর হাম্বীরের পুত্র। শ্রীনিবাস আচার্য্যের শাখা। ইহার বৈষ্ণব নাম—গোপাল দাস। মতান্তরে শ্রীজীব গোস্বামী ইহার 'শ্রীচৈতন্য দাস' নাম রাখেন।

শ্রীধাড়ী হাম্বীর নাম হয় যুবরাজ।
প্রভু-কৃপাপাত্র যিঁহো মহাভাগবত॥
[গোপাল বাহাদুর দেখ; কর্ণা ১]

ধীরু চৌধুরী- শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের শিষ্য।

জয় ধীরু চৌধুরী যে বিদিত ধরণী।
কান্দে পশুপক্ষীগণ যাঁর গুণ শুনি॥
[নরোঃ ১২; ধরু চৌধুরী দেখ]

ধ্যানচন্দ্র গোস্বামী—শ্রীগোপাল গুরু গোস্বামি-পাদের শিষ্য ও শ্রীশ্রীগম্ভীরার সেবক ছিলেন। তদীয় গুরুর পদ্ধতি-অবলম্বনে ইনিও একখানি 'শ্রীগৌরগোবিন্দার্চন-পদ্ধতি' প্রণয়ন করিয়াছেন। ইহা কিন্তু অধিকতর স্ফুট ও শ্রীগৌরনিত্যানন্দাদির মন্ত্রধ্যানাদি সম্বলিত।

ধ্রুবানন্দ—শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভুর শিষ্য।

ধ্রুবানন্দ, পুরুষোত্তম, কৃষ্ণ হরিদাস।
শ্যামানন্দের প্রিয়, নৃসিংহপুরে বাস॥ (প্রেম ২০)

২—ধ্রুবানন্দ ব্রহ্মচারী কমলাকর পিপ্‌লায়ের শ্রীপাট মাহেশ গ্রামের শ্রীশ্রীজগন্নাথ বিগ্রহের স্থাপনকর্ত্তা। ধ্রুবানন্দ কমলাকরকে শ্রীজগন্নাথদেবের সেবাধিকার প্রদান

করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে গমন করেন। কমলাকর পিপলায়ের বংশধরগণের নিকট রক্ষিত প্রাচীন বিবরণ হইতে জানা যায়—শ্রীপুরীধামে গমন করিয়া স্বহস্তে রন্ধন করিয়া শ্রীজগন্নাথদেবের ভোগ দিতে ধ্রুবানন্দের বড়ই বাসনা হয়, কিন্তু পুরীর সেবক বা পাণ্ডাগণ তাঁহাকে নিষেধ করিলেন। ইহাতে তিনি অতীব দুঃখিত হইলেন। শেষে নিদ্রাকালে স্বপ্নাদেশ প্রাপ্ত হয়েন, "ধ্রুবানন্দ! তুমি গঙ্গাতীরে মাহেশ গ্রামে গমন কর, তথায় আমায় দেখিতে পাইবে ও তোমার মনোমত সেবা করিবে"। ধ্রুবানন্দ আদেশ পাইয়া আক্না মাহেশে আগমন করেন (হুগলী জেলার মহকুমা শ্রীরামপুরের এক ক্রোশ দক্ষিণে উক্ত মাহেশ গ্রাম) এবং গঙ্গাজলে শ্রীজগন্নাথদেবের দারুমূর্ত্তি ভাসমান দেখিয়া অতীব আনন্দ-সহকারে তাঁহাকে উত্তোলন করিয়া প্রতিষ্ঠা করেন। তৎকালে ঐ স্থান জঙ্গলাবৃত ছিল। ধ্রুবানন্দ অরণ্য পরিষ্কার করিয়া প্রভুর সেবা প্রকাশ করেন এবং পুরীধামে যেরূপ শ্রীজগন্নাথদেবের লীলা পর্ব্বাদি হইয়া থাকে, এখানেও তদনুরূপ ব্যবস্থা করেন। ইনিই বঙ্গদেশে শ্রীজগন্নাথ বিগ্রহের প্রথম স্থাপনকারী। কাহারও মতে- কমলাকর পিপলাই কর্তৃক শ্রীজগন্নাথদেব প্রতিষ্ঠিত হন। (কমলাকর পিপলাই দেখ)

ধ্রুবানন্দ ব্রহ্মচারী- ব্রাহ্মণ, শ্রীল গদাধর পণ্ডিতের শাখা।

শাখা শ্রেষ্ঠ ধ্রুবানন্দ, শ্রীধর ব্রহ্মচারী ॥
(চৈঃ চঃ আদি ১২.৭৯)

ধ্রুবানন্দমহং বন্দে সদোজ্জ্বল-বিলাসিনম্।
স্ব-স্বভাবং দদৌ যস্মৈ কৃপয়া শ্রীগদাধরঃ ॥
(শাঃ নিঃ ৪)

[ন]

নকড়ি—শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর শাখা।

নকড়ি, মুকুন্দ, সূর্য্য, মাধব, শ্রীধর ॥
[চৈঃ চঃ আদি ১১।৪৮]

নকড়ি দাস—শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্য।

শ্রীনকড়ি দাস প্রতি অতিকৃপা কৈলা।
প্রভুর চরণ তিঁহো সর্ব্বস্ব করিলা ॥
(কর্ণা ১)

নকুল ব্রহ্মচারী—অম্বুয়ামুলুকে নিবাসী। ইঁহাতে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর আবেশ।

অম্বুয়ামুলুকে হয় নকুল ব্রহ্মচারী।
পরম বৈষ্ণব তিঁহো বড় অধিকারী ॥
গৌড়দেশে লোক নিস্তারিতে মন হইল।
নকুল-হৃদয়ে প্রভু আবেশ করিল ॥
গ্রহগ্রস্ত প্রায় নকুল প্রেমাবিষ্ট হঞা।
হাসে, কান্দে, নাচে, গায় উন্মত্ত হইয়া ॥
(চৈঃ চঃ অন্ত্য ২।১৬ - ১৮)

শ্রীনকুল ব্রহ্মচারী দেখিতে বড়ই সুপুরুষ ছিলেন। তদুপরি প্রেমধনে ধনী হইয়া তিনি জীব উদ্ধার করিতে লাগিলেন। অধিকন্তু তাঁহার মধ্যে মহাপ্রভুর আবেশের প্রচার হইলে শ্রীশিবানন্দ সেন পরীক্ষা করিবার জন্য সেখানে গেলেন।

চৈতন্য-আবেশ হয় নকুলের দেহে।
শুনি' শিবানন্দ আইলা করিয়া সন্দেহে ॥
পরীক্ষা করিতে তাঁরে যবে ইচ্ছা হইলা।
বাহিরে রহিয়া তবে বিচার করিলা ॥ ঐ

শ্রীশিবানন্দ ভাবিলেন—আমার ইষ্টমন্ত্র যাহা, তাহা আমি ভিন্ন আর কেহ জানেন না। শ্রীনকুল যদি তাহা আমাকে বলিয়া দিতে পারেন, তবেই জানিব নকুলের শরীরে মহাপ্রভুর সত্যই আবেশ। নকুলের দর্শন ও কৃপালাভের জন্য দেশ বিদেশ হইতে লোক সমাগম হইতেছে। খুবই জনতা। শ্রীশিবানন্দ কাহাকেও কিছু না জানাইয়া জনতার মধ্যে লুকাইয়া রহিলেন, কিন্তু ঠিক সেই সময়েই শ্রীনকুল বলিয়া উঠিলেন—

ব্রহ্মচারী কহে—শিবানন্দ আছে দূরে।
জন দুই চারি যাহ বোলাও তাঁহারে ॥ ঐ

শ্রীশিবানন্দ গোপনে আসিয়াছেন, শ্রীনকুলের লোক-জন তাঁহাকে ডাকাডাকি করাতেই তিনি আশ্চর্য্য হইলেন। পরে আগমন করিলে শ্রীনকুল বলিলেন, "তুমি আমাকে পরীক্ষা করিবার জন্য গোপনে আসিয়াছ ও মনে

মনে সঙ্কল্প করিয়াছ, বেশ, তুমি যাহা ভাবিয়াছ তাহা এই—

গৌরগোপাল-মন্ত্র তোমার চারি অক্ষর।
অবিশ্বাস ছাড়, যেই করেছ অন্তর॥ ঐ

শ্রীশিবানন্দ সেন তখন শ্রীনকুলে সত্যসত্যই মহাপ্রভুর আবির্ভাব দেখিয়া তাঁহাকে ভক্তি করিতে লাগিলেন।

নটবর—পদকর্ত্তা। পদকল্পতরু ১৩৬৬ (দানলীলা) ও ২২৫০ (শ্রীগৌরাঙ্গ-বিষয়ক) দুইটি পদ উদ্ধার করিয়াছে।

নন্দকিশোর দাস—শ্রীঅভিরাম দাসের পাটপর্য্যটন-মতে ইনি শ্রীঅভিরাম গোস্বামীর শিষ্য। শ্রীপাট চুনাখালি।

"চুনাখালিবাসী দাস নন্দকিশোর॥ (পাঃ পঃ)

২ শ্রীনিত্যানন্দ-বংশ্য শ্রীপাট পুরুলিয়া গাদির অধ্যক্ষ। ইনি বাদশাহী সনদ পাইয়া শ্রীবৃন্দাবনে শৃঙ্গারবটে শ্রীশ্রীনিতাইগৌর বিগ্রহ লইয়া যান। তত্রত্য গাদির ইনিই প্রতিষ্ঠাতা; ইনি শ্রীকৃষ্ণবলরামের সাক্ষাৎ আদেশে **'শ্রীবৃন্দাবনলীলামৃত'** ও **'শ্রীরসকলিকা'** নামক গ্রন্থদ্বয় রচনা করিয়াছেন।

নন্দন—পদকর্ত্তা। পরিচয় অজ্ঞাত।

২ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর শাখা। তিন ভ্রাতা। ইঁহাদের গৃহে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু অবস্থান করিয়াছিলেন।

বিষ্ণুদাস, নন্দন, গঙ্গাদাস—তিন ভাই।
পূর্ব্বে যাঁর ঘরে ছিলা নিত্যানন্দ গোঁসাই॥
(চৈঃ চঃ আদি ১১।৪৩)

৩ শ্রীরসিকানন্দ-শিষ্য [রঃ মঃ পশ্চিম ১৪।১৫১]

নন্দন আচার্য্য—গ্রহবিপ্র। পিতার নাম—লক্ষ্মী-নারায়ণ সর্বজ্ঞ*। তারকেশ্বরের নিকট বহিরখণ্ড গ্রামে ইনি কিছুদিন বাস করত নবদ্বীপে শ্রীহট্টিয়া বা দক্ষিণ পাড়ায় বাস করেন। [নন্দন আচার্য্যের পূর্বপুরুষগণ শাকদ্বীপী পরাশরাগ্রজ শান্তিমুনিবংশোদ্ভব, বাৎস্যগোত্র রাঢ়ীয় ভরত শাখার বংশ। ইঁহারা ঢাকার ভাতখণ্ড সমাজভুক্ত—রোষেড়াবাসী মধ্যম কি দ্বিতীয় গোত্রীয় বংশাবলী] লক্ষ্মীনারায়ণের দুই পুত্র—নন্দন ও ভগবান্ অধিকারী সার্বভৌম। লক্ষ্মীনারায়ণ সর্বজ্ঞ ও জ্যোতিষ-শাস্ত্রে অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন—শ্রীচৈতন্যভাগবতোক্ত শ্রীমহাপ্রভুর জন্মলীলা-দর্শক ও কোষ্ঠী-গণক [শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া গৌরাঙ্গ ৩।১০]। শ্রীচৈতন্য-শাখা। ইনি খঞ্জ ছিলেন।

নবদ্বীপে ঘর নন্দন আচার্য্য।
নিত্যানন্দ-প্রিয় তাঁর জ্ঞানে সর্ব্বকার্য্য॥

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভু নবদ্বীপে আসিয়া ইঁহার গৃহে ছিলেন।

নন্দন আচার্য্য শাখা জগতে বিদিত।
লুকাইয়া দুই প্রভুর যাঁর ঘরে স্থির॥
(চৈঃ চঃ আদি ১০।৩৯)

মহাপ্রভু যেদিন মহাপ্রকাশ লীলা করেন, সেই দিবস শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য ইহার গৃহে লুক্কায়িত ছিলেন। প্রভু সন্ন্যাস লইয়া পুরীধামে গমন করিলে ইনিও পরে তথায় গমন করেন। মহাপ্রভু দক্ষিণদেশে ভ্রমণান্তে পুরীতে প্রত্যাগমন করিলে নন্দনাচার্য্য খঞ্জ হইলেও আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া সকলের অগ্রে অগ্রে প্রভুর অভ্যর্থনা করিতে ছুটিয়াছিলেন।

নন্দন আচার্য্য আসে গাঢ় অনুরাগে।
খোঁড়া বটে তবু আইসে সকলের আগে॥

শ্রীনিবাস আচার্য্য যখন শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শন করিতে আসেন, তখন ইহার গৃহ দর্শন কয়িয়া ধন্য হইয়াছিলেন—

শ্রীনন্দন আচার্য্য পরম ভাগ্যবান্।
দেখ শ্রীনিবাস এই ভবন তাহার॥
ভক্তগোষ্ঠী সহ প্রভু গিয়া এ ভবনে।
দেখে নিত্যানন্দ বসি আছয়ে ধেয়ানে॥
[ভক্তি ১২।২৪২২—২৩]

নন্দন মাইতি—উড়িষ্যাদেশবাসী। মহাপ্রভুর ভক্ত। ইনি পুরীধামে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের সেবা কার্য্য করিতেন।

নন্দাই—শ্রীচৈতন্য-শাখা। ইনি এবং গোবিন্দ ও রামাই তিনজনে মহাপ্রভুর গৃহে সেবাকার্য্য করিতেন।

রামাই, নন্দাই—দোঁহে প্রভুর কিঙ্কর।
গোবিন্দের সঙ্গে সেবা করে নিরন্তর॥
বাইশ ঘড়া পানি দিয়ে ভরেন রামাই।
গোবিন্দ-আজ্ঞায় সেবা করেন নন্দাই॥
[চৈঃ চঃ আ ১০।১৪৩—৪৪]

পূর্বলীলার ইনি বারিদ (গৌঃ গঃ ১৩৯)

* মতান্তরে ইনি শ্রীচতুর্ভুজ পণ্ডিতের পুত্র।

২ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর শাখা।

শিবাই, নন্দাই, অবধূত পরমানন্দ।

(চৈঃ চঃ আদি ১১।৪৯)

নন্দিনী দাসী—শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর শাখা (মতান্তরে শ্রীঅদ্বৈতদুহিতা)।

নন্দিনী আর কামদেব, চৈতন্য দাস।

শ্রীঅদ্বৈত-গৃহিণী শ্রীসীতাদেবীর পরিচারিকা ছিলেন।

সীতাদেবীর দুই দাসী জঙ্গলী, নন্দিনী।

কৃষ্ণমন্ত্র-দীক্ষা সীতা দিলেন আপনি॥

নন্দিনী সেবয়ে শ্রীসীতার চরণে।

(প্রেম ২৪)

পূর্বলীলায় ইনি জয়া ছিলেন (গৌঃ গঃ ৮৯)। ভক্তমালে (৩) উল্লিখিত আছে যে ইনি ও জঙ্গলী সীতাদেবীর সহচরী ছিলেন। কথিত আছে যে ইনি শান্তিপুরের নিকটস্থ হরিপুরের ক্ষত্রিয় কুমার ছিলেন—সীতাদেবীর শিষ্য হইয়া ইনি স্ত্রীবেশ ধারণ করেন—নাম হয় নন্দিনী। ইহার গদির মোহান্তগণও স্ত্রীবেশ ধারণ করেন। লোকনাথ দাসের 'সীতাচরিত্রে' ইঁহার পূর্বনাম নন্দরাম। নন্দিনী শ্রীগোপীনাথের সেবা করিতেন—বগুড়া কালেক্টরী হইতে প্রতি বৎসর ৭২ ৭৮ পঃ দেওয়া হয়। ইনি শেষ বয়সে ক্ষেত্রবাসিনী হয়েন। পুরীতে এখনও নন্দিনী মঠ আছে।

নবকান্ত—পদকর্ত্তা। পদকল্পতরুর ১৪৫৩ সংখ্যক পদটি ব্রজবুলিতে হোরি-লীলাবিষয়ক।

নবগৌরাঙ্গ দাস—শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য।

রাধাবল্লভ চৌধুরী শাখা নব গৌরাঙ্গ দাস।

(প্রেম ২০)

জয় নব গৌরাঙ্গ দাস গুনরাশি।

যেঁহ গৌরচন্দ্র নামে মত্ত দিবানিশি॥ (নরো ১২)

নবচন্দ্র—পদকর্ত্তা; গোষ্ঠোচিত সখ্যবিষয়ক তিনটি পদ পদকল্পতরুতে সমাহৃত হইয়াছে।

নবদ্বীপচন্দ্র দাস—পদকর্ত্তা। পদকল্পতরুর ২৯৬১ সংখ্যক পদটি নামসঙ্কীর্তন-বিষয়ক।

নবনী হোড়—শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর শাখা।

বসন্ত, নবীন হোড়, গোপাল, সনাতন॥

[চৈঃ চঃ আদি ১১।৫০]

নয়ন ভাস্কর—হালিসহর নিবাসী ভাস্কর।

নয়ন ভাস্কর হালিসহর গ্রামে ছিলা।

পরমানন্দ তিহোঁ শীঘ্র যাত্রা কৈলা॥

(ভক্তি ১০।৩৮১)

খেতুরির বিখ্যাত উৎসবে ইঁহাকে দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীমতী জাহ্নবাদেবী শ্রীবৃন্দাবনের শ্রীশ্রীগোপীনাথ বিগ্রহের জন্য শ্রীরাধিকার মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিতে ইহাকে আজ্ঞা দিয়াছিলেন।

অনুগ্রহ করি কহে নয়ন ভাস্করে।

নিরন্তর গোপীনাথে করিবে ধিয়ান॥

করিতে হইবে এক প্রেয়সী নির্ম্মাণ॥

(ভক্তি ১১।২৪৫-৫)

নয়ন ভাস্করে শ্রীজাহ্নবা আজ্ঞা কৈলা।

তেহোঁ শ্রীরাধিকা-মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিলা॥

(ভক্তি ১১।৭৮৭)

২ শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর শিষ্য।

আর শাখা রামানন্দ, নয়ন ভাস্কর॥ (প্রেম ২০)

নয়নানন্দ কবিরাজ—শ্রীখণ্ডবাসী বৈদ্য, প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা। ইনি শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুরের শিষ্য।

নয়নানন্দ ঠাকুর—বীরভূম জেলায় মঙ্গলডিহি গ্রামে পানুয়া গোপালের শিষ্যবংশের তৃতীয় অধস্তন। ইনি শ্রীশ্রীরূপগোস্বামি রচিত শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুর আধারে ১৬৫২ শকে **'শ্রীকৃষ্ণভক্তিরসকদম্ব'** ও ১৭৫৩ শকে **'প্রেমোভক্তিরসার্ণব'** রচনা করিয়া মঙ্গলডিহি গ্রামকে চিরগৌরবান্বিত করিয়াছেন।

নয়নানন্দ দেব—শ্রীরসিকানন্দ প্রভুর পৌত্র ও দ্বিতীয় স্থলাভিষিক্ত। ১৬০৭ শকাব্দে বৈশাখী শুক্ল পঞ্চমীতে শ্রীশ্রীরাধানন্দ প্রভুর তিরোভাবের পর তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীশ্রীনয়নানন্দ প্রভু শ্যামানন্দী গাদীশ্বর হওয়ায় কনিষ্ঠ শ্রীশ্রীরাসানন্দ প্রভু পুরীতে গমন করিয়া শ্রীশ্রীগোকুলানন্দ জীউর সেবা করিতে থাকেন। শ্রীশ্রীশ্যামানন্দপ্রকাশে শ্রীলকৃষ্ণদাস শ্রীশ্রীনয়নানন্দ প্রভুর পূর্বাবির্ভাবের অত্যাশ্চর্য্য কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

রাজপুতনার অন্তর্গত জয়পুরে শ্রীসম্প্রদায়ী বৈষ্ণবগণের 'গলতা' নামে এক গাদী ছিল। পূর্ব্বে 'শ্রীসূর্য্যানন্দ' নামে

এক পরম তেজস্বী ও প্রেমিক ভক্ত উক্ত গলতাগাদীর অধীশ্বর ছিলেন। একদা তিনি 'রঘুদাস' নামক প্রধান চেলার হস্তে কার্য্যভার সমর্পণ করিয়া তীর্থ-পরিভ্রমণে বহির্গত হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিতে রঘুদাস তাহাতে অসামর্থ্য প্রকাশদ্বারা গুরুর আজ্ঞা লঙ্ঘন করায় তাঁহাকে কুষ্ঠরোগগ্রস্ত হইবার অভিশাপ প্রদান করেন। রঘুদাস স্বকীয় অপরাধক্ষালনোদ্দেশ্যে তাঁহার চরণে বারংবার লুণ্ঠিত হওয়ায় মহান্ত সূর্য্যানন্দ তাঁহাকে আশ্বস্ত করিয়া বলিলেন যে অচিরে তিনি পুনর্ব্বার জন্ম পরিগ্রহ করিবেন; রঘু শ্রীপুরুষোত্তম যাইবার পথে তাঁহার দর্শন ও চরণামৃত পান করিয়াই অপরাধমুক্ত হইতে পারিবেন। তাঁহার পৃষ্ঠে যে তরবারি-চিহ্ন ছিল, তাঁহার পুনরাবির্ভাবেও তাহা স্মারক চিহ্নরূপে বিরাজিত থাকিবে। এইরূপে তাঁহাকে আশ্বস্ত করিয়া তীর্থপর্য্যটন-মানসে পূর্ব্বদিকে চলিতে চলিতে চৌদ্দ সহস্র নাগা সন্ন্যাসী সহ শ্রীপাট গোপীবল্লভপুরে উপনীত হইলেন। তাঁহার আগমন সংবাদ শ্রবণ করিয়া শ্রীশ্রীশ্যামানন্দ ও শ্রীশ্রীরসিকানন্দপ্রভু প্রত্যুদ্গমন করিয়া তাঁহাকে সমাদরে লইয়া আসিলেন। মহান্ত সূর্য্যানন্দ শ্রীপাটে কিছুদিন অবস্থান করিলে পর শ্রীশ্রীরসিকানন্দপ্রভুর স্নেহাকর্ষণে তাঁহার পুত্রত্বপ্রাপ্তির ইচ্ছা তদীয় হৃদয়ে বলবতী হইল। একদিন শ্রীশ্যামানন্দ ও শ্রীরসিকানন্দ প্রভু নিভৃতে কৃষ্ণকথা-আলাপনে ব্যাপৃত ছিলেন, এমন সময়ে সূর্য্যানন্দ সেখানে উপস্থিত হইয়া আপন অভিপ্রায় শ্রীশ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর নিকট জ্ঞাপন করিলেন। শ্রীশ্রীশ্যামানন্দ প্রভু শ্রীশ্রীরসিকানন্দ প্রভুর অভিপ্রায়-অনুযায়ী তাঁহাকে তদীয় শিষ্য শ্রীশ্রীরাধানন্দদেবের আত্মজরূপে আবির্ভূত হইতে আদেশ করিলেন। মহান্ত সূর্য্যানন্দ ভক্তিগদ্গদস্বরে পুনশ্চ প্রার্থনা করিলেন যে, শ্রীহরিদ্বার তীর্থে সন্ন্যাসীগণের মধ্যে যুদ্ধ সংঘর্ষনকালে পলাইয়া আসিবার সময় তাঁহার পৃষ্ঠদেশে যে তরবারির আঘাত লাগিয়াছিল, তাহার চিহ্ন এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে। উক্ত চিহ্ন যেন তাহার ভাবী দেহেও বর্ত্তমান থাকে। শ্রীশ্রীশ্যামানন্দ প্রভু "তথাস্তু" বলিয়া তাঁহার সে প্রার্থনাও পূরণ করিলেন। অতঃপর তৎপূজিত শ্রীশ্রীলক্ষ্মী নরসিংহ শালগ্রামশিলা শ্রীপাটে রাখিয়া মহান্ত সূর্য্যানন্দ শ্রীশ্রীজগন্নাথ-দর্শনে গমন করিলেন এবং সেই পুণ্য ক্ষেত্রে লীলা সাঙ্গ করিয়া পুনশ্চ শ্রীশ্রীরাধানন্দ প্রভুর জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীশ্রীনয়নানন্দ রূপে আবির্ভূত হইলেন। এইদিকে রঘুদাস গুরুর আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া তীর্থপর্য্যটনে বহির্গত হইলেন এবং গুরুর অনুসন্ধান করিতে করিতে শ্রীপাট গোপীবল্লভপুরে উপনীত হইয়া শ্রীশ্রীনয়নানন্দ প্রভুর পৃষ্ঠদেশে তরবারীর চিহ্ন অবলোকন করিয়া তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন। তাঁহার চরণামৃত পান করিতেই তাঁহার পূর্ব্বাপরাধ দূর হইল এবং গুরুর আশীর্ব্বাদ ও আদেশ লাভ করিয়া গলতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া মহান্তপদে সমাসীন হইলেন। শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনরসিংহ শালগ্রামশিলা অদ্যাপি শ্রীপাটে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দজীউর মন্দিরে পূজিত হইতেছেন। শ্রীশ্রীনয়নানন্দ প্রভুর রচিত বঙ্গউৎকল ও মৈথিলী ভাষায় ১৫টি সংকীর্ত্তনের পদ এযাবৎ সংগৃহীত হইয়াছে। গৌড়ীয়বেদান্তাচার্য্য শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ এবং শ্রীশ্রীশ্যামানন্দ প্রকাশ ও শ্রীশ্রীশ্যামানন্দ-রসার্ণব-প্রণেতা কৃষ্ণদাস শ্রীশ্রীনয়নানন্দ প্রভুর অনুশিষ্য ছিলেন। শ্রীশ্রীনয়নানন্দ প্রভু শ্রীশ্রীরসিকানন্দ প্রভুর শিষ্য ছিলেন। শ্রীশ্রীনয়নানন্দ প্রভু বৈশাখী শুক্লা সপ্তমী তিথিতে নিত্যলীলায় প্রবেশ করেন। তাঁহার সমাধি-মন্দির শ্রীপাটে ও ময়নাগড়ে সুবিরাজিত আছেন। (রসিকমঙ্গলের ভূমিকা)

নয়নানন্দ মিশ্র—ব্রাহ্মণ। প্রসিদ্ধ শ্রীলগদাধর পণ্ডিতের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বাণীনাথের পুত্র ও শ্রীগদাধর পণ্ডিতের শাখা। মহাপ্রভু ইঁহাকে বড় স্নেহ করিতেন। প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা।

"অনন্ত আচার্য্য, কবিদত্ত, মিশ্র নয়ন ॥"

(চৈঃ চঃ আদি ১২।৮০)

মুর্শিদাবাদ জেলায় কাঁদির নিকট ভরতপুর গ্রামে শ্রীশ্রীগদাধর পণ্ডিতের স্থাপিত শ্রীশ্রীগোপীনাথ বিগ্রহের সেবাভার শ্রীগদাধর পণ্ডিত ইঁহাকে দিয়াছিলেন। প্রভুর আজ্ঞায় ইনি সংসারী হয়েন। নয়নানন্দের বংশধরগণ অদ্যাপি উক্ত গ্রামে বাস করিতেছিলেন। খেতুরীর উৎসবে ইনি উপস্থিত ছিলেন। ইঁহার রচিত গৌরপদাবলী হৃদ্য ও আস্বাদ্য। (গদাধর পণ্ডিত দেখ)

বন্দে শ্রীনয়নানন্দং মিশ্রং প্রেমসুধার্ণবম্।
গদাধরস্য গৌরস্য প্রেমরত্নৈকভাজনম্॥
(শাঃ নিঃ ১০)

নয়ান সেন - শ্রীখণ্ডবাসী বৈষ্ণব, শ্রীনিবাস আচার্য্য যে সময়ে শ্রীখণ্ডে শ্রীল সরকার ঠাকুরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান, সে সময়ে ইনি নিকটে ছিলেন। (প্রেম ৪)

নরসিংহ কবিরাজ— শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্য। শ্রীপাট – কাঞ্চনগড়িয়া।

তথায় নরসিংহ কবিরাজ প্রতি।
দয়া করি মন্ত্র দিল, অর্পিয়া শকতি॥
পরম পণ্ডিত তিঁহো প্রভুরে ধেয়ায়।
তাঁর প্রেম চেষ্টা-গুণ বুঝন না যায়॥
(কর্ণা ১)

নরসিংহ তীর্থ—'নৃসিংহ তীর্থ দেখ।

নরসিংহ রায় রাজা—পক্কপল্লী বা পাইকপাড়াতে ইঁহার রাজধানী ছিল। ইনি সস্ত্রীক শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ করেন। (রূপচন্দ্র সরস্বতী দেখ)

নরোত্তম স্বগণ রাজা নরসিংহ রায়।
অতি দূরদেশ পক্কপল্লী রাজধানী হয়॥
গঙ্গাতীরে নগরী সে অতিমনোরম।
পুত্রসম স্নেহে প্রজা করয়ে পালন॥
ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বহু থাকে তার পাশে।
আর দিনে নরসিংহ নিজ ঘরণী আনিলা।
নরোত্তম গোঁসাই তাঁরে মন্ত্র প্রদান কৈলা॥
(প্রেম ১৯)

নৃসিংহ নামেও ইনি খ্যাত ছিলেন; —

রাজা নৃসিংহ পরম তেজোময়।
যাঁর প্রেমাধীন শ্রীঠাকুর মহাশয়॥
(নরো ১২)

রাজা নরসিংহ রায় সর্ব্বাংশে উত্তম।
তাহারে করিলা দয়া ঠাকুর নরোত্তম॥
(প্রেম ২০)

ইহার স্ত্রীর নাম রূপমালা ছিল।
জয় রূপমালা নরসিংহ-ঘরণী॥
(নরো ১২)

নরহরি চক্রবর্ত্তী– (ঘনশ্যাম দাস)—মুর্শিদাবাদ জেলায় রেঙাপুর বা রেঙাগ্রামে খৃষ্টীয় সপ্তদশ শকাব্দার প্রারম্ভে জন্ম হয়। ইঁহার পিতা প্রসিদ্ধ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের শিষ্য – জগন্নাথ। ইনি শ্রীনৃসিংহ চক্রবর্ত্তীর শিষ্য ছিলেন –

মোর ইষ্টদেব শ্রীনৃসিংহ চক্রবর্ত্তী।
জন্মে জন্মে সে চরণ সেবি—এই আর্ত্তি॥
(নরো ১৩)

ইনি শ্রীগোবিন্দজীর আদেশে ব্রজে যাইয়া তাঁহার পাচকের কার্য্যে নিযুক্ত হন। এজন্য তিনি 'রসুইয়া পূজারী' নামে খ্যাত হন। তাঁহার রচিত গ্রন্থ—(১) **ভক্তিরত্নাকর,** (২) **নরোত্তমবিলাস,** (৩) **শ্রীনিবাসচরিত্র.** (৪) **গীতচন্দ্রোদয়.** (৫) **ছন্দঃসমুদ্র.** (৬) **গৌরচরিত-চিন্তামণি,** (৭) **নামামৃতসমুদ্র,** (৮) **পদ্ধতি-প্রদীপ** প্রভৃতি। ইনি একাধারে সুপাচক, সুগায়ক, সুবাদক, সঙ্গীতজ্ঞ এবং পরম ভক্ত ছিলেন।

নরহরি দাস—"অদ্বৈতমঙ্গল"গ্রন্থ-প্রণেতা। শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর পরবর্ত্তী ভক্ত।

২ 'শ্রীঅদ্বৈতবিলাস'-নামক গ্রন্থ প্রণেতা। এই গ্রন্থখানি নাতিপ্রামাণিক।

নরহরি বিশারদ- বাসুদেব সার্ব্বভৌমের পিতা মহেশ্বরের নামান্তর। (বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস ২৯৫ পৃঃ)

ভট্টাচার্য বিশারদো নরহরিঃ খ্যাতো নবদ্বীপকে
জ্যায়ান্ সর্বগুণান্বিতো বিজয়তে লোকান্তরস্থো হ্যসৌ।
জাতৌ শ্রীলবিশারদস্য তনয়ৌ শ্রীবাসুদেবাহ্বয়
শ্রীরত্নাকর-নামকৌ গুণনিধী শ্রীসার্বভৌমো মহান্॥

কিন্তু সার্বভৌম-পিতা বিশারদ মহেশ্বর।
(চৈঃ ভাঃ মধ্য ২১।৬)

নরহরি সরকার ঠাকুর—বৈদ্য। শ্রীখণ্ডগ্রামে শ্রীপাট। শ্রীচৈতন্য-শাখা। পূর্বলীলার প্রাণসখী শ্রীমধুমতী।

খণ্ডবাসী মুকুন্দ দাস, শ্রীরঘুনন্দন।
নরহরি দাস, চিরঞ্জীব, সুলোচন॥
(চৈঃ চঃ আদি ১০।৭৮)

১৪০১ কিম্বা ১৪০২ শকাব্দে ইনি জন্ম গ্রহণ করেন। পিতার নাম – শ্রীনারায়ণ দেব। মাতার নাম - শ্রীগোয়ী

দেবী। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম শ্রীমুকুন্দ ঠাকুর। এই মুকুন্দেরই পুত্র প্রসিদ্ধ—শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুর।

ভাগ্যবন্ত নারায়ণ দাসের নন্দন।
মুকুন্দ, মাধব, নরহরি—তিনজন॥

(ভক্তি ১১।৭৩০)

পিতার অপ্রকটে মুকুন্দ নবদ্বীপে নরহরির অধ্যয়ন-ব্যবস্থা করিয়া গৌড়ের বাদশাহের গৃহচিকিৎসকরূপে গমন করেন। অত্যল্পকাল মধ্যেই নরহরি সুপণ্ডিত ও ভক্তিরসজ্ঞ হইয়াছিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ-সঙ্গলাভের পূর্বে তিনি সংস্কৃত ও বঙ্গভাষায় শ্রীরাধাগোবিন্দ-লীলাবিষয়ক পদাবলী রচনা করিতেন। তৎপরে শ্রীনরহরি ঠাকুর এবং শ্রীগদাধর পণ্ডিত মহাপ্রভুর সঙ্গে নিরন্তর থাকিয়া তাঁহার সেবা করিতেন। নরহরির প্রেম-কাহিনী অতীব মনোহর। চামর-ব্যজনই নরহরির সেবা ছিল। "নরহরি চামর ঢুলায়।"

(১) ভক্তিচন্দ্রিকা পটল, (২) শ্রীকৃষ্ণভজনামৃত, (৩) শ্রীচৈতন্যসহস্রনাম। (৪) শচীনন্দনাষ্টকং, (৫) শ্রীরাধাষ্টকং প্রভৃতি ইনি রচনা করিয়াছিলেন। ইঁহার কৃত পদাবলী অমৃত সমান। আনুমানিক ১৫৭০ খ্রীঃ অঃ অগ্রহায়ণী কৃষ্ণা একাদশীতে ইনি অদর্শন হয়েন। শ্রীনরহরির তিরোভাব-উৎসবে তৎকালের যাবতীয় বৈষ্ণববৃন্দের আগমন হইয়াছিল। শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু এই উৎসবে কর্ম্মকর্তা ছিলেন। শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর পুত্র শ্রীশ্রীবীরভদ্র গোস্বামী উৎসবক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহার কৃপায় উৎসব-দিনে জনৈক অন্ধের দৃষ্টিলাভ হয়।

শ্রীখণ্ড গ্রামে নরহরি-স্থাপিত শ্রীগৌরবিগ্রহ অদ্যাপি পরম যত্নে সেবিত হইতেছেন। শ্রীনরহরির অগ্রজ শ্রীমুকুন্দ ঠাকুরের পুত্র শ্রীরঘুনন্দন হইতেই শ্রীখণ্ডের ঠাকুর বংশের বিস্তৃতি।

অগ্রহায়ণ কৃষ্ণা একাদশী সর্ব্বোপরি।
যাতে অদর্শন শ্রীঠাকুর নরহরি॥

(ভক্তি ৯।৫১৩)

একবার শ্রীগৌরাঙ্গ ও নিত্যানন্দ শ্রীখণ্ডে গিয়া সরকার ঠাকুরের নিকট মধুপান করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, তিনিও তখন নিকটবর্ত্তী পুষ্করিণীর জলকে স্বপ্রভাবে মধুরূপে পরিণত করিয়া উঁহাদের পিপাসা নিবৃত্তি করিয়াছেন, সেই পুষ্করিণীকে এখন 'মধুপুষ্করিণী' বলে। নরহরি মহাপ্রভুর স্বপ্নাদেশে যে তিনটি শ্রীগৌরবিগ্রহ নির্ম্মিত করাইয়াছিলেন, তাহাই এক্ষণে শ্রীখণ্ডে, কাটোয়া ও গঙ্গা-নগরে (সংপ্রতি শ্রীখণ্ডে) সেবিত হইতেছেন।

নরোত্তম ঠাকুর—কায়স্থ। ধনী রাজা শ্রীকৃষ্ণানন্দ দত্তের পুত্র। রাজসাহী জেলার গোপালপুর পরগণার ইনি অধিপতি ছিলেন। রামপুর বোয়ালিয়ার উত্তর পশ্চিম ছয় ক্রোশ ব্যবধানে পদ্মানদীর তীরে প্রেমতলি হইতে উত্তর পূর্বাংশে অর্দ্ধক্রোশ-ব্যবধানে খেতুরী নামক গ্রামে তাঁহার রাজধানী ছিল। শ্রীনরোত্তমের মাতার নাম—শ্রীনারায়ণী দেবী। পঞ্চদশ শকশতাব্দের মধ্যভাগে শ্রীনরোত্তম ঠাকুর জন্ম গ্রহণ করেন। কাহারো মতে শ্রীকৃষ্ণানন্দ দত্তের কনিষ্ঠ ভ্রাতার নাম—শ্রীপুরুষোত্তম দত্ত। কিন্তু ভক্তি-রত্নাকরে (১।৪৬৬—৮) জানা যায়—

জ্যেষ্ঠ পুরুষোত্তম, কনিষ্ঠ কৃষ্ণানন্দ।
শ্রীকৃষ্ণানন্দের পুত্র শ্রীলনরোত্তম॥
শ্রীপুরুষোত্তমের তনয় সন্তোষাখ্য।

শ্রীনরোত্তমবিলাস, প্রেমবিলাস ও ভক্তিরত্নাকর প্রভৃতি গ্রন্থে ইঁহার অলৌকিক জীবনী দৃষ্ট হয়।

মাঘী পূর্ণিমায় জন্মিলেন নরোত্তম।
অতি সুচরিতা মাতা নাম নারায়ণী॥
কার্ত্তিক পূর্ণিমা দিনে ছাড়িলেন ঘর॥
শ্রাবণ মাসে পৌর্ণমাসী শুভক্ষণে।
করিলেন শিষ্য লোকনাথ নরোত্তমে॥

(ভক্তি ১, ১৩-১৪ পৃঃ)

শ্রীনরোত্তম ঠাকুর বাল্য হইতেই শ্রীগৌরাঙ্গদেবে অনুরক্ত হন। কেহ কেহ বলেন—পিতার মৃত্যুর পর খুল্লতাতপুত্র শ্রীসন্তোষ দত্তের উপর রাজ্যাদির ভার অর্পণ করিয়া তিনি শ্রীবৃন্দাবনে গমন করেন।

শ্রীনরোত্তম ঠাকুর বহু কষ্টে শ্রীবৃন্দাবনের শ্রীলোকনাথ গোস্বামীর শিষ্য হইয়াছিলেন। পরে ভক্তগণের আজ্ঞা-ক্রমে তিনি গৌড়দেশে আগমন করেন। ১৫০৪ শকে যখন শ্রীনিবাস আচার্য্য ও শ্যামানন্দ প্রভু শ্রীবৃন্দাবন হইতে গ্রন্থের গাড়ী লইয়া গৌড়ে আসেন, তখন ইনিও তাঁহাদের সঙ্গে ছিলেন। শ্রীনরোত্তম শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর

শক্তি বলিয়া খ্যাত। রাজধানী খেতুরীর এক ক্রোশ দূরে ইনি আশ্রম করিয়াছিলেন। তাঁহার নাম **"ভজনটুলি"**। শ্রীবৃন্দাবন হইতে স্বদেশে আগমন করিয়া কিছুদিন পরে শ্রীল ঠাকুর মহাশয় শ্রীগৌরাঙ্গ, শ্রীবল্লবীকান্ত, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীব্রজমোহন, শ্রীরাধামোহন ও শ্রীরাধাকান্ত—এই ছয় বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে ইনি মহা মহোৎসব করিয়াছিলেন। বৈষ্ণব সমাজে ঐ উৎসববিশেষ প্রসিদ্ধ।

শ্রীঠাকুর মহাশয়ের রচনামধ্য **প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকাই** সমধিক প্রসিদ্ধ। এতদ্ব্যতীত শ্রীরাধাকৃষ্ণের অষ্টকালীয় স্মরণমঙ্গলেরও ইনি অনুবাদক হইতে পারেন।

নরোত্তম মজুমদার—শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য।

আর শাখা নরোত্তম মজুমদার। (প্রেম ২০)
জয় অতিবিজ্ঞ নরোত্তম মজুমদার।
মজুমদার বিনা কেহ না করে আর॥ (নরো ১২)

নর্ত্তক গোপাল—ব্রাহ্মণ। শ্রীনিত্যানন্দ শাখা।

নর্ত্তক গোপাল, রামভদ্র, গৌরাঙ্গদাস।
(চৈ: চঃ আদি ১১।৫৩)
নর্ত্তক গোপাল, জিতামিশ্র বিপ্রবর্য্য। (নরো) ?

নলিন পণ্ডিত—শ্রীজলধর পণ্ডিতের পুত্র এবং প্রসিদ্ধ শ্রীবাস পণ্ডিতের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। এই নলিন পণ্ডিতের কন্যা শ্রীনারায়ণী দেবীর গর্ভে শ্রীচৈতন্যভাগবত-রচয়িতা ভক্তবর বৃন্দাবন দাসের জন্ম হয়।

(বৃন্দাবন দাস ঠাকুর দেখ)

শ্রীহট্টনিবাসী বৈদিক জলধর পণ্ডিত।
তাঁর পাঁচ পুত্র হইল পরম বিদ্বান্।
সর্ব জ্যেষ্ঠ নলিন পণ্ডিত মহাশয়॥ (প্রেম ২৩)

নলিনী দেবী—রাজা চাঁদ রায়ের ভ্রাতা সন্তোষ রায়ের বনিতা। শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শিষ্যা।

সন্তোষ রায়ের ঘরণী নলিনী-অভিধান। (প্রেম ২০)

নসির মামুদ- মুসলমান বৈষ্ণব পদকর্ত্তা। পদকল্প-তরুর ১৩২৯ সংখ্যক পদটি ব্রজবুলিতে গোষ্ঠলীলা-বিষয়ক।

নাজীর—মুসলমান বৈষ্ণব কবি। 'হিন্দীকে মুসলমান কবি' পুস্তকে ইহার রচনা স্থান পাইয়াছে।

নাভা—শ্রীশ্রীঅদ্বৈত প্রভুর মাতা ঠাকুরাণী। শ্রীকুবের আচার্য্যের পত্নী।

নাভানামে শ্রীকুবের-মিশ্রের ঘরণী।
অতিপতিব্রতা যেঁহো অদ্বৈত-জননী॥
পুত্রের কামনা পূর্ব্বে দোঁহার আছিল।
তাহা বৃদ্ধকালে নবগ্রামে পূর্ণ হৈল॥
নবগ্রামে জন্মিলেন শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র।
(ভক্তি ১২।১৭৫৬ ৫৮)

শ্রীনাভাদেবীর পিতার নাম—মহানন্দ বিপ্র। ইনি নবগ্রামের নরসিংহ নাড়িয়ালের বংশজ।

সেই গ্রামে মহানন্দ মিশ্র মহাশয়।
পরম পণ্ডিত সর্ব্বগুণের আলয়॥
তাঁর কন্যা নাভাদেবী পরমা সুন্দরী।
কুবের আচার্য্য সনে বিয়া হৈল তাঁরি॥
(প্রেম ২৪)

শ্রীনাভাদেবীর সাত পুত্র। (অদ্বৈত আচার্য্য দেখ ।

নাভাজী—অগ্রদাসজীর শিষ্য। ডোমকুলের উজ্জ্বলতা-বিধায়ক। হিন্দী ভক্তমালের রচয়িতা। ইহার বাঙ্গালা অনুবাদ করিয়াছেন—লালদাস বা কৃষ্ণদাস [শ্রীনিবাস—আচার্য্য প্রভুর পঞ্চম অধস্তন], টীকা করিয়াছেন—প্রিয়দাসজি।

নারায়ণ—বৈদ্য। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর শাখা। ইহার চারি ভ্রাতা শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর দাস।

নারায়ন, কৃষ্ণদাস আর মনোহর।
দেবানন্দ, চারি ভাই—নিতাই-কিঙ্কর॥
(চৈ: চঃ আদি ১১।৪৬)

২ দামোদর পণ্ডিতের ভ্রাতা [জগন্নাথ দেখুন]
(বৈষ্ণব-বন্দনা)

নারায়ণ কবি—শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্য।

তবে প্রভু করিলেন নারায়ণ কবি প্রতি দয়া।
শরণ লইলে তিঁহো দিলা পদছায়া॥ (কর্ণা ১)

নারায়ণ গুপ্ত—শ্রীগৌরভক্ত, পরিচয় অজ্ঞাত।

শ্রীরাম পণ্ডিত বন্দো গুপ্ত নারায়ণ [বেষ্ণব-বন্দনা]

নারায়ণ ঘোষ—শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য।

নারায়ণ ঘোষ, শাখা-গৌরাঙ্গ দাস। (প্রেম ২০)

জয় নারায়ণ ঘোষ প্রেমভক্তিময়।
যাঁর গানে মত্ত শ্রীঠাকুর মহাশয় ॥ (নরো ১২)

নারায়ণ চৌধুরী—শ্রীনিবাস প্রভুর শিষ্য। গোয়াস পরগণার জয়পুরে ইহার নিবাস ছিল। ইনি শ্রীশ্রীগোবিন্দ বিগ্রহ স্বীয় গুরুদ্বারা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। (অনু ৭)

নারায়ণ দাস—ইনি শ্রীধাম বৃন্দাবনে বাস করিয়াছিলেন। কাহার গণ জানা যায় না। শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর শাখার নারায়ণ দাসও হইতে পারেন। যে সময়ে মথুরায় যবন-ভয়ে শ্রীশ্রীগোপাল বিগ্রহকে বিট্‌ঠলেশ্বর গৃহে লুকাইয়া রাখা হইয়াছিল, তখন শ্রীরূপগোস্বামির সঙ্গে যে যে ভক্ত শ্রীবিগ্রহ-দর্শনে গমন করিতেন, তন্মধ্যে ইঁহারও নাম পাওয়া যায়।

ম্লেচ্ছ ভয়ে আইলা গোপাল মথুরা নগরে।
একমাস রহিলা বিট্‌ঠলেশ্বর ঘরে॥
গোপালদাস আর দাস নারায়ণ।
(শ্রীরূপ) এই সব মুখ্য ভক্ত লঞা সঙ্গে।
শ্রীগোপাল দরশন কৈলা বহুরঙ্গে॥
(চৈঃ চঃ মধ্য ১৮।৫১)

২ শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর শাখা।
অনন্ত দাস, কানু পণ্ডিত, দাস নারায়ণ ॥
[চৈঃ চঃ আদি ১২।৬১]

৩ শ্রীরসিকানন্দ প্রভুর শিষ্য।
রসিকের শিষ্য নারায়ণ দাস খ্যাতা।
কৃষ্ণ বিনা আর নাহি জানে শুদ্ধচেতাঃ ॥
[রঃ মঃ পশ্চিম ১৪।৮৩]

সম্ভবতঃ ইনি শ্রীগোপীবল্লভপুরে রাসোৎসবে গোপীবেশে সজ্জিত অষ্ট শিশুর একজন।

৪ শ্রীনিবাস আচার্য্যপ্রভুর প্রপৌত্র শ্রীজগদানন্দ প্রভুর শিষ্য। ইনি শ্রীল দাস গোস্বামীকৃত 'মুক্তাচরিতে'র পয়ারে অনুবাদক। ১৬২৪ খৃঃ রচনা-কাল (?)।

নারায়ণ দাস ঠাকুর—শ্রীখণ্ড-বাস্তব্য সুপণ্ডিত, শাস্ত্রজ্ঞ ও পরম বৈষ্ণব। ইনি শ্রীগোপীনাথের সেবা করিতেন—ইঁহারই ঔরসে শ্রীমুকুন্দ ও শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের আবির্ভাব হয়। কেহ কেহ বলেন—ইনি গীতগোবিন্দের টীকা করিয়াছেন।

নারায়ণ পণ্ডিত—শ্রীচৈতন্য-শাখা।
নারায়ণ পণ্ডিত বড়ই উদার।
চৈতন্য-চরণ বিনু নাহি জানে আর ॥
[চৈঃ চঃ আদি ১০।৩৬]

নারায়ণ পৈড়ারি—শ্রীগদাধর পণ্ডিতের উপশাখা।
নারায়ণং পড়িয়ারিং গৌরপ্রেমসুধালয়ম্।
শ্রীগদাধরগৌরাঙ্গ সেবাসুখবিনোদিনম্ ॥
[শাঃ নিঃ ৫৭]

নারায়ণ বাচস্পতি—শ্রীগৌরভক্ত। পূর্বলীলায়—শৌরসেনী (গৌঃ গঃ ১৬৮)
কৃপা করি' দেহ বাচস্পতি নারায়ণ।
স্তুতি করি' যে বর পাইল ভক্তগণ ॥ [নামা ১৪৬]

নারায়ণ ভট্ট—শ্রীসনাতন গোস্বামিপাদের শিষ্য ও ভাস্করজির পুত্র। ১৬২০ সম্বতে ইনি উচগাঁয়ে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি রাসপ্রেমিক ছিলেন এবং শ্রীব্রজমণ্ডলে রাসলীলা প্রকটন করেন। 'ব্রজভক্তিবিলাস'-নামে এক বিশাল গ্রন্থে ইনি ব্রজের প্রতিগ্রামের চিত্র সুন্দর ভাষায় অঙ্কিত করিয়াছেন। নাভাজিকৃত ভক্তমালে ইঁহার কাহিনী আছে।

নারায়ণ মণ্ডল—শ্রীআচার্য্যপ্রভুর পরিবার [অনু ৭]

নারায়ণ রায়—শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য।
নারায়ণ রায় শিষ্য পরম উদার। (প্রেম ২০)
জয় নারায়ণ রায় পরম সুশান্ত।
সদা মত্ত দেখি' শ্রীবিগ্রহ রাধাকান্ত ॥ (নরো ১২)

নারায়ণ সরকার—বৈদ্য। শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুরের পিতৃদেব। শ্রীখণ্ড নিবাসী। (নরহরি সরকার দেখ)

নারায়ণ সান্ন্যাল – শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য।
নারায়ণ সান্ন্যাল আর মিশ্র পুরন্দর। (প্রেম ২০)

নারায়ণী দাসী—এই মহাভাগ্যবতী রমণী শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের ধাত্রীমাতা ছিলেন। (জয়া চৈঃ মঃ)

২ প্রসিদ্ধ শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের মাতাঠাকুরাণী।
(নরোত্তম ঠাকুর দেখ)
ভাগ্যবতী নাহি নারায়ণী সম।
যাঁর গর্ভে জন্মিলা ঠাকুর নরোত্তম ॥ (নরো ২)

নারায়ণী দেবী—প্রসিদ্ধ শ্রীবাস পণ্ডিতের অগ্রজ

শ্রীনলিন পণ্ডিতের কন্যা। পূর্বলীলায়—কিলিম্বিকা (গৌ: গ: ৪৩)। শ্রীচৈতন্যভাগবত-রচয়িতা ঠাকুর শ্রীবৃন্দাবন দাসের মাতাঠাকুরাণী। স্বামীর নাম—শ্রীবৈকুণ্ঠদাস বিপ্র।

কুমারহট্টে বিপ্র বৈকুণ্ঠনাথ যিঁহো।
তাঁর সহিত নারায়ণীর হইল বিবাহ॥
তাঁর গর্ভে জনমিলা বৃন্দাবন দাস॥ (প্রেম ২৩)

শ্রীবৃন্দাবন দাস যখন গর্ভে সেই সময়ে শ্রীনারায়ণীর স্বামীর পরলোক গমন হয়। এজন্য স্বামীগৃহ কুমারহট্ট বা হালিসহর গ্রাম ছাড়িয়া নারায়ণী নবদ্বীপে শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহে আগমন করেন। (বৃন্দাবন দাস ঠাকুর দেখ)

শ্রীমহাপ্রভু নারায়ণীকে বাল্যকাল হইতে বড়ই স্নেহ করিতেন। তাম্বুল চর্ব্বণ করিতে করিতে প্রভু ইঁহাকে প্রায়ই খাইতে দিতেন। ভক্তগণ এজন্য নারায়ণীকে মহাপ্রভুর "আলবাটী" বা পিক্‌দানী বলিয়া ডাকিতেন।

শ্রীলোচন দাস শ্রীচৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থ রচনা করিয়া নারায়ণীর পুত্র শ্রীল বৃন্দাবন দাসকে তাহা দর্শন করিতে দিলে শ্রীবৃন্দাবন দাস উক্ত গ্রন্থে সন্ন্যাসের পূর্ব্বদিনে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর সহিত মহাপ্রভুর সম্ভাষণ-কাহিনী অত্যুক্তি বোধে গ্রন্থখানিকে অগ্রাহ্য করেন; কিন্তু নারায়ণী দেবী একথা শ্রবণ করিয়া পুত্রকে বলেন—লোচন যাহা লিখিয়াছে, তাহা সত্য, কারণ সহচরীগণ বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে মহাপ্রভুর শয়ন কক্ষে প্রেরণ করিয়া মহাপ্রভুর প্রেমবার্ত্তা শ্রবন করিবার জন্য বর্হিভাগে দণ্ডায়মান থাকেন, আমিও তাঁহাদের সঙ্গে ছিলাম এবং লোচন যাহা বর্ণনা করিয়াছে, তাহাই শ্রবণ করয়াছি। মাতার মুখে লোচনের গ্রন্থের সত্যতা বুঝিয়া বৃন্দাবন দাস আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠেন।

২ শ্রীপাট মাহেশের কমলাকর পিপ্‌লাইর কন্যা।
নারায়ণী কন্যা বীরভদ্রে সমর্পিয়া।
সিদ্ধি প্রাপ্তি হৈল তার বৃন্দাবনে গিয়া।

৩ ইনি শ্রীনিত্যানন্দ-নন্দন শ্রীবীরভদ্র গোস্বামীর পত্নী। পিতার নাম—শ্রীযদুনন্দন আচার্য্য। মাতার নাম—শ্রীলক্ষ্মীদেবী। নারায়ণীর ভগ্নীর নাম—শ্রীমতী দেবী। দুই জনকেই শ্রীবীরভদ্র গোস্বামী বিবাহ করিয়াছিলেন।

(যদুনন্দন) তাঁর দুই দুহিতা শ্রীমতী, শ্রীনারায়ণী।
সৌন্দর্য্যের সীমাদ্ভুত অঙ্গের বলনী॥
(ভক্তি ১৩।২৫২)

শ্রীনিত্যানন্দ পত্নী জাহ্নবা মাতা দুই পুত্রবধূকেই দীক্ষা দান করিয়াছিলেন।

৪ শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শিষ্যা। স্বামীর নাম—শ্রীগঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী। কন্যার নাম—শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া। শ্রীনারায়ণী বৃন্দাবনে রাধাকুণ্ডে বাস করিয়াছিলেন।

শ্রীচক্রবর্ত্তীর পত্নী নাম নারায়ণী।
জগৎ-বিদিতা বিষ্ণুপ্রিয়ার জননী॥
(নরো ১২)

নাবড় শ্রীগর্ভ—শ্রীধাম নবদ্বীপে নিবাস ছিল।

নিত্যানন্দ প্রিয় বড় নাবড় শ্রীগর্ভ।
(জয়া চৈ: ম:)

নাসির মামুদ—মুসলমান বৈষ্ণব কবি। পদকল্পতরুর ১৩৩২ সংখ্যক পদটি ইহার রচনা। (নসির মামুদ)

(শ্রী) নিত্যানন্দ—বীরভূম জেলায় একচক্রাগ্রামে ১৩৯৫ শকের মাঘী শুক্লা ত্রয়োদশীতে আবির্ভাব। পিতা—হাড়াই পণ্ডিত বা হাড়ো ওঝা; মাতা—পদ্মাবতী। পিতামহ সুন্দরামল্ল নকড়ি বাড়ুরী। শাণ্ডিল্য-গোত্রীয় রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। দ্বাদশ বৎসর গৃহে অবস্থান পূর্বক জনৈক সন্ন্যাসীর (বিশ্বরূপের) সঙ্গে তীর্থ-পর্যটনে বহির্গত হন। বিশ বৎসর যাবৎ তীর্থাটন করত মথুরায় স্থিত হন। শ্রীগৌরাঙ্গের প্রকাশাবধি তথায় অপেক্ষা করিয়া শ্রীনবদ্বীপে শ্রীনন্দনাচার্যের গৃহে আগমন করেন এবং শ্রীগৌরাঙ্গ-সহিত মিলিত হন। পূর্ব্বনাম—কুবের। ইনি অবধূত ছিলেন। বিস্তৃত ইতিবৃত্ত শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি চরিতগ্রন্থে দ্রষ্টব্য। পূর্ব্ব লীলায়—বলদেব, শেষ ইত্যাদি (গৌ: গ: ৬৩-৬৪)।

নিত্যানন্দ অধিকারী—ইনি 'গৌরভক্তবিনোদিনী' নামে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের শ্লোকমালার সংস্কৃতে টীকা করিয়াছেন। (Vide Madras Govt. Mss Library R. N. 3013)।

নিত্যানন্দ চৌধুরী—শ্রীখণ্ডবাসী, শ্রীল সরকার ঠাকুরের শাখা।

নিত্যানন্দ দাস—ব্রাহ্মণ। শ্রীবংশীবদনের পুত্র। চৈতন্যদাসের ভ্রাতা। (বংশীবদন দেখ)

২ পূর্ব্ব নাম—বলরাম দাস। শ্রীজাহ্নবা মাতার শিষ্য। "প্রেমবিলাস" গ্রন্থ রচয়িতা। (প্রেম ২০)

৩ বৈদ্য। শ্রীজগদানন্দের ভ্রাতা। (জগদানন্দ দেখ)

৪ শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য।

ধর্ম্মদাস চৌধুরী আর নিত্যানন্দ দাস। (প্রেম২০)
জয় নিত্যানন্দদাস প্রেমভক্তিময়।
নিত্যানন্দগুণে যেঁহ মত্ত অতিশয়। (নরো ১২)

নিবারণ বিদ্যাবাগীশ—পক্কপল্লীর রাজা নরসিংহের সভাপণ্ডিত ও শেষে শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের শিষ্য।

নিবারণ, দুর্গাদাস—এই দুইজন।
বিদ্যাবাগীশ, বিদ্যারত্ন উপাধি হন ॥ (প্রেম ১৯)

নিমাই কবিরাজ—শ্রীনিবাস প্রভুর শিষ্য। নিমু ও নিমাই—দুই নামেই খ্যাত। বীরভূম-বাসী। ইঁহারা চারি ভ্রাতা। (অনুরাগবল্লী ৭)।

ভগবান্ কবিরাজ গুণের আলয়।
যার ভ্রাতা' রূপ, নিমু, বীরভৌমালয় ॥
(ভক্তি ১০।১৩৮)

তবে প্রভু কৃপা কৈলা নিমাই কবিরাজে।
রূপ কবিরাজের ভ্রাতা খ্যাত জগমাঝে ॥
নয়নের ধারা যার বহে অবিরাম।
পুলকে অমৃত তনু সদা বহে ঘাম ॥ (কর্ণা ১)

নিমানন্দ দাস—পদকর্ত্তা পদ-সঙ্কলয়িতা। ইনি পদকল্পতরুর আদর্শে '**পদরসসার**' সঙ্কলন করত ২৭০০ পদ একত্র করিয়াছেন। নিজস্ব রচনা ১৪৬টি ইহাতে অন্তর্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহার রচনা অতি সাধারণ।

নিমানন্দ সম্প্রদায়—

নিমানন্দ-সম্প্রদায় চলিলা প্রভু হৈতে।
প্রভুর নাম মধ্যে মুখ্য 'নিমাই পণ্ডিত'।
নিত্যানন্দ প্রভুর এ নামে অতিপ্রীত ॥
প্রভুর বৈষ্ণবগণে দেখি নদীয়ায়।
'নিমাই-সম্প্রদায়' বলি অদ্যাপিহ গায় ॥
নিমাই প্রদান কৈলা জগতে আনন্দ।
এই হেতু অবনী-বিখ্যাত **নিমানন্দ**।
[ভক্তি ৫।২১৬৪-৬৭]

নিমু গোপ—শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর শিষ্য। শ্রীপাট—ধারেন্দা।

নিমু গোপ, কানাই গোপ, হরিগোপ আর।
ধারেন্দা গ্রামেতে বাস হয় এ সবার ॥ (প্রেম ২০)

নিরঞ্জন-শ্রীরসিকানন্দ-শিষ্য। [রঃ মঃ পশ্চিম ১৪।১৩৭]

নির্লোম গঙ্গাদাস—শ্রীচৈতন্য-শাখা। পুরীধাম-বাসী।

নির্লোম গঙ্গাদাস, আর বিষ্ণুদাস।
এই সবের প্রভু সঙ্গে নীলাচলে বাস ॥
(চৈঃ চঃ আদি ১০।১৫১)

নীলমণি মুখুটী—শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য। ইনি পূর্ব্বে চাঁদরায়ের দলে থাকিয়া ডাকাতি করিতেন। পরে শ্রীঠাকুরের কৃপালাভে পরম বৈষ্ণব হইয়া যান।

"নীলমনি মুখুটী আর রামজয় চক্রবর্ত্তী।
পূর্ব্বে তারা চাঁদরায়ের সৈন্য যে আছিলা ॥
চাঁদরায়ের সনে বহু দস্যু বৃত্তি কৈলা।
ঠাকুর মহাশয়ের প্রভাব, জানি তাঁর মর্ম্ম ॥
সবে হইলেন শিষ্য ছাড়ি পূর্ব্ব কর্ম্ম ॥ (প্রেম ১৯)

নীলশ্যাম দাস—শ্রীরসিকানন্দ প্রভুর শিষ্য।
[র মঃ পশ্চিম ১৩।১৫৮]

নীলাম্বর—শ্রীচৈতন্য-শাখা।

তপন আচার্য্য আর রঘু, নীলাম্বর।
[চৈঃ চঃ আদি ১০।১৪৮]

ওহে নীলাম্বর! এই নিবেদি চরণে।
বৈষ্ণবের নিন্দা যেন না শুনি শ্রবণে ॥ [নামা ২৩১]

২ শ্রীরসিকানন্দ প্রভুর-শিষ্য। [রঃ মঃ পশ্চিম ১৪।১৪২]

নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী—শ্রীশচী মাতার পিতা। মহাপ্রভুর মাতামহ। শ্রীহট্ট হইতে নবদ্বীপের বেলপুখুরিয়াতে আসিয়া বাস করেন। *ইনি জ্যোতিষ-শাস্ত্রে পরম বিচক্ষণ ছিলেন। পূর্বলীলায় গর্গমুনি ও সুমুখ গোপ (গৌঃ গঃ ১০৪—৫)।

* লালমোহন বিদ্যানিধিকৃত "সম্বন্ধনির্ণয়" গ্রন্থে আছে—মহাপ্রভুর মাতুল বা শ্রীনীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর সন্তানের নাম বিষ্ণুদাস। ইনি প্রথম বিবাহ সাতসতী ঘরে ও দ্বিতীয় বিবাহ রাঢ়ী ঘরে করেন। শ্রীনীলাম্বরের গোত্র "রথীতর"।

নৃসিংহ কবিরাজ—শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্য। ভরতপুর কাঞ্চনগড়িয়ার অধিবাসী। ইনি অষ্ট কবিরাজের অন্যতম।

শ্রীনৃসিংহ কবিরাজ মহাকবি বিহো।
যাঁর ভ্রাতা নারায়ণ কবিশ্রেষ্ঠ তিঁহো॥
(ভক্তি ১০।১৩৬)

বিখ্যাত খেতুরীর উৎসবে ইনি উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীচৈতন্য দাস আদি যথা উত্তরিল।
শ্রীনৃসিংহ কবিরাজ তথায় নিয়োজিল॥ (নরো ৬)

২ নৃসিংহ চক্রবর্ত্তী শ্রীহরিরামাচার্য্যের বংশ্য শ্রীরাম-নিধির পুত্র এবং শ্রীনরহরি-ঘনশ্যামের দীক্ষাগুরু।

মোর ইষ্টদেব শ্রীনৃসিংহ চক্রবর্ত্তী।
জন্মে জন্মে সে চরণ সেবি এই আর্ত্তি॥ (নরো ১৩)

নৃসিংহ চৈতন্য—শ্রীশ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর-শাখা।

নৃসিংহ চৈতন্য, মীনকেতন রামদাস॥
(চৈঃ চঃ আদি ১১।৫৩)

শ্রীজাহ্নবা মাতার সহিত ইনি বিখ্যাত খেতুরীর উৎসবে গমন করিয়াছিলেন ও উৎসব-ক্ষেত্রে ভক্তগণকে মাল্যচন্দন প্রদান করিবার ভার পাইয়াছিলেন।

শ্রীঈশ্বরী নৃসিংহ চৈতন্যে নিদেশিলা।
তেঁহো শ্রীনিবাসাদি সবারে মালা দিলা॥
(ভক্তি ১০।৫১৯)

নৃসিংহ তীর্থ—শ্রীগৌর পার্ষদ নব সন্ন্যাসীর অন্যতম। নবযোগীন্দ্রের একতম [গৌঃ গঃ ৯৮—১০০]।

বিষ্ণুপুরী, কেশবপুরী, পুরী কৃষ্ণানন্দ।
শ্রীনৃসিংহ তীর্থ আর পুরী সুখানন্দ॥
[চৈঃ চঃ আদি ৯।১৪]

নৃসিংহ দেব—পদকর্ত্তা। ব্রজবুলিতে তোটকছন্দে রচিত দুইটি পদ কল্পতরুতে সমাহৃত হইয়াছে।

নৃসিংহ পুরী—শ্রীগৌর পার্ষদ সন্ন্যাসী।

হে নৃসিংহ পুরী! সে যাউক ছাড়েথারে।
বৃন্দাবনভূমে প্রীত যে জনা না করে॥
[নামা ২১৩]

নৃসিংহবল্লভমিত্র ঠাকুর—কাটোয়ার সাত ক্রোশ পশ্চিমে কাঁদড়া গ্রামের নিকট রাজুর গ্রামে কালীচরণ মিত্র বাস করিতেন। পুত্রাদি না হওয়ায় ইনি শ্রীশ্রীগদাধর পণ্ডিতের শিষ্য শ্রীমঙ্গল ঠাকুরের শরণাপন্ন হন ও তাঁহার বরে এই নৃসিংহবল্লভ জন্মগ্রহণ করেন। পরে নৃসিংহবল্লভ ১৬ বর্ষ বয়ক্রমে মঙ্গল ঠাকুরের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করত ময়নাডাল গ্রামে শ্রীমহাপ্রভুর শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। যে ভাস্কর ঐ বিগ্রহ নির্ম্মাণ করেন, তাঁহার নাম—কেনারাম। কেন্দুলীর নিকট সুকায়গ্রামে ইহার বাড়ী ছিল।

এই নৃসিংহ ঠাকুর কীর্ত্তন বিশারদ ছিলেন। ইনি যে সুরে কীর্ত্তন করিতেন, তাহার নাম "মনোহরসাহী"। উহা মনোহরসাহি পরগণায় হইয়াছিল বলিয়া ঐ নাম। *

নৃসিংহ ভিক্ষাদ্বারা গৌরসেবা চালাইতেন। সেইজন্য সেকালেও সিদ্ধান্নের ভোগের প্রথা ছিল। এক মুসলমান মসুর কলাই মানসিক দিতে আসায় নৃসিংহের পুত্র তাহাকে ফিরাইয়া দেন, পরে স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া মসুর ডাল গ্রহণ করেন। সেই অবধি বৎসরে একদিন মসুর ডালের ভোগ হয়। মহাপ্রভু এক রাত্রিতে সেবাইতগণ নিদ্রিত হইলে নিজের হাতের বালা মুদির দোকানে বন্ধক দিয়া চাল ডাল আনিয়া অতিথি সৎকার করিয়াছিলেন। ইহার পুত্র—হরেকৃষ্ণ সিদ্ধপুরুষ। এই বংশে বহু খ্যাতনামা কীর্ত্তন-গায়ক ও মৃদঙ্গ-বাদক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।

নৃসিংহ ভাদুড়ি—শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর গৃহিণী শ্রীসীতা-দেবীর পিতৃদেব। (প্রেম ২৪)

নৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী—আদি নাম 'প্রদ্যুম্ন' ছিল। মহাপ্রভু তাঁহাকে এই নাম দিয়াছেন।

শ্রীনৃসিংহ-উপাসক প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী।
প্রভু তাঁর নাম কৈলা—নৃসিংহানন্দ করি॥
[চৈঃ চঃ আদি ১০।৩৫]

একবার পুরীধামে মহাপ্রভু শ্রীশিবানন্দ সেনের ভাগিনেয় শ্রীকান্তকে বলিয়াছিলেন,—'এ বৎসরে গৌড়ীয় ভক্তগণকে পুরীধামে আসিতে নিষেধ করিও কারণ আমি পৌষমাসে তথায় যাইব।' প্রভুর আগমন হইবে শুনিয়া

* শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর সুরের নাম—"রেণেটী"। উহা রাণীহাটী পরগণায় হয়। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের সুরে নাম "গরাণহাটী"। উহা গরাণহাটা পরগণায় হয়।

ভক্তগণের আনন্দের পরিসীমা রহিল না। তাঁহারা দিন গণিতে লাগিলেন, কিন্তু পৌষমাস চলিয়া গেল, প্রভু আসিলেন না। ভক্তগণের দুঃখের অবধি নাই। শ্রীশিবানন্দ সেন ও পণ্ডিত শ্রীজগদানন্দ বিষাদ-সাগরে মগ্ন হইয়াছেন, এমত সময়ে শ্রীনৃসিংহানন্দ আসিয়া দুঃখের কারণ শ্রবণ করিয়া কহিলেন—

শুনি ব্রহ্মচারী কহে—'করহ সন্তোষে।
আমিত আনিব তাঁরে তৃতীয় দিবসে॥'

(চৈঃ চঃ অন্ত্য ২।৫১)

এই বলিয়া ব্রহ্মচারী ধ্যানে বসিলেন। দুইদিন দুইরাত্র চলিয়া গেলে তিনি বলিলেন—'প্রভুকে আনিয়াছি। পাণিহাটীতে শ্রীরাঘব পণ্ডিতের গৃহে তিনি আসিয়া পৌছিয়াছেন, কল্য তোমার গৃহে তাঁহার নিশ্চয়ই আগমন হইবে। তুমি পাক সামগ্রীর উদ্যোগ কর।'

দুইদিন ধ্যান করি শিবানন্দে কহিল।
পাণিহাটে গ্রামে আমি প্রভুরে আনিল॥
কালি মধ্যাহ্নে তিঁহো আসিবেন তোমার ঘরে।
পাক-সামগ্রী আন, আমি ভিক্ষা দিব তাঁরে॥ (ঐ)

আমার কথায় সন্দেহ করিও না। শ্রীশিবানন্দ রন্ধনের আয়োজন করিয়া দিলে ব্রহ্মচারী প্রাতঃকাল হইতে সুপ, পিঠা, ক্ষীর প্রভৃতি নানাবিধ দ্রব্য রন্ধন করিতে লাগিলেন। পরে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, শ্রীশ্রীজগন্নাথ এবং তাঁহার ইষ্ট-দেবতা শ্রীনরসিংহদেবকে ভোগ প্রদান করিয়া ধ্যানস্থ হইলে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব হইল এবং তিন ভোগই তিনি ভোজন করিলেন। ইহা দেখিয়া প্রেমভরে শ্রীনৃসিংহানন্দ প্রভুকে বলিলেন, 'শ্রীজগন্নাথ ও তুমি অভিন্ন, সেজন্য দুই জনের ভোগ তুমি খাইলে; তাহাতে আমার আপত্তি নাই, কিন্তু আমার শ্রীনরসিংহদেবের ভোগ তুমি কেন খাইলে? আমার ঠাকুর আজ যে উপবাসী রহিল, কাজেই আমাকেও উপবাস করিতে হইবে।' ব্রহ্মচারীর অন্তরে আনন্দ ধরিতেছে না, কিন্তু বাহ্যে তিনি হায় হায়' করিতে লাগিলেন। মহাপ্রভু ভোজন করিয়া পাণিহাটীতে রাঘব ভবনে বিশ্রাম করিতে চলিয়া গেলেন। এই সব ঘটনায় শ্রীশিবানন্দ সেনের বিশ্বাস হইল না। তিনি ভাবিলেন সত্যই কি প্রভুর আবির্ভাব হইল? না প্রেমা-বেশে ব্রহ্মচারী ঐরূপ করিতেছেন?' বর্ষান্তরে নীলাচলে ভক্ত-সম্মুখে প্রভু ইহা ব্যক্ত করিলে—

শুনি' ভক্তগণ মনে আশ্চর্য্য মানিলা।
শিবানন্দের মনে তবে প্রত্যয় জন্মিলা॥

(চৈঃ চঃ অন্ত্য ২।৭৮)

নেত্রানন্দ—শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর শিষ্য।

[রঃ মঃ দক্ষিণ ১।১৪]

[প]

পঞ্চতত্ত্ব—ভক্তরূপ, ভক্তস্বরূপ, ভক্তাবতার, ভক্ত ও ভক্তশক্তি—এই পঞ্চতত্ত্বরূপে প্রকাশিত স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য মহাপ্রভু। (গৌঃ গঃ ৯ ১২)

পদ্মগর্ভাচার্য্য—ব্রাহ্মণ। উপাধি-লাহিড়ী। ইনি মহাপ্রভুর মর্ম্মিভক্ত শ্রীলস্বরূপদামোদরের পিতৃদেব। ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে ভিটাদিয়া গ্রামে নিবাস ছিল। নবদ্বীপে আসিয়া শ্রীজয়রাম চক্রবর্তির কন্যাকে প্রথম বিবাহ করেন। পরে তথায় পুত্র শ্রীপুরুষোত্তম বা স্বরূপ দামোদর জন্মগ্রহণ করিলে তিনি পত্নী ও পুত্রকে নবদ্বীপে রাখিয়া বেদ, বেদান্ত ও দর্শনাদি পাঠ করিবার জন্য প্রথমতঃ মিথিলায় পরে বারাণসীতে গমন করেন।

এক পুত্র হৈল তাঁর বড় গুণবান্।
তাহার রাখিল শ্রীপুরুষোত্তম নাম॥
পত্নী পুত্রে পদ্মগর্ভ শ্বশুর বাড়ি রাখি'।
মিথিলায় চলিলেন পড়িতে উৎসুকী॥ (প্রেম ২৪)

মিথিলায় পদ্মগর্ভাচার্য্য শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীর গুরুদেব শ্রীলক্ষ্মীপতির নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন।

মাধবেন্দ্র পুরীর গুরু নাম লক্ষ্মীপতি।
গোপাল মন্ত্রেই দীক্ষা লক্ষ্মীপতি স্থানে॥ (ঐ)

মিথিলা হইতে পদ্মগর্ভাচার্য্য স্বগ্রাম ভিটাদিয়াতে গমন করেন এবং কিছুদিন পরে তথায় পুনরায় দুইটি বিবাহ করেন।

অধ্যয়ন শেষ করি' পদ্মগর্ভ মহামতি।
জন্মস্থান ভিটাদিয়া করিলা বসতি॥
ভিটাদিয়া আসি দুই বিবাহ করিল।
লক্ষ্মীনাথ আদি অনেক পুত্র হইলা॥ (প্রেম ২৪)

পদ্মগর্ভাচার্য্য "পৈঙ্গিরহস্য-ব্রাহ্মণভাষ্য", উপনিষদের দ্বৈতভাষ্য ও ক্রমদীপিকার টীকা প্রভৃতি করিয়াছিলেন।

পদ্মনাভ—শ্রীশ্রীরূপসনাতনের প্রপিতামহ এবং জগদ্গুরু সর্বজ্ঞের প্রপৌত্র। ইঁহার পিতা রূপেশ্বর কর্ণাটদেশ হইতে ভ্রাতৃবিরোধে পৌরস্ত্যদেশে আগমন করত রাজা শেখরেশ্বরের রাজ্যে বাস করেন। পরে বৃদ্ধ বয়সে ভাগীরথীতটপ্রান্তে নবহট্ট (নৈহাটি)-গ্রামে নব বাসস্থান নির্ম্মাণ করেন। এস্থানে রাজা দনুজমর্দন ইঁহাকে সাহায্য করিতেন। পদ্মনাভের আঠার কন্যা ও পাঁচ পুত্র। কনিষ্ঠ পুত্র মুকুন্দ, ইঁহার পুত্র কুমারদেব এবং তৎপুত্রই শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন ও শ্রীঅনুপম (বল্লভ)।

পদ্মনাভ চক্রবর্ত্তী—রাঢ়ী ব্রাহ্মণ। যশোহর জিলার তালখড়ি গ্রামে নিবাস ছিল। ইনি প্রসিদ্ধ শ্রীলোকনাথ গোস্বামীর পিতা। ইঁর নাম—শ্রীসীতাদেবী। শ্রীঅদ্বৈতের কৃপাপাত্র। (শ্রীলোকনাথ গোস্বামী দেখ)

পদ্মাবতী দেবী—শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর জননী। ইনি পূর্বলীলায় সুমিত্রা ও রোহিণী [গৌঃ গঃ ৪০]।

২ শ্রীনিবাস আচার্য্যের গৃহিণী। শ্রীমতী গৌরাঙ্গপ্রিয়াদেবীর পূর্ব্ব নাম। গোপালপুরবাসী রঘুচক্রবর্ত্তীর কন্যা (শ্রীগৌরাঙ্গপ্রিয়া দেখ)।

পরমানন্দ—শ্রীরসিকানন্দ প্রভুর শিষ্যত্রয়।

ব্রাহ্মণ পরমানন্দ অতি শুদ্ধচিত।
রসিক-কৃপায় হৈলা অতি সুপণ্ডিত॥
[রঃমঃ পশ্চিম ১৪।৮৪, ১০৭, ১৪৮]

পরমানন্দ অবধূত—শ্রীনিত্যানন্দ-শাখা।

শিবাই, নন্দাই, অবধূত, পরমানন্দ॥
(চৈঃ চঃ আদি ১১।৪৯)

এই কর' শ্রীপরমানন্দ অবধূত।
মোরে যেন প্রহার না করে যমদূত॥ [নামা ২৪৬]

পরমানন্দ উপাধ্যায়—শ্রীনিত্যানন্দ-শাখা।

নিত্যানন্দ-ভৃত্য পরমানন্দ উপাধ্যায়।
(চৈঃ চঃ আদি ১১।৪৪)

শ্রীপরমানন্দ উপাধ্যায়! কহি ওহে।
বিষয়ী অসত যেন নাহি পশে মোহে॥
[নামা ২৩৯]

পরমানন্দ কীর্ত্তনীয়া৷ ইনি কাশীধামে তপন মিশ্র, চন্দ্রশেখর আচার্য প্রভৃতি ভক্তগণের সহিত থাকিতেন এবং ভক্তগণকে কীর্ত্তন শ্রবণ করাইতেন। মহাপ্রভুর কাশী হইতে পুরীধামে গমন-সময়ে ইনি তাঁহার সঙ্গে যাইতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু প্রভু তাঁহাকে ঐস্থানে থাকিয়া কীর্ত্তন করিবার আজ্ঞা দিয়া ঝারিখণ্ডপথে নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তন।

তপন মিশ্র, রঘুনাথ, মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ।
চন্দ্রশেখর, কীর্ত্তনীয়া-পরমানন্দ পঞ্চ জন॥
(চৈঃ চঃ মধ্য ২৫।১৭২)

পরমানন্দ গুপ্ত—শ্রীনিত্যানন্দ-শাখা। শ্রীলনিত্যানন্দ প্রভু পূর্ব্বে ইঁহার গৃহে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। পূর্বলীলায় মঞ্জুমেধা। [গৌঃ গঃ ১৪৯, ১৯৯]

পরমানন্দ গুপ্ত—কৃষ্ণভক্ত মহামতি।
পূর্ব্বে যাঁর ঘরে নিত্যানন্দের বসতি॥
(চৈঃ চঃ আদি ১১।৪৫)

জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলেও ঐকথা আছে,—

প্রসিদ্ধ পরমানন্দ গুপ্ত মহাশয়।
পূর্ব্বে যাঁর ঘরে নিত্যানন্দের বসতি॥

পরমানন্দ পণ্ডিত শ্রীমহাপ্রভুর সতীর্থ।
[বৈষ্ণব-বন্দনা]

পরমানন্দ পুরী—শ্রীচৈতন্য শাখা। শ্রীচৈতন্যতরুর নব মূলের মধ্যে ইনি মধ্যমূল ছিলেন। শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য। ত্রিহুতে ইহার পূর্ব-নিবাস ছিল, পরে পুরীধামে আসিয়া মহাপ্রভুর নিকট অবস্থান করিয়াছিলেন। পূর্বলীলার উদ্ধব [গৌঃ গঃ ১১৮]।

পরমানন্দ পুরী আর স্বরূপ দামোদর।
[চৈঃ চঃ আদি ১০।১২৫]

দক্ষিণ দেশ ভ্রমণ-সময়ে মহাপ্রভু ঋষভ পর্বতে শ্রীশ্রীনারায়ণ দর্শনে করিয়া তথায় শ্রবণ করিলেন যে নিকটে শ্রীপরমানন্দ পুরী চাতুর্ম্মাস্য উপলক্ষে অবস্থান করিতেছেন, তখন তিনি দ্রুত গতিতে তাঁহাকে দর্শন করিতে চলিলেন।

পরমানন্দ তাঁহা রহে চতুর্ম্মাস।
শুনি' মহাপ্রভু গেলা পুরী গোসাঞির পাশ॥

পুরী গোঁসাঞির প্রভু কৈল চরণ-বন্দন।
প্রেমে পুরী গোঁসাঞি তারে কৈল আলিঙ্গন॥
[চৈঃ চঃ মধ্য ৯।১৬৮—৬৯]

মহাপ্রভু ঐস্থানে পুরীর সহিত তিন দিন অবিরত কৃষ্ণ কথায় উন্মত্ত হইয়া কাটাইয়াছিলেন। শ্রীপরমানন্দ-পুরী এস্থান হইতে নীলাচলে তৎপরে গঙ্গাস্নানজন্য-গৌড়ে ও শ্রীনবদ্বীপে আগমন করেন। মহাপ্রভু ঐ স্থান হইতে শ্রীশৈলে গমন করেন এবং পুরী গোস্বামিকে বলিলেন—"আপনি গৌড় হইতে শীঘ্র ফিরিয়া নীলাচলে আসিবেন। উভয়ে কৃষ্ণ কথায় দিন কাটাইব।"

পরমানন্দ বৈদ্য—প্রসিদ্ধ শ্রীগৌর-ভক্ত শ্রীজগদানন্দের পিতামহ (জগদানন্দ দেখ)।

পরমানন্দ ভট্টাচার্য্য—শ্রীধাম বৃন্দাবনবাসী, শ্রীগদাধর পণ্ডিতের গণ।

বন্দে শ্রীপরমানন্দং ভট্টাচার্য্যং রসপ্রিয়ম্।
রাধাগোবিন্দ-গৌরাঙ্গ-গদাধর-পদপ্রদম্॥
[শাঃ নিঃ ৪১]

শ্রীপরমানন্দ ভট্টাচার্য্য প্রেমরাশি।
শ্রীজীব গোস্বামী আদি বৃন্দাবনবাসী॥
(ভক্তি ১।২৬৭)

ইনি ও শ্রীলমধুপণ্ডিত দুই জনে বৃন্দাবনে একত্র থাকিতেন। শ্রীশ্রীগোপীনাথজী ইঁহাদের দর্শন দিয়াছিলেন। শ্রীমধুপণ্ডিত শ্রীগোপীনাথজীর সেবাইত হন।

শ্রীপরমানন্দ ভট্টাচার্য্য মহাশয়।
শ্রীমধুপণ্ডিত অতি গুণের আলয়॥
দুই প্রেমাধীন কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্রকুমার।
পরম দুর্গম চেষ্টা কহে সাধ্য কার॥
(ভক্তি ২।৪৭৫-৭৬)

পরমানন্দ মহাপাত্র—উড়িষ্যাদেশবাসী। শ্রীশ্রী-জগন্নাথদেবের কর্ম্মচারী। মহাপ্রভুর ভক্ত।

পরমানন্দ মহাপাত্র, ওঢ্র শিবানন্দ।
[চৈঃ চ. আদি ১০।১৩৫]

মহাপ্রভু দক্ষিণদেশ ভ্রমণ করিয়া পুরীতে আগমন করিলে শ্রীসার্বভৌম ভট্টাচার্য্য যখন প্রভুকে উড়িষ্যাবাসী ভক্তগণের পরিচয় দেন, তখন ইঁহারও নাম করিয়াছিলেন।

প্রহররাজ মহাপাত্র ইঁহো মহামতি।
পরমানন্দ মহাপাত্র ইঁহার সংহতি॥
(চৈঃ চঃ মধ্য ১০।৪৬)

পরমানন্দ সেন—কবি কর্ণপূরের পূর্ব নাম। শ্রীপুরীদাস নামেও ইনি খ্যাত। শ্রীশিবানন্দ সেনের পুত্র। ১৫২৪ খ্রীঃ অব্দে শ্রীপাট কাঞ্চনপল্লী বা কাঁচড়াপাড়ায় ইঁহার জন্ম। শ্রীপুরীদাসের বয়ঃক্রম যখন সাত বৎসর, সেই সময়ে তিনি পিতামাতার সহিত পুরীধামে মহাপ্রভুর নিকটে গমন করিয়াছিলেন। শ্রীশিবানন্দ সেনের পুত্রকে দেখিয়া প্রভু বড়ই আনন্দিত হইলেন এবং বালককে বলিলেন—"কৃষ্ণ বল"। প্রভু বার বার বলিলেও বালক নীরব রহিলেন, এজন্য মহাপ্রভু রহস্য করিয়া বলিলেন 'জগতের স্থাবরজঙ্গম পর্য্যন্ত সকলকেই আমি নাম লওয়াইলাম, কিন্তু এ বালককে পারিলাম না।' নিকটে স্বরূপদামোদর ছিলেন, তিনি বলিলেন,—'তাহা নহে, আপনি ইহাকে কৃষ্ণনাম বলিলেন, বালক তাহা ইষ্টমন্ত্রজ্ঞানে মনে মনে জপ করিতেছে।' প্রভু শুনিয়া হাস্য করিলেন।

অন্য এক দিবস মহাপ্রভু পুরীদাসকে শ্লোক বলিতে বলিলে সেই সাত বৎসরের বালক নিজেই তৎক্ষণাৎ রচনা করিয়া 'শ্রবসোঃ কুবলয়ম্' ইত্যাদি শ্লোক বলিলেন। ভক্তগণের বিস্ময়ের সীমা রহিল না।

সাত বৎসরের বালক, নাহিক অধ্যয়ন।
ঐছে শ্লোক করে, লোকে চমৎকার মন॥
[চৈঃ চঃ অন্ত্য ১৬।৭৫]

মহাপ্রভু ইঁহাকে কবিকর্ণপূর আখ্যা দিলেন। ইনি শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক, শ্রীচৈতন্যচরিত মহাকাব্য, গৌরগণোদ্দেশদীপিকা, আর্যাশতক, আনন্দবৃন্দাবনচম্পূ, কৃষ্ণাহ্নিককৌমুদী, অলঙ্কারকৌস্তভ প্রভৃতি রচনা করিয়াছেন। পদাবলী-সাহিত্যেও ইঁহার দান অনবদ্য।

পরমেশ্বর দাস—দ্বাদশ গোপালের অন্যতম; পদকর্ত্তা। ব্রাহ্মণ। শ্রীনিত্যানন্দ-শাখা। শ্রীপাট—কেতুগ্রাম বা কাউগ্রামে ছিল। তথা হইতে খড়দহে বাস করেন। পূর্বলীলার অর্জুন গোপাল [গৌঃ গঃ ১৩২]।

পরমেশ্বর দাস—নিত্যানন্দৈকশরণ।
কৃষ্ণ-ভক্তি পায় তাঁরে যে করে স্মরণ॥
(চৈঃ চঃ আদি ১১।২৯)

ইনি শ্রীবৃন্দাবন হইতে আগমন-কালে গরলগাছা গ্রামে কিছুদিন অবস্থান করিয়াছিলেন। শ্রীমতী জাহ্নবা দেবীর আজ্ঞায় তড়াআটপুরে শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন।

ঈশ্বরীর মনোবৃত্তি কে বুঝিতে পারে।
শ্রীপরমেশ্বরীদাসে কহে ধীরে ধীরে॥
'তড়াআটপুর গ্রামে শীঘ্র করি যাহ।
তথা রাধাকৃষ্ণ গোপীনাথ সেবা প্রতিষ্ঠাহ'॥
ঈশ্বরী-আজ্ঞায় শ্রীপরমেশ্বরী দাস।
রাধাগোপীনাথ সেবা করিলা প্রকাশ॥
(ভক্তি ১৩।২৪৪-৪৬)

ইনি শ্রীজাহ্নবাদেবীর সহিত শ্রীধাম বৃন্দাবনে গমন করেন। ইঁহার অনেক অলৌকিক শক্তি ছিল। একদা আকনামহেশ গ্রামে (হুগলী জেলার শ্রীরামপুর সাবডিভিসনের নিকট) শ্রীকমলাকর পিপলায়ের শ্রীপাটে হরিনাম সংকীর্ত্তন হইতেছিল। শ্রীপরমেশ্বরী দাস তথায় হরিপ্রেমে মাতোয়ারা হইয়া নাচিতেছিলেন, সেই সময়ে কতকগুলি পাষণ্ডলোক পথিমধ্যে একটি মৃত শৃগাল দেখিয়া উহাকে সংকীর্ত্তন দলের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া দেয়। অক্রোধ বৈষ্ণব প্রবর দুষ্টগণের প্রতি রুষ্ট হইলেন না, অধিকন্তু মৃত শৃগালটি জীবিত হইয়া চলিয়া গেল। বৈষ্ণব-বন্দনায় আছে—

পরমেশ্বর দাস বন্দিব সাবধানে।
শৃগালে লওয়ান নাম সংকীর্ত্তন স্থানে॥

(কথিত আছে যে ইনি একদা তড়াআটপুরে দুইখানি দন্তকাষ্ঠ প্রোথিত করেন—অতিসত্বর তাহা দুইটি প্রকাণ্ড বকুলবৃক্ষে পরিণত হয়। অদ্যাপি ঐ বৃক্ষদ্বয় বর্তমান। [সতীশ বাবুর ভূমিকা ১৪৯ পৃঃ])।

শ্রীনরোত্তম ঠাকুরে খড়দহে আগমন করিলে ইনি তাহাকে পুরীধামের পথের বিবরণ জ্ঞাপন করিয়াছিলেন।

শ্রীপরমেশ্বর দাস ব্যাকুল হইয়া।
পথের সন্ধান সব দিলেন বলিয়া॥ (ভক্তি ৮।২১৯)

বৈশাখী পূর্ণিমাতে ইঁহার তিরোভাব হয়।

পরমেশ্বর মোদক—জাতি মোদক। প্রভুর ভক্ত। নদীয়াধামে মহাপ্রভুর গৃহের নিকটে ইঁহার আবাস ও দোকান ছিল। ইঁহার পুত্রের নাম—মুকুন্দ।

নদীয়াবাসী মোদক তার নাম পরমেশ্বর।
মোদক বেচে, প্রভুর ঘরের নিকট তার ঘর॥
(চৈঃ চঃ অন্ত্য ১২।৫৪)

এই ভাগ্যবান্ প্রভুকে বাল্যকালে বড়ই ভালবাসিতেন। ইনি প্রভুকে স্বহস্তে প্রস্তুত নানাবিধ খাদ্য-দ্রব্য ভোজন করাইতেন। প্রভু সন্ন্যাস লইয়া শ্রীপুরীধামে চলিয়া গেলে মোদকমহাশয় পরে প্রভুকে দর্শন করিবার জন্য পুরীতে সস্ত্রীক গমন করেন। যে নিমাইকে তিনি উলঙ্গ অবস্থায় দেখিয়াছেন, যিনি নাড়ু খাইবার জন্য তাহার নিকট আব্দার করিতেন, আজ সেই নিমাই শ্রীভগবান্‌রূপে জগৎপূজ্য হইয়াছেন। পরমানন্দের আনন্দ আর ধরে না। প্রভু যদি ভুলিয়া গিয়া থাকেন, তাই দণ্ডবৎ করিয়া প্রভুকে বলিতেছেন—প্রভু "মুঞি পরমেশ্বরা।" প্রভু তাঁহাকে দেখিয়া সানন্দে কহিলেন—"পরমেশ্বর! সব কুশল ত," তখন পরমেশ্বর কহিলেন, "আজ্ঞা হাঁ, সব কুশল। মুকুন্দার মাতা পর্য্যন্ত আপনার দর্শনে আসিয়াছে।" (পরমেশ্বরের পুত্রের নাম মুকুন্দ) পরমেশ্বর জানেন না যে সন্ন্যাসীর স্ত্রী দর্শন নিষেধ; এমন কি, স্ত্রীলোকের কথা পর্য্যন্ত শুনিতে বারণ। তাই মুকুন্দের মাতার নাম শুনিয়া প্রভু ঈষৎ সঙ্কুচিত হইলেও সরল-স্বভাব পরমেশ্বরকে কিছু বলিলেন না, তাহার সরলতায় মোহিত হইয়া গেলেন।

মুকুন্দার মাতার নাম শুনি' প্রভু সঙ্কোচ হইলা।
তথাপি তাহার প্রীতে কিছু না বলিলা॥
প্রশ্রয় প্রাগল্ভ্য শুদ্ধ বৈদগ্ধী না জানে।
অন্তরে সুখী হইলা প্রভু তার সেই গুণে॥
[চৈঃ চঃ অন্ত্য ১২।৬০]

পরমেশ্বরী দাস—পূর্ব্বলীলাতে শ্রীঅর্জ্জুন সখা ছিলেন। কাটোয়ার উত্তর দিকে বিশখালা গ্রামে শ্রীপাট।

কৃষ্ণদাস, পরমেশ্বরী দাস—দুইজন।
গোপাল-ভাবে 'হৈ হৈ', করে অনুক্ষণ॥
(চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৫।২৪০)

সাঁচড়াতে পরমেশ্বর দাসের বসতি।
পরমেশ্বর অর্জ্জুন সখা পূর্ব্বে এই খ্যাতি ॥
হিরণগাঁ, সাঁচড়া, পাঁচড়া সর্ব্বজন কহে ॥ [পা-প]

পরশুরাম (বিপ্র)—চম্পকনগরীর মধুসূদন রায়ের পুত্র। ইনি 'কৃষ্ণমঙ্গল' ও 'মাধব-সঙ্গীত' নামক গ্রন্থদ্বয়ের প্রণেতা। দ্বাদশকল্য গ্রামে কুমার শ্যামশিখরের আশ্রয়ে থাকিয়া মাধব-সঙ্গীত রচনা করেন। ইনি আউলিয়া মনোহর দাসের নিকট বেশাশ্রয় করেন।

পাখিয়া গোপালদাস—অভিরাম দাসের "পাট-পর্যটন-মতে ইনি শ্রীঅভিরাম গোস্বামীর শিষ্য। শ্রীপাট—হেলাগ্রাম।

হেলাগ্রামে পাখিয়া গোপালদাসের স্থিতি ॥

পাথর হাজঙ্গ—শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ইহার নাম রাখেন—'জগন্নাথ দাস'। পাহাড়ীয়া অসভ্য জাতি। ময়মনসিংহ জেলার সেরপুর পরগণার উত্তরে যে সব পাহাড় আছে, তথায় ফায়ো হাজঙ্গ প্রভৃতি অসভ্য জাতিগণের বাস। পাথর হাজঙ্গের নিবাস ঐ স্থানে ছিল। পাথরের দেহে অসীম বল ছিল। কোন কারণে পাথরের সহিত আত্মীয়-গণের বিবাদ হয়, এজন্য পাথর মর্মান্তিক দুঃখ পাইয়া আত্মহত্যা করিবার জন্য গৃহ হইতে বহির্গত হন। সে ১১৪০ সালের কথা। প্রাণত্যাগ করিতে যাইবার সময়ে অলক্ষ্যে কে একজন সুন্দর পুরুষ 'দেও' (দেবতা) তাঁহাকে পুরীধামে যাইবার জন্য আজ্ঞা করেন। দেব আজ্ঞায় পাথর প্রাণত্যাগের সংকল্প পরিত্যাগ করিয়া পুরীর উদ্দেশে চলিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার হস্তে একটিও মাত্রও কড়ি নাই। ব্রহ্মপুত্র-তীরে পৌঁছিলে মাঝি পারের জন্য ১০ কাহণ কড়ি চাহিল। কপর্দ্দক-শূন্য পাথর কি করিয়া পার হইবেন ভাবিতে ভাবিতে শেষে তিনি জলে ঝম্প দিয়া পড়িলেন। অদৃশ্য পরপার এবং বেগবান্ স্রোতের প্রতি তাহার লক্ষ্য হইল না। সমস্ত দিন ভীম পরাক্রান্ত নদীতে সাঁতার দিয়া সন্ধ্যাবেলা তিনি তীরে উঠিলেন।

সেই সময়ে সুসঙ্গের মহারাজ নৌকাযোগে তীর্থভ্রমণে যাইতেছিলেন, পাথরের এই অদ্ভুত বীরত্ব এবং পুরীধাম-গমনের প্রবল আকাঙ্খা দেখিয়া সযত্নে তাঁহাকে আশ্রয় দান করিয়া পুরীতে পৌঁছাইয়া দিলেন।

পুরীধামে উপস্থিত হইয়া পাথর দেবতার উদ্দেশ করিতে করিতে দেখিতে পাইলেন রথযাত্রা হইতেছে, আর তাহার অগ্রে অগ্রে সংকীর্তন, তন্মধ্যে অপূর্ব এক মনুষ্যের নৃত্য। পাথরের প্রাণ মোহিত হইয়া গেল। তিনি সেই কীর্ত্তন দেখিয়া বাহ্য হারাইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন।

পরে শ্রীবাস পণ্ডিত পাথরের প্রেম দর্শনে মহাপ্রভুকে জিজ্ঞাসা করিলেন "ঐ ভক্ত কে?" প্রভু তখন হাস্য করিয়া শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর দিকে ইঙ্গিত করাতে তিনি পাথরকে কোলে লইয়া আলিঙ্গন করিলেন। পাথরের হৃদয় একেবারে শীতল হইয়া গেল। তাহার পর পাথর সমুদ্রে স্নান করিয়া আসিলে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু তাঁহাকে দীক্ষা প্রদান করিলেন। পাথরের বৈষ্ণব নাম হইল—জগন্নাথ দাস। কিছুদিন পরে পাথর শ্রীনিত্যানন্দের আজ্ঞায় স্বদেশে আগমন করেন ও তাঁহার আত্মীয়বর্গকে মধুর হরিনাম প্রদান করেন।

প্রথমতঃ তিনি দেশে গিয়া পল্লী-সান্নিধ্যে একটি তুলসী-মঞ্চ নির্মাণ করিয়া সাত দিন অনাহারে অনিদ্রায় উচ্চৈঃস্বরে শ্রীহরিনাম করিতে থাকেন। তাহার ভাবদর্শনে অসভ্য গ্রামবাসীগণ দেবতার অনুগৃহীত ভাবিয়া তাঁহার চরণাশ্রয় করিতে থাকে। অতি অল্পদিনের মধ্যেই ঐসকল স্থানের পার্বত্য অসভ্যজাতিগণ দলে দলে আসিয়া পাথরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন; অদ্যাপি পাথর হাজঙ্গ বা জগন্নাথ দাসের বংশধরগণ বর্ত্তমান আছেন। ইঁহাদের আবালবৃদ্ধবনিতা হরিনামে পাগল। ইঁহারা সকলেই শ্রীমূর্ত্তির সেবা করেন। সকলেরই "পাথর" উপাধি। ইঁহারা "লুকোর গাদির" শ্রীনিত্যানন্দবংশীয় গোস্বামিগণের শিষ্য।

পান্থুয়া গোপাল (পর্ণিগোপাল)—বীরভূম জিলায় মঙ্গলডিহি গ্রামের ঠাকুর-বংশের আদি পুরুষ। (খৃঃ ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমভাগে) শ্রীমন্ মহাপ্রভুর পার্ষদ শ্রীসুন্দরানন্দ-গোপালের শিষ্য। পান্থুয়ার পূর্ব নাম—গোপালচন্দ্র। পান বিক্রয় করিয়া ইষ্টদেবের সেবা করিতেন বলিয়া পান্থুয়া' বা 'পর্ণিগোপাল' নাম। ইহার পিতা—মন্মথ। কাম্যবনবাসী শ্রীধ্রুবগোস্বামী স্বপূজিত শ্রীকৃষ্ণবলরাম-বিগ্রহ লইয়া তীর্থ-পর্য্যটনক্রমে এই গ্রামে আসেন, পান্থুয়ার আতিথেয়তায় সন্তুষ্ট হন এবং তাঁহার সহিত সখ্যসূত্রে আবদ্ধ হইয়া শ্রীশ্যাম-

চাঁদও শ্রীবলরাম-সেবা এস্থানে রাখিয়া শ্রীক্ষেত্রে গমন করেন। প্রবাদ আছে যে পর্ণিগোপালের সহিত ফকির সাহ আবদুল্লার বন্ধুত্ব ছিল। আবদুল্লার প্রেরিত অন্ন পানুয়া ঠাকুর পুষ্পে পরিণত করিয়াছিলেন। শ্যামচন্দ্রোদয়ে লিখিত আছে

"যবনান্নং কৃতং পুষ্পং ব্যাঘ্রে মন্ত্র প্রদায়কম্।
তং নত্বা পর্ণিগোপালং ক্রিয়তে পুস্তকং ময়া॥"

সেই কাল হইতে পানুয়ার বংশধরগণ ঐ সেবা করিতেছেন। অনন্ত, কিশোর, হরিচরণ লক্ষ্মণ ও কানুরাম - এই পাঁচ শিষ্য পানুয়ার উত্তরাধিকারী হন। লক্ষ্মণ ও কানুরামের শিষ্য-গণই বর্ত্তমানে শ্রীশ্রীশ্যামচাঁদের সেবা চালাইতেছেন। কানুরামের পুত্র—গোপালচরণ,ইহার দুই পুত্র গোকুলানন্দ (গোকুলচন্দ্র) ও নয়নানন্দ। জ্যেষ্ঠ সুগায়ক ও পদাবলি-লেখক। নয়নানন্দকে বুকে ধরিয়া মঙ্গলডিহি কৃতার্থ হইয়াছে। ইঁহার রচিত—**শ্রীকৃষ্ণভক্তিরসকদম্ব** (১৬৫২ শকাব্দায়) এবং **প্রেমোভক্তিরসার্ণব** (১৬৫৩ শাকে) গ্রন্থদ্বয় সখ্যরসের সুপরিপাটী ও ভজন নির্ণায়ক। এতদ্ব্যতীত তিনি পদকর্ত্তাও ছিলেন। গোকুলানন্দের পুত্র জগদানন্দ বঙ্গভাষায় ত্রিপদীছন্দে '**শ্রীশ্রীশ্যামচন্দ্রোদয়**' এবং বহু পদাবলী রচনা করেন। গোকুলানন্দের পৌত্র দ্বারকানাথ ঠাকুর **শ্রীগোবিন্দবল্লভ**-নামক সঙ্গীত-নাটক প্রণয়ন করেন। ইঁহারা সকলেই সখ্যরসের উপাসক। প্রতি গ্রন্থেই সখ্যরস সমুল্লসিত হইয়াছে।

পার্ব্বতীনাথ মুখুটি—শ্রীবীরচন্দ্র প্রভুর জামাতা ও ভুবনমোহিনীর স্বামী (প্রেম—২৪)।

পাষণ্ডগণ—শ্রীমতী জাহ্নবা মাতা যখন শ্রীবৃন্দাবনে গমন করেন, তখন পথিমধ্যে কতকগুলি পাষণ্ড তাঁহাকে ঠাট্টা বিদ্রূপ ও কুকথা বলিতে থাকেন। মাতা তাঁহাদের কথায় কর্ণপাত না করিয়া তথায় রাত্রি যাপন করিলেন, কিন্তু পরদিন প্রাতঃকালে সেইসব দুর্ব্বৃত্তগণের অপূর্ব ভাব হইল তাঁহারা মাতার শ্রীচরণে পতিত হইয়া উদ্ধারের জন্য কাঁদিতে লাগিলেন। তিনি তাঁহাদিগকে প্রেমধন দিয়া পবিত্র করিয়া দিলেন।

পরদিন প্রাতে যত পাষণ্ডির দলে।
আসিয়া পড়িল ঠাকুরাণী-পদতলে॥
জাহ্নবা ঈশ্বরী মোর দয়ার সাগর।
অনুগ্রহ কৈলা, সবে হইলা পরিকর॥ (প্রেম ১৯)

পীতাম্বর- শ্রীনিত্যানন্দ-শাখা। পূর্বলীলায় কাবেরী [গৌঃ গঃ ১৬৮]।

পীতাম্বর মাধবাচার্য্য, দাস দামোদর।
[চৈঃ চঃ আঃ ১১।৫২]

২—পণ্ডিত দামোদরের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা।

বন্দো মহানিরীহ পণ্ডিত দামোদর।
পীতাম্বর বন্দো তাঁর জ্যেষ্ঠ সহোদর।

পীতাম্বর দাস—পিতার নাম রামগোপাল দাস। শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুরের শাখা এবং শ্রীশচীনন্দন ঠাকুরের শিষ্য। "রসমঞ্জরী"-নামক 'পদাবলী'-গ্রন্থ প্রণেতা।
(চক্রপাণি চৌধুরী দ্রষ্টব্য)

পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি—বারেন্দ্রশ্রেণীর ব্রাহ্মণ। পূর্ব-লীলায় রাজা বৃষভানু। চক্রশালার জমিদার, নবদ্বীপেও গৃহবিত্ত ছিল। পত্নীর নাম—রত্নাবতী। পিতার নাম—বাণেশ্বর ব্রহ্মচারী। মাতার নাম—গঙ্গাদেবী। ইনি শ্রীশ্রীমাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য। শ্রীচৈতন্য-শাখা।

পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি বড় শাখা জানি।
যাঁর নাম লঞা প্রভু কান্দিলা আপনি॥
[চৈঃ চঃ আঃ ১০।১৪]

শ্রীগদাধর পণ্ডিতের পিতা মাধব মিশ্রের সহিত ইঁহার বন্ধুত্ব ছিল। পুণ্ডরীক রাজর্ষির ন্যায় ছিলেন। বিষয়কর্ম, ভোগবিলাস সমুদয়ই করিতেন। ইঁহাকে দেখিয়া হঠাৎ বৈষ্ণব-বুদ্ধি হইত না। মহাপ্রভু যখন নবদ্বীপ লীলা করেন, তখন একদা "বাপ পুণ্ডরীক! বাপ পুণ্ডরীক!" বলিয়া ক্রন্দন করিয়াছিলেন। উভয়ের মধ্যে তখন আদৌ পরিচয় ছিল না। শ্রীমদ্গদাধর পণ্ডিত পুণ্ডরীককে ভোগবিলাসে রত থাকিতে দেখিয়া প্রথমে চিনিতে পারেন নাই, এজন্য ইহার উপর বিরক্ত হন। পরে পুণ্ডরীকের অদ্ভুত প্রেম দর্শনে তিনি অনুতপ্ত হইয়া উহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

চট্টগ্রামের চক্রশালা গ্রামে জমিদার।
অতিধনী হয়—অতি শুদ্ধাচার॥

বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ হয়, কুলাংশে উত্তম।
পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি হয় তাঁর নাম ॥
কখন চাটিগ্রামে করয়ে বসতি।
নবদ্বীপে আসি কখন করেন স্থিতি ॥
মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য এই মহাশয় ॥ (প্রেম ২২)

পুণ্ডরীক বাল্যকাল হইতে বৈষ্ণবধর্মানুরাগী ও হরিপ্রেমে মাতোয়ারা। পাণ্ডিত্যেও ইঁহার যশঃসৌরভ ছড়াইয়া পড়ে।

পুণ্ডরীক-স্থাপিত শ্রীশ্রীলক্ষ্মীগোবিন্দ বিগ্রহ অদ্যাপি বর্ত্তমান আছেন। তাঁহার জন্মভূমিতে তাঁহার স্বহস্ত লিখিত এক মৃত্তিকার ঘট এখনও রহিয়াছে। দেবমন্দিরের উর্দ্ধদিকে দুইটী সংস্কৃত শ্লোকযুক্ত ফলক দৃষ্ট হয়। ১৯০০ মঘী সালের অগ্নিদাহে উহা বিকৃত হইলেও চেষ্টা করিলে পাঠোদ্ধার হইতে পারে। চট্টগ্রামের কালেক্টরীতে ১৭৭৯৭ নং তৌজিতে বাণেশ্বর ব্রহ্মচারীর এবং ২৬৮৩৭ ও ১৭৭৮১ নং তৌজিতে বিদ্যানিধির নাম দেখিতে পাওয়া যায়। এখনও ঐনামে রোডসেস্ দেওয়া হয়। মেখলাতে বিদ্যানিধি হইতে ১৩শ অধস্তন পুরুষগণের বাস এখনও আছে।

পুণ্ডরীকাক্ষ—শ্রীবৃন্দাবনবাসী ভক্ত।

পুণ্ডরীকাক্ষ, ঈশান, আর লঘু হরিদাস।
[চৈঃ চঃ মধ্য ১৮।৫২]

বল্লভাচার্য্য পুত্র বিঠ্ঠলেশ্বরের গৃহে ম্লেচ্ছ-ভয়ে যখন শ্রীশ্রীগোপালদেবকে লুকাইয়া রাখা হইয়াছিল, তখন শ্রীরূপগোস্বামীর সঙ্গে বহু ভক্ত শ্রীমূর্ত্তিকে দর্শনজন্য এক মাস ঐস্থানে ছিলেন। উহাতে পুণ্ডরীকাক্ষেরও নাম আছে।

পুরন্দর আচার্য্য—শ্রীচৈতন্য-শাখা, মহাপ্রভুর পিতৃদেব শ্রীশ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ও "আচার্য্য পুরন্দর" আখ্যা ছিল। এজন্য মহাপ্রভু ইহাকে ভক্তিভাবে "পিতা" বলিয়া ডাকিতেন।

চৈতন্য-পার্ষদ—শ্রীআচার্য্য পুরন্দর।
পিতা করি' যারে বলে গৌরাঙ্গসুন্দর ॥
[চৈঃ চঃ আদি ১০।৩০]

পুরন্দর খাঁ—প্রকৃত নাম—গোপীনাথ বসু। দক্ষিণ-রাঢ়ী কায়স্থ। হুগলী জেলার শেয়াখালা গ্রামে বাস ছিল। এখনও "পুরন্দরগড়" ঐস্থানে বর্ত্তমান আছে। ইনি হোসেন সা বাদসার উজির ছিলেন। ইঁহার পিতামহের নাম—সুবুদ্ধি খাঁ। তিনিও গৌড়ের বাদসাহের নিকটে চাকরী করিতেন। ইঁহারা মহাপ্রভুর ভক্ত।
(হোসেন সাহ দ্রষ্টব্য)

পুরন্দর পণ্ডিত—২৪ পরগণার শ্রীপাট খড়দহ নিবাসী শ্রীনিত্যানন্দ শাখা।

নিত্যানন্দ-প্রিয় পণ্ডিত পুরন্দর।
প্রেমার্ণব-মধ্যে ফিরে যৈছন মন্দর ॥
[চৈঃ চঃ আদি ১১।১৮]

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভু যখন শ্রীপাট খড়দহে বসতি করেন, তাহার পূর্ব হইতে পুরন্দর পণ্ডিতের ঐ স্থানে দেবালয়াদি ছিল বলিয়া জানা যায়।

খড়দহে প্রভু পদ্মাবতীর তনয়।
নিরন্তর সংকীর্ত্তনে মত্ত অতিশয় ॥
পুরন্দর পণ্ডিতের দেবালয় যথা।
ব্রহ্মার দুর্ল্লভ প্রেম প্রকাশিলা তথা ॥
(ভক্তি ৮।১৬৫-৫৫)

খড়দহে আসি প্রভু নিজগণ সঙ্গে।
পুরন্দর পণ্ডিতের দেবালয়ে রহে ॥
প্রভু নিত্যানন্দ পুরন্দর পণ্ডিতেরে।
ডুবাইলেন সংকীর্ত্তন সুখের সাগরে ॥
শ্রীচৈতন্যদাস মুরারি পণ্ডিত যত।
সবেই হইল সংকীর্ত্তনে উনমত ॥
খড়দহে নিত্যানন্দ নাচিয়া নাচিয়া।
বিলায় দুর্লভ ধন যাচিয়া যাচিয়া ॥
[ভক্তি ১২।৩৭০২-৫]

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ইঁহার গৃহে আগমন করিয়া নৃত্যগীত করিতেন; আবার পুরীধামে ইনি মহাপ্রভুর সঙ্গেও থাকিতেন। মহাপ্রভুর আজ্ঞায় যখন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু গৌড়ে প্রেম প্রচারের জন্য আগমন করিয়াছিলেন, তখন পুরন্দর পণ্ডিত তাঁহার সহিত আগমন করেন।

পুরন্দর পণ্ডিত গাছেতে গিয়া চড়ে।
মুঞিরে 'অঙ্গদ' বলি লাফ দিয়া পড়ে ॥
(চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৫।২৪১)

তবে আইলেন প্রভু খড়দহ গ্রামে।

পুরন্দর পণ্ডিতের দেবালয়স্থানে॥ ঐ ৪২৩

কিন্তু 'বৈষ্ণব-আচারদর্পণে' লিখিত আছে যে পুরন্দর পণ্ডিতের শ্রীপাট "পাড়পুরে"।

পুরন্দর মিশ্র—শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য।

"নারায়ণ সান্ন্যাল আর মিশ্র পুরন্দর।"

[প্রেম ২০]

পুরুষোত্তম—শ্রীচৈতন্য শাখা। মহাপ্রভুর ছাত্র ও কীর্ত্তনসঙ্গী।

প্রভুর পড়ুয়া দুই পুরুষোত্তম, সঞ্জয়।

ব্যাকরণে মুখ্য শিষ্য দুই মহাশয়॥

[চৈঃ চঃ আ ১০।৭২]

অনেকে "সঞ্জয়"টীকে পুরুষোত্তমের উপাধি মনে করেন, কিন্তু পয়ারটি প্রকৃতপক্ষে দুইজনকেই বুঝাইতেছে।

২ নবদ্বীপবাসী গৌরভক্ত।

রত্নাকর-সুত বন্দো পুরুষোত্তম নাম॥

নদীয়া-বসতি যাঁর দিব্য তেজোধাম॥

[বৈষ্ণব বন্দনা]

৩ শ্রীচৈতন্য-শাখা।

পুরুষোত্তম, শ্রীগালীম, জগন্নাথ দাস।

(চৈঃ চঃ আদি ১০।১১২)

৪ শ্রীচৈতন্য-শাখা, কুলীনগ্রাম-বাসী।

যদুনাথ, পুরুষোত্তম, শঙ্কর, বিদ্যানন্দ॥

(চৈঃ চঃ আ ১০।৮০)

৫ শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর শিষ্য, শ্রীপাট—নৃসিংহপুর (মতান্তরে—কাশিয়াড়ি)।

ধ্রুবানন্দ, পুরুষোত্তম আর হরিদাস।

শ্যামানন্দের প্রিয় শিষ্য নৃসিংহপুরে বাস॥

(প্রেম-২০]

৬ শ্রীরসিকানন্দ প্রভুর শিষ্য। [রঃ ম পশ্চিম ১৪।১৫০]

৭ শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য।

পুরুষোত্তম, গোকুলদাস আর হরিদাস।

(প্রেম ২০)

পুরুষোত্তম আচার্য—মহাপ্রভুর মর্মিভক্ত স্বরূপ দামোদরের পূর্বাশ্রমের নাম।

সন্ন্যাস আশ্রমের নাম স্বরূপ দামোদর॥

(স্বরূপ দামোদর দ্রষ্টব্য ; প্রেম ২০)

পুরুষোত্তম গুপ্ত—শ্রীচৈতন্য-মঙ্গল প্রণেতা শ্রীলোচন দাসের মাতামহ (লোচনদাস দ্রষ্টব্য)।

পুরুষোত্তম চক্রবর্ত্তী—শ্রীনিবাস আচার্য্যের পুত্র শ্রীগতিগোবিন্দের শিষ্য।

শ্রীপুরুষোত্তম চক্রবর্ত্তী আর শিষ্য তাঁর॥

(কর্ণা ২)

পুরুষোত্তম জানা—উড়িষ্যার স্বাধীন নরপতি গজপতি প্রতাপরুদ্রদেবের পুত্র। শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামির শিষ্য।

মহারাজা প্রতাপরুদ্রের কুমার।

'পুরুষোত্তম জানা' নাম, সর্বাংশে সুন্দর॥

[ভক্তি ৬।৬৫]

শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীশ্রীরাধাবিনোদ ও শ্রীশ্রীমদনমোহন জীউর বামে শ্রীশ্রীরাধারাণী ছিলেন না। পুরুষোত্তম এই সংবাদ অবগত হইয়া শ্রীবৃন্দাবনধামে দুইটী শ্রীমতীর মূর্ত্তি পাঠাইয়া দেন, কিন্তু শ্রীশ্রীমদনমোহন সেবায়েৎ ব্রাহ্মণের নিকট স্বপ্নাদেশ দেন যে—"যে দুইটি মূর্ত্তি আসিয়াছেন, তন্মধ্যে যিনি আকারে ক্ষুদ্র তিনিই শ্রীমতী রাধা এবং অন্যটী ললিতাদেবী। রাধিকাকে আমার বামভাগে এবং ললিতা দেবীকে আমার দক্ষিণ দিকে বসাইয়া দাও।" ইহাতে কিন্তু শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবের বামভাগ শূন্য রহিল। পুরুষোত্তম এ সংবাদ জানিতে পারিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন এবং শ্রীগোবিন্দের জন্যও একটি স্বতন্ত্র শ্রীমতীর মূর্ত্তি নির্মাণ করিতে আজ্ঞা দিলেন; কিন্তু সেই রাত্রেই গোবিন্দদেব তাহাকে স্বপ্নযোগে বলেন—পুরীধামে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের চক্রবেড়ের মধ্যে লক্ষ্মীঠাকুরাণী নামে যিনি পূজিত হইয়া আসিতেছেন, তিনি লক্ষ্মী নহেন, তিনি শ্রীমতী রাধিকা দেবী, তাঁহাকে আমার নিকট পাঠাইয়া দাও।"

সাধনদীপিকায় উক্ত লক্ষ্মীঠাকুরাণী বিগ্রহের একটু ইতিহাস আছে। উক্ত বিগ্রহ পূর্বে শ্রীবৃন্দাবনেই ছিলেন। কোন ভক্ত উৎকল দেশে আনয়ন করেন। তৎপরে উৎকলের রাধানগর-নিবাসী বৃহদ্ভানু নামে একজন দাক্ষিণাত্যের ব্রাহ্মণ উহাকে স্বগৃহে আনয়নপূর্বক সেবা

করিতে থাকেন। তাঁহার-স্বধাম গমনের পর উড়িষ্যার কোন ভক্ত রাজা ঐ স্থানে শ্রীমতীকে লইয়া আসিয়া শ্রীশ্রী-জগন্নাথদেবের চক্রবেড়ের মধ্যে পরম যত্নে রক্ষা করেন, কিন্তু পূজারীরা ইহাকে লক্ষ্মীজ্ঞানেই পূজা করিয়া আসিতে-ছিলেন। পুরুষোত্তম জানা স্বপ্ন দেখিয়া মহাসমারোহে শ্রীমতীকে শ্রীগোবিন্দদেবের নিকট পাঠাইয়া দেন। [সাধনদীপিকা ১২৮—২৯ পৃঃ]

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে রাজা প্রতাপরুদ্রদেবের এবং তদীয় পুত্রের সৌভাগ্যের বিষয় বর্ণিত আছে। মহাপ্রভু প্রতিষ্ঠা-ভয়ে রাজদর্শন করিতেন না। রাজা প্রতাপ-রুদ্রদেব প্রভুর সঙ্গলাভের জন্য বিস্তর চেষ্টা করিয়াও বিফলমনোরথ হইলেন। পরিশেষে রাজার আগ্রহাধিক্য বুঝিয়া তিনি আজ্ঞা করিলেন 'রাজপুত্রকে আমার নিকট লইয়া আসিতে পার', রাজপুত্র শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর সম্মুখে নীত হইলেন এবং তিনি মহাপ্রভুর কৃপা প্রাপ্ত হইয়া ধন্য হইলেন। প্রভুও রাজকুমারকে দেখিয়া মোহিত হইলেন।

সুন্দর, রাজার পুত্র— শ্যামল বরণ।
পীতাম্বর, ধরে অঙ্গে রত্ন-আভরণ ॥
কৃষ্ণ-স্মরণের-তেঁহ হইলা উদ্দীপন ॥
প্রভু-স্পর্শে রাজপুত্রের হৈল প্রেমাবেশ।
স্বেদ, কম্প অশ্রু, স্তম্ভ, পুলক-বিশেষ ॥
'কৃষ্ণ', 'কৃষ্ণ', কহে নাচে করয়ে রোদন।
তার ভাগ্য দেখি' শ্লাঘা করে ভক্তগণ ॥
[চৈঃ চঃ মধ্য ১২।৫৮—৬৮]

প্রভু রাজকুমারকে নিত্য আসিবার জন্য আজ্ঞা দিয়াছিলেন।

পুরুষোত্তম তীর্থ—শ্রীগৌর-পার্ষদ, সন্ন্যাসী; নব-যোগীন্দ্রের অন্যতম [গৌঃ গঃ ৯৮—১০১]।

পুরুষোত্তম দত্ত—জয়ানন্দের শ্রীচৈতন্যমঙ্গলের নাম আছে।

পুরুষোত্তম দত্ত যে কেবল উদার।
যাঁহার মন্দিরে নিত্যানন্দের বিহার ॥

২ শ্রীনিমাইর ব্যাকরণের ছাত্র (?)

৩ শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের জ্যেষ্ঠা মহাশয়। ইঁহার পুত্রের নাম—সন্তোষ দত্ত (নরোত্তম ঠাকুর দ্রষ্টব্য)।

ভক্তিরত্নাকরে শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের পিতা পুরুষোত্তম দত্তের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বলিয়া লিখিত আছে। অধিকন্তু কৃষ্ণানন্দই রাজা ছিলেন বলিয়া উক্ত আছে।

রাজধানীর স্থান পদ্মাতীরবর্তী।
গোপালপুর নগর সুন্দর বসতি ॥
তথা বিলসয়ে রাজা কৃষ্ণানন্দ দত্ত।
শ্রীপুরুষোত্তম দত্ত পরম মহান্ত ॥
জ্যেষ্ঠ পুরুষোত্তম, কনিষ্ঠ কৃষ্ণানন্দ।
শ্রীকৃষ্ণানন্দের পুত্র শ্রীল নরোত্তম।
শ্রীপুরুষোত্তমের তনয় সন্তোষাখ্য ॥
[ভক্তি ১।৪৬৪—৬৮]

পুরুষোত্তম দাস—সদাশিব কবিরাজের পুত্র, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর শিষ্য। ইহার শিষ্য দৈবকীনন্দন দাস বৈষ্ণব-বন্দনা ও সংস্কৃত বৈষ্ণবাভিধান রচনা করেন। ইহার রচিত পদাবলি আলোচ্য ও আস্বাদ্য। যশোহরে বোধখানায় এবং নদীয়ার ভাজনঘাটে এই বংশীয়দের বাসস্থান। এই বংশেই প্রসিদ্ধ কৃষ্ণকমল গোস্বামী রাই-উন্মাদিনী, বিচিত্রবিলাসাদি রচনা করিয়া বহু নরনারীকে ব্যাকুল করিয়াছিলেন। পূর্ব্ব লীলায় ইনি স্তোককৃষ্ণ। (গৌঃ গঃ ১৩০)।

শ্রীসদাশিব কবিরাজ বড় মহাশয়।
শ্রীপুরুষোত্তম দাস—তাঁহার তনয় ॥
(চৈঃ চঃ আদি ১১।৩৮)

স্তোককৃষ্ণ যেঁহো তেঁহো দাস পুরুষোত্তম।
(ভক্তমাল ৩)

ভরত মল্লিক-কৃত 'চন্দ্রপ্রভায়'ইহাদের নাম আছে:—

সদাশিবস্য পুত্রৌ দ্বাবগ্রজঃ পুরুষোত্তমঃ।
পুরুষোত্তম-সেনো যো বিষ্ণুপারিষদোপমঃ।
স ঠকুর ইতি খ্যাতো বিশ্ববিশ্রুত-সদ্‌যশাঃ ॥ ৭৪ পৃঃ

পুরুষোত্তম দেব—রাজা প্রতাপরুদ্রের পিতা। ইনি অপ্রাকৃত-সাহিত্য-রসিক ও কবি ছিলেন। তৎকৃত সাতটি পদ্য শ্রীপাদ শ্রীরূপ প্রভু পদ্যাবলীতে (৪৮, ১৫৩, ১৬১, ২২০, ২২১ ২২৪ ও ২৯৩) সমাহরণ করিয়াছেন। প্রসিদ্ধ 'বেণীসংহার' নাটকের অবলম্বনে ইনি 'অভিনববেণী-সংহরণ' নামে অন্য সংস্কৃত নাটক রচনা করেন। 'অভিনব

গীতগোবিন্দ'ও নাকি ইঁহার রচনা। [Vide Report (1895-1907) p 18 by Mm. H. P. Sastri]

পুরুষোত্তম নাগর—পূর্বলীলায় দামগোপাল। * কেহ কেহ বলেন নাগর উঁহার উপাধি, এবং কেহ কেহ বলেন নাগর দেশে উঁহার পূর্ব নিবাস ছিল। প্রেমোন্মত্ত অবস্থায় ইনি সর্পবিষ ভক্ষণ করিয়াছিলেন, তাহাতে কোনই অনিষ্ট হয় নাই।

২ ঈশান নাগরের জ্যেষ্ঠ পুত্র, পদ্মার পূর্বতীরে ঢাকা জেলায় তেওথা ঝাঁকপাল গ্রামে বাস করিতেন। এই গ্রামের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে লিহানপুর গ্রামের নীচে হুড়া-সাগর। উত্তর দিক্ হইতে বাইশ কোদালিয়া ও পশ্চিম হইতে পদ্মা আসিয়া এই হুড়াসাগরে মিলিত হইয়াছে। পুরুষোত্তম নিত্য এই স্থানে আহ্নিক করিতেন। একদিন স্নানান্তে তিনি নিবিষ্ট মনে আহ্নিক করিতেছিলেন, এমন সময় পান্সি ও বজরা নৌকার মাল্লারা গুণযোজনায় উত্তর দিকে নৌকা টানিয়া লইয়া যাইতেছিল। বড় লোকের নৌকার মাঝিগণ নিরীহ বৈষ্ণব পুরুষোত্তমের প্রতি লক্ষ্য না করিয়াই নৌকা চালাইল, কিন্তু বৈষ্ণব-শক্তিতে যাহারা গুণ টানিতেছিল, তাহাদের পা বদ্ধ হইয়া গেল। নৌকাস্থিত ভদ্রলোকের ইচ্ছায় বৈষ্ণবের 'জহুরা' দেখিবার জন্য মাঝিরা একখানা তিন হাত দীর্ঘ ও আড়াই হাত প্রস্থ বিশাল পাথর ধরাধরি করিয়া জলে ছাড়িয়া দিয়া বলিল—দেখি বৈষ্ণবের ইচ্ছায় এই পাথর জলে ভাসে কিনা ? পুরুষোত্তম তাহা দেখিয়া হুঙ্কার করিয়া উঠিলেন, আর পাথরখানি ভাসিতে ভাসিতে পুরুষোত্তমের নিকট আসিতেই তিনি ভক্তিভরে পাথরখানিকে স্পর্শ ও প্রণাম করিয়া মস্তকে ধরিয়া একাকী বাড়ী লইয়া আসিলেন। নিজ-প্রতিষ্ঠিত জগন্নাথের সিংহাসনের এক পার্শ্বে রাখিয়া সেবা পূজাদি করিতে লাগিলেন। প্রবাদ আছে যে তাঁহার পরে ঐ পাথরখানা সরিকী বিভাগ জন্য করাত দ্বারা চিরিতে যাইয়া দেখা গেল যে তাহাতে রক্তোদ্গম হইতেছে। তখন বিভাগে ক্ষান্ত হইয়া সরিকদারগণ কেহ শ্রীজগন্নাথ পাইলেন, কেহ বা ঐ পাথর ও শ্রীবিগ্রহাদি পাইলেন। বামন্দী গ্রামে ঐ পাথর এখনও সেবিত হইতেছে। [অদ্বৈত প্রকাশের ভূমিকা]

পুরুষোত্তম পণ্ডিত—শ্রীনিত্যানন্দ-শাখা। শ্রীধাম নবদ্বীপে বাস।

নবদ্বীপে পুরুষোত্তম পণ্ডিত মহাশয়।
নিত্যানন্দ-নামে যাঁর মহোন্মাদ হয়॥
(চৈঃ চঃ আদি ১১।৩৩)

পণ্ডিত পুরুষোত্তমের নবদ্বীপে জন্ম।
নিত্যানন্দ স্বরূপের মহাভৃত্য মর্ম॥
(চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৫।৭৩৭)

২ শ্রীঅদ্বৈত-শাখা।

পুরুষোত্তম পণ্ডিত আর রঘুনাথ।
(চৈঃ চঃ আ ১২।৬৩)

পুরুষোত্তম পণ্ডিত বন্দো বিলাসী সুজন।
প্রভু যাঁরে দিলা আচার্য্য গোসাঞির স্থান॥
[বৈষ্ণব-বন্দনা]

পুরুষোত্তম পুরী—শ্রীগৌরভক্ত (বৈষ্ণব বন্দনা)

পুরুষোত্তম ব্রহ্মচারী—শ্রীঅদ্বৈত শাখা।

পুরুষোত্তম ব্রহ্মচারী আর কৃষ্ণদাস।
(চৈঃ চঃ আদি ১২।৬২)

কৃপা কর পুরুষোত্তম ব্রহ্মচারী।
করিনু কুক্রিয়া বহু, কহিতে না পারি॥
[নামা ২৪৪]

পুরুষোত্তম মিশ্র—প্রেমদাস সিদ্ধান্তবাগীশের নামান্তর। শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীগোবিন্দের পূজারি। (প্রেম-দাস সিদ্ধান্তবাগীশ দ্রষ্টব্য)।

পুরুষোত্তমাচার্য্য—শ্রীস্বরূপ দামোদরের পূর্বাশ্রমের নাম। [চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ১০।৫২]।

পুষ্প গোপাল—শ্রীগদাধর পণ্ডিতের শাখা। ইনি ঢাকায় স্বর্ণগ্রামবাসী ছিলেন।

শ্রীহরি আচার্য্য, সাদিপুরিয়া গোপাল।
কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী পুষ্পগোপাল॥
[চৈঃ চঃ আঃ ১২।৮৪]

ওহে পুষ্প গোপাল! দেখাহ মোরে তারে।
যে বিষ্ণুখট্টায় বৈসে শ্রীবাসের ঘরে॥
[নামা ১২৬]

* নাগর পুরুষোত্তম যেঁহো পূর্বে ব্রজে দাম। (ভক্তমাল ৩)

পুষ্পগোপাল-নামানং প্রেমবিলাসিনম্।
স্বরসৈঃ পুষ্পিতঃ স্বর্ণগ্রামকো নামধেয়তঃ ॥

[শাঃ নিঃ ৭৫]

পূজারী গোঁসাই—শ্রীগীতগোবিন্দের টীকাকার 'চৈতন্য দাস' দ্রষ্টব্য।

পুর্ণানন্দ—শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর অন্যতম ভ্রাতা।

(প্রেম ২৪)

প্রকাশানন্দ—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতোক্ত কাষ্ঠকাঠা গ্রামের ঠাকুর জগন্নাথ আচার্য্যের পিতৃব্য। ইনি যজুর্বেদীয় কাশ্যপগোত্রীয় দক্ষ মহর্ষির দ্বাদশ অধস্তন এবং রত্নাকর মিশ্রের কনিষ্ঠ পুত্র। ঠাকুর জগন্নাথকে ইনিই লালন পালন করিতেন। পূর্বপুরুষানুক্রমে একটি দামোদর শালগ্রাম সেবা করিয়া ইনি কাষ্ঠকাঠা গ্রামে ঘাসীপুকুরের তীরে সামান্য ঝোঁপড়ায় বাস করিতেন। ঠাকুর জগন্নাথ যখন মহাপ্রভুর প্রত্যাদেশে শান্তিপুরের দিকে ধাবিত হইতেছিলেন, ইনিও পশ্চাদনুসরণক্রমে আসিয়া দুই একদিন পরে শান্তিপুরে সপরিকর শ্রীগৌরাঙ্গের দর্শন লাভ করেন। শ্রীগৌরাঙ্গের ইঙ্গিতে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু ইঁহাকে শ্রীকৃষ্ণের কামবীজে দীক্ষিত করেন। তিনি কামবীজের ল-কারের পরিবর্তে র কার শুনিয়া তাহাই নিরন্তর জপ করিতে করিতে শ্যামাসুন্দরীর দর্শন পাইতে লাগিলেন। শ্রীশ্যামসুন্দরের ধ্যান করিতে করিতে কেন শ্যামার দর্শন হইতেছে বুঝিতে না পারিয়া ইনি শ্রীঅদ্বৈত প্রভুকে কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর আদেশে ইনি বটপত্রে নিজের ইষ্টমন্ত্র লিখিয়া তাঁহাকে দেখাইলেন। তখন প্রভু বলিলেন—'তুমি এখনও শক্তিমন্ত্রে সিদ্ধ হও নাই, কাজের দেশে গিয়া এই মন্ত্রেই তুমি মহামায়ার আরাধনা করিতে থাক, তাহাতেই অভিলাষিত বস্তু পাইবে। কিয়দ্দিন পরে শ্রীপ্রভুর আজ্ঞায় ঠাকুর জগন্নাথসহ ইনি দেশে গিয়া দামোদরকে না দেখিয়া ঘাসী পুকুরের তীরে হত্যা দিয়া আদেশ পান যে তখন হইতে পাঁচপুরুষ পরে আবার দামোদর তদীয় বংশের সেবা অঙ্গীকার করিবেন। এই সুদীর্ঘকাল যাবৎ দামোদর স্থানীয় মুসলমানের গৃহে শিলাপুত্রের কার্যে ব্যবহৃত হইয়া অক্ষয় অব্যয় দেহে বিরাজমান থাকিয়া আবার স্বপ্নাদেশ দিয়া ঐ বংশের সেবা অঙ্গীকার করিতেছেন। ইঁহার বংশধরেরা এখনও শান্তিপুরের চাকফেরা গোস্বামিদের নিকট শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া অদ্যাবধি আড়িয়াল গ্রামে দামোদরের সেবা করিতেছেন।

প্রকাশানন্দের বংশ—প্রকাশানন্দ—(১) রামজীবন ও রামগোপাল, (২) রামকেশব ও রামবল্লভ, (৩) রামগোবিন্দ, (৪) ভবাণীচরণ, (৫) রামবল্লভ, (৬) রামনরসিংহ, (৭) গোকুলচন্দ্র, (৮) রামনারায়ণ, (৯) শ্যামচরণ, (১০) ধূর্জটী ও সুরেন্দ্র।

প্রকাশানন্দ সরস্বতী—কাশীবাসী মায়াবাদী সন্ন্যাসী (চৈঃ ভাঃ মধ্য ৩।৩৭-৪০)। শ্রীমদ্ মহাপ্রভু ইঁহাকে কৃপা করিয়া ভক্ত করেন (চৈঃ চঃ মধ্য ২৫।৫-১৬০)।

প্রতাপরুদ্র দেব—শ্রীগৌর-পার্ষদ, পূর্বলীলায়—ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজা। পুরুষোত্তমদেবের পুত্র, মাতা—পদ্মাবতী।

প্রতাপরুদ্র রাজা আর ওড্র কৃষ্ণানন্দ ॥

(চৈঃ চঃ আঃ ১০।১৩৫)

উড়িষ্যার স্বাধীন নরপতি। রাজা ও রাণীগণ এবং রাজপুত্র সকলেই মহাপ্রভুর পরম ভক্ত ছিলেন। মহাপ্রভুর রথাগ্রে নর্তন সময়ে—

রাজা আসি' দূরে দেখে নিজগণ লঞা।
রাজপত্নীগণ দেখে অট্টালি চড়িয়া ॥

[চৈঃ চঃ অঃ ১০।৬৩]

ইঁহার এক পুত্রের নাম—'**পুরুষোত্তম জান**' ছিল।—

(ভক্তি ৬।৬৫)

ইনি যতদিন পুরীধামে থাকিতেন, ততদিন নিত্য স্বীয় গুরুদেব কাশীমিশ্রের গৃহে আগমন করত তাঁহার মধ্যাহ্ন-ভোজনের পর পদসেবা করিতেন এবং শ্রীজগন্নাথদেবের সেবায় ভোগাদির কোন বিঘ্ন হইতেছে কিনা শ্রবণ করিতেন।

প্রতাপরুদ্রের এক আছয়ে নিয়মে।
যতদিন রহে তিঁহো শ্রীপুরুষোত্তমে ॥
নিত্য আসি করেন মিশ্রের পাদ-সম্বাহন।
জগন্নাথের সেবার করেন ভিয়াণ-শ্রবণ ॥

(চৈঃ চঃ অঃ ৯।৮১-৮২)

তদীয় গ্রন্থাবলী—শ্রীসরস্বতীবিলাস, প্রতাপমার্ত্তণ্ড, নির্ণয়-সংগ্রহ ও কৌতুকচিন্তামণি *। এতদ্ব্যতীত একটি বাঙ্গালা পদও ইঁহার রচিত আছে [বঙ্গীয়সাহিত্য-পরিষদ ১৯২ নং পুঁথি [। ইনি শ্রীগদাধর পণ্ডিতের উপশাখা।

রাজানং শ্রীযুতং রুদ্রং প্রতাপাখ্যং সুবিশ্রুতম্।
বন্দে গদাধরযুতো গৌরে যেন সুবেসিতঃ॥

[শাঃ নিঃ ৫৩]

প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী—শ্রীচৈতন্য-শাখা। শ্রীমন্ মহাপ্রভু-দত্ত রাম—নৃসিংহানন্দ।

শ্রীনৃসিংহ-উপাসক প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী।
প্রভু যাঁর নাম কৈলা নৃসিংহানন্দ করি॥

(চৈঃ চঃ আদি ১০।৩৫)

কাহারও মতে উনি উড়িষ্যাদেশবাসী। মহাপ্রভু প্রথম বার নীলাচল হইতে শ্রীবৃন্দাবন গমন-মানসে গৌড় হইয়া কানাইর নাটশালা-নামক স্থানে গমন করেন ও তথা হইতে শ্রীবৃন্দাবনে না গিয়া পুরীধামে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ঐ সময়ে নৃসিংহানন্দ মহাপ্রভু যে যে পথ দিয়া গমন করিবেন, সেই সেই পথগুলি মানসে সজ্জিত করিতে লাগিলেন। পথের দুই ধারে সুশীতল ছায়াযুক্ত এবং সুগন্ধি যুক্ত বকুলবৃক্ষসকল রোপণ করিলেন, মধ্যে মধ্যে দিব্য সরোবর, তাহাতে রত্নবদ্ধ ঘাটসকল রচনা করিলেন। আবার পথের ধূলারাশিতে সুকোমল কুসুম বিছাইয়া দিলেন। এইরূপে রাজরাজেশ্বরের গমনোপযোগী পথের যাবতীয় সজ্জা মানসে করিয়া তাহার উপর দিয়া মহাপ্রভুকে লইয়া চলিলেন। আশ্চর্যের কথা—ফুলিয়া গ্রাম হইতে রাজমহলের নিকট কানাইর নাটশালা পর্য্যন্ত পথ সুসজ্জিত করিবার পর আর তাহার চিন্তাশক্তি অগ্রসর হইল না, হঠাৎ স্রোত বন্ধ হইয়া গেল। প্রদ্যুম্ন চিন্তিত হইলেন, কারণ জানিতে ব্যস্ত হইলেন। পরে জানিলেন—প্রভু ঐ কানাইর নাটশালা পর্য্যন্ত গমন করিয়া তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন। ব্রহ্মচারী এই সংবাদ সকলকে জ্ঞাপন করিলেন। ফলেও তাহাই হইল।

প্রদ্যুম্ন মিশ্র—শ্রীচৈতন্য-শাখা, উড়িষ্যাদেশবাসী।

কাশীমিশ্র, প্রদ্যুম্ন মিশ্র রায় ভবানন্দ।

(চৈঃ চঃ আদি ১০।১৩৫)

মহাপ্রভু দক্ষিণদেশ হইতে পুরীধামে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য প্রভুকে পুরীবাসী ভক্তগণের পরিচয়-প্রসঙ্গে বলিলেন—

'প্রদ্যুম্ন মিশ্র ইঁহো বৈষ্ণব প্রধান॥'

(চৈঃ চঃ মধ্য ১০।৪৩)

শ্রীপ্রভুর আজ্ঞায় ইনি রায় রামানন্দের নিকট কৃষ্ণ-কথা শুনিয়াছিলেন।

২ শ্রীমন্ মহাপ্রভুর জ্ঞাতি ও ভ্রাতুষ্পুত্র। (মতান্তরে খুল্লতাতপুত্র)—'**শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যোদয়াবলী**' গ্রন্থের রচয়িতা। ইনি শ্রীহট্ট জিলায় বুরুঙ্গাবাসী কীর্ত্তিমিশ্রের বংশজাত।

প্রবোধানন্দ সরস্বতী—শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামিপাদের পিতৃব্য, শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণের উপাসক—শ্রীগৌর-কৃপায় শ্রীরাধাকৃষ্ণরসে মত্ত হইলেন [ভক্তি ১.৮৩ ৮৪]। পূর্বলীলায় তুঙ্গবিদ্যা (গৌঃ গঃ ১৬৩)। ইঁহার **গ্রন্থাবলি**—(১) শ্রীবৃন্দাবন-মহিমামৃত, (২) শ্রীরাধারসসুধানিধি, (৩) শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত, (৪) সঙ্গীতমাধব ও (৫) আশ্চর্য-রাসপ্রবন্ধ। Mr Growse তদীয় 'Mathura' পুস্তকে দ্বিতীয় গ্রন্থখানিকে শ্রীহরিবংশ-রচিত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। জয়পুর শ্রীগোবিন্দ গ্রন্থাগারে দুইখানা পুঁথি আছে একখানায় অতিরিক্ত দুইটি (আদ্যোপান্তে) শ্লোক বেশী এবং তাহা মহাপ্রভু-বিষয়ক। অন্যটিতে শ্রীহরিবংশ-নামাঙ্কিত। আমরা এই গ্রন্থপঞ্চকের ভাবভাষাদি ও শ্রীপ্রবোধানন্দের সিদ্ধদেহগত (সখীদেহের) স্বভাব—[দক্ষিণা প্রখরা, মাননির্বন্ধাসহা, নায়কভেত্ত্বা] প্রভৃতির দিকে দৃষ্টিনিবদ্ধ করত ইহাকেও শ্রীপ্রবোধানন্দে বিন্যস্ত করিলাম। অনেক স্থলে বাহ্যিক প্রমাণাভাবেও আভ্যন্তরীণ প্রমাণই বলবত্তর হইয়া থাকে।

হিন্দী ভক্তমালে—(টীকা কবিত্ত ৮৭৬ পৃষ্ঠা)

শ্রীপ্রবোধানন্দ বড়ে রসিক আনন্দকন্দ,
শ্রীচৈতন্যচন্দজুকে পারষদ প্যারে হৈঁ॥

* Vide P. V. Kane's History of Dharamasastra Sec 100.

রাধাকৃষ্ণ কুঞ্জকেলি, নিপট নবেলি কহি,
ঝেলি রসরূপ, দোউ কিয়ে দৃগ তারে হৈঁ॥
বৃন্দাবন বাসকো হুলাসলে প্রকাশ কিয়ো,
দিয়ো সুখসিন্ধু কর্মধর্ম সব টারে হৈঁ।
তাহী সুনি সুনি কোটি কোটি জন রঙ্গ পায়ো,
বিপিন সুহায়ো বসে তন মন ওয়ারে হৈঁ॥ ৬১২

২ মতান্তরে প্রকাশানন্দেরই বৈষ্ণব নাম হয়—প্রবোধানন্দ এবং তিনিই উপযুক্ত গ্রন্থ-পঞ্চকের রচয়িতা। মায়াবাদের প্রতি তিক্ততাবোধ, গ্রন্থমধ্যে ভূয়শঃ মহঃ, ব্রহ্ম, জ্যোতিঃ-প্রভৃতি শব্দের উল্লেখ এবং সুধানিধির অস্তিম-শ্লোকস্থ 'মায়াবাদার্কতাপসন্তপ্ত' কথা দ্বারা ইনি যে পূর্বে মায়াবাদী সন্ন্যাসী ছিলেন, তাহা বুঝা যায়। ১৬৪০ শকাব্দে বর্ত্তমান আনন্দীকৃত শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতের উপক্রম-শ্লোকেও এই সিদ্ধান্তেরই পোষণ করিতেছে।

প্রভুরাম দত্ত—শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য।

প্রভু রামদত্ত-শাখা আর শীতল রায়।
জয় প্রভুরামদত্ত পরম সুধীর।
নিরন্তর যাঁর নেত্রে বহে প্রেমনীর॥ (নরো ১২)

প্রসাদদাস—শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর শিষ্য। 'রসিক-মঙ্গল' গ্রন্থে ইহার নাম পাওয়া যায়।

২ (প্রকাশ দাস)—উপাধি বিশ্বাস। শ্রীনিবাস আচার্য প্রভুর শিষ্য। পিতার নাম—কমলাকর দাস। ভ্রাতার নাম—জানকীরাম দাস। বাঁকুড়া জেলার বন-বিষ্ণুপুর রাজ্যে ইঁহাদের বাস ছিল। পূর্ব্বে ইঁহাদের 'মজুমদার' উপাধি ছিল। শ্রীনিবাস প্রভু ইহাদিগকে 'বিশ্বাস' উপাধি প্রদান করেন।

তাঁহার অনুজ প্রসাদ দাসে কৃপা কৈলা।
প্রভু-কৃপা পাইয়া দোঁহে মহামত্ত হৈলা॥
পূর্ব্বে ইঁহাদের ছিল 'মজুমদার' খ্যাতি।
প্রভুদত্ত এবে হইল 'বিশ্বাস' খেয়াতি॥ (কর্ণা ১)

প্রসাদদাস বৈরাগী—শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য।

প্রসাদদাস বৈরাগী-শাখা সেবায় অনুরক্ত।
(প্রেম ২০)
জয় শ্রীপ্রসাদ দাস বৈরাগী প্রধান। (নরো ১২)

প্রহররাজ মহাপাত্র—উৎকলবাসী, সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য মহাপ্রভুর সহিত ইঁহাকে পরিচয় করাইয়াছেন [চৈঃ চঃ মধ্য ১০।৪৬]। উৎকলে রাজাগণের মধ্যে এই নিয়ম প্রচলিত আছে যে মৃত রাজার মৃত্যু ও অন্ত্যেষ্টিকাল হইতে পরবর্ত্তী উত্তরাধিকারীর সিংহাসনারোহণ বা অভিষেকের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এক প্রহর কাল রাজকুল-পুরোহিত-বংশের একজন সিংহাসনে আরোহণ করিয়া রাজদণ্ড ধারণ করিবেন, যাহাতে রাজসিংহাসন শূন্যাবস্থায় পতিত না থাকে। ঐ পুরোহিতগণই বংশানুক্রমে **'প্রহররাজ'** নামে প্রসিদ্ধ।

প্রিয়াদাসজি—কবিরাজ মনোহর দাসের শিষ্য ও ভক্তমালের **'ভক্তিরসবোধিনী'** নামে টীকাকার। ১৬৩৫ শকাব্দের পূর্বে ও পরে ইনি **'অনন্যমোদিনী' 'চাহবেলী', 'রসিকমোহিনী', 'ভক্তসুমিরণী'** প্রভৃতি গ্রন্থমালা রচনা করিয়াছেন।

প্রেমদাস—শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্য। ভ্রাতার নাম রসিক দাস।

প্রেমদাস, রসিকদাস—দুই সহোদর।
বৈষ্ণব-সেবাতে দোঁহে বড়ই তৎপর॥ (কর্ণা ১)

প্রেমদাস সিদ্ধান্তবাগীশ—কাশ্যপ গোত্র। আদি-নাম—পুরুষোত্তম মিশ্র। শ্রীধাম নবদ্বীপে গোকুলনগর বা কুলিয়াতে গঙ্গাদাস মিশ্রের ঔরসে ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার বৃদ্ধ প্রপিতামহ—মুকুন্দানন্দ শ্রীচৈতন্যদেবের সম-সাময়িক। প্রেমদাসের চারি সহোদর ছিল। পূর্বেই দুই জনে স্বধামে গমন করেন। অবশিষ্ট দুই জনের নাম গোবিন্দরাম ও রাধাচরণ।

প্রেমদাস ১৬শ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে বৈরাগ্য অবলম্বন করত নানাতীর্থ পর্যটন করিয়া শ্রীধাম বৃন্দাবনে গমন করেন এবং শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবের পূজারী হন। কাহারও মতে তিনি গোবিন্দদেবের জন্য ভোগরন্ধন করিতেন। বর্ত্তমানে সুপকারের বৃত্তি ঘৃণ্য হইলেও তখন শ্রীবিগ্রহের ভোগরন্ধন অতীব পবিত্র ভাবাপন্ন ব্যক্তি ভিন্ন অন্যকে প্রদান করা হইত না।

প্রেমদাস সংস্কৃতে পণ্ডিত ছিলেন। ১৬৩৪ সালে কবি-কর্ণপূরকৃত "শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকের" পদ্যানুবাদ করেন

এবং "বংশীশিক্ষা" নামক গ্রন্থ রচনা করেন। কেহ কেহ বলেন—প্রেমদাস ও প্রেমানন্দ দাস একই ব্যক্তি। এজন্য সুপ্রসিদ্ধ "মনঃশিক্ষা" নামক গ্রন্থেও ইনি রচয়িতা বলিয়া অনেকে অনুমান করেন।

প্রেমনিধি—'পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি' দেখুন।

প্রেমাঙ্কুর দাস—শ্রীরসিকানন্দ প্রভুর শিষ্য।

প্রেম অঙ্কুর দাস রসিকের ভৃত্য।
কদম্ব ফুটাল যার ভৃত্য তদ্ভৃত্য॥
[রঃ মঃ পশ্চিম ১৪।৮৯]

প্রেমানন্দ—শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর অন্যতম ভ্রাতা।
(প্রেম ২৪)

প্রেমী কৃষ্ণদাস—শ্রীভূগর্ভ গোস্বামিপাদের শিষ্য।

প্রেমী কৃষ্ণদাস! সমর্পহ তার পায়।
যে রাধিকা-প্রেমে ভাসি জগৎ ভাসায়॥
[নামা ১৬০]

প্রেমেশ্বর—শ্রীচৈতন্যানুচর (?)

প্রেমেশ্বর বন্দো শ্রীচৈতন্যের অনুচর।
[রঃ মঃ পূর্ব ১।৩২]

[ফ]

ফাগু চৌধুরী—শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য।

কৃষ্ণসিংহ, বিনোদ রায়, ফাগু চৌধুরী।
সংকীর্ত্তনে নাচে যেঁহো বলি হরি হরি॥
(প্রেম ২০)

জয় ফাগু চৌধুরী পরম বিদ্যাবান্।
গন্ধর্ব্ব মানবে ধন্য শুনি যাঁর গান॥ (নরো ১২)

ফুল্ল ঠাকুরঝি ফুল্ল ঠাকুরাণী—'ফুল্লরী' ও 'ফুলঝি ঠাকুরাণী' নামে খ্যাত। শ্রীনিবাস প্রভুর শিষ্যা পিতার নাম—কুমুদ চট্ট। ভগ্নীর নাম—মালতী দেবী। কাঞ্চনগড়িয়াতে নিবাস ছিল। ইঁহার স্বামীর নাম—রাজেন্দ্র। তিনিও শ্রীনিবাস প্রভুর শিষ্য।

তার কন্যা শ্রীফুলঝি নাম ঠাকুরাণী।
তাহারে করিলা দয়া প্রভু গুণমণি॥ (কর্ণা ১)

রাজেন্দ্র চট্ট—ফুল্লঠাকুরাণী ও তাঁহার ভগিনী মালতি দেবী দুই জনকেই বিবাহ করিয়াছিলেন। মতান্তরে ফুল্লঠাকুরাণীর পিতার নাম—কলানিধি চট্ট।

এজন্য অনত্র দেখা যায়—

কলানিধির দুই কন্যা রাজেন্দ্র-ঘরণী।
শ্রীমালতী আর ফুল্লরী ঠাকুরাণী॥ (প্রেম ২০)
দুই কন্যা চট্টরাজের দুই গুণবন্ত।
সুস্নিগ্ধ মুরতি দুহেঁ অতিশুদ্ধ শান্ত॥ (কর্ণা ২)

[ব]

বংশী—শ্রীরসিকানন্দ-শিষ্য [রঃ মঃ পশ্চিম ১৪।১৩১] ধারেন্দাবাসী ভীমের নন্দিনী-গর্ভজাত পুত্র।

বংশী ঠাকুর—বৈদ্য। পিতার নাম—কানাই ঠাকুর। পিতামহ—সুপ্রসিদ্ধ শ্রীখণ্ডের শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুর। তাঁহারা দুই ভ্রাতা—বংশী ও মদন।

শেষে কানাইয়ের ক্রমে হৈল পুত্রদ্বয়।
শ্রীমদন আর বংশী ভক্তিরসময়॥
পিতামহ রঘুনন্দনের তিরোভাব উৎসবে।
তেঁহো সংকীর্ত্তনে কৈলা অদ্ভুত নর্ত্তন॥
(ভক্তি ১৩।১৯১)

বংশীদাস ঠাকুর চক্রবর্ত্তী—শ্রীনিবাস প্রভুর শিষ্য। শ্রীপাট—বাহাদুর। ভ্রাতার নাম—শ্যামদাস।

কর্ণপুর কবিরাজ, বংশীদাস ঠাকুর।
আচার্য্যের সাথে বাস বাহাদুরপুর॥ (প্রেম ২০)

কর্ণানন্দমতে ইনি বাহাদুরপুর হইতে বুধুরীতে, পরে আমিনাবাজারে বাস করেন এবং শ্রীশ্রীগোপীরমণজীর সেবা প্রতিষ্ঠা করেন।

শ্রীবংশীবদন ঠাকুর যেই মহাশয়।
প্রভুর প্রিয় শাখা হয় মধুর-আশয়॥ (কর্ণা ১)
বুধুরি নিকটে বাহাদুরপুর গ্রাম।
তথা বৈসে বিপ্রশ্রেষ্ঠ শ্যামদাস নাম॥
তাহার অনুজ বংশীদাস চক্রবর্ত্তী।
বিধাতা নির্মিল তারে যেন স্নেহমূর্ত্তি॥

অল্পকাল হৈতে আৰ্ত্তি বিদ্যা-অধ্যয়নে।
দেখিয়া সে চেষ্টা সুখ পায় সর্বজনে॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যে অনুরাগ অতিশয়।
নিরন্তর রাধাকৃষ্ণ-লীলা আস্বাদয়॥

[ভক্তি ১০ ২৯৯-৩০২]

শ্রীআচার্য্য প্রভু বুধুরিতে শ্রীগোবিন্দদাসের গৃহে অবস্থান-সময়ে ইনি দীক্ষা গ্রহণ করেন। ইঁহারই ভ্রাতার কন্যার সহিত বড় গঙ্গাদাসের বিবাহ হইয়াছিল।

বংশীবদন দাস—বংশীবদন, বংশীদাস, বংশী, বদন ও বদনানন্দ—এই পাঁচ নামে ইনি অভিহিত। বিখ্যাত পদকর্ত্তা। ১৪১৬ শকে মধুপূর্ণিমায় ইঁহার আবির্ভাব—

চৌদ্দ শত ষোল শকে মধুপূর্ণিমায়।
বংশীর প্রকটোৎসব সর্বলোকে গায়॥

(বংশীশিক্ষা)

পূর্বলীলায়—কৃষ্ণপ্রিয়া বংশী। (গৌঃ গঃ ১৭৯)

কুলিয়াপাহাড়পুর দুইত নির্দ্ধার।
বংশীবদন, কবিদত্ত, সারঙ্গ ঠাকুর॥
এই দুই গ্রামে তিনি সতত বিহার।
কুলিয়া পাহাড়পুর নামে খ্যাত হয়॥ [পাঃ পঃ]

পিতার নাম—ছকড়ি চট্টোপাধ্যায়। ইঁহারা কুলীন। শ্রীধাম নবদ্বীপের অন্তর্গত কোলদ্বীপ বা কুলিয়াপাহাড়পুর নামক স্থানে শ্রীপাট। ১৪১৬ শাকে কাহারও মতে ১৪২৭।২৮ শকে বংশীবদনের জন্ম হয়। ইহার জন্মসময়ে ছকড়ি চট্টোপাধ্যায়ের গৃহে মহাপ্রভু ও অদ্বৈত প্রভু বিরাজ করিতেছিলেন। মহাপ্রভু সন্ন্যাস-গ্রহণের পর নবদ্বীপে শচীমাতা ও বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর রক্ষকরূপে ইনি নিযুক্ত হইয়াছিলেন। বংশীবদন বিবাহ করিয়াছিলেন, তাঁহার দুই পুত্র—নিত্যানন্দ ও চৈতন্যদাস। কুলিয়াপাহাড়পুর গ্রামে বংশীবদনের পূর্বপুরুষগণের স্থাপিত শ্রীশ্রীগোপীনাথ বিগ্রহ ছিলেন। বংশীবদন 'প্রাণবল্লভ' নামে শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। উত্তরকালে ইনি বিল্বগ্রামে গিয়া বাস করেন। বর্ত্তমানে বিল্বগ্রামের ভট্টাচার্য্যগণ ইঁহার বংশধর। নবদ্বীপধামে শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর অনুমতি লইয়া শ্রীগৌরাঙ্গবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, বর্ত্তমানে যাদব মিশ্রের বংশধরদ্বারা তাহা অর্চিত হইতেছেন।

বংশীবদনের প্রপৌত্র বল্লভদাস "বংশীলীলা" নামে গ্রন্থ রচনা করিয়া ইহার জীবনী লিখিয়াছেন।

বক্রেশ্বর পণ্ডিত—শ্রীচৈতন্য-শাখা। শ্রীপাট - সেটেরী। পূর্বলীলার অনিরুদ্ধ ও শশিরেখা [গৌঃ গঃ ৭১—৭৩ [

বক্রেশ্বর পণ্ডিত প্রভুর প্রিয়ভৃত্য।
একভাবে চব্বিশ প্রহর যার নৃত্য॥

[চৈঃ চঃ আদি ১০।১৭]

ইনি দেবানন্দ পণ্ডিতকে কৃপা করিলে তবে শ্রীমহাপ্রভু উঁহাকে গ্রহণ করিয়াছিলেন [ঐ ৭৭]

উৎকলে চৈব তৈলঙ্গে কীর্ত্তির্যস্য বিরাজিতা।
প্রেমবন্যাযুতং বন্দে শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিতম্॥

[শাঃ নিঃ ৩৬]

বঙ্গদেশীয় কবি— নাম অজ্ঞাত। ব্রাহ্মণ, ইনি প্রভুর জীবনী-সম্পর্কে নাটক রচনা করিয়া পুরীধামে উপস্থিত হন এবং প্রভুর পারিষদ ভগবান্ আচার্যের সহিত পরিচয় থাকাতে তাঁহার গৃহে বাস করেন। কবি মহাশয় অনেক ভক্তকে তাঁহার গ্রন্থ শ্রবণ করাইলে তাঁহারা প্রভুর মহিমা শ্রবণ করিয়া আনন্দিত হইলেন এবং প্রভুকে একবার শুনাইবার জন্য সকলে মনস্থ করিলেন। কিন্তু প্রভুর নিয়ম ছিল—

গীতা, শ্লোক, গ্রন্থ আদি যেই কিছু আনে।
প্রথমে শুনায় সেই স্বরূপের স্থানে॥
স্বরূপ শুনিলে যদি লয় তার মন।
তবে মহাপ্রভু ঠাঞি করায় শ্রবণ॥

গ্রন্থমধ্যে ভক্তিতত্ত্ব-বিরোধী কোন প্রসঙ্গ থাকিলে প্রভু মর্মান্তিক বেদনা পান। এইজন্য এই নিয়ম ছিল। ভগবান্ আচার্যের অনুরোধে স্বরূপ দামোদর উহা শুনিয়াই তন্মধ্যে বিস্তর দোষ বাহির করিয়াছিলেন। স্বরূপ কহিলেন—

তাঁর দুঃখ দেখি' স্বরূপ পরম দয়াবান্।
উপদেশ কৈল তাঁরে যৈছে হিত হন॥
যাহ ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে।
একান্ত আশ্রয় কর চৈতন্য-চরণে॥

কবির গর্ব্ব নাশ হইল। তখন তিনি দন্তে তৃণ করিয়া ভক্তগণের চরণে পতিত হওয়াতে সকলে কৃপা করিয়া প্রভুর

সহিত মিলন করিয়া দিলেন। মহাপ্রভুর কৃপা পাইয়া কবিপর সংসার ত্যাগ করত নীলাচলে প্রভুর নিকট রহিয়া গেলেন। (চৈঃ চঃ অন্ত্য ৫)

বঙ্গদেশীয় বিপ্র—শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য। ইনি পূর্ব্বে বড়ই পাষণ্ড ছিলেন। একদিবস খেতুরীতে শ্রীনিবাস আচার্য্যের কীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া হঠাৎ তাঁহার প্রাণে অনুতাপ আসে ও আচার্য্যের শ্রীচরণে পতিত হন। তিনি এই বিপ্রকে শ্রীনরোত্তমের নিকট সমর্পণ করেন। তখন—

তার্কিক বিষয়ী বিপ্র হৈলা ভক্তিময়।
করিলা শ্রীআচার্যের পাদপদ্মাশ্রয়॥
আচার্য সোঁপিলা নরোত্তমে তাঁরে।
সর্ব্বে হর্ষ হইলা তাঁর ভক্তি অধিকারে॥

(ভক্তি ১৩।১৬৭—৬৮)

বঙ্গবাটী চৈতন্যদাস—শ্রীগদাধর-শাখা। পূর্বলীলায় কালী [গৌঃ গঃ ১৯৬, ২০৬] বঙ্গবাটী গ্রামে শ্রীপাট।

বঙ্গবাটী চৈতন্যদাস শ্রীরঘুনন্দন॥ (চৈঃ চঃ আঃ ১২।৮৫)

বঙ্গবাট্যাঃ শ্রীচৈতন্যদাসং বন্দে মহাশয়ম্।
সদা প্রেমাশ্রু-রোমাঞ্চ-পুলকাঞ্চিত-বিগ্রহম্॥

[শাঃ নিঃ ২৭]

বঙ্গবিহারী বিদ্যালঙ্কার (বক্রেশ্বর)—শ্রীনিবাসাচার্য প্রভু-বংশ্য মধুসূদনের আশ্রিত। ১৬৪৪ শকে ইনি স্তবাবলীর 'কাশিকা' নামে টীকা করেন।

বড় হরিদাস—শ্রীচৈতন্য শাখা। কীর্ত্তনীয়া, শ্রীপ্রভুর নীলাচল-লীলার সঙ্গী।

বড় হরিদাস আর ছোট হরিদাস।
দুই কীর্ত্তনীয়া রহে মহাপ্রভুর পাশ॥

[চৈঃ চঃ আদি ১০।১৪৭]

বড়ু গঙ্গাদাস—গৌরীদাস পণ্ডিতের শিষ্য। ইনি জাহ্নবাদেবীর মাতা ভদ্রাবতীদেবীর জ্যেষ্ঠা ভগিনীর পুত্র।

ভদ্রাবতী নামে জাহ্নবার জননী।
অতিপতিব্রতা সূর্যদাসের ঘরণী॥
যার ভক্তি-রীতি দেখি সবার বিস্ময়।
গঙ্গাদাস তাঁর জ্যেষ্ঠা ভগিনীর তনয়॥

[ভক্তি ১১।২৬২ ৬৩]

গৌরীদাস পণ্ডিত বৃন্দাবনে অপ্রকট হইলে, ইনি পণ্ডিতের স্বপ্নাদেশে তথায় গমন করত ধীরসমীরে সেবারত হন। পরে জাহ্নবাদেবী শ্রীবৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্ত্তন-সময়ে গঙ্গাদাসকে সঙ্গে করিয়া গৌড়ে আনয়ন করেন এবং বুধুরী নিবাসী বংশীদাস চক্রবর্তীর ভ্রাতা শ্যামদাস চক্রবর্তীর কন্যা শ্রীমতী হেমলতা দেবীর সহিত গঙ্গাদাসের বিবাহ দিলেন। অধিকন্তু জাহ্নবাদেবী শ্রীবৃন্দাবন হইতে যে শ্রীশ্রীশ্যামরায় বিগ্রহ আনয়ন করেন, তাহা গঙ্গাদাসকে অর্পণ করেন। গঙ্গাদাস বালকের ন্যায় অতীব সরল ছিলেন।

বড়ু চৈতন্যদাস—শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য।

নন্দন রায় আর বড়ু চৈতন্য দাস। (প্রেম ২০)
জয় জয় শ্রীবড়ু চৈতন্য দাস বিজ্ঞ।
প্রেমভক্তিময় মূর্ত্তি পরম মনোজ্ঞ॥

(নরো-১২)

বড়ু জগন্নাথ—শ্রীগৌরভক্ত।

বড়ু জগন্নাথ! দণ্ড করাহ তৎকাল।
গুরুতে মনুষ্যবুদ্ধি করে যে চণ্ডাল॥

[নামা ২২৫]

বদনানন্দ—শ্রীগৌরভক্ত।

শ্রীবদনানন্দ হে! আনন্দ দেহ দান।
বহির্মুখ জনের জ্বালায় জ্বলে প্রাণ॥

[নামা ১৯৯]

বনচন্দ্র—শ্রীগোপাল ভট্টের শিষ্য। শ্রীহরিবংশ গোস্বামীর তৃতীয় পুত্র। শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরাধাবল্লভজীর সেবক। (প্রেম-১৮ ; হরিবংশ গোস্বামী দেখ)

বনমালী—শ্রীরসিকানন্দের শিষ্যদ্বয়।

[রঃ মঃ পশ্চিম ১৪।১৪২, ১৪৭]

বনমালী কবিচন্দ্র—শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর শাখা।

বনমালী কবিচন্দ্র আর বৈদ্যনাথ।

[চৈঃ চঃ আদি ১২।৬৩]

বনমালী কবিরাজ—পূর্বলীলার চিত্রা সখী।

[গৌঃ গঃ ১৬১]

২ শ্রীলরঘুনন্দন ঠাকুরের শাখা, নিবাস—ঘোরাঘাট (?)।

৩ শ্রীআচার্য্য প্রভুর শিষ্য (অনু ৭)।

বনমালী (আচার্য্য) ঘটক—শ্রীধাম নবদ্বীপবাসী। ইনি প্রথমে লক্ষ্মীদেবীর সহিত মহাপ্রভুর বিবাহের ঘটকতা করিয়াছিলেন।

একদিন বনমালী আচার্য্য এথায়।
বিবাহ প্রসঙ্গ কিছু কহে শচীমায়।
বল্লভ-আচার্য্য-কন্যা লক্ষ্মী তার সনে।
হইল বিবাহ স্থির আর এক দিনে॥

(ভক্তি ১২।১২৩৭-৩৮)

"আচার্য্য" "মিশ্র" প্রভৃতি পদবীও ইঁহার ছিল।
দৈবে বনমালী ঘটক শচীস্থানে আইলা।
শচীর ইঙ্গিতে সম্বন্ধ ঘটন করিলা॥

(চৈঃ চঃ আদি ১৫।২৯)

পূর্বলীলায় শ্রীরামের বিবাহ-কার্য্যে ঘটক বিশ্বামিত্র ও কৃষ্ণ-নিকট রুক্মিণী-প্রেরিত ব্রাহ্মণ (গৌঃ গঃ ৪৯)।

বনমালী চট্ট—শ্রীঠাকুর মহাশয়ের শিষ্য।

(প্রেম ২০)

বনমালী দাস—শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর শাখা।

দুর্লভ বিশ্বাস আর বনমালী দাস।

(চৈঃ চঃ আদি ১২।৫৯)

২ বৈদ্য। শ্রীনিবাস প্রভুর শিষ্য। পিতার নাম—গোপাল দাস।

বনমালী দাস নাম—বৈদ্যকুলে জন্ম।
প্রভুর প্রিয় সেবক, কেবা জানে তাঁর মর্ম্ম॥

(কর্ণা ১)

বনমালী পণ্ডিত—শ্রীচৈতন্য শাখা। শ্রীধাম নবদ্বীপে নিবাস ছিল। শ্রীবাস-অঙ্গনে ইনি মহাপ্রভুর হস্তে স্বর্ণ হল ও মুষল দর্শন করিয়া উন্মত্ত হইয়াছিলেন। পূর্বলীলায়—মালাধর (গৌঃ গঃ ১৪৪)।

বনমালী পণ্ডিত শাখা বিখ্যাত জগতে।
স্বর্ণ মুষল হল যে দেখিল হাতে॥

(চৈঃ চঃ আদি ১০।৭৩)

ইনিই বোধ হয় বৈষ্ণববন্দনার 'ভিক্ষু বনমালী'।

বন্দো ভিক্ষু বনমালী পুত্রের সহিতে।
প্রভুর প্রকাশ যে দেখিলা আচম্বিতে॥

বনমালী বিপ্র—মহাপ্রভুর মহাভক্ত। ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ। বঙ্গদেশে নিবাস ছিল। পূর্বলীলায় সুদামা।

[গৌঃ গঃ ১১৪]

পুত্রসহ বঙ্গদেশী বিপ্র সদাচার।
ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ বনমালী নাম তাঁর॥
তিঁহো গৌরচন্দ্রে দেখে শ্যামল সুন্দর।
শিরে শিখিপুচ্ছ, পরিধেয় পীতাম্বর॥
অধরে স্পর্শয়ে বংশী দেখিয়া বিহ্বল।
এই 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলি করে কোলাহল॥
কি বলিব বনমালী বিপ্র ভাগ্যবানে।
দিলেন অমূল্য প্রেমরত্ন এই খানে॥

(ভক্তি ১২।২০৮০—৮৩)

বনমালী বিশ্বাস—শ্রীগৌরভক্ত।

বনমালী বিশ্বাস! দেখাহ রঙ্গ তার।
ভক্ত-বস্ত্র হরিয়া কৌতুক অতি যার॥

[নামা ১৪০]

বনমালী মিশ্র—'বনমালী ঘটক' দ্রষ্টব্য।

বলদেব দাস—পদকর্ত্তা। পদকল্পতরুর ২৮৪২ সংখ্যক পদটি ইঁহার রচিত। প্রসিদ্ধ বিদ্যাভূষণ কিনা বলা যায় না।

বলদেব বিদ্যাভূষণ—গৌড়ীয়বেদান্তাচার্য্য শ্রীগোবিন্দ-ভাষ্যকার। ইনি শ্রীশ্যামানন্দপ্রভুর পঞ্চম অধস্তন। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর শেষ বয়সে শ্রীবৃন্দাবনে যখন খবর আসিল যে জয়পুরের মন্দিরসমূহ হইতে বাঙালী সেবায়েতগণ অসম্প্রদায়ী বলিয়া সেবাচ্যুত হইয়াছেন, তখন শ্রীবিশ্বনাথের আদেশে ইনি শ্রীমৎকৃষ্ণদেব সার্বভৌমসহ জয়পুরে গিয়া বিচারে বিপক্ষগণকে পরাজিত করিয়া 'গলিতা' নামক পার্বত্য প্রদেশে গৌড়ীয়দের আসন পুনঃ প্রতিষ্ঠা করত 'শ্রীবিজয়গোপাল' শ্রীবিগ্রহ স্থাপন করেন। অদ্যাপি এই বিগ্রহ তত্রত্য দেবমন্দিরে বিরাজমান। এই সময় তিনি গোবিন্দের কৃপাদেশে 'শ্রীগোবিন্দভাষ্য' রচনা করত গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের মুখোজ্জ্বল করেন। ষট্‌সন্দর্ভের টীকা, লঘুভাগবতামৃতের টীকা, সিদ্ধান্তরত্ন, বেদান্তস্যমন্তক, প্রমেয়রত্নাবলী, সিদ্ধান্তদর্পন, শ্যামানন্দ-শতকের টীকা, নাটকচন্দ্রিকার টীকা (দুষ্প্রাপ্য), সাহিত্যকৌমুদী, ছন্দঃ-কৌস্তভ, কাব্যকৌস্তভ, শ্রীমদ্‌ভাগবত দশমস্কন্ধের টীকা,

শ্রীগোপালতাপনী ও শ্রীভগবদ্‌গীতার ভাষ্য, স্তবমালার টীকা, ঐশ্বর্য্যকাদম্বিনী প্রভৃতি গ্রন্থাবলি রচনা করিয়া ইনি গৌড়ীয় বৈষ্ণবসাহিত্যের প্রভূত সেবা করিয়াছেন।

বলভদ্র—শ্রীশ্যামানন্দপ্রভুর শিষ্য। মেদিনীপুর জেলায় রাজগ্রামে বাস।

বলভদ্র দাস—হিজলিমণ্ডলের অধিকারী ও শ্রীরসিকানন্দের শ্বশুর। ইচ্ছা দেইর পিতা [রঃ মঃ পূর্ব ১০।৮৬,৯১]

বলভদ্র বৈদ্য—শ্রীরসিকানন্দের বাল্যশিক্ষক।

[রঃ মঃ পূর্ব ৯।২৪]

বলভদ্র ভট্টাচার্য্য—শ্রীচৈতন্য-শাখা। ব্রজের মধুরেক্ষণা (গৌঃ গঃ ১৭১)।

বলভদ্র ভট্টাচার্য্য ভক্তি অধিকারী।
মথুরা-গমনে প্রভুর যেঁহো অধিকারী ॥

[চৈঃ চঃ আদি ১০।১৪৬]

মহাপ্রভু নীলাচল হইতে বনপথে শ্রীবৃন্দাবন গমন করিবার মানস করিলে, রামানন্দ রায় এবং স্বরূপ দামোদর বলভদ্রকে এবং তাঁহার একজন ব্রাহ্মণ ভৃত্যকে প্রভুর সঙ্গে পাঠাইয়াছিলেন।

স্বরূপ কহে—এই বলভদ্র ভট্টাচার্য্য।
তোমাতে সুস্নিগ্ধ বড়, পণ্ডিত, সাধু, আর্য্য ॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ১৭।১৫)

বলভদ্র গৌড়দেশবাসী ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং প্রথমে প্রভুর সহিত পুরীতে আগমন করেন।

প্রথমেই তোমার সঙ্গে আইলা গৌর হইতে।
ইঁহার ইচ্ছা আছে সর্ব্বতীর্থ করিতে ॥
ইঁহার সঙ্গে আছে বিপ্র এক ভৃত্য।
ইঁহো পথে করিবেন সেবা ভিক্ষা কৃত্য ॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ১৭।১৬-১৭)

স্বরূপ কহিলেন—এই ভৃত্য ব্রাহ্মণটি তোমার বহির্ব্বাস কৌপীন এবং জলপাত্র বহন করিবে ও বলভদ্র ভিক্ষা করিয়া রন্ধনাদি করিয়া দিবেন।

তাঁহার বচন প্রভু অঙ্গীকার কৈল।
বলভদ্র ভট্টাচার্য্যে সঙ্গে করি' নিল ॥ (ঐ ২০)

মহাপ্রভু বনপথে গমন করিতে করিতে যে সকল সুন্দর দৃশ্য দর্শন করেন ও যে যে ঘটনা হয়, তাহা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মধ্য ১৭শ অধ্যায়ে লিখিত আছে।

মহাপ্রভু বৃন্দাবনে অবস্থানের সময়ে শ্রীকৃষ্ণ প্রকট হইয়াছেন বলিয়া জনরব হইলে বহুলোক দেখিতে গেল। ঐ সময়ে বলভদ্র মহাপ্রভুকে বলিলেন—

ভট্টাচার্য্য তবে কহে প্রভুর চরণে।
'আজ্ঞা দেহ, যাই করি কৃষ্ণ-দরশনে' ॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ১৮।৯৯]

বলভদ্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া মহাপ্রভু তাঁহাকে এক চাপড় মারিয়া কহিলেন—

"মূর্খ-বাক্যে মূর্খ হৈলা পণ্ডিত হইয়া ॥
কৃষ্ণ কেনে দরশন দিবেন কলিকালে ॥
নিজ-ভ্রমে মূর্খ লোক করে কোলাহলে ॥ ঐ ১০১

পরদিন প্রাতে কতকগুলি ভদ্রলোক মহাপ্রভুকে দর্শন করিতে আসিয়া রহস্য ব্যক্ত করিলেন।

লোক কহে, রাত্রে কৈবর্ত্ত নৌকাতে চড়িয়া।
কালীদহে মৎস্য মারে, দেউটি জালিয়া ॥
দূর হৈতে তাহা লোকের হয় ভ্রম।
কালীয়-শিরেতে কৃষ্ণ করিছে নর্ত্তন।
নৌকাতে কালীয়জ্ঞান, দীপে রত্ন-জ্ঞানে।
জালিয়াকে মূঢ় লোক কৃষ্ণ করি মানে ॥

(ঐ ১০৩—১০৬)

অন্য এক দিবস মহাপ্রভু অক্রুর ঘাট হইতে যমুনাতে ঝম্প প্রদান করিলে কৃষ্ণদাস রাজপুত ও বলভদ্র তাঁহাকে বহু কষ্টে উত্তোলন করেন। প্রভুর বৃন্দাবন-দর্শনে ক্রমশঃ ভাবাধিক্য দেখিয়া বলভদ্র চিন্তিত হন। তিনি মহাপ্রভুকে অনেক বুঝাইয়া বৃন্দাবন হইতে বাহির করেন ও সোরো ক্ষেত্র পথে প্রয়াগধামে যাত্রা করেন। ঐ সময় সঙ্গে বলভদ্র, তাঁহার ভৃত্য, কৃষ্ণদাস রাজপুত ও মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন।

মহাপ্রভু বৃন্দাবন হইতে পুরীতে আগমন করিলে কিছু দিন পরে সনাতন গোস্বামী পুরী গমন করেন এবং বলভদ্রের নিকট প্রভুর বনপথে বৃন্দাবন যাত্রার বিবরণগুলি লিখিয়া লন।

যেই বনপথে প্রভু গেলা বৃন্দাবন।
সেই পথে যাইতে মন কৈলা সনাতন॥
যে পথে যে গ্রাম, নদী শৈল যাঁহা যেই লীলা।
বলভদ্রভট্ট স্থানে সব লিখি নিলা॥

(চৈঃ চঃ অন্ত্য ৪।২০৯—১০)

বলভদ্র ভট্টাচার্য্যের ভৃত্য—ইনি মহাপ্রভুর সহিত শ্রীবৃন্দাবনে গমন করিয়াছিলেন॥ কাহারও মতে ইহার নাম—কৃষ্ণদাস। (বলভদ্র ভট্টাচার্য্য দেখ)

বলরাম—শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর চতুর্থ পুত্র।

(চৈঃ চঃ আদি ১২।২৭)

২ উৎকলবাসী, মহাপ্রভুর ভক্ত। কানাই খুঁটিয়ার দ্বিতীয় পুত্র।

কানাই খুঁটিয়া বন্দ বিশ্ব-পরচার।
জগন্নাথ, বলরাম—দুই পুত্র যার॥ (বৈষ্ণব-বন্দনা)

মতান্তরে এই বলরাম ও জগন্নাথ কানাই খুঁটিয়ার পুত্র নহেন, তিনি শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব ও শ্রীবলদেবকে পুত্ররূপে ভজনা করিতেন।

বলরাম আচার্য্য—সপ্তগ্রামের গোবর্দ্ধন দাস ও হিরণ্যদাস মজুমদারের বা শ্রীশ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামীর গৃহে ইনি পৌরহিত্য করিতেন।

হিরণ্য, গোবর্দ্ধন—দুই মুলুকের মজুমদার।
তার পুরোহিত—'বলরাম' নাম তাঁর॥
হরিদাসের কৃপাপাত্র, তাতে 'ভক্তি' মানে।
যত্ন করি ঠাকুরে রাখিল সেই গ্রামে॥

(চৈঃ চঃ অন্ত্য ৩।১৬৫ ৬৬)

সপ্তগ্রামের চাঁদপুরে ইঁহার নিবাস ছিল। শ্রীহরিদাস ঠাকুর ইহার গৃহে আগমন করিয়া কিছুদিন অবস্থান করিয়া ছিলেন। ঐ সময়ে রঘুনাথদাস অধ্যয়ন করিতেন, তিনি নিত্য শ্রীবলরামের গৃহে গমন করিয়া ঠাকুরের সঙ্গ করিতেন। বলরাম একদা হরিদাসকে লইয়া গোবর্দ্ধনের গৃহে আগমন করেন ও শ্রীভগবানের নাম-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন। ঐ সময়ে গোপাল চক্রবর্ত্তী নামক গোবর্দ্ধন দাসের জনৈক কর্ম্মচারী হরিদাস ঠাকুরের সঙ্গে শাস্ত্রবিরুদ্ধ তর্ক করিয়া রোগাক্রান্ত হয়েন। (গোপাল চক্রবর্ত্তী দেখ)

বলরাম কবিপতি—শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর শিষ্য। শ্রীপাট—বুধুরী।

আর শাখা বলরাম কবিপতি হয়।
পরম পণ্ডিত তিঁহো বুধুরী-আলয়॥

(প্রেম ২০)

২ শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজের শিষ্য।

কবিরাজের শিষ্য বলরাম কবিপতি।
প্রেমময় চেষ্টা যাঁর অলৌকিক রীতি॥ (কর্ণা ২)

বলরাম ঘনশ্যাম বা ঘনশ্যাম বলরাম—পদ-কর্ত্তা—পরিচয় অজ্ঞাত।

বলরাম ঠাকুর—গোস্বামী উপাধি। পিতার নাম—তারাচাঁদ ভাগ্যবন্ত। আদি নিবাস—ঢাকা জিলার বলদাখান্ গ্রামে। তথা হইতে পাবনা জেলার ভুঁইখালি গ্রামে শ্রীপাট করেন।

১৬৫৫।৬৬ সালে বলরাম ঠাকুরের জন্ম; ইহার পূর্ব্ব-পুরুষগণের কেহ কেহ শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর গণ ছিলেন, কিন্তু বলরাম ঠাকুর শ্রীশ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর পরিবার। বলরাম বাল্যকালে গৌর-প্রেমে উন্মত্ত হইয়া গৃহত্যাগ করিয়া তীর্থ পর্য্যটন করিতেন। ইহার নিকট 'শ্রীশ্রীকেশবরায়' নামক এক শ্রীবিগ্রহ থাকিতেন, বলরাম ক্ষণমাত্রও তাঁহাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিতেন না। সর্ব্বদাই সঙ্গে সঙ্গে লইয়া ভ্রমণ করিতেন।

শ্রীবিগ্রহ এবং বলরাম ঠাকুরের সম্বন্ধে প্রবাদ যে বলরাম ঠাকুর শ্রীশ্রীশুকদেব গোস্বামী ছিলেন। একবার তিনি শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। ঐ সময়ে তাঁহার এক প্রিয় ব্রাহ্মণ শিষ্য ছিল। একদা উক্ত শিষ্যের নিকট স্বীয় শ্রীশ্রীকেশবরায় বিগ্রহ (রাধাকৃষ্ণ মূর্ত্তি) অর্পণ করিয়া কহিলেন—'আমি যতদিন ফিরিয়া না আসি, ততদিন তুমি শ্রীমূর্ত্তিকে পরম যত্নে সেবা করিবে। আমি আসিলে আমাকে আমার ধন দিবে'। এই বলিয়া তিনি গমন করেন এবং কিছুদিন পরে দেহ রক্ষা করেন কিন্তু শিষ্যের প্রতি এরূপও বলিয়াছিলেন,—'আমি যতদিন না আসিব, ততদিন তোমার মৃত্যু হইবে না।' শিষ্যপ্রবর পরম যত্নে শ্রীবিগ্রহকে সেবা করিতে থাকেন। বহুবর্ষ পরে হঠাৎ সেই ব্রাহ্মণ বলরাম ঠাকুরকে দেখিতে পাইয়া স্বগুরুজ্ঞানে

আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠিলেন এবং শ্রীকেশবরায়কে তাঁহার ক্রোড়ে অর্পণ করিয়া স্বজ্ঞানে ইহলোক ত্যাগ করেন। তদবধি শ্রীকেশবরায়কে লইয়া বলরাম ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

শ্রীবলরাম ঠাকুরের সৌম্য-মধুরমূর্ত্তি এবং অলৌকিক ক্ষমতায় হিন্দু ও মুসলমানগণ তাঁহাকে যথেষ্ট ভক্তি করিতেন। মুর্শিদাবাদের নবাব সাহেব বলরামের গুণে মুগ্ধ হইয়া 'বোরে' নামক একটি জমিদারী গ্রহণ করিতে বিশেষ অনুরোধ করেন; কিন্তু বলরাম তাহা গ্রহণ করিলেন না। নবাবের ধারণা—এরূপ পীর যে দেশে থাকিবেন, সেখানে কখনও অমঙ্গল হইবে না, এজন্য পুনঃ পুনঃ বলরামকে অনুরোধ করিতে থাকেন। শেষে বোরে জমিদারীর পরিবর্ত্তে নদীয়া জেলার দৌলতপুর থানার অন্তর্গত 'বিয়াজিতপুর'-নামক উত্তম স্থানে বলরামকে বাস করাইবার মানস করিলে বলরাম তাহাতে স্বীকৃত হন ও সমুদয় গ্রাম না লইয়া মাত্র ২০ বিঘা জমি গ্রহণ করিয়া ঐ স্থানে শ্রীশ্রীকেশবরায়কে স্থাপন করেন। বহুদিন পরে নাটোরের মহারাজা বলরামের মহিমা শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে দর্শন করিতে আসেন এবং মুগ্ধ হইয়া বহু সাধ্য-সাধনায় তাহাকে স্বীয় জমিদারীর অন্তর্গত পাবনা জেলার ভুঁইখালি নামক গ্রামে লইয়া গিয়া বাস করান। ভুঁইখালির ডাকঘর সাইথিয়া। বলরাম ঠাকুর শেষ বয়সে ভগবৎ-প্রেরণায় বিবাহ করেন ও দুইটি পুত্র হয়। জ্যেষ্ঠের নাম নন্দকিশোর, কনিষ্ঠের নাম—সচ্চিদানন্দ। শ্রীশ্রীকেশব রায় ভিন্ন বলরাম ঠাকুরের সেবিত একটি শ্রীনীলামূর্ত্তি আছেন। ইহা ছাড়া বলরামের একটি সোটা বা কাষ্ঠের বিশ্রামদণ্ড শ্রীবিগ্রহগণের পার্শ্বে পূজিত হয়। অদ্যাবধি শ্রীকেশবরায়ের রাসযাত্রা খুব সমারোহের সহিত সম্পন্ন হয়।

বলরাম দাস—মহাপ্রভুর ভক্ত। ইনি রামশিঙা বাজাইতে সুদক্ষ ছিলেন। মহাপ্রভু যখন দক্ষিণদেশে ভ্রমণ করিয়া পুরীতে আগমন করেন, তখন ইনি মহানন্দে রামশিঙা বাজাইতে বাজাইতে তাহাকে অভ্যর্থনা করিতে গমন করিয়াছিলেন।

রামশিঙা বাজাইতে বড়ই পণ্ডিত।
বলরাম দাস আসে হইয়া পুলকিত॥

২ (মহান্তী) উৎকলবাসী ভক্ত।

বন্দো ওড়িয়া বলরাম দাস মহাশয়।
জগন্নাথ বলরাম যাঁর বশ হয়॥ [বৈষ্ণব-বন্দনা]

৩ শ্রীনিত্যানন্দ-পার্ষদ।

প্রেমরসে মহামত্ত—বলরাম দাস।
যাঁহার বাতাসে সব পাপ যায় নাশ॥
[চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৫।৭৩৪]

বলরামদাস—কৃষ্ণপ্রেমরসাস্বাদী।
নিত্যানন্দ-নামে হয় পরম-উন্মাদী॥
[চৈঃ চঃ আদি ১১।৩৪]

৪ "প্রেমবিলাস"-গ্রন্থ-রচয়িতা নিত্যানন্দ দাসের পূর্ব নাম। (নিত্যানন্দ দাস দেখ; প্রেম ২০-২১২ পৃঃ)। পিতার নাম—আত্মারাম দাস। মাতার নাম—সৌদামিনী দেবী। ১৪৫৯ শকে জন্ম। জাহ্নবাদেবীর মন্ত্রশিষ্য। শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের নিকট শিক্ষা গ্রহণ করেন। ইনি খেতুরীর বিখ্যাত উৎসবে উপস্থিত ছিলেন। ইনি জাহ্নবা মাতার সহিত শ্রীবৃন্দাবনে গমন করেন ও তথায় সিদ্ধদেহ প্রাপ্ত হন। "রসরাজ"-নামক গ্রন্থে তাঁহার বিষয় বর্ণিত আছে। প্রেমবিলাস, রসকল্পসার, গৌরাঙ্গাষ্টক, কৃষ্ণলীলামৃত, বীরচন্দ্র-চরিত এবং হাটবন্দনা প্রভৃতি ইঁহার রচনা।

৫ শ্রীনিবাস প্রভুর শিষ্য। উৎকলীয় ব্রাহ্মণ।

উৎকল দেশেতে জন্ম বলরাম দাস।
বিপ্র-কুলোদ্ভব তিঁহো সংসারে উদাস॥ (কর্ণা ২)

বলরাম দাস মাধবী—শ্রীদাম তরফদার কাম্যবট-পুরের জনৈক ভূম্যধিকারী—এই স্থানটি রাণাঘাটের দুই ক্রোশ পূর্বে। ইঁহার পত্নী—কৃপাময়ী। ইনি শ্রীহরিদাস ঠাকুরের সমসাময়িক। সিদ্ধেশ্বরী মাতার প্রসাদে কৃপাময়ী গর্ভে বলরামদাস মাধবীর পঞ্চদশ শক-শতাব্দীর প্রারম্ভে জন্ম হয়। ফুলিয়াতেও ইহার বাসাবাটি ছিল এবং শিশুকালে বলরাম ফুলিয়ায় থাকিয়া বিল্বগড়-নিবাসী মুন্সী কুতুব খাঁর নিকট পারসিক ভাষা শিক্ষা করেন। পারসিক ভাষায় ইঁহার ব্যুৎপত্তি দেখিয়া শান্তিপুরাঞ্চলের কাজি আলিখান্ সুপারিশ করিয়া ইঁহাকে গৌড়েশ্বর হুসেন শাহের নিকটে পাঠাইয়া দিলেন। অল্পকালের মধ্যেই ইনি তত্রত্য সৈনিক

বিভাগের সর্ব্বোচ্চ লেখক হইলেন। চট্টগ্রামের উপর মগের আক্রমণকালে ইনি চতুর্থ সেনাপতি হইয়া অপূর্ব্ব রণকৌশল দেখাইয়া পরগল খানের প্রীতি উৎপাদন পূর্ব্বক হুসেনশাহ্ হইতে 'খান্' উপাধি ও একটি গ্রাম (ছুটীপুর—রাণাঘাট হইতে ১১।১২ ক্রোশ উত্তরে) প্রাপ্ত হন। এই সময় একদিন পথিমধ্যে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ইঁহাকে কৃপা করিয়া শিষ্য করিলেন এবং শ্রীকানু ঠাকুরকে সমর্পণ করিলেন। ইনি পরে **'শ্রীপতিতপাবনাবতার'** নামে গ্রন্থ রচনা করেন। (শ্রীগৌরাঙ্গ সেবক ৭।৬)

বলরাম পূজারী—চক্রবর্ত্তী উপাধি। সাবর্ণ্য গোত্র। শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য। ভ্রাতার নাম—রূপনারায়ণ চক্রবর্ত্তী। শ্রীপাট—খেতুরী। ইনি শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শ্রীবিগ্রহের সেবাভার প্রাপ্ত হন। ইনি পূর্ব্বে স্বপ্নাদেশ প্রাপ্ত হইয়া শ্রীনরোত্তমের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন।

জয় শ্রীপূজারী বলরাম ভক্তিময়।
যাঁর সেবা-বশে প্রভু প্রসন্ন হৃদয়॥ (নরো ১১)
রাঢ়ী-শ্রেণী সাবর্ণ্য গোত্র ভাই দুইজন।
শ্রীবলরাম আর রূপনারায়ণ॥
দোঁহাকার প্রেমভক্তি হয় অতিশয়॥
শ্রীখেতুরী গ্রামে হয় দোঁহার আলয়॥
(প্রেম ১৯)
নরোত্তম দোঁহাকার প্রেমভক্তি দেখি'।
শ্রীবিগ্রহ-সেবাতে দিলেন দুহেঁ রাখি॥ (প্রেম ১৯)

বলরাম বিপ্র—শ্রীনিবাস আচার্য্যের মাতামহ। শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া দেবীর পিতা। কাটোয়ার নিকট যাজিগ্রামে নিবাস।

যাজিগ্রামে বলরাম বিপ্রের বসতি।
শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়ার পিতা, অতিশুদ্ধমতি॥
(ভক্তি ২।৬৮)

বলরাম মাহিতি—শ্রীগৌরভক্ত, উৎকলবাসী [বৈষ্ণব বন্দনা]

বলরাম মিশ্র—শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর পুত্র।

আচার্য্যের আর পুত্র শ্রীবলরাম।
[চৈঃ চঃ আদি ১২।২৭]

বলাই দাস—পদকর্ত্তা (পদকল্পতরুর ১২১২ পদ)

বলি-(?) শ্রীরসিকানন্দ-শিষ্য [রঃ মঃ পশ্চিম ১৪।১২৩]

বল্লবীকান্ত কবিরাজ—কবিপতি আখ্যাও ছিল। শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্য। শ্রীপাট—বনবিষ্ণুপুর।

ভক্তিমূর্তি শ্রীবল্লবীকান্ত কবিরাজ।
যাঁকে দেখি কাঁপে মহাপাষণ্ড-সমাজ॥
(ভক্তি ১০।১৩৫)

ইঁহারা তিন ভ্রাতা। জ্যেষ্ঠ—রামদাস ও মধ্যম—গোপাল দাস।

তথাতে করিলা দয়া বল্লবী কবিপতি।
পদাশ্রয় পাই যেঁহো হইলা সুকৃতি॥
হরিনাম জপে সদা করিয়া নিয়ম।
লক্ষ হরিনাম বিনা না করে ভোজন॥
প্রভুর নিকটে রহে, প্রভু প্রাণ তাঁর।
প্রভুরে সঁপিলা যিহোঁ গৃহ পরিবার॥ (কর্ণা ১)

খেতুরীর মহামহোৎসবে ইনি উপস্থিত ছিলেন।

আকাইহাটের কৃষ্ণদাসাদি বাসায়।
হইল নিযুক্ত শ্রীবল্লবীকান্ত তায়॥ (নরো ৬)

বল্লবীকান্ত চক্রবর্ত্তী—শ্রীনিবাস আচার্য্যের পুত্র গতিগোবিন্দের শিষ্য।

বল্লবীকান্ত চক্রবর্ত্তী তাঁর এক শিষ্য।
মধুর রসেতে মগ্ন রহেন অবশ্য॥ (কর্ণা ২)

বল্লবীদাস কবিরাজ—শ্রীআচার্য্য প্রভুর পরিবার।
[অনু ৭]

বল্লভ—শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন গোস্বামীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা অনুপমের পূর্বনাম। ইনি প্রসিদ্ধ শ্রীজীব গোস্বামীপাদের পিতা। (অনুপম দেখ)

বল্লভচৈতন্য—শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামির শিষ্য (চৈঃ চঃ আদি ১২।৮২)। ইনি ঢাকা জিলায় মুন্সীগঞ্জের নিকটবর্ত্তী পঞ্চসারে শ্রীপাট করেন। প্রবাদ—ইঁহারই কনিষ্ঠ পুত্র রামকৃষ্ণ শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীদস্ত সমাজে শ্রীশ্রীগদাধর চৈতন্যের স্থাপনা করেন। এই সমাজ বহুদিন পর্য্যন্ত উহার বংশধরগণের তত্ত্বাবধানে ছিল। এক্ষণে ভরতপুরের গোস্বামিগণের অধীন।

বল্লভচৈতন্য দাস রাখ তার সনে।
ষষ্ঠীপূজাদ্রব্য যে খাইল মাতা স্থানে॥ [নামা ১০৩]

কৃষ্ণপ্রেমময়ং স্বচ্ছং পরমানন্দদায়িনম্।
বন্দে বল্লভচৈতন্যং লীলাগায়ায়ুতান্তরম্॥
[শাঃ নিঃ ১৮]

বল্লভ ঠাকুর—দেউলির কৃষ্ণবল্লভ ঠাকুরের নামান্তর। শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্য (কৃষ্ণবল্লভ ঠাকুর দেখ)।

বল্লভ দাস—শ্রীগৌরাঙ্গ-পার্ষদ শ্রীবংশীবদন ঠাকুরের প্রপৌত্র। ইনি শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের সমসাময়িক। "বংশীশিক্ষা" নামক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। উহাতে শ্রীবংশীবদন ঠাকুরের চরিত্র বর্ণিত আছে। শচীনন্দনের তিন পুত্র বা বল্লভাদাসের তিন ভ্রাতা, তিন জনই ভক্ত। সচ্চিদানন্দ—বংশীবদন ঠাকুরের পুত্র চৈতন্য দাসের দ্বিতীয় পুত্র।

শ্রীরাধাবল্লভ, শ্রীবল্লভ, শ্রীকেশব।
তিন প্রভু যেন সাক্ষাৎ ব্রহ্মা বিষ্ণু ভব॥
(বংশীশিক্ষা)

২ শ্রীনিবাস আচার্য্যের কন্যা শ্রীমতী হেমলতা দেবীর শিষ্য। শ্রীপাট—গোস্বামী-গ্রাম।

শ্রীবল্লভদাস আর সেবক তাঁহার।
গোসাঞি-নিবাসী তিঁহো অনুরাগ সার॥
(কর্ণা ২)

৩ এই নামে ৪।৫ জন পদাবলী-কর্ত্তা আছেন। কে কোন্ পদ রচনা করিয়াছেন, তাহা নির্ণয় কর বা সত্য পরিচয় দেওয়া দুঃসাধ্য ব্যাপার।

বল্লভ ভট্ট—বা বল্লভাচার্য্য। বল্লভী সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক। পূর্ব্বলীলার শুকদেব [গৌঃ গঃ ১১০] তিনি পূর্ব্বে রুদ্র-সম্প্রদায়ী বিষ্ণুস্বামীর অনুগত ছিলেন। শ্রীপাট—তৈলঙ্গ দেশে। পিতার নাম—লক্ষ্মণ ভট্ট। পঞ্চদশ শক-শতাব্দীর প্রথম ভাগে জন্ম হয়।

মহাপ্রভু যখন বৃন্দাবনে গমন করেন, তখন বল্লভ ভট্টের সহিত প্রয়াগধামে আড়াইল গ্রামে সাক্ষাৎকার ও পরিচয় হয়। বল্লভাচার্য্য মহাপ্রভুকে নিজগৃহে আনয়ন করিয়া পাদপ্রক্ষালনান্তর সগোষ্ঠী সেই জলপান করেন এবং প্রভুকে দিব্যাসনে উপবেশন করাইয়া নূতন কৌপীন ও বহির্বাস প্রদান করেন (চরিতামৃত মধ্য—১৯)। ইঁহার পরে বল্লভাচার্য্য স্বমত-প্রচারার্থ দক্ষিণ দেশ ভ্রমণ করিয়া শেষে পুরীধামে উপনীত হন। তথায় প্রভুকে নিত্য দর্শন করিতে যাইতেন। প্রথম হইতে বল্লভাচার্য্যের মনে পাণ্ডিত্যের গর্ব্ব ছিল; মহাপ্রভু তাঁহার গর্ব্বনাশ করিয়া শেষে শ্রীচরণে আশ্রয় দিয়াছিলেন। একদিন পুরীধামে বল্লভাচার্য্য শ্রীঅদ্বৈত প্রভুকে জিজ্ঞাসা করেন—'কৃষ্ণ যখন আপনাদের স্বামী, তখন তাঁহার নাম কেন উচ্চারণ করেন?' একথায় মহাপ্রভু উত্তর দিলেন—স্বামীর আজ্ঞাই বলবতী। স্বামী তাঁহার নাম অবিরত উচ্চারণ করিতে আজ্ঞা করিয়াছেন।

অন্যদিনে বল্লভাচার্য্য বলিয়াছিলেন—'আমি স্বামীর (শ্রীধর স্বামীর ভাগবতের) ব্যাখ্যা মানি না'; ইহাতে প্রভু রহস্য করিয়া বলিলেন—স্বামীকে যিনি না মানেন, তিনি বেশ্যা। শ্রীগদাধর পণ্ডিতের নিকট বল্লভাচার্য্য মন্ত্রগ্রহণ করেন ও বালগোপাল-উপাসনা ত্যাগ করিয়া যুগল উপাসনায় রত হয়েন; কিন্তু বল্লভাচার্য্যের শিষ্যগণ পূর্ব্বমতেই চলিতে থাকেন। বল্লভাচার্য্য প্রভুর চরণে স্বীয় পুত্র বিট্‌ঠলেশ্বর প্রভৃতিকে অর্পণ করিয়াছিলেন।

বন্দে বল্লভভট্টাখ্যমায়রোল-নিবাসিনম্।
রাধাকৃষ্ণ প্রেম-লীলা পারাবার-বিগাহিনম্॥
[শাঃ নিঃ ৫৬]

বল্লভ মজুমদার—ব্রাহ্মণ। শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজের শিষ্য।

রাঢ়ী ব্রাহ্মণ বল্লভ মজুমদার নাম।
কবিরাজ-শাখা ইঁহো সর্ব্বগুণধাম॥ (প্রেম ২০)
শ্রীবল্লভ মজুমদার—বিপ্রকুলে জন্ম।
কবিরাজ দয়া কৈলা হৈয়া কৃপাধীন॥ (কর্ণা ২)

বল্লভ মিশ্র—শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর প্রথমা পত্নী শ্রীশ্রীলক্ষ্মী-প্রিয়া দেবীর পিতৃদেব। পূর্ব্বে ইনি মিথিলাধিপতি জনক ও বিদর্ভরাজ ভীষ্মক ছিলেন (গৌঃ গঃ ৪৪)।

বল্লভ সেন—শ্রীশিবানন্দ সেনের জ্ঞাতি। পরম ভক্ত।

বল্লভসেন আর সেন শ্রীকান্ত।
শিবানন্দ-সম্বন্ধে প্রভুর ভক্ত একান্ত॥
(চৈঃ চঃ আদি ১০।৭৩)

বল্লভাচার্য্য—(কবি) "কৃষ্ণমঙ্গল"-রচয়িতা মাধবাচার্য্য। (মাধবাচার্য্য দেখ)।

পরে মাধবের কবি বল্লভাচার্য্য-খ্যাতি।
যারে বলে কলির ব্যাস—এই মহামতি॥

(প্রেম ১৯)

বল্লভাদেবী—ব্রজবাসিনী। ভক্ত দামোদরাচার্য্যের বনিতা। ইঁহাদের গৃহেই শ্রীমদনমোহনজীউ বিরাজ করিতেন। শ্রীসনাতন গোস্বামীর সহিত ইঁহাদের বড়ই সদ্‌ভাব ছিল। (দামোদর চৌবে দেখ)

বসন্ত—শ্রীনিত্যানন্দ-শাখা।

বসন্ত, নবনীহোড়, গোপাল, সনাতন।

(চৈঃ চঃ আদি ১১।৫০)

বসন্ত দত্ত—শ্রীনরোত্তম-শিষ্য।

গোসাঞিদাস, মুরারিদাস, শ্রীবসন্ত দত্ত।
শ্যামদাস-ঠাকুরশাখা সংকীর্ত্তনে মত্ত॥ (প্রেম ২০)
জয় শ্রীপ্রেমময় শ্রীবসন্ত দত্ত।
শ্রীগৌরগোবিন্দ-প্রেমরসে সদা মত্ত॥ (নরো ১২)

বসন্ত রায়—(রায় বসন্ত) ব্রাহ্মণ, শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য।

রাজা গোবিন্দ রায় আর বসন্ত রায়। (প্রেম ২০)
শ্রীনরোত্তমের শিষ্য নাম শ্রীবসন্ত।
বিপ্রকুলোদ্ভব মহাকবি বিদ্যাবন্ত॥
শ্রীনরোত্তমের গৌড়-ব্রজ-উৎকলেতে।
গমনাগমন কিছু বর্ণিলেন গীতে॥

[ভক্তি ১।৪১৫—১৬]

জয় জয় মহাকবি শ্রীবসন্ত রায়।
সদা মগ্ন রাধাকৃষ্ণ চৈতন্য লীলায়॥ (নরো ১২)

রায় বসন্তের হস্তে রামচন্দ্র কবিরাজ শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীজীব-গোস্বামীর নিকটে একখানি পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন।

রায় বসন্তনামে এক মহাভাগবত।
বৃন্দাবনে যাবার লাগি চিন্তে অবিরত॥
আমরা কহিলে তারে যত বিবরণ।
তার দ্বারে পত্রী মোরা দিনু তিন জন॥

(কর্ণা ৫)

কেহ কেহ বলেন—ইনি মহারাজা প্রতাপাদিত্যের খুল্লতাত।

শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীল জীব গোস্বামী ভাদ্র সুদি তারিখে লিখিত একখানি পত্র ইঁহার হস্তে দিয়া শ্রীনিবাস আচার্য্যকে প্রেরণ করিয়াছেন।

হেনই সময় বিজ্ঞ শ্রীবসন্ত রায়।
পত্র লইয়া আইলা তিঁহো আচার্য্য-আলয়॥
ব্রজের সংবাদ জানাইয়া অল্পাক্ষরে।
শ্রীজীব গোস্বামীর পত্র দিলা আচার্য্যেরে॥

(ভক্তি ১৪।১৬—১৭)

উক্ত পত্রে শ্রীভূগর্ভ গোস্বামীর স্বধাম গমনের কথা এবং শ্রীনিবাস আচার্য্যের জ্যেষ্ঠ পুত্র বৃন্দাবন দাসের কুশল-জিজ্ঞাসা ছিল।

পদকল্পতরুতে ইঁহার রচিত ৫১টি ব্রজবুলি পদ সমাহৃত হইয়াছে। ইনি একজন উচ্চশ্রেণীর কবি।

বসুধা—শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর পত্নী ও বীরচন্দ্র প্রভুর মাতা। পূর্বলীলায় বারুণী ও অনঙ্গমঞ্জরী [গৌঃ গঃ ৬৫—৬৬]

বাটুয়ারাম দাস—শ্রীনরোত্তম-শিষ্য। মতান্তরে—চাটুয়া রামদাস।

কৃষ্ণদাস বৈরাগী আর বাটুয়ারাম দাস।

(রামদাস বাটুয়া দেখ; প্রেম ২০)

বাণী কৃষ্ণদাস—বৃন্দাবনবাসী গৌরভক্ত। ইনি শ্রীরূপ প্রভুর সঙ্গে শ্রীগোপাল দর্শন করিয়াছিলেন (চৈঃ চঃ মধ্য ১৮।৫২)।

বাণীনাথ পট্টনায়ক—শ্রীচৈতন্য-শাখা। প্রসিদ্ধ রামানন্দ রায়ের ভ্রাতা ও ভবানন্দ রায়ের পুত্র। ভবানন্দ রায় বাণীনাথকে প্রভুর পদে সমর্পণ করিয়াছিলেন। ইনি প্রভুর নিকটে থাকিতেন।

বাণীনাথ পট্টনায়কে নিকটে রাখিল।

(চৈঃ চঃ মধ্য ১০।৬১)

ইনি নীলাচলে বৈষ্ণবগণের প্রসাদ-সমাধানে যত্নবান্ ছিলেন। ইঁহাকে চাঙ্গে চড়াইলে ইনি নির্ভীকচিত্তে শ্রীহরিনাম করিয়া করিয়া অঙ্গে রেখা কাটিতেন। শ্রীমন্-মহাপ্রভুর কৃপায় পুনরায় স্বপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন।

(চৈঃ চঃ অন্ত্য ৯।৫৫)

বাণীনাথ পণ্ডিত—শ্রীগদাধর পণ্ডিতের ভ্রাতা, শ্রীনয়নানন্দ ও শ্রীহৃদয়ানন্দের পিতা। চাঁপাহাটিতে বাস করিতেন।

বাণীনাথ বসু—শ্রীচৈতন্য-শাখা। শ্রীপাট—কুলীন গ্রামে।

বাণীনাথ বসু আদি যত গ্রামী জন।
(চৈঃ চঃ আদি ১০।৮১)

বাণীনাথ বসু মোরে কর তার দাস।
বায়ুছলে প্রেমভক্তি যে করে প্রকাশ॥
[নামা ১১৮]

বাণীনাথ বিপ্র—শ্রীচৈতন্য-শাখা। পূর্ব্বলীলার—কামলেখা। [গৌঃ গঃ ১৯৫, ২০৪]

গোপাল আচার্য্য আর বিপ্র বাণীনাথ।
(চৈঃ চঃ আদি ১০।১১৪)

ইনি কাটোয়ার শ্রীদাস গদাধরের উৎসবে (ভক্তি ৯।৩৯৫) এবং শ্রীখণ্ডে শ্রীল সরকার ঠাকুরের উৎসবে যোগদান করিয়াছেন (ভক্তি ১০।৪১৪)।

বাণীনাথ ব্রহ্মচারী—শ্রীগদাধর পণ্ডিতের শাখা ও কনিষ্ঠ ভ্রাতা।

বাণীনাথ ব্রহ্মচারী বড় মহাশয়।
(চৈঃ চঃ আদি ১২।৮২)

ভক্তসংঘট্টভক্ত্যাখ্যং ভক্তবৃন্দেন রাজিতম্।
ব্রহ্মচারিণমীড়ে তং বাণীনাথ-মহাশয়ম্॥
(শাঃ নিঃ ১৭)

বাণীনাথ মিশ্র—"শ্রীচৈতন্যমঙ্গল" প্রণেতা জয়ানন্দ মিশ্রের আত্মীয়—ভক্ত। উক্ত গ্রন্থে উহার নামমাত্র আছে।

বাণেশ্বর ব্রহ্মচারী—শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধির পিতা।

বামন—শ্রীরসিকানন্দ শিষ্য [রঃ মঃ পশ্চিম ১৪।১২৩]

বালক—শ্রীরসিকানন্দ শিষ্য [রঃ মঃ পশ্চিম ১৪।১৫১]

শ্রীগোপীবল্লভপুরে রাসোৎসবে গোপীবেশে সজ্জিত অষ্ট শিশুর একতম (রঃ মঃ পশ্চিম ২।৪৬)।

বালকদাস বৈরাগী—শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য।

বালকদাস বৈরাগী, বৈরাগী গৌরাঙ্গদাস। (প্রেম ২০)

জয় বালকদাস বৈরাগী ঠাকুর।
সদা বালকের চেষ্টা, করুণা প্রচুর॥ (নরো ১২)

বাসুদেব কবিরাজ—শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্য।

"ব্যাস, বাসুদেব—আচার্য্যের শিষ্যদ্বয়।
(ভক্তি ১৪।২১)

শ্রীজীব গোস্বামীর পত্রে ইঁহার কুশল সংবাদ-জ্ঞাপনের বিষয় জানা যায়। "শ্রীব্যাস-শর্ম্মা সংপ্রতি কথং স্থুত্র বর্ত্ততে, শ্রীবাসুদেব কবিরাজো বা তদপি লেখ্যম্।" (ভক্তি ১৪।১৮)

২—শ্রীনিবাস প্রভুর শিষ্য।

বাসুদেব কবিরাজ বড় গুণবন্ত।
কৃষ্ণপদে নৈষ্ঠিক চিত্ত যাঁহার নিতান্ত॥ (কর্ণা ১)

বাসুদেব কুষ্ঠী—দাক্ষিণাত্য-প্রদেশবাসী, মহাপ্রভুর পরমভক্ত। দক্ষিণদেশ-ভ্রমণসময়ে মহাপ্রভু কূর্ম্মমন্দিরে যখন গমন করেন. (গঞ্জাম জেলার সমুদ্রতীরে চিকাকোল রেল ষ্টেশন হইতে ৮ মাইল পূর্ব্বে) তখন এই বাসুদেব প্রভুর কৃপালিঙ্গন পাইয়াছিলেন।

সর্বাঙ্গে গলিত কুষ্ঠ, ক্ষতে বড় বড় কীটসকল বিচরণ করিতেছে, বাসুদেবের তাহাতে দুঃখ নাই, এতগুলি জীবের আহার তাঁহার শরীর হইতে হইতেছে—এই ভাবিয়াই তাঁহার অতুল আনন্দ। আবার—

"অঙ্গ হইতে যেই কীট খসিয়া পড়য়।
উঠাইয়া সেই কীট রাখে সেই ঠাঁয়॥
(চৈঃ চঃ মধ্য ৭।১৩৭)

প্রভু বাসুদেবকে দৃঢ় আলিঙ্গন করিয়া বুকে তুলিয়া লইয়াছিলেন।

বাসুদেব ঘোষ শ্রীচৈতন্য-শাখা। পূর্বলীলায় ইনি গুণতুঙ্গা (গৌঃ গঃ ১৮৮)।

গোবিন্দ, মাধব, বাসুদেব—তিন ভাই।
(চৈঃ চঃ আদি ১০।১১৫)

উত্তররাঢ়ী কায়স্থ। ইঁহারা ৮ ভ্রাতা। তিন জন চির-কুমার থাকিয়া মহাপ্রভুর ও নিত্যানন্দ প্রভুর সঙ্গে সঙ্গে থাকিতেন।

বাসুদেব ঘোষের পদাবলী অতুলনীয়। তমলুকে ইঁহার শ্রীপাট আছে। ইনি **গৌরাঙ্গ-চরিত** ও **নিমাইসন্ন্যাস** নামে দুইখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন বলিয়া মেদিনীপুরের ইতিহাসে [৬০৭ পৃঃ] লিখিত আছে।

বাসুদেব তীর্থ—শ্রীগৌরভক্ত (বৈষ্ণববন্দনা); নব-যোগীন্দ্রের অন্যতম (গৌঃ গঃ ৯৮-১০১)।

বাসুদেব তীর্থ! মনে রহু' সে চরিত।
জীবে কৃপা লাগি যার বেশ বিপরীত ॥
(নামা ১৬৪)।

বাসুদেব দত্ত—পূর্ব্বলীলায় মধুব্রত (গৌঃ গঃ ১৪০)।

বাসুদেব দত্ত প্রভুর ভৃত্য মহাশয়।
সহস্রমুখে যার গুণ কহিলে না হয় ॥
(চৈঃ চঃ আদি ১০।৪১)

ইনি মহাপ্রভুর পারিষদ শ্রীমুকুন্দ দত্তের ভ্রাতা। শ্রীপাট —চট্টগ্রাম জেলার চক্রশালা গ্রামে। "প্রেমবিলাস"-মতে ইনি অম্বষ্ঠকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ধর্ম্মানন্দ ভারতী-প্রণীত "সুবর্ণবণিক" পুস্তকে ইঁহাকে সুবর্ণ বণিক্ কুলোদ্ভব বলিয়া লিখিত আছে।

বাসুদেব সুকণ্ঠ ও সঙ্গীতশাস্ত্র বিশারদ ছিলেন। মহাপ্রভু বাসুদেবকে বলিতেন—

যদ্যপি মুকুন্দ আমা সঙ্গে শিশু হইতে।
তাঁহা হৈতে অধিক সুখ তোমারে দেখিতে ॥
(চৈঃ চঃ মধ্য ১১।১৩৮)

শ্রীবাসুদেবই বলিয়াছিলেন—"প্রভু জগতের যত জীবের পাপরাশি আমাকে দিন, আমি তাহাদের হইয়া অনন্তকাল নরকে থাকিব; আর তাহারা সুখে তোমার নাম করিয়া ভজন করুক।"

বাসুদেব বোলে—প্রভু এই দেহ বর।
সর্ব্ব জীব চলি যাউক বৈকুণ্ঠ নগর ॥
নরক ভুঞ্জিব সদা জীবের কারণ।
সকল জীবের পাপ করিয়া গ্রহণ ॥
সকল জীবেরে প্রভু করহ উদ্ধার।
তার দায়ে নরক ভোগ হউক আমার ॥
(প্রেম ২২)

পরে ২৪ পরগণার কাঁচড়াপাড়ায় ইনি শ্রীপাট করিয়াছিলেন। তৎপরে আবার ইনি নীলাচলবাসী হয়েন।

বাসুদেব দত্ত বন্দো বড় শুদ্ধভাবে।
উৎকলে যাঁহারে প্রভু রাখিলা সমীপে ॥
(বৈষ্ণব বন্দনা)

বাসুদেব ভট্টাচার্য্য—হুগলী জেলার চাতরা গ্রামের কাশীশ্বর পণ্ডিতের পিতা। যশোহর জেলার ব্রাহ্মণডাঙ্গায় নিবাস ছিল। ইনি বিদ্বান্, ধনবান্ ও পরম ধার্মিক ছিলেন (কাশীশ্বর দেখ)।

বাসুদেব ভাদর—শ্রীগৌরভক্ত।

বন্দনা করিব শ্রীবাসুদেব ভাদর। (বৈষ্ণব বন্দনা)

বাসুদেব শিয়াল—রাঢ়দেশবাসী ব্রাহ্মণ। ইনি প্রথমে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ছিলেন। পরে অন্যায় আচরণের জন্য এই সম্প্রদায় হইতে বিতাড়িত হন।

বাসুদেব নামে বিপ্র দুরাচার।
রাঢ়দেশে করে পাপী বড় অনাচার ॥
বলে "আমি ঈশ্বর, নন্দের দুলাল।"
শুনি সব লোক তারে বোলয়ে শিয়াল।
এই মহাপাপী হইল মহাপ্রভুর ত্যাজ্য।
মহাপ্রভুর ভক্তগণের হইল অগ্রাহ্য।
(প্রেম ২৪)

মহাপ্রভু অবতীর্ণ হইয়া যখন ভারতে পূজা পাইতেছিলেন, তখন কতকগুলি ভণ্ড দুরাচার প্রভুর অনুরূপ সম্মান লাভের আশায় নিজেকে ভগবান্ বলিয়া পরিচয় দিতে আরম্ভ করে। ঐ সকল লোকের নাম—বাসুদেব শিয়াল, বিষ্ণুদাস কপীন্দ্র, মাধব চূড়াধারী ইত্যাদি। ইহারা কেহ কেহ শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাম প্রভৃতির অবতার বলিয়া পরিচয় দিতেন। গৌরগণচন্দ্রিকা, প্রেমবিলাস, শ্রীচৈতন্যভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থে ইহাদের বিবরণ আছে। সাধারণে অবজ্ঞা করিয়া ইহাদের শিয়াল, কপীন্দ্র প্রভৃতি আখ্যা দিয়াছিলেন।

বাসুদেব সার্ব্বভৌম—রাঢ়ীয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। অদ্বিতীয় পণ্ডিত। পূর্ব্বলীলায় বৃহস্পতি (গৌঃ গঃ ১১৯)। শ্রীধাম নবদ্বীপে খ্রীঃ চতুর্দ্দশ শক-শতাব্দীর প্রথমভাগে জন্ম। পিতার নাম—মহেশ্বর বিশারদ।

বাসুদেব নবদ্বীপে সাধারণভাবে পাঠ সমাপ্ত করিয়া মিথিলায় পক্ষধর মিশ্রের নিকট ন্যায় শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে যান। তখন মৈথিলী পণ্ডিতগণ স্বদেশের গৌরব পাছে নষ্ট হয়—এজন্য ন্যায়শাস্ত্রের ছাত্রগণকে অধ্যয়ন করাইলেও কিন্তু কাহাকেও গ্রন্থলিপি করিয়া লইয়া যাইতে দিতেন না; এজন্য বঙ্গদেশে ন্যায়ের পঠন পাঠন বন্ধ ছিল। অদ্ভুতস্মৃতিশক্তিসম্পন্ন বাসুদেব ন্যায়ের সমুদয়

গ্রন্থগুলি কণ্ঠস্থ * করিয়া স্বদেশে আসিয়া উহা অবিকল লিখিয়া ফেলিয়াছেন। নবদ্বীপে সেই হইতেই প্রথম ন্যায়ের বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। বাসুদেবের পাণ্ডিত্য-শ্রবণে উৎকলের স্বাধীন নরপতি মহারাজা প্রতাপরুদ্র দেব ইঁহাকে পরম আদরে ও যথেষ্ট বিত্ত দিয়া নীলাচলে লইয়া গিয়া রাজসভাপণ্ডিত করেন। পরিশেষে মহাপ্রভুর কৃপায় প্রেম লাভ করিয়া সার্ব্বভৌম তদীয় ভৃত্যমধ্যে পরিগণিত হন। ইঁহার রচনা—'সার্বভৌম-নিরুক্ত'।

বাসুবলীন্দ্র—শ্রীরসিকানন্দ-শিষ্য।

[রঃ মঃ পশ্চিম ১৪।১২৬]

বিজয় দাস—শ্রীঅদ্বৈত-শাখা।

যাদব দাস, বিজয় দাস, দাস জনার্দ্দন।

(চৈঃ চঃ আদি ১২।৬১)

বিজয়দাস আখরিয়া—শ্রীচৈতন্য-শাখা। ইনি শ্রীধাম নবদ্বীপেই অবস্থিতি করিতেন। ইঁহার হস্তাক্ষর অত্যন্ত সুন্দর ছিল। এজন্য 'আখরিয়া' বলিয়া সকলে ডাকিতেন। মহাপ্রভুকে ইনি অনেক গ্রন্থ লিখিয়া দিয়াছিলেন। প্রভু ইঁহাকে 'রত্নবাহু' বলিয়া ডাকিতেন। পূর্বলীলায় কুন্দনিধি (গৌঃ গঃ ১০৩)। মহাপ্রভুর ঐশ্বর্য্য প্রকাশ দিনে ইনি প্রভুর মহিমা-দর্শনে ক্ষিপ্ত হইয়া যান।

শ্রীবিজয় দাস নাম প্রভুর আঁখরিয়া।
প্রভুরে অনেক গ্রন্থ দিয়াছে লিখিয়া॥
"রত্নবাহু" বলি প্রভু নাম থুইলা তাঁর॥

(চৈঃ চঃ আদি ১০।৬৫-৬৬)

প্রভুর লেখক শ্রীবিজয় সেইখানে।
প্রভুহস্ত-স্পর্শে কি দেখিল কেবা জানে॥
কারো কিছু না কহিয়া প্রভুর আজ্ঞায়।
বাহ্যহীন ভ্রমে সপ্ত দিন নদীয়ায়॥

(ভক্তি ১২।৩৪৭০-৭১)

বিজয় পণ্ডিত—শ্রীঅদ্বৈত-শাখা।

বিজয় পণ্ডিত আর শ্রীরাম পণ্ডিত॥

(চৈঃ চঃ আদি ১২।৬৫)

বিজয় পুরী—পূর্ব্ব নাম—মহানন্দ পুরোহিত। ইনি শ্রীল অদ্বৈত প্রভুর মাতুল ছিলেন। ইনি 'দুর্ব্বাসা' নামে অভিহিত ছিলেন। অদ্বৈত প্রভুর মাতা শ্রীনাভাদেবী ইঁহাকে ভাই বলিয়া ডাকিতেন। শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীর গুরুদেব শ্রীলক্ষ্মীদেবীর নিকট ইনি দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। মাধবেন্দ্র পুরীর সহিত ইনিও ভ্রমণ করিতেন।

মহানন্দ পুরোহিত একটি ব্রাহ্মণ।
নাভাদেবী ভাই যারে বোলে সর্ব্বজন॥
সে বিপ্র সন্ন্যাসী হইল লক্ষপতি-স্থানে।
'বিজয়পুরী' নাম তাঁর জানে সর্ব্বজনে॥
মাধবেন্দ্র পুরীর সতীর্থ বিজয়পুরী।
সে সম্বন্ধে অদ্বৈত প্রভু মান্য করি॥

(প্রেম ২৪।২২৮ পৃঃ)

"অদ্বৈতমঙ্গল"-গ্রন্থ-প্রণেতা হরিচরণ দাস ইঁহার নিকট (শ্রীহট্টের নবগ্রামে) অদ্বৈত প্রভুর জীবনী শ্রবণ করিয়া গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। অদ্বৈত-প্রকাশে (৪।১৪ পৃষ্ঠায়) শ্রীঅদ্বৈতের সহিত ইঁহার কাশীধামে মিলন বর্ণিত আছে।

বিজয়া—নবদ্বীপবাসী দুর্গাদাস মিশ্রের পত্নী। ইঁহার দুই পুত্র—সনাতন ও কালীদাস। প্রেমবিলাস-(১১)-মতে পরাশর কালীভক্ত ছিলেন বলিয়া কালীদাস নাম হয়। সনাতন মিশ্রের কন্যাই শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী।

বিজয়ানন্দ—পদকর্ত্তা, পদকল্পতরুর ২২৪২ সংখ্যক পদটি শ্রীগৌরাঙ্গ-বিষয়ক। সম্ভবতঃ ইনি আঁখরিয়া বিজয় দাস 'রত্নবাহু' হইবেন।

বিজলী খাঁন—(পাঠান বৈষ্ণব) ইনি রাজার ন্যায় ধনশালী জনৈক মুসলমানের পুত্র। মহাপ্রভু শ্রীবৃন্দাবন হইতে প্রয়াগ ধামে আসিবার সময়ে একস্থানে বংশীধ্বনি শ্রবণ করত প্রেমে অচেতন হইয়া পড়েন। এই বিজলী ১০ জন অশ্বারোহী পাঠান ভৃত্যসঙ্গে এই স্থান দিয়া যাইতেছিলেন। ভৃত্যগণের মধ্যে জনৈক ভাগ্যবান্ ব্যক্তি (পরে বৈষ্ণবনাম 'রামদাস' হয়) প্রভুর মহিমা বুঝিতে পারিয়া শ্রীচরণাশ্রয় করেন। রামদাস উদ্ধার হইলে বিজলী খানও প্রভুর শ্রীচরণে আশ্রিত হন।

* গঙ্গেশোপাধ্যায় কৃত চারিখণ্ড চিন্তামণি। কুসুমাঞ্জলি কণ্ঠস্থ না হইতেই তাঁহার অভিপ্রায় ব্যক্ত হইয়া পড়ে। শলাকা-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া পরে তিনি সসম্মানে 'সার্বভৌম'-উপাধি লাভ করেন। [বৈষ্ণব-ইতিহাস ১৬ পৃঃ]

আর এক পাঠান নাম বিজলী খাঁন।
অল্পবয়স তাঁর, রাজার কুমার॥
রামদাস আদি পাঠান চাকর তাঁহার॥
'কৃষ্ণ' বলি পড়ে সেই মহাপ্রভুর পায়।
প্রভু শ্রীচরণ দিল তাঁহার মাথায়॥
তাঁসবারে কৃপা করি প্রভু ত চলিলা।
সেইত পাঠান সব বৈরাগী হইলা॥
'পাঠান বৈষ্ণব' বলি হইল তাঁর খ্যাতি।
সর্ব্বত্র গাহিয়া বুলে মহাপ্রভুর কীর্ত্তি॥
সেই বিজুলী খান হৈল মহাভাগবত।
সর্বতীর্থে হৈল তাঁর পরম মহত্ব॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ১৮।২০৭-১২)

বিট্‌ঠল নাথ বা বিট্‌ঠলেশ্বর—প্রসিদ্ধ বল্লভাচার্য্যের পুত্র। ইনি বল্লভী সম্প্রদায়ের কর্ত্তা হইলেও শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুর ভজন করিতেন।

শ্রীবৃন্দাবনে গাঠুলিগ্রামে ইনি শ্রীশ্রীগোপালজীর সেবা করিতেন। চরিতামৃত মধ্য চতুর্থ পরিচ্ছেদে উক্ত গোপাল-জীর প্রকট কাহিনী লিখিত আছে। শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী দ্বারাই শ্রীগোপাল প্রকট হন। মহাপ্রভু শ্রীগোবর্দ্ধন পর্বতে আরোহণ করিতেন না তথাপি শ্রীগোপালজীকে দর্শন জন্য ব্যাকুল হইলে গোপাল প্রভুকে দর্শন দিয়াছিলেন। পূর্ব্বে শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী গোপালজীর সেবা করিতেন। পরে দুইজন গৌড়ীয় বৈষ্ণব বৃন্দাবনে আসিলে পুরী গোসাই তাঁহাদের উপর সেবাভার প্রদান করেন। (মাধবেন্দ্রপুরী দেখ)

"ভক্তিরত্নাকরে" জানা যায়—উক্ত গৌড়ীয়দ্বয়ের স্বধাম গমনের পরে—

শ্রীদাস গোস্বামী আদি পরামর্শ করি'।
শ্রীবিট্‌ঠলেশ্বরে কৈলা সেবা-অধিকারী॥

(ভক্তি ৫।৮১৫)

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর অজীর্ণ হইলে বিট্‌ঠলনাথ দুই জন বৈদ্য আনিয়া তাঁহার চিকিৎসা করাইয়াছিলেন।

শ্রীবল্লভ-পুত্র শ্রীবিট্‌ঠলনাথ শুনি'।
দুই চিকিৎসক লইয়া আইলা আপনি॥

(ভক্তি ৫।৫৭৭)

শ্রীনিবাস আচার্য্য যখন শ্রীবৃন্দাবন-ভ্রমণে গমন করিতে করিতে ঐস্থানে উপনীত হন, তখন বিট্‌ঠলনাথ পরম সমাদরে তাঁহাকে গ্রহণ করিয়াছিলেন। বিট্‌ঠলনাথ যে মহাপ্রভুর ভক্ত, তাহার প্রমাণ—

বিট্‌ঠলের সেবা কৃষ্ণচৈতন্য-বিগ্রহ।
তাঁহার দর্শনে হইল পরম আগ্রহ॥

(ভক্তি ৫।৮০৪)

যবনের ভয়ে শ্রীশ্রীগোপালজীকে বিট্‌ঠলেশ্বরের গৃহেই একমাস লুকাইয়া রাখা হইয়াছিল।

ম্লেচ্ছভয়ে আইলা গোপাল মথুরা নগরে।
একমাস রহিল বিট্‌ঠলেশ্বর ঘরে॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ১৮।৪৭)

ঐ সময়ে শ্রীরূপ বহু ভক্তের সঙ্গে তাঁহার গৃহে গিয়া শ্রীগোপালজীকে দর্শন করিতেন। এই গোপালজী এক্ষণে নাথদ্বারে আছেন। বি-বি-সি আই রেলের নাথদ্বার ষ্টেশন হইতে যাইতে হয়। এরূপ ঐশ্বর্য্যময় সেবা ভারতবর্ষে আর কোথাও নাই।

বিট্‌ঠলনাথ শ্রীমন্‌মহাপ্রভু রচিত প্রেমামৃত রসায়নের টীকা ও 'বিদ্বন্মণ্ডন' গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ১৫০৮ শকে ইনি অন্তর্হিত হন।

বিদ্যানন্দ—কুলীনগ্রামবাসী (চৈঃ চঃ আদি ১০।৮০)। ইনি কাটোয়ার মহোৎসবে সমাগত হইয়াছিলেন (প্রেম ১৯)।

বিদ্যানিধি—'পুণ্ডরীক' দেখুন। ২ শ্রীগৌর-পার্ষদ, নব নিধির অন্যতম (গৌঃ গঃ ১০২ ৩)।

বিদ্যা-বাচস্পতি—মহেশ্বর বিশারদের পুত্র এবং প্রসিদ্ধ বাসুদেব সার্ব্বভৌমের ভ্রাতা—রত্নাকর। ইনি নবদ্বীপ হইতে উঠিয়া কুমারহট্টে শ্রীপাট করেন। মহাপ্রভু সর্ব্বপ্রথম যখন পুরী হইতে গৌড়ে আসেন, তখন বিদ্যানগরে ইঁহার গৃহে শুভাগমন করিয়াছিলেন, কিন্তু অসংখ্য লোকসমাগম হইতে থাকিলে প্রভু রাত্রিকালে ঐস্থান হইতে কুলিয়া গ্রামে মাধব দাসের গৃহে গমন করেন। (বাসুদেব সার্ব্বভৌম দেখ)

শ্রীবিশারদের পুত্র বিদ্যাবাচস্পতি।
যাঁর জ্যেষ্ঠ সার্বভৌম নীলাচলে স্থিতি॥

(ভক্তি ১২।৩৮৮৫)

ইনি শ্রীসনাতন-প্রভুর গুরু (১।৫৯৮)।

বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসে ব্রাহ্মণকাণ্ডে ১ম ভাগে ধৃত কুলপঞ্জিকার মতে ইঁহার নাম—রত্নাকর বিদ্যাবাচস্পতি। ['নরহরি বিশারদ' দ্রষ্টব্য]। ইনি ব্রজের সুমধুরা (গৌঃ গঃ ১৭০।)

বিধু চক্রবর্ত্তী—শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য।

বিধু চক্রবর্ত্তী আর কমলাকান্ত কর। (প্রেম ২০)

বিধুমুখী দেবী—শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর খুল্লতাত-পত্নী। কালিদাস মিশ্রের পত্নী। 'কৃষ্ণমঙ্গল'-রচয়িতা মাধব মিশ্রের মাতা।

বিনোদ দাস- শ্রীরসিকানন্দ প্রভুর শিষ্য [রঃ মঃ পশ্চিম ১৪।১৫৪]

বিনোদ রায়—শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য।

কৃষ্ণসিংহ, বিনোদ রায়, ফাগু চৌধুরী।
সংকীর্ত্তনে নাচে যেঁহো বলি 'হরি হরি'॥ (প্রেম ২০)
জয় শ্রীবিনোদ রায় বিনোদ বস্থানে।
করয়ে নর্ত্তন প্রেমে মাতি সংকীর্ত্তনে॥ (নরো ১২)

বিন্দুদাস- পদকর্ত্তা, পদকল্পতরুতে ৫টি পদ সংগৃহীত হইয়াছে।

বিপ্রদাস- শ্রীনরোত্তমের শিষ্য। শ্রীপাট গোপাল-পুরের সন্নিধানে পাছপাড়ায়। পত্নীর নাম—ভগবতী। পুত্রের নাম যদুনাথ ও রমানাথ।

গোপালপুরের সন্নিধানে ক্ষুদ্র গ্রাম।
তথা বৈসে ভাগ্যবন্ত বিপ্রদাস নাম॥
(ভক্তি ১০।১৯৩)

শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয় ইঁহারই ধান্যগোলা হইতে শ্রীগৌরাঙ্গমূর্ত্তি প্রাপ্ত হন।

আর শাখা বিপ্রদাস নাম মহাভাগ।
যাঁর ধান্যগোলায় গৌরাঙ্গ হইল লাভ॥
তাঁহার পত্নীর নাম—ভগবতী হয়।
তাঁহারে করিলা কৃপা ঠাকুর মহাশয়॥
তাঁর দুই পুত্র হয় পরম সুন্দর।
যদুনাথ, রমানাথ—ভক্তি রত্নাকর॥ (প্রেম ১৯।২০)

বিপ্রদাস ঘোষ পদকর্ত্তা, পদকল্পতরুর ১১৭৫ সংখ্যক পদটি গোষ্ঠযাত্রা-বিষয়ক।

বিমলা দেবী—প্রসিদ্ধ গৌরীদাস পণ্ডিতের বনিতা। ইঁহার দুই পুত্র—বলরাম ও রঘুনাথ।

বিশারদ—মহেশ্বর, সার্ব্বভৌমের পিতা। [চৈঃ ভাঃ মধ্য ২১।৬]

বিশুদ্ধানন্দ—শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর ভ্রাতা (প্রেম ২৪)

বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী (মহামহোপাধ্যায়)—১৫৭৬ শকে (মতান্তরে ১৫৮৬ শকে) মুর্শিদাবাদ জেলায় সাগর-দীঘি থানার অধীন দেবগ্রামে জন্ম হয়। পিতা—রাম-নারায়ণ চক্রবর্ত্তী। দেবগ্রামে প্রাথমিক পাঠ শেষ করিয়া সৈদাবাদে আসিয়া ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। সঙ্কল্প-কল্পদ্রুমে গুরুপ্রণালী-প্রসঙ্গে তিনি জানাইয়াছেন যে বালু-চর গাম্ভীলানিবাসী শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শাখা শ্রীকৃষ্ণচরণ চক্রবর্ত্তী তাঁহার পরম গুরু এবং তৎপুত্র শ্রীরাধারমণ—তাঁহার দীক্ষাগুরু। কৃষ্ণচরণ সৈদাবাদনিবাসী শ্রীরাম কৃষ্ণ আচার্য্যের পুত্র ও বালুচরের গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্তীর দত্তক পুত্র। তিনি পরিণত বয়সে সৈদাবাদে বাস করত ভক্তিশাস্ত্রের অধ্যাপনা করিতেন। বিশ্বনাথ ইঁহারই নিকটে শ্রীমদ্‌ভাগবতাদি অধ্যয়ন করেন। কথিত আছে—শ্রীবিশ্বনাথ এস্থানে থাকিয়াই বিন্দু, কিরণ, কণা প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। অলঙ্কার-কৌস্তভের টীকাও এস্থানে লিখিত। অপ্রাপ্ত বয়সে তিনি দারপরিগ্রহ করেন বটে, কিন্তু তাহাতে তাঁহার বিন্দুমাত্রও আকর্ষণ ছিল না। কথিত আছে ইনি শ্রীবৃন্দাবনে গিয়া স্বগুরুর আদেশে একবার মাত্র গৃহে আসিয়া স্বীয় ভার্য্যার সহিত একরাত্রি যাপন করেন—কিন্তু সারারাত্রি সাধ্বী পত্নীকে শ্রীমদ্‌ভাগবত-রসামৃত পান করাইয়া পরদিন প্রত্যুষে গৃহত্যাগ করেন। শ্রীমদ্ বিশ্বনাথ শ্রীবৃন্দাবনে গিয়া তাৎকালীন বৈষ্ণব-সমাজের কর্ণধার হইলেন এবং বহু বৈষ্ণবগ্রন্থের টীকা রচনা দ্বারা এবং স্বয়ংও বহু বৈষ্ণব-গ্রন্থ নির্মাণ করিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণব জগতের প্রচুরতর কল্যাণ সাধন করেন। তিনি যথাসময়ে বেশাশ্রয় করত 'হরিবল্লভ' নাম ধারণ করেন। [মতান্তরে তিনি আদৌ বেশাশ্রয় করেন নাই।] তিনি একাধারে প্রগাঢ় পণ্ডিত, মহাদার্শনিক, পরম ভক্ত, রসবিৎ, শ্রেষ্ঠ কবি ও বৈষ্ণব-চূড়ামণি ছিলেন, তাঁহার নাম সার্থকতা দেখাইবার জন্য নিম্নলিখিত শ্লোকটি রচিত হয়—

'বিশ্বস্য নাথরূপোঽসৌ ভক্তিবর্ত্ম-প্রদর্শনাৎ।
ভক্তচক্রে বর্ত্তিতত্বাৎ চক্রবর্ত্ত্যাখ্যয়াঽভবৎ ॥'

কথিত আছে—তিনি যেস্থানে বসিয়া শ্রীমদ্ভাগবত লিখিতেন, তথায় বর্ষায় জল লাগিত না। এমন কি উত্তরকালে শ্রী সিদ্ধ কৃষ্ণদাস বাবাজি মহাশয় মানসগঙ্গায় ডুবিয়া তিন চারি দিন পরে শ্রীচক্রবর্ত্তিপাদের লিখিত পুঁথির জলস্পর্শশূন্য অবস্থায় সংগ্রহ করিতেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থসমূহের তালিকা—

টীকা—(১) শ্রীমদ্ভাগবতের 'সারার্থদর্শিনী', (২) গীতার 'সারার্থবর্ষিণী', (৩) উজ্জ্বলনীলমণির আনন্দচন্দ্রিকা, (৪) ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর 'ভক্তিসার-প্রদর্শিনী', (৫) গোপাল তাপনীর 'ভক্তহর্ষিণী', (৬) ব্রহ্মসংহিতার টীকা, (৭) দানকেলিকৌমুদীর 'মহতী', (৮) আনন্দবৃন্দাবন-চম্পুর 'সুখবর্ত্তিনী', (৯) অলঙ্কার-কৌস্তভের 'সুবোধিনী', (১০) হংসদূতের টীকা (?) (১১) চৈতন্যচরিতামৃতের টীকা, (১২) প্রেমভক্তিচন্দ্রিকার টীকা ইত্যাদি। স্বরচিত **মূলগ্রন্থ**—(১) শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃত. (২) শ্রীগৌরাঙ্গলীলামৃত, (৩) ঐশ্বর্যকাদম্বিনী, (৪) স্তবামৃতলহরী, (৫) সিন্ধুবিন্দু, (৬) উজ্জ্বল-কিরণ. (৭) ভাগবতামৃতকণা, (৮) রাগবর্ত্ম-চন্দ্রিকা, (৯) মাধুর্য্যকাদম্বিনী, (১০) গৌরগণ-চন্দ্রিকা, (১১) চমৎকারচন্দ্রিকা ও (১২) ক্ষণদাগীতচিন্তামণি।

ইঁহার স্থাপিত বিগ্রহ শ্রীগোকুলানন্দজীউ শ্রীবৃন্দাবনে বিরাজ করিতেছেন। মাঘী শুক্লা পঞ্চমীতে শ্রীরাধাকুণ্ডে ইনি অন্তর্হিত করেন। শ্রীবৃন্দাবনে পাথরপুরায় ইঁহার সমাধি ছিল, বর্ত্তমানে তাহা গোকুলানন্দে অপসারিত হইয়াছে। ইঁহার বংশধরগণ অত্যাপি বালুচরে বাস করেন।

বিশ্বনাথ দাস—শ্রীরসিকানন্দের শিষ্য। বৈষ্ণব নাম—শ্যামমনোহর। [র: ম: দক্ষিণ ১০।৫৮]

বিশ্বম্ভর—শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু।

বিশ্বম্ভর দাস—পদকর্ত্তা, পদকল্পতরুর ৭৪৩ ও ১১৯৯ সংখ্যক পদ।

বিশ্বরূপ—শ্রীগৌরাঙ্গের অগ্রজ [অন্য নাম শঙ্করারণ্য] পূর্বলীলায় লক্ষ্মণ ও সঙ্কর্ষণ। ইনি ষোড়শ বর্ষ বয়সে গৃহত্যাগ করত কাশীতে শ্রীকৃষ্ণভারতীর * নিকট সন্ন্যাসাশ্রম স্বীকার করত তীর্থ-পর্যটন করিতে করিতে পাণ্ডারপুরে অন্তর্হিত হন। ইনি স্বীয় তেজঃ পুরীশ্বরকে দিয়া নিত্যানন্দে সমর্পণ করেন। [চৈতন্যচন্দ্রোদয় ১।৮, গৌঃ গঃ ৫৮-৬৪]

বিশ্বাস—ম্লেচ্ছ অধিকারীর কর্ম্মচারী। মহাপ্রভু নীলাচল হইতে বৃন্দাবনে গমন-সময়ে উড়িষ্যারাজ্যে যখন প্রবেশ করিতে যান, সেই সময় উভয় রাজার যুদ্ধ হইতেছিল, এ জন্য উড়িষ্যার সীমা রক্ষক 'মহাপাত্র' নামক জনৈক কর্ম্মচারী মুসলমান অধিকারীর সহিত সন্ধি করিয়া প্রভুর গমনের সুবিধা অন্বেষণ করিতে উদ্যত হইলে ওদিকে মুসলমান অধিকারী গুপ্তচর দ্বারা মহাপ্রভুর আগমন ও মহিমা শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে দর্শন জন্য ব্যাকুল হন এবং উক্ত বিশ্বাস-নামক স্বীয় কর্ম্মচারীকে উড়িষ্যার সীমারক্ষকের নিকট পাঠাইয়া দেন।

বিশ্বাস মহাশয় প্রভুর দর্শন মাত্র প্রেমোল্লাসে "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বলিয়া বিহ্বল হইয়া শ্রীচরণে পতিত হয়েন। পরে মুসলমান অধিকারীর নিবেদন মহাপাত্রকে জানাইলে তিনি বলিলেন :—

"ভাগ্য তাঁর আসি করুক প্রভুর দরশন।"

(চৈঃ চঃ মধ্য ১৬।১৭৬)

কিন্তু মহাপাত্র রাজকর্ম্মচারী সহজে কাহাকেও বিশ্বাস করেন না। পাছে প্রভু দর্শন ছল করিয়া কিছু অনর্থ ঘটায়, এজন্য বলিলেন :—

প্রতীত করিয়ে যদি নিরস্ত্র হইয়া।
আসিবেক পাঁচ সাত ভৃত্য সঙ্গে লইয়া ॥

[ঐ ১৭৭]

বিশ্বাস মহাশয় মহানন্দে ম্লেচ্ছ অধিকারীকে প্রভুর দর্শনবার্ত্তা দিবার জন্য গমন করিলেন এবং পরে সেই ম্লেচ্ছও ভক্ত হইয়াছিলেন।

---

* শ্রীচৈতন্যমহাভাগবতে দ্বিতীয় স্কন্ধে চতুর্থাধ্যায়ে-১২-১২
তত্রৈকো বৈষ্ণবো নাম্না শ্রীকৃষ্ণভারতিস্তথা। সন্ন্যাসী শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র-পাদপদ্মাসবালিবৎ ॥
* * * *
বৈশাখস্ত সিতে পক্ষে তৃতীয়ায়াং নৃপোত্তম। কারয়ামাস সন্ন্যাসং ভারতির্বিশ্বরূপকম্ ॥

বিশ্বেশ্বর আচার্য্য—শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর বৈবাহিক। ইঁহার পত্নীর নাম—মহালক্ষ্মী দেবী। ইঁহার পুত্র মাধবাচার্য্যের সহিত শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কন্যা গঙ্গাদেবীর বিবাহ হয়। বিশ্বেশ্বরের বন্ধুর নাম—ভগীরথ আচার্য্য। উভয়ের একই গ্রামে নিবাস। বিশ্বেশ্বরের পত্নীবিয়োগ হইলে ভগীরথের পত্নী জয়দুর্গার হস্তে পুত্র মাধবকে সমর্পণ করিয়া তিনি সন্যাস লইয়া কাশীধামে গমন করেন (প্রেম ২১)। পূর্ব্বলীলার দিবাকর (গৌঃ গঃ ১১৩)।

বিশ্বেশ্বরানন্দ—শ্রীগৌর-পার্ষদ।

বিশ্বেশ্বরানন্দ বন্দো বিশ্ব-পরকাশ।
মহাপ্রভু-পদে যাঁর বিশেষ বিশ্বাস॥ (বৈষ্ণব-বন্দনা)

বিষ্ণাই হাজরা—শ্রীনিত্যানন্দ শাখা। ব্রজের কলবিঙ্ক।

বিষ্ণাই হাজরা, কৃষ্ণানন্দ, সুলোচন॥
(চৈঃ চঃ আদি ১১।৫০)

বিষ্ণুদাস—শ্রীচৈতন্য শাখা। পুরীধামে মহাপ্রভুর নিকট থাকিতেন।

নির্লোম গঙ্গাদাস, আর বিষ্ণুদাস।
এই সবের প্রভুসঙ্গে নীলাচলে বাস॥
(চৈঃ চ আদি ১০।১৫১)

২—শ্রীনিত্যানন্দ শাখা। ইঁহারা তিন ভ্রাতা।

বিষ্ণুদাস, নন্দন, গঙ্গাদাস—তিন ভাই।
পূর্ব্বে যাঁর ঘরে ছিল ঠাকুর নিতাই॥
(চৈঃ চঃ আদি ১১।৪৩)

৩—গৌরভক্ত-মূলতানবাসী কৃষ্ণদাসের শিষ্য।

৪—উড়িষ্যাবাসী, মহাপ্রভুর ভক্ত। দক্ষিণ দেশ হইতে মহাপ্রভু পুরীধামে উপস্থিত হইলে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য প্রভুকে ইঁহার পরিচয় দিয়াছিলেন।

চন্দনেশ্বর, সিংহেশ্বর, মুরারি ব্রাহ্মণ।
বিষ্ণুদাস—ইঁহো ধ্যায় তোমার চরণ॥
(চৈঃ চঃ মধ্য ১০।৪৫)

৫—(শ্রীবেড়ুয়া ?)—শ্রীরসিকানন্দের শিষ্য।
[র: মঃ পশ্চিম ১৪।১২৫]

বিষ্ণুদাস আচার্য—অদ্বৈত প্রভুর শাখা।

ভাগবতাচার্য্য আর বিষ্ণুদাসাচার্য্য॥
(চৈঃ চঃ আদি ১২।৫৮)

ইনি খেতরীর মহোৎসবে উপস্থিত ছিলেন।
(ভক্তি ১০।৪০৩)

বিষ্ণুদাসাচার্য্য দুই জন। একের সন্তান মাণিক্যডিহির গোস্বামিগণ * ইঁহারা বারেন্দ্র শ্রেণী। অন্যের সন্তান কাঁদিথালির গোস্বামিগণ—ইহারা রাঢ়ী শ্রেণী। এই দুই গ্রাম ভাগীরথী-তটে অদ্যাপি বর্ত্তমান।

বিষ্ণুদাস কপীন্দ্র—কায়স্থ। গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায় হইতে পরিত্যাজ্য।

আর এক কায়স্থ পাপী নাম বিষ্ণুদাস।
আপন ঐশ্বর্য্য বঙ্গে করয়ে প্রকাশ॥
বলে "আমি রঘুনাথ বৈকুণ্ঠ হইতে।
জগৎউদ্ধারার্থ উপস্থিত অবনীতে॥
হনুমান অঙ্গদাদি যত কপীন্দ্রগণ।
সকল আমার ভক্ত জানে সর্ব্বজন॥"
নানা ছলে লোক নষ্ট করে দুরাচার।
'কপীন্দ্র' বলিয়া নাম হইল তাহার॥
সেই কপীন্দ্র হৈলা মহাপ্রভুর ত্যাজ্য।
মহাপ্রভুর ভক্তগণের হইল অগ্রাহ্য॥ (প্রেম-২৫)
স্বমত রচিয়া সে পাপিষ্ঠ দুরাচার।
কহয়ে কবীন্দ্র, বঙ্গদেশেতে প্রচার॥ (ভক্তি ১৪।১৬৫)

আরও জানা যায়—

* * রাঢ়দেশে এক বিপ্রাধম।
মল্লিক খেয়াতি, দুষ্ট নাহি তার সম॥
সে পাপিষ্ঠ আপনাকে 'গোপাল' কহায়।
প্রকাশি রাক্ষস-মায়া লোকেরে ভাঁড়ায়॥
(ভক্তি ১৪।১৬৭-৬৮)

বিষ্ণুদাস কবিরাজ—বৈদ্য। কুমারনগরে শ্রীপাট। শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য।

আর শাখা বিষ্ণুদাস কবিরাজ।
বৈদ্যবংশ তিলক, বাস কুমারনগর॥ (প্রেম ২০)

---

* এই বিষ্ণুদাস আচার্য্য 'সীতাগুণকদম্ব'-নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন বলিয়া দ্বারভাঙ্গা মিথিলা কলেজের অধ্যাপক শ্রীহৃষীকেশ বেদান্তশাস্ত্রীর মতে। তিনি আরও বলেন যে এই বিষ্ণুদাস শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরীর পূর্ব্বাশ্রমের সন্তান।

বিষ্ণুপুরী—শ্রীচৈতন্যতরুর যে নয়জন মূলস্বরূপ সন্ন্যাসী ছিলেন, তন্মধ্যে ইনি একজন।

বিষ্ণুপুরী, কেশবপুরী, পুরী কৃষ্ণানন্দ ॥

(চৈঃ চঃ আদি ৯।১৪)

ইনি 'বিষ্ণুভক্তিরত্নাবলী'-নামক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ভক্তমাল (১৩শ) ইহার জীবন-প্রসঙ্গ বিবৃত করিয়াছে। পদ্যাবলীতে (৯, ১০) তৎকৃত শ্লোকদ্বয় সমাহৃত হইয়াছে।

বিষ্ণুপ্রিয়া—শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের শিষ্যা। রাজা চাঁদ রায় ও সন্তোষ রায়ের মাতা এবং রাঘবেন্দ্র রায়ের গৃহিণী।

তাঁহার ঘরণী হয়, নাম বিষ্ণুপ্রিয়া।
তাঁহারে করিলা শিষ্যা সদয় হইয়া ॥ (প্রেম ২০)

২ শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শিষ্যা। গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তীর কন্যা। ইনি পিতার নিকট দীক্ষা লন। মাতার নাম—নারায়ণী দেবী। ইনি শ্রীরাধাকুণ্ডে বাস করিয়াছিলেন।

শ্রীচক্রবর্ত্তীর পত্নী নাম মহামায়া।
জগৎবিদিতা বিষ্ণুপ্রিয়ার জননী ॥
বিষ্ণুপ্রিয়া কন্যা কৃষ্ণপ্রিয়া ভক্তিরাশি ॥
শ্রীরাধানুগৃহীতা যে রাধাকুণ্ডবাসী ॥ (নরো ১২)

বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী—শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের দ্বিতীয়া পত্নী। পূর্ব্বের ভূশক্তি ও সত্যভামা [গৌঃ গঃ ৪৮]

দুর্গাদাস মিশ্র
├ সনাতন মিশ্র
│ └ বিষ্ণুপ্রিয়া
└ কালিদাস মিশ্র
  └ মাধব আচার্য্য
    └ যাদব আচার্য্য

মতান্তরে—দুর্গাদাস মিশ্রের কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়া এবং পুত্র যাদব মিশ্র, যাদবের পুত্র—মাধব। প্রেমবিলাসমতে শ্রীগৌরাঙ্গমূর্ত্তি সেবা করেন। যাদবাচার্য্যের বংশধরগণ 'বিষ্ণুপ্রিয়া-পরিবার' বলিয়া কথিত।

বিহারীদাস বৈরাগী—শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য।

বিহারী দাস বৈরাগী আর গোকুলানন্দ। (প্রেম ২০)
জয় বিহারী দাস বৈরাগী ঠাকুর।
অতি অকিঞ্চন বেশ, চরিত্র মধুর। (নরো ১২)

বীরচন্দ্র গোস্বামী—শ্রীনিত্যানন্দ-পুত্র। ২ শ্রীনিত্যানন্দ-বংশ্য মাড়োগ্রামবাসী। ইনি শ্রীগোপালচম্পূ ও পদ্যাবলীর টীকা করিয়াছেন (১৮০০ শকাব্দা)।

বীর দর্পনারায়ণ—কাছাড়ের রাজা, ইনি ১৫৫৩ শকে দশাবতার মূর্ত্তি চিহ্নিত করিয়া এক শঙ্খ নির্ম্মাণ করাইয়াছেন।

বীরবন্ন দেউ—শ্রীরসিকানন্দ-শিষ্য [রঃ মঃ পশ্চিম ১৪।১৫৯]।

বীরবল্লভ—পদকর্ত্তা, পদকল্পতরুর ২৮৬৮ সংখ্যক পদ।

বীরভদ্র—শ্রীশ্যামানন্দ-প্রভুর শিষ্য।

বীরভদ্র, রাধামোহন, শাখা হলধর ॥ (প্রেম ২০)

বীরভদ্র গোস্বামী—'বীরচন্দ্র' ও 'জগৎদুর্লভ' নামেও খ্যাত। শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর পুত্র। বসুধা দেবীর গর্ভে অগ্রহায়ণী শুক্লা চতুর্দশী তিথিতে আবির্ভাব। পয়োব্ধিশায়ী [গৌঃ গঃ ৬৭]

বীরভদ্র
├ গোপীজনবল্লভ
├ রামকৃষ্ণ
├ রামচন্দ্র
└ কন্যা
  ভুবনমোহিনী
  (স্বামী পার্ব্বতীনাথ, ফুলিয়ার মুখুটী)

কেহ বীরভদ্র কহে, কেহ বীরচন্দ্র ॥ (ভক্তি।৯৪২০)
জগৎদুর্ল্লভ নাম প্রেমবিলাসে জানায়।

(প্রেম ২৫৩ পৃঃ)

শ্রীবীরভদ্র গোসাঞি স্কন্ধ-সম শাখা।
উপশাখা যত অসংখ্য তার লেখা ॥

(চৈঃ চঃ আদি ১১।৮)

বীরভদ্রের পত্নী—শ্রীমতী ও শ্রীনারায়ণী। ইনি মা জাহ্নবার মন্ত্রশিষ্য। শ্রীরামচন্দ্র খড়দহে বাস করেন—ইহার বংশধরগণ বৃন্দাবন, নবদ্বীপ, খড়দহ, কলিকাতা, ঢাকা, বুতনি, উদ্ধারণপুর, সপ্তগ্রাম প্রভৃতি গ্রামে বাস করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ মালদহে বাস করেন – ইহার বংশধরগণ বৃন্দাবন, গয়েশপুর, সোদপুর, কানাইডাঙ্গা, গোরাবাজার, মাড়ো প্রভৃতি স্থানে বাস করেন। শ্রীগোপীজনবল্লভ লতায় বাস করেন—ইহার বংশধরগণ লতাদহ, নূপুরবল্লভপুর, বাঁকুড়া জেলার পুরুনিয়া, কোদলা, মোক্তারপুর, আগরতলা ও

যশোহর প্রভৃতি স্থানে বাস করেন। শ্রীরামচন্দ্রের পুত্র—রামদেব, কৃষ্ণদেব, রাধামাধব ও বিষ্ণুদেব। রাধামাধবের পুত্র—গোপীকান্ত, রাঘব, রাজেন্দ্র, যাদব ও বলরাম রাজেন্দ্রের পুত্র হরিগোবিন্দ খড়দহ হইতে ঢাকা জেলার বুতনি গ্রামে বাস করেন। হরিগোবিন্দের পুত্র—সর্বেশ্বর বঙ্গেশ্বর ও নন্দেশ্বর। সর্ব্বেশ্বরের তিন পুত্র—লক্ষ্মীকান্ত, গোপীকৃষ্ণ ও রতনকৃষ্ণ। লক্ষ্মীকান্তের পুত্র কৃষ্ণকিশোর, কৃষ্ণকিশোরের পুত্র—চন্দ্রমোহন, অলোকমোহন প্রভৃতি। চন্দ্রমোহনের পুত্র—নিত্যানন্দ, তাঁহার পুত্র গোরাচাঁদ। অলোকমোহনের পুত্র - কৃষ্ণগোপাল ও প্রাণগোপাল।

২ সমগ্র দ্বাদশ স্কন্ধাত্মক শ্রীমদ্ভাগবতের মর্ম্মানুবাদক, এই গ্রন্থ ১২৬৫ সালে প্রথম ভাগ প্রথম হইতে নবম স্কন্ধ এবং ১২৬৮ সালে দ্বিতীয় ভাগ (দশম হইতে দ্বাদশ) মুদ্রিত হইয়াছে।

বীর হাম্বির—বাঁকুড়া জেলার বনবিষ্ণুপুরের রাজা। শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্য। শ্রীজীবগোস্বামী প্রদত্ত নাম - '**শ্রীচৈতন্য দাস**'। পত্নীর নাম - সুলক্ষণা। পুত্রের নাম — ধীরহাম্বির বা ধাড়িহাম্বির।

শ্রীবীরহাম্বির রাজা বনবিষ্ণুপুরে। (ভক্তি ১৫)
শ্রীজীবগোস্বামী হইলা প্রসন্ন তোমারে।
'**শ্রীচৈতন্যদাস**' নাম থুইল তোমার ॥
(ঐ ৯।২৭৫—৭৬)

ইনি শ্রীকালাচাঁদ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতিষ্ঠাকার্য্য শ্রীনিবাসপ্রভু করিয়াছিলেন।

হৈল বীরহাম্বিরের পরম উল্লাস।
শ্রীকালাচাঁদের সেবা করিলা প্রকাশ ॥ (ঐ ২৩৭)
রাজা বীরহাম্বীরের রাণী সুলক্ষণা।
আচার্য্য প্রভুরে কত করিলা প্রার্থনা।
আচার্য্য প্রসন্ন হইয়া দীক্ষামন্ত্র দিলা।
পাইয়া যুগল মন্ত্র রাণী হর্ষ হৈলা ॥
(ভক্তি ৯.২৭০)

ইনি পূর্বে বড়ই অত্যাচারী ছিলেন—
ঐছে দুষ্ট রাজা নাই ভারতভূমিতে।
কেহ না পারয়ে এ পাপীরে দণ্ড দিতে ॥
(ভক্তি ৭।৭১)

পদাবলী-সাহিত্যে ইঁহার রচিত দুইটি পদ পাওয়া যায়। (কর্ণা ১৯ পৃঃ)

বুদ্ধিমন্ত খাঁন—শ্রীচৈতন্য-শাখা। নবদ্বীপের জমিদার। মহাপ্রভুর ভক্ত। শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর সহিত প্রভুর বিবাহ-সময়ে ইনি সকল ব্যয় নির্বাহ করিয়া মহাসমারোহে করিয়াছিলেন।

শ্রীচৈতন্যের অতিপ্রিয় বুদ্ধিমন্ত খাঁন।
আজন্ম আজ্ঞাকারী তেঁহো সেবক-প্রধান ॥
(চৈঃ চঃ আদি ১০।৭৪)

বৃন্দাবতী দাসী—উৎকলীয় বৈষ্ণব-মহিলা। ইনি ১৬২১ শকাব্দে 'পূর্ণতমোচন্দ্রদয়'-নামে এক গ্রন্থ রচনা করেন।

বৃন্দাবন—শ্রীরসিকানন্দ-শিষ্য ও বংশীর নন্দন।
[রঃ মঃ পশ্চিম ১৪।১৩৮]

বৃন্দাবন আচার্য্য—('বৃন্দাবনবল্লভ' ও 'বৃন্দাবনচন্দ্র' নামেও খ্যাত) শ্রীনিবাসপ্রভুর জ্যেষ্ঠ পুত্র ও শিষ্য। পত্নীর নাম সত্যভামা দেবী।

জ্যেষ্ঠ পুত্র বৃন্দাবন আচার্য্য হয় নাম।
তাঁহারে করিল দয়া প্রভু গুণধাম। (কর্ণা ১)

শ্রীজীবগোস্বামিপাদ ইঁহার নামকরণ করিয়াছিলেন এবং পত্রদ্বারা প্রায়ই তাঁহার সংবাদ লইতেন।

শ্রীজীব গোস্বামী-দত্ত নাম বৃন্দাবন ॥ নরো ১১)
পত্রীমধ্যে 'বৃন্দাবন দাস'-নাম যার।
তেঁহো আচার্য্যের জ্যেষ্ঠ নন্দন প্রচার ॥
পুত্র হবামাত্র ব্রজে সংবাদ হইল।
শ্রীজীবগোস্বামী হর্ষে এ নাম থুইল ॥
(ভক্তি ১৪।১৯-২০)

বৃন্দাবন কবিরাজ বা বৃন্দাবন দাস—শ্রীনিবাস-আচার্য্য প্রভুর শিষ্য। ভ্রাতার নাম—বাসুদেব কবিরাজ।

তবে প্রভু কৃপা কৈল বৃন্দাবন দাসে।
কবিরাজ-খ্যাতি তার জগৎ প্রকাশে ॥ কর্ণা ১)

বৃন্দাবন কিশোর—শ্রীরসিকানন্দ প্রভুর শিষ্য।

বৃন্দাবন কিশোর সে রসিকের ভৃত্য।
সগোষ্ঠী সহিতে বলিলেন কৃষ্ণতত্ত্ব ॥
[রঃ মঃ পশ্চিম ১৪।১২১]

বৃন্দাবন চক্রবর্ত্তী—শ্রীনিবাস আচার্য্যের পুত্রবধূ শ্রীমতী সত্যভামা দেবীর শিষ্য। (কর্ণা ২)

২ শ্রীকৃষ্ণদেব সার্ব্বভৌমের শিষ্য। ইনি শ্রীগোবিন্দ-লীলামৃতের **'সদানন্দবিধায়িনী'** নামে এক প্রাঞ্জল টীকা করেন।

বৃন্দাবন চট্টরাজ—শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর শিষ্য। শ্রীপাট—কাঞ্চনগড়িয়া।

প্রভুর পরম প্রিয় সেবক-প্রধান।
বৃন্দাবন চট্টরাজ প্রিয়ভৃত্য প্রাণ॥
কি কহিব ইহা সবার ভজন-প্রসঙ্গ।
কহিতে বাড়য়ে চিত্তে সুখাব্ধি-তরঙ্গ॥ কর্ণা ১

বৃন্দাবন চন্দ্র – শ্রীল গোপালভট্টের শিষ্য। হরিবংশ গোস্বামীর কনিষ্ঠ পুত্র। শ্রীবৃন্দাবনের শ্রীশ্রীরাধাবল্লভ-জীউর সেবক। (প্রেম ১৮)

বৃন্দাবন দাস - শ্রীবৃন্দাবনবাসী। শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্য।

বৃন্দাবনবাসী হয় মহাসুখরাশি।
বৃন্দাবন দাস নাম মহা গুনরাশি॥
তার গুণ কি কহিব মুঞি হীনবুদ্ধি॥ (কর্ণা ১

২ ব্রজবাসী গৌড়ীয় বৈষ্ণব। ইনি ব্রজভাষায় বিলাপ-কুসুমাঞ্জলি, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ও বৈষ্ণবাভিধান (বৈষ্ণব-বন্দনার) প্রভৃতির অনুবাদ করিয়াছেন। সর্বত্র দোহা, উপদোহা, সোরঠা, চৌপাই প্রভৃতি ছন্দ বিদ্যমান। ১৮১৩, ১৮১৪ সম্বতে ইহাদের রচনা।

৩ শ্রীনিবাস আচার্য্যের পুত্র শ্রীগতিগোবিন্দের শিষ্য। ১৮১৪ পিতার নাম—প্রসাদ বিশ্বাস।

প্রসাদ-বিশ্বাস-পুত্র বৃন্দাবন দাস।
প্রভুপদে নিষ্ঠা রতি পরম বিশ্বাস॥ [কর্ণা ২]

৪ শ্রীরসিকানন্দ-শিষ্য [রঃ মঃ পশ্চিম ১৪।১২৩,১৪৬]

বৃন্দাবনদাস ঠাকুর— পূর্বলীলায় বেদব্যাস (গৌঃ গঃ ১০১) প্রসিদ্ধ **'শ্রীচৈতন্যভাগবত'** গ্রন্থ-রচয়িতা। পিতার নাম—বৈকুণ্ঠনাথ বিপ্র। মাতার নাম—নারায়ণী দেবী। নারায়ণী শ্রীবাস পণ্ডিতের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নলিন পণ্ডিতের কন্যা। শ্রীপাট—বর্দ্ধমান জেলার দেনুড় গ্রামে। বৃন্দাবন দাস ৫ বৎসর বয়ক্রমকালে মামগাছি গ্রামে থাকিতেন; কিন্তু তাঁহার জন্মভূমি—কুমারহট্টে বা হালিসহরে।

হালিসহর নতিগ্রামে নারায়ণী সুত।
ঠাকুর বৃন্দাবন নাম ভুবন-বিখ্যাত॥
নতিগ্রামে জন্মস্থান, স্থিতি দেন্দুড়াতে।
শ্রীচৈতন্যভাগবত কৈল প্রচারিতে॥ (পাঃ পঃ)
বৃন্দাবন দাস নারায়ণীর নন্দন।
'চৈতন্যমঙ্গল' যেঁহো করিলা রচন॥
(চঃ চঃ আদি ১১ ৫৪)
কুমারহট্টবাসী বিপ্র বৈকুণ্ঠদাস যিহোঁ।
তাঁর সহিত নারায়ণীর হইল বিবাহ॥
তাঁর গর্ভে জনমিলা – বৃন্দাবন দাস।
* * * *
বৃন্দাবন দাস যবে আছিলেন গর্ভে।
তাঁর পিতা বৈকুণ্ঠদাস চলিলেন স্বর্গে॥
ভ্রাতৃকন্যা গর্ভবতী পিতৃহীনা দেখি।
আনিয়া শ্রীবাস নিজগৃহে দিলা রাখি॥
(প্রেম ২৩, ২২২ পৃঃ)

মহাপ্রভুর ভক্ত বাসুদেব দত্ত—শ্রীবৃন্দাবন দাস ও তাঁহার মাতাকে নিজের দেবালয়ে কিছুদিন পরম যত্নে রাখিয়াছিলেন। (প্রেম ২৩)

বৃন্দাবন দাসের পূর্ব্বপুরুষগণের নিবাস ছিল—শ্রীহট্টে। ১৪২৯ শকে বৈশাখী কৃষ্ণা দ্বাদশীতে ইঁহার জন্ম। ১৪৫৭ শকে শ্রীচৈতন্যভাগবত রচনা করেন। উক্ত গ্রন্থের নাম প্রথমে শ্রীচৈতন্যমঙ্গল ছিল, পরে শ্রীচৈতন্যভাগবত হয়। নিত্যানন্দ-বংশবিস্তার, চৈতন্যলীলামৃত, ভক্তিচিন্তামণি, ভজন নির্ণয়, নিত্যানন্দ-ঐশ্বর্য্যামৃত, বৈষ্ণববন্দনা প্রভৃতি গ্রন্থ ইঁহার নামে আরোপিত। 'পদকল্পতরু' গ্রন্থে ইঁহার রচিত ৩০টি পদ আছে।

ইনি দেনুড় গ্রামে শ্রীগৌরনিতাই বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। রামহরি নামক জনৈক কায়স্থ শিষ্যের উপর সেবাভার অর্পণ করিয়া ইনি শ্রীবৃন্দাবনে গমন করেন। গোপীনাথ নামে ইঁহার জনৈক বিশেষ বন্ধুর বিষয় জানা যায়।

"চৈতন্যলীলার ব্যাস বৃন্দাবন দাস ।
বৃন্দাবন দাস কৈল চৈতন্যমঙ্গল ॥
যাঁহার শ্রবণে নাশে সর্ব অমঙ্গল ॥
চৈতন্যনিতাইর যাতে জানিয়ে মহিমা ।
যাতে জানি কৃষ্ণভক্তি-সিদ্ধান্তের সীমা ॥
ভাগবতে যত ভক্তিসিদ্ধান্তের সার ।
লিখিয়াছেন ইহাঁ জানি করিয়া উদ্ধার ॥
'চৈতন্যমঙ্গল' শুনে যদি পাষণ্ডী যবন ।
সেহ মহা বৈষ্ণব হয় ততক্ষণ ॥
মনুষ্য রচিতে নারে ঐছে গ্রন্থ ধন্য ।
বৃন্দাবনদাস-মুখে বক্তা শ্রীচৈতন্য ॥
বৃন্দাবনদাস-পদে কোটি নমস্কার ।
ঐছে গ্রন্থ করি' তেঁহো তারিলা সংসার ॥
নারায়ণী—চৈতন্যের উচ্ছিষ্ট-ভাজন ।
তাঁর গর্ভে জনমিলা শ্রীদাস বৃন্দাবন ॥"

(চৈঃ চঃ আদি ৮।৩৪—৪১)

ইনি শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর মন্ত্রশিষ্য। ১৫১১ শকে ইঁহার অন্তর্ধান হয় বলিয়া কেহ কেহ বলেন।

বৃন্দাবন বল্লভ—শ্রীআচার্য্য প্রভুর জ্যেষ্ঠ পুত্র। (বৃন্দাবন আচার্য্য দ্রষ্টব্য)।

বৃন্দাবনবাসী বৈষ্ণব—নাম অজ্ঞাত। একদিবস শ্রীরূপগোস্বামি প্রভু শ্রীবৃন্দাবনে লীলাচিন্তারসে মগ্ন আছেন ; তিনি দেখিতেছেন—সখীগণ শ্রীমতী রাধিকার বেশ রচনা করিতেছেন। সেই সময়ে শ্রীমতী বসন আলুথালুভাবে বিক্ষিপ্ত ছিল। পরে বেণী-বন্ধন হইলে সখীগণ দর্পণ আনিয়া তাঁহার মুখকমল নিরীক্ষণ করিতে দিলেন। ওদিকে রসিক শিরোমণি শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র গোপনে শ্রীমতীর পশ্চাতে লুকাইয়া তাঁহার রূপরাশি দর্শন করিতেছিলেন ; কিন্তু দর্পণে শ্রীমতী রাধা নিজের মুখকমল দেখিতে উদ্যত হইলে, শ্রীকৃষ্ণের প্রতিবিম্ব তাহাতে পতিত হইল। শ্রীমতী লজ্জিত হইয়া তাড়াতাড়ি বসনে সর্বাঙ্গ আচ্ছাদন করিতে গেলে সখীগণমধ্যে উচ্চহাস্য পড়িয়া গেল। শ্রীরূপগোস্বামিপ্রভুও লীলাবেশে হাস্য করিলেন। ঠিক সেই সময়ে উক্ত বৃন্দাবনবাসী বৈষ্ণব ঠাকুর শ্রীরূপ-গোস্বামিকে দর্শন করিবার জন্য উৎকণ্ঠিত চিত্তে আগমন করেন, কিন্তু শ্রীরূপের ঐরূপ উচ্চহাস্য দেখিয়া তিনি মনে করিলেন যে তাঁহাকে দেখিয়াই শ্রীরূপ বিদ্রূপ করিয়া হাস্য করিলেন। এজন্য ক্ষুণ্ণমনে তিনি শ্রীসনাতন গোস্বামিপাদের নিকটে গিয়া—

বৈষ্ণব কহয়ে—গেনু শ্রীরূপে দেখিতে ।
আমারে দেখিয়া তেঁহো লাগিলা হাসিতে ॥
মনোদুঃখী হৈয়া তারে কিছু না কহিনু ।
না বুঝি কারণ কিছু জিজ্ঞাসিতে আইনু ॥

[ভক্তি ৫।৩৮১৪-১৫]

সর্বতত্ত্বজ্ঞ শ্রীসনাতন গোস্বামিপ্রভু বৈষ্ণব ঠাকুরের বাক্যদ্বারা প্রকৃত ব্যাপার বুঝিলেন ও বৈষ্ণবকে বুঝাইয়া দিলেন। তিনি শ্রীরূপের উপরে বৃথা দোষারোপ করিয়াছেন বলিয়া অতীব চিন্তিত হইলেন।

এদিকে দর্শনপ্রার্থী বৈষ্ণবঠাকুর ক্ষুণ্ণমনে চলিয়া যাইবার পর হইতে শ্রীরূপের লীলার আর স্ফূর্ত্তি হইল না, ধ্যান ভঙ্গ হইলে তিনি কারণ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। তিনি ভাবিলেন যে সম্ভবতঃ কোনও বৈষ্ণব আসিয়া দুঃখ পাইয়া চলিয়া গিয়াছেন। পরে শ্রীসনাতন গোস্বামিপাদের নিকট গমন করিয়া তিনি ব্যাপার শুনিলেন। তখন উক্ত বৈষ্ণব তাঁহার চরণে ধরিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন এবং শ্রীরূপও ভূমে পড়িয়া তাঁহার নিকট স্বীয় অপরাধের ক্ষমা চাহিতে লাগিলেন। বৈষ্ণব স্বীয় প্রেমের জন্য শ্রীরূপের পদতলে পড়িয়া বারংবার কাতরতা জানাইতে লাগিলেন।

বৈষ্ণবের দোষদৃষ্টো হবে সাবধান।
নিরন্তর করিবে বৈষ্ণবের গুণগান ॥
পূর্বে পূর্বে ভাগবতগণ এই কথা কয়।
বৈষ্ণবের ক্রিয়া মুদ্রা বিজ্ঞে না বুঝায় ॥

(ভক্তি ৫।৩৮০৫—৩৫)

বৃন্দাবনী ঠাকুরাণী—শ্রীনিবাস আচার্য্যের শাখা।

বৃন্দাবনী ঠাকুরাণী সেবক তাঁহার ॥ (কর্ণা ২)

বেচারাম ভদ্র—শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য।

বেচারাম ভদ্র আর রামচন্দ্র রায়।
তাহারে করিলা দয়া ঠাকুর মহাশয় ॥ (প্রেম ২০)

কিন্তু নরোত্তমবিলাসে 'বোঁচারাম ভদ্র' লিখিত আছে।

জয় বোঁচারাম ভদ্র আর রামভদ্র রায়।
তাহারে করিলা দয়া ঠাকুর মহাশয় ॥ (নরো ১২)

বেঝা গুপ্ত—মুরারি গুপ্ত [চৈঃ মঃ ৫২ পৃষ্ঠা ২৯৩]

বেতালভট্ট বা বেতাল সিংহ—ইনি ভট্ট বা ভাট ব্রাহ্মণ ছিলেন। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার সহিত মহাপ্রভুর বিবাহের সময় ইনি স্তবগান করিয়াছিলেন। (জয়া—চৈতন্যমঙ্গল)

বেদগর্ভ—অভিরামদাসের "পাটপর্যটন"-মতে ইনি শ্রীঅভিরাম গোস্বামিপাদের শিষ্য। কৈয়ড় গ্রামে শ্রীপাট। কৈয়ড় গ্রাম বর্দ্ধমান জেলায়।

কৈয়ড় গ্রামেতে বেদগর্ভ পরকাশ ॥ [পাঃ পঃ]

বৈকুণ্ঠ দাস—শ্রীরসিকানন্দ প্রভুর শিষ্য।

হিজলী-মণ্ডলে বৈকুণ্ঠদাস মহাশয়।
রসিকেন্দ্র চূড়ামণি যাঁহার হৃদয় ॥
শত শত সাধুসেবা করে নিরন্তর।
আপনা বিকাঞা সাধুসেবে দৃঢ়তর ॥
[রঃ মঃ পশ্চিম ১৪।১২৯—১৩০]

বৈকুণ্ঠদাস বিপ্র—কুমারহট্ট বা হালিসহরে—শ্রীপাট। ইনি শ্রীচৈতন্যভাগবতকার শ্রীবৃন্দাবনদাসের পিতা। শ্রীবাস পণ্ডিতের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নলিন পণ্ডিতের কন্যা শ্রীমতী নারায়ণী দেবীকে ইনি বিবাহ করেন। বৃন্দাবনদাস যখন নারায়ণীর গর্ভে, তখন ইনি স্বধামে গমন করেন।

কুমারহট্টবাসী বিপ্র বৈকুণ্ঠ দাস যিহোঁ।
তাঁর সহিত নারায়ণীর হইল বিবাহ ॥
বৃন্দাবন দাস যবে আসিলেন গর্ভে।
তাঁর পিতা বৈকুণ্ঠ দাস চলি গেলা স্বর্গে ॥
(প্রেম ২০)

বৈদ্যনাথ—শ্রীঅদ্বৈত-শাখা।

বনমালী কবিচন্দ্র আর বৈদ্যনাথ।
[চৈঃ চঃ আদি ১২।৬৩]

বৈদ্যনাথ ভঞ্জ—শ্রীরসিকানন্দ-শিষ্য। রাজগড়বাসী; বারিপদায় 'বুড়া জগন্নাথদেবের' মন্দির প্রতিষ্ঠাপক।
[রঃ মঃ ১২।১৭]

বৈদ্যনাথ মহারাজা—শ্রীরসিকানন্দ প্রভুর শিষ্য।

বৈদ্যনাথ মহারাজা বড় মহাজন।
কায়মনোবাক্যে দৃঢ়ে রসিক-শরণ ॥
দেহত্যাগ করিলেন উৎকল-ভুবনে।
বৃন্দাবনে দেখিলেন সব সাধুগণে ॥
[রঃ মঃ পশ্চিম ১৪।১৪—১৫]

বৈদ্য বিষ্ণুদাস—শ্রীগৌরভক্ত ও কীর্ত্তনীয়া।

দ্বিজ হরিদাস বন্দো বৈদ্য বিষ্ণুদাস।
যাঁর গীত শুনি' প্রভুর অধিক উল্লাস ॥
[বৈষ্ণব-বন্দনা]

বৈষ্ণবচরণ—শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য।

বৈষ্ণবচরণ শাখা, শিবরাম দাস। (প্রেম ২০)
জয় জয় বৈষ্ণবচরণ বিরক্ত।
সদা গৌরচন্দ্র-গুণগানে অনুরক্ত ॥ (নরো ১২)

বৈষ্ণব চরণ দাস— বৈদ্য। আদি নাম - **গোকুলানন্দ সেন**। কাটোয়া সাবডিভিসনের ঝামটপুর হইতে তিন ক্রোশ দূরে টেঞা বৈদ্যপুরে শ্রীপাট। ইনি "পদকল্পতরু" গ্রন্থের সংগ্রহকর্তা। (১৬৪০।৪৫ শকে) শ্রীনিবাস আচার্য্য-বংশীয় শ্রীরাধামোহন ঠাকুরের শিষ্য। ইনি সঙ্গীত-বিশারদ ছিলেন। তিনি যে সব সুরে গান করিতেন, তাহার নাম "টেঞার ছপ বা 'ঢপ্'। পদকল্পতরুতে ৩১০১টি পদ আছে। বৈষ্ণবদাসের পুত্রের নাম রামগোবিন্দ সেন। রামগোবিন্দের দুই কন্যা। শ্রীপাটে এখনও বৈষ্ণব দাসের ভক্ত দৃষ্ট হয়।

বৈষ্ণব দাস- শ্রীগদাধর পণ্ডিতের উপশাখা।

বন্দেঽহং বৈষ্ণবং দাসং শুদ্ধচিত্ত-কলেবরম্।
বৃন্দাবনেশয়োর্লীলামৃত-স্নিগ্ধ কলেবরম্।
[শাঃ নিঃ ৪৯]

বৈষ্ণব মিশ্র - শ্রীচৈতন্যমঙ্গল-রচয়িতা জয়ানন্দদাসের আত্মীয় এবং গৌরভক্ত। ইনি ছয় দিন যাবৎ জলস্পর্শ না করিয়া নামরসে উন্মত্ত ছিলেন।

বৈষ্ণবাচার্য্য—শ্রীগৌরভক্ত।

শ্রীবৈষ্ণবাচার্য্য মোরে রাখ' তার পাশে।
নদীয়ার ভট্টাচার্য্য কাঁপে যার ত্রাসে ॥ [নামা ১২০]

বৈষ্ণবানন্দ আচার্য্য বা আচার্য্য বৈষ্ণবানন্দ—শ্রীনিত্যানন্দ শাখা। পূর্ব নাম—রঘুনাথ পুরী।

আচার্য্য বৈষ্ণবানন্দ ভক্তি-অধিকারী।
পূর্বে নাম ছিল যাঁর রঘুনাথপুরী॥
(চৈঃ চঃ আদি ১১।৪২)

শ্রীবৈষ্ণবানন্দ রাখ তারে মোর চিতে।
মায়েরে আনন্দ যেঁহো দেন নানা মতে॥ [নামা ১২১]

বোঁচা রামভদ্র - শ্রীঠাকুর মহাশয়ের শিষ্য।

জয় বোঁচা রামভদ্র পরম কৌতুকী।
সর্ব বৈষ্ণবের সুখ যাঁর চেষ্টা দেখি'॥ (নরো ১২)

বৌদ্ধাচার্য্য দক্ষিণদেশে বৃদ্ধকাশীর নিকট প্রভু যখন একটি গ্রামে অবস্থান করিয়া যাবতীয় মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণকে বৈষ্ণব-মতাবলম্বী করিতেছিলেন, সেই সময়ে ঐ অঞ্চলের বৌদ্ধগণ সে সংবাদ পাইয়া প্রভুর সহিত বাদ-বিতর্ক করিবার জন্য তাঁহাদের আচার্য্যকে প্রেরণ করিলেন।

বৌদ্ধাচার্য্য মহাপণ্ডিত নিজ নব মতে।
প্রভু-আগে উদ্‌গ্রাহ করি' লাগিলা কহিতে॥

প্রভুর সহিত তর্ক বিতর্ক করিয়া আচার্য্য পরাজিত হইলে অন্যান্য পণ্ডিত মণ্ডলী হাস্য করিলেন। ইহাতে আচার্য্য ক্রোধান্বিত হইয়া প্রভুকে অপদস্থ করিবার জন্য সে স্থান হইতে গমন করিয়া দলস্থ লোকের সহিত পরামর্শ করিয়া একথালি অপবিত্র অন্ন "বিষ্ণুর প্রসাদ" বলিয়া প্রভুকে ভোজন করাইতে লইয়া আসিলেন। বিষ্ণু নৈবেদ্য প্রভু কখনই অস্বীকার করেন না, কিন্তু অন্ন লইয়া আসিবা-মাত্রই একটি আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিল।

হেনকালে মহাকায় এক পক্ষী আইলা।
ঠোঁটে করি থালিসহ অন্ন লইয়া গেলা॥
বৌদ্ধগণের উপর অন্ন পড়ে অমেধ্য হইয়া।
বৌদ্ধাচার্য্যের মাথায় থালি পড়িল বাজিয়া॥
তেরছে পড়িল থালি মাথা কাটা গেল।
মূর্চ্ছিত হইয়া আচার্য্য ভূমিতে পড়িল॥
[চৈঃ চ মধ্য ৯।৫৪ ৫৬]

অকস্মাৎ এরূপ ঘটনা ঘটায় বৌদ্ধগণের মনে বড়ই ভয় হইল। তখন তাঁহারা প্রভুর মহিমা উপলব্ধি করিয়া সকলে শ্রীচরণে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া বৈষ্ণব হইয়া গেলেন। আচার্য্যের কর্ণে মহাপ্রভু কৃষ্ণনাম প্রদান করাতে তিনি চেতন পাইয়া প্রেমানন্দে 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' করিতে লাগিলেন। প্রভুও তথা হইতে ত্রিপতীত্রিমল্লে গমন করিলেন।

ব্যাসাচার্য্য—শ্রীনিবাস আচার্য্যের সর্ব্বপ্রথম শিষ্য। বাঁকুড়া জেলার বনবিষ্ণুপুর রাজ্যে শ্রীপাট ছিল। ইনি বিষ্ণুপুরের মহারাজা হীরহাম্বীরের সভাপণ্ডিত ছিলেন। পত্নীর নাম—ইন্দুমুখী, পুত্রের নাম—শ্যামদাস চক্রবর্ত্তী। পরে শ্রীনিবাস-প্রভু ইহাকে নিজের পুরোহিত করিয়াছিলেন।

চক্রবর্ত্তী ব্যাসাচার্য্য খ্যাতি ভক্তিরাশি॥
(ভক্তি ১০।১৩৪)

খেতুরীর বিখ্যাত উৎসবে ইনি উপস্থিত থাকিয়া যে স্থানে শ্রীপতি, শ্রীনিধি প্রভৃতি মহান্তগণের বাসা হইয়াছিল, সেই স্থানে তত্ত্বধান করিয়াছিলেন।

শ্রীপতি শ্রীনিধি পণ্ডিতাতি-বাসা ঘরে।
করিলেন নিযুক্ত শ্রীব্যাস আচার্য্যেরে॥ (নরো ৬)

ব্যেঙ্কটভট্ট—শ্রীসম্প্রদায়ী বৈষ্ণব, শ্রীরঙ্গমবাসী। মহাপ্রভু দক্ষিণদেশ ভ্রমণ করিতে করিতে শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে গমন করিলেন।

শ্রীবৈষ্ণব এক ব্যেঙ্কট ভট্ট নাম।
প্রভুরে নিমন্ত্রণ কৈল করিয়া সম্মান।
তাঁর ঘরে রহিলা প্রভু কৃষ্ণ কথা-রসে।
ভট্ট-সঙ্গে গোঁয়াইলা সুখে চারি মাসে॥
(চৈঃ চঃ মধ্য ৯।৮২, ৮৬)

ব্যেঙ্কট ভট্ট প্রথমে শ্রীশ্রীলক্ষ্মী-নারায়ণের উপাসক ছিলেন, পরে কিন্তু প্রভুর উপদেশে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের উপাসক হন।

ভট্ট কহে—কাঁহা আমি জীব পামর।
কাঁহা তুমি সেই কৃষ্ণ-সাক্ষাৎ ঈশ্বর॥
অগাধ ঈশ্বর লীলা কিছুই নাহি জানি।
তুমি যেই কহ সেই সত্য করি মানি॥
(চৈঃ চঃ মধ্য ৯]১৫৮-৫৯)

ব্রজমোহন (দ্বিজ)—শ্রীরসিকানন্দ-প্রভুর শিষ্য [রঃ মঃ পশ্চিম ১৪।১১২, ১২৮, ১৪৯, ১৫০, ১৫২]।

ব্রজমোহন চট্টরাজ—শ্রীনিবাস আচার্য্যের পুত্র, শ্রীগতিগোবিন্দের শিষ্য।

ব্রজমোহন চট্টরাজ তাঁর শিষ্য আর॥ (কর্ণা ২)

ব্রজ রায়—শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য।

ব্রজ রায়, রাধাকৃষ্ণ দাস, কৃষ্ণ রায়। (প্রেম ২০)
জয় ব্রজ রায় ভক্তি-রীতি চমৎকার।
প্রাণ দিয়া করে যেঁহো পর-উপকার ॥ (নরো ১২)

ব্রজলক্ষ্মীনাথ—'লক্ষ্মীনাথ পণ্ডিত' দেখ।

ব্রজানন্দ—পদকর্ত্তা, (পদকল্পতরু ১২৭ সংখ্যক পদ)।

২—শ্রীরসিকানন্দ প্রভুর প্রথম পুত্র [রঃ মঃ দক্ষিণে ১১।৩৫]

ব্রজানন্দ দাস—শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর শিষ্য।

শ্রীমোহন দাস আর ব্রজানন্দ দাস।
প্রভুপদে নিষ্ঠা সদা, অন্তরে উল্লাস ॥ (কর্ণা ১)

ব্রহ্মানন্দ— শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর অনুজ। (প্রেম ২৪)।

ব্রহ্মানন্দ পুরী—শ্রীচৈতন্যতরুর মূলস্বরূপ যে নয় জন সন্ন্যাসী ছিলেন, তন্মধ্যে ইনি একতম।

ব্রহ্মানন্দপুরী আর ব্রহ্মানন্দ ভারতী।
[চৈঃ চঃ আদি ৯।১৩]

ব্রহ্মানন্দ ভারতী—শ্রীচৈতন্যকল্পবৃক্ষের মূলস্বরূপ।

ব্রহ্মানন্দপুরী আর ব্রহ্মানন্দ ভারতী।
[চৈঃ চঃ আদি ৯।১৩]
ভগবান্ আচার্য্য, ব্রহ্মানন্দাখ্য ভারতী ॥
(চৈঃ চঃ আদি ১০।১৩৬)

মহাপ্রভুর নীলাচলে অবস্থান-সময়ে ব্রহ্মানন্দ ভারতী ব্যাঘ্রাম্বর পরিধান করিয়া প্রভুকে দর্শন করিতে আসিলে দ্বাররক্ষক মুকুন্দ দত্ত প্রভুকে সংবাদ দেন। প্রভু ব্যস্ত সমস্ত হইয়া বাহিরে আগমন করিলেন। (চৈঃ চঃ মধ্য ১০।১৫৫—৫৯)

মুকুন্দেরে পুছে,—কাঁহা ভারতী গোসাঞি ?
মুকুন্দ কহে,– এই আগে দেখ বিদ্যমান ॥
প্রভু কহে,—তেঁহ নহেন, তুমি অগেয়ান্।
অন্যেরে অন্য কহ, নাহি তোমার জ্ঞান ॥
ভারতী গোসাঞি কেনে পরিবেন চাম।

তখন ব্রহ্মানন্দ ভাবিলেন—

'ভাল কহেন, চর্ম্মাম্বর দম্ভ লাগি' পরি।
চর্ম্মাম্বর-পরিধানে সংসার নাহি তরি ॥'

তখন তিনি চর্ম্মাম্বর ত্যাগ কধিয়া বহির্বাস পরিলেন এবং মহাপ্রভুর সঙ্গে নীলাচলে রহিলেন।

ব্রহ্মানন্দ-স্বরূপ—শ্রীগৌর-পার্ষদ সন্ন্যাসী [বৈষ্ণব-বন্দনা।

ব্রহ্মানন্দ স্বরূপ! করি এই নিবেদন।
অনন্ত শ্রবণে শুনি প্রভুর বর্ণন ॥ [নামা ২১৯]

[ভ]

ভক্ত কাশী—শ্রীল কাশীশ্বর পণ্ডিতের শিষ্য।

কাশীশ্বরের এক শিষ্য হন ব্রজবাসী।
ব্রাহ্মণকুলেতে জন্ম, নাম – ভক্ত কাশী ॥ (প্রেম ১৮)

ভক্তদাস—শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য।

ভক্তদাসের ভক্তিরীতি সর্বাংশে উত্তম।
তাঁহারে করিলা দয়া ঠাকুর নরোত্তম ॥
জয় শ্রীভকতদাস ভক্তিরস-মগ্ন।
শ্রীবৈষ্ণব যাঁরে না ছাড়য়ে তিলমাত্র ॥ (নরো ১২)

২—শ্রীরসিকানন্দ-শিষ্য [রঃ মঃ পশ্চিম ১৪।১৫০]।

ভক্ত ভৌমিক—শ্রীপাট মালিয়াড়া (বনবিষ্ণুপুরের সীমায় রঘুনাথপুরের নিকট)।

শ্রীনিবাস আচার্য ও শ্রীনরোত্তম ঠাকুর বৃন্দাবন হইতে যখন গ্রন্থের গাড়ী লইয়া আগমন করেন, তখন তাঁহারা ইঁহার গৃহে একরাত্রি অবস্থান করিয়াছিলেন। (শ্রীনিবাস আচার্য দেখ)।

ভগবতী—শ্রীঠাকুর মহাশয়ের শিষ্যা, শ্রীপাট—পাছপাড়া। ইনি বিপ্রদাসের গৃহিণী এবং যদুনাথ ও রামনাথের মাতা।

তাঁহার পত্নীর নাম—ভগবতী হয়।
তাঁহারে করিলা কৃপা ঠাকুর মহাশয় ॥ (প্রেম ২০)

ইঁহাদেরই ধান্যগোলাতে শ্রীগৌরাঙ্গমূর্ত্তি প্রকট হইয়াছিলেন।

ভগবন্ত মুদিত—শ্রীগোবিন্দের সেবাধিকারী শ্রীহরিদাস গোস্বামিপাদের শিষ্য বলিয়া হিন্দী ভক্তমালে উল্লিখিত। ইনি ব্রজভাষায় শ্রীবৃন্দাবন-মহিমামৃতের অনুবাদ করিয়াছেন।

ভগবান্—শ্রীরসিকানন্দ প্রভুর শিষ্য। [রঃ মঃ ১৪।১০৭]

২ ঐ ভ্রাতুষ্পুত্র ও শিষ্য [ঐ ১৪।১১৯-২০]

৩—৪ শিষ্য [ঐ ১৪।১৪২, ১৪৮]

ভগবান্ আচার্য্য—শ্রীচৈতন্য শাখা। গৌরাঙ্গের কলা (গৌঃ গঃ ৭৪) ইনি হালিসহরবাসী, খঞ্জ ছিলেন।

ভগবান্ আচার্য্য, ব্রহ্মানন্দাখ্য ভারতী॥

(চৈ চঃ আদি ১০।১৩৬)

ভগবান্ আচার্য্য খঞ্জ চলিলা ধীরে ধীরে॥

(ঐ অন্ত্য ১৪।৯০)

পিতার নাম—শতানন্দ খাঁন। ইনি ধনী ছিলেন। ভগবান্ শ্রীধাম নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি মহাপ্রভুর প্রিয় ছিলেন। ন্যায়শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী হওয়ায় ইঁহার "ন্যায়াচার্য্য" উপাধি হয়। অল্প বয়স হইতে বৈরাগ্য দেখিয়া পিতা নবদ্বীপনিবাসী মধুসূদন ঘটকের কন্যার সহিত ইঁহার বিবাহ দেন, কিন্তু ভগবান্ বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া প্রভু-সকাশে নীলাচলে প্রস্থান করেন। প্রভু তাঁহাকে সংসারে ফিরিয়া যাইতে আদেশ করিলে পুনরায় গৃহী হন। তাঁহার দুই পুত্র জন্মে রঘুনাথ ও রমানাথ।

কিছুদিন পরে পুত্র ও পত্নীকে স্বীয় শ্যালক এবং শিষ্য বর্গের নিকট রাখিয়া তিনি নীলাচলে গিয়া বাস করেন। তাঁহাদের অর্থের অভাব ছিল না, এজন্য প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিয়া সেবা করাইতেন।

পুরুষোত্তমে প্রভু পাশে ভগবান্ আচার্য্য।
পরম বৈষ্ণব তেঁহো সুপণ্ডিত আর্য্য॥
সখ্যভাবাক্রান্ত চিত্ত গোপ-অবতার।
স্বরূপ-গোঁসাই-সহ সখ্য-ব্যবহার॥

[চৈঃ চঃ অন্ত্য ২।৮৪-৮৫]

ইঁহার ছোট ভাই গোপাল ভট্টাচার্য্য কাশীতে বেদান্ত পড়িয়া নীলাচলে গেলে বেদান্তভাষা-শ্রবণে ইচ্ছুক জানিয়া ইঁহাকে প্রেম-ক্রোধ করিয়া স্বরূপ বলিলেন—

"বৈষ্ণব হঞা যেবা শারীরকভাষ্য শুনে।
সেব্য-সেবক-ভাব ছাড়ি আপনারে ঈশ্বর মানে॥
মহাভাগবত, কৃষ্ণ প্রাণধন যার।
মায়াবাদ-শ্রবণে চিত্ত অবশ্য ফিরে তার॥"

লজ্জা ভয় পাঞা আচার্য্য মৌন হইলা।
আর দিন গোপালেরে দেশে পাঠাইলা॥

[চৈঃ চঃ অন্ত্য ২।৯৪-১০০]

ইঁহারই গৃহে ছোট হরিদাসের বর্জ্জন-লীলার সূত্রপাত হয় (ঐ ১০১—১৬৭)। বঙ্গদেশী বিপ্রকবির নাটক শ্রবণে ইনি তৃপ্ত হইয়া মহাপ্রভুকেও শুনাইতে আগ্রহ করিলে স্বরূপ তাঁহার অনুরোধে নান্দীশ্লোক শুনিয়াই দোষারোপ করিলেন (চৈঃ চঃ অন্ত্য ৫।৯১-১৫৮)।

আচার্য্যং ভগবন্তং তু তেজোময়-কলেবরম্।
যস্য স্মরণ মাত্রেণ গৌরপ্রেম প্রজায়তে॥

(শাঃ নিঃ ৩৮)

ভগবান্ কবিরাজ—জাতি বৈদ্য। শ্রীনিবাস প্রভুর শিষ্য।

প্রভু কৃপা করে ভগবান্ কবিবরে।
পণ্ডিত রসিক তিঁহো হয় মহাধীরে॥

"অনুরাগবল্লী" গ্রন্থ মতে ইঁহার শ্রীপাট বীরভূমে এবং ইঁহার ভ্রাতা—রূপ কবিরাজ। পুত্রের নাম নিমু কবিরাজ। কিন্তু ভক্তিরত্নাকর মতে (১০।১৩৮)—

ভগবান্ কবিরাজ গুণের আলয়।
যাঁর ভ্রাতা রূপ নিমু বীরভৌমালয়॥

মাতা জাহ্নবা দেবীর সহিত ইনি শ্রীবৃন্দাবনে গমন করিয়াছিলেন। তথায় শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ—

ভগবান্ কবিরাজ আদি সর্ব্বজনে।
প্রকাশিলা স্নেহ অতি গাঢ় আলিঙ্গনে॥

খেতুরীর বিখ্যাত উৎসবে ইনি উপস্থিত ছিলেন—

শ্রীযদুনন্দন চক্রবর্ত্তী বাসাস্থানে।
নিয়োজিল যত্নে কবিরাজ ভগবানে॥ (নরো)

ভগবান্ দাস—শ্রীগীতগোবিন্দের অনুবাদক।

ভগবান্ পণ্ডিত—শ্রীচৈতন্য-শাখা।

প্রভুর অতিপ্রিয় দাস ভগবান্ পণ্ডিত।
যাঁর দেহে কৃষ্ণ পূর্ব্বে হৈল অধিষ্ঠিত॥

(চৈঃ চঃ আদি ১০।৬৯)

ভগবান্ পণ্ডিত গাওয়াও অনুক্ষণ।
নগরে নগরে যৈছে প্রভুর কীর্ত্তন॥ (নাগা ১৩৪)

ভগবান্ মিশ্র শ্রীচৈতন্য শাখা।

শ্রীনিধি, শ্রীগোপীকান্ত, মিশ্র ভগবান্॥

(চৈঃ চঃ আদি ১০।১১০)

ভগীরথ আচার্য্য—

কাশ্যপ গোত্র চট্ট গাঁই ভগীরথ আচার্য্য।

যাঁর জন্মে পৃথ্বব্যাপী সর্বত্র সুকার্য॥

ইনি নিত্যানন্দ-কন্যা গঙ্গাদেবীর স্বামী মাধবের পালক পিতা ছিলেন। পত্নীর নাম জয়দুর্গা। (বহু পত্নী ছিল) পুত্রের নাম -(জয়দুর্গার গর্ভে) শ্রীপতি ও শ্রীনিধি মাধবের মাতা মহালক্ষ্মী দেবীর পরলোক হইলে তাহার স্বামী বিশ্বেশ্বর আচার্য্য—ভগীরথ ও জয়দুর্গার হস্তে পুত্র মাধবকে সমর্পণ করিয়া সন্ন্যাসী হইয়া গৃহত্যাগ করেন। এই কারণে—

মাধব ভগীরথের হইল তৃতীয় নন্দন।

অতিযত্নে কৈল তার লালন পালন॥ (প্রেম ২১)

প্রেমবিলাস মতে—ভগীরথের নামান্তর গৌরদাস।

ভগীরথ কবিরাজ—প্রসিদ্ধ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত রচয়িতা শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর পিতৃদেব। পত্নীর নাম—সুনন্দা। কৃষ্ণদাস ও শ্যামদাস দুই ভাই।

(কৃষ্ণদাস কবিরাজ দেখ)

ভঞ্জন অধিকারী—শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর শিষ্য। জাতি—ভট্ট ব্রাহ্মণ। কাশ্যপ গোত্র। শ্রীপাট—ফতেপুর, ডাকঘর গড়হরিপুর, জেলা মেদিনীপুর। ভঞ্জন প্রেমধনে ধনী হইয়াছিলেন, এজন্য শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু তাঁহাকে 'অধিকারী' আখ্যা দেন। ভঞ্জনের নিকট আত্মীয়গণের নাম নিরঞ্জন অধিকারী, জীবনকৃষ্ণ অধিকারী, পরাণকৃষ্ণ অধিকারী—সকলেই শ্রীশ্যামানন্দ-পরিবার। চারিজনই মৃদঙ্গবাদ্যে বিশারদ ছিলেন। শ্রীশ্যামানন্দপ্রভুর সহিত সংকীর্ত্তনে তাঁহারা মৃদঙ্গ বাজাইতেন।

ভঞ্জন অধিকারীর বংশধরগণের মধ্যে কেহ কেহ উক্ত শ্রীপাটে বাস করেন। নিকটবর্ত্তী ফতেপুর, হাসিমপুর, এগড়া কেঁথড়, এরাঙ্গ, কুশুণ্ডা, কামিয়াবাগ, ডোড়েখান, গড়িয়া কোটরা, গোপালপুর, বাদলপুর প্রভৃতি মেদিনীপুর জেলার গ্রামগুলিতে ভঞ্জন অধিকারীর শিষ্য বা পরিবারগণ বাস করেন। শ্রীপাট ফতেপুর বি, এন, রেলওয়ের কণ্টাই রোড ষ্টেশন হইতে ৫।৭ ক্রোশ দক্ষিণে।

ভদ্রাবতী—শ্রীউদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের মাতা ঠাকুরাণী। স্বামীর নাম শ্রীকর দত্ত। (উদ্ধারণ দত্ত দেখ)

ভবনাথ কর—কায়স্থ। শ্রীঅদ্বৈত শাখা।

জগন্নাথ কর আর কর ভবনাথ।

(চৈঃ চঃ আদি ১২'৬০)

ওহে ভবনাথ কর! দেহ সে চরণ।

রুক্মিণীর বেশে নাচি যে পিয়াইল স্তন॥

(নামা ১৪১)

ভবানন্দ গোস্বামী·শ্রীগদাধর পণ্ডিতের উপশাখা। ইনি শ্রীমধু পণ্ডিতের সতীর্থ ও শ্রীশ্রীগোপীনাথ-সেবায় প্রীতিমান ছিলেন।

মহাতেজোময়ং চারুসেবাসুখ-বিনোদিনম্।

গোস্বামিনং ভবানন্দং বন্দে তং স্মৃতিপ্রেমপদম্॥

শ্রীলগোপীনাথদেবো যত্নৈর্যেন সুনেবিতঃ।

যস্য স্মরণমাত্রেণ কৃষ্ণপ্রেম প্রজায়তে॥

(শাঃ নিঃ ৪২—৪৩]

শ্রীমধুপণ্ডিতের সতীর্থ—ভবানন্দ।

গোপীনাথ সেবায় যাঁহার মহানন্দ॥

শ্রীবীরভদ্রপ্রভু বৃন্দাবন গমন করিলে—

হরিদাস, গোপাল, শ্রীভবানন্দাদয়।

গোবিন্দাধিকারী সবে আনন্দে চলয়॥

(ভক্তি ১৩।৩২০—২১)

ভবানন্দ রায়—শ্রীচৈতন্য-শাখা।

কাশীমিশ্র, প্রদ্যুম্ন মিশ্র, রায় ভবানন্দ।

(চৈঃ চঃ আদি ১০।১৩১)

ইনি প্রসিদ্ধ শ্রীরামানন্দ রায়ের পিতা। পঞ্চপুত্রসহ ইনি শ্রীপ্রভুর শরণাগত হইয়াছিলেন।

পূর্ব্বলীলার পাণ্ডু [চৈঃ চঃ আদি ১০ ১৩২]।

ভবানী দেবী—রাজা অচ্যুতানন্দের বনিতা এবং শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর প্রধান শিষ্য রসিকমুরারির মাতা ঠাকুরাণী (ভক্তি ১৫।২৯)।

ভবেশ দত্ত—শ্রীউদ্ধারণ দত্তের আদি পুরুষ। অযোধ্যা হইতে বাণিজ্য করিবার জন্য বঙ্গের সুবর্ণগ্রামে আগমন করেন। ইনি কাঞ্চিলাল ধরের কন্যা শ্রীমতী ভগবতীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। ইঁহার পুত্রের নাম—কৃষ্ণ দত্ত।

ভাইয়া দেবকীনন্দন—শ্রীভক্তমাল গ্রন্থের সপ্তদশ মালায় বর্ণিত আছে যে ইনি প্রথমে বামাচারী ও ধনী ছিলেন, কাটোয়ার নবাবসরকারে ফৌজদার ছিলেন। জনৈক বৈষ্ণবের কন্যা বিবাহ করিয়া সেই স্ত্রীর পরামর্শে ও সঙ্গগুণে ইনি মালিহাটীর শ্রীআচার্যপ্রভুর সন্তানগণের আশ্রয় করত ভাগবতজীবন যাপন করেন। ইঁহার সেবিত বিগ্রহ শ্রীনন্দদুলাল অদ্যাপি কিশোরনগর জালালপুরে বিরাজমান।

ভাগবত আচার্য্য—শ্রীঅদ্বৈত-শাখা।

ভাগবতাচার্য্য আর বিষ্ণুদাসাচার্য্য ॥

(চৈঃ চঃ আদি ১২।৫৮)

ইঁহার পূর্বনাম—বড় শ্যামদাস। ইনি দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত ছিলেন। শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর নিকট বিচারে পরাজিত হইয়া তাঁহার সেবক হন।

অতি কদাচারী দ্বিজ বড় শ্যামদাস নাম।
দিগ্বিজয়ী বলি নাম তাঁর সর্বত্র হৈল।
শান্তিপুরে অদ্বৈত স্থানে একদিন আইল ॥
বিচার করিয়া সেই পরাজিত হৈল।
অদ্বৈত-স্থানে বড় শ্যাম কৃষ্ণমন্ত্র নিল ॥
শ্রীভাগবত শাস্ত্র পড়িতে লাগিল ॥
ভাগবতে হৈলা তেঁহো পরম পণ্ডিত।
ভাগবতাচার্য্য নাম জগতে বিদিত ॥ (প্রেম ২৪)

প্রেমবিলাসে আরও জানা যায় যে ইনি শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর বিবাহের সম্বন্ধ করিয়াছিলেন।

২ শ্রীচৈতন্য শাখা।

ভাগবতাচার্য্য, চিরঞ্জীব, শ্রীরঘুনন্দন।

[চৈঃ চঃ আদি ১০।১১৩, ১১৯]

৩ শ্রীগদাধর-শাখা। প্রকৃত নাম—রঘুনাথ পণ্ডিত।

ভাগবতাচার্য্য, হরিদাস ব্রহ্মচারী ॥

(চৈঃ চঃ আদি ১২।৭৯)

ইঁহার রচনা 'শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী' অতি অপূর্ব গ্রন্থ, শ্রীমদ্ভাগবতের প্রায়িক পদ্যানুবাদ। বরাহনগর—শ্রীপাট। ইনি ব্রজের শ্বেতমঞ্জরী (গৌঃ গঃ ১৯৫)।

নির্মিতা পুস্তিকা যেন কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী।
শ্রীমদ্ভাগবতাচার্য্যো গৌরাঙ্গাত্যন্তবল্লভঃ ॥

(ঐ ২০৩)

ভাগবতাচার্য্য উপাধি দিলেন—মহাপ্রভু (চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৫।১১০—১২১)।

ভাগবত দাস—শ্রীগদাধর পণ্ডিতের শাখা।

ভূগর্ভ গোসাঞি, আর ভাগবত দাস।

[চৈঃ চঃ আদি ১২।৮১]

ভূগর্ভ-সঙ্গিনং বন্দে শ্রীভাগবতদাসকম্।
সদা রাধাকৃষ্ণ লীলাগান-মণ্ডিত মানসম্ ॥

[শাঃ নিঃ ১৬]

২ শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য।

মথুরাদাস, ভাগবত দাস, শ্রীজগদীশ্বর ॥
ইঁহারা সকলে নিজ প্রভুর কিঙ্কর।
যা বলেন মহাশয় তা করেন সত্বর ॥ (প্রেম ২০)
জয় ভাগবত দাস ভক্তিরসপাত্র।
সাধনেতে অবসর নাহি তিলমাত্র ॥ (নরো ১২)

ভাতুয়া গোপাল—শ্রীগৌরভক্ত।

ভাতুয়া গোপাল হে! করাহ তারে নষ্ট।
গুরু-পদে রতি খর্ব্ব করায় যে দুষ্ট ॥ [নামা ২২৬]

ভাবক চক্রবর্ত্তী—গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী দেখ।

ভাস্কর ঠাকুর—শ্রীগৌরভক্ত, শিল্পী (?)

ভাস্কর ঠাকুর বন্দো বিশ্বকর্মা-অনুভব।

[বৈষ্ণব-বন্দনা]

ইনি পূর্ব্বলীলায় বিশ্বকর্মা ছিলেন। (গৌঃ গঃ ১১৪)

ভিল বৈষ্ণব—মহাপ্রভু ঝারিখণ্ড-পথে যখন শ্রীবৃন্দাবনে গমন করেন, তখন পথিমধ্যে বিস্তর পাষণ্ড-প্রকৃতির ভিল জাতিকে বশ করিয়া ভক্ত করিয়াছিলেন—

মথুরা যাবার ছলে আসি' ঝারিখণ্ড।
ভিল্লপ্রায় লোক তাঁহা পরম পাষণ্ড ॥
নাম প্রেম দিয়া কৈল সবারে নিস্তার।
চৈতন্যের গূঢ় লীলা বুঝিতে শক্তি কার ॥

[চৈঃ চঃ মধ্য ১৭।৫৩—৫৪]

ভীখা সাহেব—মুসলমান বৈষ্ণব কবি। 'সন্ত'-সাহিত্যে ইঁহার পদাবলি উদ্ধৃত হইয়াছে।

ভীম—খড়্গপুরের অনতিদূরবর্ত্তী ধারেন্দা গ্রামের জমিদার। গোপজাতি—প্রথমতঃ মহাপাষণ্ড ও অত্যাচারী ছিলেন; পরে শ্রীরসিকানন্দের কৃপায় বৈষ্ণব হন।

[রঃ মঃ দক্ষিণ ৪।২২—৫।৩৬]

ভুবন দাস—পদকর্ত্তা। পদকল্পতরুর ৪।১ শাখায় ইঁহার 'বারমাসী' পদাবলী প্রশংসনীয় ও আস্বাদ্য কাব্য।

ভুবনমোহন ঠাকুর—শ্রীনিবাস আচার্য্যের অধস্তন বংশধর শ্রীরাধামোহন ঠাকুরের সহোদর। ইঁহার বংশধরগণ মুর্শিদাবাদ মাণিক্যহারে বাস করিতেছেন।

(রাধামোহন ঠাকুর দেখ)

ভুবনমোহিনী—শ্রীবীরচন্দ্রপ্রভুর কন্যা ও ফুলিয়ার মুখুটি পার্বতীনাথের পত্নী (প্রেম ২৪)।

ভুগর্ভ গোস্বামী—শ্রীগদাধর পণ্ডিতের শাখা। ব্রজের প্রেমমঞ্জরী (গৌঃ গঃ ১৮৭)।

ভূগর্ভ গোসাঞি আর ভাগবত দাস।

(চৈঃ চঃ আদি ১২।৮১)

মহাপ্রভুর আজ্ঞায় ইনি ও লোকনাথ গোস্বামী দুই জন প্রথমে শ্রীবৃন্দাবনে গমন করিয়া লুপ্ত লীলাস্থলসকল উদ্ধার করিয়াছিলেন।

গোস্বামিনঞ্চ ভূগর্ভং ভূগর্ভোত্থং সুবিশ্রুতম্।
সদা মহাশয়ং বন্দে কৃষ্ণপ্রেমপ্রদং প্রভুম্॥

[শাঃ নিঃ ১৫]

ভুধর—শ্রীরসিকানন্দ-শিষ্য [রঃ মঃ পশ্চিম ১৪।১১৪ ২ ঐ [১৪।১৫২]

ভুপতি—পদকর্ত্তা, পরিচয় অজ্ঞাত।

ভোলানাথ—শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর গণ (প্রেম ১৯)। ইনি কাটোয়ার উৎসবে উপস্থিত ছিলেন (ভক্তি ৯।৪০৩)।

ভোলানাথ দাস শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর শাখা॥

হৃদয়সেন আর দাস ভোলানাথ॥

[চৈঃ চঃ আদি ১২।৬০]

ওহে ভোলানাথ দাস! রাখ সেই সঙ্গে।
যেঁহো আম্রফল ভক্তে খাওয়াইল রঙ্গে॥

[নামা ১৩৯]

[ম]

মকরধ্বজ—ব্রজের সুকেশী (গৌঃ গঃ ১৬৮)।

মকরধ্বজ কর—কায়স্থ। শ্রীচৈতন্য শাখা। ব্রজের নট চন্দ্রমুখ (গৌঃ গঃ ১৪১)।

রাঘব পণ্ডিত প্রভুর খাদ্য-অনুচর।
তার শাখা মুখ্য এক মকরধ্বজ কর॥

[চৈঃ চঃ আদি ১০।২৪]

ইনি রাঘব পণ্ডিতের শিষ্য। শ্রীপাট—পাণিহাটি, ২৪ পরগণা জেলা। ই বি, আর সোদপুর ষ্টেশন—হইতে এক মাইল। কলিকাতা হইতে ৪ ক্রোশ উত্তরে গঙ্গার তীরে। এস্থানে রাঘব পণ্ডিতের দেবালয় ও সমাধি আছে, কিন্তু মকরধ্বজ করের কোন চিহ্ন নাই। মহাপ্রভু যখন পাণিহাটীতে রাঘব ভবনে আগমন করেন, তখন তিনি মকরধ্বজ করকে উপদেশ দিয়াছিলেন। ইনিই রাঘবের প্রদত্ত ঝালি লইয়া পুরীধামে প্রতিবৎসর রথযাত্রায় গমন করিতেন। ইহার বংশাবলী কেহ পাণিহাটীতে নাই।*

বিশ্বেশ্বর-কৃত "কায়স্থ-কুল-দর্পণে" (২য় ভাগ—২৫ পৃঃ) পাণিহাটীর কর-কায়স্থের বিষয় লিখিত আছে। তাঁহারা মকরধ্বজের বংশধর হইতে পারেন।

মকরধ্বজ দত্ত—(পূর্বলীলায় কুরঙ্গাক্ষী সখী)

কুরঙ্গাক্ষী বলি যেঁহো নাম ছিল পূর্বে।
কহিয়ে মকরধ্বজ দত্ত নাম এবে॥ [বৈ-আ-দ]

মকরধ্বজ সেন—

কুঙ্কুমেধা সখী বলি পূর্বে যার নাম।
এবে সে মকরধ্বজ সেন অনুপাম॥ [বৈ-আ-দ]

মকরন্দ—গুজরাটবাসী, শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামির শিষ্য (প্রেম ১৮)।

মঙ্গরাজ—শ্রীরসিকানন্দ প্রভুর শিষ্য।

রসিকের ভৃত্য মঙ্গরাজ হরিচন্দন॥

[রঃ মঃ পশ্চিম ১৪।১০৬]

মঙ্গরাজ মহাপাত্র- রাজা প্রতাপরুদ্রের পরিকর। শ্রীমন্ মহাপ্রভু গৌড়মণ্ডলে আসিবার কালে রাজা ইঁহাকে আদেশ করিলেন—

তুই মহাপাত্র হরিচন্দন, মঙ্গরাজ।
তাঁরে আজ্ঞা দিল রাজা—"করিহ সর্বকাজ॥
এক নব্য নৌকা আনি, রাখিহ নদী-তীরে।
যাঁহা স্নান করি' প্রভু যান নদী পারে॥

---

* শ্রীগৌরাঙ্গসেবকে (১৫।১) আছে যে বর্ত্তমানে ইহারা মাগুরা সাং মৃজাপুর 'করধামে' আছেন। পাণিহাটীতে অদ্যাপি মকরধ্বজ করের ভিটা আছে—পাণিহাটীর ভবানীপুর ওয়ার্ডে ছাতুবাবু লাটুবাবুর বাগানের পূর্বে ও সুখচর যাইবার রাস্তার ধারে।

তাঁহা স্তম্ভ রোপণ কর 'মহাতীর্থ' করি।
নিত্য স্নান করিব তাঁহা, তাঁহা যেন মরি॥
চতুর্দ্বারে করহ উত্তম নব্য বাস।"
[চৈঃ চঃ মধ্য ১৬।১১৩—১৬]

মঙ্গল বৈষ্ণব—শ্রীগদাধর-শাখা।

যদু গাঙ্গুলী আর মঙ্গল বৈষ্ণব।
[চৈঃ চঃ আদি ১২।৮৬]

মঙ্গল ঠাকুরের নিবাস ছিল—মুর্শিদাবাদ জেলার কীরিট্‌কোণায়। শৈশবে মাতাপিতৃহীন হইয়া নানাস্থানে ঘুরিয়া কাঁদরার পশ্চিমে রাঢ়ীপুরের ডাঙ্গায় আশ্রয় করেন। সঙ্গে ছিল—কুলদেবতা শ্রীনৃসিংহ শালগ্রাম। ভিক্ষাদ্বারা সেবাদি নির্বাহ করিয়া সারাদিন মঙ্গল জপতপে থাকিতেন। শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামী অযাচিতভাবে আসিয়া দীক্ষা দেন এবং স্বপূজিত গৌরাঙ্গগোপাল বিগ্রহের সেবা সমর্পণ করেন। শারদীয়-কল্পারম্ভের দিনে দীক্ষা হয় এবং পরবর্তী প্রতিপদ পর্যন্ত শ্রীপণ্ডিত গোস্বামী এস্থানে অবস্থান করেন বলিয়া অদ্যাপি ঐ ঘটনার স্মরণার্থে ঐ কয়দিন 'সাঁজি উৎসব' হয়। মঙ্গল খেতুরের মহোৎসবে উপস্থিত ছিলেন।

মঙ্গলং বৈষ্ণবং বন্দে শুদ্ধচিত্তকলেবরম্।
বৃন্দাবনেশয়োর্লীলামৃত-স্নিগ্ধ কলেবরম্॥
[শাঃ নিঃ ৪৭]

মথুর—ধারেন্দাবাসী জমিদার ভীমের নন্দিনী গর্ভজাত পুত্র। [রঃ মঃ দক্ষিণ ৪।৩৪]

মথুরা দাস—শ্রীনিবাস আচার্য্যপ্রভুর শিষ্য।

প্রভুর পরম প্রিয় শ্রীমথুরা দাস।
হরিনাম জপে সদা পরম উল্লাস॥ (কর্ণা ১)

২ মথুরাবাসী হয় শ্রীমথুরা দাস।
বিপ্রকুলে জন্ম তাঁর মহাসুখোল্লাস॥ ঐ

৩ পদকর্ত্তা, (পদকল্পতরুর ৭৮৯ সংখ্যক পদ)

৪ শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য।

মথুরাদাস, ভাগবত দাস, দাস জগদীশ্বর।
ইঁহা সবা হয় নিজ প্রভুর কিঙ্কর॥
যা' বলে মহাশয় তা' করেন সত্বর॥ [প্রেম ২০]

জয় মথুরা দাস পরম সুধীর।
সদা দৈন্য ভাব যাঁর অন্তর বাহির॥ [নরো ১২]

মথুরানাথ—শ্রীনিবাসাচার্য্য-পরিবার [অনু ৭]।

মদন—পদকর্ত্তা, (পদকল্পতরুর ২৩০৪ পদ)।

মদনমোহন—শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর শিষ্য। [রঃ মঃ দক্ষিণ ১০।৩]

মদনমোহন চক্রবর্ত্তী—শ্রীনিবাস আচার্য্যপ্রভুর পুত্র শ্রীগতিগোবিন্দের শিষ্য। কৃষ্ণপ্রসাদ চক্রবর্ত্তীর ভ্রাতুষ্পুত্র।

তার ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমদন চক্রবর্ত্তী।
কৃষ্ণলীলামৃত-রসে যাঁর সদা আর্তি। (কর্ণা ২)

মদনমোহন চৌবে—মথুরার দামোদর চৌবের পুত্র। ইঁহার সঙ্গে শ্রীশ্রীমদনমোহনজীউ ক্রীড়া করিতেন। (দামোদর চৌবে দেখ)।

মদনমোহন ঠাকুর—শ্রীনিবাস আচার্য-বংশীয়। ইঁহার বংশধরগণ মালিহাটী গ্রামে শ্রীপাট করিয়াছেন।

২ বৈদ্য, পিতা—কানাই ঠাকুর। পিতামহ—শ্রীখণ্ডের প্রসিদ্ধ রঘুনন্দন ঠাকুর। প্রপিতামহ—শ্রীমুকুন্দ। মদনমোহন ও বংশী - দুই ভ্রাতা।

"শ্রীঠাকুর কানাইর পুত্র শ্রীমদন।"

কৈশোরে কানায়ের ক্রমে হৈল পুত্রদ্বয়।
শ্রীমদন আর বংশী—ভক্তিরসময়॥

পিতামহ শ্রীরঘুনন্দনের তিরোভাব-উৎসবে—

তেঁহো সংকীর্তনে কৈলা অদ্ভুত নর্তন।
মদন পৌগণ্ডে ভক্তিরত্ন প্রকাশিলা।
প্রভু-নরহরি পদে আত্ম সমর্পিলা॥
যারে দেখি মহানন্দ পায় সর্বজনে।
যে নৃত্য কীর্তন তা বর্ণিতে কেবা জানে?"
(ভক্তি ১৩।১৮৯—৯৪)

মদন রায়—শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য। পিতার নাম—গন্ধর্ব রায়।

মদন রায় আর বড়ু চৈতন্য দাস। (প্রেম ২০)
জয় মদন রায় গন্ধর্ব-তনয়।
যাঁর গুণ শুনিতে সবার প্রেমোদয়॥ (নরো ১২)

মধু পণ্ডিত—শ্রীগদাধর পণ্ডিতের শিষ্য, শ্রীবৃন্দাবন-বাসী।

মধুস্নেহ সমাযুক্তং প্রেমাসক্তং মহাশয়ম্।
বৃন্দাবনে রাসরতং বন্দে শ্রীমধুপণ্ডিতম্॥
[শাঃ নিঃ ৩৪]

শ্রীবৃন্দাবনে বংশীবট-নিকটে ইনি শ্রীশ্রীগোপীনাথ বিগ্রহ প্রাপ্ত হইয়া সেবা প্রতিষ্ঠা করেন। শ্রীপরমানন্দ ভট্টাচার্য্যের সহিত ইঁহার সখ্য ছিল।

শ্রীপরমানন্দ ভট্টাচার্য্য মহাশয়।
শ্রীমধু পণ্ডিত অতি গুণের আলয়॥
দুঁহু-প্রেমাধীন কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্রকুমার।
পরম দুর্গম চেষ্টা, বুঝে সাধ্য কার॥
বংশীবট-নিকট পরমরম্য হয়॥
তথা গোপীনাথ মহারঙ্গে বিলসয়॥
অকস্মাৎ দর্শন দিলেন কৃপা করি।
শ্রীমধুপণ্ডিত হৈলা সেবা-অধিকারী॥
(ভক্তি ২।৪৭৫-৭৯)

শ্রীগোপীনাথ-অধিকারী শ্রীমধুপণ্ডিত।
গদাধর পণ্ডিতের শিষ্য এ বিদিত॥

ভবানন্দ ভক্ত ইঁহার বিশেষ বন্ধু ছিলেন।

শ্রীমধু পণ্ডিতের সতীর্থ ভবানন্দ।
গোপীনাথ-সেবার যাঁহার মহানন্দ॥
(ভক্তি ১৩।৩১৯-২০)

শ্রীশ্রীবীরভদ্র শ্রীবৃন্দাবনে গমন করিলে ইনি ভক্তবৃন্দের সহিত তাঁহাকে আগুবাড়াইয়া লইতে আসিয়াছিলেন।

শ্রীনিবাস আচার্য যখন শ্রীবৃন্দাবন হইতে গ্রন্থের গাড়ী লইয়া বিদায় লইতে যান, তখন তিনি তাঁহার গলদেশে শ্রীগোপীনাথের মাল্য প্রদান করেন।

শ্রীজীব, শ্রীমধুপণ্ডিতাদি' প্রতি কয়।
শ্রীনিবাস গমন নির্ব্বিঘ্নে যেন হয়॥
শ্রীমধুপণ্ডিত - গোপীনাথে জানাইলা॥
শ্রীনিবাসে প্রভু আজ্ঞামালা আনি' দিলা॥
(ভক্তি ৬।৪৩১-৩২)

মধু বিশ্বাস—শ্রীনিবাস আচার্য্যের কন্যা শ্রীমতী হেমলতা দেবীর শিষ্য।

রামচরণ, মধুবিশ্বাস, রাধাকান্ত বৈদ্য। (কর্ণা ২)

মধু শীল—জাতি নরসুন্দর। কাহারও মতে ইনি মহাপ্রভুর সন্ন্যাসের সময় ক্ষৌরকার্য করিয়াছিলেন।

মধুসূদন—শ্রীচৈতন্য-শাখা।

মহেশ পণ্ডিত, শ্রীকর, শ্রীমধুসূদন।
[চৈঃ চঃ আদি ১০।১১১]

২—শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর শিষ্য। শ্রীপাট—গোপীবল্লভপুর (মতান্তরে সাঁকোয়া)।

উদ্ধব, অক্রুর, মধুসূদন, গোবিন্দ॥ (প্রেম ২০)

৩—শ্রীরসিকানন্দ-শিষ্য [রঃ মঃ পশ্চিম ১৪।১৩৫]

৪—পদকর্ত্তা, পদকল্পতরুতে পাঁচটি পদ আছে।

মধুসূদন ঘটক—খঞ্জ ভগবানাচার্যের শ্বশুর।
(ভগবান্ আচার্য্য দেখ)

মধুসূদন চক্রবর্ত্তী—শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য শ্রীগঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তীর শিষ্য।

মধুসূদন চক্রবর্ত্তী শাখা তাঁর।
গঙ্গানারায়ণ প্রাণ জীবন যাঁহার॥ (নরো ১১)

মধুসূদন দাস—শ্রীখণ্ডবাসী, শ্রীসরকার ঠাকুরের শাখা ও সংকীর্ত্তনের বাদক।

মধুসূদন বাচস্পতি—কাশীধামের বিখ্যাত অধ্যাপক। শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী ইঁহার নিকট বেদান্ত পড়িয়াছিলেন।

তাঁহা রহে শ্রীমধুসূদন বাচস্পতি।
সর্বশাস্ত্রে অধ্যাপক যেন বৃহস্পতি॥
তেঁহো শ্রীজীবেরে দেখি' অতিস্নেহ কৈলা।
কতদিন রাখি' বেদান্তাদি পড়াইলা॥
শ্রীজীবের বিদ্যাবল দেখি বাচস্পতি।
যে আনন্দ হৈল তাহা কহি কি শকতি॥
[ভক্তি ১।৭৭৬—৭৮]

মনোহর পরমানন্দ গুপ্তের ভ্রাতা।
(পরমানন্দ গুপ্ত দেখ)

২—শ্রীনিত্যানন্দ-শাখা। ইঁহারা চারি ভ্রাতা।

নারায়ণ, কৃষ্ণদাস, আর মনোহর।
দেবানন্দ—চারিভাই নিতাই-কিঙ্কর॥
[চৈঃ চঃ আদি ১১।৪৬]

৩—শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-শাখা।

শঙ্কর, মুকুন্দ, জ্ঞানদাস, মনোহর।
[চৈঃ চঃ আদি ১১।৫২]

কেহ কেহ বলেন জ্ঞানদাসের নামও মনোহর। খেতুরির উৎসবে ইনি উপস্থিত ছিলেন।

৪ ৬—শ্রীরসিকানন্দ প্রভুর শিষ্যত্রয় [রঃ মঃ পশ্চিম ১৪ ১৩১, ১৩৭, ১৫১]

মনোহর ঘোষ—শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য।

মনোহর ঘোষ, অর্জ্জুন বিশ্বাস অতি শুদ্ধাচার॥
(প্রেম ২০)

জয় মনোহর ঘোষ ক্রিয়া মনোহর।
শ্রীগৌরচন্দ্রের গুণ গায় নিরন্তর॥ (নরো ১২)

মনোহর দাস - আউল মনোহর দাস দেখ।

২ শ্রীনিবাস আচার্যের পরিবার। বাইগোনকলা-নিবাসী শ্রীরামশরণ চট্টরাজের শিষ্য। ১৬১৮ শকাব্দে ইনি শ্রীবৃন্দাবনে **'অনুরাগবল্লী'** নামক গ্রন্থ রচনা করেন।

মনোহর বিশ্বাস—শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য। (প্রেম ২০)।

জয় শ্রীবিশ্বাস মনোহর মহাশান্ত।
যাঁহার সর্বস্ব গৌর শ্রীবল্লবীকান্ত॥ (নরোঃ ১২)

মলয়া কাজি—অম্বুয়া মুলুকের অধিকারী। 'প্রেম-বিলাস' মতে ইনি শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের পালনকর্ত্তা।

মহত্তম বৈষ্ণব—শ্রীধাম নবদ্বীপে শ্রীবিশ্বম্ভরের সম্মুখে বিলাসী পার্ষদগণ (গৌঃ গঃ ১৫)।

মহত্তর বৈষ্ণব—নীলাচল-লীলায় বিখ্যাত শ্রীগৌরগণ (গৌঃ গঃ ১৬)।

মহাদেব ভট্টাচার্য—হুগলী জেলায় শ্রীরামপুর সহরের নিকট চাতরা শ্রীপাটের শ্রীল কাশীশ্বর পণ্ডিতের ছোট ভ্রাতা। বাসুদেব ভট্টাচার্য্যের পুত্র। কনিষ্ঠের ধর্মপথের বিশেষ উৎসাহদাতা। ১৪৬৮ অব্দে জন্ম। মহাদেবের পুত্রের নাম মুরারি। (কাশীশ্বর পণ্ডিত)

মহানন্দ চৌধুরী শ্রীল রঘুনন্দন ঠাকুরের শিষ্য। চক্রপাণি চৌধুরীর ভ্রাতা। পুরীধামে দুই ভ্রাতার সাক্ষাৎ-কার হয়। (চক্রপাণি চৌধুরী দেখ)

মহানন্দ পুরোহিত—বিজয়পুরীর গৃহস্থাশ্রমের নাম। (বিজয়পুরী দেখ)।

মহানন্দ বিদ্যাভূষণ—"শ্রীচৈতন্য-মঙ্গল"-প্রণেতা শ্রীজয়ানন্দ দাসের আত্মীয়। (জয়া চৈঃ মঙ্গল)

মহান্ত—শ্রীগৌরাঙ্গ, শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর ভক্তবৃন্দ (গৌঃ গঃ ১৪-১৭)। সাধারণতঃ চৌষট্টি মহান্তেই রূঢ়ি।

মহাপাত্র—মহাপ্রভুর ভক্ত। রাজা প্রতাপরুদ্র দেবের উড়িষ্যা-রাজ্যের সীমারক্ষক।

তবে ওড্রদেশ-সীমা প্রভু চলি আইলা।
তথা রাজ অধিকারী প্রভুরে মিলিলা॥
(চৈঃ চঃ মধ্য ১৬।১৫৭)

মহাপ্রভু নীলাচল হইতে শ্রীবৃন্দাবনে গমন-মানসে বহির্গত হইয়া কটক নগরের সীমা ছাড়াইয়া যাইবার সময় এই সীমারক্ষক উচ্চ রাজকর্মচারী তাঁহাকে পরমাদরে নিজগৃহে দুই চারি দিন রাখিলেন। রাজা প্রতাপরুদ্র দেবের আদেশ ছিল--মহাপ্রভু তাঁহার রাজ্যের উপর দিয়া যে যে স্থানে যাইবেন, সেই সেই স্থানে যাহাতে মহা-প্রভুর কোন কষ্ট না হয়, তাহা তিনি ব্যবস্থা করিবেন। তাই মহাপাত্র প্রভুকে কহিলেন—বর্তমানে মুসলমানগণের সহিত আমাদের যুদ্ধ হইতেছে, এজন্য এক রাজ্য সীমা-হইতে অন্য রাজ্য-সীমায় যাওয়া নিষিদ্ধ। বিশেষতঃ আপনার গমন-পথ এখান হইতে পিছলদা পর্য্যন্ত যে যবনের অধিকার, সেই যবন ভয়ানক মদ্যপ এবং পাষণ্ড-প্রকৃতির। উহার ভয়ে কেহ নদী পার হইতে পারে না। আমি অগ্রে উহার সহিত সন্ধি করি, তৎপরে আপনি যাইবেন।

দিনকত রহ' সন্ধি করি তার সনে।
তবে সুখে নৌকাতে করাইব গমনে॥
(চৈঃ চঃ মধ্য ১৬।১৬০)

একথা শুনিয়া মহাপ্রভু হাস্য করিলেন। ওদিকে গুপ্তচর-মুখে মহাপ্রভুর কথা শুনিয়া সেই দুর্দ্দান্ত যবন অধি-কারীর হঠাৎ স্বভাব পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। তিনি মহাপ্রভুকে দর্শন করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া স্বীয় কর্মচারী "বিশ্বাস"কে মহাপাত্রের নিকট পাঠাইয়া দর্শনের সুযোগ করিলেন। মহাপাত্র মহাপ্রভুর মহিমা বুঝিতে পারিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন এবং যবন অধিকারীকে স্বীয় সীমাতে আসিবার জন্য আজ্ঞা দিলেন। যবন অধিকারী প্রভুর দর্শনে পরম ভক্ত হইলেন এবং মহাপ্রভুর গমনের বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন।

মহাপ্রভু- শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেব।

মহামায়া—শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্যা। প্রসিদ্ধ শ্রীগোবিন্দ কবিরাজের পত্নী এবং দিব্যসিংহের মাতা। (গোবিন্দ কবিরাজ দেখ)।

মহামায়া দেবী—শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর ও শ্রীযাদব মিশ্রের মাতা-ঠাকুরাণী। স্বামীর নাম—শ্রীসনাতন মিশ্র। (বিষ্ণুপ্রিয়া দেখ)।

মহারাজা সীতারাম রায় – গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ী ভক্ত। ইঁহার গুরুর নাম শ্রীকৃষ্ণবল্লভ গোস্বামী। মহম্মদপুর হইতে ১॥ ক্রোশ পশ্চিমে মাগুরা যাইবার পথে রাস্তার পূর্ব্বপার্শ্বে শ্যামগঞ্জগ্রামে সীতারামের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীল শ্যামসুন্দর—নিকটেই ঘোষপুর গ্রামে দুইটি আখ্ড়া করেন। একটী আখ্ড়ায় মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব ও অন্যটিতে গিরিধারী প্রভৃতি বিগ্রহ স্থাপন করেন। মহম্মদপুরের বড় গড়ের পশ্চিম প্রান্তে, কানাইবাজার গ্রামেরও পশ্চিম প্রান্তে বনের মধ্যে মহারাজা সীতারামের "দারুময় হরেকৃষ্ণ" বিগ্রহের বাটী আছে। উঠানের পশ্চিম দিকে উক্ত বিগ্রহের উচ্চ পঞ্চচূড় মন্দির আছে। বর্ত্তমানে উক্ত হরেকৃষ্ণ বিগ্রহ দুর্গের মধ্যে শ্রীশ্রীরামচন্দ্রজীউর মন্দিরে আছেন। মন্দিরে লুপ্ত প্রস্তর ফলকে লিখিত ছিল—বিশ্বাস বংশোদ্ভব সীতারাম রায় ১৬২৫ শকে শ্রীকৃষ্ণ-তোষাভিলাষী হইয়া যদুপতিনগরে (কানাইনগরে) এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। (ভারতবর্ষ ১৩৩২ বৈশাখ)।

মহালক্ষ্মী দেবী শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কন্যা শ্রীমতী গঙ্গাদেবীর শ্বশ্রূ, মাধবাচার্য্যের মাতা ঠাকুরাণী ও বিশ্বেশ্বর আচার্য্যের পত্নী। ইনি মাধবকে প্রসব করিয়াই স্বধাম গমন করেন। (বিশ্বেশ্বর আচার্য দেখ)

মহীধর—শ্রীনিত্যানন্দ শাখা।

রামানন্দ বসু, জগন্নাথ, মহীধর ॥

[চৈঃ চঃ আদি ১১।৪৮]

মহেশ চৌধুরী– শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের শাখা। (প্রেম ২০)।

জয় জয় ঠাকুর শ্রীমহেশ চৌধুরী।
সদা অশ্রুকম্পপুলকাঙ্গসুমাধুরী ॥ (নরো ১২)

মহেশ পণ্ডিত—শ্রীচৈতন্য-শাখা (চৈঃ চঃ আদি ১০।১১১) এবং শ্রীনিত্যানন্দ-শাখা। দ্বাদশ গোপালের একতম। ব্রজলীলার মহাবাহু (গৌঃ গীঃ ১২৯)

মহেশ পণ্ডিত ব্রজের উদার গোপাল।
ঢক্কা-বাদ্যে নৃত্য করে প্রেমে মাতোয়াল ॥

[চৈঃ চঃ আদি ১১।৩২]

ইনি যশোড়ার শ্রীজগদীশ পণ্ডিতের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। মহেশ পণ্ডিতের শ্রীপাট সরডাঙ্গায় ছিল, পরে মশিপুরে হয়, কিন্তু গঙ্গাভাঙ্গনে উভয় গ্রাম নষ্ট হইয়া গেলে বেলেডাঙ্গায় কিছুদিন থাকিয়া বর্ত্তমানে চাকদহের নিকট পালপাড়ায় শ্রীপাট স্থাপিত হয়। "চৈতন্য-সংহিতা" নামক গ্রন্থে লেখা আছে—মহেশ পণ্ডিতের শ্রীপাট বরাহ-নগরে। উভয়ে একই ভক্ত কি ভিন্ন ভক্ত, তাহা জানা যায় না। খড়দহেতে মহেশ পণ্ডিতের যাতায়াত ছিল বলিয়া মনে হয়। শ্রীনরোত্তম ঠাকুর খড়দহে আসিলে—

মহেশ পণ্ডিত আসি অতিশয় স্নেহে।
নরোত্তমে বিদায় করিয়া স্থির নহে ॥

(ভক্তি ৮।২২০)

আবার ইনি শ্রীনিত্যানন্দের সহিত পাণিহাটীর মহোৎসবে উপস্থিত হইয়াছিলেন। [চৈঃ চঃ অন্ত্য ৬।৬২]

সাগুণা সরডেঙ্গা সুখসাগর নিকটে।
মহেশ পণ্ডিতের বাস কহি করপুটে ॥
মহেশ - 'মহাবাহু' পূর্ব্বে জানিবা আখ্যান ॥ (পাঃ পঃ)

মহেশ্বর বিশারদ – বিদ্যানগরবাসী, শ্রীবাসুদেব সার্ব্বভৌম ও বিদ্যাবাচস্পতির পিতা। নামান্তর—নরহরি বিশারদ।

সার্ব্বভৌম-পিতা – বিশারদ মহেশ্বর।
তাঁহার জাঙ্গালে গেলা প্রভু বিশ্বম্ভর ॥

[চৈঃ ভাঃ মধ্য ২১।৬]

মাধব—শ্রীবৃন্দাবনে দুই জন মাধব ভক্ত বাস করিতেন। অবশ্য পূর্ব্ব নিবাস তাঁহাদের বঙ্গদেশে ছিল; কিন্তু ইনি কোন মাধব জানা যাইতেছে না। বল্লভাচার্য্যের পুত্র বিট্‌ঠলনাথের গৃহে যবন ভয়ে শ্রীগোপালজীকে লুক্কায়িত করিলে শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামীর সঙ্গে যে সকল ভক্ত শ্রীবিগ্রহ-দর্শনে যাইতেন, তন্মধ্যে দুই জন মাধবের নাম পাওয়া যায়।

২ চট্টগ্রামের চক্রশালা-গ্রামনিবাসী মহাপ্রভুর পরম ভক্ত শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধির বাল্যসখা। দুই জনই একত্র অধ্যয়ন করিতেন ও পরিশেষে শ্রীগৌরভক্তও হইয়াছিলেন।

পুণ্ডরীক, মাধবের একত্র অধ্যয়ন।
এক আত্মা, কেবল হয় দেহমাত্র ভিন ॥
পুণ্ডরীক মাধব মহাপ্রভুর অতিভক্ত।
দোঁহে মহাপ্রভুর শাখা আছয়ে বিখ্যাত ॥
[প্রেম ২০]

৩ শ্রীনিত্যানন্দ-শাখা।

নকড়ি, মুকুন্দ, সূর্য্য, মাধব, শ্রীধর ॥
[চৈঃ চঃ আঃ ১১।৪৮]

৪ শ্রীরসিকানন্দ শিষ্য [রঃ মঃ পশ্চিম ১৪।১৪৪]

৫ পদকর্ত্তা পদকল্পতরুতে ৫৫টি পদ মাধব-ভণিতায় আছে।

৬ উৎকলবাসী, শ্রীগদাধর পণ্ডিতের শিষ্য (?)। ওড়্ ভাষায় '**শ্রীচৈতন্যবিলাস**' রচনা করিয়াছেন।

মাধব আচার্য।—শ্রীচৈতন্য-শাখা [চৈঃ চঃ আদি ১০।১১৯]

২ শ্রীনিত্যানন্দ-শাখা।

পীতাম্বর, মাধবাচার্য্য, দাস মনোহর ॥
[চৈঃ চঃ আঃ ১১।৫২]

ইনি শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কন্যা শ্রীমতী গঙ্গাদেবীর স্বামী।

নিত্যানন্দ প্রভুর কন্যা হয় গঙ্গা নাম।
মাধব আচার্য্যে প্রভু কৈলা কন্যা দান। (প্রেম ১৯)

মাধবের পিতার নাম - বিশ্বেশ্বর চট্টোপাধ্যায়, মাতার নাম—মহালক্ষ্মী দেবী। মাধবকে প্রসব করিয়াই মহালক্ষ্মী দেবী স্বধাম গমন করেন; এজন্য বিশ্বেশ্বরের পরম বন্ধু স্বগ্রামবাসী ভগীরথ আচার্য্য ও তদীয় পত্নী (মহালক্ষ্মীর সখী) জয়দুর্গা দেবীর হস্তে পুত্রকে সমর্পণ করেন। ইঁহারা পুত্রস্নেহে মাধবকে পালন করিতে থাকিলে বিশ্বেশ্বর আচার্য ভগীরথের উপর পুত্রের ভার দিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া কাশীধামে চলিয়া যান। ইহার পরে—

মাধবকে পুত্ররূপে করিয়া গ্রহণ।
ভগীরথের হইল আনন্দিত মন ॥
যথাকালে মাধবের যজ্ঞোপবীত হৈল।
নানা শাস্ত্র তিঁহো পড়িতে লাগিল ॥
নানা শাস্ত্র প'ড়ে হৈল পণ্ডিত অতিশয়।
'আচার্য্য'-উপাধিতে তিঁহো খ্যাত হয় ॥ (প্রেম ২১)

জয়দুর্গার গর্ভে শ্রীনীল ও শ্রীপতি জন্মে। মাধবকে লইয়া তাঁহাদের তিন পুত্র হইল।

বিশ্বেশ্বর আচার্য্য কাশ্যপ-গোত্রীয় বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন। ভগীরথ চট্টগাঁই—রাঢ়ীশ্রেণীর ব্রাহ্মণ। ভগীরথের পুত্ররূপে মাধব পালিত হওয়াতে মাধব ভগীরথেরই গাঁই পাইলেন। সেই হইতে মাধব—

চট্টবংশে হইলেন কুলীন প্রধান ॥

কেহ কেহ তাঁহাকে বারেন্দ্র চট্ট ও বঙ্গীয় চট্ট নামেও অভিহিত করিতেন। কাটোয়ার নিকটে নন্যান্থর গ্রামে ভগীরথের নিবাস ছিল। মাধবের শ্রীপাট—জীরেট বলাগড়ে।

৩ শ্রীগৌরাঙ্গের সমসাময়িক। বৈষ্ণববন্দনায় আছে—

মাধব আচার্য্য বন্দো কবিত্ব-শীতল।
যাঁহার রচিত গীত 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল' ॥

এই গ্রন্থখানি মঙ্গলকাব্য-ধরণে লিখিত। শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধই স্থূলতঃ ইহার উপাদান হইলেও অন্যান্য পুরাণেরও সাহায্য নিয়া লিখিত হইয়াছে। শ্রীগদাধর পণ্ডিতের শাখা।

আচার্যং মাধবং বন্দে কৃষ্ণভক্তি-রস লয়ম্।
কৃতো যেন প্রযত্নেন গ্রন্থঃ শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলঃ ॥
[শাঃ নিঃ ৩২]

পূর্বলীলায় মাধবী (গৌঃ গঃ ১৬৯)।

মাধব গুণাকর "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" পুস্তকে মাধব গুণাকরের নাম আছে।

তালিত-নামেতে গ্রাম অতি অনুপাম।
কবিশেখরের পুত্র কবিচন্দ্র নাম ॥
তাঁহার পুত্র মাধব নামেতে গুণাকর।
পরম পণ্ডিত ছিল মাধব গুণধর ॥
গজসিংহ নামে রাজা ছিল বর্দ্ধমানে।
তার সভ্যসদ ছিল দ্বিজ সর্বগুণে ॥

'উদ্ধবদূত'-গ্রন্থ-প্রণেতা, ইনি গৌড়ীয় বৈষ্ণব কিনা তাহা বুঝা যায় না।

মাধব ঘোষ—শ্রীচৈতন্য-শাখা [চৈঃ চঃ আদি ১০। ১১৫]। পরে শ্রীনিত্যানন্দ-শাখাতেও গণনীয় হন। প্রসিদ্ধ বাসুদেব ঘোষের ভ্রাতা। পূর্বলীলায় রসোল্লাসা সখী। শ্রীপাট - দাইহাঁট, কিন্তু দাইহাঁটে (বাসুদেব ঘোষ দ্রষ্টব্য) ইহার কোন চিহ্ন নাই। এই স্থান মুকুন্দ দত্তের শ্রীপাট বলিয়া খ্যাত।

শ্রীমাধব ঘোষ—মুখ্য কীর্ত্তনীয়াগণে।
নিত্যানন্দ প্রভু নৃত্য করে যাঁর গানে॥
[চৈঃ চঃ আদি ১১।১৮]

মাধবের পদাবলী-সংখ্যা ১২। মহাপ্রভুর আজ্ঞায় শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু যখন প্রেম প্রচারার্থে গৌড়ে আগমন করেন, তখন ইঁহারা তিন ভ্রাতাই সঙ্গে আসিয়াছিলেন।

প্রভুর আজ্ঞায় নিত্যানন্দ গৌড়ে চলিলা।
তাঁর সঙ্গে তিনজন প্রভুর আজ্ঞায় আইলা॥
রামদাস, মাধব আর বাসুদেব ঘোষ।
প্রভুসঙ্গে গোবিন্দ রহে পাইয়া সন্তোষ॥
(চৈঃ চঃ আদি ১০।১১৭—১৮)

মাধব চূড়াধারী—শাণ্ডিল্য গোত্র। বন্দ্যঘটি-বংশজ। বাসুদেব শৃগালের শিষ্য। বৈষ্ণব-সম্প্রদায় হইতে ত্যাজ্য।

মাধব-নামে বিপ্র কোন রাজার পূজারী।
শ্রীবিগ্রহের অলঙ্কার নিল চুরি করি॥
কোনস্থানে গোপের পল্লীতে চলি গেল।
গোয়ালার পৌরোহিত্য করিতে লাগিল॥
কামুক পাপিষ্ঠ তথি কাচি' চূড়াধারী।
আপনারে গাওয়ায় 'কৃষ্ণ' 'নারায়ণ' করি॥
বলে—"আমি চূড়াধারী কৃষ্ণ নারায়ণ।
আমারে ভজিলে পাবে বৈকুণ্ঠ-ভবন।"
চূড়াধারী-নামে ইথে বিখ্যাত হইল।
চণ্ডালাদি যত অন্ত্যজের নারীগণ।
কৃষ্ণলীলা ছলে করে তাদের সঙ্গম॥ (প্রেম ২৪)

এই চূড়াধারী মাধব নারীগণ লইয়া নীলাচলে সংকীর্ত্তন-রত হইলে প্রভু পুরীধাম হইতে বিতাড়িত করিতে আজ্ঞা দিয়াছিলেন।

বর্ত্তমানে শ্রীবৃন্দাবনে চূড়াধারীদের কুঞ্জ আছে। বৈষ্ণব সম্প্রদায় হইতে তাহারা ভিন্ন। (প্রেম ২৪)

মাধব দাস—ফুলিয়াতে শ্রীপাট। মহাপ্রভু নীলাচল হইতে শ্রীবৃন্দাবনে যাত্রাকালীন গৌড়ে আসিয়া যখন সার্বভৌমের ভ্রাতা বিদ্যাবাচস্পতির গৃহে অবস্থান করেন, তথায় অত্যন্ত লোকসংঘট্ট হয়, এজন্য তথা হইতে তিনি মাধবের গৃহে গমন করত সাত দিন সেস্থানে লোকনিস্তার করেন। [চৈঃ চঃ মধ্য ১৬।২০৮]

মাধব পট্টনায়ক—শ্রীগৌরভক্ত, উৎকলবাসী [বৈষ্ণব বন্দনা]

মাধব পণ্ডিত—শ্রীঅদ্বৈত-শাখা।

শ্রীহরিচরণ আর মাধব পণ্ডিত॥
(চৈঃ চঃ আঃ ১২।৬৪)

মাধব মিশ্র—শ্রীচৈতন্য-শাখা। বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। পূর্বলীলায় বৃষভানু [গৌঃ গঃ ৫৬ ৫৭]। ইনি শ্রীগদাধর পণ্ডিতের পিতাঠাকুর; শ্রীপাট—চট্টগ্রাম জেলার বেলেটী গ্রামে। শ্রীশ্রীমাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য।

মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য এই মহাশয়॥
(প্রেম ২২)

শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধি তাঁহার পরম বন্ধু ছিলেন। এই পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি পরে শ্রীগদাধর পণ্ডিতের গুরু হন।

পুণ্ডরীক মাধবের একত্র অধ্যয়ন।
এক আত্মা, কেবল হয় দেহ মাত্র ভিন॥
(প্রেম ২০)

ইঁহার পত্নীর নাম—রত্নাবতী দেবী।

তৎপ্রকাশবিশেষোঽপি মিশ্রঃ শ্রীমাধবো মতঃ।
রত্নাবতীতি তৎপত্নী কীর্ত্তিদা কথিতা বুধৈঃ॥
[গৌঃ গীঃ ৫৭]

২ (বা আচার্য্য)—বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। পিতার নাম কালীদাস। মাতার নাম—বিধুমুখী দেবী। ইনি "শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল"-নামক গ্রন্থ রচনা করেন (প্রেম ১৯)। ইনি শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর খুড়তুত ভাই। মহাপ্রভুর শ্যালক। মহাপ্রভুর আজ্ঞায় অদ্বৈত প্রভুর নিকট ইনি দীক্ষা লন। কালীদাস মিশ্র মাধবকে রাখিয়া পরলোক

গমন করিলে তদীয় অগ্রজ সনাতন মিশ্র পুত্রস্নেহে মাধবকে পালন করেন ও শিক্ষা দেন।

নানাবিধ শাস্ত্র পড়ি হইলা পণ্ডিত।
আচার্য্য উপাধি তিঁহো হইলা বিদিত॥ (প্রেম)

শ্রীবাস অঙ্গনে মহাপ্রভুর অভিষেক-দিনে মাধব প্রভুর কৃপা প্রাপ্ত হন। সেই হইতে ইনি পরম ভক্ত হইলেন। ইনি নিত্য তিন লক্ষ নাম জপ করিতেন (প্রেম ১৯)।

মাধবের কর্ণে মন্ত্র লাগিলা কহিতে॥ ঐ

মাধব পরে সন্ন্যাস লইয়া শ্রীবৃন্দাবনে গমন করেন।

সন্ন্যাস করিয়া তিঁহো রহি' বৃন্দাবন।
ব্রজের মধুর ভাবে করয়ে ভজন॥ ঐ

শ্রীঅদ্বৈত-শাখাতেও ইঁহার নাম আছে।

লোকনাথ পণ্ডিত, আর মুরারি পণ্ডিত।
শ্রীহরিচরণ আর মাধব পণ্ডিত॥
(চৈঃ চঃ আদি ১২।৬৪)

শ্রীচৈতন্য-শাখায়—

শ্রীমাধবাচার্য্য, কমলাকান্ত, শ্রীযদুনন্দন।
(ঐ ১০।১১১)

কাটোয়ায় শ্রীদাসগদাধরের উৎসবে ইনি উপস্থিত ছিলেন।

পুরুষোত্তম, সঞ্জয়, শ্রীচন্দ্রশেখর।
শ্রীমাধবাচার্য্য, কীর্ত্তনীয়া ষষ্ঠীধর॥
(ভক্তি ৯।৩২৪)

খেতুরী উৎসবেও ইনি গমন করেন (ভক্তি ১০।৩৭৩)।

আরও জানা যায়—ইনি মহাপ্রভুর টোলে কিছুদিন পড়িয়াছিলেন। অষ্টম বৎসরে ইহার উপবীত হয়। মাধবের বিধবা মাতা পুত্রকে সংসারী করিবার জন্য বিবাহ দিতে উদ্যত হইলে ইনি বৃন্দাবনে পলায়ন করেন। পরে মাতার মৃত্যু হইলে স্বদেশে আসেন। ইনি (সম্ভবতঃ দ্বিতীয়বার) যখন বৃন্দাবনে গমন করেন, তখন প্রেমবিলাস রচয়িতা নিত্যানন্দ (বলরাম) দাসের সঙ্গে ছিলেন।

ইহার আর একটী উপাধি ছিল "কবিবল্লভাচার্য্য"।

পরে মাধবের 'কবিবল্লভাচার্য'-খ্যাতি।
সবে বোলে—কলির ব্যাস এই মহামতি॥
(প্রেম ১৯)

৩ মহাপ্রভুর সমসাময়িক। সপ্তগ্রামে শ্রীপাট ছিল। তথা হইতে ময়মনসিংহ জেলার দক্ষিণে মেঘনাতীরস্থ নব্যাপুর (নবীনপুর) গ্রামে বাস করেন। উক্ত স্থান এক্ষণে 'গোসাঞিপুর' নামে পরিচিত। প্রথমে ১৫০১ সালে ইনি 'চণ্ডীলীলা' রচনা করেন, পরে বৈষ্ণবধর্ম্মের আশ্রয় লন। ইঁহার পিতামহের নাম—ধরণীধর বিশারদ। পিতা—প্রসাদ মিশ্র। পুত্রের নাম – জয়রাম মিশ্র।

মাধবানন্দ—শ্রীগৌর-পার্ষদ, ব্রজের রসোল্লাসা (গৌঃ গঃ ১৮৮)।

মাধবী দাস—নীলাচলবাসী শিখী মাহিতীর ভগিনী শ্রীমাধবী দাসী শ্রীমন্ মহাপ্রভুর কথিত 'সাড়ে তিন পাত্রের' অর্দ্ধপাত্র। ইনি কতিপয় পদ রচনা করিয়াছেন বলিয়া সাহিত্যিকদের ধারণা, কিন্তু ভণিতায় মাধবী দাস নামে ব্যবহার করিয়াছেন। পদগুলি বঙ্গভাষায় রচিত।

মাধবী দেবী—শ্রীচৈতন্য শাখা; কায়স্থ কন্যা। উড়িষ্যাবাসী। ইনি সুপ্রসিদ্ধ শিখি-মাহিতি ও মুরারি মাহিতির ভগিনী। পূর্বলীলায় কলাকেলি [গৌঃ গঃ ১৮৯]

মাধবী দেবী—শিখি মাহিতির ভগিনী।
শ্রীরাধার দাসীমধ্যে যাঁর নাম গণি॥
(চৈঃ চঃ আদি ১০।১৩৭)

ইনি ভক্তিরাজ্যের যে কত উচ্চাধিকারিণী, তাহা নিম্নলিখিত বিবরণ হইতে জানা যায়।

শিখি মাহিতির ভগ্নী শ্রীমাধবী দেবী।
বৃদ্ধা, তপস্বিনী, তেঁহো পরম বৈষ্ণবী॥
প্রভু লেখা করে যারে রাধিকার 'গণে'।
জগতের মধ্যে 'পাত্র'—সাড়ে তিন জনে॥
স্বরূপ গোসাঞি আর রায় রামানন্দ।
শিখি মাহিতি তিন তাঁর ভগিনী অর্দ্ধজন॥
(চৈঃ চঃ অন্ত্য ২।১০৪—৬)

২—রাঘব বা রঘু চক্রবর্ত্তীর বনিতা। তাঁহারই কন্যা শ্রীমতী লক্ষ্মীপ্রিয়ার সহিত শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর দ্বিতীয় বার বিবাহ হয়।

শ্রীরাঘব চক্রবর্ত্তী নাম কেহ কহে।
শ্রীমাধবী নামে হয় তাঁহার বনিতা॥
তাঁর কন্যা শ্রীগৌরাঙ্গপ্রিয়া সুরচিতা॥
[ভক্তি ১৩।২০৬]

লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবীর পরে 'গৌরাঙ্গপ্রিয়া' নাম হয়।

এই মাধবী দেবী স্বপ্নে দেখেন--শান্তিপুর হইতে এক বৃদ্ধ মহাতেজস্বী ব্রাহ্মণ আসিয়া বলিতেছেন,—'শ্রীনিবাসাচার্য্যই তোমার কন্যার স্বামী'। এই আদেশ পাইয়া মাধবী স্বামীকে বলিলে তিনি আচার্য্য প্রভুকে কন্যা সম্প্রদান করেন। উক্ত বিবাহে বহু ধুমধাম হইয়াছিল। বিষ্ণুপুরের রাজা বীরহাম্বীর স্বীয় গুরুর বিবাহে বহু অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন। (রঘু চক্রবর্ত্তী দ্রষ্টব্য)

গোষ্ঠীসহ রাজার উল্লাস অতিশয়।
আচার্য্য-বিবাহে বহু অর্থ করে ব্যয়॥ (ঐ ২১৭)

শ্রীশ্রীমাধবেন্দ্র পুরী—শ্রীবিষ্ণুভক্তি-পথের প্রথম অবতারী। শ্রীশ্রীঈশ্বর-পুরীর গুরু ও মহাপ্রভুর পরম গুরু।

মাধবেন্দ্রপুরী ভক্তিরসময়।
যাঁর নাম-স্মরণে সকল সিদ্ধি হয়॥
শ্রীঈশ্বরপুরী, রঙ্গপুরী আদি যত।
মাধবেন্দ্রের শিষ্য সবে ভক্তিরসে মত্ত॥
গৌর-উৎকলাদি দেশে মাধবের গণ।
সবে কৃষ্ণভক্তি প্রেমভক্তি-পরায়ণ॥

[ভক্তি ৫।২২৭২-৭৪]

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর সহিত সাক্ষাৎ—

কথোদিন পরে মাধবেন্দ্রের সহিতে।
দেখা হইল প্রতীচী তীর্থের সমীপেতে।
* * *
নিত্যানন্দে বন্ধুজ্ঞান করে মাধবেন্দ্র।
মাধবেন্দ্রে গুরুবুদ্ধি করে নিত্যানন্দ।

(ভক্তিঃ ৫ ২৩৩০,৩২)

শ্রীনিত্যানন্দের সহিত ইনি মিলিত হইলে উভয়ের প্রেমমূর্চ্ছাদি প্রসঙ্গ (চৈঃ ভাঃ আদি ৯।১৫৮-৮৮) দ্রষ্টব্য। ইনি 'ভক্তিরসের আদি সূত্রধার' (ঐ ১৬০); মেঘ-দর্শনেই কৃষ্ণপ্রেমে অচেতন হইতেন (ঐ ৯।১৭৫); শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর ঐকান্তিকী সেবায় সন্তুষ্ট হইয়া ইনি তাঁহাকে প্রেমসম্পত্তি দান করেন। (ঐ আদি ১১।১২৫, অন্ত্য ৩।৫৯,১৭২ ইত্যাদি)। শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর গৃহে আগমন করত ইনি তাঁহাকে দীক্ষা দিয়াছিলেন—(ঐ অন্ত্য ৪।৪৩৩-৫০৭)। ইঁহার প্রেমসেবা গ্রহণ করিবার জন্য শ্রীগোবর্দ্ধন গিরিরাজে শ্রীশ্রীগোপাল বিগ্রহ প্রকট হন—তথায় নিত্য অন্নকূট মহামহোৎসব চলিতে লাগিল। মলয়জ চন্দন ও কর্পূর সংগ্রহ করিয়া শ্রীগোপালের অঙ্গে লাগাইবার জন্য আদিষ্ট হইয়া ইনি আবার নীলাচলে গমন করেন। পথে রেমুণায় গোপীনাথ ইঁহার জন্য ক্ষীর চুরি করিয়া 'ক্ষীরচোরা'-আখ্যা লাভ করেন। নীলাচলে গিয়া চন্দন ও বিশ তোলা কর্পূর সংগ্রহ করত গোপালের স্বপ্নাদেশে গোপীনাথের অঙ্গে মাখাইলেন। পুরী গোস্বামী শেষকালে নিম্ন শ্লোক-রত্নটি পড়িতে পড়িতে সিদ্ধিপ্রাপ্তি করিলেন—

অয়ি দীনদয়ার্দ্রনাথ হে মথুরানাথ! কদাবলোক্যসে।
হৃদয়ং ত্বদলোক-কাতরং দয়িত! ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহম্।'

[চৈঃ চঃ মধ্য ১৭শ পরিচ্ছেদ]

এতদ্ব্যতীত পদ্যাবলীতে (৭৯,৯৬,১০৪, ২৮৬ ও ৩৩০) পাঁচটি শ্লোকও উদ্ধৃত হইয়াছে।

মাধ রায়—শ্রীরসিকানন্দ প্রভুর শিষ্য [রঃ মঃ পশ্চিম ১৪।১ ১]

মাধাই শ্রীচৈতন্য শাখা, কুলীন ব্রাহ্মণ।

মহাকৃপাপাত্র প্রভুর জগাই মাধাই॥

(চৈঃ চঃ আদি ১০।১২০)

পূর্ব্বজীবনে এমন কোন পাপকার্য্য নাই যাহা ইনি করেন নাই। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে ইনিই কলসীর কাণা মারিয়া রক্তারক্তি করিয়াছিলেন। পরে ইনি মহাভক্ত হয়েন। কাটোয়ার উৎসবে ইনি উপস্থিত ছিলেন। বৈকুণ্ঠের দ্বারপাল 'বিজয়' [গৌঃ গঃ ১১৫]।

মাধুরীজি—শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুর শিষ্য। 'মাধুরী-বাণী' নামে ইঁহার রচিত পদাবলী গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্যের এক অত্যুজ্জ্বল রত্ন। ১৬৭৮ সম্বতে ও তৎপূর্ব পরবর্ত্তীকালে এই সমস্ত পদাবলী লিখিত হইয়াছিল। মাধুরীজির পদাবলী ছয়খণ্ডে বিভক্ত (১) বংশীবটবিলাস-মাধুরী, (২) উৎ-কণ্ঠা-মাধুরী, (৩) কেলি-মাধুরী, (৪) বৃন্দাবনবিহার-মাধুরী, (৫ দান-মাধুরী ও (৬ মান মাধুরী।

মাধো শ্রীশ্যামানন্দ পরিকর। শ্রীরসিকানন্দের শিষ্য।

[রঃ মঃ পশ্চিম ১৪।১৩৭]

২ পদকর্ত্তা, ব্রজ ভাষায় চারিটী পদ পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হইয়াছে।

মামু গোসাঞি—(মামু ঠাকুর)—শ্রীগদাধর-শাখা।

গঙ্গামন্ত্রী, মামুঠাকুর, শ্রীকণ্ঠাভরণ ॥

(চৈঃ চঃ আদি ১২।৮০)

শ্রীনরোত্তম ঠাকুর পুরীতে যাইয়া দেখেন যে শ্রীমহাপ্রভুর অপ্রকটে—

সহিতে নারয়ে দুঃখ শ্রীমামু গোসাঞি।

মৃতপ্রায় পড়িয়া আছেন এক ঠাঁই ॥ (নরো ৪)

পরে তিনি পুরীধামে মহাপ্রভুর ও ভক্তগণের বিহার স্থানগুলি নরোত্তমকে দেখাইয়াছিলেন। (ভক্তি ৮।২৬৯—৩৮১)। ইনি পূর্বলীলার কলভাষিণী (গৌঃ গঃ ১৯৬, ২০৫)

যঃ প্রেম্না গৌরচন্দ্রেণ পরিবারগণৈঃ সহ।

উৎকলে ভাষিতো মামুস্তং বন্দে মামুঠাকুরম্ ॥

[শাঃ নিঃ ১২]

মালতী—শ্রীসেন শিবানন্দের ভার্যা, পূর্বলীলার বিন্দুমতী।

মালতী ঠাকুরঝি, মালতী দেবী (অনু ৭)—শ্রীনিবাসাচার্য্যের শিষ্যা। শ্রীপাট—কাঞ্চনগড়িয়া; পিতার নাম—কুমুদ বা কলানিধি চট্ট। স্বামীর নাম—রাজেন্দ্র। তাঁহার আর এক ভার্য্যার নাম ফুল্লরী বা ফুলঝি ঠাকুরাণী।

দুই কন্যা চট্টরাজের দুই গুণবন্ত।

সুস্নিগ্ধ মূরতি দোঁহে অতিশুদ্ধ শান্ত ॥

শ্রীমালতী ব্রতে (?) তবে প্রভু দয়া কৈলা।

প্রভুকৃপা পাইয়া তিঁহো অতিধন্য হৈলা ॥ (কর্ণা ১)

মালতী দেবী—শ্রীশ্যামানন্দপ্রভুর শিষ্যা, শ্রীরসিকানন্দের পত্নী।

মালাধর বসু গুণরাজ খাঁন—১৩৯৫ শকে ১৫৭৩ খৃষ্টাব্দে "শ্রীকৃষ্ণবিজয়" গ্রন্থ রচনা আরম্ভ করত ১৪০১ শকে শেষ করেন। শ্রীশ্রীমহাপ্রভু এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া বড়ই আনন্দলাভ করিয়াছিলেন। মালাধর বসু ও বাদসাহ হুসেনসার মন্ত্রী পুরন্দর খাঁ—(গোপীনাথ বসু) উভয়ে জ্ঞাতি-ভ্রাতা। ইহারা আদিশূর আনীত দশরথ বসুর বংশীয়। দশরথ বসু হইতে ১৩শ পুরুষ। বসুবংশ বিশেষ প্রতিপত্তিশালী ছিলেন। ইহাদের গ্রামখানি দুর্গসংরক্ষিত ছিল। (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য)

মালিনী ঠাকুরাণী—শ্রীবাস পণ্ডিতের পত্নী। পূর্বলীলার অম্বিকা [গৌঃ গঃ ৪২]; (শ্রীবাস পণ্ডিত দ্রষ্টব্য)। ইনি বাৎসল্যভাবে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর সেবা করিতেন। ইহার দুগ্ধহীন স্তনেও দুগ্ধক্ষরণ হইত [চৈঃ ভাঃ মধ্য ১১।৮—১০] কাক ঘৃতপাত্র অপহরণ করিলে ইহার দুঃখ হয় ও শ্রীনিত্যানন্দ-আজ্ঞায় কাকের বাটি-আনয়ন দেখিয়া ইনি নিত্যানন্দকে স্তব করেন [ঐ মধ্য ১১।৩২—৪৪]।

২ শ্রীখণ্ডবাসী শ্রীলরঘুনন্দনের শাখা ও শ্রীমহানন্দ চৌধুরীর পত্নী।

মালিনী দেবী—কাহারও মতে তাঁহার নাম মালতী দেবী। ইনি অভিরাম গোস্বামীর পত্নী।

শ্রীঅভিরামের পত্নী—নাম শ্রীমালিনী।

তাঁহার প্রভাব যত কহিতে না জানি ॥

মিতু হালদার—ভক্ত; খেতুরীতে শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের উৎসবে উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীচাঁদ হালদার, মিতু হালদার সকলে।

নির্বেদিতে নারে পড়ি কান্দয়ে সকলে ॥

(নরো ৮)

মিথী ভক্ত—শ্রীরসিকানন্দ-শিষ্য [রঃ মঃ পশ্চিম ১৪।১৬১]।

মিশ্র পুরন্দর—শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের পদবী [চৈঃ ভাঃ আদি ৩।২৫]।

মীনকেতন ঘোষ—কায়স্থ। প্রসিদ্ধ বাসুদেব ঘোষের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। ইঁহার বংশ আছে। (বাসুদেব ঘোষ দ্রষ্টব্য) শ্রীপাটের তালিকায় কাটোয়ার চারি ক্রোশ ব্যবধানে ঝামটপুর গ্রামে মীনকেতনের শ্রীপাট আছে বলিয়া উল্লেখ আছে।

মীনকেতন রামদাস—বা রামদাস মীনকেতন। শ্রীনিত্যানন্দশাখা। সঙ্কর্ষণ-ব্যূহ এবং নিশঠ ও উল্মূক [গৌঃ গঃ ৬৮]।

নৃসিংহচৈতন্য মীনকেতন রামদাস।

[চৈঃ চঃ আদি ১১।৫৩]

শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপাদের গৃহে অহোরাত্র নামসংকীর্ত্তনে নিমন্ত্রণ পাইয়া ইনি আসিলে সকল বৈষ্ণব ইঁহার চরণ বন্দনা করিলেও তত্রত্য পূজারি গুণার্ণব মিশ্র তাঁহাকে সম্ভাষা না করায় ইনি ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়াছিলেন—

এইত দ্বিতীয় সুত রোমহরষণ।
বলদেবে দেখি' যে না কৈল প্রত্যুদ্গম॥
[চৈঃ চঃ আদি ৫।১৭০]

ইনি মহাপ্রেমময় ছিলেন, অশ্রুকম্পাদি-ভাবভূষণে সদা বিভূষিত ছিলেন—

মহাপ্রেমময় তিঁহো বসিলা অঙ্গনে।
সকল বৈষ্ণব তাঁর বন্দিলা চরণে॥
নমস্কার করিতে, কা'র উপরেতে চড়ে।
প্রেমে কারে বংশী মারে, কাহাকে চাপড়ে॥
কভু কোন অঙ্গে দেখি পুলক কদম্ব।
এক অঙ্গে জাড্য তাঁর, আর অঙ্গে কম্প॥
নিত্যানন্দ বলি' যবে করেন হুঙ্কার।
তাহা দেখি' লোকের হয় মহাচমৎকার॥
[চৈঃ চঃ আদি ৫।১৬৩ - ১৬৭]

মীমাংসা মণ্ডন ভট্টাচার্য্য—শ্রীরসিকানন্দ প্রভু বাল্যকালে ইহার নিকট নিত্য শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করিতেন। [রঃ মঃ পূর্ব ৮।১১]

মীরা বাঈ—শ্রীবৃন্দাবনে গোস্বামিগণের অবস্থানকালে ইনি উদয়পুরের রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করিয়া শ্রীশ্রীগিরিধারী-জীউর প্রেমের আকর্ষণে ব্রজে আসেন। ইহার চরিত্র ভক্তমাল ২২শ পরিচ্ছেদে দ্রষ্টব্য। ইহার ভজনগান সুপ্রসিদ্ধ। শ্রীজীবপাদের সহিত ইহার কৃষ্ণকথা হইয়াছিল—ভক্তমালের 'ভক্তিরসবোধনী' টীকাতে (৪৮৯ অনুচ্ছেদে) ইহার স্পষ্টোক্তি আছে। ইনি একটি গৌর-পদ রচনা করিয়াছেন—তাহার বিবিধ পাঠ থাকিলেও সচরাচর যে ভাবে গীত হয়, তাহা উল্লিখিত হইল—

(সাধো) অব তো হরিনাম লৌ লাগী।
সব জগকো মন-মাখনচোরা নাম ধর্‌য়ো বৈরাগী॥
মাতু জশোধা মাখন কাজে বান্ধ্যো যাকো দাম।
শ্যাম কিশোরা ভয়ো নব গোরা চৈতন যাকো নাম॥
কাঁহা ছোড়ী বো মোহন মুরলী কাঁহা ছোড়ী বো গোপী।
মুণ্ড মুড়াই ভয়ো সন্ন্যাসী মাথে মাহি ন টোপী॥
পীতাম্বরকো ভাব দিখাবৈ কটি কৌপীন কসৈ।
দাস ভক্তকী দাসী মীরা রসনা কৃষ্ণ বসৈ॥

মুকুট মৈত্রেয়—শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য। শ্রীপাট—নদীয়া জেলার ফরিদপুর গ্রামে।

আর শিষ্য মুকুট মৈত্রেয় সর্বলোক জানে।
ফরিদপুর বাড়ী তাঁর কহে সর্বজনে॥ (প্রেম ২০)
জয় শ্রীমুকুট মৈত্রেয় অতিশুদ্ধরীতি।
রাধাকৃষ্ণ-চৈতন্য-চরণে দৃঢ় রতি॥ (নরো ১২)

মুকুন্দ—শ্রীনিত্যানন্দ-শাখা।

শঙ্কর, মুকুন্দ, জ্ঞানদাস, মনোহর।
(চৈঃ চঃ আদি ১১।৫২)

২ শ্রীচৈতন্যের উপশাখা।

শঙ্করারণ্য আচার্য্য বৃক্ষের একশাখা।
মুকুন্দ, কাশীনাথ, রুদ্র—উপশাখা লেখা॥

ইহারা সকলেই শঙ্করারণ্যের শাখা। (চৈঃ চঃ আদি ১০।১০৬)

৩ শ্রীনিত্যানন্দ শাখা।

নকড়ি, মুকুন্দ, সূর্য্য, মাধব, শ্রীধর।
(চৈঃ চঃ আদি ১১।৪৮)

৪ শ্রীরসিকানন্দ-শিষ্য [রঃ মঃ পশ্চিম ১৪।১৪৮]।

মুকুন্দ ওঝা (হাড়াই পণ্ডিত) শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর পিতাঠাকুর। পিতার নাম—(নকড়ী বাড়ুরী) মুরারী ওঝা। শ্রীধাম একচাকা গ্রামে। মুকুন্দ ওঝা বর্দ্ধমানের নিকট কাজলা গ্রামের মহেশ্বর শর্মার কন্যা শ্রীমতী পদ্মাবতী দেবীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। পূর্বলীলায় দশরথ ও বাসুদেব (গৌঃ গঃ ৪০)।

মুকুন্দ কবিচন্দ্র—শ্রীগৌরভক্ত [বৈষ্ণব বন্দনা]

মুকুন্দ কবিরাজ—শ্রীনিত্যানন্দ শাখা।

গোবিন্দ,শ্রীরঙ্গ, মুকুন্দ—তিন কবিরাজ॥
(চৈঃ চঃ আদি ১১।৫১)

শ্রীমুকুন্দ কবিরাজ! কর এই হিত।
হবে যে বৈষ্ণব, তার পদে রহু চিত॥ (নামা ২২৩)

মুকুন্দ গোস্বামী—পাঞ্জাবের মূলতান নগরে শ্রীপাট। ইনি মূলতান-নিবাসী মহাপ্রভুর ভক্ত শ্রীকৃষ্ণদাসের শিষ্য। গৌড়দেশে শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপাদ-কৃত শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থ ইনিই আনয়ন করিয়াছিলেন ও সর্বভক্তকে তাহা নকল করিয়া লইতে বলিয়াছিলেন। ইহা হইতেই উক্ত মহাগ্রন্থের সর্বপ্রথম প্রচার হয়।

মুকুন্দগোস্বামী, গোপাল ক্ষত্রিয়, বিষ্ণুদাস, রাধাকৃষ্ণ, গোবিন্দ অধিকারী—এই কয়জন কৃষ্ণদাসের শিষ্যগণের মধ্যে প্রধান।

মুকুন্দের পিতা বিখ্যাত ধনী সদাগর ছিলেন। মুকুন্দ একদিন তাঁহার পরম রমণীয় অট্টালিকায় শয়ন করিয়া আছে, এমন সময় স্বপ্নাদেশ পান 'শীঘ্র বৃন্দাবনে আইস'। নিদ্রাভঙ্গে তিনি বাণিজ্যের ছল করিয়া নানাবিধ সুগন্ধি দ্রব্য-পুরিত নৌকায় শ্রীবৃন্দাবনে যাত্রা করিলেন। শ্রীবৃন্দাবনে উপস্থিত হইয়া বনরাজীর শোভা, বিশেষতঃ শ্রীশ্রীগোবিন্দ-গোপীনাথজীকে দর্শন করিয়া তিনি মোহিত হইয়া গেলেন। ঐ সময়ে শ্রীকৃষ্ণদাসের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। শ্রীকৃষ্ণদাস স্বীয় আশ্রমে মুকুন্দকে লইয়া গেলেন। বৃন্দাবনের যাবতীয় ভক্ত মুকুন্দকে কৃপা করিলেন। সেই হইতে মুকুন্দ প্রেমরাজ্যের সদাগর হইলেন।

মুকুন্দ ঘোষ—শ্রীবাসুদেব ঘোষের ভ্রাতা। (বাসুদেব ঘোষ দ্রষ্টব্য)।

মুকুন্দ ঠাকুর—শ্রীল আচার্য্য প্রভুর শাখা (প্রেম ২০)।

মুকুন্দ দত্ত—শ্রীচৈতন্য শাখা। অম্বষ্ঠ। ব্রজের মধুকণ্ঠ [গৌঃ গঃ ১৪০]।

শ্রীমুকুন্দ দত্ত শাখা প্রভুর সমাধ্যায়ী।
যাহার কীর্ত্তনে নাচে চৈতন্য গোসাঞি॥
(চৈঃ চঃ আদি ১০।৪০)

শ্রীপাট—চট্টগ্রামে চক্রশালা। তথা হইতে নবদ্বীপে ও পরে কাঁচরাপাড়াতে শ্রীপাট করেন। ইনি শ্রীবাসুদেব দত্তের ভ্রাতা। সঙ্গীতশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। ইহার সুকণ্ঠে মহাপ্রভুর ভাবসাগর উথলিয়া উঠিত।

চট্টগ্রাম দেশে চক্রশালা গ্রাম হয়।
সম্ভ্রান্ত দত্ত অম্বষ্ঠ তাহে খ্যাত রয়॥
সেই বংশে জনমিলা দুই ভাগবত।
শ্রীমুকুন্দ দত্ত আর বাসুদেব দত্ত।
বাসুদেব জ্যেষ্ঠ, মুকুন্দ কনিষ্ঠ হয়।
দুই আসি নবদ্বীপ করিলেন জয়॥
(প্রেম ২২)

মুকুন্দ শিশুকাল হইতেই মহাপ্রভুর সঙ্গী। একসঙ্গে গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলে পাঠ করিতেন। শ্রীনিমাই ও মুকুন্দে নিরন্তর তর্ক হইত।

শ্রীবাস-অঙ্গনে যেদিন মহাপ্রভুর মহাপ্রকাশ হয়, সেদিন প্রভু কৃত্রিম ক্রোধ করত বলিয়াছিলেন—"মুকুন্দকে আমার নিকট আসিতে দিও না; ও কখন জ্ঞান বড়, আবার কখন ভক্তি বড় বলিয়া সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে ঘুরিয়া বেড়ায়।"

এ সংবাদে মুকুন্দ বলিয়া পাঠাইলেন—"বেশ, এবারে না হয় পাইলাম না তবে কখন কি তোমায় পাইব না?"

প্রভু বলিয়া পাঠাইলেন—"কোটি জন্মের পর আমাকে নিশ্চয় পাইবে।" এই কথা শুনিবামাত্র মুকুন্দ লম্ফ দিয়া উঠিলেন—এবং "কোটি জন্মের পরে পাইব, পাইব" বলিতে বলিতে উন্মত্ত হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। পরে মহাপ্রভু মুকুন্দকে আনয়ন পূর্ব্বক কৃপা করিলেন।

[চৈঃ ভাঃ মধ্য ১০]

ধর্ম্মানন্দ ভারতী "সুবর্ণ বণিক" পুস্তকে ইহাকে 'সুবর্ণ-বণিক বলিয়াছেন। (বাসুদেব দত্ত দেখ)।

মুকুন্দ দাস—পঞ্চালদেশীয় ব্রাহ্মণ—শ্রীগৌরভক্ত; শ্রীলকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপাদের নিকট গ্রন্থাধ্যয়ন করেন—তাঁহার অপ্রকটে শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীকে পাইয়া বিরহ দুঃখ প্রশমন করেন। [নরো ২০০ পৃষ্ঠা]

মুকুন্দদাস গোস্বামী শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজের শিষ্য বলিয়া সাধনদীপিকায় উক্ত। ইনি ভক্তিরসামৃত-সিন্ধুর **'অর্থরত্নাল্পদীপিকা'** নামে এক টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন। **'সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয়'** নামে একখানি গ্রন্থ ইহাতে আরোপিত হইয়াছে। [গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সাহিত্য ২।৪৫, ১১২, ১৪৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য]। তদীয় অধস্তন শিষ্য-বংশের প্রতি দানপত্রটি এস্থানে লিখিত হইল। ইহা শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র রায় (Ex. D. P. I. Assam) মহোদয়ের সংগ্রহে আছে।

১৭৭৩ সম্বতে লিখিত দানপত্রের নকল

শ্রীরাধাগদাধর গৌরগোবিন্দরূপ-সেবাপরায়ণ শ্রীরাধা-মোহনাধিকারী প্রেমালিঙ্গন শুভাশীর্ব্বাদ লিখনং কার্য্যঞ্চ

আগে শ্রী৺[১] মুখ্যসেবক শ্রী৺[২] হএন ; তার সেবক শ্রী৺[৩] হন, তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র এবং সেবক তুমি হও, অতএব শ্রীশ্রী৺মজকুবের সেবিত সেবা জে শ্রীশ্রী৺জীউর নিকটে ছিলেন তাহা তোমাকে সেবা করিতে দিলাম এবং শ্রীশ্রী৺সিরোপাটীকা তোমাকে করিলাম। শ্রীশ্রী৺[৪] সেবক শ্রীশ্রী৺জীউর হন—তদনুসারে শ্রীশ্রী৺সেবা শ্রী৺[৫] সেবাভজন স্মরণ সাধ্যসাধন শ্রী৺[৬] বর্ত্মানুসার ভজন করিতে থাকিবা। স্বরমাদের সঙ্গ না করিবা। তোমাদিগে বাস করিতে শ্রী৺কুঞ্জ[৭] দিলাম। তাহাকে বনাইয়া বাস করহ মিতি সম্বৎ ১৭৭৩ আশ্বিন সুদী তিজ।

মুকুন্দ দেব–শ্রীপদ্মনাভের কনিষ্ঠ পুত্র। শ্রীরূপ সনাতন গোস্বামীর পিতামহ। ভরদ্বাজ-গোত্রীয় যজুর্বেদী ব্রাহ্মণ। (শ্রীরূপ দ্রষ্টব্য)

মুকুন্দ সরকার (বা মুকুন্দ ঠাকুর)—শ্রীচৈতন্য শাখা। প্রসিদ্ধ শ্রীল নরহরি ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। পুত্রের নাম—শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুর। পিতার নাম - নারায়ণ সরকার। শ্রীপাট—বর্দ্ধমান জেলার শ্রীখণ্ড গ্রামে। ব্রজলীলায় বৃন্দা [গৌঃ গঃ ১৭৫]।

খণ্ডবাসী মুকুন্দদাস শ্রীরঘুনন্দন।

(চৈঃ চঃ আদি ১০।৭৮)

মুকুন্দ মহাপ্রভুর আজ্ঞায় বিবাহ করেন। শ্রীরঘুনন্দনই তাঁহার একমাত্র পুত্র। তদানীন্তন গৌড়ের বাদশাহ হোসেন শাহ মুকুন্দের চিকিৎসা বিদ্যার সুনাম শুনিয়া তাঁহাকে বহু সমাদরে স্বীয় রাজধানীতে রাজ-চিকিৎসকের পদে বরণ করেন। একদিন মুকুন্দ বাদশাহকে শিখিপুচ্ছের ব্যজনে বাতাস করা হইতেছে দেখিয়া প্রেমে মূর্চ্ছিত হন। বুদ্ধিমান হোসেন শাহ মুকুন্দের অবস্থা বুঝিতে পারেন। ইহার পরে মুকুন্দ চাকরী ছাড়িয়া চলিয়া আসেন এবং শ্রীধাম নবদ্বীপে মহাপ্রভুর সহিত মিলিত হন। তদবধি ইনি ভক্তিশাস্ত্র আলোচনায় ও গৌর কথায় জীবন অতিবাহিত করিলেন। শ্রীরাসপূর্ণিমায় ইনি অপ্রকটে প্রবেশ করেন।

মুকুন্দ সঞ্জয়—শ্রীনবদ্বীপবাসী, মহাপ্রভুর ছাত্র।

প্রভুর পড়ুয়া দুই—পুরুষোত্তম, সঞ্জয়।
ব্যাকরণে দুই শিষ্য—দুই মহাশয়॥

[চৈঃ চঃ আদি ১০।৭২]

অনেকে মুকুন্দ ও সঞ্জয়কে বিভিন্ন ব্যক্তি মনে করেন, কিন্তু এস্থলে স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে যে 'সঞ্জয়' তাঁহার উপাধি ছিল। ইনি পুরুষোত্তমের পিতা। ইঁহার গৃহেই অধ্যাপক নিমাইর বিদ্যাচতুষ্পাঠী ছিল [চৈঃ ভাঃ আদি ১০।৩৮—৩৯]।

অনেক জন্মের ভৃত্য মুকুন্দ সঞ্জয়।
পুরুষোত্তম দাস হেন যাঁহার তনয়॥
প্রতিদিন সেই ভাগ্যবন্তের আলয়।
পড়াইতে গৌরচন্দ্র করেন বিজয়॥

(ঐ অঃ ৮।২০) পুরুষোত্তম সঞ্জয় চলিলা হর্ষ মনে।
যে প্রভুর মুখ্য শিষ্য—পূর্ব অধ্যয়নে॥

মুকুন্দ সরস্বতী—মহাপ্রভুর গণ নহে।

"মুকুন্দ সরস্বতী নাম সন্ন্যাসী মহাজনে॥"

(চৈঃ চঃ অন্ত্য ১৩।৫০)

সন্ন্যাসি-সম্প্রদায়ভুক্ত। শ্রীবৃন্দাবনে থাকিতেন। ইনি এক দিবস শ্রীসনাতন গোস্বামীকে একখানি লোহিত বর্ণের বস্ত্র প্রদান করেন। বস্ত্র মস্তকে বাঁধিয়া শ্রীসনাতন শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিতের নিকট গমন করিলে তিনি প্রথমে মনে করেন যে উহা পুরীতে মহাপ্রভুর প্রদত্ত বস্ত্র। পরে তিনি তথ্য জানিয়া ও ভিন্ন সম্প্রদায়ীর বস্ত্র সনাতনকে শিরোভূষণ করিতে দেখিয়া ক্রোধে ভাতের হাঁড়ি লইয়া মারিতে উদ্যত হন (জগদানন্দ পণ্ডিত দেখ)।

মুকুন্দানন্দ চক্রবর্ত্তী—শ্রীবৃন্দাবনবাসী, শ্রীগৌরভক্ত। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত রচনা করিতে আজ্ঞাদানকারী ভক্তগণের অন্যতম (চৈঃ চঃ আদি ৮।৬৯)।

মুকুন্দার মাতা—শ্রীনবদ্বীপবাসী পরমেশ্বর মোদকের বনিতা। ইনি একবার শ্রীমহাপ্রভুর দর্শনে পুরী গিয়াছিলেন [চৈঃ চঃ অন্ত্য ১২।৫৮]।

১। শ্রীমুকুন্দ দাস গোস্বামীর ; ২। মথুরাদাস গোস্বামী। ৩। প্রাণবন্ধু অধিকারী ; ৪। রঘুনাথভট্ট গোস্বামী, কবিরাজ গোস্বামী। ৫। বৈষ্ণব ; ৬। চৈতন্যনিত্যানন্দাদ্বৈতাদি দ্বাদশ গোপাল চৌষট্টি মহান্ত ; ৭। শ্রীকুণ্ডে শ্রীরাধাকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী গোস্বামীর।

মুক্তারাম দাস—শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্য।

(কর্ণা ১ ; মোহনদাস দেখ)

মুরারি—(রসিক)। শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর শিষ্য। শ্রীপাট - সুবর্ণরেখা নদীর তীরে রয়ণি গ্রামে। ইনি রয়ণি পরগণার অধিপতি রাজা অচ্যুতানন্দের পুত্র। (প্রেম ১৯)

শ্রেষ্ঠ শাখা রসিকানন্দ আর শ্রীমুরারি।
যাঁর যশোগুণ গান গায় উৎকল দেশ ভরি ॥

রসিকমুরারির মাতার নাম—ভবানী দেবী। পত্নীর নাম—শ্রীমতী ইচ্ছাময়ী দেবী। অতি অল্প বয়স হইতে মুরারি সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত এবং ধর্ম্মানুরাগী হয়েন। মুরারি ধনবানের পুত্র, কিন্তু তাঁহার ঐশ্বর্য্য ভাল লাগিত না। এক দিবস ঘাটশিলায় (বর্ত্তমান B. N. R. ঘাটশিলা) তিনি নির্জ্জনে বসিয়া চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে—

হইল আকাশ বাণী— চিন্তা না করিবে।
এথায় শ্রীশ্যামানন্দ-স্থানে শিষ্য হবে' ॥

(ভক্তি ১৫।৩৩)

পরদিন প্রাতে মুরারি দেখেন - সূর্য্যরশ্মির ন্যায় তেজোরাশি ছড়াইতে ছড়াইতে কিশোরদাস আদি ভক্তগণের সঙ্গে শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু উপস্থিত হইলেন এবং মুরারির সকল অভাব পূরণ করিলেন।

মুরারির উপর খুবই পরীক্ষা হইয়াছিল, কিন্তু সবগুলিই তিনি উত্তীর্ণ হন।

২ চাতরার শ্রীকাশীশ্বর পণ্ডিতের শিষ্য ও ভ্রাতা—মহাদেব ভট্টাচার্য্যের পুত্র। কাশীশ্বর ইঁহার হস্তে শ্রীগৌরাঙ্গ ও নিত্যানন্দ বিগ্রহের সেবার ভার দিয়াছিলেন। মুরারির পুত্রগণই চাতরার চৌধুরীগণ। বর্ত্তমানে তাঁহারা শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর বাটীর সেবায়েত। (কাশীশ্বর পণ্ডিত দেখ)

মুরারি আচার্য্য—শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর শিষ্য, তাঁহারই আদেশে ইনি ১৩২৮ শকাব্দায় **'বিন্দুপ্রকাশ'** নামে ১৪৪ শ্লোকে এক গ্রন্থ রচনা করেন। ইহাতে শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর ব্রজবাসকালে শ্রীরাধারাণীর শ্রীচরণচ্যুত নূপুর-প্রাপ্তি ও বিন্দুশোভিত নূপুরাকৃতি-তিলক-বিষয়ক তথ্যাদি প্রকটিত হইয়াছে।

মুরারি ওঝা—একচক্র-নিবাসী। শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর পিতামহ। (শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভু দেখ)।

মুরারি গুপ্ত—শ্রীচৈতন্য-শাখা। পূর্ব্বলীলায় হনুমান্ [গৌঃ গঃ ৯১]।

শ্রীমুরারি গুপ্ত, গুপ্ত প্রেমের ভাণ্ডার।
প্রভুর হৃদয় দ্রবে শুনি' দৈন্য যার ॥

(চৈঃ চঃ আদি ১০।৪৯)

আদি নিবাস—শ্রীহট্ট। তথা হইতে শ্রীধাম নবদ্বীপে মহাপ্রভুর বাটীর নিকটে নিবাস হয়। মহাপ্রভুর সমবয়স্ক বাল্যবন্ধু। এক সঙ্গে গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলে অধ্যয়ন করিতেন।

ইনি মহাপ্রভুর বাল্যলীলা স্বচক্ষে যাহা দর্শন করিয়াছিলেন, তাহা সংস্কৃত ভাষায় **'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত'** নাম দিয়া লিপিবদ্ধ করেন। এতদ্ব্যতীত ইনি পদাবলী-সাহিত্যেও দান করিয়াছেন। মহাপ্রভুর প্রতি মুরারির ভক্তি অতুলনীয়। শ্রীচরিতামৃতাদি গ্রন্থে বর্ণিত আছে—পাছে মহাপ্রভু মুরারির অগ্রে অদর্শন হন, এজন্য একদিবস আত্মহত্যা করিবার জন্য একখানি শাণিত ছুরিকা লইয়া গলদেশে দিতে উদ্যত হইলে অন্তর্য্যামী শ্রীগৌরাঙ্গদেব ছুটিয়া গিয়া তাঁহাকে আত্মহত্যা করিতে নিষেধ করেন [চৈঃ ভাঃ মধ্য ২০।১১৪-১২৬]। বাল্যলীলায় প্রভু মুরারির স্কন্ধে আরোহণ করত চতুর্ভুজরূপে অঙ্গন-ভ্রমণ করেন (ঐ আদি ১।১৩৩), ভবরোগ্যবৈদ্য মুরারি—

'চিকিৎসা করেন যারে হইয়া সদয়।
দেহরোগ. ভবরোগ - দুই তার ক্ষয় ॥'

(চৈঃ চঃ আদি ১০।৫১)

মহাপ্রভু ইঁহাকে অনেকবার 'ফাঁকি' জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, গুপ্তের অর্থ খণ্ডন করিয়া বৃথা তিরস্কারও করিয়াছেন। বরাহাবেশে মুরারি-গৃহে প্রভু গমন করত বেদগুহ্য তত্ত্ব প্রকাশ করিয়া প্রকাশানন্দের প্রতি আক্ষেপ সূচনা করিলেন (চৈঃ ভাঃ মধ্য ৩।২৪-৫২)। ইনি মহাপ্রভুর কীর্ত্তন লীলার সঙ্গী; মুরারিকে শ্রীরামরূপে দর্শন দান ও শ্রীরামাষ্টক শ্রবণ করেন (ঐ মধ্য ১০।৭-২০), শ্রীমন্ মহাপ্রভু মুরারিকে স্বপ্নযোগে শ্রীনিত্যানন্দ-তত্ত্ব জ্ঞাপন করিলেন (ঐ মধ্য ২০।১৭-২১)। মুরারি প্রদত্ত ঘৃতান্ন ভোজনে মহাপ্রভুর 'বিষ্টম্ভ' ও মুরারির জলপানে

তন্নাশাদি (ঐ মধ্য ২০।৫৩-৭১)। মুরারির গরুড়-ভাব ও প্রভুকে স্কন্ধে ধারণাদি (ঐ মধ্য ২০।৮১-১০২)।

মুরারিচৈতন্য দাস—(মুরারি পণ্ডিত) শ্রীনিত্যানন্দ-শাখা।

মুরারিচৈতন্য দাসের অলৌকিক লীলা!
ব্যাঘ্র গালে চড় মারে, সর্পসনে খেলা॥
(চৈঃ চঃ আদি ১১।২০)

চৈঃ ভাঃ অন্ত ৫।৪২৬—৩৫ পর্য্যন্ত ইঁহার লীলা সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে।

মুরারি দাস—শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য।

গোসাঞি দাস, মুরারি দাস, শ্রীবসন্ত দত্ত।
(প্রেম ২০)

জয় শ্রীমুরারি দাস দীনে দয়া অতি।
বৈষ্ণব-উচ্ছিষ্টে যার পরম পীরিতি॥ (নরো ১২)

মুরারি পণ্ডিত—শ্রীঅদ্বৈত-শাখা।

লোকনাথ পণ্ডিত আর মুরারি পণ্ডিত।
[চৈঃ চঃ আদি ১২।৬৪]

মুরারি পণ্ডিত! কৃপা করহ আমায়।
অশেষ গৌরাঙ্গ লীলা দেখি নদীয়ায়॥
[নামা ১৫৫]

মুরারি ব্রাহ্মণ—উড়িষ্যাবাসী, মহাপ্রভুর ভক্ত। দক্ষিণ দেশ হইতে মহাপ্রভু নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য ইঁহারও পরিচয় দিয়াছিলেন;—

চন্দনেশ্বর, সিংহেশ্বর,—মুরারি ব্রাহ্মণ।
বিষ্ণুদাস ইঁহো ধ্যায় তোমার চরণ॥
(চৈঃ চঃ মধ্য ১০।৪৫)

দেখাহ' মুরারি বিপ্র! গৌরাঙ্গ বিলাস।
দক্ষিণাদি ভ্রমি' বৃন্দাবন ক্ষেত্র বাস।
[নামা ১৬৫]

মুরারি মাহিতি—শ্রীচৈতন্য শাখা মহাপ্রভুর মর্ম্মিভক্ত শ্রীশিখি-মাহিতি ও মাধবী দাসীর ভ্রাতা।

শ্রীশিখি মাহিতি আর শ্রীমুরারি মাহিতি।
মুরারি মাহিতি শিখি মাইতির ভাই।
তোমা চরণ বিনু অন্য গতি নাই॥
(চৈঃ চঃ মধ্য ১০; শিখি মাহিতি দেখ)

শ্রীগৌরাঙ্গদেবকে সার্ব্বভৌম গৃহে প্রথম দর্শনমাত্রেই ইনি তাঁহার চরণে মন প্রাণ সমর্পণ করিয়াছিলেন।

মুলুক কাজি—শ্রীগৌরাঙ্গের প্রাকট্য-সময়ে ইনি শান্তিপুরে বাস করিতেন এবং গ্রাম্যবিচারাদি নির্বাহ করিতেন। ইনি ঠাকুর হরিদাসের বিরোধী ছিলেন—শ্রীহরিদাসকে বিচারার্থ তৎসমীপে আনীত হইলে ঠাকুরের অচলা নামনিষ্ঠার প্রকাশ—বাইশ বাজারে প্রহার ইত্যাদি [চৈঃ ভাঃ আদি ১৬.৩৬—১৫৫ দ্রষ্টব্য]।

মোহন—শ্রীরসিকানন্দ-শিষ্য [রঃ মঃ পশ্চিম ১৪। ১৪৮] ২ ঐ [ঐ ১৪।১৫৩]

২—পদকর্ত্তা পদকল্পতরুতে ইঁহার ৩০টি পদ সমাহৃত হইয়াছে।

মোহন ঠাকুর—শ্রীঅভিরাম দাসের "পাট পর্যটন"-মতে শ্রীঅভিরাম গোস্বামীর শিষ্য। শ্রীপাট—পাণিহাটী।

"পাণিহাটীতে ঠাকুর মোহনের স্থিতি" [পাঃ পঃ]

২ (দাড়িয়ামোহন) শ্রীঅভিরাম দাসের 'পাট-পর্য্যটন'-মতে শ্রীঅভিরাম গোস্বামীর শিষ্য। শ্রীপাট—সীতানগর।

সীতানগরে বাস—ঠাকুর মোহন।
দাড়িয়া মোহন নাম বলে সর্ব্বজনে।
কিবা সে শোভন দাড়ি অতি বিলক্ষণে॥
[পাঃ পঃ]

মোহন দাস—শ্রীআচার্য্য প্রভুর শিষ্য। ইনি এবং ব্রজানন্দ দাস, হরিপ্রসাদ, সুখানন্দ দাস, প্রেমী হরিরাম দাস—এই কয়জন গুরু ভ্রাতা মিলিয়া শ্রীবৃন্দাবনে একত্র ভজন করিতেন।

শ্রীমোহন দাস আর ব্রজানন্দ দাস।
* * * * *
সবে মিলি একত্রে করেন ভজন।
লক্ষ হরিনাম সবে করেন গ্রহণ॥
ভজন পরাকাষ্ঠা যাঁর না পারি কহিতে।
আবেশে রহেন সদা মানস সেবাতে॥ (কর্ণা ১)

২—বৈদ্য, শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর শিষ্য।

শ্রীমোহন দাস নামে জন্ম বৈদ্য-কুলে।
নৈষ্ঠিক ভজন যাঁর অতিনিরমলে॥ (কর্ণা ১)

শ্রীগোবিন্দ কবিরাজের সহিত ইহার বন্ধুতা ছিল। মোহনদাস পদ রচনা করিয়াছেন। ব্রজবুলিতে রচিত ২৩টি পদ পদকল্পতরুতে সমাহৃত হইয়াছে।

৩—শ্রীরসিকানন্দ প্রভুর শিষ্য, ব্রাহ্মণ।

দ্বিজবর উদাসীন শ্রীমোহন দাস।
আজন্ম রসিক সঙ্গে করিলা বিলাস॥
[রঃ মঃ পশ্চিম ১৪।১০৪]

মোহনানন্দ—শ্রীরসিকানন্দ-শিষ্য [রঃ মঃ পশ্চিম ১৪।১৫১]

[য]

যদু গাঙ্গুলী—শ্রীগদাধর পণ্ডিতের শাখা।

যদু গাঙ্গুলী আর মঙ্গল বৈষ্ণব।
(চৈঃ চঃ আদি ১২।৮৬)

যদুনাথ চক্রবর্ত্তি-লীলাভাগবতাভিধম্।
প্রেমকন্দং মহাভিজ্ঞং বন্দে ভক্ত্যা মহাশয়ম্॥
[শাঃ নিঃ ৩৪]

যদুনন্দন—এক মতে মাহেশের শ্রীকমলাকর পিপ্‌লাইয়ের জামাতা, শ্রীমতী বিদ্যুৎমালার স্বামী। [বীরভদ্র গোস্বামী দেখ]।

শ্রীকমলাকর যাহার শ্বশুর, জামাতা যদুনন্দন॥
(বৈ-আ দ)

২ শ্রীচৈতন্য-শাখা।

মাধবাচার্য্য, কমলাকান্ত, শ্রীযদুনন্দন॥
[চৈঃ চঃ আদি ১০।১১৯]

ইনি কোন যদুনন্দন, তাহা বুঝা যায় না।

৩ (বা যদুনন্দনাচার্য্য)—শ্রীবীরভদ্র গোস্বামির শিষ্য। পিপ্পলী-বংশোদ্ভব। শ্রীপাট - ঝামটপুর। ইনি বীরভদ্র গোস্বামীর শ্বশুর। ইহার দুই কন্যার নাম—শ্রীমতী ও নারায়ণী। দুই কন্যাকেই বীরভদ্র প্রভু বিবাহ করিয়াছিলেন। (প্রেম ২৪)।

শ্রীনিত্যানন্দ-পত্নী শ্রীজাহ্নবামাতা—

রাজবলহাটের নিকট ঝামটপুরে।
গেলেন ঈশ্বরী এক ভৃত্যের মন্দিরে॥
তথা বিপ্র যদুনন্দনাচার্য্য ধেয়ায়॥ (ভক্তি ১৩।২৫০)

ইহার ভার্য্যার নাম - লক্ষ্মী দেবী।

যদুনন্দনের ভার্য্যা—লক্ষ্মী নাম তাঁর।
কহিতে কি—অতি পতিব্রতা-ধর্ম্ম যাঁর॥
তাঁর দুই দুহিতা শ্রীমতী, নারায়ণী।
সৌন্দর্য্যের সীমাদ্ভুত অঙ্গের বলনী॥
ঈশ্বরী-ইচ্ছায় সে বিপ্র ভাগ্যবান্।
প্রভু বীরভদ্রে দুই কন্যা কৈল দান॥
(পরে) যদুনন্দনেরে – বীরভদ্র শিষ্য কৈলা।
জাহ্নবা ঈশ্বরী অতি উল্লসিত হৈলা॥
(ঐ ১৩।২৫১ – ৫৩)

বীরভদ্র প্রভু স্বীয় বনিতা—

শ্রীমতী, নারায়ণী দোঁহে শিষ্য কৈলা॥ (ঐ ২৫৫)

যদুনন্দন আচার্য্য—শ্রীঅদ্বৈত-শাখা।

শ্রীযদুনন্দনাচার্য্য অদ্বৈত-শাখা।
তার শাখা উপশাখা নাহি যায় লেখা॥
(চৈঃ চঃ আদি ১২।৫৬)

ইতি সপ্তগ্রামের হিরণ্যদাস ও গোবর্দ্ধন দাস প্রভৃতির কুলগুরু (প্রেম ২৪)।

বাসুদেব দত্তের তেঁহ হয় অনুগৃহীত।
রঘুনাথের গুরু তেঁহো হয় পুরোহিত॥
অদ্বৈত আচার্য্যের তেঁহ শিষ্য অন্তরঙ্গ।
আচার্য্য-আজ্ঞাতে মানে চৈতন্যে প্রাণধন।
[চৈঃ চঃ অন্ত্য ৬।১৬১-৬২]

যদুনন্দন চক্রবর্ত্তী—শ্রীল দাস গদাধরের শিষ্য। শ্রীপাট—কাটোয়া। বটব্যাল। শাণ্ডিল্য গোত্র।

শ্রীযদুনন্দন চক্রবর্ত্তী দ্বিজবর।
যাঁর ইষ্টদেব—প্রভু দাস গদাধর॥ (ভক্তি ৯।৩৫২)

শ্রীদাস গদাধরের তিরোভাব উপলক্ষ্যে ইনি চতুর্দ্দিকের ভক্তগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া মহোৎসব করিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে কাটোয়ার মহাপ্রভুর বাড়ীর সেবায়েত ঠাকুরগণ ইঁহার বংশধর। শ্রীদাস গদাধরের শ্রীগৌরাঙ্গ বিগ্রহ এবং সমাধি বেদী প্রভৃতির ইঁহারা অধিকারী। (গদাধর দাস দেখ) পদাবলী-সাহিত্যে ইঁহার দান আছে।

২ শ্রীরসিকানন্দ প্রভুর বাল্যশিক্ষক। [রঃ মঃ পূর্ব ১।২৭]।

যদুনন্দন দাস বা ঠাকুর—বৈদ্য, শ্রীনিবাসাচার্য্যের কন্যা শ্রীমতী হেমলতার শিষ্য। ইহার শ্রীপাট কাটোয়ার উত্তরাংশে মালিহাটী বা মেলেটী গ্রামে ছিল। ইনি **"কর্ণানন্দ"** নামক গ্রন্থ রচনা করেন। উক্ত গ্রন্থে আচার্য্য প্রভুর জীবনী লিখিয়াছেন।

কর্ণানন্দ ২য় নির্য্যাসে—

দীন যদুনন্দন দাস বৈদ্য নাম যার।
মালিহাটী গ্রামে স্থিতি প্রেমহীন ছার॥

ঐ যষ্ঠে গ্রন্থ-রচনার সন আছে –

বুধুইপাড়াতে রহি শ্রীমতী নিকটে।
সদাই আনন্দে ভাসি জাহ্নবীর তটে॥
পঞ্চদশ শত আর বৎসর ঊনত্রিশে।
বৈশাখ মাসেতে আর পূর্ণিমা দিবসে॥
নিজ প্রভুর পাদপদ্ম মস্তকে ধরিয়া।
সম্পূর্ণ করিল গ্রন্থ শুন মন দিয়া॥

শ্রীমতী হেমলতা দেবী গ্রন্থখানি শুনিয়া এরূপ আনন্দিত হয়েন যে উহার নাম **"কর্ণানন্দ"** রাখিয়াছিলেন। শ্রীবিদগ্ধমাধব, শ্রীগোবিন্দলীলামৃত ও শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত গ্রন্থের ইনি সুললিত অনুবাদ-রচনায় চিরযশস্বী। পদামৃতসমুদ্রে ইহার পদাবলী সমাহৃত হইয়াছে।

গ্রন্থ শুনি' ঠাকুরাণীর মনের আনন্দ!
শ্রীমুখে রাখিলা নাম গ্রন্থ **'কর্ণানন্দ'**॥

যদুনাথ—শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য। শ্রীপাট—গাছপাড়া। ইঁহার পিতার নাম—বিপ্রদাস, ভ্রাতার নাম—রমানাথ, মাতার নাম—ভগবতী। ইঁহাদের ধান্যগোলাতে শ্রীগৌরাঙ্গমূর্ত্তি পাওয়া যায় ও শ্রীনরোত্তম ঠাকুর তাহা খেতুরীতে প্রতিষ্ঠা করেন।

তাঁর দুই পুত্র হয় পরম সুন্দর।
যদুনাথ, রমানাথ, ভক্তিরত্নাকর॥
তাঁহারে করিলা দয়া ঠাকুর মহাশয়॥
পাছপাড়া গ্রামেতে তাহার আলয়॥ (প্রেম ২০)

২—শ্রীচৈতন্য-শাখা। কুলীনগ্রামবাসী।

যদুনাথ, পুরুষোত্তম, শঙ্কর, বিদ্যানন্দ॥
(চৈঃ চঃ আদি ১০।৮০)

৩—শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর শিষ্য। শ্রীপাট—বলরামপুর

যদুনাথ, রামভদ্র, শ্রীজগদীশ্বর।
শ্যামানন্দ শিষ্য, বাস বলরামপুর॥ (প্রেম ২০)

যদুনাথ কবিচন্দ্র—শ্রীনিত্যানন্দ-শাখা।

মহাভাগবত যদুনাথ কবিচন্দ্র।
যাঁহার হৃদয়ে নৃত্য করে নিত্যানন্দ॥
(চৈঃ চঃ আদি—১১।৩৫)

শ্রীহট্ট জেলার বুরুঙ্গ গ্রামে, কেহ বলেন ঢাকা দক্ষিণ গ্রামে পূর্ব্বে বাস ছিল, তথা হইতে কুলীন গ্রামে বাস করেন। পিতার নাম—রত্নগর্ভ আচার্য্য। যদুনাথেরা তিন ভ্রাতা—কৃষ্ণানন্দ, জীব ও যদুনাথ। যদুনাথের পিতা ও মহাপ্রভুর পিতা শ্রীজগন্নাথ মিশ্র এক গ্রামবাসী ছিলেন। যদুনাথ প্রভুর সমসাময়িক।

যদুনাথ দিগ্বিজয়ী—প্রেমবিলাসমতে (২৪ বিঃ) শ্রীহরিদাস ঠাকুরের সহিত ইহার বিচার হয় এবং পরাজিত হইয়া শ্রীঠাকুরের শ্রীচরণ আশ্রয় করেন।

যদুনাথ চক্রবর্ত্তী শ্রীগদাধর পণ্ডিতের উপশাখা।

যদুনাথ-চক্রবর্ত্তিনমীড়ে গুণসাগরম্॥
গদাধর-প্রিয়তমং লীলাভাগবতাত্মিধম্।
প্রেমকন্দং মহাভিজ্ঞং বন্দে ভক্ত্যা মহাশয়ম্॥
(শাঃ নিঃ ৪৪)

যদুনাথ বিদ্যাভূষণ—শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য। ইনি পূর্ব্বে শ্রীঠাকুরের বড়ই বিদ্বেষী ছিলেন, পরে তাঁহার কৃপাকটাক্ষে পরম বৈষ্ণব হন।

যদুনাথ বিদ্যাভূষণ, কাশীনাথ আর
তর্কভূষণ উপাধি তাঁর সর্ব্বত্র প্রচার॥
(প্রেম ১৯; শ্রীরূপনারায়ণ দেখ)

যদুনাথ হালদার—"পাঠপর্য্যটন" মতে ইনি শ্রীঅভিরাম গোস্বামীর শিষ্য। শ্রীপাট রাধানগরে ছিল।

রাধানগরেতে বাস যদু হালদার॥ (পাঃ পঃ)

যবন চর—রাজা প্রতাপরুদ্রের রাজ্যের সীমা কটকের বাহিরে মুসলমান রাজার অধিকৃত রাজ্যের (হোসেন শাহর) একজন অধিকারী বা রাজার ন্যায় সম্মানবিশিষ্ট কর্ম্মচারী ছিলেন। তিনিই ঐ অঞ্চলের হর্ত্তা কর্ত্তা। ইনি তাঁহার জনৈক গুপ্তচর। উড়িষ্যা রাজ্যের মধ্যে ছদ্মবেশে ভ্রমণ করিয়া রাজনৈতিক তথ্য সংগ্রহ করিতেন।

যখন মহাপ্রভু উড়িষ্যা হইতে শ্রীবৃন্দাবনে গমন করিবার জন্য বহির্গত হন এবং রাজা প্রতাপরুদ্রের রাজ্যের শেষ সীমায় উপস্থিত হইয়া উড়িষ্যা-সীমারক্ষক "মহাপাত্রের" গৃহে অবস্থান করেন, সেই সময়ে মহাপ্রভুকে দর্শন করিবার জন্য জনতা হইতে থাকে। জনতার সংবাদ পাইয়া এই যবন চর কোন রাজনৈতিক বিভ্রাট ঘটিয়াছে ভাবিয়া গোপনে অনুসন্ধান করিতে আসিয়া যাহা দেখেন, তাহাতেই তিনি একেবারে উন্মত্ত হইয়া যান। প্রভুর অপরূপ রূপ, অদ্ভুত ভাব প্রভৃতি দর্শনে ভাগ্যবান্ যবন চরের অন্তর পুলকে নৃত্য করিয়া উঠে। তাহার পর—

* * সেই চর হরি কৃষ্ণ গায়।
হাসে, কাঁদে, নাচে গায় বাউলের প্রায়॥
(চৈঃ চঃ মধ্য ১৬।১৬৮)

পরে এই চরের মুখে তাহার যবনাধিকারী মহাপ্রভুর অদ্ভুত কাহিনী শ্রবণ করিয়া প্রভুকে দর্শন করিতে ইচ্ছা করিলেন। এজন্য বিশ্বাস' নামক জনৈক উচ্চ কর্ম্মচারীকে, উড়িষ্যসীমা-রক্ষকের নিকট পাঠাইয়া সন্ধি করত মহাপ্রভুকে দর্শন করিয়াছিলেন।

(যবনাধিকারী, মহাপাত্র, বিশ্বাস দেখ)

যবনাধিকারী- নাম প্রকাশ নাই। উড়িষ্যা সীমার বাহিরে মুসলমান রাজ্যের ইনি একজন প্রতিনিধি ছিলেন। রাজার ন্যায় তাঁহার ধন ও ক্ষমতা ছিল।

মহাপ্রভু শ্রীবৃন্দাবন গমনজন্য নীলাচল হইতে বহির্গত হইয়া সীমারক্ষক মহাপাত্রের গৃহে অবস্থান করিবার সময়ে উভয় রাজার যুদ্ধ হইতেছিল, এজন্য একরাজ্যের সীমা হইতে অন্য রাজ্যে প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল, কিন্তু মহাপ্রভুর শ্রীবৃন্দাবন যাইতে হইলে মুসলমান অধিকারের মধ্য দিয়া মগন করিতে হইবে, এজন্য মহাপাত্র প্রভুকে ২।৪ দিন স্বীয় আবাসে রাখিয়া যবন অধিকারীর সহিত সন্ধি করিয়া মহাপ্রভুর যাত্রার সুযোগ ভাবিতে লাগিলেন।

ওদিকে সেই যবন অধিকারী গুপ্তচর মুখে প্রভুর মহিমা শুনিয়া বিশেষতঃ যবনাধিকারীর জনৈক কর্মচারী 'বিশ্বাসের' মুখেও মহাপ্রভুর কাহিনী জানিয়া তিনি একেবারে মোহিত হইয়া গেলেন এবং অচিরেই নিজে উপযাচক হইয়া মহাপাত্রের সহিত সন্ধি করিয়া—

হিন্দুবেশ ধরি সেই যবন আইলা॥
দূর হৈতে প্রভু দেখি' ভূমিতে পড়িয়া।
দণ্ডবৎ করে অশ্রু পুলকিত হইয়া॥
(তখন) মহাপাত্র আনিল তারে করিয়া সম্মান॥
জোড়হাতে প্রভু আগে লয় 'কৃষ্ণ' নাম॥
(চৈঃ চঃ মধ্য ১৬।১৭৮—৮০)

তবে মহাপ্রভু তারে কৃপাদৃষ্টি করি।
আশ্বাসিয়া কহে—তুমি, কহ 'কৃষ্ণ হরি'॥ (ঐ ১৮৭)

যবনের ভাগ্যের সীমা রহিল না। প্রভুর শ্রীমুখে কৃষ্ণনাম শ্রবণ করিয়া তাঁহার প্রেমোদয় হইল। তখন যবন অধিকারী বলিলেন,—"প্রভু! দাসকে যদি কৃপা করিলেন, তবে কিঞ্চিৎ সেবার জন্য আজ্ঞা প্রদত্ত হউক"।

মহাপ্রভুর সঙ্গী সেই সময়ে মুকুন্দ দত্ত বলিলেন—

তবে মুকুন্দ দত্ত কহে—শুন মহাশয়।
গঙ্গাতীরে যাইতে মহাপ্রভুর মন হয়॥
তাহা যাইতে কর তুমি সহায় প্রকার।
এই বড় আজ্ঞা, এই বড় উপকার॥
(ঐ ১৯০—৯১)

যবন অধিকারী আজ্ঞা পাইয়া নিজেকে ধন্য জ্ঞান করিয়া মহাপ্রভুর যাত্রার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। পরদিন প্রাতে একখানি নূতন নৌকাতে একটি সুন্দর নূতন গৃহ করিয়া তাহাতে প্রভু ও ভক্তগণকে বসাইলেন। সেই সময়ে জলদস্যুর বড়ই প্রাদুর্ভাব, এজন্য আরও দশখানি নৌকাতে সৈন্য সামন্ত লইয়া যবন অধিকারী স্বয়ং প্রভুকে রক্ষা করিতে করিতে সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন।

এক নবীন নৌকা, তার মধ্যে ঘর।
সগণে চড়াইলা প্রভুকে তাহার উপর॥
জলদস্যু-ভয়ে সেই যবন চলিল।
দশ নৌকা ভরি সেই সৈন্য সঙ্গে নিল॥
মন্ত্রেশ্বর দুষ্ট নদে পার করাইল।
'পিছল্‌দা পর্য্যন্ত সেই যবন আইল।
(চৈঃ চঃ মধ্য ১৬।১৯৬-১৯৯)

পিছল্‌দা হইতে মহাপ্রভু যবন অধিকারীকে বিদায়

দিলেন ; কিন্তু সারাপথ প্রভুকে ভাবিতে ভাবিতে ও কাঁদিতে কাঁদিতে তিনি স্বস্থানে আগমন করিলেন ও মহাপ্রভুর উপদেশমত কার্য্য করিয়া জীবন যাপন করিতে লাগিলেন। (মহাপাত্র, যবনরাজ, বিশ্বাস শব্দ দেখ)।

যমুনা—শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর কন্যা (অনু ৭)।

যশোরাজ খাঁ—ব্রজবুলি পদরচনার সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালী লেখক বলিয়া ইনি প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। তাঁহার রচিত পদটি রসমঞ্জরী হইতে উদ্ধার করিতেছি—

এক পয়োধর চন্দন-লেপিত, আরে সহজই গোর।
হিম-ধরাধর কনক ভূধর কোলে মিলল জোর॥
মাধব ! তুয়া দরশন-কাজে !
আধ পদ চারি কতক সুন্দরী বাহির দেহলি মাঝে॥
ডাহিন লোচন কাজরে রঞ্জিত ধরল রহল বাম।
নীল ধবল কমলযুগলে চাঁদ পূজল কাম॥
শ্রীযুত হুসন জগত-ভূষণ সোই ইহ রস জান।
পঞ্চগৌড়েশ্বর ভোগ-পুরন্দর ভনে যশোরাজ খান॥

যাদব—শ্রীরসিকানন্দ-শিষ্য [রঃ মঃ পশ্চিম ১৪।১৫৩]

যাদব কবিরাজ—শ্রীখণ্ডের নিকটবর্ত্তী কুলাই গ্রামে বাস। শ্রীসরকার ঠাকুরের শাখা।

২—শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য।

আর শাখা কমল সেন, যাদব কবিরাজ॥
(প্রেম ২০)

যাদব দাস—শ্রীঅদ্বৈত শাখা।

যাদবদাস, বিজয়দাস, দাস জনার্দ্দন।
(চৈঃ চঃ আদি ১২।৬১)

যাদবাচার্য্য—শ্রীগদাধর পণ্ডিতের উপশাখা।

বন্দে শ্রীযাদবাচার্য্যং প্রেমমত্ত কলেবরম্।
লীলারস পরীপাকশালিনং গুণসাগরম্॥
[শাঃ নিঃ ৫৫]

যাদবাচার্য্য গোঁসাই বা যাদব মিশ্র—শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর ভ্রাতা। মহাপ্রভুর শ্যালক। ইনি শ্রীবৃন্দাবনে বাস করিতেন।

যাদবাচার্য্য গোসাঞি শ্রীরূপের সঙ্গী।
চৈতন্যচরিতে তিঁহো অতিবড়রঙ্গী॥
(চৈঃ চঃ আদি ৮।৬৭)

শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-গ্রন্থরচনার সময়ে ইহার অনুমতি আনিতে গিয়াছিলেন।

প্রভু বীরভদ্র গোস্বামী শ্রীবৃন্দাবনে গমন করিলে, ইনি ভক্তবৃন্দের সহিত তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতে গমন করিয়াছিলেন। ইনি শ্রীবৃন্দাবনের কাশীশ্বর গোস্বামীর শিষ্য।

কাশীশ্বর গোসাঞির শিষ্য মহাআর্য্য।
গোবিন্দ গোসাঞি আর শ্রীযাদবাচার্য্য॥
গোবিন্দ যাদবাচার্য্য আদি যত জন।
পরম আনন্দে হৈল সবার গমন॥
প্রভু বীরভদ্রে লইয়া আইলা সর্ব্বজনে।
ব্রজবাসীগণ হর্ষ প্রভুর দর্শনে॥
(ভক্তি ১৩.৩২৩—২৫ ; প্রেম ১৮)

যাদবেন্দু ঠাকুর—শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর বংশীয়। "পদামৃত-গ্রন্থের" সংগ্রহকারক শ্রীরাধামোহন ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। ইহার কৃত পদ আছে। মালিহাটীর নিকট দক্ষিণখণ্ডগ্রামে ইহার বংশধরগণ বাস করিতেন। (শ্রীনিবাস আচার্য্য দেখ)।

যাদবেন্দ্র—পদকর্ত্তা, পদকল্পতরুতে তিনটি পদ আছে।

যুগল—শ্রীরসিকানন্দ শিষ্য। রঃ মঃ পশ্চিম ১৪।১৩১)

যোগেশ্বর পণ্ডিত—বেলপুখুরিয়া (নবদ্বীপ) নিবাসী শ্রীনীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর জ্যেষ্ঠ পুত্র (প্রেম ৭)।

ওহে যোগেশ্বর ! এই বলিয়ে নির্দ্ধার।
প্রাণ দিয়া করি যেন পর উপকার॥ [নামা ২৮০]

[র]

রঘু—শ্রীচৈতন্য শাখা। নীলাচলবাসী প্রভুভক্ত।

তপন আচার্য্য আর রঘু নীলাম্বর॥
(চৈঃ চঃ আদি ১০।১৪৮)

রঘুদাস ঠাকুর—শ্রীনিবাসাচার্য্য পরিবার [অনু ৭]।

রঘুদেব ভট্টাচার্য্য—শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শাখা—গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী বা ঠাকুর চক্রবর্ত্তীর শিষ্য।

রঘুদেব ভট্টাচার্য্য পরম প্রবীণ।
শ্রীঠাকুর চক্রবর্ত্তী যাঁর প্রেমাচীন॥ (নরো ১১)

রঘুনন্দন—শ্রীনিবাসআচার্য্য প্রভুর শিষ্য।

তবে প্রভু কৃপা কৈল রঘুনন্দনে।
যায়ে কৃপা করি প্রভু সুখাবিষ্ট মনে॥ (কর্ণা ১)

২ শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর শিষ্য।

আচার্য্যের শিষ্য রাম, শ্রীরঘুনন্দন।
বৃন্দাবন হৈতে আইলা দুই জন॥ (নরো ১০)

খড়দহ হইতে শ্রীজাহ্নবামাতার প্রেরিত শ্রীমতীরাধিকার শ্রীমূর্ত্তি শ্রীশ্রীগোপীনাথের বামে বসাইবার পরে শ্রীবৃন্দাবনে যে মহোৎসব হইয়াছিল, সেই আনন্দবার্ত্তা প্রদান করিবার জন্য গোস্বামিগণ-কর্ত্তৃক ইনি শ্রীবৃন্দাবন হইতে গৌড়ে প্রেরিত হইয়াছিলেন।

রঘুনন্দন গোস্বামী—সপ্তদশ শক শতাব্দীর শেষ-ভাগে ইনি মাড়ো গ্রামে শ্রীনিত্যানন্দ-বংশে জন্মগ্রহণ করেন। গৌড়ীয়-বৈষ্ণবসাহিত্যে ইহার প্রচুরতর দান। শ্রীগৌরাঙ্গচম্পূ, শ্রীগৌরাঙ্গবিরুদাবলী, শ্রীরামরসায়ন, শ্রীরাধামাধবোদয় কাব্য, গীতমালা, দেশিক নির্ণয়, বৈষ্ণবব্রত-নির্ণয়, শ্রীমদ্ভাগবতের 'সংশয়শাতনী টীকা' এবং ছন্দোমঞ্জরীর 'ব্যাখ্যানমঞ্জরী' নামক টীকা প্রভৃতি রচনা করিয়া ইনি গৌরব মণ্ডিত হইয়াছেন।

রঘুনন্দন চক্রবর্ত্তী—শ্রীআচার্য্যপ্রভুর শ্বশুর ও শিষ্য [কর্ণা ১)

রঘুনন্দন ঠাকুর—বৈদ্য। শ্রীচৈতন্য শাখা। শ্রীমুকুন্দ-দাসের পুত্র। প্রদ্যুম্নব্যূহ [গৌঃ গঃ ৭০]

খণ্ডবাসী মুকুন্দদাস, শ্রীরঘুনন্দন॥
(চৈঃ চঃ আদি ১০।৭৮)

বসন্তপঞ্চমীতে ইহার আবির্ভাব। আবাল্য ঠাকুর নরহরি কর্ত্তৃক লালিত পালিত হইয়াছেন। অতি শিশুকালে ইনি স্বকুলদেবতা শ্রীগোপীনাথকে প্রতিমাধর্ম্ম ছাড়াইয়া ক্ষীরলাড়ু খাওয়াইয়াছেন। অষ্টবর্ষ বয়সে মহাপ্রভুকে স্বকৃত 'গৌরভাবামৃত' স্তোত্রদ্বারা বন্দনা করিয়াছেন। ইঁহার প্রভাবে মধুপুষ্করিণীর তীরবর্ত্তী কদম্ববৃক্ষে নিত্য দুইটি পুষ্প প্রস্ফুটিত হইত।

একবার শ্রীঅভিরাম গোস্বামী শ্রীখণ্ডে আসিয়া রঘুনন্দনকে প্রণাম করিলেন, রঘুনন্দন তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া বড়ডাঙ্গায় সংকীর্ত্তনারম্ভ করেন। নৃত্যাবেশে তাঁহার চরণ হইতে নূপুর খসিয়া দুই ক্রোশ দূরে আকাইহাটে তদীয় শিষ্য কৃষ্ণদাসের বাড়ীতে গিয়া পড়ে। এখনও আকাইহাটে সেই 'নূপুরকুণ্ড' বর্ত্তমান আছে। সংকীর্ত্তন-জনক শ্রীগৌরাঙ্গ তদীয় স্বীকৃতপুত্র রঘুনন্দনকেই সংকীর্ত্তন-যজ্ঞের অধিবাসে মাল্যচন্দন প্রদানের এবং যজ্ঞশেষে পূর্ণাহুতিরূপে দধিহরিদ্রাভাণ্ড-ভঞ্জনের অধিকার দিয়াছিলেন।

রঘুনন্দন লীলা সম্বরণ করিবার পূর্ব্বে শ্রীনিবাস প্রভুকে বৈষ্ণব ধর্ম্মের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন—

আইসে সময় ইথে বিষম হইবে।
সবাকার মনে নানা সন্দেহ জন্মিবে॥

তথাপি "শ্রীকৃষ্ণভজনামৃতে"—

কৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রেন নিত্যানন্দেন সংহৃতে।
অবতারে কলাবস্মিন্ বৈষ্ণবাঃ সর্ব্ব এব হি॥
ভবিষ্যন্তি সদোদ্বিগ্নাঃ কালে কালে দিনে দিনে।
প্রায়ঃ সন্দিগ্ধহৃদয়া লত্তরমেতরমধ্যমাঃ॥

এইজন্য তিনি আশ্বাস দিয়া শ্রীনিবাসকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিয়াছিলেন—

"নহিবে চিন্তিত ইথে—প্রভু গৌররায়।
সাধিব অনেক কার্য্য তোমার দ্বারায়॥
চিরজীবী হইয়া রহিবে পৃথিবীতে।
রাখিবে প্রভুর ধর্ম্ম স্বগণ-সহিতে।
তোমার প্রভাবে কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখগণ।
হইবে সন্মুখ লৈয়া তোমারি শরণ"॥
(ভক্তি ১৩।১৭৭—৭৯)

এই উপদেশ দিবার পর তিনি স্বীয়পুত্র কানাই ঠাকুরকে শ্রীশ্রীগৌরগোপালের পদতলে নিক্ষেপ করিয়া তিন দিন কেবল নামকীর্ত্তন করিয়া চতুর্থ দিনে "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য" নাম বার বার উচ্চারণ করিতে করিতে স্বধামে চলিয়া গেলেন।

ধন্য সে শ্রাবণী শুক্লা চতুর্থী দিবস।
কেবা নাহি গায় রঘুনন্দনের যশ॥ (ভক্তি ১৩।১৮৪)

কানাই ঠাকুর সেই সময়ের ভক্তবৃন্দকে আহ্বান করিয়া শ্রীরঘুনন্দনের মহোৎসব করিয়াছিলেন।

রঘুনন্দন দাস, ঘটক—শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্য। শ্রীনিবাস প্রভু প্রদত্ত 'ঘটক' উপাধি প্রাপ্ত হন।

তারপর দয়া হৈল রঘুনন্দন দাসে।
'ঘটক' বলিয়া খ্যাতি দিলেন সন্তোষে॥ (কর্ণা ১)

রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য—বন্দ্যঘটীয় হরিহর ভট্টাচার্য্যের পুত্র। 'স্মার্ত্তভটাচার্য্য'-নামেও পরিচিত। উপনয়ন, বিবাহ, শ্রাদ্ধাদি যাবতীয় কৃত্যসম্বন্ধে ইনি **'অষ্টাবিংশ'তি তত্ত্ব'** নামে বিরাট স্মৃতিগ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর সমসাময়িক।

রঘুনাথ—শ্রীগৌর-পার্ষদ। অণিমাদি অষ্ট সিদ্ধির অন্যতম (গৌঃ গঃ ৯৬ - ৯৭)।

২ শ্রীঅদ্বৈত-শাখা।

পুরুষোত্তম পণ্ডিত আর রঘুনাথ।
(চৈঃ চঃ আদি ১২।৬৩)

৩ ব্রাহ্মণ, শ্রীগদাধর শাখা। ব্রজের বরাঙ্গদা (গৌঃ গঃ ১৯৪, ২০০)

বঙ্গবাটী চৈতন্যদাস, শ্রীরঘুনাথ॥
(চৈঃ চঃ আদি ১২।৮৫)

বন্দে শ্রীরঘুনাথাখ্যং প্রেমকন্দ-মহাশয়ম্।
যন্নাম শ্রবণেনৈব বৃন্দাবনরসং লভেৎ। [শাঃ নিঃ ২৮]

৪ ভগবানাচার্য্যের জ্যেষ্ঠ পুত্র। খেতুরীর বিখ্যাত উৎসবে ইনি উপস্থিত ছিলেন।

খঞ্জ ভগবানাত্মজ রঘুনাথাচার্য্য।
আসিয়া মিলিয়া তেঁহো সর্ব্বগুভ আর্য্য॥
(ভক্তি ১০।৩৮২)

এই রঘুনাথ জগদীশ পণ্ডিতের শিষ্য।

রঘুনাথ – খঞ্জ ভগবানের নন্দন!
জগদীশ পণ্ডিতের শিষ্য-প্রিয়তম॥ (নরো ৬)

৫ শ্রীপাট গোপীবল্লভপুরে রাসোৎসবে শ্রীকৃষ্ণবেশে সজ্জিত শিশু [রঃ মঃ পশ্চিম ২।৪৭]।

রঘুনাথ কর—শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্য। শ্রীপাট - কাঞ্চনগড়িয়া।

তবে প্রভু রঘুনাথ করে কৃপা করে॥ (কর্ণা ১)

রঘুনাথ চক্রবর্ত্তী—'রাঘব', রঘুনন্দন চক্রবর্ত্তী'-নামেও অভিহিত। শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্য এবং শ্বশুর। শ্রীমতী গৌরাঙ্গপ্রিয়া দেবীর পিতাঠাকুর। শ্রীপাট গোপালপুর।

গোপালপুরবাসী রঘু চক্রবর্ত্তী নাম। (প্রেম ১৭)
আর শ্বশুর শ্রীরঘুনন্দন চক্রবর্ত্তী।
প্রভু কৃপা পাইয়া যিঁহো হৈল কৃতকীর্ত্তি॥
(কর্ণা ১)

"গোপালপুর নামেতে গ্রাম রাঢ়দেশে।"
"সেই গ্রামে রঘুনাথ বিপ্রের আলয়॥"
"শ্রীরাঘব চক্রবর্ত্তী নাম কেহ কয়।"
(ভক্তি ৩।২৯৪ ৫)

ইঁহার স্ত্রীর নাম মাধবী দেবী।

২—শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর অগ্রজ (মধ্যম)।

রঘুনাথ দাস শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিতের কনিষ্ঠ পুত্র। [গৌরীদাস দেখ]।

২ শ্রীল আচার্য্যপ্রভুর শাখা (প্রেম ২০)।

তবে প্রভু কৃপা কৈলা রঘুনাথ দাসে। (কর্ণা ১)

রঘুনাথদাস গোস্বামী—শ্রীচৈতন্য-শাখা।

আনুমানিক ১৪১৬ শকাব্দায় হুগলি জেলার অন্তঃপাতী কৃষ্ণপুর গ্রামে হিরণ্য মজুমদারের অনুজ গোবর্দ্ধনের গৃহে ইঁহার আবির্ভাব হয়। ইঁহার পিতা পিতৃব্য প্রভৃতি শুদ্ধ বৈষ্ণব নহে, বৈষ্ণবের প্রায়; সপ্তগ্রাম তালুকের বার লক্ষ টাকার জমিদার ছিলেন। ইঁহারই দীক্ষাগুরু—শ্রীযদুনন্দন আচার্য্য। অপ্সরাসমা স্ত্রী ত্যাগ করিয়া ইনি সুযোগ বুঝিয়া শ্রীচৈতন্যচরণ আশ্রয় করত শ্রীস্বরূপ-দামোদরের আনুগত্য করেন। ষোল বৎসর শ্রীমহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ সেবা করত তাঁহার অপ্রকটে শ্রীরাধাকুণ্ডে আসিয়া নিয়মপূর্ব্বক ভজন করেন। তাঁহার রচনা—**স্তবাবলী, দানকেলিচিন্তামণি ও মুক্তাচরিত।**

মহাপ্রভুর প্রিয় ভৃত্য—রঘুনাথ দাস।
সর্ব্ব ত্যজি' কৈল প্রভুর পদতলে বাস॥
প্রভু সমর্পিল তাঁরে স্বরূপের হাতে।
প্রভুর গুপ্ত সেবা কৈল স্বরূপের সাথে॥
ষোড়শ বৎসর কৈল অন্তরঙ্গ সেবন।
স্বরূপের অন্তর্ধানে আইলা বৃন্দাবন॥
বৃন্দাবনে দুই ভাইর চরণ দেখিয়া।
গোবর্দ্ধনে ত্যজিব দেহ ভৃগুপাত করিয়া॥

এইত নিশ্চয় করি' আইল বৃন্দাবনে।
আসি' রূপসনাতনের বন্দিল চরণে॥
তবে দুই ভাই তাঁরে মরিতে না দিল।
নিজ তৃতীয় ভাই করি নিকটে রাখিল॥
মহাপ্রভুর লীলা যত বাহির অন্তর।
দুই ভাই তাঁর মুখে শুনে নিরন্তর॥
অন্নজল ত্যাগ কৈল, অন্য কথন।
পল দুই তিন মাঠা করেন ভক্ষণ॥
সহস্র দণ্ডবৎ করে লয় লক্ষ নাম।
দুই সহস্র বৈষ্ণবের নিত্য পরণাম॥
রাত্রিদিনে রাধাকৃষ্ণের মানস-সেবন।
প্রহরেক মহাপ্রভুর চরিত্র-কথন॥
তিন সন্ধ্যা রাধাকুণ্ডে অপতিত স্নান।
ব্রজবাসী বৈষ্ণবেরে আলিঙ্গন দান॥
সার্দ্ধ সপ্ত প্রহর করে ভক্তির সাধনে।
চারি দণ্ড নিদ্রা সেহ নহে কোন দিনে॥
[চৈঃ চঃ আদি ১০।৯১-১০২]

শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকটে যাইবার পূর্বে ইনি পাণিহাটীতে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর সহিত মিলিত হইয়া 'চিড়াদধি মহোৎসব করাইয়াছিলেন [চৈঃ চঃ অন্ত্য ৬।৩৫ ১৫৪]। ইঁহার তীব্র বৈরাগ্যাদি—সিংহদ্বারে ভিক্ষা, তাহার ত্যাগে ছত্রে ভিক্ষা, তাহা ত্যাগ করিয়া সড়া অন্নভোজন ইত্যাদি (ঐ অন্ত্য ৬।২৬৬—৩২৫) দ্রষ্টব্য। শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রীত হইয়া শ্রীদাসগোস্বামিকে যে গোবর্দ্ধন শিলা ও গুঞ্জামালা দিয়াছিলেন, তাহা সর্বত্র প্রসিদ্ধ। শ্রীদাস গোস্বামীর অপ্রকটে ঐ শিলা শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীগোকুলানন্দ-মন্দিরে সেবিত হইতেছিলেন। এক্ষণে তত্রত্য সেবাইত শ্রীবিনোদী লাল গোস্বামিপ্রভু ১৩৫৬ বঙ্গাব্দের ১৫ই বৈশাখ অমাবস্যা তিথিতে ১০টা ৪২ মিনিটে বনবিহার শ্রীভাগবতনিবাসে শ্রীকৃপাসিন্ধু দাস বাবাজি মহারাজের হস্তে ঐ সেবা সমর্পণ করিয়াছেন। বর্ত্তমানে শ্রীগোকুলানন্দে তৎপ্রতি-মূর্ত্তির সেবা চলিতেছে।

রঘুনাথ দাস—(ভূঞা)—শ্রীরসিকানন্দ শিষ্য। [রঃ মঃ পশ্চিম ১৪।১৩৩]।

রঘুনাথ পুরী—আচার্য বৈষ্ণবানন্দের নামান্তর। শ্রীনিত্যানন্দ-শাখা। (বৈষ্ণবানন্দ আচার্য্য দেখ।

আচার্য্য বৈষ্ণবানন্দ ভক্তি অধিকারী।
পূর্ব্বে নাম ছিল যাঁর 'রঘুনাথ পুরী'॥
(চৈঃ চঃ আদি ১১।৪২।

রঘুনাথ বৈদ্য—শ্রীচৈতন্য-শাখা। নীলাচলে লীলাসঙ্গী)

রঘুনাথ বৈদ্য আর রঘুনাথ দাস।
[চৈঃ চঃ আদি ১০।১২৬]

২—শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য।

রঘুনাথ বৈদ্য আর মিশ্র হলধর॥ (প্রেম ২০)

রঘুনাথ উপাধ্যায়—শ্রীনিত্যানন্দ-শাখা।

রঘুনাথ-বৈদ্য উপাধ্যায় মহাশয়।
যাঁহার দর্শনে কৃষ্ণপ্রেমভক্তি হয়॥
(চৈঃ চঃ আদি ১১।২৬)

শ্রীচৈতন্যভাগবতে- (অন্ত্য ৫।৭২৬)

রঘুনাথ বৈদ্য উপাধ্যায় মহামতি।
যাঁর দৃষ্টিপাতে কৃষ্ণে হয় রতি মতি॥

খেতুরীর বিখ্যাত উৎসবে রঘুনাথ বৈদ্য উপাধ্যায় উপস্থিত ছিলেন। ইনি মহাপ্রভুর আদেশে পুরী হইতে শ্রীনিত্যানন্দ-সহ গৌড়ে আগমন করিয়াছিলেন। (চৈ ভাঃ অন্ত্য ৫।২৩১) এবং পথে ইঁহার রেবতীভাব হইয়াছিল (ঐ ২৩৯)।

রঘুনাথ বৈদ্য উপাধ্যায় মহামতি।
হইলেন মূর্ত্তিমতী যে হেন রেবতী॥

রঘুনাথ ভট্ট বা ভট্ট রঘুনাথ—শ্রীচৈতন্য-শাখা। তপন মিশ্রের পুত্র। ব্রজের রাগমঞ্জরী [গৌঃ গঃ ১৮০]।

বারানসী মধ্যে প্রভুর ভক্ত তিন জন॥
চন্দ্রশেখর বৈদ্য আর মিশ্র তপন।
রঘুনাথ ভট্টাচার্য্য, মিশ্রের নন্দন॥
(চৈঃ চঃ আদি ১০।১৫২-৫৩)

শ্রীবৃন্দাবনের ছয় গোস্বামীর মধ্যে ইনি একজন।

শ্রীরূপ, সনাতন, ভট্ট রঘুনাথ।
শ্রীজীব, গোপাল ভট্ট, দাস রঘুনাথ।

১৪২৭ শকে জন্ম ও ১৫০১ শকে অপ্রকট। ২৮ বৎসর গৃহে ছিলেন। মহাপ্রভু বারাণসীতে তপন মিশ্রের

গৃহে যখন দুই মাস অবস্থিতি করিয়াছিলেন, তখন হইতেই বিশেষভাবে রঘুনাথ মহাপ্রভুর কৃপা-প্রাপ্ত হন। পিতার দেহান্তর হইলে বৈরাগ্য লইয়া নীলাচলে মহাপ্রভুর নিকট গমন করেন, পরে মহাপ্রভুর আজ্ঞায় শ্রীবৃন্দাবনে যান।

মহাপ্রভু—চন্দ্রশেখর গৃহে কৈল দুই মাস বাস।
তপন মিশ্রের ঘরে ভিক্ষা দুই মাস॥
রঘুনাথ কৈল বাল্যে প্রভুর সেবন।
উচ্ছিষ্ট-মার্জন আর পাদ-সম্বাহন॥
বড় হৈলে নীলাচলে গেলা প্রভুর স্থানে।
অষ্টমাস রহিল, ভিক্ষা দেন কোন দিনে॥
প্রভুর আজ্ঞা পাঞা বৃন্দাবনেরে আইলা।
আসিয়া শ্রীরূপ গোসাঞির নিকটে রহিলা॥
তাঁর স্থানে রূপ গোসাঞি শুনেন ভাগবত।
প্রভুর কৃপায় তেঁহো কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত॥
(চৈঃ চঃ আদি ১০।১৫৪—৫৮)

রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামির গুণগণ।
শ্রবণমাত্রে কার না জুড়ায় মন?
সর্ব্বশাস্ত্রে অধ্যাপক, চর্চা শ্রবণেতে।
বৃহস্পতি সাধুবাদ করে হর্ষচিতে॥
ভাগবত-পাঠের উপমা দিতে নাই।
ব্যাসাদি শুনিতে সাধ করে সুখ পাই॥
যাঁর ভক্তিরীতি দেখি দেবের বিস্ময়।
ভট্টের মহিমা শ্রীনিবাস ঐছে হয়॥
(ভক্তি ৩।৪৫৩ - ৫৭)

শ্রীরঘুনাথ ভট্ট প্রভু পিক বিনিন্দি কণ্ঠে শ্রীভাগবত পাঠ করত সকলের মনোমোহন করিতেন এবং নিজ শিষ্যদ্বারা শ্রীগোবিন্দজীউর মন্দির নির্ম্মাণ করান।

রূপগোসাঞির সভায় করেন ভাগবত-পঠন।
ভাগবত পড়িতে প্রেমে আউলায় তাঁর মন॥
অশ্রু, কম্প, গদ্গদ প্রভুর কৃপাতে।
নেত্ররোধ করে বাষ্প, না পারেন পড়িতে॥
পিকস্বর কণ্ঠ, তাতে রাগের বিভাগ।
এক শ্লোক পড়িতে ফিরায় তিন চারি রাগ॥
কৃষ্ণের সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য যবে পড়ে, শুনে।
প্রেমেতে বিহ্বল তবে কিছুই না জানে।
গোবিন্দচরণে কৈলা আত্ম-সমর্পণ।
গোবিন্দ-চরণারবিন্দ—যাঁর প্রাণধন॥
নিজ শিষ্যে কহি গোবিন্দের মন্দির করাইলা।
বংশী মকর-কুণ্ডলাদি 'ভূষণ' করি দিলা॥
গ্রাম্যবার্ত্তা না শুনে, না কহে জিহ্বায়।
কৃষ্ণকথা পূজাদিতে অষ্ট প্রহর যায়॥
বৈষ্ণবের নিন্দ্য কর্ম্ম নাহি পাড়ে কাণে।
সবে কৃষ্ণ ভজন করে—এই মাত্র জানে॥
মহাপ্রভুর দত্ত মালা মননের কালে।
প্রসাদ কড়ার সহ বান্ধি' দেন গলে॥
(চৈঃ চঃ অন্ত্য ১০।১২৬—৩৪)

২ শ্রীগৌরভক্ত (বৈষ্ণব বন্দনা)
রঘুনাথ ভট্ট বন্দো করিয়া বিশ্বাস।

রঘুনাথ মিশ্র—শ্রীগৌরভক্ত।
ওহে রঘুনাথ মিশ্র! গাই যেন তারে।
যে বিদ্যাবিলাসে কাঁপাইল পাষণ্ডিরে॥ (নামা ১১২)

রঘুনাথ রায়—ব্রাহ্মণ। নবদ্বীপ-নিবাসী। পিতার নাম শুভানন্দ রায়, ভ্রাতার নাম জনার্দ্দন। ইঁহারই পুত্র - সুপ্রসিদ্ধ জগাই বা জগন্নাথ।

জ্যেষ্ঠ রঘুনাথ, কনিষ্ঠ জনার্দ্দন দাস।
পরম পণ্ডিত সর্বগুণের নিবাস॥
রঘুনাথের পুত্রের নাম—জগন্নাথ হয়।
সেই জগন্নাথ তারে 'জগাই' কহয়॥ (প্রেম ২১)

রঘুনাথ শিরোমণি – শ্রীবাসুদেব সার্ব্বভৌমের ছাত্র। শ্রীহট্টে পঞ্চখণ্ডে জন্ম। ইহার বংশধারা যথা—(পুত্রানুসারে ক্রমশঃ):—

ঈশান—বিদ্যামালী—হরিহর—রমাকান্ত—রামচন্দ্র—গোবিন্দ (পত্নী সীতাদেবী)। গোবিন্দের দুই পুত্র—রঘুপতি ও রঘুনাথ।

রঘুনাথ নবদ্বীপে পাঠাভ্যাস করত মিথিলায় পক্ষধর মিশ্রের নিকট আবার ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া নবদ্বীপে সঙ্গতিপন্ন হরিঘোষের গোশালায় প্রথমতঃ ন্যায়ের টোল স্থাপন করেন। এই সময়ে বাসুদেব সার্ব্বভৌমকে রাজা প্রতাপরুদ্র উড়িষ্যায় লইয়া গেলে রঘুনাথ শিরোমণি নবদ্বীপে সবিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করেন। 'কাণা শিরোমণি'

বা 'কাণভট্ট' নামেও খ্যাত। অদ্বৈতপ্রকাশ-(৫৪ পৃষ্ঠা) গ্রন্থমতে শ্রীচৈতন্যদেবকৃত ন্যায়শাস্ত্রের টীকাটি রঘুনাথকৃত ন্যায়শাস্ত্রের টীকার প্রসারজন্য গঙ্গাজলে নিক্ষিপ্ত হয়।

গ্রন্থাবলি—চিন্তামণি দীধিতি, পদার্থ-খণ্ডন, আত্মতত্ত্ব-বিবেক বা বৌদ্ধাধিকারের টীকা, গুণকিরণাবলী ও ন্যায়-লীলাবতীর টীকা, নঞর্থবাদ, প্রামাণ্যবাদ, নানার্থবাদ, ক্ষণভঙ্গুরবাদ, আখ্যাতবাদ ও মলিম্লুচ-বিবেক প্রভৃতি। দীধিতি রচনার পরে নবদ্বীপ তর্কশাস্ত্রালোচনার প্রধান স্থান হয়। [নবদ্বীপ মহিমা ১৩০-১৪৭ পৃঃ]

রঘুপতি উপাধ্যায়—মৈথিল ব্রাহ্মণ, ত্রিহুতে শ্রীপাট।

হেনকালে আইলা রঘুপতি উপাধ্যায়।
তিরুহিতা পণ্ডিত বড় বৈষ্ণব, মহাশয়॥
(চৈঃ চঃ মধ্য ১৯ ৯২)

মহাপ্রভু প্রয়াগধামে শ্রীবল্লভাচার্য্যের গৃহে যখন অবস্থান করিতেছিলেন, তখন ইনি তথায় গিয়া প্রভুর চরণে আশ্রয় গ্রহণ করেন। মহাপ্রভু ইঁহার সহিত কৃষ্ণ কথায় আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন (ঐ ৯৩—১০৭)।

ইঁহার রচনা (৮২, ৮৭, ৯৭, ৭৮, ১২৬ ও ৩০১) শ্লোকগুলি পদ্যাবলীতে সমাহৃত হইয়াছে।

রঘুমিশ্র—শ্রীগদাধর-শাখা। ব্রজের কর্পূরমঞ্জরী [গৌঃ গঃ ১৯৫, ২০১)।

শ্রীহর্ষ, রঘুমিশ্র, পণ্ডিত লক্ষ্মীনাথ॥
[চৈঃ চঃ আদি ১২।৮৫]

রঙ্গপুরী—শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী গোস্বামীর শিষ্য।

রঙ্গবাসী বল্লভ—পূর্ব্বলীলার কালী [গৌঃ গঃ ১৯৬, ২০৬]।

রজনীকর পণ্ডিত—"পাটপর্য্যটন" মতে শ্রীঅভিরাম গোস্বামির শিষ। শ্রীপাট সালিকাতে।

সালিকাতে রজনীকর পণ্ডিত আখ্যান॥ [পাঃ পঃ]

রজনী পণ্ডিত—"অবধুত আখ্যাও ছিল। হুগলী জেলায় তারকেশ্বরের দুই ক্রোশ পশ্চিমে ভাঙ্গামোড়া গ্রামে ইনি অবস্থিতি করিতেন। শ্রীঅভিরাম গোস্বামী এইস্থানে আগমন করিয়া শ্রীশ্রীমদনমোহন বিগ্রহের সেবা প্রকাশ করিতে আজ্ঞা করেন। তদনুসারে উক্ত গ্রামের নামকরণ 'মদনমোহনপুর' হয়। এখনও হুগলী জেলার মানচিত্রে ভাঙ্গামোড়া স্থলে মদনমোহনপুর লিখিত আছে। ঐস্থানে শ্রীঅভিরাম গোস্বামীর রোপিত একটি বকুল বৃক্ষ অনেকদিন জীবিত থাকিয়া অল্পদিন হইল শুকাইয়া গিয়াছে। কিছুদিন পরে রজনী পণ্ডিত, অভিরাম গোস্বামির শিষ্য মুকুন্দ পণ্ডিতকে ৺মদনমোহনের সেবাভার প্রদান করিয়া বাথরপুর গ্রামে শ্রীশ্রীশ্যামরায় বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করত সেবা করিতে থাকেন। শ্রীশ্রীমদনমোহনের সেবা ভার মুকুন্দ পণ্ডিতের উপর দিবার পক্ষে "অভিরাম-লীলামৃতে" নিম্নলিখিত প্রবাদ লিখিত আছে—মুকুন্দ পণ্ডিত স্বীয় গুরু শ্রীঅভিরাম ঠাকুরের আজ্ঞায় সোণাতলা গ্রামে শ্রীশ্রী৺শ্যামরায় বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়া সেবা করিতে থাকেন। একদা তিনি ভাঙ্গামোড়া গ্রামে আগমন করিলে রজনী পণ্ডিত তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন ও ভৃত্যকে পদধৌতের জন্য জল আনিতে বলিলেন। ভৃত্যের জল আনিতে বিলম্ব হওয়ায় অন্য একজন মুকুন্দের পদধৌতের জন্য জল আনিয়া দিয়া গেলেন। ওদিকে রজনী পণ্ডিত মন্দির মধ্যে গিয়া দেখেন শ্রীশ্রীমদনমোহনের শ্রীচরণে পুকুরের পানা লাগিয়া রহিয়াছে। এ ঘটনায় তিনি ব্যাপার বুঝিতে পারিলেন যে শ্রীমদনমোহনই স্বীয় ভক্তের জন্য ভৃঙ্গারে জল আনিয়া দিয়াছেন। তৎপরে তিনি মুকুন্দ পণ্ডিতের নিকট গললগ্নিকৃতবাসে জানাইলেন—'আপনি প্রভুর ভক্ত, এজন্য প্রভুর সেবা আপনিই করিবেন। অদ্য হইতে শ্রীমদনমোহনের ভার আপনার হাতে দিয়া আমি বিদায় লইলাম'। পরে মুকুন্দ পণ্ডিত ঐ স্থানের সেবাভার গ্রহণ করেন এবং রজনী পণ্ডিত মুকুন্দ পণ্ডিতের বিগ্রহ শ্রীশ্রী৺শ্যামরায়কে সেবা করিতে গমন করেন।

রতিকান্ত ঠাকুর—শ্রীখণ্ডবাসী মদন ঠাকুরের পৌত্র, দিগ্‌বিজয়ী পণ্ডিত। তত্রত্য সুপ্রসিদ্ধ শ্রীমদনগোপাল-মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠাতা। 'রসকল্পবল্লী' প্রণেতা গোপাল দাস—ইঁহারই শিষ্য।

রত্নগর্ভ—বেলপুখুরিয়া-নিবাসী শ্রীনীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর কনিষ্ঠ পুত্র–শচীদেবীর অগ্রজ (প্রেমঃ ৭)।

রত্নগর্ভাচার্য—শ্রীমদ্ভাগবতেহ অধ্যাপক, শ্রীপাট—

শ্রীহট্ট জেলায় বুরুঙ্গ গ্রামে। পুত্রের নাম—যদুনাথ কবিচন্দ্র, জীবপণ্ডিত ও কৃষ্ণানন্দ।

ইনি মহাপ্রভুর পিতা শ্রীশ্রীজগন্নাথ মিশ্রের সঙ্গী ছিলেন। একই স্থানে দুইজনের জন্মভূমি। মহাপ্রভু সর্ব্বপ্রথমে ইঁহার মুখে ভাগবত শ্রবণ করিয়া প্রেমবিহ্বল হইয়াছিলেন।

তিন পুত্র তাঁর, কৃষ্ণপদ-মকরন্দ।
কৃষ্ণানন্দ, জীব, যদুনাথ কবিচন্দ্র॥
[চৈঃ ভাঃ মধ্য ১।২৯৭]

রত্নবাহু বিজয়দাস আখরিয়া' দ্রষ্টব্য [চৈঃ ভাঃ মধ্য ২৬।৩৭—৫৫]। নব নিধির অন্যতম (গৌঃ গঃ ১০৩)।

রত্নমালা—শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজের পত্নী ও শ্রীনিবাস আচার্য প্রভুর শিষ্যা (প্রেম ২০)।

রত্নাকর পণ্ডিত—শ্রীগৌর-পার্ষদ সন্ন্যাসী, খর্বনিধি [গৌঃ গঃ ১০৩]।

রত্নাকর! তারে মুই করো খণ্ড খণ্ড।
গৌর-কৃষ্ণে ভেদ-বুদ্ধি করে যে পাষণ্ড॥ (নামা ২০৬)

রত্নাবতী দেবী—পূর্ব্বলীলায় ইনি কীর্ত্তিদা ছিলেন। শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধির বনিতা। চট্টগ্রাম চক্রশালাতে শ্রীপাট।

পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি বৃষভানু হয়।
তাঁর পত্নী রত্নাবতীকে কীর্ত্তিদা কহয়॥
তাঁর পত্নী রত্নাবতী, যাঁর ভক্তি গাঢ়তর।
শ্রীকৃষ্ণ-ভজনে তিঁহো আছেন তৎপর॥
(প্রেম ২২ ; পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি দেখ)

২ পূর্বলীলার কীর্ত্তিদা। শ্রীগদাধর পণ্ডিতের মাতা-ঠাকুরাণী। ইঁহার নামান্তর—নবকুমারী দেবী। স্বামীর নাম—মাধব মিশ্র। চট্টগ্রামের বেলেটীতে শ্রীপাট। (গদাধর পণ্ডিত দেখ)।

শ্রীরাধার মাতা কীর্ত্তিদা আছিলা।
এবে মাধবের পত্নী রত্নাবতী হইলা॥
মাধবের পত্নী রত্নাবতী কৃষ্ণভক্ত।
শ্রীকৃষ্ণ-ভজনে সদা হয় অনুরক্ত॥ (প্রেম ২৪)
* * * *
নবদ্বীপে রত্নাবতী হইলা গর্ভবতী॥ ঐ ২২

রত্নেশ্বর—সম্ভবতঃ গৌড়ীয় বৈষ্ণব, অভিরাম দাসের "পাটপর্য্যটন" ও 'শ্রীঅভিরাম গোস্বামীর শাখা-নির্ণয়' নামক গ্রন্থে অভিরাম দাস ইঁহার নাম উল্লেখ করিয়া গ্রন্থ সমাপন করিয়াছেন। বোধহয় ইনি গ্রন্থকারের গুরু কি পিতা ছিলেন।

শ্রীরত্নেশ্বর-পাদপদ্ম করি' ধ্যান।
সংক্ষেপে রচনা কৈল দাস অভিরাম॥ (পাঃ পঃ)

রবি রায়—বৈদিক ব্রাহ্মণ। শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য ও পূজারী (শ্রীবিগ্রহ সেবা করিতেন)। শ্রীপাট—বুধুরী গ্রামে।

রবি রায় পূজারী হন, বৈদিক ব্রাহ্মণ।
বুধুরিতে বাস, তাঁর শাখা প্রিয়তম॥ (প্রেম ২০)
জয় ভক্তিদাতা শ্রীপূজারী রবিরায়।
মহানন্দ পান যেঁহো বৈষ্ণব সেবায়॥ (নরো ১২)

রবীন্দ্রনারায়ণ (রাজা)—পুটিয়ার রাজা, শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুর সন্তানগণকর্ত্তৃক প্রেরিত বৈষ্ণবদ্বয়ের কৃপায় ইনি বৈষ্ণবধর্মে আস্থাবান্ হইয়া মালিহাটীর আচার্য্যগণের আশ্রয়ে ভাগবত হইয়াছিলেন (ভক্তমাল ১৮)।

রমন দাস—শ্রীল আচার্য্যপ্রভুর শিষ্য।

শ্রীরমন দাস হয় প্রভুর কৃপাপাত্র।
মুখে সদা রয় যার হরিনামামৃত॥ (কর্ণা ১)

রমাকান্ত—শ্রীপাট বল্লভপুরের রুদ্র পণ্ডিতের ভ্রাতা এবং শ্রীপাট চাতরার কাশীশ্বর পণ্ডিতের ভাগিনেয়। (কাশীনাথ ও কাশীশ্বর পণ্ডিত দেখ)।

রমাকান্ত দত্ত—শ্রীঠাকুর মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা (ও শিষ্য)।

মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নাম রমাকান্ত।
তাঁর পুত্র রাধাবল্লভ দত্ত মহাশান্ত॥ (প্রেম ২০)

রমা দেবী—শ্রীপাট মাহেশের কমলাকর পিপ্‌লাইর কনিষ্ঠ ভ্রাতা নিধিপতির কন্যা। মাহের-শ্রীপাটের অধিকারীরা বলেন খড়দহের প্রসিদ্ধ যোগেশ্বর পণ্ডিতের সহিত ইঁহার বিবাহ হইয়াছিল। উভয়েই গৌরভক্ত।

রমানাথ—শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য।

যদুনাথ, রমানাথ—ভক্তিরত্নাকর। (প্রেম ২০)

পিতার নাম—বিপ্রদাস, মাতার নাম—ভগবতী,

ভ্রাতার নাম যদুনাথ। এই বিপ্রদাসের ধান্যগোলা হইতেই শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গবিগ্রহ বাহির হয়েন ও শ্রীনরোত্তম ঠাকুর তাহা লইয়া প্রতিষ্ঠা করেন। (বিপ্রদাস দেখ)

রসময় দাস—শ্রীগীতগোবিন্দের পয়ারে অনুবাদক।

২ শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর শিষ্য বিষ্ণুদাসের বৈষ্ণব নাম।

(রঃ মঃ দক্ষিণ ২।৬৭)

৩ শ্রীরসিকানন্দের ভৃত্য—ধারন্দার জমিদার ভীমের নন্দিনী গর্ভজাত পুত্র। রসিকমঙ্গল-লিখক গোপীজন-বল্লভের পিতা [রঃ মঃ দক্ষিণ ৪।৩৪]।

৪ পদকর্ত্তা পদকল্পতরুতে তিনটি পদ আছে।

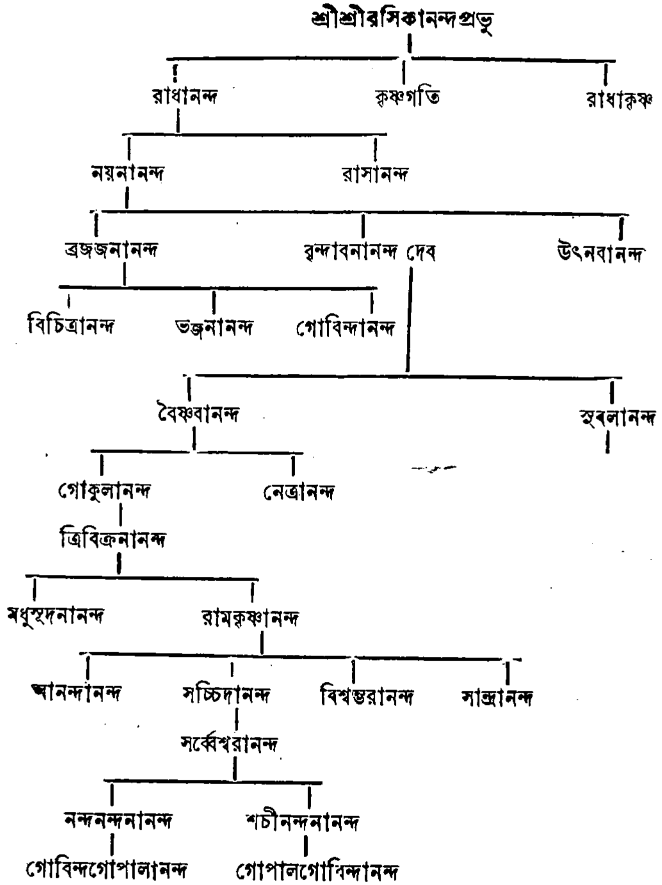
রসময় দাসী—"পদকল্পতরু" গ্রন্থে ৩য় শাখায় ৮ম পল্লবে—১৪১ সংখ্যাতে ইঁহার নাম পাওয়া যায়। ইনি পদ রচনা করিতেন।

রসরাজ জান—শ্রীপ্রিয়াদাসজির শিষ্য, সমগ্র দ্বাদশ-স্কন্ধাত্মক শ্রীমদ্‌ভাগবতের হিন্দী ভাষায় অনুবাদক।

রসিক দাস—শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর শিষ্য।

রামশরণ, রসিকদাস আর প্রেমদাস।
তাহারে করিলা শিষ্য আচার্য্য শ্রীনিবাস ॥ (প্রেম ২০)

রসিকানন্দ—(রসিকমুরারি), শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর প্রধান শিষ্য। জন্ম—১৫১২ শকে, শ্রীপাট সুবর্ণরেখা



নদীতীরে (রোহিণী) রয়ণী গ্রামে। ইনি রাজপুত্র। পিতার নাম রাজা অচ্যুতানন্দ মাতার নাম—ভবানী দেবী। ইহার রচনা—'**শ্রীশ্যামানন্দশতক**' ও **শ্রীমদ্‌ভাগবতাষ্টক**।

শ্রেষ্ঠ শাখা রসিকানন্দ আর শ্রীমুরারি।
যার যশোগুণ গায় উৎকল দেশ ভরি।
শ্যামানন্দের প্রিয় শিষ্য দুই মহাশয়।
সুবর্ণরেখা-নদীতীরে রয়ণী আলয়॥ (প্রেম ২০)

ইনি বহু যবন দস্যুর উদ্ধার করিয়াছিলেন।

তিঁহো কৈল বহু যবন দস্যুরে উদ্ধার।
(প্রেম ১৯)

শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু গোপীবল্লভপুরের শ্রীশ্রীগোবিন্দজীর সেবা ভার ইঁহার হস্তে প্রদান করিয়াছিলেন।

"মল্লভূমি মধ্যে রয়ণী গ্রাম। পার্শ্বে কলুষনাশিনী উত্তরবাহিনী সুবর্ণরেখা নদী। তীরে বারাজিত গ্রাম। ইহার কিছুদূর দূরে আবার ডোলঙ্গ নদী। প্রবাদ—এইস্থানে শ্রীরামচন্দ্র বনগমনকালে কিছুদিন অবস্থান করিয়াছিলেন এবং তত্রত্য 'রামেশ্বর'-নামে শিব তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত।

শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু রসিককে দীক্ষা দিয়া সংকীর্ত্তন-সমুদ্রে ডুবাইয়াছিলেন।

গোপীবল্লভপুরে প্রেমবৃষ্টি কৈলা।
শ্রীগোবিন্দ-সেবা শ্রীরসিকে সমর্পিলা॥
রসিকানন্দের মহাপ্রভাব প্রচার।
কৃপা করি কৈল দস্যু-পাষণ্ডে উদ্ধার॥
ভক্তি-রত্ন দিলা কৃপা করিয়া যবনে।
গ্রামে গ্রামে ভ্রমিলেন লইয়া শিষ্যগণে॥
দুষ্টের প্রেরিত হস্তী, তারে শিষ্য কৈল।
তারে কৃষ্ণ বৈষ্ণব-সেবায় নিয়োজিল॥
সে দুষ্ট যবন রাজা, প্রণত হইল।
না গণিলা ঘর কত জীব উদ্ধারিলা॥
(ভক্তি ১৫।৮১—৮৫; মুরারি দেখ)

শ্রীরসিকানন্দ গোপীবল্লভপুরের শ্রীশ্রী৺গোবিন্দজীউর প্রকাশক। ইঁহার অলৌকিক শক্তিতে মুগ্ধ হইয়া ময়ুরভঞ্জের তদানীন্তন রাজা বৈদ্যনাথ ভঞ্জ, পটাশপুরের রাজা গজপতি, ময়নার রাজা চন্দ্রভানু, এমন কি তৎকালীন উক্ত প্রদেশের শাসনকর্ত্তা আহম্মদ বেগও ইঁহার শিষ্য হইয়াছিলেন। এই বংশের অদ্বিতীয় পণ্ডিত শ্রীবিশ্বম্ভরানন্দ-দেব-বিরচিত—**আস্তিক্যদর্শন** সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ।

২ পদকর্ত্তা, পদকল্পতরুর ২২২৪ সংখ্যক পদটি শ্রীগৌরাঙ্গের সন্ন্যাস-বিষয়ক।

রসিকোত্তংস—'প্রেমপত্তন' নামক কাব্য রচয়িতা। ইঁহার প্রকৃত নাম ধামাদি অজ্ঞাত। কথিত আছে যে একদা কবি 'রসিকোত্তংসো হরির্জয়তি' কথাটি লিখিয়া ভগবানে সমর্পণ করত নিদ্রিত হইয়া স্বপ্নে দেখিতেছেন যে তিনি শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিকট সমাগত হইলে তাঁহাকে দেখিয়া শ্রীরাধা বলিলেন—'প্রিয়! এই তোমার রসিকোত্তংস আসিল!' তদবধি কবি রসিকোত্তংস নামেই প্রথিত হইয়াছেন। ১৬৯৫ সম্বতে ইহার জন্ম হয় বলিয়া ঐ গ্রন্থের ভূমিকায় বিবৃত হইয়াছে। পুরঞ্জনের উপাখ্যানবৎ এই গ্রন্থেও প্রেমপত্তন বা বৃন্দাবনরাজ্যের বর্ণনা হইয়াছে। ইঁহার সহোদর বল্লভরসিকজীর '**বাণ**.' উল্লেখযোগ্য পদাবলী সংগ্রহ।

রাউত্রা—শ্রীরসিকানন্দ প্রভুর শিষ্য। রাজগড়বাসী।

ছোটরায় রাউত্রা সে বড় শুদ্ধমতি।
রসিকেন্দ্রবিনা যার আর নাহি গতি॥
যাহার করণী দেখি' সবে পাইলা ভক্তি।
[রঃ মঃ পশ্চিম ১৪।৯৬—৯৭]

রাঘব গোস্বামী—পূর্বলীলায় চম্পকলতা (গৌঃ গঃ ১৬২); শ্রীগোবর্দ্ধন বিলাসী। ইনি শ্রীনিবাস আচার্য্য ও শ্রীনরোত্তম ঠাকুরকে লইয়া শ্রীবৃন্দাবন পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন।

প্রেমানন্দে মত্ত সদা রাঘব গোঁসাঞি।
রাঘবের চরিত্র কহিতে অন্ত নাই॥
দাক্ষিণাত্য-বিপ্র মহাকুলীন প্রচার।
পরম বৈষ্ণব ক্রিয়া কে বর্ণিবে তাঁর॥
দীনহীনে অনুগ্রহ-সীমা দেখাইলা।
"ভক্তিরত্ন প্রকাশাদি" গ্রন্থ যে বর্ণিলা॥

*　*　*　*

যাঁহার সর্ব্বস্ব শ্রীপর্ব্বত গোবরধন।
গোবরধনে বাস, সর্বশাস্ত্রে বিচক্ষণ॥
মধ্যে মধ্যে ব্রজেতে গমন করে রঙ্গে।
মধ্যে মধ্যে রহে দাস গোস্বামির সঙ্গে॥

কভু কভু একযোগে আসি' বৃন্দাবনে।
মহানন্দ পায় প্রভুগণের দর্শনে॥
রাধাকৃষ্ণ চৈতন্য চরিত্র সদা গায়।
না ধরে ধৈরজ নেত্রজলে ভাসি' যায়॥
ধুলায় ধুসর, স্পৃহা নাহি ভক্ষণেতে।
প্রবল বৈরাগ্য চেষ্টা কে পারে বুঝিতে॥

(ভক্তি ৫।২০-২৮)

ইনি দাক্ষিণাত্যের রামনগর নিবাসী ব্রাহ্মণ। শ্রীবৃন্দাবনে ইঁহার সমাধি আছে।

রাঘব পণ্ডিত—শ্রীচৈতন্য-শাখা। পূর্ব্বলীলার ধনিষ্ঠা [গৌ: গ: ১৬৬] শ্রীপাট—পাণিহাটী, ২৪ পরগণায় ভাগীরথীর তীরে।

রাঘব পণ্ডিত প্রভুর (আদ্য) খাদ্য অনুচর॥

(চৈ: চ: আদি ১০।২৪)

"পাণিহাটী গ্রামে রাঘব-দময়ন্তী ধাম॥
'রাঘবের ঝালি' বলি আছয়ে আখ্যান॥ (পা: প:)

এই রাঘবের ঝালি সাজাইতেন—দময়ন্তী, ইহাতে মহাপ্রভুর বারমাসের খাদ্যদ্রব্য সুরক্ষিত হইত।

তাঁর ভগিনী দময়ন্তী প্রভুর প্রিয় দাসী।
প্রভুর ভোগ-সামগ্রী যে করে বারমাসি॥
সে সব সামগ্রী যত ঝালিতে ভরিয়া।
রাঘব লইয়া যান গুপত করিয়া॥
বার মাস তাহা প্রভু করেন অঙ্গীকার।
'রাঘবের ঝালি' বলি' প্রসিদ্ধি যাহার।

[চৈ: চ: আদি ১০।২৫-২৭]

ঝালির দ্রব্য—ঐ অন্ত্য ১০।১৩ ৩১, ১২৮-১৩১ দ্রষ্টব্য।

রাঘব পুরী—নাম ভিন্ন অন্য কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। ইনি কামাবসায়িতা সিদ্ধি। (গৌ: গ: ৯৬-৭)

দেওকীনন্দন কৃত বৈষ্ণব-বন্দনায়—

ব্রহ্মানন্দ স্বরূপ বন্দো, বড় ভক্তি করি।
কৃষ্ণানন্দ পুরী বন্দো, শ্রীরাঘবপুরী॥

রাঘবেন্দ্র রায়—ব্রাহ্মণ। শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য, রাজা চাঁদ রায় ও সন্তোষ রায়ের পিতাঠাকুর।

রাঘবেন্দ্র রায় ব্রাহ্মন একদেশ-বাসী।
গড়ের হাট উপরে লঞা লিখিয়ে প্রকাশি॥
তাঁর দুই পুত্র হৈল সন্তোষ, চাঁদরায়।
চাঁদরায় বলবান্ সর্বলোকে গায়॥

(প্রেম ১৮; চাঁদরায় দেখ)

রাজবল্লভ—শ্রীবংশীবদন ঠাকুরের পৌত্র, শচীনন্দনের পুত্র। (বংশীবদন দেখ)

২ মুরলীবিলাস-নামক গ্রন্থ রচয়িতা (?)।

রাজবল্লভ চক্রবর্ত্তী—শ্রীনিবাস আচার্য্যের পত্নী শ্রীমতী ঈশ্বরী মাতার শিষ্য। শ্রীপাট—বোরাকুলি গ্রাম। পিতার নাম—গোবিন্দ বা ভাবক চক্রবর্ত্তী। ভ্রাতার নাম—রাধাবিনোদ ও কিশোরী দাস।

জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজবল্লভ চক্রবর্ত্তী নাম।
তাঁর গুণ কি কহিব অতি অনুপাম॥
তাঁহার চরিত্র-কথা না পারি কহিতে।
প্রভুপদ বিনা যাঁর অন্য নাহি চিতে॥ (কর্ণা ১)

রাজা নৃসিংহদেব—মানভূম জেলার জনৈক রাজা, বীরহাম্বীরের অন্তরঙ্গ বন্ধু ও শিষ্যভ্রাতা। পদাবলী-সাহিত্যে ইঁহার দান আছে। 'সারাবলী'-গ্রন্থে ইহার সম্বন্ধে উক্তি (গৌড়ীয়বৈষ্ণব সাহিত্যে ২।৩১ পৃষ্ঠায়) দ্রষ্টব্য।

রাজা মিত্র—শ্রীরসিকানন্দ-প্রভুর শিষ্য (র: ম: পশ্চিম ১৪।১১১)

রাজীব—শ্রীগৌরভক্ত।

শ্রীরাজীব! তার সঙ্গ ঘুচাহ' তুরিতে।
যে পাপীর জল বুদ্ধি শ্রীচরণামৃতে॥

(নামা ২২৪)

রাজেন্দ্র গোস্বামী—শ্রীচৈতন্য শাখা। শ্রীল সনাতন গোস্বামীর ভ্রাতুষ্পুত্র।

তার মধ্যে রূপ সনাতন বড় শাখা।
অনুপম, জীব, রাজেন্দ্রাদি উপশাখা॥

(চৈ: চ: আদি ১০।৮৫)

শ্রীসনাতন গোস্বামীর শাখা নির্ণয়ে—

তার শাখা শ্রীরূপ গোস্বামী সর্বোপরি।
শ্রীরাজেন্দ্র গোস্বামী, কৃষ্ণাখ্য ব্রহ্মচারী।
কৃষ্ণ মিশ্র গোস্বামী—অদ্ভুত ক্রিয়া যার।
গোস্বামী শ্রীভগবন্তদাসাদি প্রচার॥

(ভক্তি ৬।২৭৮—৭৯)

শ্রীশ্রীব্রজদর্পণে ২৭ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে—

শ্রীসনাতন গোস্বামীর ভ্রাতুস্পুত্র রাজেন্দ্র শ্রীরাধাকুণ্ডের তীরে মাথুর লীলা শ্রবণ করিয়া এরূপ অধৈর্য্য হন যে তিনি অবিলম্বে শ্রীকৃষ্ণকে মথুরা হইতে আনয়ন করিবার জন্য দ্রুতবেগে উন্মত্তের ন্যায় বাহির হন এবং শ্রীরাধাকুণ্ড গ্রামের দক্ষিণে অল্পদূর যাইয়াই দেহরক্ষা করেন। তথায় তাঁহার সমাজ অদ্যাপি অবস্থিত।

রাজেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্য এবং তাঁহার বৈবাহিক কুমুদ বা কলানিধি চট্টরাজের জামাতা। শ্রীপাট—কাঞ্চনগড়িয়া। ইনি কুমুদ চট্টরাজের দুই কন্যা শ্রীমালতী ও ফুল্লরী দেবীকে বিবাহ করিয়াছিলেন।

কলানিধির দুই কন্যা রাজেন্দ্র-ঘরণী।
শ্রীমালতী আর ফুল্লঝি ঠাকুরাণী॥ (কর্ণা ১)
রাজেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় চট্টরাজের জামাতা।
তাঁহারে করিলা দয়া লভি প্রসন্নতা॥ (ঐ)

রাধাকান্ত বৈদ্য—শ্রীনিবাস আচার্য্যের কন্যা শ্রীমতী হেমলতা দেবীর শিষ্য।

রামচরণ, মধুবিশ্বাস, রাধাকান্ত বৈদ্য।
কতেক কহিব আমি নাহি তার অন্ত॥ (কর্ণা ২)

রাধাকৃষ্ণ—শ্রীরসিকানন্দ-শিষ্য [রঃ মঃ পশ্চিম ১৪। ১১৪] ব্রাহ্মণ।

রাধাকৃষ্ণ আচার্য্য—শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর মধ্যম পুত্র ও শিষ্য। স্ত্রীর নাম— চন্দ্রমুখী দেবী।

মধ্যম পুত্র প্রভুর রাধাকৃষ্ণ আচার্য্য।
তাঁর গুণ কি কহিব, সকলি আশ্চর্য্য॥ কর্ণা ১)

রাধাকৃষ্ণ আচার্য্য (ঠাকুর)—শ্রীনিবাস আচার্য্যের পুত্র শ্রীগতিগোবিন্দের শিষ্য।

আর ভৃত্য রাধাকৃষ্ণ আচার্য্য ঠাকুর।
ভজন পরকাষ্ঠা বড় গুণের প্রচুর॥ (কর্ণা ২)

২ রামকৃষ্ণ আচার্য্যের পুত্র ও শিষ্য। শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শাখা।

আচার্য্যের জ্যেষ্ঠ পুত্র রাধাকৃষ্ণ আচার্য্য।
অল্পকালে সংগোপনে হৈলা মহা আর্য্য॥

ইঁহার ভ্রাতার নাম - কৃষ্ণচরণ। (কৃষ্ণচরণ চক্রবর্ত্তী দ্রষ্টব্য)।

৩ (গোস্বামী)। বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ। রামকৃষ্ণ আচার্য্যের শিষ্য, শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শাখা। ইনি শ্রীগঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তীর ভ্রাতুস্পুত্র। নিজের বংশধরগণ ঢাকার বেতিলা গ্রামে বাস করিতেছেন। ঢাকার লাঙ্গলবাঁদের রাঢ়ী শ্রেণীয় গোস্বামীগণ বেতিলার গোস্বামিগণের শিষ্য। (প্রেম ২০, ২০৭ পৃঃ)।

বেতুল্যা গ্রামনিবাসী রাধাকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী।
ভক্তি অঙ্গ সাধনেতে যাঁর মহাআর্ত্তি॥ (নরো ১২)

৪ প্রসিদ্ধ মুলতানবাসী কৃষ্ণদাসের শিষ্য। (কৃষ্ণদাস পাঞ্জাবী দ্রষ্টব্য।

রাধাকৃষ্ণ দাস—শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্য।

রাধাকৃষ্ণ দাস নাম প্রভুর প্রিয় ভৃত্য।
অবিশ্রাম ঝরে প্রেমে, কীর্ত্তনেতে নৃত্য॥ (কর্ণা ১)

২ শ্রীরসিকানন্দপ্রভুর পুত্র।

রাধাকৃষ্ণ দাস নাম কৃষ্ণপ্রেমধাম।
[রঃ মঃ পশ্চিম ১৪।২৮]

৩ ঐ শিষ্য (ঐ ১৪।১৩২)

৪ শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য।

জয় রাধাকৃষ্ণ দাস রসিক অনন্য।
ভক্তি প্রবর্ত্তাইয়া কৈল পতিতেরে ধন্য॥
(নরো ১২)
ব্রজরায়, রাধাকৃষ্ণ দাস, কৃষ্ণরায়। (প্রেম ২০)

৫ শ্রীরোত্তম-শিষ্য মধ্যে উপরোক্ত ভক্ত হইতে ভিন্ন বলিয়া বোধ হয়।

রাধাকৃষ্ণদাস গোস্বামী—শ্রীগোবিন্দের সেবাধিকারী শ্রীহরিদাস পণ্ডিতের শিষ্য। ইনি স্বকৃত **'সাধনদীপিকায়'** মন্ত্রোপাসনাময়ী এবং **'দশশ্লোকীভাষ্যে'** স্বারসিকী সাধনার বিস্তারিত বর্ণনা দিয়াছেন।

রাধাকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য—শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য, রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ। পূর্ব্বে শ্রীধাম নবদ্বীপে নিবাস ছিল।

আর শাখা রাধাকৃষ্ণ ভট্টাচার্য।
কুলে, শীলে, রূপে, গুণে – সর্বমতে আর্য্য॥
রাঢ়ীয় কুলীন হয়, নবদ্বীপে বাস।
সদা হরিনাম জপে, মনেতে উল্লাস॥ (প্রেম ২০)

জয় রাধাকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য দয়াবান্।
অতিপূর্বে নবদ্বীপে যাঁর অবস্থান ॥ (নরো ১২)

রাধাগোবিন্দ—শ্রীরসিকানন্দ-শিষ্য (রঃ মঃ পশ্চিম ১৪।১১৪)।

রাধাচরণ - ঐ [ঐ ১৪।১৫২]

রাধানন্দ—শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর শিষ্য। গোপী-বল্লভপুরে শ্রীপাট।

আর শাখা রাধানন্দ, নয়ন ভাস্কর।
গৌরীদাস-নাম শাখা, সর্বগুণধর ॥ (প্রেম ২০)

২ শ্রীরসিকানন্দ প্রভুর পুত্র।

জ্যেষ্ঠ সুত রাধানন্দ মহামতিমান্।
কৃষ্ণগতিমতি কথা অতি অনুপাম ॥
(রঃ মঃ পশ্চিম ১৪।২৭)

কৃষ্ণে রতি, কৃষ্ণে মতি, কৃষ্ণে তাঁর স্থিতি।
অন্তরে বাহিরে তাঁর কৃষ্ণের বসতি ॥
নিদ্রা গেলে কৃষ্ণসঙ্গে করেন ক্রীড়ন।
জাগিলে বিচ্ছেদ হয়ে, করেন ক্রন্দন ॥
কান্দিতে কান্দিতে দেখে রাধাকৃষ্ণরূপে।
মগ্ন হঞা অবগাহে আনন্দের কূপে ॥
ইত্যাদি (ঐ ১৪।৩১ – ৩৩)

রাধানন্দ চৌধুরী—চক্রপাণি চৌধুরীর পুত্র (চক্রপাণি চৌধুরী দ্রষ্টব্য)।

রাধানন্দ দেব—শ্রীরসিকানন্দপ্রভুর জ্যেষ্ঠ পুত্র। জন্ম – ১৫৩৮ শকাব্দা। ইনি ১৪ বৎসর বয়ঃক্রমে শ্রীপাট গোপীবল্লভপুরে শ্যামানন্দী গাদীশ্বর' নিযুক্ত হন। ইনি সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ও সঙ্গীতবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। শ্রী-গীতগোবিন্দের অনুকরণে রচিত 'শ্রীরাধাগোবিন্দ কাব্য' ইঁহার অক্ষয় কীর্ত্তি। এতদ্ব্যতীত ইঁহার পদাবলীও আছে। ১৬০৬ শকাব্দে অপ্রকট হন। ইঁহার দুই পুত্র - নয়নানন্দ ও রাসানন্দ।

রাধাবল্লভ—শ্রীরসিকানন্দ-শিষ্য [রঃ মঃ পশ্চিম ১৪।১৪০]

রাধাবল্লভ চক্রবর্ত্তী—শ্রীনিবাস আচার্য্যের পুত্রবধূ শ্রীমতী সত্যভামা দেবীর শিষ্য। (কর্ণা ২)

রাধাবল্লভ চট্টরাজ—শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর পরিবার (অনু ৭)।

রাধাবল্লভ চৌধুরী—শ্রীনরোত্তম ঠাকুরে শিষ্য।

রাধাবল্লভ চৌধুরী শাখা, শ্রীগৌরাঙ্গ দাস। (প্রেম ১২)

জয় রাধাবল্লভ চৌধুরী দয়াময়।
যাঁর প্রেমাধীন শ্রীঠাকুর মহাশয় ॥ (নরো ১২)

রাধাবল্লভ ঠাকুর—শ্রীনিবাস প্রভুর কনিষ্ঠ পুত্র। ইনি মণ্ডল গ্রামে বাস করিতেন। কর্ণানন্দ-মতে ইনি জ্যেষ্ঠা সহোদরা হেমলতা দেবীর শিষ্য।

আর শিষ্য তাঁর রাধাবল্লভ ঠাকুর।
মণ্ডল-গ্রামবাসী তিঁহো হয় ভক্তশূর ॥
(শ্রীনিবাস আচার্য্য দ্রষ্টব্য ; কর্ণা ২)

রাধাবল্লভ দত্ত—শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য এবং তাঁহার ভ্রাতা রমাকান্ত দত্তের পুত্র। শ্রীপাট – খেতুরী।

শ্রীমহাশয়ের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামকান্ত।
তাঁর পুত্র শ্রীরাধাবল্লভ মহাশান্ত ॥ (নরো ১২)
তাঁহারে করিলা দয়া ঠাকুর মহাশয়।
সর্বগুণবান্ ভক্তিরসের আশ্রয় ॥ (প্রেম ২০)

রাধাবল্লভ দাস—শ্রীআচার্য্যপ্রভুর শিষ্য।

শ্রীরাধাবল্লভ দাস প্রভুর সেবক।
মহাভাগবত তিঁহো ভজন অনেক ॥ (কর্ণা ১)

২—শ্রীরসিকানন্দ-শিষ্য (রঃ মঃ পশ্চিম ১৪।১৪৬)।

৩ – এই নামে তিনজন পদকর্ত্তা আছেন। গৌরপদ তরঙ্গিণীর ভূমিকায় আলোচনা দ্রষ্টব্য।

রাধাবল্লভ দাস ঠাকুর—শ্রীনিবাসাচার্য প্রভুর শিষ্য।

রাধাবল্লভ দাস ঠাকুর সরল উদার।
প্রভুর চরণ ধ্যান অন্তরে যাঁহার ॥ (কর্ণা ১)

রাধাবল্লভ মণ্ডল—শ্রীনিবাস প্রভুর শিষ্য। পিতার নাম—সুধাকর মণ্ডল। মাতার নাম—শ্যামপ্রিয়া, ভ্রাতার নাম—কামদেব ও গোপাল।

তাঁহার পুত্র রাধাবল্লভ মণ্ডল সুচরিত।
হরিনাম বিনা যাঁর নাহি আর কৃত্য ॥ (কর্ণা ১)

শ্রীপাট - কাঞ্চনগড়িয়া। ইনি শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামি-কৃত "বিলাপকুসুমাঞ্জলীর" পদ্যানুবাদ করিয়া-ছিলেন। এতদ্ব্যতীত বহু 'সূচক' ও তাঁহার রচিত।

রাধাবিনোদ—শ্রীরসিকানন্দ-শিষ্য [রঃ মঃ পশ্চিম ১৪।১৫১]

রাধাবিনোদ চক্রবর্ত্তী—শ্রীনিবাস প্রভুর পুত্রবধূ সত্যভামা দেবীর শিষ্য।

বৃন্দাবনী ঠাকুরাণী সেবক তাঁহার।
রাধাবিনোদ চক্রবর্ত্তী, কিশোরী চক্রবর্ত্তী আর॥
[কর্ণা ২]

২ শ্রীনিবাস প্রভুর গৃহিনী শ্রীমতী ঈশ্বরী দেবীর শিষ্য। শ্রীপাট—বোরাকুলি গ্রামে। ইনি গোবিন্দ চক্রবর্ত্তীর মধ্যম পুত্র। ভ্রাতার নাম রাজবল্লভ ও কিশোরী।

তার দুই পুত্র মাতার সেবক হইলা।
রাধাবিনোদ, কিশোরী দাস, ভক্তি পরা॥
(কর্ণা ১)

রাধাবিনোদ দাস—শ্রীরসিকানন্দপ্রভুর শিষ্য।

রাধাবিনোদ দাস, কালন্দী ভগবান্।
[রঃ মঃ পশ্চিম ১৪।১০৭]

রাধামাধব—শ্রীরসিকানন্দ শিষ্য (ঐ ১৪।১৪৭)।

রাধামুকুন্দ দাস—শ্রীনিবাস আচার্য্যের প্রিয় শিষ্য পদকর্ত্তা গোবিন্দ চক্রবর্ত্তীর বংশ্য। ,মুকুন্দানন্দ গ্রন্থের সঙ্কলয়িকা. উহা পূর্ব ও উত্তর দুই বিভাগে ষোলটি স্তবকে গুম্ফিত ; পদসংখ্যা – ৬৫৯।

রাধামোহন—শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর শিষ্য। (প্রেম ২০)
২-৩ শ্রীরসিকানন্দ-শিষ্য (রঃমঃ পশ্চিম ১৪।১১৪ ১৫০)

রাধামোহন দাস—পলারে মন্ত্রার্থচন্দ্রিকা' নামে গ্রন্থ-প্রণেতা। এই গ্রন্থে ইনি শ্রীকৃষ্ণমন্ত্র, শ্রীরাধামন্ত্র, কামগায়ত্রী, কামবীজ ও রাধাবীজ এবং গায়ত্রীর বিবৃতি দিয়াছেন।

রাধামোহন মিত্র—সাদিপুর নিবাসী। পয়ারে 'শ্রীহরিবাসর দীপিকা' প্রণেতা।

রাধামোহন ঠাকুর—শ্রীনিবাস আচার্য্যের বংশীয়। পিতার নাম – জগদানন্দ ঠাকুর। বর্দ্ধমান জেলার মালিহাটী গ্রামে ১১০৪ বঙ্গাব্দে জন্ম হয়। মহারাজা নন্দকুমার তাঁহার শিষ্য ছিলেন, পুটিয়ার রাজা রবীন্দ্রনারায়ণ পূর্ব্বে শাক্ত ছিলেন। ইনি তাঁহার সভাপণ্ডিতকে বিচারে পরাস্ত করিয়া রাজাকে বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। বৈদ্যপুর-নিবাসী নয়নানন্দ তর্কালঙ্কার, টেঁয়া-নিবাসী কৃষ্ণপ্রসাদ ঠাকুর এই দুই জন ইঁহার কৃতবিদ্য ছাত্র।

রাধামোহন ঠাকুর **'পদামৃত-সমুদ্র'** নামক ৩০১টি পদের সমবায়ে পদগ্রন্থ ও তাহার মহাভাবানুসারিণী টীকা করেন। পদকল্পতরুতে ১৮২টি পদ সমাহৃত হইয়াছে।

১১২৫ সালে মুর্শিদকুলী খাঁর দরবারে স্বকীয়া ও পরকীয়া ভাব লইয়া যে বিচার হয়, সেই সভায় ইনিও উপস্থিত ছিলেন। ১১৮৫ সালের চৈত্রী শুক্লা নবমীতে ইনি স্নানান্তে তিলকমাল্যাদি ধারণ পূর্ব্বক তুলসীকাননে হরিনাম-সংকীর্ত্তনের মধ্যে অপ্রকট হন। কথিত আছে যে তাঁহার প্রিয়শিষ্যদ্বয় কালিন্দী দাস ও পরাণ দাস—সে সময়ে শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীঈশ্বরীজির জীর্ণ কুঞ্জের সংস্কার করিয়া মালিহাটীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন—পথিমধ্যে রাধামোহন প্রভু তাঁহাদিগকে দর্শন দিয়া বৈশাখের কৃষ্ণা-চতুর্থীতে মহোৎসব করিতে আদেশ দিয়া অন্তর্হিত হন। প্রভু রাধামোহন নিঃসন্তান ছিলেন এবং তাঁহার অপ্রকটের সাত দিন পরে তদীও পত্নীও দেহত্যাগ করেন।

রাধারাণী দেবী—শ্রীপাট মাহেশের শ্রীকমলাকর পিপ্‌লাইয়ের কন্যা। ইঁহার সহিত খড়দহের প্রসিদ্ধ কামদেব পণ্ডিতের বিবাহ হইয়াছিল। উভয়েই গৌরভক্ত ছিলেন।

রাম—দ্রাবিড়ী দরিদ্র ব্রাহ্মণ। শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপ্রকটের কিছু পূর্বে ইনি দারিদ্র্য-নিবন্ধন ক্লিষ্ট হইয়া জগন্নাথের কৃপাপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যে সাত দিন উপবাসী থাকিয়াও তৎকৃপায় বঞ্চিত হইয়া সমুদ্রে প্রাণত্যাগ করিতে যাইয়া দৈবাৎ বিভীষণের সাক্ষাৎকার লাভ করেন। বিভীষণ তত্ত্বোপদেশ করিয়া যাইতে থাকিলে ইনি তাঁহার পশ্চাদনুসরণ করত শ্রীমহাপ্রভুর সম্মুখে আসিয়া উপনীত হন। প্রভুর আজ্ঞায় বিভীষণ ইঁহাকে প্রচুর ধন দিয়াছিলেন।
(চৈঃ মঃ শেষ ৪।৪—৯১)

২ শ্রীচৈতন্য-শাখা।

শ্রীনাথ মিশ্র, শুভানন্দ, শ্রীরাম, ঈশান।
(চৈঃ চঃ আদি ১০।১১০)

রাম আচার্য্য—শ্রীঅদ্বৈত-গণ (প্রেম ১৯)।

রামকান্ত - পদকর্ত্তা. পরিচয় অজ্ঞাত। পদকল্পতরুর ১৫৭২ পদ।

রামকান্ত দত্ত—কায়স্থ, শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও শিষ্য। শ্রীপাট – খেতুরী। রাজপুত্র।

শ্রীমহাশয়ের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামকান্ত।
তাঁর পুত্র শ্রীরাধাবল্লভ মহাশান্ত ॥ (নরো ১২)

রামকৃষ্ণ শ্রীবীরচন্দ্রপ্রভুর মধ্যমপুত্র (প্রেম ২৪)।

২ শ্রীরসিকানন্দ শিষ্য [রঃ মঃ পশ্চিম ৭.১৩]।

রামকৃষ্ণ আচার্য্য – রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য। গঙ্গা ও গঙ্গা নদীর সঙ্গমে 'গোয়াস'-গ্রামে শ্রীপাট। ইনি গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তীকে শ্রীনরোত্তমের শ্রীচরণে আশ্রয় করাইয়াছিলেন। শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের অপর শিষ্য হরিরামের সহিত ইঁহার সখ্য ছিল।

প্রসিদ্ধ ভাগবতের টীকাকার বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় রামকৃষ্ণের পুত্র কৃষ্ণচরণের শিক্ষার শিষ্য। রামকৃষ্ণের বংশধরগণ মুর্শিদাবাদ সৈদাপুরে বাস করেন। মণিপুরের রাজা ইঁহাদের শিষ্য।

আর শিষ্য—রামকৃষ্ণ আচার্য্য মহাশয়।
গঙ্গা-পদ্মার সঙ্গম 'গোয়াসে' আলয় ॥
রাঢ়ী শ্রেণী বিপ্র তিঁহো পণ্ডিত-প্রধান।
যাঁর শিষ্যে উপশিষ্যে ব্যাপিল ভুবন। (প্রেম ২০)
নরোত্তমের শিষ্য রামকৃষ্ণ আচার্য্য।
পরম পণ্ডিত, ভক্তিপথে মহা আর্য্য ॥
দীনহীন অকিঞ্চন জনে অতিপ্রীত।
নাশয়ে পাষণ্ডিমত সর্বত্র বিদিত ॥
[ভক্তি ১৫।১২১-২২]

পিতার নাম—শিবাজী. ভ্রাতার নাম—হরিরাম, পুত্র-দ্বয়ের নাম – রাধাকৃষ্ণ ও কৃষ্ণচরণ। পত্নীর নাম—কনক-লতিকা দেবী। জ্যেষ্ঠ পুত্র রাধাকৃষ্ণ অল্পবয়সে স্বধাম গমন করেন। কনিষ্ঠ পুত্র কৃষ্ণচরণকে হরিরাম আচার্য্য পোষ্য-পুত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ইঁহার পিতা ঘোর শাক্ত ছিলেন। প্রতি বৎসর দুর্গা-পূজার উপলক্ষে বিস্তর ছাগ-মেষ বলি দিতেন। পুত্র হরিরাম ও রামকৃষ্ণ দুইজনে পূজার বলির জন্য ছাগ ক্রয় করিতে গিয়াছেন; ঐ সময়ে ঘটনাক্রমে শ্রীনরোত্তম ঠাকুর উঁহাদিগকে দেখিতে পাইয়া প্রিয় সখা শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজকে বলিলেন—

তাহা দেখি রামচন্দ্র কহে মহাশয়।
কৃষ্ণ ভজনের যোগ্য এই বিপ্র হয় ॥

ইঁহারাও শ্রীনরোত্তম ঠাকুরকে দেখিয়া মোহিত হইলেন এবং ছাগ-মেষাদির বধ যে অন্যায়, ইহা শ্রবণ করিয়া তাঁহাদের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। পরে ক্রীত পশুগুলিকে ছাড়িয়া দিয়া শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শ্রীচরণ ধারণ করিয়া অনুনয় করিতে লাগিলেন—তিনি দীক্ষা দিয়া প্রেমধনে ধনী করিয়া দিলেন। (নরো ১০ ; হরিরাম আচার্য্য দেখ)

রামকৃষ্ণ চট্টরাজ—শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্য। ইঁহার পুত্রের নাম—গোপীজনবল্লভ। এই গোপীজন-বল্লভের সহিত শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর কন্যা হেমলতা দেবীর বিবাহ হইয়াছিল।

রামকৃষ্ণ চট্টরাজ প্রভুর এক শাখা।
তাঁহার মহিমা-গুণ কি করিব লেখা ॥
* * * * *
তাঁর পুত্র গোপীজনবল্লভ চট্টরাজ ॥
বিখ্যাত আছেন যিনি জগতের মাঝ ॥ (কর্ণা ১)

রামকৃষ্ণ দাস—অভিরাম দাসের "পাটপর্য্যটন" মতে ইনি শ্রীঅভিরাম গোস্বামির শিষ্য। শ্রীপাট – বিনুপাড়া।

বিনুপাড়া বাসী রামকৃষ্ণ দাস নাম ॥ (পাঃ পঃ)

ইনি মুর্শিদাবাদের অধীন জঙ্গীপুরের নিকট বাজিতপুরে 'শ্রীশ্রীশ্যামসর্ব্বেশ্বর' নামক শ্রীবিগ্রহের সেবক ছিলেন। পূর্বে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ও শ্রীবীরভদ্র গোস্বামী এবং তাহাদের শিষ্যগণ শিখিপুচ্ছাদি দ্বারা চূড়াধড়া করিয়া পরিতেন। পরে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর পৌত্র গোপীজন-বল্লভ, রামকৃষ্ণ ও রামচন্দ্র প্রভৃতি তাঁহাদের শিষ্যগণকে ঐ বেশ পরিতে নিষেধ করিলেন—শিষগণ আজ্ঞা পালন করিলেন; কিন্তু রামকৃষ্ণ চূড়াধারী তাঁহাদের আজ্ঞা মানিলেন না। এজন্য সেই হইতে তিনি **"চূড়াধারী"** নামে অভিহিত এবং সম্প্রদায় হইতে ত্যাজ্য হইয়া গেলেন।

ইঁহাদের **গুরুপ্রণালী**—শ্রীশ্রীজাহ্নবা মাতা. শ্রীশ্রীবীর-ভদ্র গোস্বামী, রামকৃষ্ণ চূড়াধারী, মাধব দাস চূড়াধারী,

কৃষ্ণদাস চূড়াধারী, বালকানন্দ, চূড়াধারী, রামজীবন চূড়াধারী, কৃষ্ণতারণ চূড়াধারী, নবীনকৃষ্ণ দাস চূড়াধারী, এবং তিনকড়ি শর্ম্মা চূড়াধারী।

রামগোপাল দাস— শ্রীখণ্ডবাসী শ্রীল রঘুনন্দনের বংশ্য শ্রীরতিকান্ত ঠাকুরের শিষ্য রামগোপাল রায়চৌধুরী। ১৫৯৫ শাকে **'রসকল্পবল্লী'** নামে **পদাবলী** সঙ্কলন করেন। ইহা দ্বাদশ কোরকে পূর্ণ। তাঁহার কৃত 'শ্রীনরহরি-শাখা-নির্ণয়' ও 'শ্রীরঘুনন্দন-শাখানির্ণয়'-গ্রন্থদ্বয় শ্রীখণ্ড হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ইঁহার পুত্র পীতাম্বর দাস অষ্টম কোরক—[অষ্টনায়িকার ভাব]-অবলম্বনে **'রস-মঞ্জরী'** গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

রামচন্দ্র—শ্রীবীরচন্দ্র প্রভুর কনিষ্ঠ পুত্র (প্রেম ২৪)।

২ শ্রীখণ্ডবাসী ও শ্রীল রঘুনন্দন ঠাকুরের শাখা।

৩ পদকর্ত্তা।

৪ (রামাই)—বাঘনাপাড়ানিবাসী বংশীবদন ঠাকুরের পুত্র শ্রীচৈতন্যের সন্তান। 'বংশীশিক্ষা' গ্রন্থ ইঁহার রচনা। শ্রীনিত্যানন্দ-পত্নী শ্রীজাহ্নবা মাতার সঙ্গে ইনি শ্রীবৃন্দাবনে গমন করেন। তৎকালে ইনি শ্রীবৃন্দাবনে প্রস্কন্দন তীর্থে শ্রীকৃষ্ণবলরামমূর্ত্তি প্রাপ্ত হন এবং তাহাই আনিয়া বাঘ্না পাড়ায় স্থাপন করেন। ১৪৫৬ শকে ইঁহার আবির্ভাব এবং ১৫০৫ শাকে মাঘী কৃষ্ণা তৃতীয়ায় অপ্রকট হয়। (রামাই গোসাই দেখ)।

৫ (নৃপ)—শ্রীরসিকানন্দ-শিষ্য (রঃ মঃ পশ্চিম ১৪।১৩৬)।

রামচন্দ্র কবিরাজ—শ্রীনিত্যানন্দ-শাখা।

কংসারি সেন, রাম সেন, রামচন্দ্র কবিরাজ।
গোবিন্দ, শ্রীরঙ্গ, মুকুন্দ—তিন কবিরাজ॥
[চৈঃ চঃ আদি ১১।৫১]

২ শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর শিষ্য। পিতার নাম—চিরঞ্জীব সেন, মাতা-স্থনন্দা দেবী। জন্মস্থান—শ্রীখণ্ড গ্রামে (জেলা বর্দ্ধমান)।

খণ্ডবাসী চিরঞ্জীব সেন এক হয়!
তাঁহার পত্নীর নাম স্থনন্দা কহয়॥
দুই পুত্র হইল তাঁর পরম গুণবান্।
জ্যেষ্ঠ রামচন্দ্র, কনিষ্ঠ গোবিন্দ অভিধান॥
শ্রীনিবাসের শিষ্য রামচন্দ্র কবিরাজ।
"করুণা মঞ্জরী" রামচন্দ্রের সিদ্ধ নাম॥

জন্মশক অনুমান ১৪২৮ শকাব্দে। ১৬৬২ খৃষ্টাব্দে তিরোভাব। ইঁহার মাতামহ শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুরের শিষ্য শ্রীল দামোদর কবিরাজ।

চিরঞ্জীব সেনের অপ্রকটের পর রামচন্দ্র মাতামহালয়ে কুমারনগরে বাস করিতে থাকেন। পরে মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত তিলিয়াবুধুরী গ্রামের পশ্চিমপাড়ায় শ্রীপাট করেন। বিবাহবেশে শ্রীরামচন্দ্রকে দেখিয়া আচার্য্যপ্রভু বলিলেন —

এই দেখ বিবাহের এতেক উৎসাহ।
অর্থব্যয় করি কিনে মায়ার কলহ॥
গলে ফাঁস দিল মায়া—তাহা না বুঝিয়া।
মঙ্গল আচরে দেখ কৌতুক করিয়া॥
অমঙ্গলে শুভ-জ্ঞান সদাই করিয়া।
উৎসব করয়ে লোক কৃতার্থ মানিয়া॥ (ভক্তমালা)

এই কথাগুলি রামচন্দ্রের কানের ভিতর দিয়া মরমে প্রবেশ করে ও পরে তিনি শ্রীনিবাস প্রভুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। রামচন্দ্রের গুরুভক্তি অতুলনীয়! শ্রীনিবাস প্রভু যাহা আজ্ঞা করিতেন, অবিচারে তাহাই প্রতিপালন করিতেন। এ বিষয়ে থড়বড়ের ঘটনা স্মরণীয়!

ঠাকুর মহাশয়ের সহিত ইঁহার প্রণয় ছিল। রামচন্দ্র বিষ্ণুপুরের রাজা বীরহাম্বিরের শিক্ষাগুরু ছিলেন। শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী রামচন্দ্রের কবিত্ব-শ্রবণে তাঁহাকে "কবিরাজ" উপাধি প্রদান করেন। ইনি অষ্ট কবিরাজের অন্যতম। ইঁহার রচিত স্মরণদর্পণ, সাধনচন্দ্রিকা এবং শ্রীনিবাস আচার্য্যের জীবনচরিত প্রভৃতি গ্রন্থের নাম শুনা যায়। শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীনিবাস আচার্য্যের অন্তর্ধানের অব্যবহিত পরেই রামচন্দ্রও ঐস্থানে দেহরক্ষা করেন। ইঁহার পত্নীর নাম রত্নমালা। পূর্ব্বোক্ত তেলিয়া বুধুরী গ্রাম ভগবান্‌গোলা ষ্টেশন হইতে এক মাইল। বিবাহ করিলেও ইনি সংসার আশ্রমে আর গমন করেন নাই। ইঁহার ভ্রাতা প্রসিদ্ধ গোবিন্দ কবিরাজের বংশধরগণ অদ্যাপি বর্ত্তমান আছেন।

রামচন্দ্র খাঁন—মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া পুরী-

ধামে গমন করিবার সময় ছত্রভোগে উপস্থিত হইলে ইনি প্রভুর কৃপালাভ করেন।

সেই গ্রামে অধিকারী রামচন্দ্র খাঁন।
যদ্যপি বিষয়ী তবু মহাভাগ্যবান্॥

[চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ২।৮২]

বৈষ্ণব গ্রন্থে দুইজন রামচন্দ্র খাঁন আছেন, কিন্তু অনেকেই এই বিভিন্ন চরিত্রের দুইজন রামচন্দ্র খাঁনকে একই ব্যক্তি বলিয়া ভ্রম করিয়া ফেলিয়াছেন।

বেনাপোলের রামচন্দ্র খাঁন তান্ত্রিক ব্রাহ্মণ; আর ছত্রভোগের রামচন্দ্র খাঁন কায়স্থ। ইঁহার সর্ব্বাদি নিবাস – হাওড়া জেলায় ভাগীরথীর তীরে বালী গ্রামে (উত্তর পাড়ার নিকট)। এই খাঁন মহাশয় আদিশূর-আনীত পঞ্চ ব্রাহ্মণের সহচরগণ মধ্যে মকরন্দ ঘোষের বংশে ১৪৮০ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। মকরন্দ ঘোষ হইতে ইনি ১৪শ অধস্তন পুরুষ। কৌলিক উপাধি—"ঘোষ", গৌড়ের বাদশাহ হোসেন শাহ প্রদত্ত উপাধি "খাঁন", "রায়" এবং "মহাশয়"। ঐ বালী গ্রামের উত্তরে ভদ্রকালী গ্রামে ইনি বাস করেন। সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণব-শ্রীপাট কুলীন গ্রামের বিখ্যাত ভক্ত বসু-বংশোদ্ভব পুরন্দর খাঁ গোপীনাথ বসুর কন্যাকে ইনি বিবাহ করিয়াছিলেন। উক্ত পুরন্দর খাঁ হোসেন শাহের মন্ত্রী ছিলেন। রামচন্দ্র খাঁনও হোসেন শাহের উচ্চ কর্মচারী পদে বরিত হইয়াছিলেন। কিছুদিন ছত্রভোগ অঞ্চলের "অধিকারী" বা শাসনকর্ত্তা ছিলেন। পরে ইনি উড়িষ্যার উত্তরাংশ ও বর্ত্তমানে মেদিনীপুর জেলার দক্ষিণাংশে পাঠানদিগের কার্য্যকলাপ লক্ষ্য করিবার জন্য নিযুক্ত হন। হোসেন শাহ ইহার উপর প্রচুর ক্ষমতা অর্পণ করেন। হোসেন শাহের পরলোক গমন হইলে রামচন্দ্রের ভাগ্য-বিধাতা আরও সুপ্রসন্ন হইল।

১৫৪০ খৃষ্টাব্দে সের শাহ কনৌজের নিকট হুমায়ুনকে পরাস্ত করিয়া দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করেন। সেই সময় বাংলাকে কয়েকটী 'সুবাতে' পরিণত করিয়া প্রত্যেক সুবাতে একজন করিয়া শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করা হয়। ভাগ্যক্রমে রামচন্দ্র খাঁনও একটি সুবার কর্ত্তা হন। তাঁহার সুবার সিমানা ছিল—বর্ত্তমান মেদিনীপুর জেলার হিজলী কাঁথি পর্য্যন্ত এবং উড়িষ্যার সর্ব্বদক্ষিণ অংশ। রাজস্ব আদায়, শাসন এবং দস্যুগণের উৎপীড়ন হইতে প্রজারক্ষা প্রভৃতি কার্য্যের জন্য রামচন্দ্র খাঁনকে ঐ সময় স্বীয় জন্মভূমি বালী ও ভদ্রকালী গ্রাম ত্যাগ করিয়া বর্ত্তমান B. N. Ry ষ্টেশন জলেশ্বর নামক স্থানে বাস করিতে হয়। বহুদিন পরে আবার রামচন্দ্র খাঁনের ভাগ্য-বিধাতা বাম হইলেন। নির্দ্দিষ্ট সময়ে খাজনা দিতে না পারায় রাজরোষে কারারুদ্ধ হইলেন। ঐ সময়ে অন্যান্য জমিদারগণও ঐ কারণে কারাবাসী হন। প্রবাদ আছে যে রামচন্দ্রের আত্মীয় স্বজনগণ কারামুক্তি করিবার জন্য অর্থ-সংগ্রহ করিয়া তাঁহার নিকট প্রেরণ করিলে তিনি অর্থের পরিমাণ দেখিয়া বুঝিলেন যে ইহার দ্বারা মুক্তি হইবে না। এজন্য যাঁহাদের ঋণের পরিমাণ কম ছিল—ঐ অর্থে জমিদারগণকে তিনি মুক্ত করিয়াছিলেন। নবাব বাহাদুর একই দিনে অধিক সংখ্যক কয়েদী মুক্ত হইয়া গমন করিতেছে দেখিয়া কারণানুসন্ধানে যখন রামচন্দ্রের মহাপ্রাণতার কথা শ্রবণ করিলেন, তখন অত্যন্ত সম্মান সহকারে রামচন্দ্রকে মুক্ত করিয়া তাঁহাকে "মহাশয়" উপাধিতে ভূষিত করিয়া পূর্ব্বপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। আরও কথিত আছে যে—বঙ্গেশ্বর ঐ সময়ে তাঁহাকে বাংলা ও উড়িষ্যার সুবাদারের উচ্চপদে স্থায়িভাবে নিয়োগ করিয়া দুই স্থানের জন্য স্বীয় পাঞ্জাযুক্ত দুইখানা সনদ পত্র প্রদান করেন; কিন্তু একখানি সনন্দ নষ্ট হয়। বর্ত্তমানে ইহার বংশধরগণ বহু শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া অনেক স্থানে বসবাস করিতেছেন। মহাপ্রভুর কৃপায় বর্ত্তমানে ইঁহারা সকলেই জমিদার।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু ছত্রভোগে উপনীত হইলেন। ছত্রভোগ বর্ত্তমানে ২৪ পরগণার মথুরাপুর থানার অন্তর্গত, জলপথে এই স্থল দিয়াই তখন পুরী গমন করিতে হইত। গঙ্গাদেবীর গতি তখন ঐ দিকেই ছিল।

ঐ সময়ে (১৫০৯ খৃষ্টাব্দে) গৌড়ের সুবাদারের সহিত উৎকলের স্বাধীন নরপতি প্রতাপরুদ্রদেবের সীমান্ত প্রদেশ লইয়া বিবাদ চলিতেছিল। মাদলা পাঁজিতে আছে— "১৫১০ খৃষ্টাব্দে হোসেনশার সেনাপতি ইসমাইল গাজি উড়িষ্যা আক্রমণ করেন।" সুতরাং মহাপ্রভুর পুরীগমন-

সময়ে পথ বড়ই বিপদসঙ্কুল ছিল। দুই রাজার সৈন্যসামন্ত সুবর্ণরেখা নদী ও ভাগীরথীর মধ্যবর্ত্তী প্রদেশে স্বস্ব-সীমানার উপর ঘাটি আগলাইয়া বসিয়া থাকিত।

রাজারা ত্রিশূল পুঁতিয়াছে স্থানে স্থানে।
পথিক পাইলে 'জাশু' বলি লয় প্রাণে॥
(চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ২।১৭)

ঐ মহাসঙ্কট-সময়েই মহাপ্রভু পুরী-গমনের প্রসিদ্ধ রাজপথ পরিত্যাগ করিয়াছেন; ঐ সময়েই রামচন্দ্র খাঁন ছত্রভোগের "অধিকারী" থাকিয়া বঙ্গেশ্বরের পক্ষে সকল দিক রক্ষা করিতেছিলেন। ভাগ্যবান্ রামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য মহাপ্রভুর হরিপ্রেমে অলৌকিক মাতোয়ারা ভাব দেখিয়া মহাসম্ভ্রমে প্রভুর শ্রীচরণতলে পতিত হইয়া দণ্ডবৎ করিয়া জোড়হস্তে প্রভুর সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। মহাপ্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন—"কে তুমি?" রামচন্দ্র খাঁন বলিলেন—"আমি আপনার দাসানুদাস"। তখন নিকটবর্ত্তী অধিবাসীগণ রামচন্দ্রের পরিচয় জ্ঞাপন করিলেন—'ইনিই এক্ষণে এই দক্ষিণ প্রদেশের সর্ব্বময় কর্ত্তা। ইঁহার নাম—'রামচন্দ্র খাঁন।' এই কথা শুনিয়া মহাপ্রভু রামচন্দ্র খাঁনকে বলিলেন—'তোমার সহিত সাক্ষাৎ হইয়া ভালই হইল। আমি নীলাচলে জগন্নাথ দর্শন জন্য বড়ই কাতর হইয়াছি। যাহাতে তথায় শীঘ্র শীঘ্র পৌছিতে পারি, তার উপায় করিয়া দাও।' রামচন্দ্র বলিলেন—

"কোন দিক দিয়া বা পাঠাও লুকাইয়া।
তাহাতে ডরাঙ প্রভু. শুন মন দিয়া॥
মুঞি সে লস্কর, হেথা মোর ভার।
লাগালি পাইলে আগে সংশয় আমার॥"
[চৈঃ ভাঃ অন্ত ২।১৭-১৮]

পরিশেষে রামচন্দ্র খাঁন নিজের বিপদ ও প্রাণ তুচ্ছ করিয়া মহাপ্রভুকে নৌকাযোগে উৎকলের রাজ্য সীমান্তে পৌছাইয়া দিয়াছিলেন। মহাপ্রভু কৃপাকটাক্ষপাত দ্বারা রামচন্দ্রের সর্ববন্ধন মোচন করিয়াছিলেন।

উক্ত ছত্রভোগে প্রতি বৎসর চৈত্রমাসে "গঙ্গাস্নান" নামক একটি উৎসব হয়। ঐস্থান হইতেই যে গঙ্গাদেবী শতমুখী হইয়া একদিন প্রবাহিত হইতেন, অদ্যাপি তাহার সুস্পষ্ট নিদর্শন দেখা যায়। শ্রীচৈতন্যভাগবতোক্ত অম্বুলিঙ্গ শিবের মন্দির অদ্যাপি বিরাজিত আছেন। সাধারণে তাহাকে 'বৈজুনাথ শিব' বা 'বদরীনাথ' বলিয়া থাকেন। বৈষ্ণব ঐতিহাসিকগণ বলেন—ছত্রভোগের উৎসবটি শ্রীগৌরাঙ্গ-সুন্দরের আগমন উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে।

২ যশোহর জেলার পূর্ববঙ্গের রেলের বেনাপোল ষ্টেশনের নিকটে কাগজপুখুরিয়া গ্রামে রামচন্দ্র খানের আবাস ছিল। ইঁহার প্রকৃত নাম 'শান্তিধর'; 'খাঁন' ইঁহার উপাধি। ইনি হোসেন শাহার বাল্যবন্ধু ছিলেন; শ্রোত্রীয় রাঢ়ীয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণ বংশে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। অদ্যাপি ইঁহার বংশধরগণ যশোহরে সদর ও বনগ্রাম মহকুমায় বাস করিতেছেন। ইনি জমিদার ছিলেন।

বৈষ্ণব-গ্রন্থে জানা যায় যে রামচন্দ্র খাঁন শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের নিকট বারবণিতা প্রেরণ করিয়া তাঁহাকে নির্যাতন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন—

সেই দেশাধ্যক্ষ নাম, রামচন্দ্র খাঁন।
বৈষ্ণব-বিদ্বেষী বড়, পাষণ্ড-প্রধান॥
হরিদাসে লোকে পূজে সহিতে না পারে।
তাঁর অপমান করিতে নানা উপায় করে॥
[চৈঃ চঃ অন্ত্য ৩।১০১ - ২]

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভু প্রেমপ্রচারার্থে ভ্রমণ করিতে করিতে এক দিবস তদীয় গৃহে উপনীত হইয়া চণ্ডীমণ্ডপে উপবেশন করিলে রামচন্দ্র শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুকে ভক্তি করা'ত দূরের কথা, সাক্ষাৎ বা বাক্যালাপ পর্য্যন্ত করেন নাই। অন্তঃপুর হইতে তাঁহাকে বহিষ্কৃত করিয়া দিবার আজ্ঞা দিয়াছিলেন, অধিকন্তু বৈষ্ণবের উপবেশন-জন্য চণ্ডীমণ্ডপ অপবিত্র হইয়াছে বুঝিয়া উপবেশন-স্থানের মৃত্তিকা ফেলাইয়া তথায় গোময় লিপ্ত করিয়াও মনে তৃপ্তি পান নাই।

ইঁহা রামচন্দ্র খাঁন সেবকে আজ্ঞা দিল।
গোসাঞি যাঁহা বসিলা তার মাটী খোদাইল॥
গোময়-জলে লেপিলা সব মন্দির প্রাঙ্গণ।
তবু রামচন্দ্রের মন না হইল পরসন্ন॥
[চৈঃ চঃ অ ৩।১৫৬—৭]

রামচন্দ্রের পরিণাম সম্বন্ধে জানা যায়—

দস্যুবৃত্তি করে রামচন্দ্র রাজারে না দেয় কর।
ক্রুদ্ধ হঞা ম্লেচ্ছ উজির আইল তার ঘর॥

আসি' সেই দুর্গামণ্ডপে বাসা কৈল।
অবধ্য বধ করি' ঘরে মাংস রান্ধিল।
স্ত্রীপুত্রসহিত রামচন্দ্রেরে বান্ধিয়া।
তার ঘর-গ্রাম লুটে তিন দিন রহিয়া॥

[ঐ ১৫৮—১৬০]

তৎপরে জাতি ধন-জন খাঁনের সকল লইল।
বহুদিন পর্যন্ত গ্রাম উজার রহিল॥ (ঐ ১৬২)

রামচন্দ্র দাস—শ্রীগৌরভক্ত (বৈষ্ণব-বন্দনা)।

রামচন্দ্র পুরী—শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী গোস্বামীর উপেক্ষিত শিষ্য। ইনি বিশ্ব নিন্দুক ছিলেন এবং কেবল পরের ছিদ্র অন্বেষণ করিতেন।

শুষ্ক ব্রহ্মজ্ঞানী, নাহি শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধ।
সর্বলোক নিন্দা করে, নিন্দাতে নির্বন্ধ।

(চৈঃ চঃ অন্ত ৮।২৫)

মাধবেন্দ্র পুরী ইঁহাকে বিতাড়িত করিয়া দিয়াছিলেন। অন্তর্ধান-পূর্বে শ্রীকৃষ্ণবিরহে কাতর হইয়া ছটপট করিয়া বলিতেছেন।—"অয়ি! দীন দয়ার্দ্র! হে মথুরানাথ!"

রামচন্দ্রপুরী তবে উপদেশে তাঁরে।
শিষ্য হঞা গুরুকে কহে, ভয় নাহি করে॥
"তুমি পূর্ণ ব্রহ্মানন্দ, করহ স্মরণ।
ব্রহ্মবিৎ হৈয়া কেন করহ রোদন॥"
শুনি' মাধবেন্দ্র মনে দুঃখ উপজিল।
"দূর, দূর পাপিষ্ঠ" বলি ভৎর্সনা করিল॥
কৃষ্ণ-কৃপা না পাইনু, না পাইনু মথুরা।
আপনার দুঃখে মরো, এই দিতে আইল জ্বালা।
মোরে মুখ না দেখাবি তুই, যা' যথি তথি।
তোরে দেখি' মৈলে মোর হবে অসদ্গতি॥
কৃষ্ণ না পাইনু মুঞি মরোঁ আপন দুঃখে।
মোরে ব্রহ্ম উপদেশে এই ছার মূর্খে॥

(চৈঃ চঃ অন্ত ৮।১৮—২৩)

একদা পুরীধামে রামচন্দ্র আগমন করিলে মর্য্যাদারক্ষক শ্রীগৌরাঙ্গদেব পুরীকে পরমভক্তি-সহকারে দণ্ডবৎ প্রণতি করিলেন।

নিন্দুক পুরী জগদানন্দকে—

আগ্রহ করিয়া তাঁরে বসি' খাওয়াইল।
আপনি আগ্রহ করি' পরিবেশন কৈল॥
আগ্রহ করিয়া তারে পুনঃ পুনঃ খাওয়াইল॥

(ঐ ১১—১২)

এইরূপে জগদানন্দকে জোর করিয়া অতিরিক্ত প্রসাদ খাওয়াইয়া পরে নিন্দা করিতে লাগিলেন—

শুনি চৈতন্যের গণ করে বহুত ভক্ষণ।
'সত্য', সেই বাক্য সাক্ষাৎ দেখিল এখন॥
সন্ন্যাসীর এত খাওয়াইয়া করে ধর্ম নাশ।
বৈরাগী হইয়া এত খায়, বৈরাগ্যের নাহি ভাষ।

(ঐ ১৩—১৪)

অধিকন্তু রামচন্দ্র পুরী পুরীধামে অবস্থিত হইয়া শ্রীগৌরাঙ্গের ছিদ্র অন্বেষণ করিতে লাগিলেন।

প্রভু যতেক গুণ স্পর্শিতে নারিল।
ছিদ্র চাহি বুলে, কাঁহা ছিদ্র না পাইল॥

"রাত্রাবত্র ঐক্ষবমাসীৎ তেন পিপীলিকাঃ সঞ্চরন্তি। অহো! বিরক্তানাং সন্ন্যাসীনামিয়মিন্দ্রিয়লালসেতি ব্রুবন্ থায় গতঃ॥ অর্থাৎ গত রজনীতে এই গৃহে মিষ্টান্ন ছিল, সেই হেতু এত পিপীলিকা ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে; কি আশ্চর্য্য, বিরক্ত সন্ন্যাসীদিগের এতাদৃশ জিহ্বার লালসা!" এই কথা বলিতে বলিতে পুরী চলিয়া গেলেন। প্রেমময় গৌরহরি পুরীর এই মিথ্যা উক্তিতে কিছুমাত্র রাগ করিলেন না। অধিকন্তু গোবিন্দকে ডাকিয়া বলিয়া দিলেন—

গোবিন্দ বোলাইয়া কিছু কহেন বচন।
আজি হৈতে ভিক্ষা মোর এইতো নিয়ম॥
পিণ্ডা ভোগের এক চৌঠি, পাঁচ গণ্ডার ব্যঞ্জন।
ইহা বই অধিক আর কিছু না লইবা।
অধিক আনিলে এথা আমা না দেখিবা॥"

(ঐ ৫০ - ৫২)

প্রভুর এইরূপ অবস্থা ও শরীর কৃশ হইতেছে দেখিয়া পুরীবাসী গৌরভক্তগণের মাথায় বজ্রাঘাত পড়িল। আর একদিবস বলিলেন—

শুনি রামচন্দ্র পুরী প্রভু পাশ আইলা ॥
(প্রভু) প্রণাম করি পুরীর কৈল চরণ বন্দন।
(পুরী) প্রভুকে কহেন কিছু হাসিয়া বচন ॥
সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম নহে ইন্দ্রিয়-তর্পণ।
যৈছে তৈছে করে মাত্র উদর ভরণ ॥
তোমাকে ক্ষীণ দেখি, শুনি কর অর্দ্ধাশন।
এ'ত শুষ্ক বৈরাগ্য, নহে সন্ন্যাসীর ধর্ম ॥
যথাযোগ্য উদর ভরে, না করে বিষয় ভোগ।
সন্ন্যাসীর তবে সিদ্ধ হয় জ্ঞান, যোগ ॥

মানদ প্রভু পুরীর বাক্য শ্রবণে কহিলেন—

প্রভু কহে—"অজ্ঞ বালক মুঞি শিষ্য তোমার।
মোরে শিক্ষা দেহ এই ভাগ্য সে আমার" ॥

যাহা হউক, পরে পরমানন্দপুরী গোস্বামী বিবরণ জ্ঞাত হইয়া প্রভু-সকাশে আগমন করিয়া প্রভুকে বুঝাইতে লাগিলেন। রামচন্দ্র পুরীর ঐরূপ স্বভাবের কথা বলিয়া তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিলে প্রভু কহিলেন—

প্রভু কহে—সবে কেন পুরীকে কর রোষ।
সহজ ধর্ম কহেন তিঁহো—তাঁর কিবা দোষ ॥
যতি হঞা জিহ্বা লাম্পট্য অত্যন্ত অন্যায়।
যতির ধর্ম্ম—প্রাণ রাখিতে অল্পমাত্র খায় ॥
(ঐ ৮২—৮৩)

ইহার কিছুদিন পরে রামচন্দ্র পুরী তীর্থ পর্য্যটনে গমন করিলেন। তখন ভক্তগণও প্রভুকে পূর্ব্ববৎ সেবা করাইতে সম্মত করিয়াছিলেন। ইনি পূর্ব্বলীলায় বিভীষণ ছিলেন, কার্য্যবশতঃ জটিলাও ইঁহাতে অন্তঃপ্রবিষ্ট (গৌঃ গঃ ৯২-৯৩), সুতরাং মহাপ্রভুর ভিক্ষা-সঙ্কোচনাদি করিয়াছেন।

রামচরণ—শ্রীল আচার্য্যপ্রভুর কন্যা শ্রীমতী হেমলতা ঠাকুরাণীর শিষ্য (কর্ণা ২)

রামচরণ চক্রবর্ত্তী—'রামচরণ', 'রামদাস' ইত্যাদি নামেও অভিহিত। শ্রীনিবাস প্রভুর শিষ্য ও শ্যালক। পিতার নাম—গোপাল চক্রবর্ত্তী। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম—শ্যামদাস। শ্রীপাট নদীয়া জেলার ফরিদপুর গ্রামে। কাহারও মতে কাটোয়ার নিকটে বাইগোন গ্রামে।

চক্রবর্ত্তী শ্যামদাস, শ্রীরামচরণ।
ব্যবহারে আচার্য্য-শ্যালক দুইজন ॥
(ভক্তি ১০।১৪১)

শ্যামদাস রামচন্দ্র—গোপাল-তনয়।
শ্যামানন্দ, রামচরণাখ্য কেহ কেহ কয় ॥
(ভক্তি ৮।৪৯৯)

তাঁহার অনুজ অতি ভক্ত, মহাশয়।
ফরিদপুরবাসী কহে তাঁহার আলয় ॥
রামচরণ চক্রবর্ত্তী প্রভুর সেবক।
তাঁর যত শিষ্যগণ কহিব কতেক ॥ (কর্ণা ১)

রামজয় চক্রবর্ত্তী—শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য। পূর্বে চাঁদরায়ের সহিত মিলিয়া দস্যুবৃত্তি করিতেন। ঠাকুর মহাশয়ের কৃপায় পরে পরম বৈষ্ণব হন।

পূর্ব্বে তারা চাঁদরায়ের সৈন্য যে আছিল।
চাঁদরায়ের সনে বহু দস্যুবৃত্তি কৈল ॥
ঠাকুর মহাশয়ের প্রভাব জানি তার মর্ম্ম।
সবে হইলেন শিষ্য, ছাড়ি পূর্ব কর্ম্ম ॥ (প্রেম ১৯)

রামজয় মৈত্র—শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য।

কাশীলাল ভাদুরী, রামজয় মৈত্র ॥ (প্রেম ২০)

রামতীর্থ—শ্রীগৌরপার্ষদ, নব যোগীন্দ্রের অন্যতম।
(গৌঃ গঃ ১০১)

ওহে রামতীর্থ! এই বিজ্ঞপ্তি আমার।
গৌরকৃষ্ণে রতি যেন হয় সভাকার ॥ (নামা ২১০)

রামদাস (অভিরাম)- শ্রীচৈতন্য শাখা।

রামদাস অভিরাম সখ্যপ্রেমরাশি।
ষোড়শাঙ্গের কাষ্ঠ হাতে লৈয়া কৈল বাঁশী ॥
(চৈঃ চঃ আদি ১০।১১৬)

২ সেন শিবানন্দের দ্বিতীয় পুত্র। পূর্ব্বলীলায় বিচক্ষণ শুক [গৌঃ গঃ ১৪৫]।

৩ শ্রীভূগর্ভ গোস্বামিপাদের শিষ্য প্রেম ১৭)।

৪ শ্রীল আচার্য্য প্রভুর শিষ্য।

আর ভৃত্য হয় প্রভুর রামদাস নাম।
সদা প্রেমোন্মাদে নাচে, লয় হরিনাম ॥ (কর্ণা ১)

৫ শ্রীআচার্য্যপ্রভুর শিষ্য ও বল্লবী কবিপতির পুত্র, বনবিষ্ণুপুরে বাস।

৬ শ্রীরসিকানন্দ প্রভুর শিষ্য। ইঁহার পত্নী—দ্রৌপদী ও পুত্র—দীনশ্যামদাস। শ্রীজংহগ্রামে ইঁহাদের বাস।

৭—৯ শ্রীরসিকানন্দ-শিষ্যত্রয় [রঃ মঃ পশ্চিম ১৪।১৪২ ১৫৯, ১৬০]।

রামদাস কবিবল্লভ—শ্রীআচার্য্য প্রভুর শিষ্য।

রামদাস কবিবল্লভ মহা আঁখরিয়া।
আচার্য্যকে বহু পুঁথি দিয়াছে লিখিয়া॥
(প্রেম ২০)

রামদাস ঘোষাল শ্রীখণ্ডবাসী, শ্রীসরকার ঠাকুরের শাখা।

রামদাস ঠাকুর—শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্য।

শ্রীরামদাস ঠাকুর প্রভুর প্রিয় ভৃত্য। (কর্ণা ১)

রামদাস দ্বিজ—ফুলিয়াগ্রামবাসী, শ্রীহরিদাস ঠাকুরের শিষ্য।

সে গ্রামেতে রামদাস নামে দ্বিজবর।
পরম পণ্ডিত হয় সর্বগুনধর॥
হরিদাসের প্রতি তার হৈল দৃঢ় ভক্তি।
তাঁর শিষ্য হঞা বিপ্রের হৈল শুদ্ধ মতি।
(প্রেম ২৪)

রামদাস পাঠান—শ্রীগৌরাঙ্গদেব শ্রীবৃন্দাবন ভ্রমণ করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন-সময়ে বৃন্দাবন-প্রান্তে এক বৃক্ষতলে উপবেশন করিয়াছিলেন। সঙ্গে বলভদ্র ভট্টাচার্য্য, মাথুর ব্রাহ্মণ ও কৃষ্ণদাস রাজপুতাদি ৪।৫ জন সঙ্গী আছেন, তখন

আচম্বিতে এক গোপ বংশী বাজাইল।
শুনি' মহাপ্রভুর মহাপ্রেমাবেশ হৈল॥
অচেতন হঞা প্রভু ভূমিতে পড়িলা।
মুখে ফেনা পড়ে, নাসায় শ্বাসরুদ্ধ হৈলা॥
(চৈঃ চঃ ১৮।১৬১—৬২)

সঙ্গী ভক্তগণ প্রভুর এই ভাব-বিহ্বলতায় কাতর হইয়া প্রভুর সেবায় নিযুক্ত হইলেন। ঠিক ঐ সময়ে সেই স্থান দিয়া কয়েকজন অশ্বারোহী পাঠান সৈন্যে পরিবেষ্টিত হইয়া জনৈক মুসলমান রাজকুমার গমন করিতেছিলেন। এই রাজকুমারের নাম 'বিজলী খাঁন'। এক অসামান্য রূপ-লাবণ্য-সম্পন্ন ফকিরকে (মহাপ্রভুকে) ঐরূপ ভাবে অচেতন, বিশেষত তাঁহার নিকট ৪।৫ জন লোককে দেখিয়া রাজকুমার ও সৈন্যগণের ধারণা হইল যে ঐ লোকগুলি নিরীহ ফকীরকে ভাঙ ধুতুরাদি মাদক দ্রব্য সেবন করাইয়া অর্থাদির অপহরণ মানসে তাঁহাকে অচেতন করাইয়াছে। এজন্য পাঠানগণ অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া প্রভুর সঙ্গীগণকে বন্ধন করত তরবারিদ্বারা কাটিতে উদ্যত হইলেন। গৌড়ীয়গণ বা বলভদ্র প্রভৃতি বাঙ্গালীগণ ইহাতে বড়ই ভীত হইলেন কিন্তু মাথুর ব্রাহ্মণ (মথুরার চৌবে) ভীত হইবার পাত্র নহেন—তিনি "আমরা এই সন্ন্যাসীর রক্ষক" বলিয়া যথাযথ উত্তর দিলেন। পাঠানগণ ইহাতে সন্তুষ্ট না হইলে তখন রাজপুত কৃষ্ণদাস কহিলেন—

কৃষ্ণদাস কহে—আমার ঘর এই গ্রামে।
শতেক তুড়কি আছে, শতেক কামানে॥
এখনি আসিবে সব, আমি যদি ফুকারি।
ঘোড়া পিড়া লুটি লবে তোমা সবা মারি'॥
(ঐ ১৭৩—৭৪)

এই কথা শ্রবণ করিয়া পাঠানগণ ভক্তগণের বন্ধনমোচন করিয়া দিলেন। পরে মহাপ্রভুর বাহ্যভাব ফিরিয়া আসিলে পাঠানগণ প্রভুকে সত্য মিথ্যা-নির্দ্ধারণ জন্য জিজ্ঞাসা করিলেন—"এই সব লোক আপনার সঙ্গী কি না?"

প্রভু বলিলেন, "হাঁ, ইহারা আমার সঙ্গী; আমার ব্যাধি আছে, তাই মধ্যে মধ্যে অচেতন হইয়া পড়ি, আর ইঁহারা আমার সেবা শুশ্রূষা করেন।" পাঠানগণ প্রভুর দর্শনেই মোহিত হইয়াছিলেন, তাহার পর প্রভুর বাক্যামৃত-শ্রবণে অধিকতর আনন্দিত হইয়া প্রভুর সহিত শাস্ত্রালাপ করিতে লাগিলেন। পাঠান সৈন্যগণের মধ্যে যিনি সর্দ্দার ছিলেন, তিনি স্বধর্ম্মপরায়ণ ও কোরাণজ্ঞ ছিলেন। তিনি মুসলমান সাধুগণের বেশ করিধান করিতেন। প্রভুর মুখে অপরূপ তত্ত্ব শ্রবণ করিয়া পাঠান সর্দ্দারের মন মোহিত হইয়া গেল। তখন তিনি প্রভুকে বলিতে লাগিলেন—

তোমা দেখি' জিহ্বা মোর বলে—কৃষ্ণ নাম।
আমি বড় জ্ঞানী—এই গেল অভিমান॥
কৃপা করি বল মোরে সাধ্য-সাধনে।
এত বলি পড়ে মহাপ্রভুর চরণে॥
প্রভু কহে—উঠ, কৃষ্ণনাম তুমি লৈলে।
কোটিজন্মের পাপ গেল, পবিত্র হইলে॥

কৃষ্ণ কহ, কৃষ্ণ কহ, কৈলা উপদেশ।
সবে কৃষ্ণ কহে, সবার হৈল প্রেমাবেশ॥

(ঐ ২০৩—৬)

মহাপ্রভু সেই পাঠান ভক্তবরকে শ্রীহরিনাম দিয়া তাঁহার নাম 'রামদাস' রাখিলেন। অন্যান্য পাঠানগণ ও রাজকুমার বিজলী খান বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন। তৎপর—সেইত পাঠান সব বৈরাগী হইলা।

পাঠান বৈষ্ণব বলি' হৈল তার খ্যাতি।

সর্ব্বত্র গাইয়ে বুলে মহাপ্রভুর কীর্ত্তি॥
সেই বিজলী খাঁন হৈল মহাভাগবত।
সর্ব্বতীর্থে হৈল তাঁর পরম মহত্ত্ব॥

(ঐ ২১০—১২)

কিছুদিন পূর্ব্বেও মুলতান সহরে ঐরূপ 'মুসলমান বৈষ্ণব' পরিদৃষ্ট হইত। শ্রীগৌরাঙ্গদেব এইরূপে বহু মুসলমানকে এই প্রেমধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন।

রামদাস বটুয়া (বাটুয়া রামদাস)—শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য।

কৃষ্ণদাস চৌধুরী আর বাটুয়া রামদাস॥

(প্রেম ২০)

মতান্তরে 'চাটুয়া রামদাসও' দেখা যায়—

জয় শ্রীচাটুয়া রামদাস ভক্তিপ ত্র।
বৈষ্ণবের পাত্র-অবশেষ ভুঞ্জে মাত্র॥

(নরো ২০)

রামদাস বিশ্বাস—কায়স্থ, শ্রীতপন মিশ্রের পুত্র শ্রীরঘুনাথ ভট্ট মহাপ্রভুকে দর্শন করিবার জন্য যখন ভৃত্য সঙ্গে করিয়া যাইতেছিলেন, তখন পথিমধ্যে বিশ্বাস-খানার কায়স্থ বংশীয় উক্ত রামদাস বিশ্বাসের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকার হয়। রামদাস বিশেষ পণ্ডিত এবং বৈষ্ণবধর্ম্মানুরাগী ছিলেন। তাঁহার উপাস্য ছিল—শ্রীশ্রীরঘুনাথ। ইনি সংসার ত্যাগ করিয়া পুরীতে বাস-সংকল্পে যাইতেছিলেন—

পথে তাঁরে মিলিলা বিশ্বাস রামদাস।
বিশ্বাসখানার কায়স্থ তেঁহো রাজার বিশ্বাস॥
সর্বশাস্ত্রে প্রবীণ, কাব্যপ্রকাশ-অধ্যাপক।
পরম বৈষ্ণব, রঘুনাথ-উপাসক॥
অষ্ট প্রহর রাম নাম জপেন রাত্রি দিনে।
সর্ব ত্যজি' চলিলা জগন্নাথ দরশনে॥

(চৈঃ চঃ অঃ ১৩।৯১—৯৩)

রঘুনাথের সহিত সাক্ষাৎ হইলে তিনি ভক্তির সহিত তাঁহার চরণসেবা করিতে লাগিলেন, অধিকন্তু তাঁহার ঝালি পর্য্যন্ত বহিয়া চলিলেন।

রামদাস ধনীর সন্তান, মহাপণ্ডিত এবং ভক্ত, ইহাতে রঘুনাথ তাহার সেবা-গ্রহণে সঙ্কুচিত হইতে লাগিল—

রামদাস কহে—আমি শূদ্র, অধম।
ব্রাহ্মণের সেবা—এই মোর নিজ ধর্ম॥ (ঐ ৯৭)

রামদাস রঘুনাথের বাক্য শুনিয়া তাঁহার সেবা করিতে লাগিলেন। ক্রমে নীলাচলে উপনীত হইয়া রঘুনাথ প্রভুর নিকটে যাইয়া রামদাসের কথা বলিলেন, কিন্তু অন্তর্য্যামী মহাপ্রভু তাঁহাকে কৃপা করিলেন না। তাঁহার অনেক গুণ থাকিলেও তাঁহার অন্তরে পাণ্ডিত্যের গর্ব্ব ছিল।

রামদাস যদি প্রথমে প্রভুরে মিলিলা।
মহাপ্রভু তাঁরে অতি কৃপা না করিলা॥
অন্তরে মুমুক্ষু তিঁহো, বিদ্যা-গর্ব্ববান।
সর্ব চিত্ত-জ্ঞাতা প্রভু সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্॥

(ঐ ১০৮—১১০)

ইহার পরে রামদাস পুরীতে বাস করিতে লাগিলেন এবং পট্টনায়কের বালকগণকে "কাব্যপ্রকাশ" পড়াইতে লাগিলেন।

রামদাস কৈল তবে নীলাচলে বাস।
পট্টনায়কের গোষ্ঠীকে পড়ায় কাব্যপ্রকাশ॥

(ঐ ১১১)

রামদাস ব্রাহ্মণ (রামভক্ত ব্রাহ্মণ)—মহাপ্রভু দক্ষিণ দেশে ভ্রমণ-কালে সিদ্ধবটে শ্রীশ্রীরঘুনাথজীর দর্শন করিতেছেন, এমন সময়ে—

তাহা এক বিপ্র তাঁরে কৈল নিমন্ত্রণ।
সেই বিপ্র রাম নাম নিরন্তর লয়।
রাম নাম বিনা অন্য বচন না কয়॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ৯।১৮—১৯)

মহাপ্রভু বিপ্রগৃহে অবস্থান করিয়া স্কন্দক্ষেত্রে শ্রীশ্রীস্কন্দ দেবের (কার্ত্তিকের) দর্শনপূর্ব্বক শ্রীত্রিবিক্রমদেবকে

দেখিয়া পুনরায় সিদ্ধবটে উক্ত বিপ্রগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া দেখিলেন—

সেই বিপ্র কৃষ্ণনাম লয় নিরন্তরে। (ঐ ২২

মহাপ্রভু বিপ্রকে কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি কহিলেন—

বাল্যাবধি রামনাম গ্রহণ আমার।
তোমা দেখি' কৃষ্ণনাম আইল একবার॥
সেই হইতে কৃষ্ণনাম জিহ্বাতে বসিল।
কৃষ্ণনাম স্ফুরে, রামনাম দূরে গেল॥
[ঐ ২৬—২৭]

তাহার পর বলিতেছেন—

তোমার দর্শনে যবে কৃষ্ণ নাম আইল।
সেই কৃষ্ণ তুমি সাক্ষাৎ ইহা নির্দ্ধারিল॥ (ঐ ৩৬)

এই বলিয়া প্রভুর শ্রীচরণ ধারণ করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলে প্রভু তাঁহাকে বিশেষ কৃপা করিয়া বৃদ্ধকাশীতে শ্রীশিব-দর্শনে গমন করিলেন।

রামদাস (শ্রীরামচন্দ্র)—ভক্ত ব্রাহ্মণ। মহাপ্রভু দক্ষিণ দেশে ভ্রমণকালে কামকোষ্ঠি হইতে দক্ষিণ মথুরাতে (মাদুরায়) আগমন করিলে, এই শ্রীরামভক্ত ব্রাহ্মণ প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিলেন।

বিপ্রবর 'রাম'-নামে দিবারাত্র তন্ময় হইয়া থাকিতেন, বাহ্যজ্ঞান লোপ পাইত। মহাপ্রভুকে আনয়ন করিয়া ব্রাহ্মণ রাম নাম করিতে করিতে একেবারে মত্ত হইয়া উঠিলেন। রন্ধনাদি করিয়া প্রভুকে যে সেবা করাইবেন, তাহাও ভুলিয়া গেলেন। প্রভু মধ্যাহ্নকৃত্য সারিয়া ভোজন করিতে আসিয়া দেখেন যে কিছুই পাক হয় নাই, এজন্য কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বিপ্রবর ভাবাবেশে বলিলেন—

বিপ্র কহে—'প্রভু মোর অরণ্যে বসতি।
পাকের সামগ্রী বনে না মিলে সম্প্রতি॥
বন্য শাক ফল মূল আনিবে লক্ষণ।
তবে সীতা করিবেন পাক প্রয়োজন॥
[চৈঃ চঃ মঃ ৯।১৮৩—১৮৪]

বিপ্রের ভাব দেখিয়া মহাপ্রভু পরম তুষ্ট হইলেন। পরে বিপ্রের বাহ্য জ্ঞান আসিলে তিনি লজ্জিত হইয়া ত্বরায় পাকের আয়োজন করিয়া প্রভুকে ভোজন করাইলেন, কিন্তু বিপ্রবর অন্ন গ্রহণ করিলেন না। প্রভু কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিলেন—

বিপ্র কহে—'মোর জীবনে নাহি প্রয়োজন।
অগ্নি জলে প্রবেশিয়া ছাড়িব জীবন॥
জগন্মাতা মহালক্ষ্মী সীতা ঠাকুরাণী।
রাক্ষসে স্পর্শিল তাঁরে—ইহা কানে শুনি॥'
(ঐ ১৭৮—১৮৯)

প্রভু ব্রাহ্মণের বেদনা বুঝিয়া কহিলেন—

প্রভু কহে—'এ ভাবনা না করিহ আর।
পণ্ডিত হঞা কেন না কর' বিচার॥
ঈশ্বর প্রেয়সী সীতা - চিদানন্দ মূর্ত্তি।
প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ে তাঁরে দেখিতে নাহি শক্তি॥
স্পর্শিবার কার্য্য আছুক, না পায় দর্শন।
সীতার আকৃতি মায়া হরিল রাবণ॥
(ঐ ১৯১—১৯৩)

প্রভুর শ্রীমুখের বাণীতে বিপ্রের আশ্বাস হইল ও অন্নজল গ্রহণ করিলেন।

ইহার পরে প্রভু যখন রামেশ্বর তীর্থে গমন করেন তখন এক বিপ্র সভাতে "কূর্ম্মপুরাণ" পাঠ হইতেছিল। প্রভু বিপ্রকে যাহা বলিয়াছিলেন, ঠিক সেই কথা উক্ত পুরাণে দেখিতে পাইয়া তিনি বিপ্রের জন্য পুরাণের ঐ স্থানের পৃষ্ঠাগুলি সংগ্রহ করিলেন। পরে প্রত্যাবর্ত্তন-কালে ঐ পত্রগুলি উক্ত বিপ্রকে প্রদান করাতে তাঁহার আর আনন্দের সীমা রহিল না।

রামদাস রায়—শ্রীনরোত্তম ঠাকুরে শিষ্য।

রামদাস রায় শাখা সর্ব্বগুণাকর। (প্রেম ২০)
জয় রামদাস রায় অতি আকিঞ্চন।
সপার্যদে গৌরচন্দ্র যার প্রাণধন॥ (নরো ১২)

রামদেব দত্ত—শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য।

গোপাল দত্ত, রামদেব, গঙ্গাদাস দত্ত।
(প্রেম ২০)
জয় রামদেব দত্ত দীনে দয়াপর।
সংকীর্ত্তন রসেতে উন্মত্ত অনিবার॥ (নরো ১২)

রামভদ্র—শ্রীনিত্যানন্দ-পুত্র, অল্পকালে নিত্যধামে গমন করেন। (নরো ১৩)

২ শ্রীনিত্যানন্দ-শাখা।

নর্ত্তক গোপাল, রামভদ্র, গৌরাঙ্গ দাস।

(চৈঃ চঃ আদি ১১।৫৩)

৩ শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর শিষ্য। শ্রীপাট—বলরামপুর।

যদুনাম, রামভদ্র, শ্রীজগদীশ্বর।

শ্যামানন্দ-শিষ্য, বাস – বলরামপুর॥

(প্রেম ২০)

৪ শ্রীহরিরামাচার্য্যের পুত্র শ্রীগোপীকান্তের শিষ্য ও শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা (নরো ১২)

রামভদ্র রায়—শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য।

বোঁচা রামভদ্র আর রামভদ্র রায়॥

তাঁহারে করিলা দয়া ঠাকুর মহাশয়॥

(প্রেম ২০)

জয় রামভদ্র রায় দুঃখীর জীবন।

নিরন্তর যার কার্য্য—নামসংকীর্ত্তন॥

(নরো ১২)

রামভদ্রাচার্য্য—শ্রীচৈতন্য-শাখা।

রামভদ্রাচার্য্য আর ভট্ট সিংহেশ্বর॥

(চৈঃ চঃ আঃ ১০।১৪৮)

মহাপ্রভু দক্ষিণ দেশ হইতে পুরীধামে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে ইনি এবং ভগবান্ আচার্য্য সর্ব্বকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া মহাপ্রভুর সেবা করিয়াছিলেন।

রাম রায়—পদকর্ত্তা, (পদকল্পতরুর ১৮৪৪ পদ)

২ শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর শিষ্য সারস্বত বংশাবতংস রাম রায় গোস্বামী প্রণীত গৌরীবিনোদিনী বৃত্তি শ্রীমন্মহাপ্রভু-কৃত শিক্ষাষ্টকের ভাষ্য, গৌরগীতা ও ব্রজভাষায় ৪০০০ পদ আছে। নাভাজি ভক্তমালে ইঁহার বর্ণনা করিয়াছেন। ইনি প্রসিদ্ধ কবি জয়দেবের বংশধর এবং অদ্যাপি বৃন্দাবনে বিহারীপাড়ায় তদ্বংশ্যগণের বাস আছে।

রামশরণ—শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্য।

রামশরণ, রসিকদাস আর প্রেমদাস।

তাহারে করিল শিষ্য আচার্য্য শ্রীনিবাস॥

(প্রেম ২০)

আর এক শিষ্য তাঁর রামশরণ নাম॥ (কর্ণা ১)

রামশরণ চট্টরাজ—শ্রীশ্যামদাস চক্রবর্ত্তীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা, শ্রীল আচার্য্য প্রভুর প্রশিষ্য ও শ্রীরামচরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের শিষ্য। 'অনুরাগবল্লী'-রচয়িতা মনোহর দাসের গুরু। ইঁহার বাসস্থান—কাটোয়ার নিকট বাগান কোলা (বেগুণকোলা—অনুরাগবল্লী ৮)

রামসেন—শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-শাখা।

কংসারি সেন, রাম সেন, রামচন্দ্র কবিরাজ।

(চৈঃ চঃ আ ১১।৫১)

রামহরি দাস সরকার—দেনুড়গ্রামবাসী উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থ, পদবী—সরকার। সেইকালে শ্রীমন্মহাপ্রভু নীলাচলে বিরাজমান। শ্রীনিত্যান্দপ্রভু গৌর দর্শনেচ্ছায় সগনে নীলাচলাভিমুখে চলিয়াছেন – অপরাহ্নে দেনুড় গ্রামে ধরার পুষ্করিণীর আম্রবাগানে আশ্রয় লইলেন। এই সঙ্গে শ্রীমদ্ বৃন্দাবন দাস ঠাকুরও ছিলেন। আহারান্তে শ্রীনিতাই চাঁদ ঠাকুর বৃন্দাবনের নিকট মুখবাস চাহিলেই তিনি পূর্ব্বদিনের সঞ্চিত হরীতকী দিলে নিত্যানন্দ এই সঞ্চয়ের জন্য তীব্র শাসন করিলেন এবং ঐ হরীতকীটি ঐ স্থানে পুঁতিয়া বলিলেন—'তুমি এইস্থানে থাকিয়া চিত্ত শোধন কর, এইস্থানেই তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ত্তি হইবে।' প্রভাতে উঠিয়া অবধূত বৃন্দাবনকে ত্যাগ করত চলিয়া গেলেন। ঠাকুর ধুলায় পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন – ইহাতে এই রামহরির চিত্ত আকৃষ্ট হইল এবং ঠাকুরকে নিজগৃহে লইয়া সেবাদি তিনি করত কালক্রমে দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। এই স্থানেই তিনি ভুবন-পাবন শ্রীচৈতন্য-ভাগবত রচনা করিয়াছিলেন। শ্রীপাট স্থাপন পূর্ব্বক শ্রীনিতাই গৌরবিগ্রহ স্থাপন করিয়াছেন। রামহরির বংশধর-গণই তত্রত্য সেবায়েত। রামহরির আজ্ঞায় তদীয় শব শ্রীনিতাইগৌরের স্নান জলের পতন স্থানে সমাহিত হয়।

রামাই—শ্রীচৈতন্য শাখা, মহাপ্রভুর ভৃত্য। পূর্বলীলার পয়োদ [গৌঃ গঃ ১৩৯]। রামাই, নন্দাই ও গোবিন্দ তিন জনে মিলিয়া মহাপ্রভুর বাটীর যাবতীয় কার্য্য করিতেন।

রামাই, নন্দাই—দোঁহে প্রভুর কিঙ্কর।

গোবিন্দের সঙ্গে সেবা করে নিরন্তর॥

বাইশ ঘড়া জল দিনে ভরেন রামাই।

গোবিন্দের আজ্ঞায় সেবা করেন নন্দাই॥

(চৈঃ চঃ আঃ ১০।১৪৩ – ১৪৪)

২ (অন্ধ)—শ্রীশ্রীবীরভদ্র গোস্বামীর শিষ্য। শ্রীখণ্ড গ্রামে যখন শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের তিরোভাব মহোৎসব হইতেছিল, সেই সময়ে অন্ধ রামাই আগমন করত কীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া বীরভদ্র প্রভুকে ও ভক্তগণকে দর্শন করিবার জন্য প্রবল আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং ব্যাকুলভাবে ক্রন্দন করিতে থাকেন। দয়ার ঠাকুর বীরভদ্র রামাইয়ের কাতরতা দেখিয়া তাহার—

চক্ষু ধরি' কহে প্রভু - দেখহ রামাই।
এই সংকীর্ত্তনে নৃত্য করয়ে সবাই॥

(প্রেম ১৯)

এই কথা বলিতে বলিতে রামাইয়ের দৃষ্টি-শক্তি হইল; তিনি আনন্দে প্রভুর পদতলে পড়িয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। বীরভদ্র রামাইকে আত্মসাৎ করিয়া লইলেন। "প্রেমবিলাস"-রচয়িতা শ্রীনিত্যানন্দ দাস তাঁহার—"বীরভদ্র চরিতে" এ বিষয়ে বিশেষভাবে লিখিয়াছেন।

রামাই গোঁসাই—[রামচন্দ্র] মা জাহ্নবার প্রিয়। ইনি গৌড়দেশে কানাই বলাই বিগ্রহ আনয়ন করেন। (বৈষ্ণব বন্দনায়)—

জাহ্নবার প্রিয় বন্দো রামাই গোঁসাই।
যে আনিল গৌড়দেশে কানাই বলাই॥
যৈছে বীরভদ্র জানি তৈছে শ্রীরামাই।
জাহ্নবা মাতার আজ্ঞা ইথে আন নাই॥

রামানন্দ বসু—শ্রীশ্রীচৈতন্য শাখা। ব্রজের কলকণ্ঠি [গৌঃ গঃ ১৭৩] কুলীনগ্রামবাসী। পদকর্ত্তা।

কুলীনগ্রামবাসী সত্যরাজ রামানন্দ॥

(চৈঃ চঃ আ ১০।৮০)

ইঁহাদের ভক্তিতে আকৃষ্ট হইয়া মহাপ্রভু বলিয়াছিলেন—

প্রভু কহে—'কুলীন গ্রামের যে হয় কুকুর।
সেহো মোর প্রিয়, অন্য জন বহুদূর॥' (ঐ ৮২)

শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর উক্তি—

কুলীনগ্রামের ভাগ্য কহনে না যায়।
শূকর চরায় ডোম সেহো কৃষ্ণ গায়॥ (ঐ ৮৩)

মহাপ্রভু ইঁহাদিগকে জগন্নাথের পট্টডোরী সরবরাহ করিতে আদেশ দিয়াছেন। (চৈঃ চঃ মধ্য ১৫।৯৮)। কুলীনগ্রামবাসীরা বৈষ্ণব-লক্ষণ জিজ্ঞাসা করিলে ক্রমশঃ—

১। প্রভু কহে—'যাঁর মুখে শুনি একবার।
কৃষ্ণনাম, সেই পূজ্য, - শ্রেষ্ঠ সবাকার'॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ১৫।১০৬)

২। 'কৃষ্ণনাম নিরন্তর যাঁহার বদনে।
সেই বৈষ্ণব-শ্রেষ্ঠ, ভজ তাঁহার চরণে॥'

(ঐ ১৬।৭২)

৩। 'যাঁহার দর্শনে মুখে আইসে কৃষ্ণনাম।
তাঁহারে জানিহ তুমি বৈষ্ণব প্রধান॥'

(ঐ ১৬।৭৪)

২ শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-শাখা।

রামানন্দ বসু জগন্নাথ, মহীধর॥

(চৈঃ চঃ আঃ ১১।৪৮)

রামানন্দ মঙ্গরাজ - শ্রীগৌরভক্ত।

রামানন্দ মঙ্গরাজ! কানাই খুঁটিয়া।
ধন্য কর' ব্রহ্মার দুর্লভ প্রেম দিয়া॥ (নামা ১৬৭)

রামানন্দ মিশ্র—দ্বিতীয় শ্রীচৈতন্যমঙ্গল-প্রণেতা জয়ানন্দ দাসের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। (জয়ানন্দ দাস দ্রষ্টব্য)

রামানন্দ রায়—শ্রীশ্রীচৈতন্য শাখা, মহাপ্রভু বলিতেছেন—

রামানন্দ সহ মোর দেহভেদমাত্র।

(চৈঃ চঃ আ ১০।১৩৪)

পূর্ব্বলীলায় বিশাখাসখী, পাণ্ডুপুত্র অর্জ্জুন এবং প্রিয়নর্ম্ম সখা অর্জ্জুন (গৌঃ গঃ ১২০—১২৪)।

ইনি উড়িষ্যার স্বাধীন নরপতি প্রতাপরুদ্রদেবের মন্ত্রী ছিলেন। সংস্কৃত ভাষায় জগন্নাথবল্লভ-নামক নাটক গ্রন্থ রচনা করেন। উক্ত গ্রন্থে রাজা প্রতাপরুদ্রের এবং স্বীয় পিতৃদেব ভবানন্দ রায়ের বিষয়ে তিনি লিখিয়াছেন। ১৩০০ শকের শেষভাগে সম্ভবতঃ কটক অঞ্চলে রামানন্দের জন্ম হয়। "দিনমণিচন্দ্রোদয়" নামক পুঁথি রামানন্দ রায়ের বংশধর মনোহর রায় রচনা করেন। উহাতে মনোহরের পূর্ব্বপুরুষগণের এইরূপ পরিচয় আছে—

জগন্নাথবল্লভ নাটক দেখি আনন্দ বরণ।
পর-পিতামহ 'রামানন্দ রায়' যেহঁ হন॥
'বাণীনাথ' পট্টনায়ক মহাশয়।
রামানন্দ ভ্রাতা তিঁহো মোর জ্ঞান হয়॥

বাণীনাথের হইল দুইটি তনয়।
গোকুলানন্দ, হরিহর রায় মহাশয়॥
তাঁহার তনয় এক 'গোবিন্দানন্দ' হইল।
মহা বিদ্যাবান্ তিঁহো এইত' কহিল॥
তাঁর দুই পুত্র হৈল 'নিত্যানন্দ', 'মনোহর'।
নিজ গ্রাম ছাড়ি' পিতা আইলা কটক নগর॥
কটকে করিলা তিঁহো এক রাজধানী।
আর কারণ কিছু নয় জুয়ারের পাণি॥
দুই পুত্র রাখি' পিতা হইল অন্তর্ধান।
সকল লইল উড়িয়া রাজা করিয়া শাসন॥
কিঞ্চিৎ রাখিল নিজগ্রাম সাতখানি।
আর সব লইল রাজা করিয়া সমানি॥

পিতৃবিয়োগ ও বিত্তনাশে দুঃখিত হইয়া মনোহরের ভ্রাতা নিত্যানন্দ রায় বর্দ্ধমানে আগমন করিয়া তথায় বিষয়-কর্ম্মের উপলক্ষে বাস করিতে থাকেন। কিছুদিন পরে কনিষ্ঠ ভ্রাতা মনোহরকেও তথায় আনয়ন করেন। ইঁহার কিছু পরেই তাঁহার মাতৃবিয়োগ ঘটে। উড়িষ্যার অন্তর্গত যাজপুরের অধীন 'রামাই আনন্দকোল' নামক গ্রামে পারিবারিক বাসস্থান ছিল। বাণীনাথের পৌত্র গোবিন্দানন্দ কটক নগরে রাজধানী স্থাপন করেন; সম্ভবতঃ জমিদার ছিলেন। গোবিন্দানন্দের মৃত্যুর পর রাজা তাঁহার পুত্রদ্বয়কে সাতখানি গ্রাম দিয়া অবশিষ্ট খাস করেন।

রাজা রামানন্দ রায়ের শাসনাধীন বিদ্যানগরেও এই কাল পর্য্যন্ত ইঁহাদের বাসভবন ছিল।

নিত্যানন্দ রায় পৈতৃক সম্পত্তি হারাইয়া পরিজনকে বিদ্যানগরের প্রাচীন বাটীতে রাখিয়া বঙ্গদেশে আগমন করেন। তিনি বর্দ্ধমানে বিষয়কর্ম করিতেন। এখানে এক বাস ভবন নির্ম্মাণ করিয়া প্রচুর ভূ-সম্পত্তি করেন।

অনুমান—১৪৫৫ বা ১৪৫৬ শকে অর্থাৎ মহাপ্রভুর তিরোভাবের পরই রামানন্দ রায়ের দেহত্যাগ ঘটে। শ্রীলোচনদাস কৃত শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে আছে-শ্রীরামানন্দ রায়ের সহিত কাঞ্চীনগরে মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ হয়। ঐস্থান গোদাবরী তটবর্ত্তী। জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে—পুরীধামেই রামানন্দ রায়ের সহিত প্রভুর মিলন-সংবাদ আছে।

'ভজন নির্ণয়' গ্রন্থে—রামানন্দ রায়কে বিশাখা সখী বলিয়া লিখিত আছে। একটি নতুন কথা লিখিত আছে যে রামানন্দ রায় রাঘবেন্দ্র পুরীর শিষ্য।

মাধব পুরীর শিষ্য—রাঘবেন্দ্র পুরী।
তাঁর শিষ্য রামানন্দ প্রেম-অধিকারী॥

পদাবলী সাহিত্যে ব্রজবুলিতে তাঁহার একটী পদ দৃষ্ট হয়, পদকল্পতরুতে (৫৭৬ সংখ্যক)।

রায়শেখর—বর্দ্ধমান পরাণ গ্রামে জন্ম। রঘুনন্দন গোস্বামীর শিষ্য। শ্রীনিত্যানন্দ-বংশসম্ভূত। ব্রজবুলি কবিতার শ্রেষ্ঠ লেখক। 'দণ্ডাত্মিকা' গ্রন্থও ইঁহার লেখনী-প্রসূত।

রুদ্র পণ্ডিত—শ্রীচৈতন্য-শাখা; পূর্ব্বলীলায় বরূথপ উপগোপাল। (গৌঃ গঃ ১৩৫)

শঙ্করারণ্য আচার্য্য, বৃক্ষের একশাখা।
মুকুন্দ, কাশীনাথ, রুদ্র উপশাখায় লেখা॥
(চৈঃ চঃ আদি ১০।১০৭)

চাতরা বল্লভপুরে সেবা অনুপাম।
ভক্তগণ যে যে ছিলা কহি তার নাম॥
কাশীশ্বর, শঙ্করারণ্য, শ্রীনাথ আর।
শ্রীরুদ্র পণ্ডিত আদি বাস সবাকার॥ (পাঃ পঃ)

শ্রীপাট—হুগলী জেলার বল্লভপুর গ্রামে গঙ্গার তীরে। ১৪৬০ শকে কার্ত্তিক মাসের কৃষ্ণাষ্টমীতে জন্ম। ইনি বাল্যকালে মাতুলালয়ে অর্থাৎ শ্রীপাট চাতরায় কাশীশ্বর (বা কাশীনাথ) পণ্ডিত গৃহে প্রতিপালিত হন। কাশীশ্বর পণ্ডিতের বংশধরগণের নিকট ইঁহার যে জীবনী আছে, তাহাতে জানা যায় যে, সেই রুদ্র পণ্ডিতই (মতান্তরে বীরভদ্র) প্রভু মুসলমান বাদশাহের সিংহ দরজা হইতে প্রস্তর আনিয়া উহা হইতে (খড়দেহের) শ্রীশ্যামসুন্দর, (সাঁইবোনার) শ্রীনন্দদুলাল এবং (বল্লভপুরের) শ্রীরাধা-বল্লভ প্রস্তুত করিয়াছিলেন।

রুদ্রপণ্ডিতের অপর ভ্রাতাদের নাম- রমাকান্ত ও লক্ষ্মণ। বল্লভপুরের বর্ত্তমান সেবায়েত চৌধুরীগণ এই রুদ্রের বংশধর। লক্ষ্মণের বংশধরগণ সাঁইবোনা গ্রামে (২৪ পরগণা) বাস করেন ও শ্রীশ্রীনন্দদুলালের সেবক। শ্রীশ্রীরাধাবল্লভজীর আদি ভগ্ন মন্দির গঙ্গার ধারে এখনও সুরক্ষিত আছে।

উহা শ্রীরামপুর জলের কলের সীমানার মধ্যে। মন্দিরের খিলান আশ্চর্য্যকর। ইংরাজ সরকার মন্দির-মধ্যে একখানি প্রস্তরফলক দিয়াছেন, তাহারে লিখিত আছে—"হেনরী মার্টিন-নামক মিশনারীদ্বারা ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে অধিকৃত।"

রুদ্রারি কবিরাজ—শ্রীগৌরভক্ত (বৈষ্ণব-বন্দনা)।

রূপ কবিরাজ শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্য। শ্রীপাট—বীরভূম। ইনি ভগবান্ কবিরাজ ও নিমাই কবিরাজের ভ্রাতা। অনুরাগবল্লীর মতে (৭ম—৪৫ পৃঃ নিমাই—ভগবান্ কবিরাজের পুত্র।

ভগবান্ কবিরাজ গুণের আলয়।
যাঁর ভ্রাতা—রূপ, নিমু, বীরভৌমালয়॥
(ভক্তি ১০।১৩৮)

রূপ গোস্বামী—শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলায় ষড়্গোস্বামির একতম। ব্রজের শ্রীরূপমঞ্জরী (গৌঃ গঃ ১৮০)। যজুর্ব্বেদীয়-ভরদ্বাজ গোত্রীয়। পূর্ব্বপুরুষের নিবাস—কর্ণাট প্রদেশে ছিল। তদানীন্তন গৌড়ের বাদশাহ হোসেন শাহের ইনি বিশিষ্ট কর্ম্মচারী ছিলেন। পরে সমুদয় বিষয় ছাড়িয়া শ্রীগৌরাঙ্গ চরণে আত্মসমর্পণ করেন।

ইঁহার শ্রীগৌরানুরাগে গৃহত্যাগ ও বিষয়-বৈরাগ্যাদি সর্বজন-প্রসিদ্ধ। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, ভক্তমাল প্রভৃতিতে সবিস্তার জীবনী আলোচ্য ও আস্বাদ্য। শ্রীমন্নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় ইঁহাকে যথার্থতঃ '**শ্রীচৈতন্যমনোহভীষ্ট-স্থাপক**' বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। শ্রীবৃন্দাবনের লুপ্ততীর্থ উদ্ধার ও ভক্তিশাস্ত্রপ্রচার—এই দুই কার্য্যের জন্যই ইনি শ্রীগৌরাঙ্গকর্ত্তৃক বিশেষভাবে উপদিষ্ট হইয়াছিলেন। প্রয়াগ হইতে শ্রীরূপ বৃন্দাবনে যান এবং তথা হইতে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক বিষয়-ব্যবস্থাদি করত আবার নীলাচলে মহাপ্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করেন। গৌড়দেশে অবস্থান-কালেই ইনি বিদগ্ধমাধব ও ললিতমাধব নাটকের রচনা-বিষয়ে উৎসুক হন। ব্রজলীলা ও পুরলীলা একই নাটকে রচনা করত ব্রজবিরহ প্রশমন করিতে তাঁহার ইচ্ছা থাকিলেও কিন্তু সত্যভামাপুরে শ্রীসত্যভামাদেবীর আজ্ঞায় এবং নীলাচলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ উপদেশে পৃথকভাবে নাটক করেন। ভক্তগোষ্ঠী সহিতে শ্রীমন্মহাপ্রভু ইঁহার রচনা শুনিয়া যে আনন্দোৎসব লাভ করিয়াছেন—তাহা একমাত্র রসিকজন-সংবেদ্য। সর্বশক্তি সঞ্চার করত প্রভু ইঁহাকে আবার শ্রীবৃন্দাবনে আচার্য্যপদ দিয়া পাঠাইয়া স্বাভীষ্টপূর্ত্তি করিয়াছেন।

গ্রন্থাবলী—ভক্তিরসামৃতসিন্ধু উজ্জ্বলনীলমণি, লঘু-ভাগবতামৃত, বিদগ্ধমাধব, ললিতমাধব, স্তবমালা, শ্রীরাধাকৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা মথুরা-মাহাত্ম্য, উদ্ধবসন্দেশ, হংসদূত, দানকেলিকৌমুদী, শ্রীকৃষ্ণজন্মতিথিবিধি, প্রযুক্তা-খ্যাতচন্দ্রিকা, নাটকচন্দ্রিকা ইত্যাদি।

রূপ ঘটক—শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্য। শ্রীপাট—যাজিগ্রামে।

শ্রীরূপ ঘটক যাজিগ্রামে যাঁর বাস।
[ভক্তি ১০।১৪২]
শ্রীরূপ ঘটক নাম প্রভুর প্রিয় ভৃত্য।
রাধাকৃষ্ণ-নাম বিনা যাঁর নাহি কৃত্য॥ (কর্ণা)

ইনি আচার্য্য প্রভুকে নিজের যাবতীয় সম্পত্তির অর্দ্ধেক দিয়াছিলেন।

রূপচন্দ্র সরস্বতী (বা রূপনারায়ণ চক্রবর্ত্তী)—শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য। ইনি দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত ছিলেন। প্রেমবিলাসে (১৯) তাঁহার এইরূপ পরিচয় আছে—

কামরূপ রাজ্যে 'এগারসিন্ধু-নামক প্রসিদ্ধ বাণিজ্য-ক্ষেত্রের নিকটে 'ভিটাদিয়া' গ্রামে লক্ষ্মীনাথ লাহিড়ীর ঔরসে এবং কমলা (কামিনী ; দেবীর গর্ভে রূপচন্দ্র (১৪২৩ হইতে ১৪২৭ শকাব্দার মধ্যে) জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালে ইনি বড়ই চঞ্চল ছিলেন, লেখাপড়ায় মনোযোগী ছিলেন না। বয়োবৃদ্ধিতেও ঐ দোষ সংশোধিত হইতেছে না দেখিয়া রূপচন্দ্রের পিতৃদেব এক দিবস ক্রুদ্ধ হইয়া পুত্রকে অন্নের পরিবর্ত্তে 'ছাই' খাইতে দিয়াছিলেন। ইহাতে রূপচন্দ্র মর্মান্তিক বেদনা পাইয়া গৃহ পরিত্যাগ করেন ও বিদ্যা উপার্জ্জনের জন্য 'পণ্ডিতবাড়ী' নামক স্থানে জনৈক অধ্যাপকের গৃহে গমন করিয়া বিদ্যাভ্যাস করিতে থাকেন। প্রবল অধ্যবসায়ের বলে অতি অল্প দিনের মধ্যেই রূপচন্দ্র অধ্যাপকের নিকট হইতে 'চক্রবর্ত্তী' উপাধি প্রাপ্ত হইয়া তথা হইতে অধিকতর বিদ্যা অর্জ্জনের জন্য শ্রীধাম নবদ্বীপে গমন করেন। পরে তথায় অধ্যয়নান্তে 'আচার্য্য' উপাধি লাভে খ্যাত হন।

এইরূপে ভারতের প্রধান প্রধান বিদ্যাক্ষেত্র হইতে শিক্ষা লাভ করিয়া পরিশেষে সরস্বতী ও মহাশ্রুতিধর আখ্যায় পরিশোভিত হইয়া দিগ্বিজয়-মানসে দেশ-বিদেশে ভ্রমণ করিতে থাকেন।

পুরীধামে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের সহিত রূপচন্দ্রের সাক্ষাৎ হইয়াছিল, কিন্তু রূপচন্দ্র তখন বিদ্যারসে উন্মত্ত। দূর হইতেই তিনি প্রভুকে দর্শন করিয়াছিলেন।

দিগ্বিজয় করিতে করিতে রূপচন্দ্র শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরূপ গোস্বামী ও সনাতন গোস্বামীর অদ্ভুত পাণ্ডিত্যের কথা শ্রবণ করিয়া তাহাদিগকে পরাজিত করিবার মানসে তথায় আগমন করেন। বিচার-প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইবামাত্রই তৃণাদপি সুনীচ শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন-প্রভুদ্বয় বিনা বিচারেই রূপচন্দ্রের জয়পত্রে "পরাজিত হইলাম" বলিয়া স্বাক্ষর করিয়া দেন; কিন্তু এই সংবাদে শ্রীসনাতন গোস্বামির ভ্রাতুষ্পুত্র বালক শ্রীশ্রীজীবগোস্বামী মর্মান্তিক বেদনা পাইয়া রূপচন্দ্রের সহিত বিচার-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন এবং সাত দিবস পরে রূপচন্দ্রকে পরাজিত করেন। শ্রীরূপগোস্বামী এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীজীবকে বর্জন করেন। পরে রূপচন্দ্র গোস্বামিগণের মহত্ত্ব উপলব্ধি করিয়া তাঁহাদের চরণাশ্রিত হন। ঐ সময়ে ইনি পক্কপল্লী-নামক স্থানের রাজা নরসিংহের সভায় কিছুদিনের জন্য সভাপণ্ডিত ছিলেন।

রাজা নরসিংহ পণ্ডিতমণ্ডলী লইয়া সর্বদাই শাস্ত্রালোচনায় রত থাকিতেন। বিশিষ্ট পণ্ডিতগণের নাম—

যদুনাথ বিদ্যাভূষণ কাশীনাথ আর।
তর্কভূষণ-উপাধি তাঁর সর্ব্বত্র প্রচার॥
হরিদাস শিরোমণি, চন্দ্রকান্ত আর।
ন্যায়পঞ্চানন উপাধিতে সর্ব্বত্র প্রচার॥
নিবারণ, দুর্গাদাস—এই দুই জন।
বিদ্যাবাগীশ, বিদ্যারত্ন উপাধি হন॥ (প্রেম ১৯)

ঐ সময়ে রাজা নরসিংহের নিকট সংবাদ আসে - "ঘোর কলিকাল উপস্থিত! খেতুরীর রাজা কৃষ্ণানন্দ দত্তের পুত্র নরোত্তম শূদ্র হইয়াও ব্রাহ্মণকে দীক্ষা প্রদান করিয়া শিষ্য করিতেছেন! হিন্দুধর্ম লোপ পাইল—

কৃষ্ণানন্দ দত্ত-পুত্র নরোত্তম দাস।
ব্রাহ্মণেরে মন্ত্র দিয়া কৈল সর্ব্বনাশ॥
বুঝি এতদিনে ঘোর কলি উপস্থিত।
শূদ্রের ব্রাহ্মণ শিষ্য শুনি কাঁপে চিত্ত॥ (প্রেম)

রাজা আরও শুনিলেন—"নরোত্তমের জন্য ধর্মকর্ম্ম পণ্ড হইয়া যাইতেছে। দেবীর পূজায় বলিদান রহিত হইতেছে। লোক মৎস্য মাংস ভোজন পরিত্যাগ করিয়া 'হরি হরি' বলিয়া চীৎকার করিয়া নাচিয়া কুঁদিয়া পাগল হইয়া যাইতেছে। নরোত্তম কুহক বিদ্যা জানে। সেই বিদ্যাবলে দেশকে ছারখারে দিতেছে। স্বয়ং দেশের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা, এজন্য ব্রাহ্মণের জাতি, ব্রাহ্মণের মানসম্ভ্রম রক্ষা করিয়া সনাতন হিন্দুধর্ম্মকে প্রতিষ্ঠিত করাই তাঁহার কর্ত্তব্য'।

রাজা নরসিংহ তাঁহার সভাসদ পণ্ডিত-মণ্ডলীতে এ বিষয়ের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের ভারার্পণ করিলে স্থিরীকৃত হইল— সভাপতি রূপচন্দ্র খেতুরীতে গিয়া শ্রীনরোত্তমের সহিত শাস্ত্রযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন।

রূপচন্দ্র শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের মহত্ত্ব পূর্বেই অবগত হইয়াছিলেন; পূর্ব হইতেই নরোত্তমের সঙ্গলাভ করিবার জন্য তাঁহার বাসনা হইতেছিল। এক্ষণে তিনি অন্তরে অত্যন্ত আনন্দানুভব করিয়া বাহিরে ক্রোধ-প্রকাশ করিয়া কহিলেন—

রূপনারায়ণ কহে—'চল মহারাজ।
গোষ্ঠীসহ চল ইথে না করিহ ব্যাজ॥'

তিনি পণ্ডিতগণকেও কহিলেন 'পণ্ডিতগণ! চলুন আমরা গিয়া নরোত্তমকে ঐ সকল অশাস্ত্রীয় কার্য্যের জন্য শাস্ত্রযুদ্ধ করিয়া পরাজিত করি।' এই বলিয়া সকলে খেতুরী অভিমুখে গমন করিয়া খেতুরীর সন্নিকটে 'কুমারপুর' নামক গ্রামে আসিয়া বাসাবাড়ী নির্দ্দেশ করিলেন।

এদিকে খেতুরীতে এই সংবাদ প্রচারিত হইতে বিলম্ব হইল না। শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের অভিন্নাত্মা শ্রীল রামচন্দ্র কবিরাজ রহস্য-উদ্দেশ্যে তদীয় ভ্রাতা (প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা) শ্রীল গোবিন্দ দাস এবং শ্রীঠাকুরের ব্রাহ্মণ-শিষ্য শ্রীল গঙ্গারাম চক্রবর্ত্তী, হরিহর, রামকৃষ্ণ, জগন্নাথ প্রভৃতি কয়েকজন বিশিষ্ট শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতকে পানবিক্রেতা,

বারুই, তৈল-বিক্রেতা (তেলি) প্রভৃতি সাজাইয়া পণ্যদ্রব্য সহ কুমারপুরের বাজারে বসাইয়া দিলেন। রাজা নরসিংহের সভাপণ্ডিতগণ বাজারে দ্রব্য ক্রয় করিতে আসিয়া মূল্যাদি জিজ্ঞাসা করিলে তদুত্তরে বিক্রেতাগণ বিশুদ্ধ সংস্কৃতে উত্তর প্রদান করিতে লাগিলেন; অধিকন্তু শাস্ত্রপ্রসঙ্গও করিতে লাগিলেন। পণ্ডিতগণ সামান্য পণ্যজীবিগণের পাণ্ডিত্য দর্শনে স্তম্ভিত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন—"যে দেশের নিম্ন শ্রেণীর লোক এমত বিদ্বান্, সে দেশের পণ্ডিতগণের বিদ্যাবত্তা যে কত উচ্চ তাহা কি বলিতে হয়? এজন্য এস্থানে শাস্ত্রাদির বিচারে প্রবৃত্ত হইলে নিশ্চয়ই অপমানিত হইতে হইবে।' এই ভাবিয়া পণ্ডিতগণ পলায়নই শ্রেয়স্কর বিবেচনা করিলেন; কিন্তু রূপচন্দ্র কাহাকেও পলায়ন করিতে দিলেন না। তিনি বৈষ্ণব-মাহাত্ম্য পূর্ব্বেই অবগত হইয়াছিলেন। এজন্য পরদিবস সদলবলে নরোত্তম ঠাকুরের সকাশে উপনীত হইলেন এবং নরোত্তমের সঙ্গলাভে কৃত-কৃতার্থ হইয়া সকলকে বুঝাইয়া দিলেন—

হৃদে যাঁর ব্রহ্ম আছে, সে হয় ব্রাহ্মণ।
বাহ্য পৈতা কেবল ব্রাহ্মণ জাতির লক্ষণ॥ (প্রেমবিলাস)

ইহার পরে তাঁহার নিকট রূপচন্দ্র ও পণ্ডিতমণ্ডলী দীক্ষা গ্রহণ করিয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। রাজা নরসিংহ এবং তাঁহার রাণী রূপমালা নরোত্তম ঠাকুরের নিকট দীক্ষিত হইয়া বৈষ্ণব-ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। রূপচন্দ্র বিদ্যার্জনের সুফলে নরোত্তম ঠাকুরের শ্রীচরণে আশ্রয় লাভ করিয়াছিলেন।

কথিত আছে ইনি ব্রজধাম হইতে শ্রীরাধা ও শ্রীব্রজমোহন বিগ্রহ সঙ্গে লইয়া গৃহাভিমুখে যাত্রা করেন। শ্রীমূর্ত্তির সেবার জন্য ইনি কিছু সম্পত্তির প্রত্যাশায় দিল্লীর বাদশাহের নিকট উপনীত হন এবং স্বীয় সঙ্গীত-কলায় তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়া প্রার্থনানুসারে ভিটাদিয়া ও এগার সিন্দুরের নিকটবর্ত্তী অনেক ভূ-সম্পত্তির সনদ লিখিয়া লন। সনদ লইয়া রূপনারায়ণ দেশে আসিয়া শুনিলেন যে তাঁহার পিতার পরলোক হইয়াছে। এখন এগার সিন্দুরে তাঁহার ভজনমন্দির নির্মিত হইয়া শ্রীবিগ্রহ-সেবা স্থাপিত হয়।

রূপনারায়ণ—শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের শিষ্য—খেতুরী-নিবাসী। রাঢ়ীশ্রেণী সাবর্ণগোত্রীয় ব্রাহ্মণ।

রূপমালা—শ্রীঠাকুর মহাশয়ের শিষ্য ও রাজা নরসিংহের পত্নী।

রূপ রায়—শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য। ইনি বহু মুসলমানকে বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন।

জয় রূপ রায় গানে অতি বিচক্ষণ।
যাঁর গান শুনি' প্রেমে ভাসয়ে যবন॥ (নরো ১২)
রূপ রায় শাখা হয় ভুবনপাবন।
যিঁহো করিলেন বহু যবন তারণ॥ (প্রেম ২০)

[ল]

লইছন—শ্রীরসিকানন্দ-শিষ্য (রঃ মঃ পশ্চিম ১৪। ১৫৯)।

লক্ষ্মণপণ্ডিত—হুগলী জেলার শ্রীরামপুরের নিকট চাতরা গ্রামে বাস। ইনি গৌরাঙ্গ-পরিষদ কাশীনাথ পণ্ডিতের ভাগিনেয় ও শিষ্য ছিলেন। বল্লভপুরের রুদ্র পণ্ডিতের সহোদর ভ্রাতা (কাহারও মতে বৈমাত্রেয় ভ্রাতা) লক্ষণ পণ্ডিত ২৪ পরগণার সাঁইবোনা গ্রামে বিবাহ করেন ও তথায় শ্রীশ্রীনন্দদুলালজীর সম্বন্ধে প্রবাদ আছে যে শ্রীনিত্যানন্দ-তনয় শ্রীল বীরভদ্র প্রভুর নির্মিত একই প্রস্তরে তিন শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহ নির্মিত হইয়াছেন, তন্মধ্যে শ্রীপাট খড়দহ গ্রামে বীরভদ্র প্রভু শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দরজীউকে প্রতিষ্ঠা করেন, অপর দুই বিগ্রহের মধ্যে বল্লভপুরে শ্রীশ্রীরাধাবল্লভ ও সাঁইবোনাতে পূর্ব্বোক্ত শ্রীশ্রীনন্দদুলাল বিগ্রহ স্থাপিত হন; কিন্তু শ্রীনন্দদুলাল প্রতিষ্ঠান-সম্বন্ধে 'বৈষ্ণবাচার-দর্পণ-গ্রন্থে জানা যায়—শ্রীবৃন্দাবনের প্রসিদ্ধ মধু পণ্ডিত মহারাজ ঐ সাঁইবোনাতে উক্ত বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। লক্ষণ পণ্ডিতের বংশধরগণ অদ্যাপি সাঁইবোনা গ্রামে বাস করিতেছেন। প্রতি মাঘী পূর্ণিমাতে ঐ স্থানে উৎসব হইয়া থাকে।

লক্ষ্মণাচার্য্য—শ্রীগৌরভক্ত।

ওহে লক্ষ্মণাচার্য্য! এই মাত্র চাই।
অপ্রসাদি দ্রব্য যেন ভুলিয়া না খাই॥
(নামা ২৫৪)

লক্ষ্মীকান্ত বা দ্বারী লক্ষ্মীনারায়ণ—ইনি খানাকুল

কৃষ্ণনগরের শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-সখা শ্রীল অভিরাম গোস্বামীর শিষ্য ছিলেন। পাটনা গ্রামে (?) ইঁহার শ্রীপাট ছিল।

পাটনা গ্রামেতে দ্বারী লক্ষ্মীনারায়ণ ॥ [পাঃ পঃ]

লক্ষ্মীকান্ত—পদকর্ত্তা, পদকল্পতরুর ১১৭ সংখ্যক পদটি অতি সুন্দর।

'কি খেনে দেখিলুঁ গোরা, নবীন কামের কোঁড়া' ইত্যাদি।

লক্ষ্মীকান্ত দ্বিজ—শ্রীখণ্ডবাসী, শ্রীসরকার ঠাকুরের শাখা।

লক্ষ্মী ঠাকুরাণী—শ্রীনিবাস আচার্য্যের মাতা-ঠাকুরাণী। যাজিগ্রামের বলরাম আচার্য্যের কন্যা। (শ্রীনিবাস আচার্য্য দ্রষ্টব্য)।

লক্ষ্মীদেবী—শ্রীযদুনন্দন আচার্য্যের পত্নী। ইঁহার দুই কন্যা—শ্রীমতী এবং নারায়ণী। এই দুই কন্যাকেই শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর পুত্র শ্রীল বীরভদ্র গোস্বামী বিবাহ করেন।

যদুনন্দনের ভার্য্যা লক্ষ্মী নাম তাঁর।
কহিতে কি অতি পতিব্রতা ধর্ম্ম যাঁর।

(ভক্তি ১৩।২৫১)

লক্ষ্মীধর—শ্রীধরস্বামিপাদের ভ্রাতা, নামকৌমুদী-প্রণেতা। ইঁহার চারিটী কবিতা (১৬, ২৯, ৩৩, ৩৪) পদ্যাবলিতে সমাহৃত হইয়াছে।

লক্ষ্মীনাথ পণ্ডিত—শ্রীগদাধর পণ্ডিতের শিষ্য।

শ্রীহর্ষ, রঘু মিশ্র, পণ্ডিত লক্ষ্মীনাথ।

(চৈঃ চঃ আদি ১২।৮৫)

ইনি পূর্বলীলার রসোন্মাদা [গৌঃ গঃ ১৯৬, ২০৫]।

ব্রজলক্ষ্মীনাথদাসং করুণালয় বিগ্রহম্।
মহাভাবান্বিতং বন্দে ব্রজসৌভাগ্যদায়কম্ ॥

(শাঃ নিঃ ২৬)

লক্ষ্মীনাথ লাহিড়ী—ইনি শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের মর্ম্মী ভক্ত প্রসিদ্ধ স্বরূপ দামোদরের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। পিতার নাম—পদ্মগর্ভাচার্য্য। ব্রহ্মপুত্র নদীর তীরে ভিটাদিয়া গ্রামে ইঁহার বাস ছিল।

সেই স্বরূপ দামোদরের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা।
লক্ষ্মীনাথ লাহিড়ী হন, শুন সব শ্রোতা ॥

(প্রেম ২৪)

শ্রীগৌরাঙ্গদেব অধ্যাপক অবস্থায় যখন পূর্ববঙ্গে ভ্রমণ করেন, সেই সময়ে শ্রীহট্টে পিতামহ উপেন্দ্র মিশ্রের গৃহে গমন করিয়াছিলেন বলিয়া প্রবাদ। ঐ প্রসঙ্গে তিনি ভক্ত লক্ষ্মীনাথ পণ্ডিতের বাটীতেও ৩।৪ দিন অবস্থান করিয়াছিলেন।

সেই লক্ষ্মীনাথ ভক্ত পণ্ডিত-প্রধান।
দিন চারি তাঁর ঘরে প্রভুর বিশ্রাম ॥

* * *

লক্ষ্মীনাথে বড় দিয়া প্রভু গৌরহরি ॥
কিছু দিনে শ্রীহট্টেতে আসিলেন চলি ॥

(প্রেম ২৪)

শ্রীলক্ষ্মীপতি-ইনি প্রসিদ্ধ শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী গোস্বামীর এবং শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর গুরুদেব।

কে কহিতে পারে লক্ষ্মীপতির মহিমা।
যাঁর শিষ্য মাধবেন্দ্র পুরী এই সীমা ॥

* * *

লক্ষ্মীপতি-স্থানে শিষ্য হৈলা নিত্যানন্দ।
বাড়াইল তাঁর অতি অদ্ভুত আনন্দ ॥

(ভক্তি ৫।২২৭১, ২৩১১)

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভু তীর্থভ্রমণ করিতে করিতে পাণ্ডারপুরে বিট্‌ঠলনাথজীর মন্দিরের নিকট জনৈক ব্রাহ্মণ-গৃহে লক্ষ্মীপতি গোস্বামির সাক্ষাৎ প্রাপ্ত হন। ঐ সময়ে লক্ষ্মীপতি স্বপ্ন দেখেন—

এই গ্রামে আইলা এক ব্রাহ্মণ কুমার।
অবধূত-বেশ, শিষ্য হইবে তোমার ॥
এই মন্ত্রে শিষ্য তুমি করিবে তাহারে।
এত কহি' মন্ত্র কহে তাঁর কর্ণদ্বারে ॥

(ভক্তি ৫।২২৯৭ ৯৮)

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু প্রভাতে লক্ষ্মীপতি-স্থানে আগমন করিলে তিনি মহানন্দে তাঁহাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন, এবং শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু তাহার নিকট দীক্ষা প্রার্থনা করিলে তিনি প্রভুকে দীক্ষিত করিলেন!

সেইদিন নিত্যানন্দে দীক্ষামন্ত্র দিলা ॥

(ঐ ২৩০৬)

দীক্ষান্তে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু অন্যত্র গমন করিলে

লক্ষ্মীপতি তাঁহার প্রিয় শিষ্যের জন্য এমত কাতর হইলেন যে অচিরেই তিনি স্বধাম গমন করিয়াছিলেন।

কারে কিছু না কহে. ধরিতে নারে ধৈর্য্য।
সেই দিন হইতে দশা হইল আশ্চর্য্য॥
দেখিয়া চিন্তিত হইলেন শিষ্যগণ।
অকস্মাৎ লক্ষ্মীপতি হইলেন সঙ্গোপন॥

(ঐ ৫।২৩২৫—২৫)

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর পাণ্ডারপুরে অবস্থিতিতে ঐ দেশবাসী সকলেই সাধুভাবান্বিত হইয়াছিলেন।

পাণ্ডারবাসীর ভক্তি কহনে না যায়।
অদ্যাপি প্রবল ভক্তি শ্রীনিতায়ের কৃপায়॥

(ঐ ২৩২৮)

ঐ পাণ্ডারপুরে শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের অগ্রজ শ্রীল বিশ্বরূপের সিদ্ধিলাভ হয়। ঐ স্থানে তাঁহার সমাধি আছে বলিয়া শোনা যায়, কিন্তু উহা ঠিক কোন স্থানে তাহার নিরূপণ হয় নাই। শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরও দাক্ষিণাত্যে ভ্রমণ-সময়ে ঐ স্থানে গমন করিয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া—শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের প্রথমা গৃহিণী। পাশ্চাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণ শ্রীল সনাতন মিশ্রের কন্যা। অধ্যাপক শ্রীগৌরসুন্দর যখন পূর্ব্ববঙ্গ ভ্রমণে গমন করেন, সেই সময় লক্ষ্মীদেবী কালসর্প-দংশনচ্ছলে অন্তর্ধান করেন। পূর্ব্বলীলায় ইনি জানকী ও রুক্মিণী (গৌঃ গঃ ৪৫ – ৪৬)।

২ শ্রীগঙ্গাদাস ভট্টাচার্য্যের (শ্রীচৈতন্যদাসের) পত্নী ও শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর জননী।

লঘু কেশব—শ্রীগৌরভক্ত।

হে লঘুকেশব! অগ্নি জ্বালো তার মুখে।
দারু শিলা-স্বর্ণাদি শ্রীমূর্ত্তি যে না দেখে॥

(নামা ২১৮)

লঘু হরিদাস—শ্রীবৃন্দাবনে বল্লভভট্টের পুত্র বিট্ঠলেশ্বরের গৃহে ম্লেচ্ছ ভয়ে যে শ্রীশ্রীগোপালজীকে (ইনি শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী গোস্বামীর সেবিত শ্রীবিগ্রহ, বর্ত্তমানে নাথদ্বারে শ্রীনাথজী-নামে প্রসিদ্ধ) এক মাস লুকাইয়া রাখা হইয়াছিল, সেই সময়ে লঘু হরিদাস শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভৃতি ভাগবতগণের সঙ্গে বিট্ঠলেশ্বর-গৃহে আগমন করত শ্রীশ্রীগোপালজীউকে দর্শন করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। ইনি কিন্তু 'ছোট হরিদাস' নহেন।

পুণ্ডরীকাক্ষ, ঈশান আর লঘু হরিদাস॥
এই সব মুখ্য ভক্ত লঞা নিজ সঙ্গে।
শ্রীগোপাল দরশন কৈল বহু রঙ্গে॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ১৮।৫২—৫৩)

ললিত ঘোষাল—ব্রাহ্মণ; শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য। ইনি পূর্ব্বে প্রসিদ্ধ চাঁদরায়ের দলে ডাকাতি করিতেন। বড়ই দুর্দ্ধর্ষ ছিলেন, শ্রীনরোত্তম-কৃপায় পরে পরম ভক্ত হয়েন।

গোবিন্দ বাড়ুজ্যে, আর ললিত ঘোষাল।
ঠাকুর মহাশয়ের প্রভাব জানি তাঁর মর্ম।
সবে হইলেন শিষ্য ছাড়ি পূর্ব কর্ম॥ (প্রেম ১৯)

লালদাস—নাভাজীকৃত হিন্দী ভক্তমালের বঙ্গভাষায় অনুবাদক। [নামান্তর—কৃষ্ণদাস]। এই লালদাস শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর পঞ্চম অধস্তন বলিয়া প্রকাশ।

'যদি থাকে মনের গোলমাল।
তবে (নিত্য) পড় ভক্তমাল॥'

লাল পুরুষোত্তম (?)—শ্রীরসিকানন্দ শিষ্য (রঃ মঃ পশ্চিম ১৪।১৩১)।

লোকনাথ-শ্রীগৌরপার্ষদ। চতুঃসনের অন্যতম সনাতন? (গৌঃ গঃ ১০৭)।

লোকনাথ গোস্বামী—পূর্ব্বলীলায় মঞ্জুলালী সখী। যশোহর জিলায় তালখড়ি গ্রামে শ্রীপাট—

যশোর দেশেতে তালখৈড়া গ্রামে স্থিতি।
মাতা - সীতা, পিতা—পদ্মনাভ চক্রবর্ত্তী॥

(ভক্তি ১।২৯৬)

১৪৩১ শকের অগ্রহায়ণ মাসে ইনি সংসারাশ্রম ত্যাগ করিয়া শ্রীনবদ্বীপ ধামে মহাপ্রভুর নিকট উপনীত হইলে মহাপ্রভু ইঁহাকে শ্রীবৃন্দাবনে গমন করিতে আদেশ করেন। শ্রীলোকনাথ শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর শিষ্য শ্রীভূগর্ভ গোস্বামীকে সঙ্গে হইয়া শ্রীবৃন্দাবনে গমন করেন। পদব্রজে রাজমহল, তাজপুর, পূর্ণিয়া, অযোধ্যা ও লক্ষ্ণৌ হইয়া গোকুলে বা ব্রজে উপনীত হন। শ্রীগৌরভক্তগণমধ্যে সর্বপ্রথম সুবুদ্ধি মিশ্র তৎপরে এই দুই গোস্বামীই ব্রজে গমন

করিয়াছিলেন। লোকনাথ সংসার আশ্রম ছাড়িলেও বেশ পরিবর্ত্তন করেন নাই—

যজ্ঞোপবীত স্কন্ধে কিবা রূপবান্।
কিবা ব্রহ্মচারী-রূপ মদন-সমান ॥ (প্রেম)

শ্রীল লোকনাথ গোস্বামী নবদ্বীপে আসিলে মহাপ্রভু তাঁহাকে বৃন্দাবনে পাঠাইয়া দেন. কিন্তু মহাপ্রভুর সহিত লোকনাথের আর দেখা হয় নাই। উহাই শেষ প্রকট দর্শন, কারণ মহাপ্রভু সন্ন্যাসের পরে নীলাচলে গমন করেন—

তথা হইতে গেলা প্রভু দক্ষিণ ভ্রমণে।
তাহা শুনি' লোকনাথ চলিলা দক্ষিণে ॥
দক্ষিণ হইয়া প্রভু আইলা বৃন্দাবন।
লোকনাথ শুনি ব্রজে করিলা গমন ॥
প্রভু বৃন্দাবন হইয়া প্রয়াগে চলিলা।
লোকনাধ ব্রজে আসি ব্যাকুল হইলা ॥
(ভক্তি ১।৩১০—৩১২)

এইরূপে মহাপ্রভুকে দর্শন-জন্য লোকনাথ ভারত ভ্রমণ করিয়া তাঁহার দর্শন না পাওয়াতে বড়ই ব্যাকুল হইলেন। মহাপ্রভু প্রয়াগে গমন করিয়াছেন শুনিয়া পুনরায় তিনি প্রয়াগের দিকে ধাবিত হইলেন। কিন্তু ঐ সময়ে মহাপ্রভু লোকনাথকে স্বপ্নযোগে দর্শন দিয়া ছুটাছুটি করিতে নিষেধ করিয়া দিলেন। লোকনাথ ব্রজে ফিরিয়া বাস করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে ব্রজের ছত্রবনের নিকট উমরাও গ্রামে কিশোরী কুণ্ডের নিকটে তিনি শ্রীরাধাবিনোদ বিগ্রহ প্রাপ্ত হয়েন এবং বক্ষে ধারণ করিয়া ভ্রমণ করিতে থাকেন। ব্রজবাসীরা তাঁহাকে কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া দিতে চাহিলেও তিনি স্বীকৃত হইলেন না ; বৃক্ষতলেই অবস্থিতি করিলেন। পরে গোস্বামিগণের প্রবল আগ্রহে তিনি তাঁহাদের নিকট অবস্থিতি করিতে থাকেন।

এই লোকনাথ গোস্বামীই প্রসিদ্ধ শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের দীক্ষা-গুরু। শ্রীনরোত্তম ঠাকুর বহুদিনের সাধ্য সাধনায় ইঁহার নিকট হইতে দীক্ষা-প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ঐ শ্রীনরোত্তম ঠাকুরই ইঁহার একমাত্র শিষ্য। ইঁহার বৈরাগ্যের কাহিনী অপরূপ। যখন শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থ রচনা করিতেছিলেন, সেই সময়ে লোকনাথ গোস্বামী উক্ত গ্রন্থমধ্যে তাঁহার কোনরূপ কাহিনী লিখিতে নিষেধ করেন ; সেই কারণে তাঁহার কোন জীবনী জানিবার উপায় নাই।

এই লোকনাথ গোস্বামীর ভ্রাতৃ-বংশধর—প্রসিদ্ধ নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় ঋষিবর মুখোপাধ্যায় এবং মহামহোপাধ্যায় ফণীভূষণ তর্কবাগীশ প্রভৃতি।

শ্রীলোকনাথ গোস্বামী ১৩১০ শকের পূর্ব্বে স্বধাম গমন করেন। শ্রীগোকুলানন্দ মন্দিরে তাঁহার সমাধি আছে। শ্রীবিগ্রহ ঐস্থানে অদ্যাপি সেবিত হইতেছেন।

লোকনাথ দাস (পণ্ডিত) – শ্রীঅদ্বৈত-শাখা।

লোকনাথ পণ্ডিত আর মুরারি পণ্ডিত।
[চৈঃ চঃ আঃ ১২।৬৪]

ইনি শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর পত্নী সীতাদেবীর জীবন-চরিত লিখিয়াছেন। উক্ত গ্রন্থের নাম '**সীতাচরিত্র**'। প্রামাণিক চরিত গ্রন্থের সহিত এই গ্রন্থ মিলে না।

লোকনাথ পণ্ডিত—ইনি শ্রীগৌরাঙ্গদেবের কনিষ্ঠ মাতুল শ্রীল রত্নগর্ভাচার্য্যের পুত্র। মহাপ্রভুর মাতামহ শ্রীল নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী, ইঁহার দুই পুত্র—যোগেশ্বর পণ্ডিত এবং রত্নগর্ভাচার্য্য। দুই কন্যা—শ্রীশ্রীশচীমাতা ও শ্রীমতী সর্বজয়াদেবী।

মহাপ্রভুর মাতামহের 'রথীতর' গোত্র। শ্রীহট্ট হইতে আসিয়া ইনি নবদ্বীপের বেলপুকুরে বাস করেন। এই লোকনাথ পণ্ডিত মহাপ্রভুর অগ্রজ শ্রীলবিশ্বরূপ (সন্ন্যাসাশ্রমের নাম শ্রীলশঙ্করারণ্য) প্রভুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া তাঁহারই সঙ্গে সঙ্গে ভ্রমণ করিয়াছেন।

ক) শচীর পিতার গৃহ বেলপুকুরিয়া।
যোগেশ্বর পণ্ডিত পিতার জ্যেষ্ঠ তনয়।
রত্নগর্ভ পণ্ডিত, শচী তার ছোট হয় ॥
তাঁর পুত্র লোকনাথ পণ্ডিত গুণবান্।

খ) (বিশ্বরূপের) শঙ্করারণ্য পুরী নাম হইল তাঁহার।
কি কহিব গুণ তার যতেক প্রকার।
তাঁহার হইল শিষ্য পণ্ডিত লোকনাথ।
তীর্থ করেন, সেবা করেন. নিরবধি সাথ ॥
(প্রেম ৭)

লোকনাথ ভট্ট – শ্রীগদাধর পণ্ডিতের উপশাখা।

লোকনাথ-ভট্টসংজ্ঞং প্রেমানন্দ-সুখালয়ম্।
রাধাকৃষ্ণরসে মগ্নং শ্রীচম্পকলতিকাভিধম্ ॥
(শাঃ নিঃ ৪৭)

লোকানন্দাচার্য্য—দিগ্‌বিজয়ী পণ্ডিত শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুরের শিষ্য—'**ভক্তিসার-সমুচ্চয়**'-নামক গ্রন্থের প্রণেতা। '**ভক্তিচন্দ্রিকাপটল**'ও ইঁহারই সংকলিত বৈষ্ণব স্মৃতি।

লোচনদাস বা **ত্রিলোচন দাস**—প্রসিদ্ধ 'শ্রীচৈতন্য-মঙ্গল' গ্রন্থ প্রণেতা, বৈদ্যকুলোজ্জ্বলকারী। বর্দ্ধমানের ১৫ ক্রোশ উত্তরে ও গুস্করা ষ্টেশনের ৫ ক্রোশ উত্তরে কোগ্রাম নামক গ্রামে ১৪৪৫ শকে জন্ম। মাতার নাম—শ্রীমতী সদানন্দী, পিতার নাম—কমলাকর দাস। মাতামহীর নাম—অভয়া দেবী। ইনি শ্রীখণ্ডের প্রসিদ্ধ শ্রীগৌরাঙ্গ-পারিষদ শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুরের শিষ্য। ১৫৩৭ খৃষ্টাব্দে ১৭ বৎসর বয়ঃক্রমকালে ইনি শ্রীচৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থ রচনা করেন। ১৫৮৯ খৃষ্টাব্দে ইঁহার তিরোভাব হয়। গুস্করা ষ্টেশনের নিকট কাঁদরা গ্রামে ৺প্রাণকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তীর গৃহে লোচন দাসের স্বহস্ত-লিখিত শ্রীচৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থ আছে বলিয়া শুনা যায়।

শ্রীলোচনদাস শ্রীখণ্ডের শ্রীসরকার ঠাকুরের বিখ্যাত তিরোভাব উৎসবে উপস্থিত থাকিয়া ভক্তগণকে মাল্যচন্দন দিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়—

শ্রীযদুনন্দন, শ্রীলোচন দুই জন।
লইলেন পুষ্পমাল্য সুগন্ধি চন্দন ॥ [ভক্তি ৯।৫৯১]

শ্রীলোচনদাসের বিস্তৃত জীবনী পাওয়া যায় না। **গ্রন্থাবলি**—শ্রীচৈতন্যমঙ্গল, প্রার্থনা, দুর্লভসার, পদাবলি (ধামালী)।

[শ]

শঙ্কর—শ্রীনিত্যানন্দ শাখা।

শঙ্কর, মুকুন্দ, জ্ঞানদাস, মনোহর ॥
(চৈঃ চঃ আদি ১১।৫২)

২ শ্রীচৈতন্য-শাখা। কুলীনগ্রামবাসী।

যদুনাথ, পুরুষোত্তম, শঙ্কর, বিদ্যানন্দ।
(চৈঃ চঃ আ ১০।৮০)

৩ শ্রীরসিকানন্দ-শিষ্য [রঃ মঃ পশ্চিম ১৪।১৫৯]

শঙ্কর ঘোষ—ডম্ফবাদ্যে শ্রীগৌড়ের আনন্দদায়ক। পূর্ব্বলীলায় সুধাকর (গৌঃ গঃ ১৪২)।

শ্রীশঙ্কর বন্দো বড় অকিঞ্চন রীতি।
ডম্ফের বাদ্যেতে যে প্রভুর কৈল প্রীতি ॥
[শ্রীদেবকীনন্দনের বৈষ্ণব বন্দনা]

শঙ্কর দাস—পদকর্ত্তা, পদকল্পতরুতে তিনটী পদ আছে, একটি শ্রীগৌরবিষয়ক, অন্য দুইটি মাথুর।

শঙ্কর পণ্ডিত- শ্রীচৈতন্য শাখা। দামোদর পণ্ডিতের ভ্রাতা। পূর্বলীলায় ভদ্রা (গৌঃ গঃ ১৫৭)

তাঁহার অগ্রজ শাখা শঙ্কর পণ্ডিত।
'প্রভু প্রাদোপধান'—যাঁর নাম বিদিত ॥
(চৈঃ চঃ আদি ১০।৩৩)

শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরণ-সম্বাহন-সৌভাগ্যই ইঁহাকে বৈষ্ণব জগতে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে।

প্রভুপাদতলে শঙ্কর করেন শয়ন।
প্রভু তাঁর উপর করেন পাদ-প্রসারণ ॥
'প্রভু পাদোপধান' বলি' তাঁর নাম হইল।
পূর্ব্বে বিদুরে যেন শ্রীশুক বর্ণিল ॥
শঙ্কর করেন প্রভুর পাদ-সম্বাহন।
ঘুমাঞা পড়েন, তৈছে করেন শয়ন ॥
উঘাড় অঙ্গে পড়িয়া শঙ্কর নিদ্রা যায়।
প্রভু উঠি আপন কাঁথা তাহারে জড়ায় ॥
নিরন্তর ঘুমায় শঙ্কর শীঘ্র চেতন।
বসি' পাদ চাপি' করে রাত্রি জাগরণ ॥
তাঁর ভয়ে নারেন প্রভু বাহিরে যাইতে।
তাঁর ভয়ে নারেন ভিত্তে মুখাব্জ ঘসিতে ॥
(চৈঃ চঃ অন্ত্য ১৯।৬৮ ৭৪)

গৌর পাদ-উপাধান ঠাকুর শঙ্কর।
গৌর-অঙ্গ গন্ধে মত্ত কর নিরন্তর ॥ (নামা ৬৫)

শঙ্কর পাগল—শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর শিষ্য। ইনি পরে শ্রীঅদ্বৈত-প্রভুর মতাবলম্বী না হইয়া জ্ঞানমার্গে প্রবেশ করেন এবং অদ্বৈত-প্রভু কর্ত্তৃক সম্প্রদায় হইতে পরিত্যক্ত হয়েন।

অদ্বৈত আচার্য্যের শাখা 'শঙ্কর'-নামেতে।
জ্ঞানপথে তার নিষ্ঠা হৈল ভালমতে ॥

অদ্বৈত শঙ্কর প্রতি কহে বারে বারে।
'মনোরথ-সিদ্ধি মুঞি কৈনু এ প্রকারে ॥
ছাড় ছাড় ওরেরে পাগল! নষ্ট হৈলা।'
তেহো না ছাড়ে, তাহে অদ্বৈত ত্যাগ কৈলা ॥
মহাবহির্মুখ বীজ করিল রোপণ।
ক্রমে বৃদ্ধি হবে জানিল বিজ্ঞগণ ॥
(ভক্তি ১২।১৯৮৫—৮৮)

অদ্বৈতপ্রকাশ (২০।৯৩ পৃঃ) এবং প্রেমঃ ২৪ বিলাসে এ প্রসঙ্গ আছে।

শঙ্কর বিশ্বাস—শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য। পদকর্ত্তা।

কৃষ্ণদাস ঠাকুর আর শঙ্কর বিশ্বাস। (প্রেম ২০)
জয় বৈষ্ণবের প্রিয় শঙ্কর বিশ্বাস।
গৌরগুণ গানে যেঁহ পরম উল্লাস ॥ (নরো ১২)

শঙ্কর ভট্টাচার্য্য—ইনি বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। শ্রীপাট—নৈহাটী। এই নৈহাটী 'নৈটী'-নামে খ্যাত; কাটোয়ার নিকট। ইনি বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ হইয়াও কায়স্থ-কুলরবি শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া তাঁহার শিষ্য হইয়াছিলেন।

আর শাখা বৈদিক ব্রাহ্মণ শঙ্কর ভট্টাচার্য্য।
(প্রেম ২০)
জয় শঙ্কর ভট্টাচার্য্য নানাগুণে পূর্ণ।
পাষণ্ডীগণের অহঙ্কার করেন চূর্ণ ॥ (নরো ১২)

শঙ্করানন্দ সরস্বতী—বৃন্দাবন হইতে পুরীতে আসিয়া ইনি শ্রীমন্মহাপ্রভুকে গোবর্দ্ধনের শিলা ও গুঞ্জামালা উপহার দিয়াছিলেন। শ্রীগৌরসুন্দর স্মরণের কালে গুঞ্জা-মালা পরিতেন এবং গোবর্দ্ধন-শিলাকে হৃদয়ে, নেত্রে, শিরে বা নাসায় লইতেন—অশ্রুসিক্ত করিতেন। তিন বৎসর শিলামালা এইভাবে সেবা করিয়া মহাপ্রভু শ্রীদাস গোস্বামিকে দিয়াছিলেন [চৈঃ চঃ অন্ত্য ৬।২৮৮—৩০৭]।

শঙ্করারণ্য শ্রীচৈতন্যদেবের অগ্রজ শ্রীল বিশ্বরূপের সন্ন্যাসাশ্রমের নাম। ইনি মহাপ্রভুর সন্ন্যাসের বহু পূর্ব্বেই সংসার ত্যাগ করিয়া কাশীতে শ্রীকৃষ্ণ ভারতীর নিকট যোগপট্ট লইয়া সন্ন্যাসী হয়েন এবং ভ্রমণ করিতে করিতে শোলাপুরের সন্নিকট পাণ্ডুরঙ্গপুরে (বর্ত্তমান পন্ঢরপুর, যেখানে শ্রীশ্রীবিট্ঠলনাথের মন্দির অবস্থিত) সিদ্ধি প্রাপ্ত হন। মহাপ্রভু যখন সন্ন্যাস লইয়া ভ্রমণ করিতে করিতে পাণ্ডারপুরে উপস্থিত হয়েন, তখন ঐ স্থানে শ্রীরঙ্গপুরীর সহিত প্রভুর সাক্ষাৎ হয় এবং শ্রীরঙ্গপুরী মহাপ্রভুকে শ্রীবিশ্বরূপের সিদ্ধি-প্রাপ্তির কথা বিবৃত করেন। শুনা যায়—ঐস্থানে শঙ্করারণ্যের সমাধি আছে।
(চৈঃ ভাঃ আদি ৭।৭৩, মধ্য ২২।১০৬)

শঙ্করারণ্য আচার্য—শ্রীচৈতন্য-শাখা।

শঙ্করারণ্য আচার্য্য—বৃক্ষের এক শাখা।
মুকুন্দ, কাশীনাথ, রুদ্র—উপশাখা লেখা ॥
(চৈঃ চঃ আদি ১০।১০৬)

পুরীধামে "গুণ্ডিচা-মার্জ্জন" করিবার পরে ইনি মহা-প্রভুর সঙ্গে পিণ্ডোপরি উপবেশন করিয়া মহাপ্রসাদ ভোজন করিয়াছিলেন।

শঙ্করারণ্য ন্যায়াচার্য্য, রাঘব, বক্রেশ্বর। *
পিণ্ডাপরি বসে প্রভু লঞা এত জন ॥
(চৈঃ চঃ মধ্য ১২।১৫৭—৫৮)

ইঁহার শ্রীপাট—বর্ত্তমানে হুগলী জেলার শ্রীরামপুরের নিকটেই চাতরা গ্রামে। চাতরাকে "চারটা" নামেও বৈষ্ণব-গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়।

চারটা বল্লভপুরে সেবা অনুপাম।
ভক্তগণ যে যে ছিলা কহি তার নাম।
কাশীশ্বর, শঙ্করারণ্য, শ্রীনাথ পণ্ডিত আর।
শ্রীরুদ্র পণ্ডিত আদি বাস সবাকার ॥

অদ্যাপিহ চাতরা গ্রামে মহাপ্রভুর মন্দির আছে।

শচী বেলপুখুরিয়া নিবাসী শ্রীনীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর কন্যা, শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের পত্নী এবং শ্রীবিশ্বরূপ ও শ্রীবিশ্বম্ভরের জননী। (প্রেমঃ ৭) নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর দুই পুত্র—যোগেশ্বর ও রত্নগর্ভ, কন্যা—শচীদেবী। গৌরগণোদ্দেশ (৩৮) মতে ইঁহাতে যশোদা, অদিতি, কৌশল্যা, পৃশ্নি ও দেবকীর প্রবেশ হইয়াছে।

শচীনন্দন দাস—ব্রাহ্মণ, ইনি প্রসিদ্ধ শ্রীবংশীবদন ঠাকুরের পৌত্র। শ্রীচৈতন্য দাসের কনিষ্ঠ পুত্র। ইনি "শ্রীগৌরাঙ্গ বিজয়" নামক গ্রন্থ রচনা করেন। (বংশী-

* শঙ্কর, নন্দনাচার্য আর রাঘব, বক্রেশ্বর—গৌড়ীয় সংস্করণের পাঠান্তর।

বদন দ্রষ্টব্য)। এতদ্ব্যতীত পদকল্পতরুতে ইঁহার দুইটি পদ দেখা যায়।

শচীনন্দন বিদ্যানিধি—বৰ্দ্ধমান জিলার চানক গ্রামবাসী, ১৭০৭ শাকে উজ্জলনীলমণির '**উজ্জলচন্দ্রিকা**' নামে পদ্যানুবাদ করেন।

শচীরাণী—শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর শিষ্যা ও মুরারির পত্নী (প্রেম ২০)।

শতানন্দ খাঁ—ইনি খঞ্জ ভগবান্ আচার্য্যের পিতা।

তার পিতা বিষয়ী বড় সদানন্দ খাঁ।

(চৈঃ চঃ অন্ত্য ২।৮৮)

শতানন্দের অপর পুত্রের নাম—গোপাল ভট্টাচার্য্য।

গোপাল ভট্টাচার্য্য নাম তার ছোট ভাই। (ঐ ৮৯)

(ভগবান্ আচার্য্য ও গোপাল ভট্টাচার্য্য দ্রষ্টব্য)

শম্বরারি—কংসারি সেনের অন্য নাম। ইনি সদাশিব কবিরাজের পিতা। 'চন্দ্রপ্রভায়' ইঁহার ও তদ্‌বংশাবলীর নাম আছে। 'সদাশিব কবিরাজ' দ্রষ্টব্য।

শম্ভুরাম—শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামিপাদের শিষ্য, গুজরাটবাসী (প্রেম ১৮)।

শশিশেখর—বৰ্দ্ধমান জেলায় পরাণ গ্রামে জন্ম। ইঁহার ভ্রাতা চন্দ্রশেখর। রায়শেখর, কবিশেখর, নৃপ-শেখর-ইত্যাদি নামে পদাবলীর ভণিতা দেখা যায়। ইনি শ্রীখণ্ডের শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুরের শিষ্য। 'গোপাল-বিজয়' ইঁহার রচনা।

[বীরভূম-বিবরণে (৩।১৫৩ পৃষ্ঠায়) প্রকাশ যে কাঁদরার মঙ্গল ঠাকুরের দ্বিতীয় পুত্র গোপীরমণের বংশে সুপ্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা চন্দ্রশেখর ও শশিশেখর জন্মগ্রহণ করেন। মুলুকের পদকর্ত্তা বিশ্বম্ভর ঠাকুরের স্বহস্ত লিখিত পদই তাহার সাক্ষ্য দিতেছে পদটি এই—

শ্রীশশিশেখর জয় জয়

চন্দ্রশেখর-অনুজ জয় পরম করুণাময়॥

রসময় সঙ্গীত মনোহর সুবচন অনুপাম ভাবনিদান।

সুকবি সুগায়ক কোকিল সুস্বর মধুর বিনোদ তালমান॥

কতেক যতনে মঝু শিক্ষা সমাপিলা হাম অবোধ বোধহীন।

কহ বিশ্বম্ভর প্রণতি পুরসর চরণে শরণাগত দীন॥

এই মতে শেখরদের পিতা—শ্রীগোবিন্দানন্দ ঠাকুর, জন্মভূমি কাঁদরা]।

শাকর মল্লিক—শ্রীসনাতন গোস্বামিপাদের বাদশাহ-দত্ত পূর্ব্ব নাম। মহাপ্রভু ইহাকে 'সনাতন' নাম দেন (চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ১।২৭৩)

শিখিধ্বজ—শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর শিষ্য।

শিখিধ্বজ, গোপাল, শাখা ভজন প্রবল।

সঙ্কীর্ত্তনে নাচে কহে 'হরি হরি বোল'॥

(প্রেম ২০)

শিখি মাহিতি—কায়স্থ। শ্রীচৈতন্যশাখা, পূর্ব্বলীলায় রাগলেখা (গৌঃ গঃ ১৮৯)। উৎকল-দেশবাসী। পুরী-ধামে থাকিতেন (চৈঃ চঃ আদি ১০।১৩৬)

শিখি মাহিতি আর মুরারী মাহিতি॥

ইনি শ্রীজগন্নাথ-মন্দিরের লেখনাধিকারী বা ইতিহাস লেখক ছিলেন।

শিখি মাহিতি এই লিখন-অধিকারী॥

(ঐ মধ্য ১০।৪২)

ভ্রাতার নাম—মুরারী মাহিতি, ভগিনীর নাম—শ্রীমতী মাধবী দাসী। শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-লীলাতে প্রেমের পাত্র মাত্র সাড়ে তিন জন ছিলেন—

জগতের মধ্যে পাত্র—সাড়ে তিন জন॥

স্বরূপ গোসাঞি আর রায় রামানন্দ।

শিখি মাহিতি তিন, তাঁর ভগিনী অৰ্দ্ধ জন॥

(ভ অন্ত্য ২।১০৬)

প্রেমরাজ্যের উচ্চাধিকারী হইতেছেন—শ্রীশিখি মাহিতি। মহাপ্রভু সন্ন্যাস লইয়া যখন পুরীতে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের গৃহে আগমন করেন, তখন ইঁহারা তিন জনই প্রভুকে দর্শন করিতে গমন করেন। প্রথম দর্শনমাত্রেই মুরারি ও মাধবী দাসী দুই জনে মহাপ্রভুকে সেই গোকুল-বিহারী শ্রীকৃষ্ণ জানিয়া মন প্রাণ সমর্পণ করেন, কিন্তু শিখি মাহিতি যেমন তেমনই থাকেন, অধিকন্তু তিনি ভ্রাতা ও ভগিনীর সহিত তর্ক করিতে থাকেন—"আগন্তুক সন্ন্যাসী সর্ব্বতোভাবে মহাপুরুষ বটেন, কিন্তু তা' বলিয়া তাঁহাকে ভগবান্ বলিতে পারি না।"

মুরারি এবং মাধবী দাসী ভ্রাতার বাক্যে বড়ই

মর্ম্মাহত হইলেন। পরেও তর্ক থামিল না, বরং ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল—মুরারি ও মাধবী দাসী ভাবিলেন পাছে কোন দিন ভ্রাতার মুখ হইতে মহাপ্রভুর নিন্দা-সূচক কোন কথা বাহির হয়, তাই দুইজনে শিখি মাহিতির সহিত মুখদেখা-দেখি পর্য্যন্ত বন্ধ করিয়া দিলেন। পরে এক দিবস গভীর রাত্রে হঠাৎ শিখি মাহিতির কক্ষ হইতে ভয়ানক রোদন-ধ্বনি শ্রুত হইলে মুরারি ও মাধব দাসী ভ্রাতার কোন বিপদ হইয়াছে বুঝিয়া দ্রুতপদে গৃহমধ্যে গিয়া দেখেন- তাহার গণ্ড বাহিয়া অশ্রু পড়িতেছে, তাঁহারা দেখিয়াই বুঝিলেন - 'এ অশ্রু, এ রোদন কোন বিপদের নহে, ইহা পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেমের ধারা।' তখন তিন ভ্রাতা ভগিনীতে গলা ধরাধরি করিয়া আকুল প্রাণে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। ভাবের উপশম হইলে শিখি মাহিতি বলিলেন—'ভাই! তোমরা শ্রীগৌরাঙ্গের নিজজন, তোমাদের কৃপায় আজ প্রভু আমার হৃদয় মন্দিরে উদয় হইয়াছেন।' পরদিন ভ্রাতা ও ভগ্নী সঙ্গে শিখি মাহিতী গরুড় স্তম্ভের নিকটে গমন করিয়া মহাপ্রভুর চরণে চিরজীবনের তরে বিক্রীত হইয়া গেলেন।

শিবচরণ বিদ্যাবাগীশ—শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য। ইনি পূর্ব্বে তাঁহার নিন্দা করিতেন, পরে মহাভক্ত হন।

শিবচরণ, দুর্গাদাস, এই দুই জন॥
বিদ্যাবাগীশ, বিদ্যারত্ন উপাধি সবে কন॥
(প্রেম ১৯)

শিবভক্ত ব্রাহ্মণ—নাম অজ্ঞাত।

আর দিন শিবভক্ত শিব-গুণ গায়।
প্রভুর অঙ্গনে নাচে ডম্বুরু বাজায়॥
মহেশ আবেশ হৈলা শচীর নন্দন।
তারি স্কন্ধে চড়ি নৃত্য কৈল বহুক্ষণ॥
(চৈঃ চঃ আদি ১৭।৯৯-১০০)

এই প্রসঙ্গে চৈঃ ভাঃ ৮।৯৬-১০৪ দ্রষ্টব্য।

শিবরাম চক্রবর্ত্তী—শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য। ইনি পূর্বে চাঁদ রায়ের সঙ্গে দস্যুবৃত্তি করিতেন, পরে শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের কৃপায় পরম বৈষ্ণব হন।

হরিরাম গাঙ্গুলী আর শিবরাম চক্রবর্ত্তী।
ঠাকুর মহাশয়ের প্রভাব জানি তাঁর মর্ম।
সবে হইলেন শিষ্য ছাড়ি পূর্ব কর্ম॥ (প্রেম ১৯)

শিবরাম দাস—শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য। পদ-কর্ত্তা (?)।

বৈষ্ণবচরণ শাখা, শিবরাম দাস। (প্রেম ২০)
জয় শিবরাম দাস পরম উদার।
গৌরনিত্যানন্দাদ্বৈত সর্বস্ব যাঁহার॥ নরো ১২)

শিবাই—শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর শাখা।

সিবাই, নন্দাই, অবধূত পরমানন্দ॥
(চৈঃ চঃ আদি ১১।৪৯)

শিবাই আচার্য—শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য। নিবাস—গোয়াসে। হরিরাম ও রামকৃষ্ণের পিতা। ইনি ঘোর শাক্ত ছিলেন।

শিবাই আচার্য্য মোর পিতা সবে কন।
বহু-অর্থব্যয়ে কৈল ভবানী-পূজন॥ (নরো ১০)

শিবাই দাস—পদকর্ত্তা, পদকল্পতরুতে ছয়টি পদ আছে।

শিবানন্দ—পদকর্ত্তা, পদকল্পতরুতে তিনটি পদ আছে।

২ শ্রীচৈতন্য-শাখা। উড়িষ্যা-দেশবাসী।

পরমানন্দ মহাপাত্র, ওঢ্র শিবানন্দ।
(চৈঃ চঃ আদি ১০।১৩৫)

শিবানন্দ চক্রবর্ত্তী—শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য প্রভুর শিষ্য।

আচার্য্য গোসাঞির শিষ্য - চক্রবর্ত্তী শিবানন্দ॥
(চৈঃ চঃ আদি ৮।৭০)

২ শ্রীগদাধর পণ্ডিতের শাখা। ব্রজবাসী। ইনি পূর্ব্বলীলায় লবঙ্গমঞ্জরীর প্রকাশ (গৌঃ গঃ ১৮৩)।

চক্রবর্ত্তী শিবানন্দ সদা ব্রজবাসী।
[চৈঃ চঃ আদি ১২।৮৭]
শিবানন্দমহং বন্দে কুমুদানন্দ-নামকম্।
রসোজ্জ্বলযুতং স্বচ্ছং বৃন্দাকানন বাসিনম্॥
(শাঃ নিঃ ২৯)

৩ (দস্তর) - শ্রীচৈতন্য-শাখা। নীলাচলবাসী ভক্ত। 'দস্তর' ইহার উপাধিও হইতে পারে।

শিঙ্গাভট্ট, কামাভট্ট, দস্তর শিবানন্দ।
(চৈঃ চঃ আদি ১০।১৪৯)

শিবানন্দ সেন—বৈদ্য। ব্রজলীলায়—বীরা দূতী (গৌঃ গ· ১৭৬)। শ্রীপাট—কুমারহট্ট (হালিসহর)।

কাচরাপাড়া কুমারহট্টে শিবানন্দের স্থিতি।
পূর্ব্বে স্বচিত্রা নাম ইঁহার হয় খ্যাতি॥ (পাঃ পঃ)

ইনি শ্রীগৌরাঙ্গের পরম ভক্ত। ইনি প্রতি বর্ষে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণকে লইয়া ঘাটি সমাধান করত নীলাচলে যাইতেন। (চৈঃ চঃ মধ্য ১৬।২৬ ২৭), একবার এক বাগ্যবান কুকুরও ইঁহার সঙ্গে যাত্রা করেন এবং পথিপধ্যে সেবকের ত্রুটিতে অন্তর্হিত হইয়া শ্রীগৌর পার্শ্বে গমন করেন (চৈঃ চ. অন্ত্য ১।১৭ ৩৩)। ইনি শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর পাদপ্রহার পাইয়া সৌভাগ্যাতিরেক মনে করিয়াছিলেন (ঐ অন্ত্য ১২·১৭-৩৩); ইহাতে শ্রীকান্তের অভিমান হয়। পুরী দাসের মুখে প্রভু পদাঙ্গুষ্ঠদানচ্ছলে অতুলনীয় কবিত্ব শক্তি সঞ্চার করেন (ঐ অন্ত্য ১২।৩৪-৫৩)। শ্রীনকুল ব্রহ্মচারির দেহে প্রভুর আবেশ-বিষয়ে শিবানন্দের সন্দেহের মীমাংসা (চৈঃ চঃ অন্ত্য ২।১৬—৩২) হয়। প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারির সহিত শিবানন্দের মিলনাদি (ঐ অন্ত্য ২।৪৭-৭৪) প্রসঙ্গ আলোচ্য। অতএব—

শিবানন্দ সেন প্রভুর ভৃত্য অন্তরঙ্গ।
(চৈঃ চঃ আদি ১০।৪৫)

শিশুকৃষ্ণ দাস—(ঠাকুর কানাইর নামান্তর। কানাই বা কানু ঠাকুর দেখ)। শ্রীনিত্যানন্দ ভক্ত।

প্রসিদ্ধ ছাওয়াল কৃষ্ণদাস মহাশয়।
নিত্যানন্দ নিরবধি যাঁহার হৃদয়॥ (জয়ানন্দ চৈঃ মঃ)

শীতল রায়—শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য।

প্রভুরাম দত্ত শাখা, আর শীতল রায়।
যে শুনে তাহার মনে আনন্দ অপার।
এই কয়ের ভক্তি·রীতি অতিচমৎকার॥ (প্রেম ২)
জয় শীতলরাম—স্বভাব-শীতল।
যাঁরে দেখি মহাসুখী বৈষ্ণবসকল॥ (নরো ১২)

শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী শ্রীচৈতন্য শাখা। পূর্বলীলায় যজ্ঞপত্নী বা যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ (গৌঃ গঃ ১৯১)।

শুক্লাম্বর-ব্রহ্মচারী বড় ভাগ্যবান্।
যাঁর অন্ন মাগি' কাড়ি' খাইলা ভগবান্॥
(চৈ: চঃ আদি ১০।৩৮)

নবদ্বীপবাসী দরিদ্র ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ। মহাপ্রভুর পরম ভক্ত। মহাপ্রভু গয়াধাম হইতে নবদ্বীপে আগমন করিয়া ইহারই গৃহে তাঁহার প্রেম কাহিনী প্রথমে বিবৃত করেন। ইঁহারই ঝুলি হইতে মুষ্টি মুষ্টি তণ্ডুল প্রভু কাড়িয়া খাইয়াছিলেন।

সংকীর্ত্তনাবেশে প্রভু বৈসে এ খট্টায়।
ভিক্ষা করি' শুক্লাম্বর আইলা হেথায়॥
মহাপ্রীতে প্রভু সে ঝুলিতে হাত দিয়া।
খায়েন তণ্ডুল তাঁরে 'সুদামা' বলিয়া॥
কত দৈন্য করি' ব্রহ্মচারি শুক্লাম্বর।
ঝুলি কান্ধে কীর্ত্তনে নাচয়ে মনোহর॥
শ্রীশুক্লাম্বরের প্রেম-চেষ্টা নিরখিতে।
গণসহ প্রভুর আনন্দ বাড়ে চিতে॥
(ভক্তি ১২।২৭৫৪—৫৭)

শুদ্ধ সরস্বতী—শ্রীগৌর-পার্ষদ সন্ন্যাসী।

শুদ্ধ সরস্বতী বন্দো বড় শুদ্ধমতি।
প্রভুর চরণে যাঁর বিশুদ্ধা ভকতি॥ (বৈষ্ণববন্দনা)

শুভানন্দ—শ্রীচৈতন্য-শাখা। পূর্ব্বলীলার মালতী [গৌঃ গঃ ১৯৪, ১৯৯]।

শ্রীনাথ মিশ্র, শুভানন্দ, শ্রীরাম, ঈশান॥
(চৈঃ চঃ আদি ১২।১১০)

ইতি মহাপ্রভুর মুখামৃত-পানে উন্মত্ত হইয়াছিলেন— শ্রীরথাগ্রে নৃত্য-কীর্ত্তনে বিভোর শ্রীগৌরাঙ্গদেবের—

কভু নেত্রে, নাসায় জল, মুখে পড়ে ফেন।
অমৃতের ধারা চন্দ্রবিম্বে বহে যেন॥
সেই ফেন লইয়া শুভানন্দ কৈল পান।
কৃষ্ণপ্রেম রসিক তেঁহো মহাভাগ্যবান্॥
(চৈঃ চঃ মধ্য ১৩।১০৯—১০)

ইতি খেতরীর মহোৎসবে উপস্থিত ছিলেন।

শুভানন্দ রায়—কুলীন ব্রাহ্মণ। নবদ্বীপের জমিদার। ইঁহার দুই পুত্র—রঘুনাথ ও জনার্দ্দন। এই রঘুনাথের পুত্র বিখ্যাত—জগাই ও জনার্দ্দনের পুত্র—মাধাই।

নবদ্বীপবাসী শ্রীশুভানন্দ রায়।
ব্রাহ্মণকুলেতে জন্ম কুলীন যে হয়॥

নবদ্বীপের জমিদার, রাজা তার খ্যাতি।
দেশ-বিদেশে যাঁর ঘোষয়ে সুকৃতি ॥
পাতসাহের সঙ্গে অতিশয় প্রীত তাঁর।
পরম সুন্দর তাঁর দুই ত কুমার ॥
জ্যেষ্ঠ রঘুনাথ, কনিষ্ঠ জনার্দ্দন দাস।
পরম পণ্ডিত সর্ব্বগুণের বিলাস ॥ (প্রেম ২১)

শ্যাম—শ্রীরসিকানন্দ-শিষ্য [রঃ মঃ পশ্চিম ১৪।১৪২]

শ্যামকিশোর—শ্রীরসিকানন্দ শিষ্য [রঃ মঃ পশ্চিম ১৪।১২৩]। ২ ঐ [ঐ ১৪।১৩১]।

শ্যামগোপাল দাস—শ্রীরসিকানন্দ-প্রভুর শিষ্য।

শ্রীশ্যামগোপাল দাস অতি শুদ্ধমতি।
রসিকশেখর যাঁর কুল শীলজাতি ॥

(রঃ মঃ পশ্চিম ১৪।৬৭)

শ্যামদাস—শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর ভ্রাতা। শ্রীকবিরাজ গোস্বামী সংসার ছাড়িয়া শ্রীবৃন্দাবনে গমন করিবার পূর্ব্বে তাঁহার গৃহে (কাটোয়ার সন্নিকট নৈহাটীর নিকটে ঝামটপুর গ্রামে) অহোরাত্র শ্রীহরিনাম সংকীর্ত্তন হইতেছিল। ঐ উৎসবে গুণার্ণব মিশ্র নামক জনৈক ব্রাহ্মণের নাম পাওয়া যায়। শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর প্রিয় পারিষদ শ্রীমীনকেতন মহাশয় ঐ উৎসবে নৃত্য এবং শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর মহিমা-গীত করিতেছিলেন।

শ্যামদাস শ্রীগৌরাঙ্গের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাসী ছিলেন, কিন্তু শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর প্রতি তাঁহার তাদৃশ বিশ্বাস ছিল না ; এজন্য তিনি রামদাস মীনকেতনের সহিত তর্ক করেন। এই তর্কে রামদাস বড়ই বিরক্ত হইয়া স্বীয় হস্তের বংশী ভঙ্গ করিয়া সভা হইতে চলিয়া যান। এই বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী স্বগ্রন্থে লিখিয়াছেন—

মোর ভ্রাতা সনে তার কিছু হৈল বাদ ॥
চৈতন্য গোসাঞিতে তাঁর সুদৃঢ় বিশ্বাস।
নিত্যানন্দ-প্রতি তাঁর বিশ্বাস আভাস ॥

[চৈঃ চঃ আ ৫।১৭২-৭৩]

ক্রুদ্ধ হইয়া বংশী ভাঙ্গি চলে রামদাস। (ঐ ১৭৮)

কবিরাজ গোস্বামী ভ্রাতা শ্যামদাসের উপরে বড়ই ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন—

দুই ভাই এক তনু—সমান প্রকাশ।
নিত্যানন্দ না মান, তোমার হবে সর্ব্বনাশ ॥
একেতে বিশ্বাস, অন্যে না কর সম্মান।
"অর্দ্ধকুকুটী-ন্যায়" তোমার প্রমাণ ॥ (ঐ ১৭৫—৭৬)

তুমি যদি দুইজনকেই না মানিয়া পাষণ্ড হও, সে উত্তম, কিন্তু এককে মানিবে, অন্যকে মানিবে না, ইহা ভণ্ডের কার্য্য। পরদিনই কবিরাজ গোস্বামী সংসার ত্যাগ করিলেন।

২ (**বড়শ্যামদাস** ভাগবতাচার্য্য ; ভাগবতাচার্য্য শ্যামদাস দ্রষ্টব্য)।

৩ শ্রীশ্যামানন্দ-প্রভুর অন্যতম শিষ্য ও সুকবি। ইনি মেদিনীপুর সহরের আট ক্রোশ পূর্বে কেদারকুণ্ডু পরগণার হরিহরপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা শ্রীমুখ দে ও মাতা—ভবানী। ভরদ্বাজগোত্রীয় কায়স্থ। ইনিও শ্রীশ্রীশ্যামানন্দপ্রভুর ন্যায় 'দুঃখীশ্যাম' নামে পরিচিত। ইঁহার রচিত গ্রন্থ—'গোবিন্দমঙ্গল', ইহাতে শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত দশমস্কন্দের মধুর লীলাময় কাহিনী ছন্দোবৈচিত্র্যের সহিত বর্ণিত। স্থলবিশেষে ব্রহ্মবৈবর্ত্তাদি পুরাণ হইলেও সাহায্য লইয়া ইনি এই গ্রন্থ রসাল করিয়াছেন। করুণরস বর্ণনায় ইহার 'বারমাস্যা' অতি সুন্দর। এতদ্ব্যতীত ইনি শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রীধরস্বামিপাদের টীকার আলোকে একখানা পদ্যানুবাদও করিয়াছিলেন। ইনি 'গোবিন্দমঙ্গল' গ্রন্থখানিকে প্রতিদিন পুষ্পচন্দনে পূজা করিতেন। তাঁহার পরেও উহা অদ্যাবধি পূজিত হইতেছেন।

৪ শ্রীরসিকানন্দ-প্রভুর ভ্রাতুষ্পুত্র ও শিষ্য। (রঃ মঃ পশ্চিম ১৪।১১৯)। ২—৭ ঐ শিষ্য (ঐ ১৪।১২৩, ১৪০, ১৫০, ১৫৩, ১৫৬, ১৬১)।

৫ শ্রীনিবাস আচার্য্যের শাখা। আচার্য্য-প্রভুর শিষ্য—গোপাল দাস, তৎশিষ্য গোপীমোহন, তৎশিষ্য শ্যামদাস। শ্রীপাট খড়গ্রাম।

তিঁহো মহাভাগবত, কি তার কথন।
যাঁর শিষ্য শ্যামদাস খড়গ্রাম ভবন ॥ (কর্ণা ১)

শ্যামদাস আচার্য্য—ইনি 'ছোট্ট শ্যামদাস' নামে খ্যাত ছিলেন। শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর দ্বিতীয়া ভার্যা শ্রীদেবীর

গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। সীতা ঠাকুরাণী ইহাকে স্তন্যপান করাইয়া পালন করেন।

পুত্র-স্নেহে সীতা তারে করাইলা স্তন্যপান।
সীতা মায়ে চতুর্ভুজা দেখে শ্যামদাস মতিমান॥
(প্রেম ২৪)

ইঁহার বংশধরগণ নবগ্রামে বাস করিতেছেন।

অভিন্ন-অচ্যুত বন্দো আচার্য্য শ্যামদাস।
(বৈষ্ণব বন্দনা)

২ শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্য। শ্রীব্যাসাচার্য্যের পুত্র। শ্রীপাট—বনবিষ্ণুপুর। শ্রীজীব গোস্বামী শ্রীবৃন্দাবন হইতে পত্রদ্বারা তাঁহার কুশল জিজ্ঞাসা করিতেন।

পত্রীমধ্যে শ্যামদাসাচার্য্য যাঁর নাম।
তিঁহো ব্যাসাচার্য্যের নন্দন বিদ্যমান॥
(ভক্তি ১৪।২৩)

ইঁহার 'চক্রবর্ত্তী' উপাধি ছিল। মাতার নাম—ইন্দুমুখী।

তাঁর পুত্র শ্যামদাস চক্রবর্ত্তী মহাশয়।
তাঁহারে করিলা দয়া প্রভু কৃপাময়॥ (কর্ণা ১)

শ্যামদাস কবিরাজ—মতান্তরে শ্রীদাস কবিরাজ। শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্য।

তবে প্রভু কৃপা কৈল শ্যামদাস কবিরাজে।
যাঁহার ভজন ব্যক্ত জগতের মাঝে। (কর্ণা ১)

শ্যামদাস চক্রবর্ত্তী—শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্য ও শ্যালক। গোপাল চক্রবর্ত্তীর জ্যেষ্ঠ পুত্র। ভ্রাতার নাম—রামচরণ চক্রবর্ত্তী।

দুই শ্যালক প্রভুর, তাহা কহি শুন।
দুই জনে হইলা প্রভুর কৃপার ভাজন॥
জ্যেষ্ঠ শ্যামদাস চক্রবর্ত্তী মহাশয়।
প্রভুর কৃপাপাত্র হয় সদয় হৃদয়॥ (কর্ণা ১)
শ্যামদাস, রামচন্দ্র—গোপাল-তনয়।
শ্যামানন্দ, রামচরণাখ্যা কেহ কয়॥ (ভক্তি ৮।৪৯৯)

২ শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্য। শ্রীপাট—বুধুরীর নিকটে বাহাদুরপুর। কনিষ্ঠ ভ্রাতার নাম—বংশীদাস চক্রবর্ত্তী।

বুধুরী নিকটে বাহাদুরপুর গ্রাম।
তথা বৈসে বিপ্র-শ্রেষ্ঠ শ্যামদাস নাম॥
তাঁহার অনুজ—বংশীদাস চক্রবর্ত্তী।
বিধাতা নির্মিল তাঁরে যেন স্নেহমূর্ত্তি॥
অল্পকাল হৈতে আর্ত্তি বিদ্যা অধ্যয়নে।
দেখিয়া সে চেষ্টা সুখ পায় সর্বজনে॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যে অনুরাগ অতিশয়।
নিরন্তর রাধাকৃষ্ণ-লীলা আস্বাদয়।
(ভক্তি ১০।২৯৯—৩০২)

শ্রীনিবাস আচার্য্য যখন বুধুরী গ্রামে শ্রীগোবিন্দ কবিরাজের গৃহে অবস্থিতি করিতেছিলেন, তখন শ্যামদাস ও বংশীবদন স্বপ্নাদেশে তাঁহার নিকটে গিয়া দীক্ষা গ্রহণ করেন। এই শ্যামদাসের কন্যা হেমলতা দেবীর সহিত জাহ্নবা মাতা "বড় গঙ্গাদাসের" বিবাহ দিয়াছিলেন। শ্রীজাহ্নবা মাতা শ্রীবৃন্দাবন হইতে বাহাদুরপুর গ্রামে গিয়া—

শ্রীবংশীর ভ্রাতা শ্যামদাস চক্রবর্ত্তী।
হাসিয়া ঈশ্বরী কিছু কহে তাঁর প্রতি॥
"তোমারে মাগিব যাহা তাহা হবে দিতে।
সে অতি সুলভ, চিন্তা না করহ চিত্তে॥"
(ভক্তি ১১।৩৭৪—৭৫)

পরে বলিলেন—"তোমার কন্যা হেমলতা দেবীকে বড় গঙ্গাদাসের সহিত বিবাহ দিতে হইবে।" ইহার পূর্ব্বেই শ্যামদাস স্বপ্নে ঠিক ঐরূপ দেখিয়াছিলেন, এজন্য ত্বরায় বিবাহ কার্য্য সম্পাদন করিলেন।

শ্যামদাস চট্ট—শ্রীনিবাস প্রভুর শিষ্যদ্বয় (?)।

তবে প্রভু কৃপা কৈল শ্যামদাস প্রতি।
চট্ট-বংশে ধন্য তিঁহো পরম ভকতি॥ (কর্ণা ১)

২ তারপর শ্যামদাস চট্টে কৃপা কৈলা।
তিঁহো মহাভাগবত প্রভু-কৃপা পাইলা॥ (কর্ণা ১)

শ্যামদাস ঠাকুর—রাঢ়ী ভরদ্বাজ গোত্রীয়, শ্রীনিবাসাচার্য্যের শিষ্য। বাল্যকালে বৈরাগ্য করত সংসার ত্যাগ করিয়া তীর্থ পর্য্যটন করিতে করিতে ইনি কাঁদি মহকুমার পাঁচতোপী গ্রামে শ্রীপাট স্থাপন করেন। শ্রীসুদর্শন শালগ্রামচক্র তাঁহার সঙ্গে থাকিতেন এবং ইঁহার সহিত কথাবার্ত্তা চলিত। তাঁহার অলৌকিক শক্তির পরিচয় পাইয়া ফতেসিংহ পরগণার মুসলমান জায়গীরদার তাঁহাকে সাত তোপা সর্পবিষ পান করাইয়াছিলেন। অনায়াসে

বিষপান করিতে দেখিয়া তিনি শ্রীচক্রের সেবার জন্য শ্যামদাসকে ভূসম্পত্তি দান করেন। শ্রীগুরুর আদেশে ইনি শেষ জীবনে দার-পরিগ্রহ করিয়াছিলেন, কিন্তু কদাপি স্ত্রীসম্ভাষণ করেন নাই। ঋতুকালে তাঁহার স্ত্রীকে একটি শ্রীফল খাওয়াইলে ঐ গর্ভে শ্রীকিশোর দাসের জন্ম হয়।

২ শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য।

শ্যামদাস ঠাকুর-শাখা সংকীর্ত্তনে মত্ত। (প্রেম ২০)

জয় ঠাকুর শ্যামদাস সদা সুখী।
দুঃখীগণ ভাসে প্রেমানন্দে যাঁরে দেখি॥ (নরো ১২)

শ্যামদাস—(মার্দঙ্গিক) প্রসিদ্ধ মৃদঙ্গবাদক।

শ্যামদাস, দেবীদাস বাজায় মৃদঙ্গ।
তাহে উপজায় কত রসের তরঙ্গ॥ [ভক্তি ১৪।১২২]

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু ইহার হস্তে শ্রীবৃন্দাবন হইতে "শ্রীবৃহদভাগবতামৃত" গ্রন্থ গৌড়ে প্রেরণ করিয়াছিলেন। [ভক্তি ১৪।৩৬৫]

শ্যামদাস মোহন—শ্রীরসিকানন্দ প্রভুর শিষ্য।

শ্যামদাস মোহন প্রভুর নিজ ভৃত্য।
জয়দেব-গানে সবে করায় মোহিত॥ (রঃ মঃ পশ্চিম ১৪।৯৮)

শ্যামদাসী—শ্রীরসিকানন্দের পত্নী ইচ্ছাদেবীর বৈষ্ণব নাম [রঃ মঃ দক্ষিণ ১।২৯]।

শ্যামপ্রিয়া—শ্রীনিবাস প্রভুর শিষ্যা। স্বামীর নাম - সুধাকর মণ্ডল। পুত্রের নাম রাধাবল্লভ মণ্ডল। সকলেই আচার্য্য প্রভুর কৃপাপাত্র।

তাঁর স্ত্রী শ্যামপ্রিয়া কৃপার ভাজন॥ (কর্ণা ১)

২ মেদিনীপুরের অন্তর্গত বড়বলরামপুরের জগন্নাথ-কন্যা শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর বনিতা (রঃ মঃ দক্ষিণ ১১।২৭ ২৮)।

শ্যামবল্লভ আচার্য্য (শ্যামদাস আচার্য্য)—শ্রীনিবাস আচার্য্যের প্রথমা গৃহিণী শ্রীমতী ঈশ্বরী দেবীর শিষ্য। ইহার পিতা—শ্রীবৃন্দাবনবাসী শ্রীল হরিদাস আচার্য্যের পুত্র শ্রীদাস।

জয় কৃষ্ণাচার্য্য, আর জগদীশাচার্য্য।
শ্যামবল্লভাচার্য্য এই তিন মহা আর্য্য॥
* * *
আর শিষ্য ঈশ্বরীর অতি গুণবান্॥ (কর্ণা ১)

শ্যামভঞ্জ—শ্রীরসিকানন্দ প্রভুর শিষ্য। [রঃ মঃ পশ্চিম ২৪।১৬০]

শ্যামভট্ট—ভট্ট বা ভাট ব্রাহ্মণ। শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্য, গৌরদেশবাসী। শ্রীকৃষ্ণ-পুরোহিত ও শ্যামভট্ট একগ্রামবাসী ছিলেন। ইঁহাদেরও বহু শিষ্য হইয়াছিল।

সেই দেশবাসী শ্যামভট্টে কৃপা কৈল।
দুই জনার শিষ্য-প্রশিষ্যে জগৎ ব্যাপিল॥ (কর্ণা ১)

শ্যামমনোহর দাস—শ্রীরসিকানন্দ প্রভুর শিষ্য।

শ্যামমনোহর দাস বড় শুদ্ধমতি।
রসিক-চরণ বিনা আন নাহি গতি॥
সর্বলোক উদ্ধারিল বড় সুপণ্ডিত॥ [রঃ মঃ পশ্চিম ১৪।৯২—৯৩)

শ্যামমোহন—শ্রীরসিকানন্দ প্রভুর ভ্রাতুষ্পুত্র ও শিষ্য। [রঃ মঃ পশ্চিম ১৪।১১৯]

শ্যামমোহন দাস—শ্রীরসিকানন্দ প্রভুর শিষ্য। [রঃ মঃ পশ্চিম ১৪।১১২]। ২—৪ ঐ (ঐ ১২৭; ১৫৩; ১৫৭)।

শ্যামরসিক দাস—শ্রীরসিকানন্দ শিষ্য। [রঃ মঃ পশ্চিম ১৪।১২৬, ১২৮]

শ্যামসুন্দর—শ্রীরসিকানন্দপ্রভুর ভ্রাতুষ্পুত্র ও শিষ্য। [রঃ মঃ পশ্চিম ১৪।১১৯; ২—৫ ঐ শিষ্য [ঐ ১৪।১৩১, ১৩৮, ১৪৭, ১৪৯]।

শ্যামসুন্দর আচার্য্য—শ্রীমহাপ্রভুর দীক্ষাগুরু শ্রীশ্রীঈশ্বরপুরীর পিতৃদেব (প্রেম ২২)। শ্রীপাট—কুমারহট্ট। (ঈশ্বরপুরী দ্রষ্টব্য)

শ্যামসুন্দর তর্কালঙ্কার ভট্টাচার্য্য—শ্রীরসিকানন্দ প্রভুর শিষ্য।

তর্কালঙ্কার ভট্টাচার্য্য শ্যামসুন্দর।
প্রেমভক্তি যারে দিল রসিকশেখর॥ (রঃ মঃ পশ্চিম ১৪।১০২)

শ্যামসুন্দর দাস– ব্রাহ্মণ, শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্য। শ্রীমথুরাতে বাস করিয়াছিলেন।

শ্রীশ্যামসুন্দর দাস সরল ব্রাহ্মণ।
লক্ষ হরিনাম যিঁহো করেন গ্রহণ ॥ (কর্ণা ১)

শ্যামানন্দ প্রভু–সদ্‌গোপকুলোদ্ভূত। "দুঃখী বা দুঃখিনী" ও "কৃষ্ণদাস" ইঁহার পূর্ব নাম। শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু 'শ্রীশ্যামানন্দ' নাম রাখেন।

দণ্ডেশ্বর গ্রামে বাস সর্বাংশে প্রবল।
মাতা শ্রীদুরিকা, পিতা শ্রীকৃষ্ণ মণ্ডল ॥
সদ্‌গোপ-কুলেতে শ্রেষ্ঠ অতি সুচরিত।
ধারেন্দাবাহাদুরপুরেতে পূর্ব্বে স্থিত ॥
(ভক্তি ১৷৩৫১—৫২)

পুত্র কন্যা গত হৈলে হৈল শ্যামানন্দ।
মাতা পিতা দুঃখ সহ পালন করিল।
এই হেতু "দুঃখী" নাম প্রথম হইল ॥ (ঐ ৩৫৯)
শ্যামসুন্দরের মহা আনন্দ জন্মাইল।
'শ্যামানন্দ" নাম পুন বৃন্দাবনে হইল ॥ ঐ ৪০১
রাধা শ্যামসুন্দরের সুখ জন্মাইল।
জানিয়া শ্রীজীব শ্যামানন্দ নাম থুইল ॥
(ভক্তি ৬৷৫২)

ইনি শ্রীহৃদয়চৈতন্যের শিষ্য। ১৪৫৬ শকে ইঁহার জন্ম। "শ্যামানন্দপ্রকাশ", "অভিরাম লীলামৃত', "প্রেমবিলাস", "ভক্তিরত্নাকর" প্রভৃতি গ্রন্থে ইঁহার জীবনী আছে। শ্যামানন্দের পিতা পূর্ব্বে গৌড়ে বাস করিতেন, তথা হইতে উৎকলে দণ্ডেশ্বরের অন্তর্গত 'ধারেন্দা বাহাদুরপুরে' বাস করেন। শ্যামানন্দের আরও ভ্রাতাভগ্নী ছিলেন। তাঁহারা পূর্বেই স্বধাম গমন করেন। পিতামাতা শ্যামানন্দকে সুশিক্ষা দিয়াছিলেন। বৈষ্ণব-শাস্ত্রে শ্যামানন্দ প্রভু "শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্যের প্রকাশ" বলিয়া উক্ত আছেন।

শ্যামানন্দ প্রভু বাল্যকাল হইতেই ধর্মানুরাগী ছিলেন। ২০ বৎসর বয়ঃক্রমকালে তীর্থ-ভ্রমণে বহির্গত হন এবং অম্বিকানগরে আসিয়া শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিতের স্থাপিত শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ নিত্যানন্দ দর্শন করিয়া প্রেমে বিগলিত হন। শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিতের শিষ্য শ্রীহৃদয়চৈতন্য ইঁহার বিশুদ্ধ ভাবদর্শনে মোহিত হইয়া দীক্ষা প্রদান করেন।

শ্যামানন্দ প্রথমতঃ গৌড়মণ্ডল দর্শন করিয়া পরে ভারতবর্ষের যাবতীয় তীর্থ ভ্রমণ করেন ও পরে শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীজীব গোস্বামিপাদের আশ্রয়ে ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন এবং সাধন ভজন করিতে থাকেন। একদা শ্যামানন্দ প্রভু শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরাসমণ্ডল পরিস্কার করিতে করিতে শ্রীমতী রাধিকার শ্রীচরণের নূপুর প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় ললাটে স্পর্শ করাইতে নূপুরাকৃতি তিলক হয়; এই কারণে শ্যামানন্দ পরিবারগণ তিলকমধ্যে নূপুরের চিহ্ন ধারণ করেন। ৫০৪ শকে শ্রীশ্যামানন্দ, শ্রীনরোত্তম ঠাকুর ও শ্রীনিবাস আচার্য্য তিনজনে শ্রীবৃন্দাবন হইতে গ্রন্থ লইয়া গৌড়ে আগমন করেন (শ্রীনিবাস আচার্য্য দ্রষ্টব্য)।

শেষ জীবনে শ্যামানন্দ প্রভু উৎকল দেশের নৃসিংহপুর' গ্রামে অবস্থিতি করিয়া বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। ইনি বহু যবনকে শিষ্য করিয়াছিলেন। শ্যামানন্দের অসংখ্য শিষ্যের মধ্যে রসিকামুরারিই প্রধান। শ্রীশ্যামানন্দ গোপীবল্লভপুরে শ্রীগোবিন্দ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত করেন।

শিষ্যগণের মধ্যে—

রামানন্দ শিষ্য করিলেন স্থানে স্থানে।
রাধানন্দ, শ্রীপুরুষোত্তম, মনোহর।
চিন্তামণি, বলভদ্র, শ্রীজগদীশ্বর ॥
উদ্ধব, অক্রুর, মধুবন, শ্রীগোবিন্দ।
জগন্নাথ, গদাধর, শ্রীআনন্দানন্দ ॥
শ্রীরাধামোহন আদি শিষ্যগণ-সঙ্গে।
সদা ভাসে সংকীর্ত্তন সুখের তরঙ্গে ॥
(ভক্তি ১৫৷৬৩ - ৬৫)

শ্রী—শ্রীঅদ্বৈত-পত্নী, পূর্ব্বলীলায় যোগমায়ায় প্রকাশ (গৌঃ গঃ ৮৬)।

শ্রীকণ্ঠাভরণ— কণ্ঠাভরণ' দেখ।

শ্রীকর—শ্রীচৈতন্য শাখা।

মহেশ পণ্ডিত, শ্রীকর, শ্রীমধুসূদন ॥
(চৈঃ চঃ আদি ১০৷১১১)

২ ধারন্দাবাসী গোপজাতি অত্যাচারী জমিদার। পরে শ্রীরসিকানন্দ প্রভুর কৃপা পাইয়া পরম বৈষ্ণব হন। (রঃ মঃ দক্ষিণ ৪৷২৩—৩৷৩৬)।

শ্রীকর দত্ত—শ্রীউদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের পিতা।

শ্রীকান্ত—শ্রীশ্রীঅদ্বৈত আচার্য্যের ভ্রাতা।

নাভাদেবীর ছয় পুত্র, এক কন্যা হৈল ॥
শ্রীকান্ত, লক্ষ্মীকান্ত, হরিহরা নন্দ।
সদাশিব, কুশলদাস আর কীর্ত্তিচন্দ্র। (প্রেম ২৪)

২ শ্রীসনাতন গোস্বামীর ভগ্নীপতি।

সেই হাজিপুরে রহে শ্রীকান্ত—তার নাম।
গোঁসাঞির ভগ্নীপতি, করে রাজকাম ॥
(চৈঃ চঃ মধ্য ২০।৩৮)

৩ শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য।

শ্রীকান্ত, ক্ষীর চৌধুরী—মহাভক্তশূর।
(প্রেম ২০)

জয় জয় শ্রীকান্ত পরম বিদ্যাবান্।
নিজগুণে করে যেঁহো পতিতের ত্রাণ ॥ (নরো ১২)

শ্রীকান্ত সেন—শ্রীচৈতন্য-শাখা। শিবানন্দ সেনের ভাগিনেয়। পূর্বলীলায় কাত্যায়নী (গৌঃ গঃ ১৭৪)।

শিবানন্দর ভাগিনা শ্রীকান্ত সেন নাম।
প্রভুর কৃপাতে তিঁহো মহাভাগ্যবান্ ॥
(চৈঃ চঃ অন্ত্য ২।৩৭)

কাঁচরাপাড়া কুমারহট্টের শুনহ কথন।
শ্রীকান্ত সেন, কবিকর্ণ, শ্রীরাম পণ্ডিত প্রকটন ॥
(পাঃ পঃ)

ইনি একবার একাকী পুরীধামে গিয়া মহাপ্রভুর নিকট দুই মাস ছিলেন। মহাপ্রভু ঐ সময় শ্রীবৃন্দাবনে যাইতে ইচ্ছা করিয়া ইঁহার দ্বারা গৌড়ের ভক্তগণকে রথযাত্রায় আসিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। অন্য এক বৎসর ইনি শিবানন্দ সেনের সহিত গৌড়ের যাবতীয় ভক্তসঙ্গে পুরীতে প্রভুর দর্শনে যাইতেছেন, সঙ্গে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুও রহিয়াছেন। পথিমধ্যে একদিন বাসাঘর ও ভোজনাদির ব্যবস্থা না দেখিয়া শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু কপট ক্রোধ করত শিবানন্দ-সেনকে গালি দিতে লাগিলেন—

তিন পুত্র মরুক শিবার, এখন না আইল।
ভোকে মরি' গেনু, মোরে বাসা না দেওয়াইল ॥
(চৈঃ চঃ অন্তঃ ১২।১৮)

পরে শিবানন্দ সেন শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর নিকটে আসাতে তিনি তাঁহাকে এক লাথি মারিলেন, কিন্তু লাথি খাইয়া শিবানন্দের আনন্দ আর ধরে না। তিনি তদ্দণ্ডেই বাসা ও ভোজনের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

নিত্যানন্দ প্রভুর চরিত্র—সব বিপরীত।
ক্রুদ্ধ হঞা লাথি মারি' করে তার হিত ॥ (ঐ ৩৩)

নিকটে বালক শ্রীকান্ত ছিল। তিনি প্রভু ও ভক্তের রহস্য মধ্যে প্রবেশ করিতে না পারিয়া ভাবিলেন—'আমার মামা শ্রীচৈতন্যের পারিষদ, তাঁহাকে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু লাথি মারিলেন ?" এজন্য মনে দুঃখ পাইয়া তিনি কাহাকেও কিছু না বলিয়া একাকী পুরীতে চলিয়া গেলেন, পরে প্রভুর নিকট পুরীতে উপস্থিত হইয়া "পেটাঙ্গি" (অঙ্গরাখা বা জামা) সহিতই তাঁহাকে দণ্ডবৎ করিতে উদ্যত হইলে 'গোবিন্দ কহে শ্রীকান্ত, আগে পেটাঙ্গি উতার।' মহাপ্রভু শ্রীকান্তের অভিমানের কথা জানেন, এজন্য স্নেহ করিয়া—

প্রভু কহে—শ্রীকান্ত আসিয়াছে পাঞা মনোদুঃখ।
কিছু না বলিও, করুক্ যাতে উঁহার সুখ ॥ (ঐ ৩৮)

প্রভুর বাক্যে শ্রীকান্ত বুঝিলেন—প্রভু সব জানিয়াছেন। এজন্য আর কোন কথা বলিলেন না।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য—শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর সন্ন্যাসাশ্রমের নাম। কাটোয়ায় শ্রীপাদ কেশব ভারতীকে ইনি সন্ন্যাস-গুরুরূপে বরণ করিয়াছেন। চৈঃ ভাঃ, চৈঃ চঃ চৈঃ মঃ, ইত্যাদির তৎপ্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য।

শ্রীগর্ভ—শ্রীগৌর-পার্ষদ। মহাপদ্মনিধি (গৌঃ গঃ ১০২—৩) ইনি মহাপ্রভুর কীর্ত্তনসঙ্গী ছিলেন (চৈঃ ভাঃ মধ্য ৮।১১৫, ২১৫)।

শ্রীচন্দন—শ্রীরসিকানন্দ প্রভুর শিষ্য [রঃ মঃ পশ্চিম ১৪।১৩৬]।

শ্রীচরণ—শ্রীরসিকানন্দ প্রভুর শিষ্য [রঃ মঃ পশ্চিম ১৪।১০৮]।

শ্রীজীব পণ্ডিত—শ্রীগৌরভক্ত (বৈষ্ণব বন্দনা)। রত্নগর্ভাচার্য্যের পুত্র। পূর্বলীলায় ইন্দিরা (গৌঃ গঃ ১৬১)।

শ্রীঠাকুরাণী—শ্রীশ্রীঅদ্বৈত-প্রভুর দ্বিতীয় ভার্য্যা। সীতাদেবীর ভগিনী, ইঁহার পুত্রের নাম—ছোট শ্যামদাস।

শ্রীদাস—শ্রীনিবাস-প্রভুর শিষ্য। শ্রীপাট—কাঞ্চন গড়িয়া। শ্রীনিবাস প্রভু—

শ্রীদাস, গোকুলানন্দ আদি শিষ্যগণে।
শাস্ত্রানুশীলন হেতু থুইলা যাজিগ্রামে॥

(ভক্তি ১২।১৯)

শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্য ও অধ্যয়নরত ভক্তগণকে ইঁহারা ভক্তিশাস্ত্র পাঠ করাইতেন। পিতা শ্রীবৃন্দাবন-প্রবাসী প্রসিদ্ধ হরিদাসাচার্য্য॥ ভ্রাতার নাম—গোকুলানন্দ।

শ্রীনিবাস আচার্য্য যখন শ্রীবৃন্দাবন হইতে গৌড়ে আসেন, তখন হরিদাসাচার্য্য তাঁহার পুত্রদ্বয়কে দীক্ষা প্রদান করিবার জন্য বলিয়া দিয়াছিলেন। হরিদাসাচার্য্যের তিরোভাব তিথি মাঘী কৃষ্ণা একাদশীতে দুই ভ্রাতা যে মহোৎসব করিয়াছিলেন, তাহাতে বহু ভক্তের আগমন হয়। ঐ সময়ে ইঁহাদের দীক্ষাও হয়।

এই মাঘী কৃষ্ণা একাদশী দিনে।
দীক্ষা দিব হরিদাসাচার্য্যের নন্দনে॥

(ভক্তি ১০।৪৭)

তবে প্রভু কাঞ্চনগড়িয়া প্রতি দয়া (?)।
শ্রীদাস ঠাকুরে দয়া করিলা আসিয়া॥
তিঁহো মহাভাগবত পরম পণ্ডিত।
প্রভুর নিকটে যাঁর সদা ছিল স্থিত॥
জয়কৃষ্ণ, জগদীশ, শ্যামবল্লভ আচার্য্য।
তাঁহার তনয় তিন, গুণে মহা আর্য্য॥
শ্রীঈশ্বরের কৃপাপাত্র তিন মহাশয়।
মহাভাগবত হয় প্রেমের আলয়॥ (কর্ণা ১)

শ্রীধর—"খোলাবেচা শ্রীধর" নামে খ্যাত। পূর্ব্বলীলার মধুমঙ্গল (গৌঃ গঃ ১৩৩). শ্রীচৈতন্য-শাখা। নবদ্বীপবাসী জনৈক দরিদ্র শাকসব্জি, থোঁড় মোচা প্রভৃতির বিক্রেতা। বাল্যকালে মহাপ্রভু জোর করিয়া ইঁহার খোলা মোচা প্রভৃতি লইয়া আসিতেন। শ্রীবাস-অঙ্গনে মহাপ্রকাশ-দিনে মহাপ্রভুর আজ্ঞায় ভক্তগণ ইঁহাকে স্কন্ধে বহন করিয়া লইয়া আসিয়াছিলেন। ইনি মহাপ্রকাশ দেখিয়া অনন্যা ভক্তিমাত্রই শ্রীগৌরচরণে প্রার্থনা করিয়া অষ্ট সিদ্ধিকে উপেক্ষা করিয়াছিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গদেব ইঁহার ভগ্ন কলসের জলপান করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন।

খোলাবেচা শ্রীধর প্রভুর প্রিয় দাস।
যার সনে প্রভু করে নিত্য পরিহাস॥

(চৈঃ চঃ আদি ১০।৬৭)

২ শ্রীনিত্যানন্দ-শাখা।
নকড়ি, মুকুন্দ, সূর্য্য, মাধব, শ্রীধর॥

(চৈঃ চঃ আদি ১১।৪৮)

শ্রীধর ব্রহ্মচারী—শ্রীগদাধর পণ্ডিতের শাখা। পূর্ব-লীলায় চন্দ্রলতিকা (গৌঃ গঃ ১৯৪।১৯৯)।

শাখাশ্রেষ্ঠ ধ্রুবানন্দ, শ্রীধর ব্রহ্মচারী॥

(চৈঃ চঃ আদি ১২।৭৯)

শ্রীশ্রীধরং সুদামাখ্যং ব্রহ্মচারিণমদ্ভুতম্।
প্রেমামৃতময়ং সর্ব্বং গৌরলীলাবিলাসকম্॥

(শাঃ নিঃ ৫)

শ্রীনাথ—মাহেশের নিকটে বল্লভপুরবাসী ভক্ত।

চারটা বল্লভপুরে সেবা অনুপাম।
ভক্তগণ যে যে ছিলা কহি তার নাম॥
কাশীশ্বর, শঙ্করারণ্য, শ্রীনাথ আর।
শ্রীরুদ্রপণ্ডিত আদি বাস সবাকার॥ (পাঃ পঃ)

শ্রীনাথ ঘটক—পিতার নাম শ্রীভগীরথ আচার্য্য। মাতার নাম—জয়দুর্গা দেবী। চট্টগাঁই, কাশ্যপ গোত্র। ভ্রাতার নাম—শ্রীপতি।

শ্রীনাথ, শ্রীপতী—ভগীরথের তনয়।
ঘটক আচার্য্য নাম শ্রীনাথের হয়॥ (প্রেম ২১)

শ্রীনাথ চক্রবর্ত্তী—শ্রীগদাধর পণ্ডিতের শাখা।

শ্রীনাথ চক্রবর্ত্তী আর উদ্ধব দাস।

(চৈঃ চঃ আদি ১২।৮৩)

বন্দে শ্রীনাথ নামানং পণ্ডিতং সদ্গুণাশ্রয়ম্।
কৃষ্ণসেবা পরিপাটী যত্নৈর্যেন সুসেবিতা॥

(শাঃ নিঃ ১৯)

২ (আচার্য্য) শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর শিষ্য। পূর্ব্বলীলায় সনন্দন (গৌঃ গঃ ১০৭—২১১) শ্রীপাট—কুমারহট্ট। ইঁহারই ছাত্র শিবানন্দ সেনের পুত্র পরমানন্দ সেন বা কবিকর্ণপুর। শ্রীনাথ কুমারহট্টে শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। অদ্যাপি তাহা ঐস্থানে বর্ত্তমান আছেন। ইনি "**শ্রীচৈতন্যমতমঞ্জুষা**" নামে ভাগবতের টীকা করেন।

শ্রীনাথ চক্রবর্ত্তী পণ্ডিত প্রধান।
শ্রীনাথ আচার্য্য বলি কেহ তাঁরে কন।
অদ্বৈতপ্রভু তারে দীক্ষামন্ত্র দিলা।
শিবানন্দ-পুত্র কবিকর্ণপুর তাঁর ছাত্র।
চৈতন্য মতমঞ্জুষা ভাগবতের টীকা কৈল॥ (প্রেম ২৪)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ইঁহাকে শ্রীচৈতন্য শাখা বলিয়া উক্ত হইয়াছে—

শ্রীনাথ পণ্ডিত প্রভুর কৃপার ভাজন।
যাঁর কৃষ্ণসেবা দেখি' বশ ত্রিভুবন॥
(চৈঃ চঃ আদি ১০।১০৭)

কাঁচড়াপাড়া কৃষ্ণপুর গ্রামে বৃহৎ মন্দিরে শ্রীবিগ্রহের পদতলে ইঁহার নামযুক্ত সংস্কৃত শ্লোক অঙ্কিত আছে।

শ্রীনাথ মিশ্র—শ্রীচৈতন্য-শাখা। ব্রজের চিত্রাঙ্গী (গৌঃ গঃ ১৭১)।

শ্রীনাথ মিশ্র, শুভানন্দ, শ্রীরাম, ঈশান॥
(চৈঃ চঃ আদি ১০।১১০)

শ্রীনিধি—শ্রীচৈতন্য শাখা। প্রসিদ্ধ শ্রীবাস পণ্ডিতের ভ্রাতা। পদ্মনিধি গৌঃ গঃ ১০২—৩)।

শ্রীপতি, শ্রীনিধি—তাঁর দুই সহোদর।
(চৈঃ চঃ আদি ১০৯)

শ্রীনিধি, শ্রীগোপীকান্ত মিশ্র ভগবান্।"
(চৈঃ চঃ আদি ১০।১১০)

শ্রীনিবাস আচার্য্য ঠাকুর—প্রসিদ্ধ শ্রীগৌরাঙ্গ-ভক্ত। নদীয়া জেলার অন্তর্গত অগ্রদ্বীপের উত্তরে চাকন্দী গ্রামে ১৪৪১ শকে বৈশাখী পূর্ণিমায় রোহিণী নক্ষত্রে শ্রীচৈতন্য দাস নামক রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণের গৃহে আবির্ভাব। চৈতন্য দাসের পূর্ব নাম—গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য; শ্রীমহাপ্রভুর সন্ন্যাসকালে ইনি তথায় উপস্থিত ছিলেন এবং তাঁহার নামের শেষাংশ শুনিয়া তাহাই জপিতে জপিতে উন্মত্ত হইয়াছিলেন—তৎপরে সকলে তাঁহাকে "চৈতন্য দাস" আখ্যা দেন। ইঁহার বিস্তৃত বিবরণ ভক্তিরত্নাকর, নরোত্তম-বিলাস, প্রেমবিলাস, অনুরাগবল্লী, কর্ণানন্দ ও শ্রীনিবাস-চরিতে আলোচ্য। পদাবলী সাহিত্যে ইঁহার পাঁচটি পদ পাওয়া যায়। ইনি চতুঃশ্লোকীয় ভাষ্য করিয়াছেন বলিয়া সাধনদীপিকায় (৯ম কক্ষায়) প্রকাশ।

শ্রীনিবাস-শাখা:—

ছয় চক্রবর্ত্তী

১। শ্রীদাস চক্রবর্ত্তী, ২। শ্রীগোকুলানন্দ চক্রবর্ত্তী ৩। শ্রীশ্যামানন্দ চক্রবর্ত্তী, ৪। শ্রীব্যাস চক্রবর্ত্তী, ৫। শ্রীগোবিন্দ চক্রবর্ত্তী এবং ৬। শ্রীনারায়ণ চক্রবর্ত্তী। কর্ণানন্দ গ্রন্থে কিছু কিছু পার্থক্য আছে।

অষ্ট কবিরাজ:—

শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ, শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ, শ্রীকর্ণপুর কবিরাজ. শ্রীনৃসিংহ কবিরাজ, শ্রীভগবান্ কবিরাজ, শ্রীবল্লবী কান্ত কবিরাজ, শ্রীগোপীরমণ কবিরাজ এবং শ্রীগোকুল কবিরাজ।

ছয় ঠাকুর:—

শ্রীরামকৃষ্ণ চট্টরাজ, শ্রীকুমুদানন্দ কুলরাজ, শ্রীরাধা-বল্লভ মণ্ডল, শ্রীজয়রাম চক্রবর্ত্তী, শ্রীরূপ ঘটক, শ্রীঠাকুর দাস ঠাকুর।

এক রাজা:- বীরহাম্বীর। [তৎপুত্র ধাড়ী হাম্বির]

শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু প্রভৃতি নিম্নলিখিত 'ভূমে' বা রাজ্যে বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন:—

১। মল্লভূম—বিষ্ণুপুর, ২। মানভূম, ৩। সিংহভূম—চাইবাসা, ৪। ভট্টভূম (রামগড়) ৫। সামন্তভূম, ৬। বরাহভূম, ৭। তুঙ্গভূম, ৮। ব্রাহ্মণভূম ৯। শীকরভূম, ১০। ধলভূম. ১১। ধনভূম, ১২। নাগভূম, ১৩। বীরভূম প্রভৃতি। ১৪। শবরভূম (মেদিনীপুরের পশ্চিম-দক্ষিণ দিকে সুবর্ণরেখা হইতে উত্তরে কংসাবতী নদী পর্য্যন্ত ভূভাগই শবরভূমি ছিল।

J. A. S. B. New series Vol XII 1916, No. 1 Page 52

একটি প্রবাদ আছে ধলে 'রা', মলে 'পা', শেখরে 'বা', সন্ধিপূজার ঠিক শুভক্ষণ প্রকাশ করিবার জন্য ধলভূমে বা রাজ্যে গভীর শব্দ হইত। মল্লরাজ্যে সিন্দুর-রঞ্জিত পাত্রে দেবীর চরণচিহ্ন পড়িত। শেখর রাজ্যে প্রবল ব্যাতা বহিত।

শ্রীনিবাস দত্ত—শ্রী উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের পুত্র।

শ্রীপতি—শ্রীচৈতন্য-শাখা। শ্রীনিবাস পণ্ডিতের ভ্রাতা

শ্রীপতি, শ্রীনিধি—তাঁর দুই সহোদর।
(চৈঃ চঃ আদি ১০।৯)

২ শ্রীরসিকানন্দ-শিষ্য [রঃ মঃ পশ্চিম ১৪।১৬০]।

শ্রীপতি চট্ট পিতার নাম ভগীরথ আচার্য্য। মাতার নাম—জয়দুর্গাদেবী। ভ্রাতার নাম—শ্রীনাথ ঘটক। শ্রীমতী গঙ্গাদেবীর স্বামী। মাধবাচার্য্যের ইনি ধর্ম্মভ্রাতা।

শ্রীনাথ, শ্রীপতি—ভগীরথের তনয়॥ (প্রেম ২১)

শ্রীবাস পণ্ডিত—শ্রীচৈতন্য-শাখা। পঞ্চতত্ত্বের অন্যতম। ইনি 'শ্রীনিবাস'-নামেও খ্যাত ছিলেন। পূর্বাবতারে নারদ (গৌঃ গঃ ৯০)। মহাপ্রভু নবদ্বীপ ছাড়িয়া সন্ন্যাস লইলে ইনিও নবদ্বীপে না থাকিয়া কুমারহট্টে গিয়া বাস করেন।

শ্রীবাস পণ্ডিত আর শ্রীরাম পণ্ডিত।
দুই ভাই, দুই শাখা—জগতে বিদিত॥
শ্রীপতি, শ্রীনিধি—তাঁর দুই সহোদর।
চারি ভাইয়ের দাস দাসী গৃহ পরিকর॥
* * * *
যাঁর গৃহে মহাপ্রভুর সদা-সংকীর্ত্তন॥
(চৈঃ চঃ আদি ১০।৮-১০)

প্রেম-বিলাস-(২৩) মতে শ্রীহট্টনিবাসী বৈদিক জলধর পণ্ডিত সস্ত্রীক নবদ্বীপে বাস করিতেন। তাঁহার পাঁচ পুত্র—নলিন, শ্রীবাস, শ্রীরাম, শ্রীপতি ও শ্রীনিধি (শ্রীকান্ত)। কুমারহট্ট ও নবদ্বীপে ইঁহার বসতি ছিল।

শ্রীবাস-শাশুড়ী—মালতী দেবীর মাতা ঠাকুরাণী। মহাপ্রভু একদিন শ্রীবাসের অঙ্গনে কীর্ত্তন করিতেছেন, ঐ সময়ে শ্রীবাস পণ্ডিতের শাশুড়ী গোপনে ইহাদের রঙ্গ দেখিবার উদ্দেশ্যে ডোল চাপা দিয়া বসিয়াছিলেন। বহিরঙ্গ লোক থাকিতে প্রভুর আনন্দ হয় না, অথচ কাহাকেও দেখিতে পাইতেছেন না, এজন্য শ্রীবাসকে কারণ জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীবাস গৃহভ্যন্তর খুঁজিয়া স্বীয় শাশুড়ীকে লুক্কায়িত অবস্থায় দেখিতে পান।
(চৈঃ ভাঃ মধ্য ১৬।৫-২০)

এথা গৌরচন্দ্র নৃত্য করে সঙ্কীর্ত্তনে।
সভাপ্রতি কহে—'সুখ না জন্ময়ে কেনে॥'
শুনিয়া প্রভুর বাক্য শ্রীবাস পণ্ডিত।
চিন্তাযুক্ত হইয়া চাহয়ে চারিভিত॥
শ্রীবাসের শাশুড়ী মাথায় ডোল দিয়া।
ঘরের কোণেতে ছিলা লুকাইয়া॥
বাহ্যহীন শ্রীবাস উন্মত্ত কৃষ্ণাবেশে।
ঘর হইতে বাহির কৈল ধরি' তার কেশে॥
তারপরে—প্রভু কহে—'এবে সুখ উপজয়ে মনে।'
হইলেন সবে মহামত্ত সঙ্কীর্ত্তনে॥
(ভক্তি ১২।২৭৪৫—৪৯)

কিন্তু ইহার পরে এক দিবস—

একদিন প্রভু শ্রীবাসের বাড়ী গেলা।
তাঁর শাশুড়ীরে কৃপা করি' ঘরে আইলা॥
(ভক্তি ১২।১১৩৪)

শ্রীবেড়য়া (?)—শ্রীরসিকানন্দ প্রভুর শিষ্য।
(রঃ মঃ পশ্চিম ১৪।১২৫)

শ্রীমতীদেবী—শ্রীজাহ্নবা মাতার শিষ্যা। রাজবলহাটের নিকটে ঝামটপুর গ্রামের শ্রীযদুনন্দনাচার্য্যের কন্যা। মাতার নাম—লক্ষ্মী দেবী। ভগিনীর নাম—নারায়ণী দেবী। দুই ভগ্নীকেই শ্রীশ্রীবীরচন্দ্র গোস্বামী বিবাহ করিয়াছিলেন।

জাহ্নবা ঈশ্বরী অতি উল্লসিত হৈলা।
শ্রীমতী নারায়ণী—দোঁহে শিষ্য কৈলা॥
(ভক্তি ১৩।২৫৫)

শ্রীমন্ত—শ্রীনিত্যানন্দ-শাখা।

শ্রীমন্ত, গোকুলদাস, হরিহরানন্দ॥
(চৈঃ চঃ আদি-১১।৪৯)

শ্রীমন্ত চক্রবর্ত্তী—শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্য।

তারপর কৃপা কৈলা শ্রীমন্ত চক্রবর্ত্তী।
পদাশ্রয় পাইয়া যিঁহো হইল কৃতকীর্ত্তি॥
লক্ষ হরিনাম লয়, নামেতে বিশ্বাস।
বড়ই রসিক, তিঁহো সংসারে উদাস॥ (কর্ণা ১)

শ্রীমন্ত ঠাকুর—শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্য।

শ্রীমন্ত ঠাকুর এক বিপ্রকুলোদ্ভব।
তাঁরে কৃপা কৈলা প্রভু হঞা সুখাবিষ্ট॥ (কর্ণা ১)

শ্রীমন্ত দত্ত—শ্রীঠাকুর মহাশয়ের শিষ্য।

জয় জয় শ্রীমন্ত দত্ত ভাণ্ডারী প্রবীণ।
যেঁহো গৌর-গুণেতে উন্মত্ত রাত্রি দিন।

(নরো ১২)

শ্রীমান্ পণ্ডিত—শ্রীচৈতন্য-শাখা। মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-সঙ্গী ছিলেন ও নৃত্যকালে দেউটি ধরিতেন।

শ্রীমান্ পণ্ডিত শাখা প্রভুর নিজ ভৃত্য।
দেউটি ধরেন যবে প্রভু করেন নৃত্য॥

(চৈঃ চঃ আদি ১০।৩৭)

শ্রীমান্ সেন—শ্রীচৈতন্য শাখা।

শ্রীমান্ সেন প্রভুর সেবক-প্রধান।
চৈতন্য-চরণ বিনা নাহি জানে আন॥

(চৈঃ চঃ আদি ১০।৫২)

২ শ্রীখণ্ডবাসী শ্রীরঘুনন্দনের শাখা।

শ্রীরঙ্গ কবিরাজ—শ্রীনিত্যানন্দ-শাখা।

গোবিন্দ, শ্রীরঙ্গ, মুকুন্দ —তিন কবিরাজ।

(চৈঃ চঃ আদি ১১।৫১)

শ্রীরঙ্গপুরী—শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী গোস্বামির শিষ্য।

শ্রীমাধব পুরীর শিষ্য শ্রীরঙ্গপুরী নাম।

(চৈঃ চঃ মধ্য ৯।২৮৫)

মহাপ্রভুর সহিত প্রথমতঃ দাক্ষিণাত্যে পাণ্ডরপুরে ইঁহার মিলন ও কৃষ্ণকথা হয় (ঐ ২৮৬—৩০২)।

শ্রীরত্ন পণ্ডিত—শ্রীগৌরভক্ত।

শ্রীরত্ন পণ্ডিত! ভক্তি দেহ' তাঁর পায়।
ঈশ্বরপুরীরে কৃপা যে করে গয়ায়॥ (নামা ১২৪)

শ্রীরাম—শ্রীরসিকানন্দ প্রভুর শিষ্য [রঃ মঃ পশ্চিম ১৪।১২৪]।

শ্রীরাম তীর্থ - শ্রীগৌরভক্ত (বৈষ্ণব-বন্দনা)।

শ্রীরাম পণ্ডিত (রামাই) প্রসিদ্ধ শ্রীবাস পণ্ডিতের অনুজ। ইঁহারা চারি সহোদর। পূর্ব্বকালে নারদের প্রিয় পর্বত মুনি ছিলেন (গৌঃ গঃ ৯০)।

শ্রীবাস পণ্ডিত আর শ্রীরাম পণ্ডিত।
দুই ভাই, দুই শাখা জগতে বিদিত॥
শ্রীপতি, শ্রীনিধি—তাঁর দুই সহোদর।
চারি ভাইয়ের দাস-দাসী গৃহ পরিকর॥
দুই শাখার উপশাখায় তা সভার গণন।
যাঁর গৃহে মহাপ্রভুর সদা সংকীর্ত্তন॥
চারি ভাই সবংশে করে চৈতন্যের সেবা।
গৌরচন্দ্র বিনা নাহি জানে দেবী দেবা॥

(চৈঃ চঃ আদি ১০।৮-১১)

শ্রীপ্রভুর নৃত্যকালে ইনি স্নাতক হইয়াছিলেন [চৈঃ ভাঃ মধ্য ১৮।১১—৫৩]।

২ অদ্বৈতপ্রভুর শাখা।

বিজয় পণ্ডিত আর শ্রীরাম পণ্ডিত॥

(চৈঃ চঃ আদি ১১।৬৫)

শ্রীরাম বাচস্পতি—মতান্তরে ধনঞ্জয় বিদ্যানিবাস। শ্রীনিবাস আচার্য্যের বিদ্যাগুরু [ভক্তি ২।১৮৬]।

শ্রীহরি আচার্য্য—শ্রীগদাধর-শাখা। ব্রজলীলায় কালাক্ষী (গৌঃ গঃ ১৯৬, ২০৭]।

শ্রীহরি আচার্য্য, সাদিপুরিয়া গোপাল।

(চৈঃ চঃ আদি ১২।৮৪)

শ্রীহরিচরণ—শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর শাখা।

শ্রীহরিচরণ আর মাধব পণ্ডিত।

(চৈঃ চঃ আদি ১২।৬৪)

শ্রীহর্ষ—শ্রীগদাধর-শাখা। পূর্বলীলার সুকেশিনী (গৌঃ গঃ ১৯৭, ২০১)।

শ্রীহর্ষ, রঘু মিশ্র, পণ্ডিত লক্ষ্মীনাথ॥

(চৈঃ চঃ আদি ১২।৮৫)

শ্রীহর্ষ! করহ মোরে তার অনুচর।
যার বিশ্ব অঙ্গ দেখে অদ্বৈত ঈশ্বর॥ (নামা ১২৯)
বন্দে শ্রীহর্ষমিশ্রাখ্যং কৃষ্ণপ্রেমবিনোদিনম্।
গৌরপ্রেম্ণা মত্তচিত্তং মহানন্দরসাঙ্কুরম্॥

[শাঃ নিঃ ২৫]

[ষ]

ষষ্ঠী বা ষষ্ঠী ঠাকুরাণী—বাসুদেব সার্ব্বভৌমের কন্যা। ইঁহার স্বামীর নাম অমোঘ পণ্ডিত।

ষষ্ঠীধর (ষষ্ঠীবর) কীর্ত্তনীয়া—মহাপ্রভুর শাখা।

কবিচন্দ্র আর কীর্ত্তনীয়া ষষ্ঠীবর।

(চৈঃ চঃ আদি ১০।১০৯)

'ষষ্ঠীর মাতা', নাম—সার্ব্বভৌম গৃহিণী।

(চৈঃ চঃ মধ্য ১৫।২০০)

সার্ব্বভৌম গৃহে একদা মহাপ্রভু ভোজন করিতেছেন, এমন সময়ে অমোঘ পণ্ডিত আসিয়া "একেলা সন্ন্যাসী করে এতেক ভোজন?"—ইত্যাদি বলিয়া মহাপ্রভুর নিন্দা করিলেন। সার্ব্বভৌম-গৃহিণী ও সার্ব্বভৌম শুনিবামাত্র 'হায় হায়, সর্ব্বনাশ হইল' বলিয়া উঠিলেন।

শুনি ষাঠীর মাতা শিরে, বুকে হাত মারে।
'ষাঠী রাণ্ডী হউক'—ইহা বলে বারে বারে॥

(ঐ ২৫২)

[স]

সঙ্কেত আচার্য্য শ্রীগদাধর পণ্ডিতের উপশাখা।

বন্দে সঙ্কেতমাচার্য্যং শ্রীগৌরেঙ্গিত-প্রজ্ঞকম্।
গৌরপ্রেম মহাপাত্রং কৃষ্ণপ্রেমপ্রদং প্রভুম্॥

(শাঃ নিঃ ৫১)

সচ্চিদানন্দ—পদকর্ত্তা জগদানন্দের ভ্রাতা।

সঞ্জয় পণ্ডিত—দ্বাদশ গোপালের অন্যতম ধনঞ্জয় পণ্ডিতের ভ্রাতা। শ্রীপাট—জলন্দি, বোলপুর ষ্টেশন হইতে ৪।৫ ক্রোশ পূর্ব্বদিকে। ইঁহার পুত্র—রামকানাই ঠাকুর। মতান্তরে ইনি ধনঞ্জয় পণ্ডিতের শিষ্য।

সত্যভানু উপাধ্যায়—শ্রীহট্টবাসী তৈর্থিক বিপ্র—ইনি বালগোপালের উপাসক ছিলেন। শ্রীগৌরসুন্দর ইঁহাকে কৃপা করিয়া ইঁহার হস্তে পাচিত অন্নগ্রহণ করেন। ইঁহার তিন পুত্র—বলরাম, জনার্দ্দন ও মুরারি। বলরাম শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর মন্ত্রশিষ্য ও জনৈক বৈষ্ণব পদকর্ত্তা। শ্রীপাট দোগাছিয়ায় বালগোপালের সেবা আছে।

সত্যভামা দেবী—শ্রীনিবাস আচার্য্যের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীবৃন্দাবনবল্লভের স্ত্রী।

জ্যেষ্ঠা বধূ সত্যভামা-নাম ঠাকুরাণী॥ কর্ণা ২)

ইনি শ্রীমতী ঈশ্বরী দেবীর শিষ্যা, বিশেষ শিক্ষিতা ছিলেন। শ্রীসনাতন ও শ্রীজীবগোস্বামী-প্রণীত সংস্কৃত গ্রন্থাদি আলোচনা করিতেন।

সত্যরাঘব—"পাটপর্য্যটন" মতে ইনি অভিরাম গোস্বামীর শিষ্য। শ্রীপাট—মহিনামুড়ি গ্রাম।

মহিনামুড়িতে বাস সত্যরাঘব নাম। (পাঃ পঃ)

সত্যরাজ খাঁন—শ্রীগৌরপার্ষদ, ব্রজের সুকণ্ঠী (গৌঃ গঃ ১৭৩)। কুলীনগ্রামবাসী, ঠাকুর হরিদাসের কৃপাপাত্র।

কুলীনগ্রামবাসী, সত্যরাজ, রামানন্দ।

(চৈঃ চঃ আদি ১০।৮০)

ইনি রথযাত্রায় পুরীতে গিয়া শ্রীমহাপ্রভুর সহিত মিলিত হইলে প্রভু ইঁহাকে 'পট্টডোরীর যজমান' হইতে আদেশ করেন।

কুলীনগ্রামীরে কহে সম্মান করিয়া।
প্রত্যব্দ আসিবে যাত্রায় পট্টডোরী লঞা॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ১৫।১৮)

ইঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া প্রভু বৈষ্ণবের ক্রমস্তর দেখাইয়াছেন (ঐ ১০৪—১১১, ১৬।৬৯ ৭৫)। গুণরাজ খাঁন-কৃত 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' গ্রন্থের প্রশংসা করত প্রভু বলিলেন—

'নন্দনন্দন কৃষ্ণ—মোর প্রাণনাথ'।
এই বাক্যে বিকাইনু তাঁর (বসু) বংশের হাত॥

(ঐ ১৫।১০০)

সত্যানন্দ—শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা।

সত্যানন্দ ভারতী শ্রীগৌর-পার্ষদ [বৈষ্ণববন্দনা] নবযোগীন্দ্রের অন্যতম (গৌঃ গঃ ৯৮—১০০)।

এই নিবেদিয়ে সত্যানন্দ হে ভারতী!
গৌরকৃষ্ণ-দ্বেষির মস্তকে মারোঁ লাথি॥

(নামা ২০৭)

সত্যানন্দ সরস্বতী—গুপ্তিপাড়াবাসী, শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রের সেবক।

গোপ্তিপাড়াতে সত্যানন্দ সরস্বতী।
বৃন্দাবনচন্দ্র সেবেন করিয়া পীরিতি॥ [পাঃ পঃ]

সদানন্দ—পদকর্ত্তা (পদকল্পতরুর ২১৯৪ সংখ্যক পদ)

সদানন্দী মতান্তরে অরুন্ধতী দেবী। "শ্রীচৈতন্য-মঙ্গল" প্রণেতা শ্রীলোচনদাসের মাতাঠাকুরাণী।

সদাশিব—শ্রীশ্রীঅদ্বৈত-প্রভুর ভ্রাতা।

নাভাদেবীর ছয়পুত্র, এক কন্যা হৈল॥

ঐ

শ্রীকান্ত, লক্ষ্মীকান্ত, হরিহরানন্দ।
সদাশিব, কুশলদাস, আর কীর্ত্তিচন্দ্র ॥ (প্রেম ২০'

২ হিজলিমণ্ডলের অধিকারী বলভদ্র দাসের ভ্রাতা [রঃ মঃ পূর্ব ১০।৮৬]।

সদাশিব কবিরাজ—শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-শাখা। কংসারি সেনের পুত্র। ইহার পুত্রের নাম—পুরুষোত্তম দাস। পৌত্রের নাম—কানু ঠাকুর। সকলেই মহাপ্রভুর ভক্ত।

সদাশিব কবিরাজ বড় মহাশয়।
শ্রীপুরুষোত্তম দাস—যাঁহার তনয় ॥
পুরা চন্দ্রাবলী যাসীদ্ ব্রজে কৃষ্ণপ্রিয়া পরা।
অধুনা গৌড়দেশে সঃ কবিরাজঃ সদাশিবঃ ॥
(গৌঃ গঃ ১৫৩)

ইহার বংশধরেরা বোধখানা, ভাজনঘাট প্রভৃতি স্থানের গোস্বামিগণ। 'শচীনন্দন-বিলক্ষণ চতুর্দ্দশক' ইঁহার রচিত [গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সাহিত্য ২।১৪২ পৃঃ দ্রষ্টব্য] ইঁহার পূর্ব পুরুষ শ্রীপ্রাণবল্লভ বিগ্রহের প্রতিষ্ঠাপক। এই বংশে চারি পুরুষ ধরিয়া শ্রীগৌর-পার্ষদ। ব্রজলীলায় চন্দ্রাবলী (গৌঃ গঃ ১৫৬)। মহামহোপাধ্যায় ভরত মল্লিক তৎকৃত চন্দ্রপ্রভায় ইঁহাদের নামোল্লেখ করিয়াছেন (৭৪ পৃঃ):—

শম্বরারেঃ সুতো জাতঃ **কবিরাজঃ সদাশিবঃ**।
সদাশিবস্য পুত্রো দ্বাবগ্রজঃ **পুরুষোত্তমঃ** ॥
পুরুষোত্তম সেনো যো বিষ্ণুপারিষদোপমঃ।
স ঠক্কুর ইতি খ্যাতো বিশ্ববিশ্রুত সদ্যশা' ॥
তত্তুল্যস্তস্য পুত্রোঽভূৎ **কানু ঠকুর** সংজ্ঞকঃ।
বৈষ্ণবো জগতি খ্যাতঃ সৎসম্বন্ধ-পরায়ণঃ ॥

পূর্বে সদাশিবের পুত্র পুরুষোত্তমের বাসস্থান ছিল—সুখসাগরে; সুখসাগর গঙ্গাগর্ভে নিলীন হইলে কানু ঠাকুর শ্রীপ্রাণবল্লভবিগ্রহের সহিত পিতাকে লইয়া বোধখানায় আসেন। এতাবৎকাল শ্রীবিগ্রহ বোধখানাতেই সেবিত হইতেছিলেন—সম্প্রতি পাকিস্থানে রাষ্ট্রবিপ্লব হইতে থাকিলে ১৩৫৭ সালের ২৮শে জ্যৈষ্ঠ শ্রীবিগ্রহ আসিয়া ২৪ পরগণা জিলায় যাদবপুর ঘোষপাড়ায় শ্রীকানুঠাকুর-বংশ্য শ্রীগৌরহরি গোস্বামিপাদের গৃহে বিরাজ করিতেছেন। (কানাই ঠাকুর দ্রষ্টব্য)।

সদাশিব পট্টনায়ক—শ্রীরসিকানন্দন শিষ্য [রঃ মঃ পশ্চিম ১৪।১৩২]।

সদাশিব পণ্ডিত - শ্রীচৈতন্য শাখা। শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু প্রথমে ইঁহার গৃহে অবস্থিতি করিয়াছিলেন।

সদাশিব পণ্ডিত যাঁর প্রভু পদে আশ।
প্রথমেই নিত্যানন্দের যাঁর গৃহে বাস ॥
(চৈঃ চঃ আদি ১০।৩৪)

সদাশিব পণ্ডিত চলিলা শুদ্ধমতি।
যাঁর ঘরে পূর্বে নিত্যানন্দের বসতি ॥
(চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৮।১৯)

ইনি মহাপ্রভুর নদীয়া লীলায় কীর্ত্তন বিলাসের সঙ্গী (চৈঃ ভাঃ মধ্য ৮।১১৫), লক্ষ্মীবেশে নৃত্যেচ্ছায় প্রভু ইঁহাকে কাচসজ্জা করিতে আদেশ দিয়াছিলেন (চৈঃ ভাঃ মধ্য ১৮।৭-১৪)।

সনাতন—শ্রীনিত্যানন্দ-শাখা।

বসন্ত নবীনহোড়, গোপাল, সনাতন ॥
(চৈঃ চঃ আদি ১১।৫০)

সনাতন গোস্বামী—শ্রীচৈতন্য-শাখা। পূর্বলীলায় সনাতন (চতুঃসন) ও রতিমঞ্জরী বা রাগমঞ্জরী [গৌঃ গঃ ১৮১ ৮২]।

অনুপমবল্লভ, শ্রীরূপ, সনাতন।
এই তিন শাখা বৃক্ষের পশ্চিমে গণন ॥
(চৈঃ চঃ আদি ১০।৮৪)

প্রসিদ্ধ ছয় গোস্বামির অন্যতম। ইনি গৌড়ের বাদসাহ হুসেন শাহের মন্ত্রী ছিলেন। পরে শ্রীগৌরাঙ্গ-চরণে আত্মসমর্পণ করিয়া বিষয়বৈভব, রাজসম্মান প্রভৃতি ত্যাগ করত কাঙ্গাল সাজিয়া শ্রীবৃন্দাবনবাসী হয়েন। ইঁহার ত্যাগ-বৈরাগ্য প্রভৃতি গৌড়ীয়গণের আদর্শ। চৈঃ চঃ মধ্য ২০—২৫ অধ্যায়ে যে শ্রীসনাতনশিক্ষা প্রকটিত হইয়াছে, তাহাই গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের আদরণীয়, শিক্ষণীয় ও অনুধ্যাতব্য মহাদান। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, ভক্তমাল প্রভৃতিতে বিস্তৃত জীবনী নিত্য আলোচ্য।

গ্রন্থাবলি—বৃহদ্ভাগবতামৃত, বৈষ্ণবতোষণী, শ্রীকৃষ্ণ-লীলাস্তব বা দশমচরিত, শ্রীহরিভক্তিবিলাসটীকা এবং লঘু হরিনামামৃত ব্যাকরণ।

সনাতন চক্রবর্ত্তী—মেদিনীপুর জিলায় (তমলুক ?)-নিবাসী জনৈক কবি। ইনি ১৬৫৮ খৃঃ শ্রীমদ্ভাগবতের পদ্যানুবাদ করিয়াছেন। 'বঙ্গবাসী' কার্যালয়ে ইহার কতেকাংশ মুদ্রিত হইয়াছিল (মেদিনীপুরের ইতিহাস ৬২৬ পৃঃ)।

সনাতন দাস—শ্রীগৌর-ভক্ত।

ওহে সনাতন দাস! এ বর মাগিয়ে।
কর্ম্মায় বিষয়-বিষ যেন না ভুঞ্জিয়ে॥ [নামা ২২৫]

২ শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের শিষ্য। বর্দ্ধমান জেলায় দাঁইহাট হইতে দুই মাইল দক্ষিণে 'মোসস্থলি'-গ্রামে ইঁহার শ্রীপাট ও সমাধি আছে।

সনাতন মিশ্র—পূর্বলীলার সত্রাজিৎ [গৌঃ গঃ ৪৭] শ্রীদুর্গাদাস মিশ্রের পুত্র॥ ইঁহার কন্যাই আমাদের পরমারাধ্যা—শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী মহাপ্রভুর দ্বিতীয়া পত্নী।

সেই নবদ্বীপে বৈসে মহাভাগ্যবান্।
দয়াশীল স্বভাব শ্রীসনাতন নাম॥
অকৈতব উদার পরম বিষ্ণুভক্ত।
অতিথি-সেবন পর উপকারে রত॥
সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় মহাবংশজাত।
পদবী রাজপণ্ডিত—সর্বত্র বিখ্যাত॥
ব্যবহারেও পরম সম্পন্ন একজন।
অনায়াসে অনেকেরে করেন পালন॥
(চৈঃ ভাঃ আদি ১৫'৪০ - ৪৩)

সনোড়িয়া ব্রাহ্মণ—শ্রীমহাপ্রভু মথুরামণ্ডল ভ্রমণ করিতে করিতে শ্রীশ্রীকেশব-মন্দিরে উপস্থিত হইলে এই বৃদ্ধ বিপ্র প্রভুর দর্শনে প্রেমাবিষ্ট হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। প্রভুও ব্রাহ্মণের অদ্ভুত প্রেমদর্শনে স্থির থাকিতে না পারিয়া তাহাতে যোগ দিলেন। পরে উভয়ে প্রকৃতিস্থ হইলে প্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন—'বিপ্র! এ অদ্ভুত প্রেম আপনি কোথা হইতে লাভ করিলেন ?'

বিপ্র কহে—শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরী।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে আইলা মথুরা নগরী॥
কৃপা করি' তিঁহো মোর নিলয়ে আইলা।
মোরে শিষ্য করি' মোর হাতে 'ভিক্ষা' কৈলা॥
গোপাল প্রকট করি সেবা কৈলা মহাশয়।
(চৈঃ চঃ মধ্য ১৭।১৬৬—১৬৮)

পরে প্রভু কহিলেন—"আপনাকে দর্শন করিয়াই আমি বুঝিতে পারিয়াছি যে শ্রীশ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর সম্বন্ধ ভিন্ন এরূপ প্রেম কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না"। এই বলিয়া মহাপ্রভু বিপ্রের শ্রীচরণ বন্দনা করিলে ব্রাহ্মণ প্রভুর চরণে পড়িয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

প্রভু কহে তুমি গুরু, আমি শিষ্য প্রায়।
গুরু হঞা শিষ্যে নমস্কার না যুয়ায়॥' (ঐ ১৭০)

কিন্তু ব্রাহ্মণ তাহা শুনিলেন না। পরে বিপ্রের নিকট প্রভু ভিক্ষা প্রার্থনা করিলে বিপ্র স্বীকৃত হইলেন না, কারণ বিপ্র সনোড়িয়া। তাঁহাদের সমাজে অন্ন প্রচলিত নাই।

যদ্যাপি শনোড়িয়া হয় সেইত ব্রাহ্মণ।
সনোড়িয়া-ঘরে সন্ন্যাসী না করে ভোজন॥

এ কারণে বিপ্র মহাপ্রভুর সঙ্গী বলভদ্র ভট্টাচার্যাকে দিয়া পাক করাইয়া প্রভুর সেবা করাইলেন, কিন্তু প্রভুর ইহাতে আনন্দ হইল না, তিনি কহিলেন—আপনার গৃহে যখন শ্রীশ্রীমাধবেন্দ্রপুরী ভোজন করিয়াছেন, তখন তাঁহার আচরণই সর্ব্ব সারধর্ম্ম।

প্রভু কহে—"শ্রুতি, স্মৃতি, যত ঋষিগণ।
সবে এক-মত নহে, ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম।
ধর্ম-সংস্থাপন হেতু সাধুর ব্যবহার।
পূরী গোঁসাঞির আচরণ সেই ধর্ম্ম সার॥"
(ঐ ১৮৪—৮৫)

এই বলিয়া তিনি পরে সেই বিপ্রগৃহে অন্নভোজন করিলেন। ঐ স্থানে প্রভুকে দর্শন করিতে বিস্তর লোক-সমাগম হয়, প্রভু সকলকে উদ্ধার করেন। পরে উক্ত বিপ্রকে সঙ্গে করিয়া সমগ্র ব্রজধাম পরিক্রমণ করিতে গমন করেন।

সন্ত ঠাকুর—শ্রীনিত্যানন্দ-শাখা। শ্রীপাট—কুকুণ-পূর। পূর্বলীলায় ভদ্রসেন—উপগোপাল।

সন্তোষ দত্ত বা রায়—শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য ও

* বর্ত্তমানে গোবর্দ্ধন হইতে অনেক দূরে উদয়পূরের নিকটবর্ত্তী নাথদ্বারে ঐ গোপাল সেবিত হইতেছেন।

তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত শ্রীপুরুষোত্তম দত্তের পুত্র। ইনি পরে রাজা হয়েন। খেতুরির নিকট শিয়ালা নামক স্থানে বসন্তপুর নামে এক নগর স্থাপন করিয়াছিলেন। ইনি গৌড়ের বাদশাহের অমাত্য ছিলেন এবং বিদ্বান্ ও রাজকার্য্যে বিশেষ দক্ষ ছিলেন।

শ্রীপুরুষোত্তমের তনয় সন্তোষাখ্য্য।
শ্রীকৃষ্ণানন্দের ভ্রাতুষ্পুত্র কার্য্যে দক্ষ ॥
গৌড়রাজামাত্য প্রজাপালনে প্রবীণ।
অত্যন্ত প্রভাব, অন্য যাঁহার অধীন ॥

(ভক্তি ১।৪৬৮—৬১)

শ্রীনরোত্তম ঠাকুর শ্রীবৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার পূর্বে তাঁহার পিতা কৃষ্ণানন্দ ও জ্যেষ্ঠ পুরুষোত্তম দত্তের স্বধামে গমন হইয়াছিল বলিয়া অনুমান হয়। কারণ ঐ সময় হইতে সন্তোষ দত্তের 'রাজা' উপাধি দেখা যায়। শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর গ্রন্থচুরির সংবাদের পর যখন গ্রন্থপ্রাপ্তির সংবাদ আসিল, তখন স্বীয় রাজ্যে ইনি উৎসব করিয়াছিলেন।

যৈছে শ্রীসন্তোষ রাজা উৎসাহে আপনে।
করিল মঙ্গল ক্রিয়া বিবিধ বিধানে ॥

(ভক্তি ৭।২৬৯)

শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠার ইনি সমগ্র ব্যয়ভার বহন করিয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন, সন্তোষ দত্তের অপর নাম—বসন্ত দত্ত।

শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু খেতুরীতে আগমন করিলে—

রাজা শ্রীসন্তোষ দত্ত নিজগণ লঞা।
বহু দৈন্য কৈল শ্যামানন্দে প্রণমিয়া ॥

[ভক্তি ৭।৩০৮]

কৃষ্ণানন্দ দত্ত ইহাকে রাজ্যভার দিয়াছিলেন—

সন্তোষ দত্ত নাম গুণের আলয় ॥
শ্রীনরোত্তমের তিঁহো পিতৃব্য-কুমার।
কৃষ্ণানন্দ দত্ত যাঁরে দিলা রাজ্যভার ॥ (নরো ২)

'সঙ্গীত মাধব' নাটকে লিখিত আছে—"পদ্মাতীরবর্ত্তি-গোপালপুর-নগরবাসী-গৌড়াধিরাজ-মহামাত্য-শ্রীপুরুষোত্তম-সত্তমতনুজঃ শ্রীসন্তোষদত্তঃ, স হি শ্রীনরোত্তমদত্ত সত্তম-মহাশয়ানাং কনীয়ান্ যঃ পিতৃব্য ভ্রাতৃশিষ্যঃ, তেন চ শ্রীরাধামাধবয়োঃ প্রকটলীলানুসারেণ লৌকিকরীত্যা পূর্ব্বরাগাদি-বিলাসহং **সঙ্গীতমাধবনাটকং** বিরচয্য নানারত্নাদিদানেন নাম্না পুরস্কৃত্য সমর্পিতমস্তি ॥"

ঐছে শ্রীসন্তোষদত্ত অনুমতি দিল।
সঙ্গীতমাধব-নামে নাটক বর্ণিল ॥
রাধাকৃষ্ণ পূর্ব্বরাগ অপূর্ব্ব তাহাতে।
শুনিয়া সন্তোষদত্ত পরমানন্দ চিতে ॥

[ভক্তি ১।৪৬১—৬২]

সন্তোষ রায়—পিতার নাম রাঘবেন্দ্র রায়। ভ্রাতার নাম-রাজা চাঁদ রায়। এই চাঁদ রায় পূর্ব্বে দস্যুবৃত্তি করিতেন। শ্রীলনরোত্তম ঠাকুরের কৃপায় সগোষ্ঠি পরম বৈষ্ণব হন। [চাঁদরায় দেখ]

সর্বজয়া—বেলপুকুরিয়া-নিবাসী নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর কনিষ্ঠা কন্যা ও শ্রীচন্দ্রশেখরাচার্য্যের পত্নী (প্রেম ২৪)।

সর্বজ্ঞ—ভরদ্বাজ-গোত্রীয় জগদ্গুরু, কর্ণাটদেশে ব্রাহ্মণ-রাজবংশে জন্ম হয়। ইনি শ্রীরূপসনাতনাদির আদিপুরুষ।

সর্বানন্দ—পদকর্ত্তা। জগদানন্দের ভ্রাতা।

(জগদানন্দ দেখুন)

সাদিপুরিয়া গোপাল—বিক্রমপুরের অন্তর্গত সাদিপুরে নিবাস ছিল। শ্রীগদাধর পণ্ডিতের শাখা।

শ্রীহরি আচার্য্য, সাদিপুরিয়া গোপাল ॥

[চৈঃ চঃ আদি ১২।৮৪]

বন্দে গোপালদাসাখ্যং সাদিপুর-নিবাসিনম্।
রাধাকৃষ্ণ-প্রেমরসৈঃ প্লাবিতং বিক্রমং পুরম্ ॥

[শাঃ নিঃ ২৪]

সারঙ্গদাস ঠাকুর—শ্রীচৈতন্য-শাখা। ব্রজের নান্দীমুখী (গৌঃ গঃ ১৭২)।

ভাগবতাচার্য্য, ঠাকুর সারঙ্গদাস।
[চৈঃ চঃ আদি ১০।১১৩]

সারঙ্গদেব ও ইতি বোধ হয় একই ভক্ত।
কুলিয়া পাহাড়পুর দুই ত নির্দ্ধার।
বংশীবদন, কবিত্ত, সারঙ্গ ঠাকুর ॥
এই দুই গ্রামে তিনে সতত থাকয়।
কুলিয়াপাহাড়পুর নাম খ্যাতি হয় ॥

সারঙ্গদেব—মহাপ্রভুর ভক্ত। একদা নদীয়াবিহারী

শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর দেবানন্দ পণ্ডিতকে ভৎর্সনা কয়িয়া শ্রীবাস-পণ্ডিতের সঙ্গে স্বীয় গৃহে গমন করিতেছেন, এমন সময়ে সারঙ্গদেবের সহিত সাক্ষাৎ হইলে প্রভু কহিলেন—'সারঙ্গদেব! তুমি শিষ্য কর না কেন ?

সারঙ্গদেব বলিলেন—উপযুক্ত শিষ্য পাই না, তাই করি না।'

প্রভু কহিলেন,—তুমি যাহাকে শিষ্য করিবে, সেই উপযুক্ত হইবে।'

সারঙ্গদেব—'আপনার যখন আজ্ঞা, তখন কল্য যাহাকে পাইব, তাহাকেই শিষ্য করিব।' এই বলিয়া প্রভুকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া সারঙ্গদেব চলিয়া গেলেন।

পরদিন সারঙ্গদেব গঙ্গাস্নান করিতে গিয়া দেখেন একটি মৃত বালক ভেলায় ভাসিয়া যাইতেছে। সারঙ্গ প্রভুর আজ্ঞা মতে তাঁহাকেই দীক্ষা দিলেন। দীক্ষামন্ত্র কর্ণে যাওয়াতে বালকের প্রাণ সঞ্চার হইল। উক্ত বালকের যজ্ঞোপবীত দিনে সর্পাঘাতে মৃত্যু হয়। তৎকালের রীতি-অনুসারে দাহ না করিয়া তাহার আত্মীয়গণ গঙ্গায় নিক্ষেপ করেন। পরে জানা যায় যে এই বালকের নাম—মুরারি॥ বালকের জীবিত হইবার সংবাদ তাহার মাতাপিতা পাইয়া গৃহে লইতে আসিলে বালক আর গেল না। সারঙ্গদেবের সেবাতে জীবন কাটাইবার মানস করিল। ইনিই শ্রীঠাকুর মুরারি-নামে উত্তরকালে প্রসিদ্ধ হন। ইঁহার অনুগ বংশ এখনও বর্দ্ধমানের 'শর' গ্রামে বাস করিতেছেন। এই প্রাচীন সেবাটি মামগাছি গ্রামে বহু প্রাচীন বকুলবৃক্ষতলে অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। ("শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর'—১১৩পৃঃ)

সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য বা বাসুদেব সার্ব্বভৌম—শ্রীচৈতন্যশাখা। পূর্বলীলায় বৃহস্পতি (গৌঃ গ' ১১৯)

বড় শাখা এক সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য।
তার ভগ্নীপতি শ্রীগোপীনাথ ভট্টাচার্য্য॥

[চৈঃ চঃ আদি ১০।১৫০]

ইনি মিথিলা হইতে ন্যায়শাস্ত্র কণ্ঠস্থ করিয়া আসেন। পুরীধামে মহারাজা প্রতাপরুদ্রদেবের সভাপণ্ডিত ছিলেন। মহাপ্রভু পুরীধামে গমন করিলে সার্ব্বভৌম তাঁহাকে বেদান্ত শ্রবণ করাইতে থাকেন, পরে মহাপ্রভুর কৃপালাভে তাঁহারই শ্রীচরণে আত্মবিক্রয় করেন। ইঁহার রচিত 'শ্রীচৈতন্যশতক' প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। নিম্ন শ্লোকদ্বয়ও ইঁহারই রচিত।

বৈরাগ্যবিদ্যানিজভক্তিযোগ-শিক্ষার্থমেকঃ পুরুষঃ পুরাণঃ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-শরীরধারী, কৃপাম্বুধির্যস্তমহং প্রপদ্যে॥ ১
কালান্নষ্টং ভক্তিযোগং নিজং যঃ, প্রাদুষ্কর্ত্তুং কৃষ্ণচৈতন্যনামা।
আবির্ভূতস্তস্য পাদারবিন্দে, গাঢ়ং গাঢ়ং লীয়তাং চিত্তভৃঙ্গঃ

এই দুই শ্লোক—ভক্তকণ্ঠে মণিহার।
সার্বভৌমের কীর্ত্তি ঘোষে ঢক্কাবাদ্যকার॥
সার্বভৌম হইলা প্রভুর ভক্ত একতান।
মহাপ্রভু বিনা সেবা নাহি জানে আন॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শচীসুত গুণধাম।
এই ধ্যান, এই জপ, এই লয় নাম॥

[চৈঃ চঃ মধ্য ৬।২৫৬—৮]

নীলাচললীলায় সার্বভৌমই মহাপ্রভুর প্রধান সঙ্গী ছিলেন। রাজা প্রতাপরুদ্রের সহিত মহাপ্রভুর মিলনে প্রথমতঃ ইনিই কথাবার্ত্তা চালাইয়াছেন। ইঁহারই যুক্তিতে জগন্নাথবল্লভ উদ্যানে রাজা প্রভুর চরণস্পর্শাদি-লাভ করেন। গুণ্ডিচামার্জ্জনে, জলকেলিতে, নন্দাৎসবে শ্রীরূপের কাব্যামৃতাস্বাদনে, ভোজন-বিলাসে, শ্রীহরিদাস-নির্যাণ-প্রসঙ্গে আমরা সর্ব্বত্রই ইঁহার সাহিত্য ও প্রাধান্য অনুভব করি। সার্বভৌম রচিত সাতটি পদ্য (৭২, ৭৩, ৯০, ৯১, ৯৯, ১০০, ১৩৩) পদ্যাবলীতে সমাহৃত হইয়াছে।

সালবেগ—মুসলমান বৈষ্ণব কবি। পদকল্পতরুতে ইঁহার তিনটি পদ সমাহৃত হইয়াছে। বিপ্ররামদাস কবিকৃত 'দার্ঢ্যতাভক্তিতে' ২০৯-১৯ পৃঃ] উৎকল-ভাষায় ইহার জীবনী বিবৃত হইয়াছে।

সিংহেশ্বর ওড়—উড়িষ্যাবাসী। শ্রীচৈতন্য শাখা

রামভদ্রাচার্য্য, আর ওড্র সিংহেশ্বর॥

[চৈঃ চঃ আদি ১০।১৪৮]

মহাপ্রভু দক্ষিণ দেশ হইতে পুরীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে সার্বভৌম ভক্তগণের পরিচয় প্রদানকালে বলিয়াছেন—

চন্দনেশ্বর, সিংহেশ্বর, মুরারি ব্রাহ্মণ।
বিষ্ণুদাস, ইঁহো ধ্যায় তোমার চরণ॥

(চৈঃ চঃ মধ্য—১০।৪৫)

সিংগা ভট—শ্রীচৈতন্য শাখা। উড়িষ্যাবাসী।

সিঙ্গা ভট্ট, কামা ভট্ট, দণ্ডর শিবানন্দ ॥

(চৈঃ চঃ আদি ১০।১৪৯)

সীতাঠাকুরাণী শ্রীশ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য প্রভুর পত্নী। পূর্বলীলায় যোগমায়া (গৌঃ গঃ ৮৬)। পিতার নাম—নৃসিংহ ভাদুরী। (মাতার নাম পূর্বলীলায় মেনকা). ভগিনীর নাম—শ্রীদেবী। সীতাদেবীর মাতা দুই কন্যা রাখিয়া পরলোক গমন করেন। নৃসিংহ ভাদুড়ী শ্রীঅদ্বৈত প্রভুকে দুই কন্যা দান করিবার জন্য আদেশ পান। ফুলিয়া নগরে ইঁহাদের বিবাহ হয়।

প্রেমবিলাস-মতে ফুলিয়া নগরের অধিপতি হিরণ্য দাস ও গোবর্দ্ধন দাস (রঘুনাথ দাস গোস্বামির পিতা ও জ্যেষ্ঠতাত) শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর বিবাহের যাবতীয় ব্যয় নির্বাহ করেন। বিবাহের পর অদ্বৈত প্রভু নদীয়া হইতে শান্তিপুরে বাস করেন। সীতাদেবীর গর্ভে পাঁচ পুত্র জন্মগ্রহণ করেন—অচ্যুতানন্দ, কৃষ্ণদাস. গোপাল বলরাম এবং জগদীশ। (প্রেম—২৪)

সীতাদেবী - প্রসিদ্ধ নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের গুরু শ্রীললোকনাথ গোস্বামীর মাতা। পদ্মনাথ চক্রবর্ত্তীর পত্নী।

সুকৃতি কৃষ্ণদাস – শ্রীনিত্যানন্দ-শাখা। শ্রীপাট—বড়গাছি,। শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু ঐস্থানে অনেকদিন বিহার করিয়াছিলেন।

বড়গাছি-নিবাসী সুকৃতি কৃষ্ণদাস।
যাঁহার মন্দিরে নিত্যানন্দের বিলাস॥

(চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৫।৭৪৮)

সুখানন্দ—শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্য। (কর্ণা ১) (মোহন দাস দেখুন)।

সুখানন্দ পুরী—লঘিমাসিদ্ধি (গৌঃ গঃ ৯৬ ৯৭)। শ্রীচৈতন্য-রূপ ভক্তিকল্পতরুর যে নয় জন সন্ন্যাসী মূল ছিলেন, ইনি তন্মধ্যে একজন।

বিষ্ণু পুরী, কেশব পুরী, পুরী কৃষ্ণানন্দ।
শ্রীনৃসিংহ তীর্থ, আর পুরী সুখানন্দ॥

(চৈঃ চঃ আদি ৯।১৪)

সুখী—শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহে দুঃখী-নাম্নী পরিচারিকা। ইহার সেবাবুদ্ধিতে প্রীত হইয়া মহাপ্রভু নাম রাখেন—'সুখী'।

শ্রীবাসের স্থানে প্রভু জিজ্ঞাসে আপনে।
'প্রতিদিন গঙ্গাজল কোন্ জনে আনে ?'
শ্রীবাস বোলয়ে 'প্রভু', 'দুঃখী' বহি' আনে।'
প্রভু বোলে—'সুখী' করি' বল সর্বজনে॥
এ জনের 'দুঃখী' নাম কভু যোগ্য নয়।
সর্বকাল 'সুখী' হেন মোর চিত্তে লয়॥

[চৈঃ ভাঃ মধ্য ২৫।১৪—১৬]

সুগ্রীব মিশ্র—শ্রীগৌরভক্ত (বৈষ্ণব-বন্দনা)।

শ্রীসুগ্রীব মিশ্র! তাঁরে দেহ সমর্পিয়া।
যাঁর গৌরবর্ণ—রাধা মাধুরী ভাবিয়া॥

(নামা ১৫২)

সুদর্শন—শ্রীগৌরভক্ত। পরিচয় অজ্ঞাত। প্রভুর পুরোহিত (?)

বন্দো গুরু বিষ্ণু, গঙ্গাদাস. সুদর্শন।

[বৈষ্ণব বন্দনা, নামা ৬১)

সুধাকর মণ্ডল – শ্রীবিনাস আচার্য্যের শিষ্য। পত্নীর নাম—শ্যামপ্রিয়া, পুত্রের নাম - রাধাবল্লভ কামদেব ও গোপাল মণ্ডল। সকলেই আচার্য্যপ্রভুর ভৃত্য।

সুধাকর মণ্ডল—প্রভুর ভৃত্য একজন।
তাঁর স্ত্রী শ্যামপ্রিয়া কৃপার ভাজন॥ (কর্ণা ১)

সুধানিধি রায়—কায়স্থ। শ্রীচৈতন্য-শাখা। ভবানন্দ রায়ের চতুর্থ পুত্র, প্রসিদ্ধ রামানন্দ রায়ের ভ্রাতা। নব নিধির অন্যতম (গৌঃ গঃ ১০২-১৯৩)।

রামানন্দ রায়, পট্টনায়ক গোপীনাথ।
কলানিধি, সুধানিধি, নায়ক বাণীনাথ॥

(চৈঃ চঃ আদি ১০।১৩৩)

সুধাময়—কমলাকর পিপ্‌লায়ের জামাতা। শ্রীপাট—মাহেশ। "শ্রীনিত্যানন্দ বংশবিস্তার" গ্রন্থমতে ইঁহার স্ত্রীর নাম—বিদ্যুন্মালা দেবী। ইহারা পুরীধামে গিয়া তথায় সভুদ্রদেবের কৃপায়, নারায়ণী-নামে এক কন্যারত্ন লাভ করেন এবং শ্রীশ্রীবীরভদ্র গোস্বামির সহিত তাঁহার বিবাহ দেন (বীরভদ্র দেখুন)।

সুনন্দা—শ্রীচিরঞ্জীব সেনের পত্নী। শ্রীখণ্ডের দামোদর কবিরাজের কন্যা। বিখ্যাত রামচন্দ্র ও গোবিন্দ দাস কবিরাজের মাতা।

সুনন্দা দেবী—শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর মাতা ঠাকুরাণী।

সুন্দরবর খাঁ—প্রাণবল্লভ বসু। হোসেন শাহ বাদসাহের উজির পুরন্দর খাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা। শেয়ালীতে জন্ম। ইনিও বাদসাহের উচ্চ কর্মচারী ছিলেন।

সুন্দরানন্দ—মতান্তরে আনন্দানন্দ। শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর শিষ্য। শ্রীপাট—গোপীবল্লভপুর।

জগন্নাথ, গদাধর আর সুন্দরানন্দ॥ (প্রেম ২০)

সুন্দরানন্দ ঠাকুর—পূর্ব্বলীলায় সুদাম সখা [গৌঃ গঃ ১২৭]; শ্রীনিত্যানন্দ-শাখা ও পারিষদ। শ্রীপাট—হলদা মহেশপুর গ্রামে (যশোহর জেলায়)।

সুন্দরানন্দ নিত্যানন্দের শাখা, ভৃত্য মর্ম্ম।
যাঁর সঙ্গে নিত্যানন্দ করে ব্রজনর্ম্ম॥
(চৈঃ চঃ আদি ১১।২৩)

ইনি প্রেমোন্মাদে জল হইতে কুম্ভীরকে ধরিয়া আনিয়াছিলেন। মতান্তরে যশোহর বোধখানায় ইঁহার শ্রীপাট। উক্ত স্থানে তাঁহার বংশধরগণ আছেন। শুনা যায় পণ্ডিত মন্মথনাথ গোস্বামী বর্ত্তমানে ইঁহার বংশধর।

সুন্দরানন্দ ঠাকুর বন্দির বড় আশে।
ফুটা'ল কদম্বফুল জাম্বিরের গাছে॥
(বৈষ্ণব-বন্দনা)

হলদা মহেশপুরে সুন্দরানন্দের বাস।
সুন্দরানন্দ পূর্ব্বে সুদাম জানিবে নিশ্চয়॥
(পাট-পর্য্যটন)

২ শ্রীনিবাস আচার্য্যের পৌত্র। শ্রীগীতগোবিন্দের পুত্র ও শিষ্য।

শ্রীগতিপ্রভুর শিষ্য প্রধান তনয়।
শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ঠাকুর গম্ভীরহৃদয়।
শ্রীসুন্দরানন্দ আর শ্রীহরি ঠাকুর।
তিন পুত্র শিষ্য তাঁর, তিন ভক্তশূর॥ (কর্ণা ২)

সুন্দরানন্দ পণ্ডিত—"পাটপর্য্যটন"-মতে ইনি শ্রীঅভিরাম গোস্বামির শিষ্য। শ্রীপাট—ভঙ্গমোড়া বা ভাঙ্গামোড়া গ্রাম।

ভঙ্গমোড়াতে বাস সুন্দরানন্দ নমি।
পরম বিদ্বান, বিপ্র, পণ্ডিত-আখ্যান॥ (পাঃ পঃ)

সুন্দরী ঠাকুর—(পূর্ব্বলীলায় খঞ্জনী সখী) শ্রীনিত্যানন্দ-শাখা। শ্রীপাট - বরাহনগর।

খঞ্জনী সখী এবে সুন্দরী ঠাকুর।
নিত্যানন্দ-শাখা, বাস - বরাহনগর॥ (বৈ-আ দ)

সুলক্ষণা—রাজা বীরহাম্বীরের পত্নী ও শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্যা।

সুলোচন—শ্রীচৈতন্য-শাখা—শ্রীখণ্ডে শ্রীপাট ছিল। পূর্ব্বলীলায় চন্দ্রশেখরা (গৌঃ গঃ ২০৭)।

খণ্ডবাসী মুকুন্দদাস, শ্রীরঘুনন্দন।
নরহরি দাস, চিরঞ্জীব, সুলোচন॥
(চৈঃ চঃ আদি ১০।৭৮)

২ শ্রীনিত্যানন্দ-শাখা।

বিষ্ণাই হাজরা, কৃষ্ণানন্দ, সুলোচন।
(চৈঃ চঃ আদি ১১।৫০)

সুবলচন্দ্র ঠাকুর—শ্রীনিবাস আচার্য্যের পৌত্র, শ্রীগীতগোবিন্দের পুত্র। "কর্ণানন্দ"-মতে শ্রীনিবাস কন্যা হেমলতা দেবীর নিকট ইনি দীক্ষা গ্রহণ করেন।

শ্রীমতীর শিষ্যগণে আছে যার খ্যাতি।
শ্রীসুবলচন্দ্র ঠাকুর সদানন্দময়।
তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র, তার শিষ্য মহাশয়॥ (কর্ণা ২)

সুবুদ্ধি মিশ্র—দ্বিতীয় শ্রীচৈতন্যমঙ্গল-প্রণেতা জয়ানন্দের পিতা। শ্রীচৈতন্য-শাখা। ব্রজের গুণচূড়া (গৌঃ গঃ ১৯৪, ২০১)।

সুবুদ্ধি মিশ্র, হৃদয়ানন্দ, কমলনয়ন।
(চৈঃ চঃ আদি ১০।১১১)

সুবুদ্ধি রায়—

সুবুদ্ধি রাঘব সাথ, ভূগর্ভ শ্রীলোকনাথ,
ব্রজে যাঁরা ফিরে নানা রঙ্গে॥
(ভক্তিঃ গ্রন্থশেষ ২৭)

সুবুদ্ধি রায় পূর্ব্বে গৌড়ের রাজা ছিলেন। হোসেন শাহ করোয়ার জল ইঁহার মুখে দিয়া জাতি নাশ করেন। এজন্য ইনি ব্রাহ্মণগণের শরণাপন্ন হইলে ব্রাহ্মণগণ তুষানলে প্রাণত্যাগই প্রায়শ্চিত্ত-বিধি প্রদান করেন; কিন্তু মহাপ্রভুর সহিত সাক্ষাৎ হইলে তিনি হরিনামে সর্ব্ব পাপ নাশ হইবে আজ্ঞা দিয়া সুবুদ্ধিকে শ্রীবৃন্দাবনে গমন করিতে

বলেন। শ্রীরূপ-মিলন ও তৎপ্রসঙ্গাদি [চৈঃ চঃ মধ্য ২৫।১৮০—২০০] দ্রষ্টব্য। সুবুদ্ধি রায়ের বৈরাগ্য ও দৈন্যাচরণ যথা—

শুষ্ক কাষ্ঠ আনি' রায় বেচে মথুরাতে।
পাঁচ ছয় পয়সা হয় এক এক বোঝাতে॥
আপনে রহে এক পয়সার চানা চাবাঞা।
আর পয়সা বাণিয়া-স্থানে রাখেন ধরিয়া॥
দুঃখী বৈষ্ণব দেখি' তাঁরে করান ভোজন।
গৌড়ীয়া আইলে দধিভাত, তৈল মর্দন॥
(চৈঃ চঃ মধ্য ২৫।১৯৭—১৯)

সুভদ্রা দেবী—শ্রীবীরচন্দ্রের পত্নী, ইনি মা জাহ্নবার তিরোভাব শুনিয়া শতশ্লোকে 'অনঙ্গকদম্বাবলী' নামে স্তোত্র রচনা করিয়াছিলেন। তাহার একটি শ্লোক –

বন্দেঽহং তব পাদপদ্মযুগলং মৎপ্রাণ দেহাস্পদং
সত্যং ব্রূমি কৃপাময়ি! ত্বদপরং তুচ্ছং ত্রিলোক্যাস্পদম্।
শ্রীলশ্রীচরণারবিন্দ-মধুপো মন্মানসং নেচ্ছতি
হা মাতঃ! করুণালয়ে! তব পদে দাস্যং কদা যাস্যতি॥"

সুরদাস মদনমোহন—শ্রীসনাতন গোস্বামীপ'দের শিষ্য। প্রকৃত নাম—সুরধ্বজ। আকবরের রাজত্বকালে ইনি 'সণ্ডীলে'-নামক স্থানের সুবাদার ছিলেন। তত্রত্য গুড় অত্যুৎকৃষ্ট দেখিয়া ইনি বহু পয়সা খরচ করিয়া এক গাড়ী গুড় শ্রীবৃন্দাবনে মদনমোহনের জন্য পাঠাইলেন। কথিত আছে যে বৃন্দাবনে রাত্রিকালে গুড় পৌঁছিলে শ্রীমন্ মদনমোহন স্বপ্নাদেশ দিয়া পূজারীকে সেই রাত্রেই মালপুয়া ভোজন করিয়াছিলেন। একটী পাত্রে ইঁহার নিকট প্রসাদও পৌছিয়াছিল। আকবরের তহবিল হইতে ইনি তের লক্ষ টাকা সাধুগণকে বণ্টন করত সিন্ধুকে পাথর পুরিয়া বৃন্দাবনে যাইয়া গোস্বামিপাদের চরণাশ্রয় করেন। ইনি ঠাকুর-সেবার অবসরে পদাবলি রচনা করিতেন—তাহার নাম হয়, **'সুরদাণী'**; তাঁহার কবিতা সরস ও উচ্চস্থানীয়। ব্রজভাষায় ১০৫টি পদ প্রকাশিত হইয়াছে।

সূর্য্যদাস—শ্রীবৃন্দাবনবাসী। শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামির শিষ্য—হরিবংশ গোস্বামীর দ্বিতীয় পুত্র। শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীশ্রীরাধাবল্লভজীর সেবায়েত। (প্রেম ১৮; হরিবংশ গোস্বামী দেখ)।

সূর্যদাস পণ্ডিত—"সরখেল"-উপাধি। শ্রীনিত্যানন্দ-শাখা। শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-পত্নী শ্রীজাহ্নবা মাতার পিতাঠাকুর; শালিগ্রামে বাস ছিল, পরে অম্বিকা কালনায় বাসস্থান করেন। পূর্বলীলার ককুদ্মী (গৌঃ গঃ ৬৫)।

সেখ হবু—শ্রীসনাতন গোস্বামিকে হোসেন শাহ্ বাদশাহ যখন কারারুদ্ধ করেন, তখন এই কারারক্ষী তাঁহার নিকট থাকিত। পূর্বে সনাতনদ্বারা বহু বিষয়ে উপকৃত ছিল।

শ্রীসনাতন প্রভু মহাপ্রভুর দর্শনের জন্য ব্যাকুলচিত্তে রক্ষীর নিকটে গিয়া—

যবনরক্ষী-পাশ কহিতে লাগিলা॥
তুমি এক জিন্দাপীর মহাভাগ্যবান্।
কেতাব-কোরাণ-শাস্ত্রে আছে তোমার জ্ঞান॥
এক বন্দী ছাড়ে যদি নিজ ধর্ম্ম দেখিয়া।
সংসার হইতে তারে মুক্ত করেন গোসাইঞা॥
পূর্বে আমি তোমার করিয়াছি উপকার।
তুমি আমা ছাড়ি' কর প্রত্যুপকার॥
(চৈঃ চঃ মধ্য ২০।৪—৭)

ইহার জন্য আমি তোমাকে পাঁচ হাজার মুদ্রা দিতেছি। আমাকে ছাড়িয়া দিয়া তুমি ধর্ম্ম ও অর্থ দুই লাভ কর।

রক্ষী বাদশাহের ভয়ে ভীত হইলেন—সনাতন তাহাকে বুঝাইলেন, 'সেজন্য কোন ভাবনা নাই। হোসেন সাহ দক্ষিণ দেশে গমন করিয়াছেন; তিনি ফিরিয়া আসিলে তুমি বলিবে—সনাতন দবিরখাস প্রাতঃকৃত্যের জন্য গঙ্গাতীরে যাইয়া হঠাৎ দাড়ুকা সমেত (হাতপায়ের বেড়ী) গঙ্গাতে ঝাঁপাইয়া পড়িল, আর দেখা গেল না। আমি আর এদিকে আসিব না। আমি দরবেশ হইয়া মক্কায় চলিয়া যাইব। তাহা হইলে তোমার আর ভয়ের কারণ কি?' [মক্কায় যাইবার অর্থ—রক্ষীকে সন্তুষ্ট করা।] কিন্তু তাহাতেও যখন রক্ষীর মন টলিল না, তখন রাজমন্ত্রী সনাতন একেবারে সাত হাজার মুদ্রা তাহার সম্মুখে রাশীকৃত করিয়া ঢালিয়া দিলেন।

তথাপি যবন মন প্রসন্ন না দেখিলা।
সাত হাজার মুদ্রা তার আগে রাশি কৈলা॥ ঐ ১৪

ঐ সামান্য বেতনভোগী রক্ষী, এক রাশি টাকা দেখিয়া আর লোভ সম্বরণ করিতে পারিল না। কাজেই রাজি হইয়া পায়ের বেড়ী কাটিয়া দিয়া সেই রাত্রে অতীব গোপনে সনাতনকে গঙ্গা পার করিয়া দিল।

লোভ হইল যবনের মুদ্রা দেখিয়া।
রাত্রে গঙ্গা পার কৈল দাড়ুকা কাটিয়া ॥ ঐ ১৫

(শ্রীসনাতন গোস্বামী দেখ)

সেরখাঁ—পাঠান। পরে বৈষ্ণব নাম হয় - শ্রীচৈতন্য দাস। শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর শিষ্য। মুসলমান বাদশাহের জনৈক প্রতিনিধি। বোধ হয় অম্বুয়া ধারেন্দা পরগণার (উৎকলের) শাসনকর্ত্তা ছিলেন।

একদা শ্যামানন্দ প্রভু সদলবলে সংকীর্ত্তন করিতে করিতে যাইতেছিলেন। এমন সময়ে সেরখাঁ বহির্গত হইয়া কীর্ত্তন বন্ধ করিতে বলেন, কিন্তু শ্যামানন্দ প্রভু সে আজ্ঞা পালন না করাতে সেরখাঁ মৃদঙ্গ ভঙ্গ করিয়া সকলকে নির্য্যাতন করিতে থাকেন। ভক্তগণের অকারণ নির্য্যাতন শ্যামানন্দ প্রভু সহ্য করিতে পারিলেন না, তিনি হুঙ্কার করিয়া উঠিলেন. সে ক্রোধ বহ্নিতে—

যবনের দাঁড়ি গোঁফ সব পূড়ি' গেল।
রক্ত বমি করি' সবে অবস ম ১১)

ইহার পরে সেরখাঁ অতীব ভীত হইয়া অনুচরবর্গ সহিত শ্রীশ্যামানন্দের চরণতলে পতিত হইলে তিনি—

দৈন্য দেখি' শ্যামানন্দ তারে অনুগ্রহ কৈল ॥ ঐ

সেই হইতে সানুচর সেরখাঁ শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর নিকট দীক্ষা লইয়া পরম বৈষ্ণব হইলেন।

সৈয়দ মরতুজা—জনৈক মুসলমান ফকির। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যে ইনি মুর্শিদাবাদ জঙ্গীপুর বালিয়াঘাটায় জন্মগ্রহণ করেন। ইনি মুসলমান হইলে হিন্দুধর্ম্মে আস্থাসম্পন্ন এবং তান্ত্রিক সাধনায় নিরত ছিলেন। বৈষ্ণব দাস-সঙ্কলিত পদকল্পতরুতে ইঁহার পদ স্থান পাইয়াছে। ইঁহার রচনা সরল, ছন্দোবদ্ধ ও অলঙ্কারের ঘটাশূন্য। জঙ্গীপুরের প্রান্তে 'সুতী'-নামক স্থানে ইঁহার সমাধি আছে।

সৌদামিনী দেবী—আত্মারাম দাসের বনিতা ও "প্রেমবিলাস"-রচয়িতা শ্রীনিত্যানন্দ বা বলরাম দাসের মাতাঠাকুরাণী। (বলরাম দাস দেখুন)

স্বপ্নেশ্বর বিপ্র—কটক-নগরবাসী। মহাপ্রভুর ভক্ত। মহাপ্রভু পুরী হইতে শ্রীবৃন্দাবন-পথে গৌড়ে আসিবার সময় কটক সহরে আগমন করিলে ইনি প্রভুকে মহাসমাদরে স্বীয় গৃহে লইয়া গিয়া সেবা করিলেন।

স্বপ্নেশ্বর বিপ্র প্রভুর কৈল নিমন্ত্রণ।

[চৈঃ চঃ মধ্য ১৬।১০০]

স্বরূপ গোস্বামী—শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর অষ্টম অধস্তন। ইনি ললিতমাধব নাটকের পয়ারাদি বিবিধ ছন্দে ১৭০৯ শাকে 'প্রেমকদম্ব' নামে এক প্রাঞ্জল অনুবাদ রচনা করেন।

স্বরূপ চক্রবর্ত্তী (স্বরূপ গোস্বামী —আদি নাম রামরাম সান্যাল। বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের প্রশিষ্য ও শ্রীরামকৃষ্ণ আচার্য্যের শিষ্য। শ্রীপাট—হুসেনপুর।

শ্রীস্বরূপ চক্রবর্ত্তী বিজ্ঞ সর্বমতে।
শ্রীগোবিন্দ সেবা, বাস—হুসেনপুরেতে। (নরো ১২)

গঙ্গাতীরে হোসেনপুরে শ্রীশ্রীগোবিন্দজীর সেবা করিতে করিতে পরে দুই জন শিষ্যকে উহার ভারার্পণ করিয়া ৺গোবিন্দজীর আজ্ঞাক্রমে জন্মভূমি নওপাড়ায় গমন করেন, কিন্তু পুনরায় হুসেনপুরে আগমন করিয়া দ্বিতীয় শ্রীগোবিন্দজীর প্রতিষ্ঠা করেন। ইহার বংশধরগণ ময়মনসিংহে কিশোরগঞ্জে আচমিতা গ্রামে বাস করিতেছেন। স্বরূপ চক্রবর্ত্তী নওপাড়ার সান্যাল-গণিত কুলীন-ব্রাহ্মণ-বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। (প্রেম ২০।২০৭ পৃঃ টীকা)।

স্বরূপ দামোদর—আদি নাম পুরুষোত্তম আচার্য্য; শ্রীচৈতন্য-শাখা। ব্রজের ললিতাসখী (গৌঃ গঃ ১৬০)।

সবার অধ্যক্ষ প্রভুর মর্ম্মী দুই জন।
সরমানন্দ পুরী, আর স্বরূপ দামোদর ॥

(চৈঃ চঃ আদি ১০।২৫)

পিতার নাম—পদ্মগর্ভাচার্য্য। মাতামহের নাম—জয়রাম চক্রবর্ত্তী। আদি নিবাস—ভিটাদিয়া।

পদ্মগর্ভাচার্য্য
|
পুরুষোত্তম বা স্বরূপ দামোদর   লক্ষ্মীনাথ লাহিড়ী

জয়রাম চক্রবর্ত্তী নবদ্বীপবাসী ছিলেন। তিনি স্বীয় কন্যার সহিত পদ্মগর্ভাচার্য্যের বিবাহ দিয়া তাঁহাকে

নবদ্বীপে বাস করান। কিছুদিন পরে স্বরূপ দামোদরের জন্ম হইলে পদ্মগর্ভাচার্য্য পত্নী ও পুত্রকে শ্বশুরালয়ে রাখিয়া মিথিলা, কাশী প্রভৃতি স্থানে বেদবেদান্ত পাঠ করিবার জন্য গমন করেন। পরে দৈবক্রমে বারাণসীতে শ্রীশ্রীমাধবেন্দ্র পূরীর গুরুদেব শ্রীশ্রীলক্ষ্মীপতির সহিত সক্ষাৎ হইলে তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন ও পুনরায় ভিটাদিয়াতে আসিয়া দার পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। ঐস্থানে দ্বিতীয়া পত্নী কমলা দেবীর গর্ভে লক্ষ্মীনাথ লাহিড়ীর জন্ম হয়। পুরুষোত্তম বা স্বরূপ দামোদর নবদ্বীপে মাতামহের আলয়ে লালিত-পালিত হইতে থাকেন। পরে মহাপ্রভু সন্ন্যাসী হইলে পুরুষোত্তম আর নদীয়াতে থাকিতে পারিলেন না, তিনিও সন্ন্যাসী হইয়া চলিয়া যান। সন্ন্যাস আশ্রমের নাম হয়—স্বরূপ দামোদর।

মাতামহ পুরুষোত্তম হৈল নবদ্বীপবাসী।
চৈতন্যের প্রিয়ভক্ত হৈল গুণরাশি॥
চৈতন্যের সন্ন্যাস দেখি' পাগল হইয়া।
সন্ন্যাস গ্রহণ কৈল বারাণসী গিয়া॥
সন্ন্যাস আশ্রমের নাম—স্বরূপ দামোদর।
প্রভুর অতি মর্ম্মী ভক্ত, রসের সাগর॥ (প্রেম ২০)

চৈতন্যানন্দ-নামক সন্ন্যাসীর নিকট বারাণসী ধামে ইনি কিছুদিন বেদবেদান্ত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।

পুরুষোত্তম আচার্য নাম তাঁর পূর্বাশ্রমে।
(চৈঃ চঃ মধ্য ১০।১০৩)

কিন্তু স্বামীজী বড়ই বেদান্তপ্রিয় ছিলেন—মায়াবাদ শ্রবণে অনিচ্ছুক স্বরূপদামোদর এজন্য তাঁহার কাছে থাকিতে না পারিয়া পুরীতে চলিয়া যান।

মহাপ্রভুর মর্ম্মী ভক্ত সাড়ে তিন জনের মধ্যে ইনি একজন।

পাণ্ডিত্যের অবধি, বাক্য নাহি কারো সনে।
নির্জনে রহয়ে, লোক সব নাহি জানে॥
কৃষ্ণরস-তত্ত্ব দেহ—প্রেমরূপ।
সাক্ষাৎ মহাপ্রভুর দ্বিতীয় স্বরূপ॥
গ্রন্থ, শোক, গীত কহে প্রভু পাশে আনে।
স্বরূপ পরীক্ষা কৈলে প্রভু তাহা শুনে॥
ভক্তিসিদ্ধান্ত বিরুদ্ধ, আর রসাভাস।
শুনিলে না হয় প্রভুর চিত্তের উল্লাস॥
অতএব স্বরূপ গোসাঞি করে পরীক্ষণ।
শুদ্ধ হয় যদি, প্রভুরে করান শ্রবণ॥
বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, শ্রীগীতগোবিন্দ।
এই তিন গীতে করান প্রভুর আনন্দ॥
সঙ্গীতে—গন্ধর্ব্ব-সম, শাস্ত্রে বৃহস্পতি।
দামোদর সম আর নাহি মহামতি।
অদ্বৈত নিত্যানন্দের পরম প্রিয়তম।
শ্রীবাসাদি ভক্তগণের হয় প্রাণসম॥
(চৈঃ চঃ মধ্য ১০।১১০-১৭)

অশেষ-সদ্‌গুণৈর্যুক্তং মহাসৌম্য কলেবরম্॥
মহারসাত্মকং বন্দে শ্রীদামোদর-পণ্ডিতম্।
শিখাসূত্র-পরিত্যাগাৎ স্বরূপং যং বিদুর্বুধাঃ॥
[শাঃ নিঃ ৩৭]

স্বরূপ দাস—পদকর্ত্তা, পরিচয় অজ্ঞাত।

স্বরূপাচার্য্য—শ্রীশ্রীঅদ্বৈত প্রভুর পুত্র ও শিষ্য।

আর পুত্র স্বরূপ, শাখা জগদীশ নাম।
চৈঃ চঃ আদি ১২।২৭)

শ্রীচরিতামৃতের শ্রীরাধিকা প্রভুর সংস্করণে টীকায় ২১০ পৃষ্ঠায় 'স্বরূপ ও জগদীশ' দুইজন পুত্র বলিয়া লিখিত আছে।

[হ]

হরবোলা মেদিনীপুর অঞ্চলের দুষ্ট যবন রাজা, ইনি শ্রীশ্রীশ্যামানন্দপ্রভুর কৃপায় আলমগঞ্জে তিনদিন-ব্যাপী মহোৎসব করাইয়াছিলেন [রঃ মঃ দক্ষিণ ১১।৩-১৫]।

হরি—রসিকানন্দ-শিষ্য [রঃ মঃ পশ্চিম ১৪।১১১]।

হরি আচার্য্য—শ্রীগদাধর পণ্ডিতের শাখা। ব্রজের কালাক্ষী (গৌঃ গঃ ১৯৬, ২০৭)।

শ্রীহরিআচার্য্য সাদিপুরিয়া গোপাল॥
(চৈঃ চঃ আদি—১২।৮৪)

হরিদাসাচার্য্যবর্ষ্যং বঙ্গদেশ-নিবাসিনম্।
বন্দে তং পরয়া ভক্ত্যা স্বোজ্জ্বলেনোজ্জ্বলীকৃতম্॥
[শাঃ নিঃ ২২]

হরিকৃষ্ণ দাস—পদকর্ত্তা, পরিচয় অজ্ঞাত। পদকল্পতরুর ৬০ সংখ্যক পদ)

হরিকেশব—শ্রীরসিকানন্দ-শিষ্য। [দুই নাম কি ?]
(রঃ মঃ পশ্চিম ১৪।১৩৭)

হরি গোপ—শ্রীশ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর শিষ্য। শ্রীপাট—ধারেন্দা।

নিমু গোপ, কানাই গোপ, হরি গোপ।
ধারেন্দা-গ্রামেতে বসি হয় এ সবার (প্রেম ২০)

হরি চন্দন—উড়িষ্যাবাসী। রাজা প্রতাপরুদ্রের কর্ম্মচারী। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের সেবক। একদা পুরীধামে রথযাত্রাকালে রাজা প্রতাপরুদ্র—

হরিচন্দনের স্কন্দে হস্ত আলম্বিয়া।
প্রভুর নৃত্য দেখে রাজা আবিষ্ট হইয়া॥
হেনকালে শ্রীনিবাস প্রেমাবিষ্ট মন।
রাজার আগে রহে দেখি প্রভুর নর্ত্তন॥
রাজার আগে হরিচন্দন দেখি শ্রীনিবাসে।
হস্তে তারে স্পর্শি কহে হও এক পাশে॥
(চৈঃ চঃ মধ্য ১৩।৯১—৯৩)

রাজা ও হরিচন্দন উভয়ে শ্রীনিবাসকে শ্রীবাস পণ্ডিতকে) চেনেন না, আবার শ্রীবাস পণ্ডিতেরও প্রভুর নৃত্যে বাহ্য জ্ঞান নাই। পুনঃ পুনঃ হরিচন্দন সরিয়া যাইতে বলিলেন বটে, কিন্তু যখন তিনি সরিলেন না, তখন হরিচন্দন তাঁহাকে জোরে ঠেলিয়া দিলেন। হঠাৎ দর্শনসুখে বাধা পড়াতে শ্রীবাস পণ্ডিত ক্রোধে হরিচন্দনকে এক চড় মারিয়াছিলেন। হরিচন্দন উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী, তিনিও শ্রীবাসকে মারিতে উদ্যত হইলেন।- ইহা দেখিয়া রাজা প্রতাপরুদ্র হরিচন্দনের হস্ত ধরিয়া কহিলেন—

ভাগ্যবান্ তুমি ইঁহার হস্ত-স্পর্শ পাইলা।
আমার ভাগ্য নাহি, তুমি কৃতার্থ হইলা॥
চৈঃ চঃ মধ্য—১৩ ৯৭)

হরিচন্দন—শ্রীরসিকানন্দ প্রভুর শিষ্য। ইঁহার উপাধি—মঙ্গরাজ'।

রসিকের ভৃত্য মঙ্গরাজ হরিচন্দন।
[রঃ মঃ পশ্চিম ১৪।১০৬]

২—ঐ ঐ [১৪।১৩২', ৩—ঐ [১৪।১৪৪]

হরিচন্দ্র রায়—শ্রী নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের শিষ্য। ইনি পূর্বে দস্যু ছিলেন—ঠাকুর মহাশয় কৃপা করিয়া হরিদাস নাম দেন। ইনি জলাপন্থের ?) জমিদারী ত্যাগ করিয়া গৌরভক্ত হন (নরো ১০।৬৪ পৃঃ)।

হরিচরণ দাস—শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর শাখা। শ্রীঅচ্যুতানন্দের শিষ্য।

শ্রীহরিচরণ আর মাধব পণ্ডিত।
(চৈঃ চঃ—আদি ১২-৬৪)

"**শ্রীঅদ্বৈতমঙ্গল**"—নামক গ্রন্থ ইনি রচনা করেন। গ্রাম্যসম্পর্কে ইনি নাভাদেবীর ভ্রাতা। শ্রীহট্টের নবগ্রামে বাস করিতেন।

হরি ঠাকুর—শ্রীলগতিগোবিন্দ প্রভুর পুত্র ও শিষ্য।

শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ঠাকুর গম্ভীর হৃদয়।
শ্রীসুন্দরানন্দ আর শ্রীহরি ঠাকুর॥
তিন পুত্র শিষ্য তাঁর, তিন ভক্তশূর॥ (কর্ণা ২)

হরিদাস—শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য।

পুরুষোত্তম, গোকুলদাস আর হরিদাস।
গঙ্গাহরিদাস-শাখা সর্ব্বাংশে উদাস॥ (প্রেম ২০)
জয় জয় হরিদাস হর্ষ গৌর রসে।
নিরন্তর অভিলাষ নবদ্বীপ-বাসে॥ (নরো ১২)

২ উৎকলীয় গৌরভক্ত॥ ইনি ষোড়শ শকশতাব্দীয় '**ময়ূরচন্দ্রিকা**' নামে গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, তাহাতে শ্রীমহাপ্রভুর বন্দনা করিয়াছেন।

৩—শ্রীশ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর শিষ্য [রঃ মঃ দক্ষিণ ১।৯৪]

৪—পদকর্ত্তা, পদকল্পতরুতে ছয়টি পদ আছে। তন্মধ্যে ৩০১৪ সংখ্যক পদটি অপরূপ—

"নাচিতে না জানি তমু নচিয়ে গৌরাঙ্গ বলি গাইতে না জানি তমু গাই।" ইত্যাদি।

৫ (বড়)—গৌর পার্ষদ, ব্রজের রক্তক (গৌঃ গঃ ১৩৮)।

৬ (ছোট)—গৌর-পার্ষদ, ব্রজের পত্র (গৌঃ গঃ ১৩৮)।

হরিদাস আচার্য বা **দ্বিজ হরিদাসাচার্য্য**- 'বড় হরিদাস'-নামেও খ্যাত। ব্রাহ্মণ-কুলের মুখুটী নৃসিংহের সন্তান। শ্রীগৌরাঙ্গদেবের পারিষদ। শ্রীচৈতন্য-শাখা।

শ্রীচন্দ্রশেখর বৈদ্য, দ্বিজ হরিদাস।

(চৈঃ চঃ আদি ১০।১১২)

শ্রীবৃন্দাবনে বাস করিয়াছিলেন। শ্রীপাট - বর্দ্ধমান জেলায় কাঞ্চনগড়িয়াগ্রামে। ইঁহার দুই পুত্র – শ্রীদাস ও গোকুলদাস। শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীনিবাস প্রভুকে ইনি তাঁহার পুত্রদ্বয়কে দীক্ষা প্রদান করিবার জন্য আদেশ দিয়াছিলেন।

জ্যেষ্ঠ পুত্রের বংশধরগণ বর্ত্তমানে টেঞা গ্রামে এবং কনিষ্ঠ পুত্রের বংশধরগণ সাটুই গ্রামে বাস করিতেছেন। ভক্তিরত্নাকরে (১।৪৮৫—৮৬) আছে—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর পার্ষদ।
দ্বিজ হরিদাসাচার্য্য যে খণ্ডে বিপদ॥
প্রেমভক্তি-মহারত্ন-প্রদানে প্রবীণ।
সঙ্কীর্ত্তন-রসেতে উন্মত্ত রাত্রি দিন॥

শ্রীনিবাস আচার্য্যকে হরিদাসাচার্য্য বলিয়াছিলেন—

শ্রীদাস গোকুলানন্দ – আমার তনয়।
জন্মে জন্মে সেই দুই তোমার শিষ্য হয়॥
গোড়ে গিয়া সে দোঁহারে দীক্ষা মন্ত্র দিবা।
পরম দুর্ল্ভ ভক্তিশাস্ত্র পড়াইবা॥

(ভক্তি ৬।৩২৬—২৭)

মহাপ্রভুর অপ্রকটে দ্বিজ হরিদাস আচার্য্য তাঁহার বিরহে কাতর হইয়া প্রাণত্যাগের সঙ্কল্প করেন; কিন্তু মহাপ্রভু স্বপ্নযোগে তাঁহাকে নিবারণ করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে গমন করিতে আদেশ দেন। তদবধি ইনি বৈরাগ্য গ্রহণ করিয়া শ্রীবৃন্দাবনবাসী হইয়াছিলেন। শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু শ্রীবৃন্দাবন হইতে গোড়ে আসিবার অল্পকাল পরেই ইনি দেহরক্ষা করেন।

মাঘী কৃষ্ণা একাদশী দিনে কি আশ্চর্য্য।
সংগোপন হৈলা দ্বিজ হরিদাসাচার্য্য॥ (ঐ ৯।১৭৮)

কাঞ্চনগড়িয়া গ্রামে ইঁহার পুত্রদ্বয় পিতৃদেবের তিরোভাব উপলক্ষে মহাসমারোহ করিয়াছিলেন। উক্ত উৎসবে শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু শুভাগমন করত শ্রীদাস ও গোকুলদাসকে দীক্ষা প্রদান করেন।

(গোকুলদাস ও শ্রীদাস দেখুন।)

হরিদাস ঠাকুর—যশোহর জেলার বুড়ন গ্রামে অবতীর্ণ হন। [কাহারও মতে ইনি ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন, পিতার নাম—সুমতি ও মাতা – গৌরী। শৈশবে পিতামাতার পরলোক হইলে প্রতিবেশী মুসলমান কর্ত্তৃক পালিত হন বলিয়া যবন-হরিদাস নামে প্রসিদ্ধ হন।] শৈশব হইতেই ইনি বিষ্ণুভক্ত ছিলেন। বেনাপোলে বসিয়া তিনলক্ষ নাম গ্রহণ করিতেন—বৈষ্ণবদ্বেষী রামচন্দ্র খান-কর্ত্তৃক বেশ্যা প্রেরণ করত তাঁহার নামগ্রহণে বাধা দেওয়ার ব্যর্থ চেষ্টা, কাজিগণের অত্যাচারসহন—শান্তিপুরে ও ফুলিয়ায় বাস—নবদ্বীপে মহাপ্রভুর সহিত মিলন ও কীর্ত্তনানন্দাদি, পুরীতে গমন, সিদ্ধবকুলে বাস, শ্রীমন্ মহাপ্রভুকর্ত্তৃক স্বহস্তে স্বপার্ষদে ইঁহার দেহ সমাধি ইত্যাদি বিষয় শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি গ্রন্থে দ্রষ্টব্য, আস্বাদ্য ও নিদিধ্যাসিতব্য। ভাদ্রী শুক্লা চতুর্দশী নির্যান-তিথি।

কেহ কেহ ইঁহাকে 'ব্রহ্মহরিদাস'ও বলেন। গোবৎসহরণ কারী ব্রহ্মাই অপরাধ-ক্ষালন জন্য শ্রীগৌরলীলায় যবনকুলে জন্ম লইয়া শ্রীগৌরাঙ্গের নাম প্রেম-প্রচারের মহাসহায় হইয়াছিলেন। ঋচীক মুনির মহাতপা ব্রহ্মা ও প্রহ্লাদ (গৌঃ গঃ ১৩—১৪)।

ঠাকুরের লীলাক্ষেত্র—(১) **হরিনদী গ্রাম**; (২) সপ্তগ্রামের নিকট **চাঁদপুর**, (৩) **বেনাপোল**; [ইহার নিকট কাগজপুকুরিয়া গ্রামে ঠাকুরের নির্যাতনকারী রামচন্দ্র খানের বাটীর ভগ্নাবশেষ] (৪) **বন্দিশালা**—গোড়ে বাইশগাছি প্রাচীরের বাহিরে চিকা মসজিদে। (৫) শান্তিপুরে **বাবলা** (৬) হরিদাসপুর—বেনাপোলের নিকট (৭) কুলীনগ্রাম; (৮) পুরী সিদ্ধবকুল।

শ্রীহরিদাস ঠাকুরের সমাধিস্থান (পুরীতে)—

কেন্দ্রাপাড়ার ভ্রমরবর-নামক জনৈক ভক্ত দেবালয়াদি করিয়া দেন ও শ্রীগৌর, শ্রীনিতাই ও শ্রীঅদ্বৈত-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন।

২ ব্রাহ্মণ॥ শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য।
আর শাখা ভগত রায়, হরিদাস ঠাকুর।
শ্রীকান্ত, ক্ষীরু চৌধুরী, মহাভক্তশূর॥

(প্রেম ২০)

জয় জয় শ্রীঠাকুর জয় হরিদাস।
ভক্তি-গ্রন্থ সেবনেতে সুদৃঢ় বিশ্বাস॥ (নরো ১২)

হরিদাস পণ্ডিত বা পণ্ডিত হরিদাস—ইনি শ্রীল গদাধর পণ্ডিতের প্রশিষ্য ও অনন্ত আচার্য্যের শিষ্য।

পণ্ডিত গোসাঞির শিষ্য অনন্ত আচার্য্য।
তাঁর প্রিয় শিষ্য ইঁহো পণ্ডিত হরিদাস॥
(চৈঃ চঃ আদি ৮।৫৯—৬০)

ইঁহার গুরুপ্রণালী: শ্রীগদাধর পণ্ডিত, শ্রীঅনন্ত আচার্য্য, শ্রীহরিদাস পণ্ডিত, শ্রীরাধাকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী। শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবের সেবাধ্যক্ষ ছিলেন পণ্ডিত হরিদাস।

সেবার অধ্যক্ষ শ্রীপণ্ডিত হরিদাস।
তাঁর যশঃ গুণ সর্বজগতে প্রকাশ॥
সুশীল, সহিষ্ণু, শান্ত, বদান্য, গম্ভীর।
মধুর-বচন, মধুর চেষ্টা, মহাবীর॥
সবার সম্মানকর্ত্তা, করেন সবার হিত।
কৌটিল্য-মাৎসর্য্য-হিংসা শূন্য তাঁর চিত॥
কৃষ্ণের যে সাধারণ সদ্‌গুণ পঞ্চাশ।
সে সব গুণের তাঁর শরীরে নিবাস॥
পণ্ডিত গোসাঞির শিষ্য অনন্ত আচার্য্য।
* * * * *
তাঁর প্রিয় শিষ্য ইঁহো পণ্ডিত—পণ্ডিত হরিদাস।
চৈতন্য নিত্যানন্দে তাঁর পরম বিশ্বাস।
চৈতন্য-চরিতে তাঁর পরম উল্লাস।
বৈষ্ণবের গুণগ্রাহী না দেখয়ে দোষ।
কায়মনোবাক্যে করে বৈষ্ণবে সন্তোষ॥
নিরন্তর শুনে তেঁহো 'চৈতন্যমঙ্গল।'
তাঁহার প্রসাদে শুনেন বৈষ্ণব সকল॥
কথায় সভা উজ্জ্বল করে যেন পূর্ণচন্দ্র।
নিজ গুণামৃতে বাড়ায় বৈষ্ণব আনন্দ॥
[চৈঃ চঃ আদি ৫৪—৬৪]

ইনি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীকে শ্রীচৈতন্যদেবের শেষ লীলা লিখিবার জন্য আদেশ করিয়াছিলেন।

তেঁহো অতি কৃপা করি' আজ্ঞা দিল মোরে।
গৌরাঙ্গের শেষ লীলা বর্ণিবার তরে॥ ঐ ৬৫

ইঁহার শিষ্য শ্রীরাধাকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী স্ব-রচিত 'দশশ্লোকী-ভাষ্যে'র মঙ্গলাচরণে লিখিয়াছেন—

অমন্দ বৃন্দাবন-মন্দিরোদরে,
সুমেহ রত্নাবলি-চিত্তকুট্টিমে।
সদোপবিষ্টং প্রিয়য়া সমানয়া
গোবিন্দদেবং সগণং সমাশ্রয়ে॥
তদীয় সেবাধিপতিং মহাশয়ং
সমস্ত-কল্যাণ-গুণৈকমন্দিরং।
বারেন্দ্র বিপ্রান্বয় ভূষণং গুরুং
ভজেঽহনিশং শ্রীহরিদাস-সংজ্ঞকং॥

ভক্তিরত্নাকরে (১৩।৩১২—১৪) আছে—

গদাধর পণ্ডিত গোসাঞির বিষ্যবর্য্য।
গোবিন্দের অধিকারী অনন্ত আচার্য্য॥
তাঁর শিষ্য হরিদাস পণ্ডিত গোসাঞি।
গোবিন্দ ধিকারী, গুণ কহি অন্ত নাই।
শ্রীগোবিন্দ যাঁর প্রেমাধীন জানাইলা॥
যাঁর ঠাঁই দুগ্ধ অন্ন মাগিয়া খাইলা॥

বীরভদ্রাপ্রভু শ্রীবৃন্দাবনে গমন করিলে পণ্ডিত হরিদাস তাঁহাকে আগুবাড়াইয়া লইতে আসিয়াছিলেন।

হরিদাস ব্রহ্মচারী—শ্রীঅদ্বৈত শাখা।

শ্রীবৎস পণ্ডিত, হরিদাস ব্রহ্মচারী।
(চৈঃ চঃ আদি ১২।৬২)

২ ইনি শ্রীগদাধর পণ্ডিতের শাখা।

ভাগবতাচার্য্য হরিদাস ব্রহ্মচারী।
(চৈঃ চঃ আদি ১২।৭৯)

শ্রীযুতং হরিদাসাখ্যং ব্রহ্মচারী মহাশয়ম্।
পরমানন্দ-সন্দোহং বন্দে ভক্ত্যা মুদকরম্॥
(শাঃ নিঃ ৭)

হরিদাস শিরোমণি—শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য। ইনি পূর্ব্বে নরোত্তম ঠাকুরের বড়ই নিন্দুক ছিলেন। ঠাকুর মহাশয় কায়স্থ হইয়া যে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করেন—ইহা তাঁহার সহ্য হইত না। পরে কিন্তু ঠাকুর মহাশয়ের কৃপায় ইনি তাহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া তাঁহার চরণে বিক্রীত হইয়া যান।

হরিদাস শিরোমণি, চন্দ্রকান্ত আর।
ন্যায়পঞ্চানন উপাধিতে সর্বত্র প্রচার ॥ (প্রেম ১৯)

হরি দুবে—শ্রীরসিকানন্দের শ্রীভাগবতাধ্যাপক [রঃ মঃ পূর্ব্ব ১।৬৮]।

হরিদাস গাঙ্গুলী—শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য। পূর্বে চাঁদরায়ের দলে ডাকাতি করিতেন। শ্রীঠাকুরের কৃপায় পরম বৈষ্ণব হন।

হরিনাথ গাঙ্গুলী আর শিব চক্রবর্ত্তী।
পূর্ব্বে তারা চাঁদরায়ের সৈন্য যে আছিল ॥
চাঁদরায়ের সনে বহু দস্যুবৃত্তি কৈল ॥
ঠাকুর মহাশয়ের প্রভাব জানি তাঁর মর্ম্ম।
সবে হইলেন শিষ্য ছাড়ি' পূর্ব্ব কর্ম্ম ॥ (প্রেম ১৯)

হরিনারায়ণ—শিখরভূমি পঞ্চকোটের রাজা ছিলেন। শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু রঙ্গক্ষেত্র হইতে ত্রিমল্ল ভট্টের পুত্রকে আনয়ন করিয়া ইঁহাকে দীক্ষা প্রদান করান। দীক্ষাদানান্তে ত্রিমল্ল-নন্দন শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর হস্তে রাজা হরিনারায়ণকে সমর্পণ করেন।

শিখরভূমির রাজা হরিনারায়ণ। (ভক্তি ৯।৩০৩)

রাজা হরিনারায়ণ ভক্তবর শ্রীরামচন্দ্রের ভক্ত ছিলেন।

হরিনারায়ণ রাজা বৈষ্ণব-প্রধান।
রামচন্দ্রবিনা তেঁহো না জানয়ে আন্ ॥
তেঁহো যৈছে শিষ্য হইলা, যে শিষ্য করিলা।
সে সব প্রসঙ্গ হেথা বর্ণিতে নারিলা।
(ঐ ১।৪৫৪—৫৫)

হরিনারায়ণ—শ্রীরসিকানন্দ শিষ্য [রঃ মঃ পশ্চিম ১৪ ১৫৬]।

হরিপ্রসাদ শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর শিষ্য।
(মোহনদাস দেখুন)

হরিপ্রিয়া (বা নন্দরাম)—ইনি পুরুষ হইয়া প্রকৃতি ভাবে ভজন করিতেন। শ্রীশ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য প্রভুর পত্নী সীতাদেবীর নিকট ইনি দীক্ষা গ্রহণ করেন। ইতি শান্তিপুরের নিকট হরিপুর গ্রামে ক্ষত্রিয় বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ইহার রচিত গ্রন্থের নাম—“শ্রীকৃষ্ণমিশ্র-চরিত”। উক্ত গ্রন্থে শ্রীশ্রীঅদ্বৈত প্রভুর পুত্র কৃষ্ণমিশ্রের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন।

হরিপ্রিয়া দাস — শ্রীবৃন্দাবনবাসী মহাজন। শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুকে বিদায় দেওয়ার কালে ইনি তথায় উপস্থিত ছিলেন। [রঃ মঃ পূর্ব ১৫।৩২]

হরিপ্রিয়া দেবী—শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর পারিষদ দ্বাদশ গোপালের অন্যতম শ্রীধনঞ্জয় পণ্ডিতের সহধর্মিণী।

হরিবল্লভ—শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদের বেশাশ্রিত নাম—কখনও 'বল্লভ' ভণিতা দিয়াই তিনি পদ রচনা করিয়াছেন। (শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী দেখ)

হরিবল্লভ সরকার—ব্রাহ্মণ। শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর শিষ্য।

আর ভক্তরাজ এক শ্রীহরিবল্লভ।
সরকার খ্যাতি তিঁহো জগৎদুর্ল্লভ ॥
প্রভুতো করিলা কৃপা হইয়া সদয়।
যাঁহার ভজন-রীতি কহন না যায় ॥ (কর্ণা ১)

হরিভট্ট—গৌড়দেশবাসী। শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুর ভক্ত।

গঙ্গাদাস, হরিভট্ট, আচার্য্য পুরন্দর।
(চৈঃ চঃ মধ্য ১১।১৫৯)

পুরীধামে রথযাত্রার সময়ে গৌড়দেশ হইতে ভক্তগণ মহাপ্রভুর নিকট উপনীত হইলে মহারাজা প্রতাপরুদ্র-দেবকে বাসুদেব সার্বভৌমের ভগিনীপতি গোপী-নাথাচার্য্য ইঁহাদের প্রত্যেকের নাম করিয়া পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন।

এই হরি ভট্ট, এই শ্রীনৃসিংহানন্দ।
এই বাসুদেব দত্ত, এই শিবানন্দ ॥
(চৈঃ চঃ মধ্য ১১।৮৭)

হরি মৌলিক (হরি কাঞ্জিলাল) বাংলার প্রসিদ্ধ বার ভূঁয়ার অন্যতম দুর্দ্ধর্ষ জমিদার। ঠাকুর নরোত্তমের শিষ্য। চাঁদ রায়ের ইনি দেওয়ান ও সেনাপতি ছিলেন। চাঁদ রায়ের পাঁচ হাজার অশ্বারোহী ও বিস্তর পদাতিক সৈন্য ছিল বলিয়া জানা যায়। (চাঁদ রায় দেখুন)

চাঁদ রায় শ্রীল ঠাকুরের কৃপায় পরম বৈষ্ণব হইলে তদীয় আত্মীয় স্বজন এবং পারিষদবর্গও ভক্ত-পদবীতে উন্নীত হন। উক্ত হরি মৌলিক তন্মধ্যে একজন বলিয়া মনে হয়। চাঁদ রায় হরি মৌলিকের বীরত্বে মুগ্ধ হইয়া

তাঁহাকে মৌলিক উপাধি ও বিক্রমপুরের অন্তর্গত বিদগ্রাম-মৌজা প্রদান করেন। ইঁহার সন্তানসন্ততি (প্রায় ২০০ বৎসর পূর্বে) কালীঘাটে আসিয়া বাস করেন। পরে কালীঘাট হইতে বংশধরগণ ২৪ পরগণার আগরপাড়া গ্রামে আসিয়া বাস করিতেছেন। আগরপাড়ায় ইঁহাদের ভবনে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর স্মৃতিমঞ্চ আছে। প্রাচীন-বৈষ্ণব-গ্রন্থে আগরপাড়া গ্রাম শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর বিহারভূমি বলিয়া জানা যায়। ঐ স্থানে নিত্য শ্রীনিতাইগৌরাঙ্গের শ্রীনামকীর্ত্তন হইয়া থাকে।

হরিরাম—শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য। ইনি শ্রীরামকৃষ্ণ আচার্য্যের বিশেষ বন্ধু ছিলেন।

রামচন্দ্র, নরোত্তম, একই জীবন।
রামকৃষ্ণ হরিরাম তেন দুই জন ॥ (প্রেম ১৭)

২ (প্রেমী)—শ্রীআচার্য্য প্রভুর শিষ্য।

প্রেমী হরিরাম আর মুক্তারাম দাস।
প্রভু পদে নিষ্ঠা সদা অন্তর-উল্লাস ॥ (কর্ণা ১)

হরিরাম আচার্য্য ইনি শ্রীনিবাস আচার্য্যের প্রশিষ্য ও শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজের শিষ্য। গঙ্গা ও পদ্মার সঙ্গমের নিকট 'গোয়াস' গ্রামে ইঁহার নিবাস ছিল। রাঢ়ীশ্রেণী ব্রাহ্মণ। পিতার নাম—শিবাই আচার্য্য, কনিষ্ঠ ভ্রাতার নাম—রামকৃষ্ণ এবং পুত্রের নাম—গোপীকৃষ্ণ।

হরিরাম আচার্য্য শাখা পরম পণ্ডিত।
রাঢ়ীশ্রেণী বিপ্র তিঁহো জগতে বিদিত ॥
গঙ্গা পদ্মা-সঙ্গম যেবা স্থলে হয়।
তথায় 'গোয়াস'- গ্রামে তাহার আলয় ॥
(প্রেম ২০)

কর্ণানন্দ গ্রন্থে আছে—

আর এক সেবক হয় হরিরাম আচার্য্য।
পরম পণ্ডিত বড় সর্বগুণে আর্য্য ॥
তাঁহার নন্দন গোপীকান্ত চক্রবর্ত্তী।
তিঁহো হরি-নামে রত প্রেমময় মূর্ত্তি ॥
পিতার সেবক তিঁহো অতিভক্তরাজ।
তাঁহার যতেক শিষ্য লিখিতে হয় ব্যাজ ॥

'নরোত্তম-বিলাস'-গ্রন্থে জানা যায়—

হরিরামের পিতা শিবাই আচার্য্য ঘোর শাক্ত ছিলেন। বহু অর্থ ব্যয় করিয়া কালীপূজা করিতেন এবং ছাগ মহিষাদির রক্তে নদী বহাইয়া দিতেন। একদা হরিরাম ও রামকৃষ্ণ দুই ভ্রাতা দুর্গা-পূজার বলির জন্য ছাগ ক্রয় করিয়া গৃহে যাইতেছেন, এমন সময়ে পথিমধ্যে শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর ও শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজের সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হয়। শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের অপূর্ব্ব মূর্ত্তি-দর্শনে বিশেষতঃ তাঁহার মুখে অহিংস বৈষ্ণব ধর্মের সুমধুর কাহিনী শ্রবণে দুই ভ্রাতা মোহিত হইয়া পশুগুলিকে ছাড়িয়া দিয়া ক্রন্দন করিতে থাকেন। ইহাতে নরোত্তম ঠাকুর কৃপা করিয়া দুই জনকে বক্ষে ধারণ করেন।

কনিষ্ঠ রামকৃষ্ণ শ্রীঠাকুরের নিকট এবং জ্যেষ্ঠ হরিরাম শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজের নিকট হইতে দীক্ষা প্রাপ্ত হয়েন।

হরিরাম আচার্য্য শ্রীকবিরাজ-স্থানে।
করিলেন মন্ত্র দীক্ষা অতি সাবধানে ॥ (নরো ১৭)

হরিরাম আচার্য্য নরোত্তম ঠাকুরকে এইরূপ পরিচয় দিয়াছিলেন—

শুনি বিপ্র কহে—মোর নাম 'হরিরাম'।
আমার কনিষ্ঠ এই 'রামকৃষ্ণ' নাম ॥
শিবাই আচার্য্য মোর পিতা সবে জানে।
বহু অর্থ ব্যয় তাঁর ভবানী-পূজনে ॥ (নরো ১০)

হরিরামের পিতা শিবাই পুত্রদিগকে বলিদানের ছাগাদি পশু ক্রয় করিতে দিয়া নিশ্চিন্ত আছেন; কিন্তু যথাসময়ে পুত্রদ্বয় বাটী আসিল না। বিজয়া দশমী উপস্থিত হইল, তবুও তাহাদের সংবাদ নাই। দেবী পূজা পণ্ড হইল। পরে সমুদয় সংবাদ অবগত হইয়া শিবাই আচার্য্য ক্রোধে অগ্নিমূর্ত্তি হইলেন। তাঁহার ক্রোধের হেতু এই যে নরোত্তম ঠাকুর কায়স্থ হইয়া তাঁহার ব্রাহ্মণ পুত্রকে দীক্ষা দান করিয়াছেন। হরিরাম ও রামকৃষ্ণ গৃহে গমন না করিয়া প্রতিবাসী 'বলরাম কবিরাজ'-নামক জনৈক পরম ভক্তের গৃহে কয়দিন রহিলেন। পরে এক দিবস—

পিতা-সহ সাক্ষাৎ হইল প্রাতঃকালে।
শিবাই দেখিয়া পুত্রে অগ্নি হেন জ্বলে ॥

পরে বলিলেন—

ওরে মূর্খ! কহ দেখি কোন শাস্ত্রে কয়?
ব্রাহ্মণ হইতে বৈষ্ণব বড় হয়?

ভগবতী নিগ্রহ করিল এতদিনে।
বৃথাই জীবন তোর ভগবতী বিনে॥

তৎপরে শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের প্রতি দ্বেষ করিয়া কহিলেন—

বিপ্রে শিষ্য কৈল সে বা কেমন বৈষ্ণব ?
পণ্ডিতের সমাজে তারে করাব পরাভব॥
(নরো ১০)

এইরূপে শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের প্রতি নানা কুবাক্য বলাতে, হরিরাম প্রাণে দারুণ ব্যথা পাইয়া পিতাকে উত্তর করিলেন—

আপনি, পণ্ডিত আনাইয়া শ্রীশ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের সহিত কি তর্ক করাইবেন, ঠাকুর মহাশয়কে আনিতে হইবে না, আমি নিজেই পণ্ডিতগণের সহিত বিচার করিব।' ইহাতে পিতৃদেব অধিকতর কুপিত হইয়া কহিলেন—'বটে বটে!' এই বলিয়া শিবাই পণ্ডিত কতকগুলি পণ্ডিতকে আনয়ন করিয়া পুত্রের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত করাইলেন, কিন্তু পণ্ডিত-মণ্ডলী হরিরামের সিদ্ধান্তকে কোনক্রমেই খণ্ডন করিতে পারিলেন না। ইহাতে শিবাই আচার্য্য আরও ক্রোধান্বিত হইয়া মিথিলা হইতে সেই সময়ের দিগ্বিজয়ী মুরারী পণ্ডিতকে আনয়ন করিয়া বৈষ্ণব ধর্ম্ম খণ্ডন করিবার জন্য পুত্রের সহিত শাস্ত্র-যুদ্ধে নিযুক্ত করিয়া দিলেন।

পরে বলরাম কবিরাজ—

তাঁর বাক্যে তাঁরে হারাইলা অনায়াসে॥
পরাভব হৈয়া দিগ্বিজয়ী সভে কয়।
বৈষ্ণব মহিমা কহি' মোর সাধ্য নয়॥
এত কহি দ্রব্য সব কৈল বিতরণ।
লজ্জাহেতু দেশে পুনঃ না কৈল গমন॥
ভিক্ষু-ধর্ম্ম-আশ্রয় করিলা সেই ক্ষণে।
"মুরারেস্তৃতীয়ঃ পন্থা" কহে সর্বজনে॥ (নরো ১০)

অতঃপর শিবাই আচার্য্য লজ্জায় মৃতপ্রায় হইলেন পুত্র হরিরাম ও রামকৃষ্ণ মহানন্দে বলরাম কবিরাজের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ-ভজনে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। ভক্তিরত্নাকরে (১৫।১১৪-১৬) আছে—

শ্রীরাম চন্দ্রের শিষ্য—হরিরামাচার্য্য।
সর্বত্র বিদিত অলৌকিক সর্ব্বকার্য্য॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-প্রেমভক্তি বিলাইয়া।
জীবের কল্মষ নাশে উল্লসিত হৈয়া॥
সংকীর্ত্তনে পরম বিহ্বল নিরন্তর।
গায় কবিগণ সে চরিত মনোহর॥

ইঁহার বংশধরগণ বর্ত্তমানে সৈদাবাদে বাস করিতেছেন।

হরিরাম দাস—পদকর্ত্তা, পুর্বোক্ত 'হরিনামাচার্য্য কি ?

হরি রায়—শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভুর শিষ্য।

হরি রায়, কালীনাথ, শ্রীকৃষ্ণকিশোর।
শ্যামানন্দ-শাখা, বাস গোপীবল্লভপুর॥ (প্রেম ২০)

হরিশ্চন্দ্র রায়—বৈষ্ণব নাম হরিদাস। শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য। জলাপন্থের জমিদার। পূর্বে দস্যুবৃত্তি ও রাজদ্রোহ করিতেন। শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের কৃপায় তাহা ত্যাগ করিয়া তাঁহার চরণে আশ্রয় লন।

জলাপন্থের জমিদার হরিশ্চন্দ্র রায়।
রাজদ্রোহী, দস্যুবৃত্তি করেন সদাই॥
একদিন সেই রায় দেখি' নরোত্তমে।
পাপ দূরে গেল তার আনন্দ হৈল মনে॥
মহাশয়-পদে আসি শরণ লইলা।
কৃপা করি, নরোত্তম তারে শিষ্য কৈলা॥
(প্রেম ১৯)

দীক্ষামন্ত্র দিয়া তারে করিল উদ্ধার।
শেষে 'হরিদাস'- নাম হইল তাহার॥
(নরো ১০।১৭৬ পৃঃ)

হরিহরানন্দ—শ্রীনিত্যানন্দ শাখা।

শ্রীমন্ত, গোকুল দাস হরিহরানন্দ।
চৈঃ চঃ আদি ১১।৪৯)

২ শ্রীশ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভ্রাতা (শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু দেখুন)।

হরি হোড়—নবদ্বীপের উত্তরে বড়গাছি গ্রামবাসী—ইনি কায়স্থকুলোদ্ভব বিষ্ণু হোড়ের পুত্র ও পাঠান রাজত্বকালে স্বাধীন রাজা ছিলেন। ইঁহার পুত্র—কৃষ্ণদাস শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর পার্ষদ ও পরম ভক্ত ছিলেন।

হরেকৃষ্ণ আচার্য্য-শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণের টীকাকার। ইনি সমাস প্রকরণের ২৫৯ সূত্র পর্য্যন্ত টীকা

করিয়া ব্রজে যান। তৎপরবর্ত্তী অংশ শ্রীগোপীচরণ দাসই পূর্ণ করেন।

হরেকৃষ্ণ দাস– পদকর্ত্তা, (পদকল্পতরুর ১২৭০ পদ)

হলধর শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর শিষ্য।

বীরভদ্র, রাধামোহন-শাখা হলধর। (প্রেম ২০)

হলধর মিশ্র শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য।

রঘুনাথ বৈদ্য, আর মিশ্র হলধর। (প্রেম ২০)

হলায়ুধ—মহারাজ আদিশূর কর্ত্তৃক কান্যকুব্জ হইতে আনীত ব্রাহ্মণ-পঞ্চকের অন্যতম কাশ্যপগোত্রীয় যজুর্বেদী দক্ষ মহর্ষির নবম অধস্তন এবং কাষ্ঠকাটা শ্রীশ্রীজগন্নাথ দাস বৈষ্ণবাচার্য্য গোস্বামীর চতুর্থ উর্দ্ধতন। ইনি লক্ষ্মণসেনের মন্ত্রী ছিলেন। বহু স্মৃতিগ্রন্থের প্রণেতা এবং বিমাতৃ-গমনের উদ্যমে তুষানল প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছেন। কথিত আছে যে হলায়ুধের যৌবনকালে তদীয় পিতৃদেব শ্রীমহাদেব (শঙ্কর) গ্রামান্তরে একরাত্রির জন্য গিয়াছিলেন। গৃহে হলায়ুধ ও তাঁহার বিমাতা সতী দেবী—অপরূপ লাবণ্যবতী কিশোরী। হলায়ুধ বিমাতার রূপে আকৃষ্ট হইয়া বিমাতা-সদনে গিয়ে স্বকামচরিতার্থ করিবার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলে বিমাতা প্রথমতঃ বহু প্রকারে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন, তৎপরে বলিলেন—'বৎস! একবার বাহিরে ঘুরিয়া আস ত'। তিনি বাহিরে গিয়া দেখিলেন যে এক সুদীর্ঘ পুরুষ ঢক্কা-হস্তে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। তিনি প্রশ্ন করিয়া জানিলেন যে উনি কালপুরুষ এবং হলায়ুধ বিমাতৃ-গমন করিলেই তিনিও ঢক্কা বাদ্যে সর্বজগতে হলায়ুধের অপকীর্ত্তি প্রচার করিতে প্রস্তুত। এই কথা শুনিয়া হলায়ুধ স্বীয় অন্যায় আচরণের জন্য অনুতপ্ত হইয়া বিমাতৃ-চরণে পরিয়া ক্ষমা প্রার্থণা করিতে লাগিলেন। বিমাতা বলিলেন—'বৎস! তোমার পিতা ক্ষমা করিলেই তুমি দোষমুক্ত হইবে।' পরদিন পিতা আসিলে হলায়ুধ জিজ্ঞাসা করিলেন—'পিতঃ বিমাতৃ-গমনে উদ্যত ব্যক্তির কি প্রায়শ্চিত্ত হইতে পারে?' উত্তর হইল—তুষানলই প্রায়শ্চিত্ত। হলায়ুধ তখন নিজের পাপাচরণের কথা বলিয়া তুষানলের ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। সম্মুখে শ্রীদামোদর শালগ্রাম রাখিয়া চারিদিকে বহুলোকের সমাগম হইলে হলায়ুধ তুষানলে জীবন দিতে বসিলেন। অগ্নি যখন কণ্ঠপর্য্যন্ত আসিয়াছে, তখন হলায়ুধ পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'এক্ষণে কি কর্ত্তব্য?' পিতার উত্তর হইল—'বিষ্ণুপাদপদ্মই সেব্য', হলায়ুধ বলিলেন–'পিতার বাক্যই সত্য।' পিপাসার্ত্ত হইয়া বিমাতার নিকট জল প্রার্থনা করিলে বিমাতা বলিলেন—'এক্ষণে গঙ্গাজলই পেয়, অন্যজল অপেয়।' অগ্নি সর্বদেহ গ্রাস করিয়া ব্রহ্মরন্ধ্রে আসিলে শ্রীদামোদর শালগ্রাম স্বমুখ হইতে ধুম উদ্গীরণ করত বলিলেন–'হলায়ুধই পাত্র, অন্য সব অপাত্র।"

পিতা—বিষ্ণোঃ পদং সেব্যমসেব্যমন্যদ্
হলায়ুধঃ—গুরোর্বচঃ সত্যমসত্যমন্যৎ।
বিমাতা—গাঙ্গং জলং পেয়মপেয়মন্যদ্
শ্রীদামোদরঃ– হলায়ুধঃ পাত্রমপাত্রমন্যৎ॥

হলায়ুধ ঠাকুর– শ্রীগৌরভক্ত।

হলায়ুধ ঠাকুর বন্দো করিয়া আদর।
[বৈষ্ণব-বন্দনা]

হলায়ুধ পণ্ডিত– "অনন্তসংহিতা"-মতে ইনি শ্রীশ্রী-নিত্যানন্দ প্রভুর পারিষদ দ্বাদশ গোপালের একতম গোপাল। "বৈষ্ণব-আচার-দর্পণ প্রভৃতি গ্রন্থ-মতে ইনি উপগোপাল। পূর্বলীলায় কাহারও মতে 'প্রবল' গোপাল এবং সুবল' গোপাল এবং কাহারও মতে 'প্রবল' গোপাল এবং বীরবাহু সখা। "গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকায়" (১৩৪)—

বলরাম সখঃ কশ্চিৎ প্রাবলো গোপবালকঃ।
আসীদ্ব্রজে পুরা যোঽদ্য স হলায়ুধ-ঠক্কুরঃ॥

নবদ্বীপধামে গঙ্গার উত্তরপশ্চিম তীরে রামচন্দ্রপুর গ্রামে ইহার শ্রীপাট ছিল। বর্ত্তমানে প্রাচীন রামচন্দ্রপুর গ্রাম আর নাই, উহা গঙ্গাগর্ভে পতিত হইয়াছে। বর্ত্তমানের রামচন্দ্রপুর গ্রাম ৭০।৭৫ বৎসর পূর্বের গ্রাম। ঐ রাম-চন্দ্রপুর গ্রামেই দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ সুরম্য মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে শ্রীশ্রীরাধাবল্লভ-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। উক্ত মন্দির বর্ত্তমানে মৃত্তিকাতে প্রোথিত।

সুবল গোপাল ব্রজে বলরাম সখা।
এবে শ্রীহলায়ুধ পণ্ডিত নামে লেখা॥
কৃষ্ণ সেবা করি যেঁহো বিষয় কৈল দূর।
চৈতন্যের শাখা বাস রামচন্দ্রপুর॥ (বৈ-আ দ)

হস্তিগোপাল—পূর্বলীলায় হরিণী [গৌঃ গঃ ১৯৬, ২০৬] শ্রীল গদাধর পণ্ডিত প্রভুর শাখা।

অমোঘ পণ্ডিত, হস্তিগোপাল, চৈতন্যবল্লভ।
চৈঃ চঃ আদি ১২।৮৬)

হস্তিগোপালদাসাখ্যং প্রেমমত্ত-কলেবরম্।
নমামি পরয়া ভক্ত্যা গৌরপ্রেমময়ং পরম্॥
[শাঃ নিঃ ৬১]

হাড় গোবিন্দ—ইনি শ্রীনিবাস আচার্য্যের পুত্র শ্রীল গতিগোবিন্দ ঠাকুরের শিষ্য ছিলেন। পিতার নাম—জানকী বিশ্বাস।

জানকী-বিশ্বাস, পুত্র শ্রীহাড় গোবিন্দ।
কায়মনে সেবে দুঁহে প্রভু পদদ্বন্দ্ব॥ (কর্ণা ২)

(শ্রীশ্রী)হাড়াই পণ্ডিত বা মুকুন্দ ওঝা—পূর্বলীলায় বসুদেব ও দশরথ [গৌঃ গঃ ৪০] পত্নীর নাম—শ্রীপদ্মাবতী। শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর পিতৃদেব।

হাড়ই পণ্ডিতের উর্দ্ধতন বংশাবলী এইরূপ—

নারায়ণ ভট্ট শাণ্ডিল্য-গোত্র চতুর্ব্বেদী হন।
তাঁর পুত্র আদিবরাহ জানে সর্বজন॥
তাঁর পুত্র বৈনতেয়, সুবুদ্ধি তাঁর তনয়।
সুবুদ্ধির বিধুধেশ, তাঁর পুত্র গুহ হয়॥
গুহের পুত্র গঙ্গাধর, তাঁর তনয় সুহাস।
তাঁর পুত্র শকুনি যাঁর সর্ব্বশাস্ত্রাভ্যাস॥
তাঁর পুত্র মহেশ্বর হইলা কুলীন।
তাঁর পুত্র মহাদেব শাস্ত্রেত প্রবীণ॥
মহাদেবের পুত্র তিকু, তাঁর পুত্র তেঙ্গুন।
তেঙ্গুনের বহু পুত্র পণ্ডিত-প্রবর।
সাঙ্গ, সোম, সিধু লখাই, মিহির॥
মিহির কন্যা বিয়ে করিলা বংশজের॥
কুল গেল হৈলা সমাজে অচল।
মিহিরের পুত্র ভাস্কর পণ্ডিত প্রবল॥
বংশজ বলিয়া তাঁরে সকলে বোলয়।
তাঁর সঙ্গে ভোজনাদি কেহ না করয়॥
ভাস্করের পুত্রের নাম হয় পুষ্কর।
তাঁর পুত্র সৃষ্টিধর, তাঁর পুত্র মালাধার।
মালাধরের পুত্রের নাম বৃষকেতু হয়।
তাঁর পুত্র চন্দ্রকেতু জানিহ নিশ্চয়॥
চন্দ্রকেতুর পুত্রের নাম সুন্দরীমল্ল বাড়ুরী।
তাঁর পুত্র হাড়া ওঝা, মুকুন্দ নাম যাঁরি॥
তাঁর পুত্র নিত্যানন্দ বিহো বলরাম।
তাঁর পুত্র বীরভদ্র সর্ব্বগুণধাম॥" (প্রেম ২৪)

শ্রীল হাড়াই পণ্ডিতের সপ্ত পুত্র, তন্মধ্যে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুই জ্যেষ্ঠ। অপর পুত্রগণের নাম—কৃষ্ণানন্দ, সর্ব্বানন্দ ব্রহ্মানন্দ, পূর্ণানন্দ, প্রেমানন্দ ও বিশুদ্ধানন্দ। গার্হস্থাশ্রমে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর 'চিদানন্দ' নাম ছিল। 'বিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকার' ৭ম সংখ্যায় লিখিত আছে—মুকুন্দ বা হাড়াই পণ্ডিত বর্দ্ধমান জেলার কাজরা গ্রামের মহেশ্বর শর্ম্মার কন্যা শ্রীমতী পদ্মাবতীকে বিবাহ করেন।

হিরণ্য দাস—কায়স্থ। সপ্তগ্রামের জমিদার, রাজা গোবর্দ্ধন মজুমদারের ভ্রাতা, প্রসিদ্ধ শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামির পিতৃব্য।

হিরণ্য গোবর্দ্ধন—দুই সহোদর।
সপ্তগ্রামে বার লক্ষ মুদ্রার ঈশ্বর॥
মহৈশ্বর্য্যযুক্ত দোঁহে বদান্য ব্রাহ্মণ্য।
সদাচারী সৎকুলীন, ধার্ম্মিক-অগ্রগণ্য॥
নদীয়াবাসী ব্রাহ্মণের উপজীব্যপ্রায়।
অর্থ, ভূমি, গ্রাম দিয়া করেন সহায়॥
[গোবর্দ্ধন দেখ ; চৈঃ চঃ মধ্য ১৬।২১৭-১৯]

সপ্তগ্রামের অন্তর্গত সরস্বতী নদীর তীরে কৃষ্ণপুর-নামক স্থানে একটি পাটবাড়ী আছে, উহাকে 'শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর পাটবাড়ী' বলে। সম্ভবতঃ ঐস্থানেই হিরণ্যদাস প্রভৃতির রাজপ্রাসাদ ছিল। উক্ত পাটবাড়ীতে বহু প্রাচীন কালের একটি দামামা বাদ্যের খোল দেখিয়াছিলাম। উহা বৃহৎ তালবৃক্ষের মূলদেশ হইতে নির্ম্মিত। মুসলমান-কর্ত্তৃক ইঁহাদের অধিকার চ্যুত হইলে গৃহদেবতা শ্রীরাধা-গোবিন্দকে স্থানান্তরিত করা হয়।

চুঁচড়ার 'খেঁকশিয়ালি'-নামক স্থানে যে শ্রীমন্দির ও বিগ্রহ আছেন, উহাই শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামির পিতার বিগ্রহ বলিয়া কথিত হইয়া আসিতেছে।

হিরণ্য পণ্ডিত—শ্রীচৈতন্য শাখা। ব্রজের যজ্ঞপত্নী (গৌঃ গঃ ১৯২)।

জগদীশ পণ্ডিত আর হিরণ্য মহাশয়।
যাঁরে কৃপা কৈল বাল্যে প্রভু দয়াময়॥
এই দুই-ঘরে প্রভু একাদশী দিনে।
বিষ্ণুর নৈবেদ্য মাগি খাইলা আপনে॥
(চৈঃ চঃ আদি ১০।৭০—৭১)

জগদীশ ও হিরণ্য দুই সহোদর।
নিত্যানন্দ প্রিয় বড় নবদ্বীপে ঘর॥
[জয়া-চৈতন্যমঙ্গল]।

অন্য গ্রন্থে জানা যায় ইহারা তিন সহোদর—জগদীশ, হিরণ্য ও মহেশ পণ্ডিত। রাঢ়ী শ্রেণী ব্রাহ্মণ, বন্দ্যঘটী গাঞি। 'জগদীশ চরিত্রবিজয়' গ্রন্থে ইহার কিঞ্চিত বিবরণ আছে। (জগদীশ দেখুন)

হীরা—বেনাপোলের নিকটবর্ত্তী কাগজপুকুরিয়া গ্রামের দুর্বৃত্ত জমিদার রামচন্দ্র খাঁনের রক্ষিতা বেশ্যা। ইনি রামচন্দ্রের লক্ষ মুদ্রা আহরণ করত 'লক্ষহীরা' নামে অভিহিত হইয়াছিলেন। রামচন্দ্র কর্ত্তৃক শ্রীহরিদাস ঠাকুরের সাধনা ভঙ্গে নিযুক্তা হইয়া তাঁহার সঙ্গপ্রভাবে 'পরম মহান্তী' হইয়াছিলেন। কাগজপুকুরিয়ার নিকটবর্ত্তী গয়ড়া-রাজাপুরে হীরার জন্য বাটী প্রস্তুত হইয়াছিল। রামচন্দ্র ময়ূরপঙ্খী তরণীতে চড়িয়া যে পথে হীরার বাটী যাতায়াত করিতেন, সে পথে খালের চিহ্ন অদ্যাপি বর্ত্তমান। (যশোহর-খুলনার ইতিহাস ৩৬৪—৫ পৃষ্ঠা)।

হীরামাধব দাস—'পাটপর্য্যটন' গ্রন্থ মতে ইনি শ্রীঅভিরাম ঠাকুরের শিষ্য। নিবাস—খানাকুল কৃষ্ণনগরের নিকটে অনন্তনগরে।

হীরামাধব দাস স্থিতি অনন্তনগর॥

হুসেন খাঁ। সৈয়দ—প্রথমতঃ সুবুদ্ধিরায়ের অধীনে চাকর ছিলেন [চৈঃ চঃ মধ্য ২৫।১৮০] পরে গৌড়ের রাজা হন (ঐ ১৮২)। পত্নীর উপদেশে ইনি সুবুদ্ধি রায়ের জাতিনাশ করেন (ঐ ১৮৬)। শ্রীপাদ রূপসনাতন ইহার অধীনে রাজকার্য্য পরিচালনা করিতেন—মহাপ্রভুর সম্বন্ধে ইঁহার জগদীশ্বর বুদ্ধি ছিল (ঐ মধ্য ১৮০,২২২)। শ্রীসনাতন প্রভুকে ইনিই বন্দী করিয়াছিলেন (ঐ মধ্য ১৯।১৮—৩০)।

হৃদয়চৈতন্য—শ্রীবাণীনাথের পুত্র ও শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামিপাদের ভ্রাতুষ্পুত্র 'হৃদয়ানন্দ'। শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত হৃদয়কে গদাধরের নিকট প্রার্থনা করিয়া অম্বিকা কালনায় শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দের সেবায় নিয়োগ করেন। ইনি প্রসিদ্ধ শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর দীক্ষাগুরু।

বন্দে শ্রীহৃদয়ানন্দং মগ্নং প্রেমরসে সদা।
মহাভাব চমৎকার গৌরভাব-কলেবরম্॥
[শাঃ নিঃ ৫৮]।

হৃদয়ানন্দ সেন—শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর গণ (প্রেম ১৯)।

হেমলতা দেবী—শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর জ্যেষ্ঠা কন্যা। ইঁহাকে মুনিপুর নিবাসী রামকৃষ্ণ চট্টরাজের পুত্র গোপীজনবল্লভ বিবাহ করেন। হেমলতা দেবী অর্দ্ধকালী-রূপে বিখ্যাতা। দুই হস্তে অন্ন ব্যঞ্জনের থালা ধারণ করিয়া ব্রাহ্মণ-ভোজনকালে পরিবেশন করিতে করিতে হঠাৎ মাথার বস্ত্রাবরণ স্থানচ্যুত হয়। দেবী তৎক্ষণাৎ স্কন্ধদেশ হইতে অপর দুই হস্ত উদ্গত করিয়া যথাস্থানে বস্ত্র বিন্যস্ত করেন।

২ বুধুরী নিবাসী শ্যামদাস চক্রবর্ত্তীর কন্যা এবং বড় গঙ্গাদাসের বনিতা (ভক্তি ১১।৬৮৯—৯০)।

—০::০::০—

পরিশিষ্ট (ক)—(বিবিধ জ্ঞাতব্য)

অক্ষপাদ—প্রসিদ্ধ ন্যায়শাস্ত্রকার ও দার্শনিক ঋষি। ইঁহার প্রকৃত নাম—গোতম।

অগস্ত্য—মিত্রাবরুণের বীর্য্যজাত যজ্ঞকুণ্ড সমদ্ভুত ঋষি। ইনি বাতাপি নামক দানবকে উদরস্থ করিয়াছিলেন। এক গণ্ডুষে সমুদ্র পান করত দেবগণের সাহায্যে কালকেয় দৈত্যগণকে বধ করিবার স্থযোগ দেন। রাজা নহুষ ইহার শাপে সর্পযোনি প্রাপ্তি করেন। বিন্ধ্যপর্বতের গুরু—সূর্য্যের গতিরোধ করিতে দেখিয়া ইনি বিন্ধ্যপর্বতের নিকট গেলে পর্বত প্রণাম করিলেন, ইনি তাহাকে তদবস্থ থাকিতে আজ্ঞা দিয়া অপুনরাবৃত্তি গমন করেন।

অগ্নিমিত্র—বিদিশা-নামক স্থানের শুঙ্গবংশ্য রাজা।

অগ্রদাস—কিলদাসের শিষ্য ও নাভাজির গুরু। স্মরণরত অগ্রদাসকে নাভাজি বীজন করিতেছিলেন, এই সময়ে তদীয় অন্য শিষ্যের নৌকা জলমগ্ন হইতে থাকিলে নাভাজি উহাকে রক্ষা করিয়া পরে গুরুদেবকে নিবেদন করিলে তিনি তুষ্ট হইয়া ইঁহাকে ভক্তমাল রচনা করিতে আদেশ করেন।

অজাতশত্রু—মগধের শিশুনাগ বংশীয় বিখ্যাত রাজা। ইহার পিতা—বিম্বিসার। ইনি হিন্দুধর্ম ছাড়িয়া বৌদ্ধ হন। মগধ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা।

অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী—শ্রীনিত্যানন্দ বংশ্য, শ্রীচৈতন্য ভাগবত-প্রকাশক, শ্রীলঘুভাগবতামৃতের অনুবাদক ও 'ভক্তের জয়' ইত্যাদির প্রণেতা।

অতুলপ্রসাদ সেন— (১২৭৮—১৩৪১ বঙ্গাব্দ) বিখ্যাত গীতি-রচয়িতা কবি। কয়েকটি গান নামক পুস্তক-প্রণেতা।

অত্রি—সপ্তর্ষির অন্যতম সংহিতার ঋষি।

অথর্বা—ব্রহ্মার জ্যেষ্ঠপুত্র দধীচিমুনির পিতা।

অনন্ত—পাতালের নাগরাজ। পিতা—কশ্যপ, মাতা কদ্রু।

অনন্ত রায়—শ্রীশ্যামানন্দী দামোদরের শিষ্য।

অনুসূয়া—অত্রিমুনির পতনী, পিতা দক্ষ প্রজাপতি মাতা—প্রসূতি।

অনিরুদ্ধ—শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র ও প্রদ্যুম্নের পিতা। ইহার দুই পতনী—সুভদ্রা (রুক্মীর পৌত্রী) এবং উষা—(বাণ রাজার কন্যা)।

অনুপনারায়ণ তর্কশিরোমণি—গৌড়ীয় বৈষ্ণব, পঞ্চদশ-সর্গাত্মক সংস্কৃত 'আমোদ'-মহাকাব্যের রচয়িতা। এই গ্রন্থখানি শ্রীবৃন্দাবনীয় নিম্বার্কমহাবিদ্যালয়ে আছে। এখনও অপ্রকাশিত।

অভিমন্যু—তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুনের পুত্র। শ্রীকৃষ্ণের ভগিনী সুভদ্রা—ইহার জননী। পতনী—উত্তরা, পুত্র—পরীক্ষিৎ, কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে সপ্তরথী একত্র হইয়া অন্যায়যুদ্ধে ইহাকে বধ করে।

অমরসিংহ—বিক্রমাদিত্যের সভার নবরতনের একতম প্রসিদ্ধ অমরকোষ নির্মাতা।

অমূল্যধন রায় ভট্ট—পাণিহাটি-বাসী বিখ্যাত বৈষ্ণব ঐতিহাসিক। 'দ্বাদশগোপাল' 'বৃহদবৈষ্ণবচরিত অভিধান' প্রভৃতি গ্রন্থের নির্ম্মাতা। ইনি ১৩০৪ সালের ১লা মাঘে 'শ্রীগৌরাঙ্গ গ্রন্থমন্দির' প্রথমতঃ পানিহাটিতে প্রতিষ্ঠা করেন. ১৩৪১ সালে উহা বরাহনগর পাটবাড়ীতে স্থানান্তরিত হয়। ১৩৩২ সালে ৯ই কার্ত্তিক ইনি সর্বপ্রথম পাণিহাটিতে বৈষ্ণব প্রদর্শনী উদ্বোধন করিয়াছেন। পরে এই প্রদর্শনী বঙ্গদেশ ও বিহারে বহুবার খোলা হইয়াছিল। এই অক্লান্তকর্ম্মা মহামনস্বী নীরবে ধনজনবল-বর্জিত হইয়াও কালের বিধ্বংসী হস্ত হইতে বহু ভক্তিগ্রন্থ উদ্ধার করিয়াছেন।

অরবিন্দ ঘোষ—ডাক্তার কে, ডি, ঘোষের পুত্র। ১৯০৮ খৃঃ বিপ্লববাদীর দলভুক্ত বলিয়া অভিযুক্ত হন, কিন্তু বিচারে নির্দ্দোষ বলিয়া প্রমাণিত হন। তৎপরে পণ্ডিচেরীতে গমনপূর্বক আজীবন ভগবচ্চিন্তায় ও দর্শনালোচনায় অতিবাহিত করেন। অধ্যাত্মবিজ্ঞানবেত্তা ও দার্শনিক পণ্ডিত।

অরুন্ধতী—সপ্তর্ষীমণ্ডল বর্ত্তিনী বশিষ্ট-পতনী।

অর্জ্জুন—তৃতীয় পাণ্ডব। কুন্তীর গর্ভে ইন্দ্রের ক্ষেত্রে ইহার জন্ম।

অশোক—মগধের বিখ্যাত সম্রাট। পিতা বিন্দুসার ইনি বৌদ্ধধর্মের বহু প্রচার প্রসার করিয়াছেন।

অশ্বঘোষ—প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ কবি। খৃষ্টিয় প্রথম শতাব্দীর প্রথম ভাগে জন্ম এবং পরে মহারাজ কনিষ্কের সভাপতি হন। রচিত পুস্তক—'বুদ্ধচরিতম্' 'মহাযান শ্রদ্ধোৎপাদ-শাস্ত্রম্' প্রভৃতি।

অশ্বত্থমা—দ্রোণাচার্য্যের পুত্র।

অশ্বিনীকুমার ঘোটকরূপধারিণী সংজ্ঞার গর্ভে অশ্বরূপী সূর্য্যের ঔরসে জাত স্বর্গবৈদ্যদ্বয়।

অশ্বিনীকুমার দত্ত—(১৮৫৭—১৯২৩ খ্রীঃ) বরিশালের প্রসিদ্ধ জননেতা, সাহিত্যিক, রাজনীতিক, ও অধ্যাপক। কর্মযোগ ভক্তিযোগ প্রভৃতি গ্রন্থ-প্রণেতা।

অষ্টাবক্র—মহর্ষি অসিতের পুত্র। [অন্যমতে উদ্দালকের শিষ্য কাহোড়ের পুত্র]। রাজর্ষি জনকের উপদেশ-সম্পর্কে রচিত 'অষ্টাবক্র-সংহিতা' বিখ্যাত গ্রন্থ।

অহল্যা—মহর্ষি গৌতমের পতনী। স্বামীর শাপে পাষাণ হন, পরে শ্রীরামচন্দ্রের পাদস্পর্শে শাপমুক্ত হন।

অহল্যাবাঈ—(১৭৩৮-১৭৯৫ খ্রীঃ) হোলকার কুন্দ রাওয়ের পত্নী ও মল্লরাওয়ের মাতা। নিষ্ঠাবতী, দানশীলা দয়াপরা ও তেজস্বিনী নারী। কাশীর অন্নপূর্ণা মন্দির, কলিকাতা হইতে কাশীধাম পর্য্যন্ত রাজপথ এবং গয়ার বিষ্ণুপদ মন্দির প্রভৃতি ইহার প্রধান কীর্তি।

আদিশুর—বঙ্গদেশের প্রাচীন হিন্দু রাজা। রাজধানী ছিল—বিক্রমপুর সোণার গাঁ (মতান্তরে মুর্শিদাবাদের কাণসোনা), ইনি কান্যকুব্জ হইতে পাঁচজন ব্রাহ্মণ আনাইয়া পুত্রেষ্ঠি যজ্ঞ করিয়াছিলেন।

আনন্দ দাস—শ্রীশ্যামানন্দী দামোদরের শিষ্য।

শ্রীদামোদরের শিষ্য আনন্দ দাস খ্যাতা।
সদাবর্ত্ত নাম বলি জগত বিখ্যাতা ॥
(রঃ মঃ পশ্চিম ১৫।১৮)

আয়োদধৌম্য—ঋষি আরুণি, উপমন্যু প্রভৃতি ইহার শিষ্য।

আরুণি—জনৈক গুরুভক্ত ব্রাহ্মণ কুমার। গুরু আয়োদধৌম্যের আদেশে ইনি ক্ষেত্রের আলিবন্ধনে অসমর্থ হইয়া নিজে শয়ন করত দেহদ্বারা জলরোধ করিয়া গুরুর আজ্ঞা পালন করিয়াছিলেন। গুরু সন্ধ্যাকালে ক্ষেত্রে আসিয়া ইহাকে তদবস্থ দেখিতে পাইয়া পরম প্রীতিসহকারে 'সর্ববিদ্যাবিশারদ হও' বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন।

আর্যভট্ট প্রাচীন ভারতের বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ। ৪৯৯ খ্রীঃ জন্মকাল। পৃথিবীর আহ্নিক গতির আবিষ্কর্ত্তা আর্যসিদ্ধান্ত ও বীজগণিত গ্রন্থের প্রণেতা।

আস্তিক—মুনি। পিতা—জরৎকারু ও মাতা—বাসুকির ভগিনী মনসা দেবী।

ইক্ষাকু—সূর্যবংশের প্রথম রাজা। বৈবস্বত মনুর দশ পুত্রের অন্যতম।

ইন্দুমতী—বিদর্ভরাজ কন্যা। অজ রাজার স্ত্রী ও দশরথের মাতা।

ইন্দ্র—দেবরাজ. মাতা অদিতি, পিতা মহর্ষি কশ্যপ ও পত্নী শচী। ইনি দধীচির অস্থি দ্বারা বজ্র নির্মাণ করাইয়া তদ্দারা বৃত্রাসুরের নিধন করিয়াছেন।

ইন্দ্রজীৎ—মেঘনাদ, রাবণের পুত্র, পত্নী প্রমীলা বিভীষণের সাহায্যে নিকুম্ভিলা যজ্ঞে লক্ষণ ইহার প্রাণনাশ করেন।

ইল্বল—দৈত্য বিশেষ। বাতাপির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর—বাঙ্গলার সর্ব্বজনমান্য মহামনীষি। সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন হইয়া ক্রমে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হন। সীতার বনবাস, ঋজুপাঠ, কথামালা, উপক্রমণিকা, বোধোদয়, ব্যাকরণ কৌমুদী, শকুন্তলা প্রভৃতি গ্রন্থের প্রণেতা।

উজ্জ্বল দত্ত—উণাদিসূত্রের ভাষ্যকার।

উত্তর—বিরাট রাজার পুত্র।

উত্তরা—বিরাট রাজার কন্যা, অর্জ্জুনের পুত্র অভিমন্যুর স্ত্রী এবং পরীক্ষিতের মাতা।

উত্তানপাদ—স্বায়ম্ভুব মনুর পুত্র ও ধ্রুবের পিতা। ইহার দুই পত্নী সুরুচী ও সুনীতি।

উদয়নাচার্য্য—প্রসিদ্ধ দর্শনিক ও সংস্কৃতজ্ঞ মৈথিল পণ্ডিত। 'কুসুমাঞ্জলি' নামক গ্রন্থের প্রণেতা।

উদয়শঙ্কর—ভারতীয় নাট্যকলার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদক।

উদ্দালক—মুনি, শ্বেতকেতুর পিতা ও যাজ্ঞবল্ক্যের গুরু।

উদ্ধব—শ্রীকৃষ্ণের সখা ও মন্ত্রী; সত্যকের পুত্র ও বৃহস্পতির শিষ্য।

উপগুপ্ত—বৌদ্ধধর্ম প্রচারক, মহারাজ অশোকের দীক্ষাদাতা।

উপমন্যু—আয়োদধৌম্য ঋষির গুরুনিষ্ঠ শিষ্য।

উপসুন্দ—নরকাসুরের সেনাপতি। ২ নিকুম্ভ দৈত্যের পুত্র, ইহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সুন্দ। দুই ভাই তিলোত্তমা-লাভের জন্য মারামারি করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

উর্বসী—স্বর্গবেশ্যা। নারায়ণের উরু ভেদ করত আবির্ভাব হয়। মিত্রাবরুণের শাপে ইনি পৃথিবীতে জন্মিলে রাজা পুরূরবা ইঁহাকে বিবাহ করেন।

উর্ব্ব—মুনি, ইনি নিজ উরুর উপর অগ্নি রাখিয়া অগ্নিসদৃশ পুত্র লাভ করেন। ইহার পুত্র ঔর্ব্ব।

উর্ম্মিলা—মিথিলার রাজা সীরধ্বজের কন্যা, লক্ষণের ভার্য্যা ও অঙ্গদ এবং চন্দ্রকেতুর মাতা।

উষা ভব-নামা রুদ্রের পত্নী। ২ বাণরাজার কন্যা ও অনিরুদ্ধের পত্নী।

ঋষভ—শ্রীমদ্‌ভাগবতোক্ত অষ্টম অবতার। জৈন-মতে ইনি 'আদি' বা 'আদিনাথ'।

ঋষ্যশৃঙ্গ—মুনি। দশরথ রাজার বন্ধু অঙ্গরাজ লোম-পাদের রাজ্যে অনাবৃষ্টিকালে কতিপয় বারাঙ্গনার সাহায্যে ইহাকে আনাইলে সুবিষ্টি হয়, পরে অঙ্গরাজ ইঁহাকে স্ব-লালিতা কন্যা শান্তাকে ভার্য্যারূপে দান করেন। দশরথ ইঁহাদ্বারা পুত্রেষ্টি যাগ করাইয়াছেন।

একলব্য—নিষাদরাজ হিরন্যধনুর পুত্র। ধনুর্বিদ্যা শিক্ষার জন্য ইনি দ্রোণের নিকট গিয়া প্রত্যাখ্যাত হইয়া দ্রোণের মূর্ত্তির সম্মুখে অভ্যাস করিয়া অত্যল্পকালেই পারদর্শিতা লাভ করেন। পরে দ্রোণাচার্য্য গুরুদক্ষিণারূপে ইঁহার দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ চাহিলে ইনি অম্লানবদনে তাঁহাকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ কাটিয়া দিয়া দক্ষিণা দেন।

কংস—শ্রীকৃষ্ণের মাতুল। মথুরার রাজা। শ্রীকৃষ্ণ-হস্তে নিহত হয়।

কচ—বৃহস্পতির পুত্র। ইনি শুক্রাচার্য্যের নিকট 'মৃতসঞ্জীবনী' বিদ্যা শিখিয়া দেবগণকে শিক্ষা দিয়াছিলেন। ইঁহার শাপে দেবযানী রাজা যযাতির স্ত্রী হইয়াছিল।

কঠ—মুনি। ঋষি বৈশম্পায়নের শিষ্য।

কণাদ—বৈশেষিক-দর্শন প্রণেতা। খৃঃ পূঃ দ্বাদশ শতাব্দী।

কণ্ব—মালিনী নদীর তরীবাসী জনৈক ঋষি। শকুন্তলাকে ইনি পালন করেন।

কদ্রু—কশ্যপ ঋষির পত্নী ও দক্ষ প্রজাপতির কন্যা। ইনি সর্পকুলের মাতা।

কনিষ্ক—কুষাণ-বংশ্য প্রসিদ্ধ রাজা। খৃঃ প্রথম শতাব্দীর শেষভাগে ও দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রথম ভাগে ইনি রাজত্ব করেন। ইহার সময়ে বৌদ্ধধর্ম-পদ্ধতি লিপিবদ্ধ হয় ও বৌদ্ধধর্মের বহু সংস্কার হয়। ইহার সভায় অশ্বঘোষ, নাগার্জ্জুন, চরক প্রভৃতি পণ্ডিতগণ থাকিতেন॥

কন্দর্প—কামদেব, ব্রহ্মার মানসপুত্র, ইহার স্ত্রী—রতি।

কবীর—রামানন্দের সর্বপ্রধান শিষ্য। জাতিতে জোলা হইলেও বিষ্ণুভক্ত। মূর্ত্তিপূজার বিরোধি, [১৩৮০—১৪২০ খৃঃ] ধর্ম প্রচার করিয়াছেন। কাশীর রাজা বীরসিংহ 'কবিরচৌরাতে' তাঁহার পুষ্পসমাধি করিয়াছেন। পাঠানরাজ বিজলী খাঁন (গোরক্ষপুরের নিকটে) মগরাগ্রামে ইঁহার দেহরক্ষার স্থানে সমাধি করেন।

কমলাকান্ত—অষ্টাদশ খৃষ্ট শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ শক্তি-সাধক। কমলাকান্তের পদাবলি মধুর, ইনি শ্যামাসঙ্গীতের সহিত অভেদ করিয়া শ্যামসঙ্গীতও রচনা করিয়াছেন।

কমলাদেবী—শ্রীঠাকুর মহাশয়ের শিষ্য। শ্রীরূপ-নারায়ণের জননী।

কর্ণ—সূর্য্যের ঔরসে কুন্তীর কানীন পুত্র। অধিরথ সূত ও তৎপত্নী রাধা ইহাকে লালন করেন—দুর্যোধন ইহাকে বন্ধুভাবে গ্রহণ করত অঙ্গদেশের রাজা করেন। পরশুরাম হইতে অস্ত্রশিক্ষা লাভ করেন। কুরুক্ষেত্র সমরে অর্জ্জুনের হস্তে নিহত হন।

কর্দ্দম—প্রজাপতি। ইনি দশ হাজার বৎসর তপস্যা করিয়া প্রজাসৃষ্টি-কার্য্যে নিযুক্ত হন, পত্নীর নাম—দেবহূতি। ইহার গর্ভে ভগবান্ কপিল জন্মগ্রহণ করেন।

কলি - চতুর্থযুগাধিপতি। পিতা—ক্রোধ, মাতা—হিংসা, ভগ্নী—দুরুক্তি, পুত্র—ভয় এবং কন্যা—মৃত্যু।

কল্কি—ভগবানের দ্বাবিংশ অবতার। কলিযুগের শেষে ভগবান সম্ভলগ্রামে বিষ্ণুযশা-নামক ব্রাহ্মণের গৃহে কল্কিরূপে অবতার করিবেন।

কশ্যপ—মুনি। পিতা—মরীচি, মাতা—কলা। দক্ষ প্রজাপতির কন্যাকে ইনি বিবাহ করেন।

কহ্লণ—কাশ্মীর দেশীয় পণ্ডিত। ইনি ১১৪৯ খৃঃ 'রাজতরঙ্গিণী' নামে এক ইতিহাস লিখিয়া যশস্বী হইয়াছেন।

কাজি নজরুল ইসলাম—বৈষ্ণবভাবাপন্ন মুসলমান কবি। উচ্চশ্রেণীর কবিতা-লেখক।

কাত্যায়ন—মুনি, পাণিনি-সূত্রের বার্ত্তিককার।

কানুপ্রিয় গোস্বামী ভাজনঘাটের সুপ্রসিদ্ধ সর্বজন প্রিয় চিরকুমার বৈষ্ণবাচার্য্য। শ্রীভাগবতামৃতকণা, জীবের স্বরূপ ও স্বধর্ম, শ্রীনামচিন্তামণি প্রভৃতি প্রণেতা।

কার্ত্তিক—শিবের পুত্র ; ইনি কৃত্তিকাগণের স্তন্যদ্বারা পালিত হইয়াছিলেন। দেবসেনাধিপতি ও তারকাসুরের নিধনকারী।

কালকেতু—ব্যাধ। ইন্দ্রপুত্র নীলাম্বর শিবের শাপে পৃথিবীতে ধর্মকেতু-নামা ব্যাধের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার নামন কালকেতু।

কালনেমি—রাবণের মাতুল। হনুমান যখন বিযল্য-করণীর জন্য গন্ধমাদনে যান, তখন ইনি রাবণের অনুরোধে হনুমানকে মারিতে যাইয়া তাহার হস্তে বিনাশপ্রাপ্তি করেন।

কালপুরুষ ব্রহ্মার পৌত্র, সূর্য্যের পুত্র।

কালিদাস—ভারতের বিখ্যাত সংস্কৃত কবি। শকুন্তলা, বিক্রমোর্বশী, মালবিকাগ্নিমিত্র, রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, মেঘদূত, ঋতুসংহার প্রভৃতি ইঁহার রচনা।

কালীপ্রসন্ন সিংহ—জোড়াসাঁকোর প্রসিদ্ধ জমিদার। মহাভারতের বঙ্গভাষার অনুবাদক।

কাশীরাম দাস—বাঙ্গালা পদ্যে মহাভারতের কিয়দংশের অনুবাদক।

কীচক—বিরাটরাজের শ্যালক। সৈরিন্ধ্রী বেশিনী দ্রৌপদীকে ধর্ষণ করিতে গিয়া ইনি দ্রৌপদী-বেশী ভীমের হস্তে নিহত হন।

কুন্তী—শূরসেনের কন্যা ও যুধিষ্ঠির, ভীম এবং অর্জুনের জননী।

কুবের—যক্ষরাজ, পিতা—বিশ্রবাঃ, মাতা—ইলবিলা। উত্তরদিকের অধিপতি ; ব্রহ্মা ইহাকে পুষ্পক রথ দিয়াছেন।

কুমারিল ভট্ট—খৃঃ অষ্টম শতাব্দীতে বিকৃত বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব হইতে দেশকে মুক্ত করিতে ইনি প্রবল আন্দোলনের সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

কুম্ভকর্ণ—রাবণের মধ্যম ভ্রাতা। ইনি ছয়মাস পর্যন্ত নিদ্রিত থাকিতেন। শ্রীরামচন্দ্রের হস্তে নিহত হন।

কুরু—চন্দ্রবংশীয় রাজা।

কুলদা প্রসাদ মল্লিক—সিউড়িতে গৃহ, দারিদ্র্যের নিষ্পীড়ণেও অধ্যবসায়বলে বি, এ পাস করেন। তত্রত্য শিবরতন মিত্রের কৃপায় বৈষ্ণব-গ্রন্থাদি পাঠাভ্যাস করিয়া Theosophical Society তে প্রবিষ্ট হন। শ্রীমদ্ভাগবতের অদ্বিতীয় বক্তা হিসাবে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করিয়াছিল। বীরভূম পত্রিকার সুযোগ্য সম্পাদক।

কুলদা ব্রহ্মচারী—বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীপ্রভুর শিষ্য ও 'সদ্‌গুরুসঙ্গ'-নামক গ্রন্থের লেখক।

কুল্লূক ভট্ট—মনুসংহিতার টীকাকার।

কুশ—শ্রীরামচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র। কনিষ্ঠ ভ্রাতা—লব।

কুশধ্বজ—মিথিলার রাজা সীরধ্বজ জনকের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। ইহার কন্যা মাণ্ডবীর সহিত ভরতের ও শ্রুতকীর্ত্তির সহিত শত্রুঘ্নের বিবাহ হয়।

কূর্ম্ম—দশাবতারের দ্বিতীয়। সমুদ্র-মন্থন-কালে ইনি মন্দার পর্বত পৃষ্ঠে ধারণ করিয়াছেন। ২ পৃথিবী জলমগ্ন হইতে থাকিলে ইনি আবার দন্তদ্বারা পৃথিবীকে ধারণ করিয়াছেন।

কৃত্তিকা—কার্ত্তিকের ধাত্রী। ২ নক্ষত্রবিশেষ।

কৃত্তিবাস ওঝা—১৩৮৬ খৃঃ নদীয়ার ফুলিয়া গ্রামে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। বাল্মীকিকৃত রামায়ণের সুললিত পদ্যানুবাদ করিয়া ইনি চিরযশস্বী হইয়াছেন।

কৃপ—গৌতম ঋষির পুত্র। কুরুপাণ্ডবগণের অস্ত্রশিক্ষক।

কৃষ্ণ—শ্রীমদ্ভাগবতের নায়কচূড়ামনি স্বয়ং ভগবান্ ব্রজেন্দ্র নন্দন।

কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ (লালাবাবু)—পাইকপাড়া রাজবংশের আদি পুরুষ দেওয়ান গঙ্গা-গোবিন্দ সিংহের পৌত্র। ইনি সর্বত্যাগী হইয়া গোবর্দ্ধনের সিদ্ধ শ্রীকৃষ্ণদাস বাবার আশ্রয় করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে কঠোর ভজন করিতেন। বহুলক্ষ মুদ্রাব্যয়ে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের মন্দির নির্মাণ করত সেবার সুশৃঙ্খলা করিয়াছেন।

কৃষ্ণভঞ্জ দেব—শ্রীশ্যামানন্দপ্রভুর শিষ্য।

কৃষ্ণ ভুঞা—শ্রীশ্যামানন্দী দামোদরের শিষ্য।

কৃষ্ণানন্দ স্বামী—আর্য্যধর্মের শ্রেষ্ঠ বক্তা ও গ্রন্থকার। কাশীতে যোগাশ্রম ও বহুস্থলে হরিসভাদির প্রতিষ্ঠাতা। গীতার্থ-সন্দীপনী ব্যাখ্যাতা। বহুসঙ্গীত-রচয়িতা এবং শ্রীকৃষ্ণ-পুষ্পাঞ্জলি প্রভৃতি গ্রন্থ-প্রণেতা। তদীয় ভ্রাতা পূর্ণানন্দ স্বামিজিও বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

কৈকয়ী, কৈকেয়ী—দশরথের মহিষী ও ভরতের জননী।

কৈকসী—সুমালী রাক্ষসের কন্যা ও রাবণের মাতা। বিশ্রবা ঋষির ঔরষে ইঁহার রাবণ, কুম্ভকর্ণ, ও বিভীষণের জন্ম হয়।

কৈটভ—বিষ্ণুর কর্ণমলোদ্ভূত দৈত্য।

কৌটিল্য—মৌর্যবংশের প্রথম রাজা। চন্দ্রগুপ্তের প্রধান মন্ত্রী চাণক্য বা বিষ্ণুগুপ্ত। ইনি অর্থশাস্ত্রের নির্মাতা।

কৌশল্য'—কোশল-রাজ্যের কন্যা, দশরথের ভার্য্যা ও শ্রীরামচন্দ্রের জননী।

খনা—প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিদ্যাপারগা মহিলা। 'খনার বচন' প্রসিদ্ধ। বরাহমিহিরের পুত্রবধূ (?)

খুল্লনা—শাপভ্রষ্টা রঙ্গমালা নামিকা অপ্সরা। পিতা—লক্ষপতি সদাগর এবং পতি—ধনপতি সদাগর।

গঙ্গা—শ্রীবিষ্ণুচরণোদ্ভূতা দেবী। মহাদেবের সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। কপিলমুনির শাপে সগর-বংশ নষ্ট হইলে ভগীরথ পূর্বপুরুষের উদ্ধারের জন্য ইহার আরাধনা করিয়া ইঁহাকে মর্ত্তালোকে আনয়ন করেন। মানবীরূপে ইনি শান্তনুরাজার পত্নী ও ভীষ্মের জননী।

গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ—লর্ড হেষ্টিংসের দেওয়ান, কান্দি রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। শেষ বয়সে নবদ্বীপে বাস করেন। তিনি পরম বৈষ্ণব ও শ্রীচৈতন্যভক্ত ছিলেন। সিদ্ধ তোতারাম বাবার চরিত্রদর্শনে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। স্বীয় পৌত্র লালাবাবুকে সমস্ত সম্পত্তি দান করত তিনি দুই তিন শত বৈষ্ণবসহ শ্রীধামে আসেন এবং শ্রীগৌর-গৃহ-আবিষ্কারে প্রবৃত্ত হন। তখন নবদ্বীপে গৌরগৃহ দেখিয়াছিলেন—এমন অনেক লোক বর্ত্তমান ছিলেন। তিনি তাঁহাদের মুখে শুনিয়া এবং প্রমাণাদি দ্বারা গৌর-গৃহের স্থান নিরূপণ করেন। নবদ্বীপের নিকটবর্ত্তী ঐ স্থানকে 'রামচন্দ্রপুর বলা হইত। তিনি সেই স্থানে (১৭৯২ খৃঃ) ১১৯৯ সালের ১লা অগ্রহায়ণ ৬০ ফুট হইতেও উচ্চ এক বিরাট মন্দির নির্মাণপূর্ব্বক তথায় শ্রীগোবিন্দ-গোপীনাথ-কৃষ্ণ-মদনমোহনজীর সেবা প্রতিষ্ঠা করেন। ঐ মন্দিরটি ১৮১৯ খৃষ্টাব্দেও বিদ্যমান ছিল এবং ১৮২১ খৃষ্টাব্দে গঙ্গাগর্ভে পতিত হয়। * ইনি নবদ্বীপবাসী পণ্ডিতবর্গের সাহায্য এবং ছাত্রদিগের জন্য টোল গৃহনির্মাণ ও গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য প্রতি মাসের প্রথমে আহার্য ও বস্ত্র দান করিতেন। বৈষ্ণব সাধু তীর্থতাত্ত্রিগণকেও আহার্য্য দিতেন। নবদ্বীপ-মহিমা ৪০৭—৮ পৃষ্ঠা)।

গরুড়—কশ্যপের পুত্র, মাতা—বিনতা। ইনি বিষ্ণুবরে অজর ও অমর হইয়া তাঁহার বাহন হন।

গর্গ জ্যোতির্বিদ ঋষি, যাদবকুলের পুরোহিত।

গান্ধারী—দুর্যোধনাদি শতপুত্রের জননী।

গার্গী—প্রাচীন বিদুষী মহিলা, গর্গমুনির কন্যা। জনক রাজার সভায় ইনি যাজ্ঞবল্কের সহিত শাস্ত্রালোচনা করত সকলকে বিস্মিত করিয়াছিলেন। ঋগ্বেদের একটি টীকা ইঁহার রচনা।

গার্গ্য—গর্গমুনির পুত্র। ঋগ্বেদ ও ব্যাকরণের ব্যাখ্যাতা বলিয়া খ্যাত। গার্গ্যসংহিতা-নামক জ্যোতিষগ্রন্থ ইঁহার রচনা।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ ভক্তিমূলক যাত্রা রচয়িতা, ৭০

---

* 1. Calcutta Review, Vol. Vi, 1846. pp 423—4.
2. Territorial Aristocracy of Bengal—The Kandi Family, pp 6—7.

খানি নাটক, প্রহসন, গীতিনাট্য প্রভৃতি নির্মাতা। বাঙ্গলার 'গ্যারিক'। (১২৫০—১৩৮১ বঙ্গাব্দ)।

গুরু গোবিন্দসিংহ—(খ্রীঃ ১৬০৬—১৭০৮) শিখ-সম্প্রদায়ের দশম গুরু।

গুহ, গুহক—নিষাদপতি, শ্রীরামচন্দ্রের মিত্র।

গোপা—গৌতমবুদ্ধের পত্নীও রাহুলের জননী।

গোপীকৃষ্ণ দ স—শ্রীশ্যামানন্দী দামোদরের শিষ্য।

গোপীচরণ দাস—উদাসীন বৈষ্ণব। শ্রীহরিনামামৃতের টীকা বালতোষণীর পরিশোধনকারী ও সমাপক।

গোবিন্দ অধিকারী } উনবিংশ খ্রীঃ শতাব্দী ভক্তি-
গোবিন্দ চৌধুরী } মূলক যাত্রার পালা রচয়িতা

গৌতম ঋষি গোতমের পুত্র। ২ বুদ্ধদেব।

গৌরগুণানন্দ ঠাকুর—শ্রীখণ্ডের সরকারঠাকুর বংশ্য। শ্রীখণ্ডের প্রাচীন বৈষ্ণব প্রভৃতি গ্রন্থের প্রণেতা ও সংগ্রাহক।

ঘটকর্পর—মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সভার নবরত্নের অন্যতম।

ঘটোৎকচ ভীমের ঔরসে ও হিড়িম্বা রাক্ষসীর গর্ভে জাত পুত্র। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে কর্ণ হস্তে নিহত হন।

ঘনরাম—খ্রীঃ সপ্তদশ শতাব্দীর প্রসিদ্ধ কবি 'ধর্ম্মমঙ্গল' কাব্য প্রণেতা।

চণ্ড—শুম্ভের অনুচর দৈত্য। দেবীযুদ্ধে নিহত হন।

চণ্ডী দুর্গা। শুম্ভাসুরের সেনানী চণ্ড ও মুণ্ডকে বধ করিয়া ইনি চণ্ডী নামে খ্যাত হন।

চণ্ডীদাস বিখ্যাত বৈষ্ণব কবি। বীরভূম জেলায় নান্নুর গ্রামে জন্ম, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন পদাবলী প্রভৃতি ইহার প্রসিদ্ধ রচনা। সাহিত্যিকগণ তিনজন চণ্ডীদাসের খবর দিতেছেন। বড়ু দীন ও দ্বিজ চণ্ডীদাস।

চন্দ্র—অত্রি ঋষির পুত্র। দক্ষের ২৭ কন্যা ইহার পত্নী।

চরক—আয়ুর্বেদ শাস্ত্রকার। 'চরক সংহিতা' ইহার বিশ্ববিখ্যাত অতুলনীয় গ্রন্থ।

চাণক্য—'কৌটিল্য' দেখ।

চার্ব্বাক—প্রত্যক্ষবাদী দার্শনিক। নাস্তিক আত্মা ও পরলোকের অস্তিত্বে বিশ্বাসহীন। সুখই ইহার মতে জীবের চরম লক্ষ্য।

চিত্রগুপ্ত—যমরাজের লেখক।

চিত্ররথ—গন্ধর্ববিশেষ, ইন্দ্রের সারথি।

চিত্রসেন—ইন্দ্রসভার গন্ধর্ব ও নৃত্যগীতকলার অধ্যক্ষ। অর্জ্জুন ইহার নিকট গান্ধর্ববিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন।

চিত্রাঙ্গদ—শান্তনুর পুত্র। ভীষ্ম রাজ্যগ্রহণ না করায় ইনি রাজা হন।

চিত্রাঙ্গদা—মণিপুররাজ চিত্রভানুর কন্যা ও অর্জ্জুনের পত্নী। বভ্রুবাহনের মাতা।

চিন্তা—শ্রীবৎস রাজার পত্নী।

চ্যবন—ঋষি পিতা—মহর্ষি ভৃগু। 'চ্যবনপ্রাশ'-নামক ঔষধের আবিষ্কারক।

ছায়া—সূর্য্যের পত্নী ও শনির মাতা।

ছিন্নমস্তা—দশমহাবিদ্যার অন্যতমা। ইনি নিজের শিরচ্ছেদন করত বাম করে ধরিয়া স্কন্ধনিঃসৃত রুধির-ধারা পান করেন।

জগদ্ধাত্রী—দুর্গার মূর্ত্তিভেদ।

জটায়ু—পক্ষিবিশেষ পিতা—অরুণ ও মাতা—শ্যেনী। জেষ্ঠভ্রাতা সম্পাতি। সীতাদেবীর রক্ষার্থে গিয়া ইনি রাবণ হস্তে নিহত হন, কিন্তু শ্রীরামকে সীতাহরণের বার্ত্তা দিয়াছিলেন।

জটাসুর—রাক্ষস, পাণ্ডবদের বদরিকাশ্রমে বাসকালে এই রাক্ষস তিন ভাই ও দ্রৌপদীকে লইয়া যাওয়ার পথে ভীম কর্ত্তৃক নিহত হয়।

জড় ভরত—পূর্ব জন্মে রাজা ভরত পালিত মৃগশাবকের চিন্তা করিতে করিতে মৃত্যুমুখে পতিত হন বলিয়া জন্মান্তরে জাতিস্মর মৃগ হইলেন। পর জন্মে আবার ব্রাহ্মকুলেও জাতিস্মর ছিলেন বলিয়া পূর্ব বৃত্তান্ত স্মরণ করত জড়ের ন্যায় অবস্থান করিতেন। এই জন্য নাম হয় 'জড় ভরত'।

জনক—নিমির পৌত্র ও মিথির পুত্র। বিদেহের জনক উপাধিধারী রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। সাধারণতঃ সীরধ্বজ সীতার পালক পিতাই বোধ্য।

জনমেজয়—অর্জ্জুনের প্রপৌত্র ও পরীক্ষিতের পুত্র। পিতা তক্ষক-দংশনে গতাসু হইলে ইনি সর্পযজ্ঞের অনুষ্ঠান

করত সর্পকুল নির্বংশ করিতে যজ্ঞ করেন। বৈশম্পায়ন মুনির নিকট ইনি সমগ্র মহাভারত শ্রবণ করিয়াছেন।

জমদগ্নি—পরশুরামের পিতা ও গোত্র প্রবর্ত্তক মুনি।

জয়দেব—শ্রীগীতগোবিন্দ নামক সুললিত শ্রুতিরসায়ণ গীতিকাব্যের প্রণেতা। খ্রীঃ দ্বাদশ শতাব্দীতে বীরভূম জিলার কেন্দুবিল্ব গ্রামে ইহার জন্ম হয়। ইনি কিছুকাল লক্ষ্মণ সেনের সভার সভাকবি ছিলেন, পরে উৎকল গমন করেন। তৎপরে শ্রীরাধামাধব ও তৎপত্নীসহ শ্রীবৃন্দাবনে জীবন যাপন করেন।

জয়দ্রথ—সিন্ধুদেশের রাজা। দুর্য্যোধনের ভগ্নী দুঃশলার স্বামী।

জরুৎকারু—প্রসিদ্ধ মুনি, মনসা দেবীর ভর্ত্তা, ইহার পুত্র আস্তিক মুনি।

জরাসন্ধ—বৃহদ্রথ রাজার পুত্র ও মগধের রাজা। দ্বন্দযুদ্ধে ভীম ইহাকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়া নিপাতিত করেন।

জহ্নু—রাজর্ষি। গঙ্গা পান করিয়া পরে ভগীরথের স্তবে তুষ্ট হইয়া স্বদেহ হইতে গঙ্গা বাহির করিয়াছেন। এই জন্য গঙ্গা ইহার কন্যা বা জাহ্নবী নাম প্রাপ্ত হইয়াছে।

জাবালী কশ্যপ বংশ্য মুনি রাজা দশরথের গুরু।

জাম্ববতী ঋক্ষরাজ জাম্ববানের দুহিতা ও শ্রীকৃষ্ণের বনিতা।

জাম্ববান ঋক্ষরাজ সুগ্রীবের মন্ত্রী। লঙ্কাসমরে ইনি রাবণের বিপক্ষে যুদ্ধ করেন।

জিন—জৈনধর্মের প্রবর্ত্তক 'মহাবীর'। চতুর্বিংশতি তীর্থঙ্করের অন্যতম।

জীব দাস—শ্রীরসিকানন্দ প্রভুর শিষ্য।

জৈমিনি—বেদব্যাসের শিষ্য, পূর্বমীমাংসা-দর্শন রচয়িতা। জৈমিনি-ভারতও ইহার রচনা।

তক্ষক—মহর্ষি কশ্যপের ঔরসে ও কদ্রুর গর্ভে জাত নাগ। মহারাজ পরীক্ষিৎকে ইনি দংশন করিয়াছিলেন।

তত্ত্ববাদী আচার্য্য—শ্রীমাধ্ব সম্প্রদায়ী, দ্বৈতবাদী। এই সম্প্রদায়ের নিয়ম এই যে, অদ্বৈতবাদী সন্ন্যাসী দেখিলে ইহারা সবস্ত্র স্নান করে। মহাপ্রভু দক্ষিণদেশ ভ্রমণকালে তুঙ্গভদ্রা নদীতে স্নান করিয়া 'মধ্বচার্য্য-স্থানে' উড়ুপীকৃষ্ণ বিগ্রহ এবং শ্রীল মধ্বচার্য্য স্থাপিত শ্রীশ্রীগোপালকৃষ্ণ বিগ্রহ দর্শন করেন।

তপতী—সূর্যকন্যা ও রাজা সম্বরণের স্ত্রী।

তাড়কা—সুন্দ নামা অসুরের স্ত্রী রাক্ষসী। শ্রীরাম-হস্তে ইনি নিহত হন।

তারা বৃহস্পতির ভার্যা। চন্দ্র ইহাকে হরণ করেন ও তাঁহার ঔরসে বুধ নামক পুত্র জন্মে। ২ বালির ভার্যা, শ্রীরামচন্দ্র হস্তে বালির বিনাশ ঘটিলে ইনি সুগ্রীবকেই পতিত্বে বরণ করেন। ৩ দশমহাবিদ্যার একতমা।

তিলোত্তমা—স্বর্গবেশ্যা। সুন্দ ও উপসুন্দ নামক দৈত্যদ্বয় দেবগণের উপর অত্যাচার করিতে থাকিলে ব্রহ্মা তিল তিল করিয়া সকলের রূপ লইয়া ইহার সৃষ্টি করিয়া ঐ অসুরের নিকট প্রেরণ করেন। তিলোত্তমার রূপ-মাধুর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার জন্য দুই অসুরই পরস্পর যুদ্ধ করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

তুকারাম (১৫৮৮—১৬৫৯ খ্রীঃ) বিখ্যাত মহারাষ্ট্রীয় সাধু। তুকারামের 'অভঙ্গ' অতি সুন্দর। কাহারও মতে ইনি শ্রীচৈতন্য কর্তৃক দীক্ষিত হইয়াছিলেন। পুনা হইতে আট ক্রোশ দূরে ইন্দ্রায়ণী নদীর তীরে দেী নামক স্থানে জন্ম হয়। শিবাজী ও তাঁহার মাতা জিজাবাই তুকারাম উপদেশ পাইয়াছিলেন।

তুলসীদাস বাঁদা জেলার যমুনাতীরস্থ রাজাপুর নামক স্থানে ইহার জন্ম হয়। ইহার গুরুগৃহ শূকরক্ষেত্র (সোরো), ১৫৮৯ বিক্রমাব্দে মূলা নক্ষত্রে ইহার জন্ম। তুলসীদাসের পূর্ব নাম—রামবোলা, গুরুদত্ত নাম তুলসী দাস। পিতার নাম—আত্মারাম শুক্ল দোবে। মাতার নাম—শ্রীমতী হুলাসী. শ্বশুরের নাম—দীনবন্ধু পাঠক। তুলসীর স্ত্রীর নাম—শ্রীমতী রত্নাবলী।

ভক্তবর তুলসীদাস ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের আজ্ঞায় ১৬৩১ বিক্রমাব্দে চৈত্রী শুক্লা নবমীতে অযোধ্যায় বসিয়া শ্রীরামায়ণ লিখিতে আরম্ভ করেন, কিন্তু পরে ঐ স্থানের বৈষ্ণবগণের সহিত মতান্তর হওয়ায় কাশীধামে গিয়া রচনা পূর্ণ করেন। রামায়ণের নাম—'রামচরিত-মানস। এতদ্ব্যতীত দোঁহাবলিও ইহার অপূর্ব কৃতিত্বের পরিচায়ক।

বারাণসীতে অসির তীরে লোনার্ককুণ্ডের নিকট তুলসী

দাস থাকিতেন। উহার নিকটস্থ গঙ্গাতট 'তুলসী ঘাট'-নামে প্রসিদ্ধ। ১৬৮০ বিক্রমাব্দে শ্রাবণী শুক্লা সপ্তমীতে তুলসীদাস নিত্যধামে গমন করেন।

তেগবাহাত্বর— সুবিখ্যাত নবম শিখ-গুরু। মোগল সম্রাট আরঙ্গজেবের আদেশে ১৬৭৫ খ্রীঃ ইহার শিরচ্ছেদ হয়।

ত্রিশঙ্কু – সূর্য্যবংশ্য রাজা।

ত্রৈলঙ্গস্বামী—(১৫২১—১৮০৯) শকাব্দ) কাশীবাসী জনৈক সন্ন্যাসী। দাক্ষিণাত্যে ব্রাহ্মণকুলে জন্ম। জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ। ২৮০ বৎসর বয়সে কাশীধামে তিরোহিত হন।

দক্ষ প্রজাপতি—ব্রহ্মার পুত্র। স্ত্রী প্রসূতি। ইহার কন্যার সহিত শিবের বিবাহ হয়। দক্ষযজ্ঞের সময় ইনি শিবনিন্দা করিলে সতী প্রাণত্যাগ করেন।

দত্তাত্রেয়—অত্রির পুত্র। বিষ্ণুর অংশে ইহার জন্ম।

দধীচি—স্বনামধন্য ঋষি। ইহার অস্থিদ্বারা ইন্দ্র বজ্র প্রস্তুত করিয়া বৃত্রাসুরের নিধন করেন।

দময়ন্তী – বিদর্ভরাজ ভীমের দুহিতা ও নিষধরাজ নলের বনিতা। কলির কোপে ইনি স্বামীর সহিত রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া বহুকাল দুঃখ পাইয়াছেন।

দশরথ—অযোধ্যার অধিপতি, সূর্য্যবংশ্য। শ্রীরাম, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন ইহার গৃহে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

দাদু—শ্রীরামানন্দের শিষ্য। জাতিতে ধুনুরীকুল উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। নরৈণের পর্বতোপরি একটি ক্ষুদ্র গৃহে ইনি থাকিতেন এবং ১৫২৫ শকে অপ্রকট হন। ঐ স্থানে ফাল্গুনী শুক্লা প্রতিপদ হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত মেলা হইয়া থাকে।

দিলীপ—সূর্য্যবংশীয় রাজা।

দুঃশলা – ধৃতরাষ্ট্রের কন্যা ও সিন্ধুপতি জয়দ্রথের স্ত্রী।

দুঃশাসন—ধৃতরাষ্ট্রের দ্বিতীয় পুত্র।

দুর্গা—দশভুজা মহামায়া। শ্রীকৃষ্ণমন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবী।

দুর্বাসা স্বনাম প্রসিদ্ধ ঋষি। অতি ক্রোধী ছিলেন।

দুর্মুখ—অযোধ্যাপতি শ্রীরামচন্দ্রের গুপ্তচর। ইহার মুখে সংবাদ পাইয়াই শ্রীরাম সীতাদেবীকে নির্বাসিত করেন

দুর্যোধন—ধৃতরাষ্ট্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র।

দুষ্মন্ত দুর্ষন্ত—চন্দ্রবংশ্য প্রসিদ্ধ রাজা। মৃগয়াছলে বনে গিয়া কণ্বমুনির আশ্রমে তাঁহার পালিত কন্যা শকুন্তলাকে দেখিয়া মুগ্ধ হন ও তাহাকে বিবাহ করেন। পুত্রের নাম—ভরত।

দেবকী– বসুদেবের ভার্য্যা ও শ্রীকৃষ্ণের জননী। মথুরার অধিপতি কংসের ভগিনী।

দেবযানী—শুক্রাচার্য্যের কন্যা। বৃহস্পতির পুত্র কচ সঞ্জীবনীমন্ত্রশিক্ষার্থ শুক্রের শিষ্য হইলে ইনি তাহার প্রতি অনুরাগিনী হন। পরে যযাতীর সহিত ইহার বিবাহ হয়।

দেবল – অসিত ঋষির পুত্র।

দেবসেনা – ইন্দ্রের কন্যা ও কার্ত্তিকেয়ের পত্নী। নামান্তর মহাষষ্ঠি।

দেবহূতি স্বায়ম্ভুব মনুর দুহিতা ও কর্দম প্রজাপতির বণিতা। ইনি কপিলের জননী।

দ্বৈপায়ন - ব্যাসদেব। [দ্বীপে জন্ম হয় বলিয়া এই নাম হইয়াছে।

দ্রুপদ – চন্দ্রবংশ্য রাজা, দ্রৌপদীর পিতা।

দ্রোণ—ভরদ্বাজ মুনির পুত্র ও অশ্বত্থামার পিতা। পরশুরামের নিকট ইনি ধনুর্ব্বেদ শিক্ষা করেন। কুরু-পাণ্ডবের অস্ত্র শিক্ষক ছিলেন– ধৃষ্টদ্যুম্নের হস্তে নিহত হন।

দ্রৌপদি—দ্রুপদের দুহিতা ও পাণ্ডবরাজ-মহিষী।

ধন্বন্তরী - দেববৈদ্য। ভাস্করের নিকট ইনি আয়ুর্ব্বেদ শিখেন। 'চিকিৎসাতত্ত্ববিজ্ঞান'—ইহার রচনা। ২ বিক্রমাদিত্যের সভাস্থিত নবরতনের অন্যতম।

ধূমাবতী—দশমহাবিদ্যার অন্যতমা।

ধূম্রলোচন—দৈত্যরাজ শুম্ভের সেনাপতি। অম্বিকার সহিত যুদ্ধ করিতে গিয়া ইনি নিহত হন।

ধৃতরাষ্ট্র– দুর্যোধনাদির পিতা। গান্ধারীর গর্ভে ইহার শত পুত্র হয়।

ধৃষ্টদ্যুম্ন—রাজা দ্রুপদের পুত্র। দ্রোণের নিকট ধনুর্বেদ শিখেন। 'অশ্বত্থমা হত ইতি' সুস্পষ্ট উচ্চারণ করত ইনি 'গজ' শব্দটি অনুচ্চস্বরে বলিয়া দ্রোণের বিমর্ষ আনয়নপূর্বক বধসাধন করেন। অশ্বত্থামা কর্তৃক ইনিও নিহত হন।

ধ্রুব—রাজা উত্তানপাদের পুত্র। সুনীতির গর্ভজাত বলিয়া ইনি বিমাতা সুরুচির দুর্বাক্যে ব্যথিত হইয়া পাঁচ বর্ষ বয়সে হরির আরাধনা করত হরি-সাক্ষাৎকার করেন। ইহার জন্য শ্রীহরি ধ্রুবলোক নির্ম্মান করাইয়াছেন।

নকুল—চতুর্থ পাণ্ডব।

নন্দ—ব্রজপতি ও শ্রীকৃষ্ণের পালক পিতা।

নন্দিনী—বশিষ্ঠের হোমধেনু।

নন্দী—শিবের প্রধান অনুচর ও দ্বারপাল।

নবদ্বীপচন্দ্র গোস্বামী—শ্রীমন্ নিত্যানন্দ বংশ্য পণ্ডিত। বৈষ্ণবাচারদর্পণ প্রভৃতি গ্রন্থের প্রণেতা।

নরসিংহ—দশাবতারের চতুর্থ। প্রহ্লাদের উদ্ধার-কল্পে ইনি হিরণ্যকশিপুর বধ সাধন করেন।

নল—চন্দ্রবংশ্য রাজা ও দময়ন্তীর ভর্ত্তা। কলির কোপে ইনি সস্ত্রীক বহু কষ্ট পাইয়াছেন।

নহুষ—চন্দ্রবংশীয় রাজা, যযাতীর পিতা। স্বর্গরাজ্য জয় করিয়া ইনি দর্পভরে অগস্ত্য ঋষিকে অপমানিত করার দরুণ অভিশপ্ত হইয়া সর্পদেহ ধারণ করেন।

নাগেশ ভট্ট—পাণিনি ব্যকরণের উপর পরিভাষেন্দু-শেখর' ও লঘুশব্দেন্দুশেখর নামক গ্রন্থদ্বয় রচয়িতা।

নাচিকেতা উদ্দালক ঋষির পুত্র। ইনি পিতৃ-নির্দ্দেশে যমপুরী গিয়া যমরাজ হইতে বরত্রয় লাভ করেন। কঠোপনিষদ ইহাকে গৌতমের পুত্র বলেন।

নানক (গুরু)—১৪৬৯ খৃঃ লাহোর জেলার সরকপুর তহসিলের অন্তর্গত ইরাবতী নদীতীরস্থ তালবন্দী (রায়পুর) গ্রামে জন্ম হয়। পিতা—কালু ছত্রীদিগের বেদি সম্প্রদায় ভুক্ত। ইনি শিখধর্মের প্রবর্ত্তক ছিলেন। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার ধর্ম্মানুরাগ প্রবল ছিল। 'একমেবাদ্বিতীয়ম' এই বিশ্বাস তাঁহার হৃদয়ে বদ্ধমূল ছিল। সপ্তমবর্ষে বিদ্যাশিক্ষার জন্য বিদ্যালয়ে প্রেরিত হন—এসময়েও তিনি নির্জ্জনে বাস ও ধর্ম্মচিন্তা করিতেন। নবম বর্ষে যজ্ঞোপবীত-ধারণের কালে তাহাতে কিছু হইবে না ভাবিয়া পুরোহিতকে নিরস্ত করেন। পঞ্চদশ বর্ষে পিতৃ কর্ত্তৃক লবণ কিনিবার জন্য প্রেরিত হইয়া পথিমধ্যে ক্ষুধার্ত্ত ফকিরগণকে দেখিয়া চল্লিশ টাকা দিয়া তাঁহাদিগকে ভোজন করাইলেন। সাংসারিক বৈরাগ্য দেখিয়া পিতা তাঁহাকে ষোড়ষবর্ষে বিবাহ দিলেন। ৩২ বর্ষ বয়সে শ্রীচাঁদ-নামক এক পুত্র হয় এবং তৎপরেও লক্ষ্মীদাস-নামে আর এক পুত্র হয়। এই সময় তিনি ধর্ম্মপ্রচারার্থ বাহির হইয়া ভারতবর্ষ, কাবুল, পারস্য, এবং এসিয়ার অন্যান্য স্থান এমন কি-মক্কা পর্য্যন্ত গমন করেন। জীবনের শেষভাগে ইনি ইরাবতীর তীরে গৃহাদী নির্মাণ করত বাস করিলেন—এস্থানে সর্ব্বজাতীয় লোকই আশ্রয় পাইত। জলন্ধর জেলায় কর্ত্তারপুর নগর স্থাপন করত ধর্মশালা প্রস্তুত করেন। এই স্থানেই ১৫৩৮ খৃঃ তিনি অপ্রকট হন। 'গ্রন্থসাহেব' ও 'জপজী' প্রভৃতি এই সম্প্রদায়ের গ্রন্থ

নারদ—ব্রহ্মার মানস পুত্র ও দেবর্ষি।

নারোজী দস্যু—ব্রাহ্মণ। দাক্ষিণাত্যে চেরানন্দি-বনে দস্যুবৃত্তি করিতেন। শ্রীমহাপ্রভুর দক্ষিণদেশে ভ্রমণ সময়ে নারোজীর সহিত সাক্ষাৎ হয়, প্রভুর দর্শনমাত্রে নরঘাতক মহাপাপী সেই দস্যুর ভাবান্তর হয়।

নিকষা—রাবণের মাতা।

নিমি—সূর্য্যবংশীয় রাজা, ইক্ষাকুর পুত্র।

নিম্বার্ক—(পূর্বনাম—নিয়মানন্দ) তৈলঙ্গদেশে মুঙ্গের পত্তনে ব্রাহ্মণবংশে আবির্ভাব। ইনি বেদান্তের দ্বৈতাদ্বৈত ভাষ্য-সমর্থক এবং ঔড়ুলোমি প্রণীত বেদান্ত সূত্রবৃত্তির অবলম্বনে 'বেদান্ত-পারিজাত-সৌরভ' প্রণয়ন করেন। এতদব্যতীত দশশ্লোকী, সবিশেষ নির্বিশেষ শ্রীকৃষ্ণস্তবরাজ, গীতাভাষ্য প্রভৃতিও রচনা করেন।

নিশুম্ভ—দৈত্যরাজ শুম্ভের অনুজ। দেবীযুদ্ধে রক্ত-বীজের পরে ইনি নিহত হন।

নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়—ভক্তিমূলক যাত্রার পালা-রচয়িতা।

পক্ষধর মিশ্র—মিথিলাবাসী প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক পণ্ডিত। খৃঃ পঞ্চদশ শতাব্দীতে নবদ্বীপের বাসুদেব সার্বভৌম এবং রঘুনাথ শিরোমণি ইহার ছাত্র ছিলেন।

পতঞ্জলি—বিখ্যাত মুনি ও দার্শনিক। পাতঞ্জল-দর্শননামক যোগশাস্ত্রের প্রণেতা। পাণিনিব্যাকরণের ভাষ্যকার ওযোগসূত্রাকার একই ব্যক্তি কিনা এসম্বন্ধে মতদ্বৈধ আছে।

পবন—বায়ুর অধিষ্ঠাতৃ-দেবতা। অঞ্জনার গর্ভে ইহার পুত্র হনুমান এবং কুন্তীর গর্ভে ভীমের জন্ম হয়।

পরশুরাম—প্রসিদ্ধ মুনি, পিতা জমদগ্নি ও মাতা রেণুকা। পিতার আদেশে মাতৃহত্যা করায় ইহার হস্তে কুঠার আবদ্ধ হয়, পরে মানসসরোবরে স্নান করিয়া পাপমুক্ত হন। কার্ত্তবীর্যার্জ্জুন ইহার পিতাকে হত্যা করায় ইনি ২১ বার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয়া করেন। ভীষ্ম, দ্রোণ ও কর্ণ - ইহার নিকট ধনুর্বেদ শিক্ষা করেন।

পরাশর—সুপ্রসিদ্ধ মুনি—বশিষ্ঠের পৌত্র। 'পরাশর-সংহিতা' প্রসিদ্ধ স্মৃতি শাস্ত্র।

পরীক্ষিৎ—অর্জ্জুনের পৌত্র, পিতা—অভিমন্যু ও মাতা—উত্তরা। পাণ্ডবগণ মহাপ্রস্থান করিলে ইনি হস্তিনাপুরের রাজা হন। ব্রহ্মশাপে তক্ষক দংশনে ইনি মর্ত্ত্যলোক ত্যাগ করেন।

পাণিনি—বিখ্যাত বৈয়াকরণ। পাঞ্জাবের অন্তর্গত শলাতুর গ্রামে ইহার জন্ম হয়।

পাণ্ডু—ব্যাসদেবের ঔরসে ইহার জন্ম হয়। ইহারই পুত্র—যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ জন।

পার্শ্বনাথ জৈন্য তীর্থঙ্করদের অন্যতম এবং জৈন ধর্মের প্রকৃত প্রবর্ত্তক।

পুরু—চন্দ্র বংশীয় রাজা যযাতীর পুত্র। ইনি নিজের যৌবন পিতাকে দিয়া তাঁহার বার্দ্ধক্য গ্রহণ করাতে পিতা সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে রাজা করেন।

পুরূরবা—চন্দ্রবংশের প্রথম রাজা, চন্দ্রপুত্র বুধই ইহার পিতা।

পুলস্ত্য—সপ্তর্ষির অন্যতম—ব্রহ্মার মানসপুত্র।

পুলহ— সপ্তর্ষির অন্যতম।

পুলোমা—দৈত্য, কশ্যপমুনির পুত্র। কন্যা শচী ইন্দ্রের পত্নী। ২ ভৃগুমুনির পত্নী ও চ্যবন ঋষির মাতা

পূতনা—দানবী, শিশু কৃষ্ণকে বিষমিশ্রিত স্তন্যপান করাইতে গেলে শ্রীকৃষ্ণ স্তন্যপান করিতে করিতে ইহার প্রাণকেও পান করিয়াছেন।

পৃথু - প্রাচীনকালের রাজা, বেণরাজের পুত্র।

প্রদ্যুম্ন—শ্রীকৃষ্ণের রুক্মিনী গর্ভজাত পুত্র।

প্রবীর - নীলধ্বজ রাজার পুত্র। ইনি অর্জ্জুনের অশ্ব ধরিলে তাঁহার সহিত যুদ্ধে ইনি নিহত হন।

প্রমীলা- রাবণের পুত্র। মেঘনাদের স্ত্রী।

প্রহ্লাদ—শ্রীহরিভক্ত বালক, পিতা - দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু। ইহার জন্য স্ফটিক স্তম্ভ হইতে শ্রীনৃসিংহ দেবের আবির্ভাব হয়।

প্রাণকিশোর গোস্বামী—শ্রীনিত্যানন্দ বংশ্য, ভক্তচরিত্র, সন্ধানীর সাধুসঙ্গ, জ্ঞানেশ্বরী গীতা (অনুবাদ) প্রভৃতি গ্রন্থের উৎকৃষ্ট লেখক ও ভক্তিশাস্ত্র ব্যাখ্যাতা।

প্রাণগোপাল গোস্বামী—শ্রীনিত্যানন্দ বংশ্য। ভক্তিশাস্ত্র-ব্যাখ্যাতা, ইনি শিষ্যগণ-সাহায্যে প্রেমসম্পুট, শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ, ভক্তিসন্দর্ভ ও প্রীতিসন্দর্ভের অনুবাদ করাইয়া প্রকাশ করেন। সাময়িক বৈষ্ণব পত্রিকার সম্পাদকও ছিলেন।

প্রিয়ম্বদা—শকুন্তলার সখী।

বক - কংসানুচর দৈত্য, পুতনার ভ্রাতা। এই দৈত্য প্রকাণ্ড দেহ ধারণ করত সানুচর শ্রীকৃষ্ণকে গ্রাস করিতে গিয়ে তৎকর্তৃক নিহত হয়।

বভ্রুবাহন মণিপুরের রাজা। পিতা—অর্জুন, মাতা—চিত্রাঙ্গদা।

বররুচি পাণিনি-ব্যাকরণের বৃত্তিকার কাত্যায়নের নামান্তর। ২ উজ্জয়িনীরাজ বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের অন্যতম। ইহার রচনা 'প্রাকৃতপ্রকাশ' ব্যাকরণ ও 'নীতিরত্ন'।

বরাহ—দশাবতারের তৃতীয়। প্রলয়পয়োধি মগ্না পৃথিবীকে ইনি দন্তদ্বারা উত্তোলিত করিয়াছিলেন। এই ক্ষিতির গর্ভে ইহার পুত্র 'নরকাসুরের' জন্ম হয়।

বরাহমিহির—রাজা বিক্রমাদিত্যের সভায় নবরতনের অন্যতম, জ্যোতির্বিৎ।

বরুণ—সমুদ্রের দেবতা, পশ্চিমদিগবাসী।

বর্দ্ধমান—বুদ্ধদেবের সমসাময়িক তীর্থঙ্কর। [নামান্তর মহাবীর]

বলরাম—দশাবতারের অষ্টম, পিতা বসুদেব ও মাতা—রোহিণী।

বলরাম হাড়ি—'বলরামী সম্প্রদায়ের' প্রবর্ত্তক,

নদীয়া জেলার গোয়াড়ীতে শ্রীপাট ছিল। ইনি পূর্বে মেহেরপুরের জমিদার মল্লিকবাবুদের চৌকিদার ছিলেন, পরে বৈরাগ্যের উদয়ে মহাভক্ত হন। ইঁহার বহু শিষ্য ছিল। এখনও নদীয়া, বর্দ্ধমান প্রভৃতি স্থানে ইঁহার শাখা আছে।

বলি—দানবীর দৈত্যরাজ। প্রহ্লাদের পৌত্র, বিষ্ণু ইঁহাকে সুতলে প্রেরণ করত তাহার দ্বারী হইয়াছেন।

বশিষ্ঠ—ব্রহ্মার মানস পুত্র ও সপ্তর্ষির অন্যতম। ইক্ষাকু কর্ত্তৃক ইনি সূর্যবংশের পুরোহিতরূপে বৃত হন। রচনা—বশিষ্ঠ-সংহিতা।

বসুদেব—শ্রীকৃষ্ণের পিতা

বাণ—বলির জ্যেষ্ঠ পুত্র। তপঃপ্রভাবে ইনি শিবকে তুষ্ট করত শোণিতপুরের রাজধানি স্থাপনপূর্বক দেবগণের উপর যথেষ্ট অত্যাচার করিতে থাকেন। ইঁহার কন্যা উষার মন্দিরে ক্রীড়াকৌতুকমগ্ন অনিরুদ্ধকে ইনি বন্দী করেন ও পরে যাদবগনের নিকট পরাজিত হন।

বাণভট্ট—মহারাজ হর্ষবর্দ্ধনের সভাকবি। রচিত গ্রন্থাবলী—হর্ষচরিত, কাদম্বরী, রত্নাবলী, পার্বতীপরিণয় ও ও চণ্ডিকাশতক।

বাতাপি—ইল্বলের ভ্রাতা।

বামন—দশাবতারের পঞ্চম। দানগর্বিত বলির যজ্ঞে উপস্থিত হইয়া ইনি তাঁহাকে ত্রিপাদ ভূমিগ্রহণের ছলে ত্রিবিক্রম মূর্ত্তি ধরিয়া সুতলে প্রেরণ করেন।

বালখিল্য—অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ ষাট হাজার ঋষি।

বালি—ইন্দ্রের ঔরসজাত কিষ্কিন্ধ্যাপতি বানর। ইঁহার পত্নী—তারা পুত্র—অঙ্গদ ও কনিষ্ঠ ভ্রাতা সুগ্রীব। শ্রীরামচন্দ্র অলক্ষ্যে শরসন্ধান করত ইঁহাকে মারিয়া সুগ্রীবকে রাজা করেন।

বাল্মীকি—রামায়ণ প্রণেতা আদি কবি। পূর্বে ইনি রত্নাকর নামে দস্যু ছিলেন, পরে ব্রহ্মার উপদেশে ইনি রাম-নামে তপশ্চর্য্যা করত সিদ্ধ হন। ক্রৌঞ্চমিথুনের দুঃখে ইনি হঠাৎ অনুষ্টুপছন্দের শ্লোক রচনা করেন—

'মা নিষাধ! প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমঃ।
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কাম মোহিতম্।'

বাসুকী—পাতালবাসী সর্পরাজ। ইঁহার পিতা—কশ্যপ ও মাতা—কদ্রু।

বিক্রমাদিত্য—উজ্জয়িনীর রাজা। ইঁহার সভায় কালিদাস প্রভৃতি নবরত্ন বিদ্যমান ছিলেন। ইনি বিক্রমাব্দ বা সম্বৎ-নামা বর্ষ গণনার প্রবর্ত্তক।

বিচিত্রবীর্য্য—কুরুবংশীয় রাজা। পিতা—শান্তনু, ও মাতা—সত্যবতী। চিত্রাঙ্গদ—ইঁহার অগ্রজ। ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু—ইঁহার ক্ষেত্রজ পুত্র।

বিদুর—রাজা বিচিত্রবীর্য্যের দাসীর গর্ভে ও ব্যাস-দেবের ঔরসে জন্ম হয়। ইঁহার প্রেমে বশীভূত শ্রীকৃষ্ণ দুর্যোধন-দত্ত রাজভোগ পরিত্যাগ করত ইঁহার ভিক্ষালব্ধ ক্ষুদ (কলার খোসাদিও) খাইয়াছিলেন।

বিদ্যাপতি—প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব কবি। [কাহারও মতে ইনি মিথিলার-প্রবাসী বাঙ্গালী।] ইনি মিথিলার রাজা শিবসিংহের সভাকবি ছিলেন। রচিত গ্রন্থাবলী—পদাবলী পুরুষ পরীক্ষা, কীর্ত্তিলতা, লিখনাবলী, শৈবসর্বস্বসার, গঙ্গা-বাক্যাবলী, বিভাগসার, গয়াপত্তন ও দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী। বিদ্যাপতির অনেক গীতেই তাঁহার আশ্রয়দাতা 'শিবসিংহ' ও মহিষী 'লছিমা' দেবীর নামাঙ্কিত আছে। প্রবাদ আছে যে লছিমা দেবীর সহিত বিদ্যাপতির নিগূঢ় প্রণয় ছিল এবং মহিষীকে দেখিলেই তাঁহার কবিতা স্ফুরণ হইত। শ্রীমন্মহাপ্রভু সুগভীর গম্ভীরা লীলায় বিদ্যাপতির পদামৃত আস্বাদন করিয়াছেন।—ইহাই তদীয় পদাবলীর সর্বাকর্ষণ-শীলতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

বিনতা—দক্ষ প্রজাপতির কন্যা ও কশ্যপের ভার্য্যা অরুণ ও গরুড়ের জননী।

বিভীষণ—রাবণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। ইঁহারই মন্ত্রণায় শ্রীরামচন্দ্র সহজে রাবণকে সবংশে বিনষ্ট করিয়াছিলেন। রাবণের মৃত্যুর পরে ইনিই লঙ্কার রাজা হন।

বিমলাপ্রসাদ সিদ্ধান্তসরস্বতী—১২৮০ বঙ্গাব্দে মাঘী কৃষ্ণা পঞ্চমীতে পুরীধামে আবির্ভাব। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ভাষায় ব্যুৎপন্ন, বিখ্যাত জ্যোতিষী, তেজস্বী ও বাগ্মী। ভারতের বহুস্থানে গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্মের প্রচারক ও মঠ-সংস্থাপক। বাঙ্গালা, উৎকল ও হিন্দীভাষায় বহু সংবাদপত্রের পরিচালক, জ্যোতিষ-বিষয়ে গবেষণামূলক

পত্রিকার সম্পাদক, রেঙ্গুনে ও লণ্ডনে গৌড়ীয়মঠ-প্রতিষ্ঠাতা। বিবিধ ভক্তিগ্রন্থের প্রকাশক। দীক্ষামাত্রেই নরমাত্রের দ্বিজত্ব-সমর্থক। ১৩৪৩ বঙ্গাব্দে ১৬ ই পৌষ কৃষ্ণা চতুর্থীতে অপ্রকট হন।

বিরাট—মৎস্যদেশের রাজা। পাণ্ডবগণ অজ্ঞাতবাস-কালে ইহারই মন্দিরে বাস করিয়াছিলেন।

বিল্বমঙ্গল—দাক্ষিণাত্যের কৃষ্ণবেন্বা নদীর পশ্চিমতীর-নিবাসী পণ্ডিত, কবীন্দ্র ও ব্রাহ্মণ বংশ্য ছিলেন। জন্মান্তরীন দুর্বাসনা-বশতঃ ইনি ঐ নদীর পূর্বতীর বাসিনী চিন্তামণি-নামিকা বেশ্যার সঙ্গ করিয়া তাহাতে এত আসক্ত হইয়া ছিলেন যে বর্ষাকালের অন্ধকারময় রজনীতে নিজের পিতৃ-শ্রাদ্ধ দিবসেও প্রচুরতর বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করত অনেক কষ্টে মৃতদেহাবলম্বনে উত্তাল তরঙ্গ বিক্ষোভিত নদী উত্তীর্ণ হইয়া চিন্তামণির গৃহে আসিয়া দ্বাররুদ্ধ দেখিয়া ভিত্তি-গর্তে অর্দ্ধপ্রবিষ্ট সর্পের পুচ্ছাবলম্বনে প্রাচীর লঙ্ঘনপূর্বক প্রণালী মধ্যে নিপতিত হইয়া মূর্চ্ছিত হইয়াছিলেন। অনুসন্ধানে তত্রত্য দাসীগণ জানিল যে এত গভীর রাত্রিতেও বিল্বমঙ্গল আসিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পরিয়াছেন। চিন্তামণি সেবাশুশ্রূষা করত তাঁহাকে নির্বেদে বলিয়া ফেলিলেন—'হে ব্রাহ্মণ-কুমার! আমার জন্য তোমার যে ব্যাকুলতা, তুমি যদি ভগবানের জন্য এরূপ ব্যাকুল হইতে, তবে নিশ্চয়ই তাহার কৃপা পাইতে।' বিল্বমঙ্গল সেই রাত্রি তথায় কাটাইয়া পরদিন প্রভাতে নিকটবর্ত্তী সোমগিরি গুরুর আশ্রমে যাইয়া তাঁহার নিকট দীক্ষিত হইয়া অনন্যভাবে শ্রীগুরুসেবা করত ব্যাকুলতার সহিত শ্রীবৃন্দাবনে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে শ্রীকৃষ্ণের স্ফুরণ হইতে থাকিলে তাঁহার মুখ হইতে যদৃচ্ছাক্রমে যে শ্লোকমালা নির্গলিত হইতেছিল, তাহাই সঙ্গীয় লোকগণ-কর্তৃক সংগৃহীত হইয়া **শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত** নামক সুললিত গ্রন্থাকারে প্রকটিত হইয়াছে। বিল্বমঙ্গলের শ্রীগুরুদত্ত নাম—**লীলাশুক**

কর্ণামৃত-সম বস্তু নাহি ত্রিভুবনে।
যাহা হইতে হয় শুদ্ধ কৃষ্ণপ্রেমজ্ঞানে॥
সৌন্দর্য্য মাধুর্য, কৃষ্ণলীলার অবধি।
সেই জানে যে কর্ণামৃত পড়ে নিরবধি॥

[চৈঃ চঃ মধ্য ৯৷৩০৭-৮]

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গমহাপ্রভু গম্ভীরা-লীলায় রাত্রিদিন এই গ্রন্থের আস্বাদন করিয়াছেন।

বিশ্বকর্মা—দেবশিল্পী। বৃত্রাসুর নিধনের জন্য ইনি দধীচির অস্থিদ্বারা বজ্র নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

বিশ্বনাথ কবিরাজ—'সাহিত্যদর্পণ' নামক প্রসিদ্ধ অলঙ্কার গ্রন্থ প্রণেতা।

বিশ্বামিত্র—রাজা গাধীর পুত্র। বশিষ্ঠাশ্রমে অব-মানিত হইয়া ইনি তপশ্চর্যায় ব্রতী হইলেন—ইন্দ্র প্রেরিতা মেনকা ইঁহার তপোভঙ্গ করে এবং ইঁহার ঔরসে শকুন্তলার জন্ম হয়। তপস্যা করিয়া ইনি ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেন। রাজা হরিশ্চন্দ্রকে ইনি কঠোর পরীক্ষা করিয়াছিলেন। ইঁহার কৃপায় ত্রিশঙ্কু অন্তরীক্ষপদে স্থান পাইয়াছিলেন।

বিশ্রবাঃ-মুনি; কুবের, রাবণ, কুম্ভকর্ণ ও বিভীষণের পিতা।

বিষ্ণুশর্ম্মা—'পঞ্চতন্ত্র' রচয়িতা। রাজপুত্রদের শিক্ষার জন্য ইনি মিত্রলাভ, সুহৃদভেদ ইত্যাদি পাঁচটি বিষয় অবলম্বন করত যে নীতিমূলক প্রবন্ধ লিখেন, তাহার নামই—পঞ্চতন্ত্র।

বিষ্ণুস্বামী—খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে পাণ্ড্যদেশে পাণ্ডুবিজয় নামক রাজার বিষ্ণুভক্ত পুরোহিত দেবেশ্বরের গৃহে আবির্ভূত **'দেবতনু'** নামা মহাপুরুষ। ইনিই সন্ন্যাস গ্রহণপূর্বক 'বিষ্ণুস্বামি' নামে পরিচিত হন। ইনি বেদ-বিরোধী বৌদ্ধগণের সনাতন ধর্ম বিলোপ করিবার চেষ্টা দেখিয়া শ্রুতিশাস্ত্রের সারস্বরূপ ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য প্রচার করিয়াছেন। এই ভাষাই **'সর্বজ্ঞসূক্ত'**-নামে প্রথিত (?), ইহাতে শুদ্ধাদ্বৈতবাদই সমুল্লসিত হইয়াছে। শ্রীবিষ্ণুস্বামী আপনাকে রুদ্রের অনুগত ও নৃপঞ্চাস্য বিষ্ণুর উপাসক বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। শিহ্লন মিশ্র বা বিল্বমঙ্গল, শ্রীধরস্বামী ও তদীয় গুরুভ্রাতা লক্ষ্মীধর প্রভৃতি এই সম্প্রদায়ী বলিয়া জানা যায়।

বিহারীলাল গোস্বামী—ভাজনখাটের স্বনামধন্য শ্রীকানুঠাকুরের বংশধর। 'শ্রীশ্রীকানুতত্ত্বনির্ণয়' প্রণেতা।

বীরবাহু—রাবণের পুত্র। শ্রীরামের সহিত যুদ্ধে ইহার মৃত্যু হয়।

বুদ্ধদেব—বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবর্ত্তক। দশাবতারের নবম।

কপিলাবাস্তুর রাজা শুদ্ধোধনের ঔরসে ও মায়ার গর্ভে ইহার আবির্ভাব হয়। পত্নী গোপা ও পুত্র রাহুল। সিদ্ধার্থ, গৌতম ও শাক্যসিংহ ইহারই নামান্তর। বোধিবৃক্ষতলে তপস্যা করিয়া ইনি পরতত্ত্ববিষয়ে সম্যক জ্ঞানলাভ করেন বলিয়া বুদ্ধ নামে কথিত হন। ইহার মতে অহিংসা, পরোপকার প্রভৃতি দ্বারা আত্মোৎকৃষ্টলাভক্রমে নির্বাণ লাভ হয়, ইহাই পুরুষার্থ।

বুধ—গ্রহবিশেষ। পিতা চন্দ্র ও মাতা—তারা। চন্দ্রবংশের আদিপুরুষ।

বৃত্র—শিববরে অজেয় দৈত্য। স্বর্গরাজ্য অধিকার করিলে ইন্দ্র দধীচিমুনির অস্থি দ্বারা বজ্র নির্মাণ করাইয়া তাহাতেই ইহাকে নিহত করেন।

বৃষকেতু- কর্ণের পুত্র। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধাবসানে ইনি পাণ্ডবগণের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন।

বৃষপর্বা—দৈত্যরাজ। শর্মিষ্ঠার পিতা।

বৃষভানু- শ্রীরাধার পিতা।

বৃহস্পতি—দেবগুরু। কচ ও ভরদ্বাজের পিতা। রচনা—বৃহস্পতি-সংহিতা।

বেতালভট্ট—রাজা বিক্রমাদিত্যের সভায় নবরত্নের অন্যতম। 'বেতালপঞ্চবিংশতি' ও 'নীতি-প্রদীপ' ইহার রচনা।

বৈশম্পায়ন—ব্যাসদেবের শিষ্য। জনমেজয়ের অশ্বমেধ সভায় ইনি মহাভারত পাঠ করেন।

বোপদেব—মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের রচয়িতা। বিদর্ভে বেদপদ-নামক স্থানের বৈদ্য (দ্বিজ) কেশব চিকিৎসকের পুত্র। হরিলীলাবিবেক, মুক্তাফল প্রভৃতি বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

ব্যাসদেব - মহাভারত, অষ্টাদশ পুরাণ প্রভৃতির প্রণেতা বেদবিভাগকর্তা মুনি। ইনি পরাশরের পুত্র এবং ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু ও বিদুরের জনক।

ব্রহ্মা - জগৎসৃষ্টিকর্তা। পত্নী—সাবিত্রী। মানসপুত্র—মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, বশিষ্ঠ, ভৃগু, দক্ষ ও নারদ।

ভগীরথ—সূর্য্যবংশীয় রাজা দিলীপের পুত্র। কপিল-শাপে ভস্মীভূত পিতৃলোকের উদ্ধার জন্য ইনিই কঠোর তপস্যা দ্বারা স্বর্গ হইতে গঙ্গাকে মর্ত্তলোকে অবতীর্ণ করাইয়াছেন।

ভট্টি - প্রসিদ্ধ ভট্টিকাব্যের প্রণেতা। টীকাকার ভরত মল্লিকের মতে ইনি ও রাজা ভর্তৃহরি একই ব্যক্তি। ব্যাকরণ-শিক্ষার জন্য ভট্টিকাব্যের অবতারণা।

ভট্টোজী দীক্ষিত—পাণিনি ব্যাকরণের বৃত্তিকার। ইনি অষ্টাধ্যায়ীর সূত্রগুলিকে সুসজ্জিত করত 'সিদ্ধান্ত' কৌমদী নাম দিয়া প্রচার করেন।

ভবভূতি (শ্রীকণ্ঠ)—প্রসিদ্ধ কবি। 'মালতীমাধব' 'বীরচরিত' ও 'উত্তরচরিত'—এই তিনখানি সংস্কৃত নাটক লিখিয়া তিনি চিরযশস্বী হইয়াছেন।

ভরত—অযোধ্যার রাজা দশরথের কৈকেয়ী গর্ভজাত পুত্র। শ্রীরামচন্দ্র বনে গমন করিলে ইনি তাঁহার পাদুকা সিংহাসনে স্থাপন করত ব্রহ্মচারীবেশে তাঁহার প্রতিনিধি রূপে ১৪ বৎসর রাজত্ব স্বীকার করেন। ভ্রাতৃপ্রেমের জলন্ত দৃষ্টান্ত। ২ চন্দ্রবংশ্য রাজা দুষ্মন্তের পুত্র, মাতা—শকুন্তলা। ইহারই নামানুসারে এদেশের ভারতবর্ষ নাম-করণ হয়। ৩ রাজা প্রিয়ব্রতের বংশজ নৃপতি যিনি জন্মান্তরে জড়ভরত নাম পাইয়াছিলেন। ৪ নাট্যসূত্রকার মুনি।

ভরদ্বাজ—বৃহস্পতির ঔরসজাত এবং বাল্যকালে ভরত রাজা কর্তৃক প্রতিপালিত ঋষি।

ভর্তৃহরি—'নীতিশক' 'বৈরাগ্যশতক' ও শান্তিশতক নামক গ্রন্থের প্রণেতা। পতঞ্জলি-কৃত মহাভাষ্যের উপরে ইনি 'বাক্যপ্রদীপ' নামক টীকাও রচনা করেন।

ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর—(১৬৩৪—১৬৮২ খৃঃ) স্বনামধন্য কবি। হুগলী জেলায় পাণ্ডুয়া গ্রামে ব্রাহ্মণ বংশে জন্ম হয়। 'অন্নদামঙ্গল' ও 'বিদ্যাসুন্দর' ইহার রচনা এই গ্রন্থদ্বয় পাঠ করিয়া মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ইঁহাকে প্রীতি-ভরে 'রায়গুণাকর' উপাধি মূলাজোড়ে নিষ্কর ভূমি দিয়াছিলেন।

ভারবি—খ্রীঃ চতুর্থ শতাব্দীর প্রসিদ্ধ সংস্কৃত কবি। 'কিরাতার্জ্জুনীয়' নামক কাব্য ইহার রচনা। ইহার গ্রন্থে অর্থগৌরবই সাতিশয় চমৎকারিতা দান করে।

ভাস—প্রসিদ্ধ সংস্কৃত নাট্যকার। ইনি কালিদাসের

পূর্ববর্ত্তী, দশখানি নাটক প্রণয়ন করিয়াছেন, তন্মধ্যে 'প্রতিজ্ঞা যৌগন্ধরায়ণ' সর্বশ্রেষ্ঠ্য।

ভাস্করাচার্য্য—ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যকার; জন্মস্থান বা জন্মকালাদি অনিশ্চিত। ২ আনুমানিক ১০৩৬ শকাব্দে দাক্ষিণাত্যে ইহার জন্ম হয়। 'সিদ্ধান্ত শিরোমনি' গ্রন্থের রচনাই ইহাকে প্রশিদ্ধ করিয়াছে। তত্রত্য গোলাধ্যায়ে ইনি পৃথিবীর গোলত্ব ও মাধ্যাকর্ষণ শক্তির কথা বিবৃত করিয়াছেন।

ভীম—দ্বিতীয় পাণ্ডব। কৃপাচার্য্য ও দ্রোণাচার্য্য - ইহার অস্ত্রশিক্ষক। জরাসন্ধকে দ্বিখণ্ডিত করেন, দ্রৌপদীর অবমাননাকারী কীচকের প্রাণনাশ করেন এবং দুঃশাসনের রক্তপান ও দুর্যোধনের উরুভঙ্গ করেন।

ভীষ্ম—রাজা শান্তনুর পুত্র। ইনি ধীবররাজের নিকট গমন করত নিজের চিরকুমারত্বের এবং রাজত্ব-গ্রহণে অস্বীকারের প্রতিজ্ঞা করিয়া মৎস্যগন্ধার সহিত শান্তনুর বিবাহ করাইয়াছেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে ইনি কৌরব-পক্ষের সর্বপ্রথম সেনাপতি হন। দশম দিনে অর্জ্জুন স্বীয় রথাগ্রে শিখণ্ডীকে রাখিয়া যুদ্ধ করাতে ভীষ্ম নপুংসের শরীরে অস্ত্রাঘাত হইতে পারে ভয়ে বাণনিক্ষেপে বিরত হন এবং শর-বিদ্ধ হইয়া শরশয্যায় শায়িত হন। পিতৃবরে ইচ্ছামৃত্যু লাভ করিয়া ইনি উত্তরায়ণ সংক্রান্তি পর্যন্ত অপেক্ষা করিয়া স্বর্গারোহণ করেন। শেষকালে ইনি যুধিষ্ঠিরাদি কর্তৃক পৃষ্ঠ হইয়া রাজনীতি ইত্যাদি বিবিধ বিষয়ে বহু তত্ত্বোপদেশ করিয়াছেন।

ভৃগু—ব্রহ্মার মানসপুত্র। ধনুর্বিদ্যার প্রবর্ত্তক। বিষ্ণু ইঁহার পদাঘাত অম্লানবদনে সহ্য করিয়া বক্ষঃস্থলে চিরকালের জন্য চিহ্ন রাখেন। এজন্য তাঁহার নাম হয় 'ভৃগু-পদলাঞ্ছন।'

ভোজদেব—মালবের অন্তর্গত ধারানগরের অধিপতি ইঁহার রচনা—'সরস্বতীকণ্ঠাভরণ' (অলঙ্কার) এবং চম্পূ-রামায়ণ। ২ কর্ণাটরাজ ইহার সভায় বররুচি, সুবন্ধু, বাণ প্রভৃতি বহু পণ্ডিত বিদ্যমান ছিলেন।

মৎস্য—দশাবতারের প্রথম।

মধু—বিষ্ণুর কর্ণমলোদ্ভূত দৈত্য।

মধ্বাচার্য্য—দক্ষিণ কানাড়া জিলার প্রধান নগর মাঙ্গালোর হইতে ৩৬ মাইল উত্তরে উড়ুপীগ্রামে পাজকা-ক্ষেত্রে শিবাল্লী ব্রাহ্মণকুলে শ্রীমধ্যগেহ ভট্টের ঔরসে ও শ্রীমতী বেদবিদ্যার গর্ভে ১০৪০ শকাব্দে (মতান্তরে ১১৬০ শকে) জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যের নাম-বাসুদেব। দ্বাদশ বর্ষে অচ্যুতপ্রেক্ষের নিকট দীক্ষিত হন ও সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। সন্ন্যাসনাম হয় —পূর্ণপ্রজ্ঞ। ইনি গোপীচন্দন পূরিত নৌকা হইতে উড়ুপীকৃষ্ণ (নৃত্যগোপাল মূর্ত্তি) শ্রীবিগ্রহ প্রাপ্ত হন। একহস্তে দধিমন্থন দণ্ড ও অপর হস্তে মন্থন-রজ্জু। ভারী মূর্ত্তি হইলেও কিন্তু মধ্বচার্য্য একাই ইহাকে বড়ভণ্ডেশ্বর নামক স্থান হইতে বহন করিয়া আনিয়াছিলেন। কাড়ুর জেলার মুদগেরী গ্রামের প্রস্তর ফলকে লিখিত আছে শ্রীমধ্বাচার্যৈরেকহস্তেন আনিয়া স্থাপিতা শিলা।

মাধ্বতত্ত্ববাদ-সম্প্রদায়াচার্যগণ উড়ুপীগ্রামস্থ মূল মাধ্বমঠকে 'উত্তরাদি মঠ' বলেন।

উড়ুপী ৮ মঠের মূল পুরুষ ও মঠের নাম —
উড়ুপীক্ষেত্রস্থ উত্তরাদি মঠের মূল অধিশ্বর—শ্রীপদ্মনাভতীর্থ

১।	পলমার ...	...	শ্রীহৃষীকেশ
২।	অদমার ...	...	নরহরি
৩।	কৃষ্ণাপুর ...	...	জনার্দ্দন
৪।	পুত্তিগে ...	...	উপেন্দ্র
৫।	শীরূর ...	...	বামন
৬।	সোদে ...	...	বিষ্ণু
৭।	কাণূরু ...	...	শ্রীরাম
৮।	পেজাবর	...	অধোক্ষজ

শ্রীমধ্বাচার্য্যরচিত গ্রন্থমালা—গীতাভাষ্য, ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য, অণুভাষ্য, প্রমাণ-লক্ষণ, তত্ত্ববিবেক, ঋগভাষ্য, উপনিষদের ভাষ্য, গীতাতাৎপর্যনির্ণয়, দ্বাদশস্তোত্র, শ্রীকৃষ্ণা-মৃতমহার্ণব, শ্রীমদভাগবত-তাৎপর্য, শ্রীমহাভারত-তাৎপর্য-নির্ণয়, শ্রীকৃষ্ণস্তুতি ইত্যাদি—

এই সব মঠে যথাক্রমে নিম্ন বিগ্রহ বিরাজ করিতেছেন—১। শ্রীরামচন্দ্র, ২। শ্রীরামচন্দ্র। ৩। চতুর্ভুর্জ কালিয়-মর্দ্দন শ্রীকৃষ্ণ, ৫। বিঠ্ঠলদেব, ৬। বিঠ্ঠলদেব। ৭। বরাহদেব ৮। নৃসিংদেব এবং ৯। বিঠ্ঠলদেব। শ্রীকৃষ্ণমঠে শ্রীমধ্বাচার্য স্থাপিত বালকৃষ্ণমূর্ত্তি।

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়িগণ পরে **'দাসকূট'** (ভজনানন্দী) ও **'ব্যাসকূট'** (গোষ্ঠ্যানন্দী) নামে দুইটি বিভাগে দৃষ্ট হয়। উভয় দলেই কনড় ভাষায় বহু গ্রন্থ আছে।

উদিপীর শ্রীবিগ্রহের নবম উপাচারে নিত্য পূজা হয়। ১। মন বিসর্জন বা মন্দির পরিষ্কার, ২। উপস্থান বা শ্রীবিগ্রহের নিদ্রাভঙ্গ, ৩। পঞ্চামৃত বা দধি দুগ্ধদ্বারা স্নান, ৪। উদ্বর্ত্তন বা গাত্রমার্জ্জন, ৫। তীর্থপূজা বা তীর্থজলে স্নান, ৬। অলঙ্কার ধারণ, ৭। আবৃত্তি বা গীত ও স্তোত্রাদিপাঠ, ৮। মহাপূজা বা ফলপুষ্পগন্ধ-প্রদান ও গালবাদ্য এবং ৯। রাত্রিপূজা বা আরতী, ভোগদান ও গীতবাদ্য।

মনসা—নাগমাতা। ইনি বাসুকির ভগিনী ও জরৎ-কারু মুনির পত্নী।

মনু—ব্রহ্মার মানসপুত্র। ইহারা চৌদ্দ জন।

মন্থরা—দশরথের দ্বিতীয়া পত্নী কৈকেয়ীর দাসী। ইহারই মরামর্শে কৈকেয়ী স্বামীর নিকট বর চাহিয়া শ্রীরামচন্দ্রকে বনে পাঠান।

মন্দোদরী—রাবণের পত্নী। পুত্র—মেঘনাদ। রাবণের মৃত্যুর পর ইনি বিভীষণকে বিবাহ করেন।

ময়দানব—দানব শিল্পী। খাণ্ডববন-দাহকালে ইনি অর্জ্জুনকর্তৃক রক্ষিত হইয়া পাণ্ডবগণের বাসস্থানরূপে ইন্দ্রপ্রস্থ নগর নির্ম্মাণ করেন।

মরীচি—সপ্তর্ষির অন্যতম। ব্রহ্মার মানসপুত্র।

মহাদেব—ভগবানের সংহাররূপ। মহামুনি অত্রির শিষ্য, পত্নী—সতী ও পরে পার্বতী।

মহাবীর—বুদ্ধদেবের প্রায় সমসায়িক, জৈনধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ প্রচারক।

মাঘ—'শিশুপাল-বধ' নামক প্রসিদ্ধ কাব্যের প্রণেতা। ইহার কাব্যে উপমা, অর্থগৌরব ও পদলালিত্য প্রভৃতির বিদ্যমানতায় ইহাকে কাব্যজগতে অনুপম আসন দান করিয়াছে।

মাণ্ডবী—রাজর্ষি জনকের অনুজ কুশধ্বজের কন্যা ভরতের পত্নী।

মাদ্রী—রাজা পাণ্ডুর দ্বিতীয়া পত্নী। ইহার পুত্রদ্বয় —নকুল ও সহদেব।

মাধবচন্দ্র দত্ত—নবদ্বীপের বড় আখড়ার সম্মুখেই প্রকাণ্ড নাট্যমন্দিরের পূর্ব প্রতিষ্ঠাতা। প্রাচীন নাটমন্দির নষ্ট হওয়ায় রাজেন্দ্রকুমার রায় বর্ত্তমান নাটমন্দির করিয়া দিয়াছেন। মাধব বাবু কলিকাতার বিখ্যাত ধনী ও মাধব বাবুর বাজারের প্রতিষ্ঠাতা। ইনিই নবদ্বীপে গানমেলার প্রথম উদ্যোগী, বড় আখরাই এই মেলার আদি স্থান; কলিযুগাদ্যা মাঘী পূর্ণিমার স্মরণ-উপলক্ষেই ইহা সূচিত হয়। নগরকীর্ত্তনকালে মাধব বাবু ভক্তগণের উপর দুই হাতে রজঃ নিক্ষেপ করিতেন, এই ঘটনা হইতে এই পর্বের নাম হয় **'ধুলোট'** উৎসব। ১২৫০ সালে এই ধুলোট পর্ব আরম্ভ হয়।

মান্ধাতা—সূর্যবংশীয় রাজা। ইনি যুবনাশ্বরাজের বাম পার্শ্ব হইতে উৎপন্ন হন।

মারীচ—রাক্ষস, রাবণের আদেশে স্বর্ণমৃগের রূপ ধরিয়া দণ্ডকারণ্যে বিচরণ করিতে থাকিলে সীতার মন-স্তুষ্টির জন্য শ্রীরাম ইহাকে ধরিতে যান এবং শরদ্বারা বিদ্ধ করেন। রাক্ষস 'হা লক্ষ্মণ' বলিয়া প্রাণত্যাগ করে, কিন্তু রামের বিপদ মনে করিয়া সীতা লক্ষ্মণকে সাহায্যার্থে প্রেরণ করেন। এদিকে ছদ্মবেশী রাবণ সীতাকে হরণ করে।

মার্কণ্ড, মার্কণ্ডেয়—কল্পান্তজীবী মুনি।

মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী—চণ্ডীকাব্যের রচয়িতা। বর্দ্ধমান জেলায় ইহার জন্ম হয়। ইহার কাব্য 'কবিকঙ্কণ-চণ্ডী' নামে প্রসিদ্ধ।

মেনকা—হিমালয়ের পত্নী ও পার্বতীর মাতা।

মৈনাক—পর্বত, পিতা—হিমালয় ও মাতা মেনকা ইনি ইন্দ্রের ভয়ে সমুদ্রজলে আত্মগোপন করিয়া থাকেন।

যম—ধর্মরাজ। পিতা—সূর্য্য ও মাতা—সংজ্ঞা। দক্ষিণ দিকের অধিপতি। জীবের পাপপুণ্যের ফল-দানকারী।

যযাতী—রাজা নহুষের পুত্র। ইনি দেবযানী ও শর্মিষ্ঠাকে বিবাহ করেন। শুক্রাচার্যের শাপে অকালে জরাগ্রস্ত হইলে তদীয় পুত্র পুরু ইহার জরা গ্রহণ করেন। বহুকাল সুখাদি ভোগের পরে বীতস্পৃহ হইয়া ইনি পুরুকে

সিংহাসন দিয়া জরা ফিরাইয়া লন এবং বানপ্রস্থ অবলম্বন করেন।

যশোদা শ্রীনন্দরাজের পত্নী ও শ্রীকৃষ্ণের মাতা।

যাজ্ঞবল্ক্য- ধর্মশাস্ত্র-প্রণেতা, যজুর্বেদবক্তা ঋষি। ইনি বৈশম্পায়নের শিষ্য।

যুধিষ্ঠির—জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব। পরম ধার্মিক বলিয়া ইঁহাকে 'ধর্মরাজ বলে। ইনি সশরীরে স্বর্গ লাভ করেন।

রক্তবীজ—শুম্ভনিশুম্ভের সেনাপতি দৈত্য। দেবীযুদ্ধে ইহার প্রতি রক্তবিন্দু হইতে অপর এক একটি রক্তবীজের উৎপত্তি হইয়া সমরাঙ্গন ব্যাপ্ত করিলে দেবী চামুণ্ডা রক্তবীজের রক্ত মৃত্তিকা স্পর্শ করিবার পূর্বেই স্বীয় জিহ্বা দ্বারা পান করিতে করিতে ইহাকে রক্তশূন্য করিয়া বিনাশ করেন।

রঘু—সূর্য্যবংশীয় দিলীপ রাজার পুত্র। ইহারই নামানুসারে অযোধ্যার রাজগণকে 'রঘুবংশ' বলা হয়।

রজনীকান্ত সেন--(১২৭২—১৩১৭ বঙ্গাব্দ) পাবনায় জন্ম, কবিতা রচনায় বিশেষ পটু। 'বাণী' 'কল্যাণী' প্রভৃতি কবিতা ও সঙ্গীত পুস্তকাদি ইহার রচনাশক্তির উৎকর্ষ-খ্যাপক।

রতি—কামদেব পত্নী।

রত্নাকর—বাল্মীকির পূর্ব নাম।

রবি বর্মা—(১৮৪৮—১৯০৭ খৃঃ) ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পী।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—(১২৬৮ ১৩৪৮ বঙ্গাব্দ) পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবি, সাহিত্য, নাটক, কবিতা, উপন্যাস, কথা-সাহিত্য, গল্প প্রভৃতি বাংলা ভাষার সকল বিভাগেই ইঁহার প্রতিভা ছিল। বহু গ্রন্থের নির্ম্মাতা। গীতাঞ্জলি কাব্য ইংরাজীতে অনূদিত হইলে ইনি ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া 'নোবেল পুরস্কার' পাইয়াছেন। প্রাচীন ভারতের আদর্শে ইনি 'শান্তিনিকেতন' ও বিশ্ব-ভারতীর প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ—শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুর দ্বিতীয় কন্যার বংশে জন্ম। শতাধিক বর্ষ জীবিত থাকিয়া ইনি বহু বৈষ্ণবগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। একাধারে জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পন্ন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য গ্রন্থরাজির অনুশীলনকারী, শ্রীগৌরাঙ্গভক্তাগ্রণী। তৎপ্রণীত গ্রন্থাবলী—রায় রামানন্দ, স্বরূপ দামোদর, চরণতুলসী, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, সাধন-সঙ্কেত, শ্রীরূপসনাতন, শ্রীবৈষ্ণব, শ্রীনিত্যানন্দ, গম্ভীরায় শ্রীগৌরাঙ্গ, নীলাচলে ব্রজমাধুরী, লীলামাধুরী, গীতগোবিন্দ, সানুবাদ সর্বসম্বাদিনী প্রভৃতি। বহু মাসিক বৈষ্ণব-পত্রিকার সম্পাদক। অতুলনীয় ভক্তি-শাস্ত্রব্যাখ্যাতা।

রাখালানন্দ ঠাকুর—শ্রীখণ্ডের সরকার ঠাকুরের বংশাবতংস। ভক্তিচন্দ্রিকার টীকাকৃৎ, শ্রীকৃষ্ণভজনামৃত-প্রকাশক এবং শ্রীগৌরাঙ্গমাধুরী পত্রিকার সম্পাদক। সুপ্রসিদ্ধ গৌরভক্ত ও মধুমতী সমিতির উজ্জ্বলতা-বিধায়ক।

রাধাবিনোদ গোস্বামী - শ্রীঅদ্বৈত-বংশ্য। শ্রীমদ্ভাগবতাদি বৈষ্ণবশাস্ত্র-ব্যাখ্যাতা, শ্রীমদ্ভাগবতের অনুবাদ ও রহস্যাদিসহ কিয়দংশের প্রকাশক।

রাবণ—লঙ্কাধিপতি রাক্ষস। সীতাহরণের ফলে শ্রীরামচন্দ্র ইহাকে সবংশে নির্বংশ করেন।

(শ্রী) রাম—দশাবতারের অন্যতম। অযোধ্যার রাজা দশরথের জ্যেষ্ঠ পুত্র। মাতা—কৌশল্যা ও পত্নী—সীতা। পিতৃ-সত্য পালনের জন্য ইনি চতুর্দ্দশ বর্ষ যাবৎ বনবাস করেন—দণ্ডকারণ্যে অবস্থানকালে রাবণ সীতাকে হরণ করে। পরে ইনি রাবণকে সবংশে বিনাশ করত সীতাকে উদ্ধার করিয়া দেশে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্বক রাজ্যভার গ্রহণ করেন। প্রজারঞ্জনানুরোধে আবার ইনি স্বীয় ভার্যা সীতাকেও অন্তসত্ত্বাবস্থায় বিসর্জ্জন করেন; সেই গর্ভে লব ও কুশ নামে যমজ পুত্রের জন্ম হয়।

রামকৃষ্ণ পরমহংস—(১৮৩৩—১৮৮৬) সিদ্ধ পুরুষ। হুগলী জেলায় কামাপুকুর গ্রামে জন্ম হয়। রাণী রাসমণি-প্রতিষ্ঠিত দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীর মন্দিরের পুরোহিতরূপে নিযুক্ত হইয়া ইনি কালীসাধনার ব্রতী হন এবং তত্রত্য জনৈক লেংটা (তোতাপুরী) সাধুর কৃপায় সিদ্ধ হন। ইহারই কৃপায় উদ্বুদ্ধচিত্ত **বিবেকানন্দ স্বামী** আমেরিকায় চিকাগো বক্তৃতায় সাফল্য লাভ করেন এবং ফলে ভারতীয়দের আধ্যাত্মিক আলোচনার সহিত আমেরিকাবাসীরা পরিচয়লাভে সমর্থ হয়। সবিস্তার জীবনী 'শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতে' আলোচ্য।

রামগতি ন্যায়রত্ন—(১২৩৮—১৩০১) 'বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব'-নামক বাঙ্গলা ভাষার উৎকৃষ্ট ইতিহাস লিখিয়া ইঁনি প্রসিদ্ধ হইয়াছেন।

রামদাস—শিখ গুরু। ইনি অমৃতসর নগর-স্থাপন করেন (১৫৭৪ খৃঃ)।

রামদাস স্বামী—(১৬০৮—১৬৮১ খ্রীঃ) দাক্ষিণাত্যের প্রসিদ্ধ দেশপ্রেমিক ও ধর্ম্ম-প্রচারক। মহারাষ্ট্রপতি শিবাজি ইহার পরামর্শানুসারে রাজকার্য্য পরিচালনা করিতেন। [নামান্তর— সমর্থ রামদাস]

রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন—জয়পুরবাসী হইয়াও পরে বঙ্গদেশে বহরমপুরে বাস করিয়াছিলেন। ইনি আগরতলার রাজার সাহায্যে শ্রীরাধারমণ যন্ত্রে শ্রীমদভাগবতাদি বহু বৈষ্ণব গ্রন্থের প্রকাশ করিয়াছেন।

রামপ্রসাদ সেন—(১৭২৩—১৭৭৫ খ্রীঃ) হালিসহরে জন্ম হয়। প্রসিদ্ধ সাধক। ইঁহার রচিত 'শ্যামা সঙ্গীত' অদ্যাপি বাঙ্গালার সর্ব্বত্র সাদরে গীত হয়। সুরটিও 'রামপ্রসাদী মালসী' বলিয়া খ্যাত হইয়াছে।

রামমোহন রায়, রাজা—(১৭৭৪ - ১৮৩৩ খ্রীঃ) ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রবর্ত্তক।

রামানন্দ স্বামী—প্রয়াগক্ষেত্রে 'পুণ্যসদন' নামে জনৈক কাশ্যপ-গোত্রীয় কান্যকুব্জ-ব্রাহ্মণের গৃহে তৎপত্নী সুশীলাদেবীর গর্ভে বিক্রম সম্বৎ ১৩৫৬ শকাব্দা ১২২২ মাঘী কৃষ্ণা সপ্তমীতে আবির্ভাব হয়। পূর্বনাম-রামদত্ত। অধ্যয়নার্থ কাশীতে গিয়া তিনি স্বামী রাঘবানন্দের উপদেশে স্বীয় আয়ুর পূর্ণতা জানিয়া ব্যর্থ পাণ্ডিত্যার্জনস্পৃহা ত্যাগ করত রাঘবানন্দের নিকট ষড়ক্ষর শ্রীরাম মন্ত্র গ্রহণ করিয়া 'রামানন্দ' নাম প্রাপ্ত হইলেন এবং তৎপরে আবার সন্ন্যাসও গ্রহণ করিয়া পরিব্রাজকরূপে বৈষ্ণবধর্ম ও রামভক্তির কথা প্রচারে ব্রতী হইলেন। এই রাঘবানন্দ স্বামী হরিয়ানন্দের শিষ্য। তিনি আবার রামানুজাচার্য্য হইতে একবিংশ অধস্তন। শ্রীরামানন্দ সম্প্রদায়ের পরবর্ত্তী অধস্তনগণের এক পক্ষ ইহাকে শ্রীরামচন্দ্রের অবতার কল্পনা করিয়া এই সম্প্রদায়কে পৃথক সম্প্রদায় বলিয়া থাকেন। অপর পক্ষ কিন্তু তাহাকে শ্রীরামাংশাবতার বলিলেও রামানুজের অধস্তন আচার্য্যরূপে রামানন্দের আচার্য্য-পরম্পরা দেখাইয়া থাকেন। হিন্দী ভক্তমাল রচয়িতা নাভাজী ও বার্ত্তিকপ্রকাশকার এই দ্বিতীয় পক্ষাবলম্বী। ভবিষ্যপুরাণে প্রতিসর্গপর্বে ৪।৭ অধ্যায়ে রামানন্দের জন্মকাহিনী বিবৃত আছে।

রামানুজ—দাক্ষিণাত্যে ৯৩৮ শকাব্দের চৈত্রী শুক্লা পঞ্চমীতে আবির্ভূত হন। বিখ্যাত বিষ্ণুভক্ত ও বৈষ্ণবধর্মের প্রচারক। ইঁহার রচনা শ্রীভাষ্য, বেদান্তসার, বেদার্থসংগ্রহ, বেদান্তদীপ, শ্রীগীতাভাষ্য প্রভৃতি। ইনি শ্রীসম্প্রদায়ের বিশিষ্ট আচার্য্য ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের সমর্থক আচার্য্য শঙ্করের অদ্বৈতবাদের বিরুদ্ধে যাহারা দণ্ডায়মান হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে ইহারই আসন সর্বোচ্চে— ইহাতে সন্দেহ নাই। আলোয়ারগণ ইহারই মতপোষক [শ্রীলরসিকমোহন বিদ্যাভূষণকৃত 'শ্রীবৈষ্ণব' দ্রষ্টব্য।]

রামী, রামমণি—রজকিণী রামী প্রাচীনা স্ত্রীকবিদের মধ্যে আদিম মহিলা বলিয়া উক্ত হইয়াছে। চণ্ডীদাস যখন নান্নুর গ্রামে বাসুলীদেবীর পূজারী ছিলেন, ঠিক সেই কালে ইনিও শ্রীমন্দিরের মার্জ্জনাদি কার্য্যে নিযুক্তা হন। চণ্ডীদাস ও রজকিণীর 'সহজ' প্রেমের কথা লইয়া এদেশে বহু বিচার হইয়াছে, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে দৈহিক সম্বন্ধ ছিল কিনা, তাহা বিবেচ্য। চণ্ডীদাস তাঁহাকে কি ভাবে দেখিতেন, তাহা তিনি স্বয়ংই ব্যক্ত করিয়াছেন—'রজকিণী রূপ, কিশোরী স্বরূপ, কামগন্ধ নাহি তায়।'

রুক্মিণী—বিদর্ভরাজ ভীষ্মকের দুহিতা ও শ্রীকৃষ্ণের মহিষী।

রুদ্র—ব্রহ্মার ললাট হইতে জাত দেবতা। একাদশ ভাগে বিভক্ত হইয়া ইনি সূর্য্যাদিতে অবস্থান করেন।

রেণুকা—পরশুরামের মাতা ও জমদগ্নি মুনির পত্নী। ইহার পিতা—রাজা প্রসেনজিৎ।

রেবতী কুশস্থলীর রাজা রেবতের কন্যা ও শ্রীবলদেবের কান্তা।

রোমহর্ষণ—সূত, ইনি নৈমিষারণ্যে মুনিগণকে পুরাণ-কথা শুনাইতেছিলেন। শ্রীবলদেবকে দেখিয়াও ব্যাসাসন ত্যাগ না করায় ইনি তৎকর্ত্তৃক নিহত হন।

রোহিণী—চন্দ্রের পত্নী ও দক্ষ প্রজাপতির কন্যা। ২ বসুদেবের পত্নী ও শ্রীবলরামের জননী।

রোহিতাশ্ব—অযোধ্যাপতি হরিশ্চন্দ্রের পুত্র।

লক্ষ্মণ—অযোধ্যারাজ দশরথের পুত্র। ভ্রাতৃপ্রেম ও বীরত্বের জন্য ইনি ভারতে চিরস্মরণীয়। শ্রীরামচন্দ্র পিতৃসত্যপালন করিতে বনে গমন করিলে ইনিও তাঁহার আনুগত্য করেন। লঙ্কার সমরে ইনি দুর্দ্ধর্ষ ইন্দ্রজীৎকে বধ করেন, তৎপূর্বে কিন্তু ইনি শক্তিশেলে অচৈতন্য হইয়াছিলেন, সুষেণ বৈদ্যের পরামর্শে হনুমান গন্ধমাদন পর্বত হইতে বিশল্যকরণী আনিয়া ইঁহাকে পুনরুজ্জীবিত করেন।

লক্ষ্মী—বিষ্ণুপত্নী, সৌভাগ্যাধিষ্ঠাত্রী দেবী। দুর্বাসার শাপে ত্রিলোক শ্রীহীন হইলে ইনি সমুদ্রে নিমজ্জিতা হন, পরে আবার সমুদ্র মথনে সমুত্থিত হন।

লব—শ্রীরামের কনিষ্ঠ পুত্র।

লীলাবতী—বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ্ ভাস্করাচার্য্যের বিদুষী দুহিতা। গণিতশাস্ত্রে ইনি বিশেষ পারদর্শিনী ছিলেন। 'সিদ্ধান্ত শিরোমনি'-নামক গ্রন্থের বীজগণিত-বিষয়ক অধ্যায়টি ইনি পিতার সাহচর্য্যে প্রণয়ন করিয়াছেন বলিয়া প্রবাদ আছে। মতান্তরে ভাস্করাচার্য্যই কন্যার নামে ঐ অধ্যায় রচনা করিয়াছেন।

লোপা. লোপামুদ্রা মহর্ষি অগস্ত্যের পত্নী।

লোমপাদ—অঙ্গদেশের রাজা। ইনি অযোধ্যাপতি দশরথের মিত্র ছিলেন বলিয়া দশরথ ইঁহাকে স্বকন্যা শান্তাদেবীকে দত্তককন্যারূপে প্রদান করিয়াছেন।

শকারী—রাজা দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত শকদিগকে দমন করত 'শকারি' আখ্যা লাভ করেন।

শকুনি—রাজা ধৃতরাষ্ট্রের শ্যালক। ইনিই পিতার অস্থিতে নির্মিত পাশাদ্বারা যুধিষ্ঠিরের যথাসর্বস্ব জয় করিয়া দুর্য্যোধনকে প্রদান করেন। ইহারই কুযুক্তি ও অপরিণামদর্শিতার ফলে দুর্যোধন সবংশে নিধনপ্রাপ্ত হন।

শকুন্তলা—চন্দ্রবংশের রাজা দুষ্মন্তের পত্নী। মহর্ষি কন্বের পালিতা কন্যা—তপোবনেই মহারাজ ইহাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। ইঁহার গর্ভে জাত পুত্রই—ভরত।

শঙ্করাচার্য্য—(৭৮৮—৮২০ খ্রীঃ) সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত—দাক্ষিণাত্যে মালাবার প্রদেশে জন্ম—বৌদ্ধধর্মের প্রাবল্যে সনাতন ব্রহ্মণ্যধর্ম্ম ও শাস্ত্রাদির পরাভব হইতে দেখিয়া ইনি তীব্রভাবে হিন্দুধর্ম, দর্শন ও সংস্কৃতির সমর্থন ও সংবর্দ্ধন করেন। ইহার প্রণীত 'শারীরক ভাষ্য' বেদান্ত দর্শনের এক অমূল্য সম্পদ। ইহার মতবাদকে 'অদ্বৈতবাদ' বলা হয়। ইহার মূল তত্ত্বটি নিম্ন শ্লোকে সমাহৃত হয়—

"অহং দেবো ন চান্যোঽস্মি ব্রহ্মৈবাহং ন শোকভাক্।
সচ্চিদানন্দরূপোঽস্মি নিত্যমুক্তঃ স্বভাববান্॥"

অদ্বৈতবাদিগণের নিকট ইনি শিবাবতার বলিয়া সম্মানিত হন। উপনিষদভাষ্য, শ্রীগীতাভাষ্য, সহস্রনামভাষ্য ব্যতীত হস্তামলক, মোহমুদগর প্রভৃতি বিবিধ প্রকরণ গ্রন্থও ইহার রচনা।

শচী—দেবরাজ ইন্দ্রের পত্নী।

শত্রুঘ্ন—শ্রীরামচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা—সুমিত্রার গর্ভজাত; সর্বদাই ভরতের সঙ্গে থাকিতেন।

শনি—নবগ্রহের অন্যতম। সূর্য্যের ঔরসে ছায়ার গর্ভে ইহার জন্ম। ইঁহার দৃষ্টিপাতে গনেশেরও শিরঃপাত হইয়াছিল বলিয়া পৌরাণিকী আখ্যা।

শর্মিষ্ঠা—দৈত্যরাজ বৃষপর্বার কন্যা। ইনি পিতার আদেশে দৈত্যগুরুকন্যা দেবযানীর দাসী হইতে বাধ্য হন। যযাতী গোপনে ইহার পাণিপীড়ন করেন।

শল্য—মদ্রদেশীয় রাজা. পাণ্ডুরাজার দ্বিতীয় মহিষী মাদ্রীর ভ্রাতা। ইনি যুধিষ্ঠিরের হস্তে নিহত হন।

শাণ্ডিল্য—গোত্র প্রবর্ত্তক মুনি। চারি বেদ অধ্যয়ন করিয়াও ইনি তাহাতে পরমার্থলাভের উপায় না দেখিয়া ভক্তিসূত্র' প্রণয়ণ করেন।

শান্তনু—হস্তিনাপুরের চন্দ্রবংশ্য রাজা। গঙ্গাদেবীর গর্ভে ইহার ঔরসে ভীষ্মের জন্ম হয়।

শান্তা—দশরথের কন্যা ও ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির পত্নী।

শালিবাহন—শক-জাতীয় রাজা। ইহার প্রবর্তিত অব্দই 'শকাব্দ' নামে অভিহিত।

শিখণ্ডী—পঞ্চালরাজ দ্রুপদের পুত্র। ইনি ক্লীব ছিলেন বলিয়া ভীষ্ম ইহাকে দেখিলেই অস্ত্র ধারণ করিতেন না—এই সুযোগ লইয়া ইহাকে সম্মুখভাগে রাখিয়া অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শে ভীষ্মকে নিরস্ত্রাবস্থায় বাণবিদ্ধ করিয়া ভূপাতিত করেন।

শিব—অন্যতম শ্রেষ্ঠ দেবতা—সংহারকর্ত্তা ও তমোগুণের অধিষ্ঠাতা।

শিবি—আশ্রিত-বৎসল দানশীল রাজা। ইনি শ্যেনরূপী ইন্দ্রের আক্রমণ হইতে কপোতরূপী অগ্নিকে রক্ষার জন্য স্বদেহপর্যন্ত দান করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন।

শিশুপাল—চেদীবংশীয় নৃপতি। শ্রীকৃষ্ণ-হস্তে ইনি নিহত হন।

শুক্রাচার্য্য—দৈত্যাচার্য্য। মহর্ষি ভৃগুর পুত্র। ইঁহার কন্যা দেবযানী যযাতীর পত্নী ছিলেন।

শুদ্ধোদন—কপিলবাস্তুর রাজা ও বুদ্ধদেবের জনক।

শুভঙ্কর—বিখ্যাত বাঙ্গালী গণিতজ্ঞ পণ্ডিত।

শুম্ভ—চণ্ডীতে বর্ণিত দেবদ্বেষী অসুর। নিশুম্ভ ইহার ভ্রাতা। দেবী হস্তে নিহত হন।

শূদ্রক—'মৃচ্ছকটিক'-নামক সংস্কৃত নাটকের প্রণেতা।

শূর্পনখা—রাবণের ভগিনী। সীতাকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইলে লক্ষ্মণ ইহার নাক ও কান কাটিয়া দেন। ইহারই যুক্তিতে রাবণ সীতাদেবীকে হরণ করে।

শৈব্যা—রাজা হরিশ্চন্দ্রের মহিষী ও রোহিতাশ্বের মাতা।

শ্যামলাল গোস্বামী—ষট্‌সন্দর্ভ, শ্রীগোবিন্দভাষ্য, সিদ্ধান্তরত্ন, বৃহদ্ভাগবতামৃত, বেদান্তস্যমন্তক প্রভৃতির অনুবাদাদিসহ প্রকাশক। শ্রীকৃষ্ণলীলা, শ্রীগৌরসুন্দর ও শ্রীশ্যামসুন্দর প্রভৃতি গ্রন্থের নির্মাতা।

শ্রীধর আচার্য্য—প্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত। বৈশেষিক দর্শনের প্রশস্তপাদভাষ্যের উপরে ইনি 'ন্যায়কন্দলী' টিকা রচনা করেন। ২ গণিতজ্ঞ—বীজগণিতে ইহার প্রণালীকে 'শ্রীধরাচার্য্যের প্রণালী' বা 'হিন্দুপ্রণালী' বলে।

শ্রীধর স্বামী—শ্রীমদ্‌ভাগবত ও শ্রীগীতার টীকাকার। ইনিও তাঁহার গুরুভ্রাতা লক্ষ্মীধর বিষ্ণুস্বামী-সম্প্রদায়ী সন্ন্যাসী ছিলেন। ইনি সম্প্রদায়ানুসারে শ্রীমদ্‌ভাগবতের যে ভাবার্থ-দীপিকা প্রণয়ন করেন, তাহাই অনুসরণ করিবার জন্য শ্রীমনমহাপ্রভুর ইঙ্গিত আছে। [চৈঃ চঃ অন্ত ৭]। মঙ্গলাচরণে ও শ্রুতিস্তবের টীকায় ইঁহার নৃসিংহোপাসনার স্ফুট ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ভাঃ ১।১।২ টীকায় ইনি ভেদাভেদ বাদাবলম্বনে ভক্ত, ভক্তি, শাস্ত্র ও জীবের নিত্যতা এবং জগৎ-সত্যতাদি প্রতিপাদন করিয়াছেন। 'প্রোজ্‌ঝিতকৈতব শব্দের ব্যাখ্যানে প্রচ্ছন্নবৌদ্ধবাদ বা কৈবলাদ্বৈতবাদের খণ্ডন করিয়াছেন। বিষ্ণুপুরাণের টীকায়ও ইনি শুদ্ধাদ্বৈত বিচার দেখাইয়াছেন [৩।১।৩৩, ৬।১৬।৬৩]। শ্রীরূপগোস্বামীপাদ পদ্যাবলীতে শ্রীধরকৃত তিনটি শ্লোক সমাহৃত করিয়াছেন [১৫, ২৮ ও ৪৩]; ইনি প্রাক্‌চৈতন্যযুগের আচার্য্যগণের অন্যতম।

শ্রীবৎস—অযোধ্যার রাজা। শনির কোপে পত্নী-চিন্তার সহিত ইনি দারুণ দুঃখ ভোগ করেন।

শ্রীহর্ষ—'নৈষধ-চরিত' নামক মহাকাব্যের প্রণেতা। ২ রতনাবলী ও নাগানন্দ নামক নাটক-নাটিকার রচয়িতা।

শ্রুতকীর্তি—কুশধ্বজ জনকের দুহিতা ও শত্রুঘ্নের বনিতা।

ষষ্ঠিবর সেন—বাঙ্গালী কবি। ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে পূর্ববঙ্গে ইহার জন্ম হয়। ইনি সমগ্র মহাভারত পদ্যে রচনা করেন। রামায়ণ ও পদ্মপুরাণের অনুবাদও করিয়া গিয়াছেন।

সংজ্ঞা—সূর্য্যের পত্‌নী। বিশ্বকর্ম্মার দুহিতা ও অশ্বিনী কুমারদ্বয়ের মাতা।

সগর সূর্যবংশীয় রাজা। ইহার ৬০০০০ পুত্র কপিল মুনির শাপে ভস্মীভূত হইয়াছিল।

সঞ্জয়—কুরুরাজ ধৃতরাষ্ট্রের মন্ত্রী। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রকে যুদ্ধের বর্ণনা দেওয়ার জন্য ইনি ব্যাসদেব-কর্তৃক দিব্য চক্ষু প্রদত্ত হইয়াছিলেন।

সতী—দক্ষপ্রজাপতির কন্যা ও শিবের পত্নী।

সত্যবতী—মহর্ষি বেদব্যাসের জননী। কুরুরাজ শান্তনুর পত্‌নী, বিচিত্রবীর্য ও চিত্রাঙ্গদ—ইঁহারই পুত্র।

সত্যবান—সাবিত্রীর স্বামী। ইনি বিবাহের অব্যব-বহিত পরেই মৃত্যুমুখে পতিত হইলেও সাবিত্রীর পুণ্যবলে পুনরুজ্জীবিত হন।

সত্যভামা—সত্রাজিত রাজার দুহিতা ও শ্রীকৃষ্ণের মহিষী।

সত্যানন্দ গোস্বামী—শ্রীনিত্যানন্দ-বংশ্য, সানুবাদ তত্ত্বসন্দর্ভ ও ভাগবৎসন্দর্ভের প্রকাশক।

সনৎকুমার—ব্রহ্মার মানসপুত্র ও চতুঃসনের অন্যতম।

সনাতন—ব্রহ্মার মানসপুত্র ও চতুঃসনের অন্যতম।

সরমা—রাবণের ভ্রাতা ও বিভীষণের পত্‌নী।

সহদেব—পাণ্ডুর কনিষ্ঠ পুত্র।

সাবিত্রী—অশ্বপতি রাজার কন্যা ও সত্যবানের পত্নী। ইনি স্বীয় পতির মৃত্যুর পরেও সতীত্বের বলে যমরাজের নিকট গিয়া তাঁহাকে ফিরাইয়া আনেন।

সায়নাচার্য্য—বেদের প্রসিদ্ধ টীকাকার মাধবাচার্যের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা।

সিন্ধু—অন্ধ মুনির পুত্র। সূর্য্যবংশীয় রাজা দশরথ হরিণ-ভ্রমে শব্দভেদী বাণে ইহাকে বধ করেন।

সীতা—শ্রীরামচন্দ্রের মহিষী ও রাজর্ষি জনকের কন্যা। পিতৃসত্যপালনের জন্য শ্রীরাম বনে গমন করিলে ইনিও তৎসঙ্গিনী হন। রাবন ইহাকে দণ্ডকারণ্য হইতে বলে হরণ করিয়া লঙ্কায় নিলে শ্রীরামচন্দ্র সগোষ্ঠি রাবণের বিনাশ করত সীতাকে উদ্ধার করিয়া পুনরায় অযোধ্যায় আসেন। প্রজারঞ্জন-তৎপর শ্রীরাম ইহাকে নির্বাসিত করিলে মহর্ষি বাল্মীকির তপোবনে ইনি লব ও কুশ নামক যমজ পুত্রদ্বয় প্রসব করেন।

সুগ্রীব—শ্রীরামচন্দ্রের বন্ধু বানররাজ। ইহার অনুরোধে শ্রীরাম বালিকে গুপ্তভাবে বধ করিয়া ইহাকে সিংহাসনে বসাইলেন। ইনি লঙ্কাযুদ্ধে প্রভুর যথেষ্ট সহায়ক ছিলেন।

সুভদ্রা—শ্রীকৃষ্ণের ভগিনী ও অর্জ্জুনের অন্যতমা ভার্য্যা।

সুমিত্রা—মহারাজ দশরথের কনিষ্ঠা মহিষী। ইহার দুই পুত্র—লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন।

সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী—ভাজনঘাটের স্বনামধন্য শ্রীকানুঠাকুরের বংশধর ও প্রসিদ্ধ কবিরাজ প্রেমাশ্রু, প্রেমাঞ্জলি, পুষ্পাঞ্জলি, শ্রীরূপসনাতন, মীরাবাঈ প্রভৃতি গ্রন্থের নির্মাতা।

সুশ্রুত—চিকিৎসাশাস্ত্র প্রণেতা জনৈক ঋষি। গ্রন্থ—সুশ্রুতসংহিতা।

সূর্য্য—আদিত্যমণ্ডলাধিষ্ঠাতা। পিতা—কশ্যপ ও মাতা—অদিতি। দুই পত্নী—ছায়া ও সংজ্ঞা।

সৌভরী—ঋষি, ইনি জলমধ্যে মৎস্যের বিহার দেখিয়া কাম-মোহিত হন এবং নিকটবর্ত্তী রাজা মান্ধাতার রাজধানীতে গিয়া তাঁহার পঞ্চাশটি কন্যাকেই বিবাহ করত কায়ব্যূহ ধারণ পূর্বক বিলাস করিয়াছিলেন (ভাঃ ৯।৬।৩৮) ইনি গরুড়কে শাপ দিয়া কালিয় হ্রদে প্রবেশ নিষেধ করিয়াছিলেন (ভাঃ ১০।১৭।৯-১০)।

হনুমান—অঞ্জনার গর্ভে ও পবনের ঔরসে এই মহাবীরের জন্ম। ইনি সুগ্রীবের বন্ধু ও শ্রীরামচন্দ্রের সহিত মিলনকারী। ইনি সীতাদেবীর উদ্ধারকার্য্যে বহু সহায়তা করিয়াছেন।

হরিদাস গোস্বামী—দ্বিজ বলরাম দাস ঠাকুরের বংশধর। বৈষ্ণব সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক। 'শ্রীগৌরাঙ্গ-বিষ্ণুপ্রিয়া' মাসিক পত্রিকার সুযোগ্য সম্পাদক এবং শ্রীগৌরাঙ্গমহাভারত, শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ানাটকাদি বহু গ্রন্থের প্রণেতা।

হরিদাস স্বামী—নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের ভক্ত। সারস্বত ব্রাহ্মণ। [মুলতানের অন্তর্গত কোন এক গ্রামে] মতান্তরে 'উছা' গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন এবং শ্রীবৃন্দাবনের পার্শ্বে রায়পুর গ্রামের গঙ্গাধর ব্রাহ্মণের কন্যাকে বিবাহ করেন। পরে ২৫ বর্ষ বয়ঃক্রমে বৈরাগ্যধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া বাঁকেবিহারী বা শ্রীবঙ্কিমবিহারী শ্রীবিগ্রহের সেবা প্রকাশ করেন। প্রবাদ—নিধুবনের বিশাখাকুণ্ড হইতে তিনি শ্রীবিগ্রহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। প্রথমে ইনি শ্রীবৃন্দাবনের পরপারে মানসরোবরে কুণ্ডতীরে ভজন করিতেন, পরে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ শ্রীবৃন্দাবনে গমন করিলে ইনিও শ্রীবৃন্দাবনে বাস করেন। হরিদাস স্বামী গন্ধর্ব কৃষ্ণদত্ত নামক জনৈক সঙ্গিত-বিদ্যায় সিদ্ধ মহাত্মার নিকট হইতে নাদবিদ্যা লাভ করেন। প্রসিদ্ধ মিয়া তানসেন এই হরিদাস স্বামীর নিকট হইতে যৎকিঞ্চিৎ নাদবিদ্যা শিক্ষা করিয়া তৎকালে ভারতে অদ্বিতীয় সঙ্গীতজ্ঞ নামে খ্যাত হইয়াছিলেন। সম্রাট আকবর হরিদাস স্বামীকে দর্শন করিবার জন্য যে শ্রীবৃন্দাবনে তানসেন সহ আগমন করিয়াছিলেন, তাহা প্রাচীন গ্রন্থে পাওয়া যায়। প্রবাদ—দিল্লী নিবাসী দয়ালদাস ক্ষেত্রী নামক জনৈক মহাধনী ইহাকে কতকগুলি অমূল্য মণি প্রদান করিলে বৈরাগী হরিদাস স্বামী উহা যমুনাতে নিক্ষেপ করেন ও দয়ালদাসকে যমুনার জলরাশির মধ্যে যে কত অমূল্য রত্ন পড়িয়া আছে, তাহা দর্শন করান।

হরিদাস স্বামী-কৃত হিন্দী ভাষায় 'সাধারণ সিদ্ধান্ত' এবং 'রসকে পদ' নামক দুইখানি গ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায়। নিধুবনে হরিদাস স্বামীর সমাধি আছে।

হরিরাম ব্যাস—ব্রাহ্মণ। বুঁন্দেলখণ্ডের ওঁড়ছা গ্রামে জন্ম। ইনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর পরম গুরু শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য শ্রীমাধবের শিষ্য। একদিন স্বীয় গৃহেতে বিবাহ-উপলক্ষে ভোজের আয়োজন হইলে হরিরাম ব্যাস সুখাদ্য দ্রব্য লইয়া ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবগণের সেবা করেন, তাহাতে তাঁহার ভ্রাতৃগণের সহিত বিবাদ হয়। ইহার পরে কতকগুলি হাঁড়ি জাতি কোন মহোৎসবস্থান হইতে ঠাকুরের প্রসাদ লইয়া যাইতেছিলেন। বিকারশূন্য ভক্ত হরিরাম তদ্দর্শনে উক্ত হাঁড়িগনের নিকট হইতে প্রসাদ লইয়া ভক্ষণ করেন। এই সব কারণে ইহার ভ্রাতা ও জ্ঞাতিগণ হরিরামকে বিতাড়িত করিয়া দেন। তৎপরে ইনি স্বীয় পত্নীসহ শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়া বাস করেন।

একদা শ্রীবৃন্দাবনে রাসলীলা যাত্রা হইতেছিল। হঠাৎ শ্রীরাধিকার বেশে সজ্জিত বালকের চরণ হইতে নূপুর ছিঁড়িয়া গেলে হরিরাম স্বীয় উপবীত ছিড়িয়া বালকের নূপুর বাঁধিয়া দেন।

হরিরামের তিনটি পুত্র হয়। হরিরাম তিন পুত্রকেই বিষয় সম্পত্তি বণ্টন করিয়া দিয়া তাহাদের সঙ্গে পত্নীকে প্রেরণ করিতে চাহিলে সহধর্মিণী গৃহে গমন করিলেন না।

পরে একদা বৈষ্ণব-ভোজন-সময়ে হরিরামের পত্নী পরিবেশন করিতেছিলেন, কিন্তু পরিবেশন করিতে করিতে হরিরামের পত্নীর হস্ত হইতে দুগ্ধের উত্তম সর বৈষ্ণবের পাতে না পড়িয়া হরিরামের পাতে পড়িয়া যায়, ইহাতে হরিরাম ক্রুদ্ধ হইয়া পত্নীকে বিতাড়িত করেন। ভক্তিমতী হরিরাম পত্নী স্বামীর আজ্ঞা পালন করিয়া সেই গৃহ পরিত্যাগ করত নিজের অলঙ্কারসমুদয়ের বিক্রয় লব্ধ ১০ হাজার টাকায় শ্রীশ্রীযুগলকিশোর বিগ্রহ মন্দির ও প্রতিষ্ঠা করিয়া সেবা করিতে থাকেন; ইহাতে স্বামী স্ত্রীর বিবাদ মিটিয়া যায়। ইহাদের 'কিশোর বন' বা 'ব্যাসজীকা ঘেরা' নামে একটি উদ্যান আছে। ঐস্থানেই স্বামী-স্ত্রীর সমাধি বর্ত্তমান। প্রবাদ—বাদশাহ আকবর হরিরামের সাধুতা-দর্শনে তাঁহাকে বিস্তর ভূসম্পত্তি দান করিয়াছিলেন।

হরিরাম ও তদীয় পত্নীর রচিত অনেকগুলি বাণী বা পদাবলী আছে। 'স্বধর্মপদ্ধতি' নামক গ্রন্থখানি সমধিক প্রচলিত। ইহাদের স্থাপিত শ্রীশ্রীযুগলকিশোর বিগ্রহ 'নওলকিশোর'-নামেও প্রসিদ্ধ। মতান্তরে উক্ত শ্রীবিগ্রহকে হরিরাম ব্যাস কিশোরবনের ইন্দারা হইতে প্রাপ্ত হয়েন।

হরিবংশ বা হিতহরিবংশ—গৌড় ব্রাহ্মণ। রাধাবল্লভী সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক। ১৪৭৩ খৃঃ বৈশাখী শুক্লা একাদশী সোমবারে জন্ম গ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম—ব্যাস মিশ্র, মাতার নাম—তারা দেবী। ব্যাস মিশ্র মথুরার নিকট বাদগ্রামে দিল্লীর বাদশাহের কর্ম্মচারী ছিলেন। হরিবংশ ঠাকুর ১১ বৎসর বয়সে চটথাবল গ্রামে দ্বিজ অনন্তরামের দুই কন্যা শ্রীমতী কৃষ্ণদাসী ও শ্রীমতী মনোহরা দাসীকে বিবাহ করেন। শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামীজির শিষ্য, শ্রীহরিবাসরে শ্রীরাধাপ্রসাদী তাম্বুল-চর্বিত খাইয়া শ্রীগোপালভট্টপাদ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হন (প্রেম ১৮)। ১৫৬৫ সম্বতের কার্ত্তিক মাসে পুরাণা সহরে শ্রীরাধাবল্লভজী নামে শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। নরবাহন, নবল, ছবিলে, গাহ, নাহর, সুবিটন, প্রভৃতি ইহার শিষ্য হন। ইনি গোবিন্দঘাটে 'রাসমণ্ডল' নামে একটি বেদী এবং নিকুঞ্জ বনে একটি উদ্যান করেন। ১৫৫১ খ্রীষ্টাব্দে আশ্বিন মাসে হরিবংশ স্বামীর তিরোভাব হয়। ইহার কৃত চৌরাশিজি, মহাবাণী প্রভৃতি গ্রন্থ প্রসিদ্ধ।

'প্রেমবিলাস' ও 'ভক্তমাল' গ্রন্থে ইহাদের বিবরণ আছে। শ্রীরাধার নামাঙ্কিত শিলালেখ বা পাষাণফলক ইহারা পূজা করেন। ইহাদের মতে শ্রীকৃষ্ণ অনুকূল নায়ক কেবলমাত্র শ্রীরাধিকার সহিতই বিহার করিয়া থাকেন; আর সকলে দক্ষিণ নায়ক। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডের ১৫ শ অধ্যায়ে বর্ণিত ভাণ্ডীরবনে শ্রীমতী রাধিকার সহিত শ্রীকৃষ্ণের বিবাহ বর্ণনা লইয়া ইহারা শ্রীরাধাকে স্বকীয় নায়িকা বলিয়া বর্ণন করেন।

হরিশ্চন্দ্র—অযোধ্যার রাজা ত্রিশঙ্কুর পুত্র। পত্নী—শৈব্যা ও পুত্র—রোহিতাশ্ব। অতুলনীয় দাতা।

হিড়িম্ব—রাক্ষস, ভীমের হস্তে নিহত হন।

হিড়িম্বা—হিড়িম্বের ভগিনী। ভীমের পত্নী। ইহারই পুত্র—ঘটোৎকচ।

হিরণ্যকশিপু—দৈত্যরাজ, প্রহ্লাদের পিতা। ভগবান নরসিংহরূপে ইহার বধ সাধন করেন।

হিরণ্যাক্ষ—আদিদৈত্য। শ্রীবিষ্ণুহস্তে নিহত হন।

[পরিশিষ্ট খ বরাহনগর পাটবাড়ীতে রক্ষিত প্রাচীন দলিলের নকল *]

১। রাজা বীরহাম্বীর-সম্পর্কিত

(Paris Bibliotheque National M. S.)

[বহারিস্তানের ৬ খ পৃষ্ঠা]

(স্যার যদুনাথ সরকার কর্তৃক কটোর ইংরাজী অনুবাদ)

(Folio 6 B) Islam khan, on arriving to Bengal (1608) sent Shaikh Kamal to invade Hijli, after the Shaikh had secured the submission of Raja of Birbhum (Bir Hambir) and the Zaminder of Pachet (Shams Khan) from the pachet hills, Shaikh Kamal invaded Hijll and tried to bring its Zaminder Salim Khan under control. Though the turbulent Afgans wanted to fight the Mughals, yet Salim Khan wisely felt that he would not succeed in war, So he did not listen to the words of the Afghans, but came out of Hijli, waited on Shaikh Kamal, gave him many presents and thus secure his good wishes. The Shaikh leaving the territories of these three Zaminders to them, returned to the Snbadars Court with their tributes and presents.

২। দারাসাহ কর্তৃক ১০৬৬ হিজরিতে শ্রীগোবিন্দজীর সেবার জন্য ১৮৫ বিঘা ভুমির দানপত্র

Be it known to the present and future officers of the Revenue Administration of Pargana Mathura (who are expeetants of the Royal grace) that when His Royal Majesty heard that in obedience to the great command (which is as inevitable as the will of God and is a tower of the good fortune) of his Majesty the Emperor (of the status of Suleman, ruler of both the worlds and Viceroy of the Gracious God) 185 bighas of land of Mouza Dausaih out of the province of Pargana Mathura which is unber the jurisdiction of the Capital Akbarabad had been alloted for the maintenance and upkeep of the party who belong to Devala of Gobindrai and after that this case came before his blessed Majesty a command (having the value of the world and deserving obedience and complience) was graciously ordained that the aforesaid land should now be awarded and alloted as a Royal gift to Mirja Raja Jai Sing (who is for Royal kindness and suited for Kingly favours is master of good fortune, chief of the devoted and gist of the firm believers the best elected of the heroes and warriors and extract of his contemporaries and equals). Therefore the command of this high order has been ordained that in the obedience of the high blessed and grand command the aforesaid land should be left in the possession of aforesaid Raja and its rules

* পরমপূজ্যপাদ শ্রীশ্রীযুক্ত রামদাস বাবাজী মহোদয়ের অনুমতিক্রমে মুদ্রিত।

should never and in no case be changed or altered. He shou'd never be called upon to pay the Royal dues, other Revenue taxes and expenses, e. g. Peshkash and Quanlaga etc. This commanc should be most strictly complied with.

Written on 23rd of Ziquad 1066 A. H.

Seal of Dara Shah

S / o Shah Jahan.

৩। সম্রাট আকবরের বৃন্দাবনীয় পশুপক্ষী-বৃক্ষলতার হিংসা-নিষেধক ফারম্যান্

That no creature in that Mahal of Brindaban, situated near Mathura, specially the keepers of elephants, may molest of Fakirs, cut trees catch or kill monkeys. If it transpires that anybody has baught about an infringement of the orders, he shall be made the object of oppression (anger). Those holding of the office or Jagirdars, Keroris, Mutsadis of those parts will take steps in this respect and see that nob)dy may be guilty of cathing or killing monkeys, cutting trees. If by chance anyone is found guilty ef this act in any way, he will be chastised, warned and punished, so that he may be an example to others. It will be incumbent to act acoording to the above and this will be one of the duties not to be departed from. Dated Bakman year 1014—4.

[District memoir of Mathura p 220 by F. S. Growse]

৪। খরদহ মন্দির সম্পর্কে আলমগির প্রদত্ত দলিলের অনুবাদ

Whereas it has been represented to his secred and august Majesty that a Brahmin named Nittianund—inhabitant of the village of Khardah under the management of the Pergannah of the Manpur subject to the chucklat of Hoogly in the Dependancies of the Subah of Bengal, gave up his time to the profession of a Fakeir and that of the Mohanta, Beishtuves and Beiragies of that said Subah and of the Subah of Orissa hearb Indian verses at his hands and the said Fakiers contributed a co ry a day for the comers anb goers at his Eakeir House. After the death of the said Nittianand his son named Beerbhadder was estabished in place of deceased and ministered to the comers and goars in the same manner thst his father had done and he also died. When the son of the said deceased named Ruk Kanth applied himself to the comers and goers anb after some time departed his life, Madan Mohan the son of the deceased who was the grandson of the said Nittianand being prepared also to follow the example of his father and gaandfather in this respect hope from the Royal Favour and clemency that the order which subjects the world to obedience and which merits strict obedience be issued that the Managers present and

future of the Mnkuddams shail consider the said Madan Mohan as the Heir of his Grand-father and father and not admit any other to share with him. But that whereas in respect of the daily allowances which the Mohanta, Beistuves and Beiragies have contributed and still do contribute, some of his relations out of envy throw impedimenis in the way of the coming and going of the Mohants, Beistuves and Beiragies etc. and the receipt of the cowr es, they do restrain them from this conduct. On the first of Rabia ul avval in the fortyeighth year of the high accession Beis.

৫। স্বকীয়া পরকীয়ার মীমাংসাপত্র ১১২৮ সালে লিখিত

শ্রীশ্রীমদনগোপাল গোবিন্দ গোপীনাথজীউ

অজয় পত্র

শ্রীল শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু স্বধর্মান্বিত-শ্রীলরাধামোহন শর্মা বরাবরেষু

অত্র পত্রে লিখিতং শ্রীকৃষ্ণদেব শর্মণা ভট্টাচার্য্যেণ অজয়-পত্রমিদং লিখনং কার্য্যনঞ্চ শ্রীযুত পাৎসাহার হুকুম ফরমান ও তয়নাতী মনবদার লইয়া গৌরমণ্ডলে আসিয়া সর্বত্র গোসাঞি মোহান্ত অধিকারী বৈষ্ণব পণ্ডিত সকলকে বিচারে পরাভূত করিয়া স্বকীয় ধর্মসংস্থাপন করিয়া মোকাম মুর্শিদাবাদ শ্রীযুত নবাব সাহেবকে ফরমান দেখাইয়া তোমাকে তলব করাইয়া আনাইলাম। পরে তোমার আখেজমতে শ্রীযুত নবাবসাহেব মধ্যস্থ ছিলেন। মধ্যস্থ মোকা-বিলাতে শ্রীমদভাগবত ও শ্রীধরস্বামীর টীকা ও সন্দর্ভ, তোষণী প্রভৃতি বৈষ্ণবশাস্ত্র লইয়া তোমার সহিত স্বকীয়া পরকীয়া বিচার ছয়মাস পর্য্যন্ত করিয়া বিচারে স্বকীয়া ধর্ম্ম সংস্থাপন করিতে পারিলাম না। তোমার সিদ্ধান্তমতে পরকীয়া ধর্ম্ম সংস্থাপন হইল। অতএব এই অজয়পত্র লিখিয়া দিয়া তোমার শিষ্যত্ব স্বীকার করিলাম। ইতি সন—১১২৭ সাল, মীমাংসা সন ১১২৮ সালের বৈশাখ।

৬ শ্রীরাধাকুণ্ড-বিষয়ক প্রাচীন দলিলের নকল

[কটক রাসবিহারী মঠ হইতে 'ধর্মসমাচার' পত্রিকার উদ্ধৃত]

ক [খাদিম সরাহা রসূল মুতহিন্, কুতবুদ্দিন]

তমস্থক ও মোহর সরিয়াত সাহা কাজি বদরুদ্দিন একরারসে ও তাঃ ৯ রিক জফর সন ৯১৬ হিজিরা। গরজ ইস লেখকে এহেকি মুসমিয়ান্ কাহ্না ত্তলদ কানরো, সলয়া ওলদ্ ডুশা, অধরা ওলদ্ মুকুসা, মজ্জা ও: কল্লি কুজ্জা ও অস্থয়া, গোবিন্দা ওলদ চোহরা ভূরিয়া ওলদ কনকা। সাকিম মৌজা অরিট ওরফ রাধাকুণ্ড অমলা পরগণা সহর কেঁহে। যো কি জমিন মজকুর বারৎ কৃষ্ণকুণ্ড তরফ উত্তর করীল বড়া কুআঁ গোবিন্দা, তরফ পূরব নাল ও দরখত হিস্ ও তরফ দক্ষিণ দেওয়ালা মাহাদেব। আপনি খুসিসে মোবলিক অশি রূপিয়া শিক্কা হাল মাঃ রঘুনাথ দাস যতি বদস্ত (স্র) জীব গোসাইকোঁ ফরোকৎ কিয়া রূপিয়া আপনে খরচমে লায়া। অগর কোই দাবেদার হোত ঝুটা সমঝা যায়।

[রঘুনাথ দাসগোস্বামীকৃত শ্রীজীবপ্রভুর প্রতি হেবানামা (দানপত্র)]

খ (মহম্মদ হাফিজ খাদিম সরাহা মোহর দপ্তর কাজি)

হিবানামা ও মোহর সরিয়ৎ পনাহাঁ কাজি বদরুদ্দিন ও তাং ৭ রিক মাহা রজব সন ৯১৬ হিজরী। মে কি গোঁসাই রঘুনাথ দাস হুঁ, যো কি মোবাজা ৬ কিতা জমিন ওয়াকে অতরাফ তলাউ মৌজে অরিট্ অমলা পরগণা সহর বমোজিম্ তমস্থকাৎ মোকদ্দমান মৌজা মজকুরসে তুইশ আটত্রিশ রূপিয়া মে খরিদ কী থী। উসকো আপনে জিন্দিগি ও দোরস্তি

হোস ও হবাস্‌মে অপনি রেজাবন্দী ও খোয়াইসসে মুসম্মী জীব গোঁসাই ওলদ বল্লভ গোঁসাইকো বেচ দি। আউর নজর কর দি আউর রুপিয়া উস্থল পালিয়া। অউর তমস্সুকাৎ অপনে নামকে যো মকদমিআনসে লিখুওয়াএথে গোসাহি মজকুরকো দে দিয়ে। তাকি বাদমে মকদ্দমান জমিনপর দাবা না করে।

গ [নাথরাম মথুরাবাসী ব্রাহ্মণের বিরুদ্ধে শ্রীজীবপাদের অনুগত শ্রীগোপীদাস মহাশয়ের বাদশাহ-সরকারে দরখাস্ত ও রায়]

(বাদশাহ মহম্মদ শাহাকা ও খত ফিতবী সৈয়দ গইর সরৈইয়া বাহাদুর)

সিজাগ দস্তগা মহম্মদ হইয়াত লগায়ত উমেদবার হে কি গোপীদাস সাং কশবা বৃন্দাবন দরবার কিয়া কি মেরে বড়ো নো মৌঃ রাধাকুণ্ড অমলা পরগণা শহরমে জমিন খরিদি তলাউ অওর বাগিচা বানায়ে। ইন্ দিনো নাথোরাম সাং কশবা মথুরা চাহ তাহে অওর জবরদস্তি জমিন্‌পর কবজা করতা হে। লিহাজা অরজ হৈ কি ইস মোকোদ্দমেমে গৌর ফরমা কর দাদরসি করে, আউর উনকো মদাখিলত বেজাসে মনা কিয়া যায়। তাৎ ১৭ রিখ সিবাল সন ৫২।

(রায়)

(অহদ মহম্মদ শাহা)

গুমাস্তা হে ফৌজদারী হাল ও ইস্তকবালা পরগণা ইসলামাবাদ মথুরা বদানদ। ইন দিনো মে পরবানা ও মোহর মদারুল মোহাম নবাব কুতবুল্লা মুলুক অমিন অলদোলা মরকুমা ১৭ মাহা সিবাল সন ২০ ও নাম মুজর খা কসার জইফ বন্দা কে সাদর হুয়া কি জীব গোসাঞি গোপীদাসকে বুজুরোগণে সাকিন মৌজে বৃন্দাবনকে গিরদা নবা মৌজা অরিট উরফ্‌ রাধাকুণ্ড মৌজামে জনিন খরিদ কী, অউর উন্হোনে তলাউ ও বগিচা হে বনায়ে। ইন দিনো মে নাথোরাম ব্রাহ্মণ সাং কসবা মথুরাণে বাজে আদমিওঁকে সাথ থোড়িসি জমিন উসমেছে অপনে অপনে কবজামে কর লি হৈ কি উস যাগা আপনা আহতা বনাওয়ে। চুনা চে কম ত রিলনে ইস মোকদ্দমামে তকিকত কি। অউর নুকসান হক ও রফা জবরদস্তি কিয়া। সনন্দো ও দরিয়াফৎ আদমি ও মৌতবিরাসে জাহির হুয়া কি জমিন জীবগোসাহিকো হৈ। অউর কোই সরীক নহিঁ। চিনাচে হিদায়জ কি গই কি কোই মুজাহির ও মৌররিজ ন হোয়ে। তহরির সাত জি অল হিজ সন ৫২।

ঘ [স্থানিয় জমিদার হায়দর কেদার ও বারিখা হইতে শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী-প্রাপ্ত একরারনামা]

মুতলিক গোসাঞি কিসন দাসজি গরজ ইস লেখকে এহ কি বারিখা হাইদর কেদার মোকদমান মৌজা অরিট্‌কে হৈ, জো কি নালাপানি পৌহুছানেকী রাধাকুণ্ডকা হৈ; অগর ইস জাগামে খেতি করোঙ্গে তো কসুরদার কানুন বাদশাহা মিরিজাকা হোঙ্গে। ইহ বাত ও তারিখ সনন্দ কি লিখদি কি নালাকি বাহালকি সনন্দ রহে। অগর কোই দরখত কাটেঙ্গে তো কসুরদার হোয়েঙ্গে। ১৬ যফর সন ৫২।

ঙ [মোগল সরকার হইতে শ্রীরূপদাস গোস্বামী-কর্ত্তৃক প্রাপ্ত হুকুমনামা]

(মহম্মদ মুতইন খাদিম সরাহা কাজি কামামউদ্দিন)

পরবানা ও মোহর আমারত ও আদালত মুরতবিত বুরহন অলমুলুক সদত খাঁ বাহাদুরজঙ্গ।

ইকরার সে ও তারিখ ১৪ জিঅলেহিজা সন ৩ একা মোকদিআন হাল ও ইস্তকবাল পরগণা সাহার গোঁসাই রূপদাস সাং বৃন্দাবননে অরজ কী কি জীব গোঁসাইনে আপনে কামকে লিয়ে মৌজা অরিট উরফ রাধাকুণ্ড অমলা পরগণা মজকুরমে জামিন মালিকান সে খরিদ কী। তলাউ ও বাগিচা বনবায়ে। বাজে আদমি মুনাহিমত করতে হৈঁ ও দরখত জবরদস্তি কাটতে হৈঁ। মালুম হুয়া অউর নতিজে পর পঁহুচে আউর তাকিদকি জমিন খরিদা পর কোই মুজাহিম অউর মুতরিজ ন হো অউর দরখত ন কাটে। তাকি দ্বারা নালিশকি নউবত ন পহুঞ্চে

সংশোধন ও সংযোজন

২।২।২	সাধুগ্রাহী	সারগ্রাহী

৩।২।১১ (গৌঃ গঃ ১৬-১৭) অংশ 'অণিমাসিদ্ধির' পরে বসিবে।

৪।২।৩	সুদাম	শ্রীদাম
৫।১।১৮	বিসুচিকা	বিসূচিকা
১১।২।১২	স্থানে	স্থানে
১২।১।৪	দুর্ব্বত্তকে	দুর্বৃত্তকে
১৪।১।৬	স্ফরতি	স্ফুরতি
১৪।২।১	স্বতাবজম্	স্বভাবজম্
২৫।১।২৯	রামনাথ	রমাকান্ত

২৬।২ স্তম্ভে কাশীবাসী বৈষ্ণব, কাশীবাসী ব্রাহ্মণ এবং ২৭।১ স্তম্ভে কাশীশ্বর পণ্ডিত-বিষয়ে লিখিত অনুচ্ছেদত্রয় ২৬।১ স্তম্ভে কাশীমিশ্রের পূর্বে বসিবে।

২৭।২।৬	গোপীবল্লভ	গোপীজনবল্লভ
২৮।২।১০	আচার্য্যপ্রতুর	আচার্যপ্রভুর
২৯।১।১	শ্রীয়সিকানন্দ	শ্রীরসিকানন্দ
২৯।১।১৬	বৈষ্ণবদাসের	বৈষ্ণবদাসের
৩১।২ ৩৩	কবি কৃষ্ণদাস	বাণী কৃষ্ণদাস
৩২।২।৯	শাথা	শাখা
৩৩।২।২১	হুইয়া	হইয়া
৩৫।১।৩	শ্রীকৃষ্ণবিরুদামলী	শ্রীকৃষ্ণবিরুদাবলী
৩৫।১।২২	যতুনাথ	যদুনাথ
৪০।১।২১	ভক্তি ৯।৩৬৭	ভক্তি ৯।৩৫২
৪০।১।৩১,৩৫	৩,৪ স্থলে	২, ৩ হইবে
৪০।২ ৩৫	আগমম	আগমন
৫১।২।২২	পরুড়	গরুড়
৪২।১।৩১	গুণরাজ থান	গুণরাজ খাঁন
৬১।২।৪	শাক্তানন্দনন্দ	শাক্তানন্দ
৬৮।২।৯	প্রাসাদে	প্রসাদে
৬৯।১।২৫	মধুর	মধুরা
৬৯।১।২৯	মঙ্গুমেধা	মঞ্জুমেধা
৭৭।২।১৩	অন্যাপি	অদ্যাপি

* ৭৯।২।১৬ জনার্দ্দনমিশ্র—উপেন্দ্র মিশ্রের পুত্র ও শ্রীগৌরের খুল্লতাত। (চৈঃ চঃ আদি ১৩।৫৮)

৮৪।১।১৪	জীবন পণ্ডিত	জীব পণ্ডিত

* ৮৫।২।৩০ ত্রৈলোক্যনাথ মিশ্র—উপেন্দ্র মিশ্রের পুত্র ও শ্রীগৌরের খুল্লতাত। (চৈঃ চঃ আদি ১৩ ৫৮)

১০১।১।১৭	মর্ত্তক গোপাল	নর্ত্তক গোপাল
১০১।২।৩৪	মারায়ণ ঘোষ	নারায়ণ ঘোষ

* ১০২।২।২০ ; ২ ভক্তমালের টীকায় প্রিয়াদাসজি বলেন যে নারায়ণ ভট্টজি কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারীর শিষ্য। ইহাতে সম্পূর্ণ গুরুপরম্পরাও দেওয়া আছে। তাঁহার রচিত গ্রন্থাবলী—(১) ব্রজদীপিকা. (২) ব্রজভক্তিবিলাস.

---

* তারকা চিহ্নগুলি সংযোজনের সূচক, তদন্যত্র শোধনের জ্ঞাপক।

(৩) ভক্তিরসতরঙ্গিণী, (৪) ব্রতোৎসবচন্দ্রিকা, (৫) ব্রজমহোদধি, (৬) ব্রজোৎসবাহ্লাদিনী, (৭) বৃহা গণোৎসব (৮) ব্রজপ্রকাশ, (৯) ব্রজপ্রদীপিকা, (১০) ভক্তিভূষণসংগ্রহ, (১১) ভক্তিবিবেক (১২) স দীপিকা, (১৩) শ্রীমদ্ভাগবতের 'রসিকাহ্লাদিনী' টীকা, (১৪) প্রেমাঙ্কুর নাটক, (১৫) লাড়িলীলাল-যুগলপ' (১৬) লাড়িলেষ্টক, (১৭) বহু পদাবলি।

১০৫।১।২৮	শ্রীনৃসিংহঅীর্থ	শ্রীনৃসিংহতীর্থ
১০৭।১।১২	পদ্মনাভ	পদ্মনাভ

* ১০৭।১।১৬ **পদ্মনাভ মিশ্র**—উপেন্দ্র মিশ্রের পুত্র ও শ্রীগৌরের জ্যেষ্ঠতাত। (চৈঃ চঃ আদি ১৩।৫৭

* ১০৮।২।৪ **পরমানন্দ মিশ্র** উপেন্দ্র মিশ্রের পুত্র ও শ্রীগৌরাঙ্গের জ্যেষ্ঠতাত। (চৈঃ চঃ আদি ১৩।৫

১১১।১।২৪	শ্রীবীরচন্দ্র	শ্রীবীরচন্দ্র
১১২।১।১২	১৯০	১৯৭০
১১২।১।২৮	মিশ্রের ও	মিশ্রেরও
১১৭।১।৯	রাম	নাম
১২১।২।৪	শ্যামাদাস	শ্যামদাস
১২৪।২।১৫	১৬৫৫।৬৬	১৬৫৫।৫৬

* ১২৯।১।২৩ পরে **বাণীবিলাস**—বৃহদ্বৈষ্ণবতোষণীতে (উপক্রম ৬) উক্ত মহাজন
'রামভদ্রং তথা বাণীবিলাসঞ্চোপদেশকম্'।

* ১৬৩।১।৫ পরে বিদ্যাভূষণ—বৃহদ্বৈষ্ণবতোষণীতে (উপক্রম ৫) উক্ত মহাজন।
'বন্দে বিদ্যাভূষণঞ্চ গৌড়দেশ-বিভূষণম্ ।'

* ১৩৫।২।৩৫ পরে **বিষ্ণুদাস পূজারী**—পূর্বে মণিপুরবাসী, পরে রাজপুতনায় ঘাটিতে (জয়প শ্রীগোবিন্দজীউর পূজারী ছিলেন। শ্রীগোবিন্দার্চ্চনচন্দ্রিকা-নামে শ্রীহরিভক্তিবিলাসের অনুরূপ এক বি ষোড়শোল্লাসাত্মক স্মৃতিগ্রন্থের রচয়িতা। বেঙ্কটেশ্বর প্রেস (মুম্বই) প্রেস হইতে মুদ্রিত।

১৩৮।১।২৭ 'পিতার নাম' এর পূর্বে ১৮১৪ উঠিয়া যাইবে।

১৫৫।১।১১	প্রেম্না	প্রেমণা
১৫৬।২।২৩	বাসুদেব	বসুদেব
১৫৭।২।২৮	সুরেশচন্দ্র	সতীশচন্দ্র

১৬২।২ 'যদুনাথ চক্রবর্ত্তীর অনুচ্ছেদটি 'যদুনাথ দিগবিজয়ীর উপরে বসিবে।

১৬৩।২।১৪	কিঞ্চিত	কিঞ্চিৎ

১৭৬।১, ২ স্তম্ভে রাধামোহন ঠাকুর অনুচ্ছেদটি রাধামোহন দাসের আগে বসিবে।

১৮২।১।২৭	ডিক্ষা	ভিক্ষা
১৮৬।২।১৮	মনোবাঞ্ছা	মনোবাঞ্ছা
১৯১।২।৭	রূপরায়	রূপরায়
১৯৯।১।২৯	শীতলরাম	শীতলরায়
২১২।২।৯	রাঘরেন্দ্র	রাঘবেন্দ্র

* ২১২।২।১৯ **সর্বেশ্বর মিশ্র**—উপেন্দ্র মিশ্রের পুত্র ও শ্রীগৌরের জ্যেষ্ঠতাত। (চৈঃ চঃ আদি ১৩।৫৭

২১৪।১।১৮	পদ্মনাথ	পদ্মনাভ
২২২।১।৫	হরিদাস	হরিনাথ